ওঁ তৎসৎ

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্

# শ্রীমদ্ভাগবতম্

## চতুর্থঃ স্কন্ধঃ

পূজ্যপাদ-

শ্রীধরস্বামি-কৃতয়া ভাগবতভাবার্থদীপিকয়া টীকয়া

সমেতম

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য-

প্রভুপাদ শ্রীল-রাধাবিনোদ-গোস্বামি-

প্রবর্ত্তিতান্বয়ানুবাদৈঃ শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্য তাৎপর্য্যানুবাদৈশ্চ

সমলঙ্কৃত্য

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্মৃতিতীর্থেন

সম্পাদিতম্।

হরিহর লাইব্রেরী

২৯নং বিধান সরণী

কলিকাতা—৬

ঃ প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বি, এ
হরিহর লাইব্রেরী
২৯নং বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

বিক্রয়কেন্দ্র :—
হরিহর লাইব্রেরী ঃ ২৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
মহেশ লাইব্রেরী ঃ ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

নবপরিকল্পনায় পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৩৭২

[ কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ভাষার প্রসারকল্পে প্রদত্ত সরকারী অর্থানুকূল্যে সুলভ মূল্যে প্রচারিত ]

সম্পূর্ণ সেটের নির্ধারিত মূল্য—
সাধারণ বাঁধাই টাকা
রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ টাকা



৪এ, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, শীতলা প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনিশাপতি সিংহ রায়,
১৩৮।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, রূপনন্দা প্রেস হইতে শ্রীপ্রণবগোপাল গোস্বামী ও
১ ৯নং তারক প্রামাণিক রোড, পরাণ প্রেস হইতে শ্রীপরানচন্দ্র ঘোষ, কর্তৃক মুদ্রিত।

# শ্রীমদ্ভাগবত-সূচীপত্রম্।

## চতুর্থস্কন্ধঃ।

[ ৩১ অধ্যায়—শ্লোকসংখ্যা—১৪৪৩ ]

| বিষয় | শ্লোক | পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|---|
| **তৃতীয় অধ্যায়ে—শ্লোকসংখ্যা—২৫** | | |
| মৈত্রেয়ের উক্তি—দক্ষ কর্তৃক "বৃহস্পতি" যজ্ঞের অনুষ্ঠান, শিব ও সতী ভিন্ন অন্য সকলের নিমন্ত্রণ, সতী কর্তৃক শিবের নিকট পিতৃযজ্ঞে গমনের অনুমতি প্রার্থনা, নিবৃত্তির জন্য শিব কর্তৃক সতীর প্রতি নীতি উপদেশদান। | ১—২৫ | ১৩৪৮—১৩৫৮ |
| **চতুর্থ অধ্যায়ে—শ্লোকসংখ্যা—৩৪** | | |
| সতীর পিতৃগৃহে গমন, দক্ষ কর্তৃক সতীর অনাদর, পিতা দক্ষের প্রতি সতীর মৃদু ভর্ৎসনা ও শিবের মাহাত্ম্য বর্ণন, প্রসঙ্গক্রমে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদে কর্মের বৈবিধ্য কথন, সতী কর্তৃক যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ, সতীমরণদৃষ্টে ক্রুদ্ধ শিবানুচরগণ কর্তৃক দক্ষহননে প্রয়াস, দক্ষ-রক্ষণার্থ মহর্ষি ভৃগুর অগ্নিতে আহুতিদান, অগ্নি হইতে "ঋভু" নামক দেবগণের উৎপত্তি এবং জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা ঋভুগণ কর্তৃক শিবানুচরগণের বিতাড়ন। | ১—৩৪ | ১৩৬০—১৩৭৪ |
| **পঞ্চম অধ্যায়ে—শ্লোকসংখ্যা—২৬** | | |
| মৈত্রেয়ের উক্তি—নারদমুখে সতীমরণ এবং স্বীয় অনুচরবর্গের বিতাড়ন বার্ত্তা শ্রবণে শিবের ক্রোধ প্রকাশ ও স্বীয় জটা উৎপাটন, জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি, যজ্ঞসহ দক্ষের ধ্বংসে বীরভদ্রের প্রতি শিবের আদেশ, অনুচরবর্গ সহ বীরভদ্রের অভিযান, রুদ্রানুচরগণ কর্তৃক যজ্ঞধ্বংস, বীরভদ্র কর্তৃক ভৃগুমুনির শ্মশ্রু (দাড়ি), "ভগে"র নেত্রদ্বয় ও "পূষা"র দন্ত উৎপাটন, দক্ষের শিরশ্ছেদনে প্রয়াস ও তাহাতে অসমর্থতা, "সংজ্ঞপন" যন্ত্রে (হাড়িকাঠ) দক্ষকে নিক্ষেপপূর্ব্বক শিরশ্ছেদ, দক্ষমুণ্ডের আহুতি এবং বীরভদ্রের কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন। | ১—২৬ | ১৩৭৬—১৩৮৪ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়ে—শ্লোকসংখ্যা—৫৩** | | |
| শিবানুচর কর্তৃক পরাভূত দেবগণ, পুরোহিত ও সদস্যবর্গের ব্রহ্মার নিকট গমন ও যজ্ঞধ্বংসবৃত্তান্ত কথন, যজ্ঞোদ্ধারমানসে শিবপ্রসন্নতা-লাভার্থ দেবগণ, প্রজাপতিগণ ও পিতৃগণ সহ ব্রহ্মার কৈলাস পর্ব্বতে গমন, কৈলাস বর্ণন, ব্রহ্মাদি দেবগণের শঙ্কর দর্শন, শঙ্কর বর্ণন, শঙ্কর কর্তৃক ব্রহ্মার অভিবাদন, শঙ্করের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতিচ্ছলে উক্তি—ধ্বস্ত যজ্ঞাদির পুনরুদ্ধারার্থ শঙ্করের নিকট ব্রহ্মার প্রার্থনা। | ১—৫৩ | ১৩৮৬—১৪০২ |
| **সপ্তম অধ্যায়ে—শ্লোকসংখ্যা—৬১** | | |
| শিব কর্তৃক ব্রহ্মাদি দেবগণর প্রার্থিত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা সহকারে বরদান, শিবসহ দেবগণের যজ্ঞস্থলে গমন ও নিহত দক্ষের স্কন্ধের সহিত | | |

সূচীপত্র

## সূচীপত্র

বিষয় | শ্লোক

## সূচীপত্র

# শ্রীমদ্ভাগবতম্

## চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—০:(*):০—

## প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

মনোস্তু শতরূপাযাং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
আকৃতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিবিতি বিশ্রুতাঃ ॥ ১ ॥
আকৃতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ।
পুত্রিকাধর্ম্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥ ২ ॥

**অন্বয়ঃ।**—মনোস্তু ( তুশব্দ উৎকর্ষদ্যোতকঃ, ব্রহ্মপুত্রাণাং মধ্যে মরীচ্যাদিভ্যো মনোরুৎকর্ষং সূচযতি ) তরূপাযাং ( তন্নামকপত্ন্যাম্ ) আকৃতিঃ, দেবহূতিঃ, প্রসূতিশ্চ, ইতি বিশ্রুতাঃ ( এতন্নাম্না বিখ্যাতাঃ ) তিস্রঃ ন্যাশ্চ ( চকারেণ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদাখ্যযোঃ দ্বয়োঃ পুত্রয়োরপি সূচনং ) জজ্ঞিরে ( উৎপন্না বভূবুঃ ) ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয বলিলেন—মনুব শতরূপানাম্নী পত্নীর গর্ভে আকৃতি, দেবহূতি ও প্রসূতি ামে খ্যাত তিনটী কন্যা এবং দুইটী পুত্র ( প্রিযব্রত ও উত্তানপাদ ) জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

অথৈকত্রিংশতাধ্যাযৈর্বিসর্গস্তর্য্য ঈর্য্যতে। বিসর্গস্ত্বীশ্বরাধীনৈর্ব্রহ্মমন্বাদিভিঃ কৃতঃ ॥
তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে মনুকন্যান্বযাঃ পৃথক্। বর্ণ্যন্তে যত্র যজ্ঞাদি-মূর্ত্তিভিঃ প্রভবো হরেঃ ॥

মনুকন্যান্বযং বিস্তরেণ বক্তুমাহ—মনোস্ত্বিতি। চকারাৎ দ্বৌ পুত্রৌ চ। তুশব্দাদন্যতোঽপি পুত্রলাভঃ সূচিতঃ ॥১

**অন্বয়ঃ।**—নৃপঃ ( মনুঃ ) শতরূপানুমোদিতঃ ( পত্ন্যাঃ সম্মতিপ্রাপ্তঃ ) ভ্রাতৃমতীমপি ( অপিনা বিরোধো ্যাত্যতে, তথাহি "অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি" ইত্যাদিবাক্যবন্ধপূর্ব্বকং ভ্রাতৃহীনকন্যাদানমেব পুত্রিকাধর্ম্মঃ, অস্যাশ্চ াতৃসত্ত্বাৎ পুত্রিকাধর্ম্মেণ দানং যদ্যপি বিরুদ্ধং তথাপি যোগবলেন আকৃতিভাবিপুত্রস্য ভগবদবতারত্বং বিজ্ঞায় াদৃগ্বিশিষ্টপুত্রকামঃ সন্ তথাকৃতবানিতি তাৎপর্য্যম্ ), আকূতিং, পুত্রিকাধর্ম্মম্ ( অস্যাং যঃ পুত্রো ভবিতা স

প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ । মিথুনং ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩ ॥

যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্ । যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতানপায়িনী ॥ ৪ ॥

আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্ । স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্ ॥৫॥

তাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুষাং পতিঃ । তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়দ্ দ্বাদশাত্মজান্ ॥ ৬ ॥

তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ স্বাহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্ ॥ ৭ ॥

মমৈব পুত্রো ভবেদিতি নিয়মবন্ধম্ ) আশ্রিতঃ ( অবলম্বিতঃ সন্ ) রুচয়ে ( রুচিনামকায় মহাপুরুষায় ) প্রাদাৎ ( অর্পিতবান্ ) ॥ ২

**মূলানুবাদ ।**—মনু স্বীয় পত্নী শতরূপার সম্মতিক্রমে আকূতিকে তাহার ভ্রাতা থাকা সত্ত্বেও পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে রুচির নিকট দান করিয়াছিলেন ॥ ২

**শ্রীধরটীকা ।**—তদ্দর্শয়িতুমাহ—পুত্রিকাধর্ম্মমাশ্রিত্যেতি । "অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম । অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবে" দিতি ভাষাবন্ধেন কন্যাদানং পুত্রিকাধর্ম্মঃ । স চাভ্রাতৃকায়াং কন্যায়াং পুত্রার্থিন এব প্রসিদ্ধঃ । তথাপি পুত্রবাহুল্যকামস্তথা কৃতবানিত্যাহ—ভ্রাতৃমতীমপীতি ॥ ২

**অন্বয়ঃ ।**—পরমেণ ( ঐকান্তিকেন ) সমাধিনা ( ঈশ্বরধ্যানেন ) ব্রহ্মবর্চ্চস্বী (ব্রহ্মতেজঃসম্পন্নঃ) স ভগবান্ রুচিঃ প্রজাপতিঃ ( সৃষ্টিপ্রবৃত্তঃ সন্ ) তস্যাম্ ( আকূত্যাং ) মিথুনং ( পুরুষমেকং স্ত্রিয়ঞ্চৈকাম্ ) অজীজনৎ ( উৎপাদয়ামাস ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ ।**—ঐকান্তিক ঈশ্বরচিন্তার ফলে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ভগবান্ রুচি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সেই আকূতিনাম্নী পত্নীর গর্ভে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী এই যুগল সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা ।**—মিথুনং পুরুষং স্ত্রিয়ঞ্চ । সমাধিনা ঈশ্বরধ্যানেন ॥ ৩

**অন্বয়ঃ ।**—তয়োঃ (উৎপন্নয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মধ্যে) যঃ পুরুষঃ [ সঃ ] যজ্ঞস্বরূপধৃক্ ( যজ্ঞমূর্ত্তিধারী ) সাক্ষাৎ বিষ্ণুঃ, যা স্ত্রী সা ভূতেঃ ( লক্ষ্ম্যাঃ ) অংশভূতা অনপায়িনী ( স্থিতিশালিনী ) দক্ষিণা ( তন্নাম্নী আসীৎ ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ ।**—সেই সন্তানযুগলের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর যিনি স্ত্রী, তিনি লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা স্থিতিশালিনী দক্ষিণা ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা ।**—ভূতের্লক্ষ্ম্যা অংশভূতা, অতস্তয়োর্বিবাহো ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ ।**—স্বায়ম্ভুবঃ ( মনুঃ ) মুদা (হর্ষেণ) যুক্তঃ [ সন্ ] বিততরোচিষং ( বিস্তৃতপ্রভাশালিনং ) পুত্র্যাঃ ( কন্যায়া আকূতেঃ ) পুত্রং ( তং যজ্ঞং ) স্বগৃহম্ আনিন্যে ( আনীতবান্ ), রুচিঃ দক্ষিণাং ( তন্নাম্নীং কন্যাং ) জগ্রাহ ( গৃহীতবান্ ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ ।**—স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই মহাপ্রভাশালী আকূতি-পুত্র যজ্ঞকে নিজগৃহে আনয়ন করিলেন, ( সুতরাং ) রুচি সেই দক্ষিণানাম্নী কন্যাটীকেই রাখিলেন ॥ ৫

**অন্বয়ঃ ।**—ভগবান্ যজুষাংপতিঃ ( মন্ত্রাণামধীশ্বরঃ স যজ্ঞঃ ) কাময়ানাং ( কাময়মানাং ) তাং (দক্ষিণাম্) উবাহ ( পরিণীতবান্ ), [ ততশ্চ ] তুষ্টায়াং (তস্যাং দক্ষিণায়াং) তোষমাপন্নঃ ( সন্তুষ্টিং প্রাপ্তঃ সন্) দ্বাদশ আত্মজান্ ( পুত্রান্ ) অজনয়ৎ ( উৎপাদয়ামাস ) ॥ ৬

তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে। মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ। তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণামনুবৃত্তং তদন্তরম্ ॥ ৯॥

**মূলানুবাদ।**—দক্ষিণা অত্যন্ত অভিলাষিণী হওয়ায় মন্ত্রাধিপতি ভগবান্ যজ্ঞ তাহাকে বিবাহ করিলেন, (পরে) সন্তুষ্টচিত্তা সেই পত্নীর গর্ভে তিনি দ্বাদশটী পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—[কে তে দ্বাদশপুত্রা ইত্যাহ] তোষ ইত্যাদি, (তোষ-প্রতোষপ্রভৃতীনি নামানি, তন্নামকান্) দ্বিষট্ (দ্বাদশপুত্রান্, অজনয়দিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইডস্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন সেই দ্বাদশটী পুত্র ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা।**—পুত্র্যা আকূতেঃ পুত্রং যজ্ঞম্ ॥৫॥ যজুষাং যজ্ঞানাং মন্ত্রাণাং বা পতির্বিষ্ণুঃ ॥৬ দ্বিষট্ দ্বাদশ॥৭

**অন্বয়ঃ।**—তে (পুত্রাঃ) স্বায়ম্ভুবান্তরে (স্বায়ম্ভুবস্য মনোরধীনে কালে) তুষিতা নাম দেবাঃ আসন্ মরীচিমিশ্রাঃ (মরীচিপ্রভৃতয়ঃ) ঋষয়ঃ [আসন্], যজ্ঞঃ (ভগবতোঽবতারঃ) সুরগণেশ্বরঃ (দেবরাজ ইন্দ্রশ্চ) [আসীৎ], মহৌজসৌ (মহাপ্রভাবসম্পন্নৌ) প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ [আস্তাম্], তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণাং (তয়োঃ পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাণাং বংশৈরিত্যর্থঃ) তদনন্তরং (স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরম্) অনুবৃত্তং (পরিব্যাপ্তম্) [আসীদিতি শেষঃ] ॥৮।৯

**মূলানুবাদ।**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই দ্বাদশটী পুত্র তুষিত নামক দেব সম্প্রদায় হইয়াছিলেন, আর মরীচি প্রভৃতি ঋষি, ভগবানের অবতার যজ্ঞ, তিনিই ইন্দ্র হইয়াছিলেন; মনুর মহাপ্রভাব প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিলেন, ইঁহাদের দুই জনের পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র বংশ দ্বারাই সেই মন্বন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৮।৯

**শ্রীধরটীকা।**—প্রসঙ্গাৎ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরগতং ষট্কমাহ—তুষিতা ইতি দ্বাভ্যাম্। "মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ। ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড্‌বিধমুচ্যতে" ইতি বক্ষ্যতি। তত্র স্বায়ম্ভুবো মনুঃ, তুষিতা দেবাঃ, মরীচিপ্রমুখাঃ সপ্তর্ষয়ঃ, যজ্ঞো হরেরবতারঃ, স এব সুরগণেশ্বর ইন্দ্রঃ ॥৮॥ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ পৃথ্বীপালকৌ। তদেবং যজ্ঞস্য দ্বৈরূপ্যেণ ষড্‌বিধত্বম্। তয়োঃ পুত্রপৌত্রনপ্তৄণাং বংশৈরনুবৃত্তং ব্যাপ্তং পালিতং তন্মন্বন্তরম্ ॥ ৯

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—দ্বিতীয় স্কন্ধের অন্তিম ভাগে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তর প্রদানচ্ছলে পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেব তৃতীয় স্কন্ধ হইতে যে বিদুর-মৈত্রেয় কথোপকথনের অবতারণা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান স্কন্ধেও সেই বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদই তিনি বর্ণনা করিতেছেন ও সূতমুখে ঋষিগণ তাহা শ্রবণ করিতেছেন। বিদুর পূর্ব্বস্কন্ধে মৈত্রেয় মুনির নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ-বিবরণ শুনিতে চাহিয়া ছিলেন এবং তন্মধ্যে মনুকন্যা দেবহূতিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া মহর্ষি কর্দ্দম কয়টী সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদনুসারে দেবহূতির বৃত্তান্ত অর্থাৎ তাঁহার যে কলা প্রভৃতি নয়টী কন্যা এবং শ্রীভগবানের অবতার কপিল নামক পুত্র জন্মিয়াছিল, সেই ঘটনা অতি বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বস্কন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে অবসর সঙ্গতিক্রমে মৈত্রেয় মুনি আকূতি প্রভৃতি মনুকন্যাদিগের বংশ বর্ণনা করিতেছেন। এইরূপ ভাবে সৃষ্টিবিস্তার বিসর্গ বা বিসৃষ্টি নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহা মহাপুরাণের অন্যতম লক্ষণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে কথিত আছে যে—"সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনং, দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্" অর্থাৎ সামান্যতঃ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত পুরাণ মাত্রেরই লক্ষণ; ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত সৃষ্টি, বিসৃষ্টি প্রভৃতি আরও দশটি মহাপুরাণের লক্ষণ আছে। এই স্কন্ধে ক্রমশঃ মন্বাদিকৃত সৃষ্টিবিস্তার বর্ণনা দ্বারা ঐ বিসৃষ্টি বা বিসর্গ নামক লক্ষণ যে সম্যক্‌রূপে অন্বিত হইয়াছে তাহা উত্তরোত্তর আলোচনায় পরিস্ফুট হইবে। যাহা হউক, মৈত্রেয় বলিলেন—হে বিদুর! মনুর যদিও প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদনামে দুইটি ঔরসপুত্র ছিল, তথাপি "এইব্যা

দেবহূতিমদাৎ তাত কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম॥ ১০॥
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ।
প্রাযচ্ছদ্যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্॥ ১১॥

বহবঃ পুত্রাঃ" এই বিধি অনুসারে তিনি আরও অন্ততঃ একটি পুত্রের আবশ্যকতা বোধ করিয়াছিলেন। আকৃতি জ্যেষ্ঠা কন্যা, তাহাকে পুত্রিকাধর্ম্মানুসারে বিবাহ দিলে অচিরে তাহার গর্ভে পুত্র জন্মিলেই তদ্দ্বারা নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ আকৃতির গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে সাধারণ পুত্র নহে, স্বয়ং ভগবানের অংশাবতার, ইহা বুঝিতে ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ মনুর বাকী ছিল না। সুতরাং সেই পুত্রটীকে নিজপুত্র করিয়া লইতে পারিলে পুত্র- বত্তার পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে। এই সকল ভাবিয়া তিনি পত্নীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক আকৃতির ভ্রাতা অর্থাৎ নিজের পুত্র থাকা সত্ত্বেও পুত্রিকাধর্ম্মানুসারেই আকৃতিকে রুচির সহিত বিবাহ দিলেন। পুত্রিকাধর্ম্ম এই যে,—কন্যাদান কালে জামাতার নিকট জানাইয়া দেওয়া হয়—এই যে কন্যাটী তোমাকে দান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমারই পুত্র হইবে। পরে তদনুযায়ী সেই কন্যার পুত্রই স্বীয় পুত্রের ন্যায় কার্য্যাধিকারী হয়। শাস্ত্রে আরও অনেক প্রকার পুত্রব্যবস্থা আছে, সে সমুদয়ই কলিযুগ ভিন্ন যুগান্তরের জন্য। কলিতে কেবল দত্তক ও ঔরস, এই দ্বিবিধ পুত্রব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত। ফলকথা, যদিও পুত্রিকাধর্ম্মে কন্যাদানের প্রাক্‌কালীন বাক্যবন্ধনের মধ্যে "অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাং" "ভ্রাতৃহীন কন্যাটীকে অলঙ্কৃত করিয়া তোমার নিকট দান করিব" এইরূপ থাকায় ভ্রাতৃহীন কন্যাতেই পুত্রিকাধর্ম্ম সঙ্গত, তথাপি "এষ্টব্যাঃ বহবঃ পুত্রাঃ" এই বিধি অনুযায়ী বহুপুত্র কামনাস্থলেও উহা করা যাইতে পারে, ইহা সদাচারসিদ্ধ। ইহাই সূচনার জন্য মূল শ্লোকে "অপি ভ্রাতৃমতীং" এইরূপ বিশেষণে আকৃতিকে বিশেষিত করা হইয়াছে।

যাহা হউক অতঃপর রুচির ঔরসে আকৃতির গর্ভে দুইটী সন্তান জন্মিল, একটি পুরুষ, তিনি যজ্ঞরূপী শ্রীভগবানেরই অংশাবতার, আর অপরটি স্ত্রী, তিনি লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা, এজন্য তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ সংঘটন বিরুদ্ধ নহে। যজ্ঞরূপী পুত্রটি মনুর পুত্র হইলেন, আর কন্যা দক্ষিণা রুচিরই কন্যা রহিলেন। কালক্রমে যজ্ঞ দক্ষিণাকে বিবাহ করিয়া তোষ, প্রতোষ প্রভৃতি দ্বাদশটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে সেই দ্বাদশটি পুত্রই তুষিত নামক দেব সম্প্রদায় হইয়াছিলেন। প্রতি মন্বন্তরেই মনু, দেবসম্প্রদায় বিশেষ, সপ্তর্ষি ভগবদবতার, ইন্দ্র এবং মনুপুত্র এ সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনু, তুষিত নামে দেব সম্প্রদায়, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, যজ্ঞরূপী অবতার এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটি মনুপুত্র ছিলেন এই দুই জনের পুত্রপৌত্রাদি ক্রমেই শাখাপ্রশাখা দ্বারা সেই মন্বন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল॥ ১—৯॥

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] তাত। ( বৎস বিদুর। ) মনুঃ আত্মজাং ( কন্যাং ) দেবহূতিং কর্দ্দমায় অদাৎ, গদতঃ ( কথয়তঃ ) মম ( সকাশাৎ ) ভবতা ( ত্বয়া ) তৎসম্বন্ধি (দেবহূতিসম্বন্ধীয়ং বৃত্তজাতং শ্রুতপ্রায়ং (বাহুল্যেন শ্রুতং কিন্তু কন্যাবংশানামশ্রুতত্বাৎ শ্রবণস্য ন পূর্ণতা জাতা ইত্যাবেদয়িতুং প্রায়পদোপাদানম্ )॥ ১০॥

**মূলানুবাদ।**—বৎস বিদুর। মনু যে স্বীয়কন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দমের নিকট সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কিত বৃত্তান্ত প্রায় সমস্তই আমি কীর্ত্তন করিয়াছি, অতএব তাহা ত' শ্রবণ করিয়াছ॥ ১০॥

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ মনুঃ প্রসূতিং ( তন্নাম্নীং কন্যাং ) ব্রহ্মপুত্রায় দক্ষায় প্রাযচ্ছৎ ( দত্তবান্ ), যৎকৃতঃ ( যয়া প্রসূত্যা কৃতঃ ) মহান্ সর্গঃ (বিপুলা সৃষ্টিঃ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনে) বিততঃ ( বিস্তৃতঃ অস্তীতি শেষঃ )॥ ১১॥

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ মনু প্রসূতি নাম্নী কন্যাকে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহার কৃত বিপুল সৃষ্টি ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে॥ ১১॥

যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে ॥১২॥

পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা। কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ ॥১৩॥

পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ। দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্‌যাভূৎ সরিদ্দিবঃ ॥১৪॥

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ॥১৫॥

**শ্রীধরটীকা।**—শ্রুতপ্রায়ং বাহুল্যেন শ্রুতম্। তৎকন্যাবংশানামশ্রুতত্বাৎ প্রায়গ্রহণম্ ॥ ১০।১১

**অন্বয়ঃ**—কর্দ্দমসুতাঃ ( কর্দ্দমস্য কন্যাঃ ) যাঃ নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ ( পত্ন্য ইত্যর্থঃ) প্রোক্তাঃ (প্রাক্‌কথিতাঃ) তাসাং ( কন্যানাং ) প্রসূতিপ্রসবং ( পুত্রাপৌত্রাদিক্রমেণ সন্ততিবিস্তারং ) মে ( ময়া ) প্রোচ্যমানং ( কথ্যমানং ) নিবোধ ( শৃণু ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—কর্দ্দম ঋষির নয়টী কন্যা যে নয়জন ব্রহ্মর্ষির পত্নী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সম্প্রতি আমি তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশবিস্তার বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা।**—প্রসূতিপ্রসবং পুত্রপৌত্রাদিবিস্তারম্ ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—কর্দ্দমাত্মজা (কর্দ্দমস্য কন্যা) মরীচেস্তু পত্নী কলা কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ (পুত্রদ্বয়ং) সুষুবে (প্রসূতবতী ) যয়োঃ ( কশ্যপপূর্ণিমনামকযোঃ পুত্রযোঃ, বংশৈরিতি যাবৎ ) জগৎ আপূরিতং ( পরিব্যাপ্তম্ ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—কর্দ্দমের কন্যা মরীচিপত্নী কলা, কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামক দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, ইঁহাদের বংশদ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—যয়োর্বংশেনাপূরিতম্ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] পরন্তপ। ( শত্রুনিসূদন বিদুর। ) পূর্ণিমা ( তন্নামকঃ কলাপুত্রঃ ( বিরজং বিশ্বগঞ্চ ( পুত্রদ্বয়ং ), যা হরেঃ ( ভগবতঃ ) পাদশৌচাৎ ( পদপ্রক্ষালনাৎ ) [ জন্মান্তরে ] দিবঃ সরিৎ ( গঙ্গা ) অভূৎ, [ তাং ] দেবকুল্যাং ( দেবকুল্যানাম্নীং কন্যাঞ্চ ) অসূত ( উৎপাদযামাস, অত্র "সূ" ধাতোঃ উৎপাদনরূপেঽর্থে লক্ষণা ) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—হে শত্রুনাশকর বিদুর! পূর্ণিমা, বিরজ ও বিশ্বগ নামক দুইটী পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে একটী কন্যা উৎপাদন করিযাছিলেন, এই দেবকুল্যাই জন্মান্তরে শ্রীহরির পদ-প্রক্ষালন হইতে গঙ্গারূপে উৎপন্ন হইযাছেন ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—কশ্যপবংশং ষষ্ঠে বক্ষ্যতি। দ্বিতীযস্য বংশমাহ—পূর্ণিমেতি। দেবকুল্যাং নাম কন্যাঞ্চ। হরেঃ পাদক্ষালনাৎ জন্মান্তরে যা দিবঃ সরিৎ গঙ্গাভূৎ তাম্ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—অত্রেঃ পত্নী অনসূয়া আত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ( আত্মা ভগবান্ বিষ্ণুঃ, ঈশঃ রুদ্রঃ, ব্রহ্মা চ, তৎসম্ভবান্ তদংশোৎপন্নান্ ) দত্তং, দুর্ব্বাসসং, সোমম্ ( এতন্নামকান্ ইত্যর্থঃ ) ত্রীন্ সুযশসঃ ( বিখ্যাতকীর্ত্তীন্ ) সুতান্ জজ্ঞে ( অন্তর্ভূতণ্যর্থেঽযং প্রয়োগ আর্ষঃ, তথাচ জনয়ামাস ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম নামক তিনটী মহাযশস্বী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, এই তিনটী পুত্র যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে জন্মগ্রহণ করিযাছেন ॥ ১৫

শ্রীবিদুর উবাচ।

অত্রের্গৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে গুরো ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সৃষ্টাবত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ। সহ পত্ন্যা যযাবৃক্ষং কুলাদ্রিং তপসি স্থিতঃ ॥ ১৭
তস্মিন্ প্রসূনস্তবক-পলাশাশোককাননে। বার্ভিঃ স্রবদ্ভিরুদ্‌ঘুষ্টে নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ সমন্ততঃ ॥ ১৮
প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষশতং মুনিঃ। অতিষ্ঠদেকপাদেন নির্দ্বন্দ্বোঽনিলভোজনঃ ॥ ১৯
শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ। প্রজামাত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছত্বিতি চিন্তয়ন্ ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ বিষ্ণুরুদ্রব্রহ্মণামংশৈঃ সম্ভূতান্ ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] গুরো। ( মৈত্রেয়! ) স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুভূতাঃ) সুরশ্রেষ্ঠাঃ (তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ) কিঞ্চিৎ ( কিং স্বিৎ ) চিকীর্ষবঃ ( কর্ত্তুমিচ্ছবঃ সন্তঃ ) অত্রের্গৃহে জাতাঃ ( স্বাংশদ্বারা পুত্ররূপেণোৎপন্নাঃ ) এতৎ মে ( মহ্যম্ ) আখ্যাহি ( কথয় ) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—বিদুর বলিলেন—হে গুরো! সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী সেই তিন সুরশ্রেষ্ঠ কি জন্য অত্রির গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১৬ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চিৎ কিংস্বিৎ, কিং কর্ত্তুমিচ্ছব ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

**অন্বয়ঃ।**—ব্রহ্মবিদাংবরঃ ( ব্রহ্মজ্ঞানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ ) অত্রিঃ সৃষ্টৌ ( সৃষ্টিবিষয়ে ) ব্রহ্মণা চোদিতঃ ( আদিষ্টঃ ) [ অতএব ] তপসি স্থিতঃ ( তপস্যায়ামেকাগ্রঃ সন্ ) পত্ন্যা ( অনসূয়য়া ) সহ ঋক্ষম্ ( ঋক্ষনামকং ) কুলাদ্রিং ( কুলপর্ব্বতং ) যযৌ ( গতবান্ ) ॥ ১৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয় বলিলেন—ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অত্রি মুনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্টি বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া তপস্যা করিবার জন্য সস্ত্রীক ঋক্ষ নামক কুলপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ঋক্ষং নাম কুলাদ্রিম্। তপসি স্থিতঃ সন্ ॥ ১৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—তস্মিন্ ( ঋক্ষনামকে পর্ব্বতে ) নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ ( তন্নামকায়া নদ্যাঃ ) স্রবদ্ভিঃ (প্রবহদ্ভিঃ) বার্ভিঃ ( জলৈঃ ) সমন্ততঃ ( চতুর্দ্দিক্ষু ) উদ্‌ঘুষ্টে ( নিনাদিতে ) প্রসূনস্তবকপলাশাশোককাননে ( পুষ্পস্তবকশোভিতানাং পলাশানাম্ অশোকানাঞ্চ বনে ) মুনিঃ ( অত্রিঃ ) প্রাণায়ামেন মনঃ সংযম্য নির্দ্বন্দ্বঃ ( শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বাতীতঃ ) অনিলভোজনঃ ( বায়ুমাত্রাহারশ্চ সন্ ) বর্ষশতং ( শতবর্ষপর্য্যন্তকালং ব্যাপ্য) একপাদেন অতিষ্ঠৎ ॥ ১৮।১৯।

**মূলানুবাদ।**—সেই ঋক্ষ পর্ব্বতে পুষ্পগুচ্ছ সুশোভিত পলাশ ও অশোক বৃক্ষ পরিব্যাপ্ত বন আছে, ইহার অদূরে নির্ব্বিন্ধ্যানাম্নী নদীর জলপ্রবাহশব্দ উত্থিত হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইতেছে, সেই বনমধ্যে মুনিবর অত্রি প্রাণায়ামদ্বারা মন সংযত করিয়া শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হইয়া মাত্র বায়ু ভক্ষণ করতঃ শতবৎসর পর্য্যন্ত এক পাদে দণ্ডায়মান ছিলেন ॥ ১৮—১৯ ॥

**অন্বয়ঃ।**—য এব জগদীশ্বরঃ তম্ অহং শরণং প্রপদ্যে ( প্রাপ্নোমি ) [ সঃ ] মহ্যম্ আত্মসমাং ( মদনুরূপাং) প্রজাং ( সন্ততিং ) প্রযচ্ছতু ( অর্পয়তু ) ইতি চিন্তয়ন্ ( মুনিঃ "বর্ষশতম্ অতিষ্ঠৎ" ইতি পূর্ব্বোণান্বয়ঃ ) ॥ ২০ ॥

**মূলানুবাদ।**—যিনি এই জগতের ঈশ্বর, আমি তাঁহার শরণাগত হইতেছি, তিনি আমাকে আমার অনু-

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা। নির্গতেন মুনের্মূর্দ্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ॥ ২১
অপ্সরোমুনিগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ। বিতায়মানযশসস্তদাশ্রমপদং যযুঃ॥ ২২
তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগ-বিদ্যোতিতমনা মুনিঃ। উত্তিষ্ঠন্নেকপাদেন দদৃশে বিবুধর্ষভান্॥ ২৩
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমাবুপতস্থেঽর্হণাঞ্জলিঃ।
বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈশ্চ চিহ্নিতান্।
কৃপাবলোকেন হসদ্বদনেনোপলম্ভিতান্॥ ২৪

রূপ সন্তান প্রদান করুন, এইরূপ চিন্তা করতঃ ( সেই মুনিবর অত্রি পূর্ব্বোক্তরূপে শতবৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন )॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মিন্ কুলাদ্রৌ, প্রসূনানাং স্তবকা যেষু পলাশাশোকেষু তেষাং কাননে। নির্ব্বিন্ধ্যা নাম নদী, তস্যাঃ স্রবদ্ভির্বার্ভিরুদ্ঘুষ্টে নাদিতে॥ ১৮—২০

**অন্বয়ঃ।**—মুনেঃ ( অত্রেঃ ) মূর্দ্ধ্নঃ ( মস্তকাৎ ) নির্গতেন (প্রাদুর্ভূতেন) প্রাণায়ামৈধসা (প্রাণায়াম এব এধঃ সন্দীপকো যস্য তেন ) অগ্নিনা ( তেজসা ) ত্রিভুবনং তপ্যমানং সমীক্ষ্য ত্রয়ঃ প্রভবঃ ( ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ) অপ্সরোমুনিগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ বিতায়মানযশসঃ ( বিতায়মানং কীর্ত্তনাদিভির্বিস্তার্য্যমানং যশো যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তঃ ) তদাশ্রমপদম্ ( অত্রেরাশ্রমস্থানং ) যযুঃ ( গতবন্তঃ )॥ ২১।২২॥

**মূলানুবাদ।**—(তপস্যাপ্রভাবে) অত্রিমুনির মস্তক হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইয়াছিল, তাঁহার প্রাণায়াম দ্বারা ঐ তেজ অত্যন্ত উদ্দীপিত হইয়াছিল, সুতরাং তদ্দ্বারা ত্রিভুবন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতা তাঁহার আশ্রম স্থানে গমন করিলেন। তখন অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর ও নাগসমূহ তাঁহাদিগের যশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ২১।২২॥

**শ্রীধরটীকা।**—প্রাণায়াম এধঃ সন্দীপকো যস্য তেন মুনের্মূর্দ্ধ্নো নির্গতেনাগ্নিনা তপ্যমানং সমীক্ষ্য তদাশ্রমপদং যযুরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ২১॥ অপ্সরঃ প্রমুখৈর্বিতায়মানং বিস্তার্য্যমাণং যশো যেষাং তে॥ ২২॥

**অন্বয়ঃ।**—তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগবিদ্যোতিতমনাঃ ( তেষাং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাণাং যঃ প্রাদুর্ভাবঃ তস্য সংযোগেন নৈকট্যেন বিদ্যোতিতং মনঃ যস্য সঃ ) মুনিঃ ( অত্রিঃ ) একপাদেন উত্তিষ্ঠন্ ( একপদভরেণৈব উৎকর্ষেণ তিষ্ঠন্ সন্ ) বিবুধর্ষভান্ ( দেবশ্রেষ্ঠান্ তান্ ব্রহ্মাদীন্ ) দদৃশে ( অবলোকিতবান্ )॥ ২৩॥

**মূলানুবাদ।**—তাঁহাদিগের ( ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ) আবির্ভাবমাত্রে অত্রিমুনির মন সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি পূর্ব্ববৎ একপাযে ভর করিয়াই সম্যক্ প্রকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই শ্রেষ্ঠদেবগণকে দেখিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

**শ্রীধরটীকা।**—তেষাং প্রাদুর্ভাবঃ প্রাকট্যং, তস্য সংযোগঃ সন্নিধিঃ, তেন বিদ্যোতিতং মনো যস্য। উত্তিষ্ঠন্ উৎকর্ষেণ তিষ্ঠন্॥ ২৩॥

**অন্বয়ঃ।**—অর্হণাঞ্জলিঃ ( অর্হণযুক্তঃ পুষ্পাদিযুক্তঃ অঞ্জলিঃ যুক্তপাণিদ্বয়ং যস্য সঃ তথাবিধঃ অত্রিমুনিঃ ) কৃপাবলোকেন ( সদয়দৃষ্টিসম্পন্নেন ) হসদ্বদনেন ( সহাস্যমুখমণ্ডলেন ) উপলম্ভিতান্ ( জ্ঞাপিতান্ ) স্বৈঃ স্বৈঃ চিহ্নৈঃ ( ত্রিশূলাদিভিঃ ) চিহ্নিতান্ বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ ( বৃষস্থঃ মহাদেবঃ, হংসস্থঃ ব্রহ্মা, সুপর্ণঃ গরুড়ঃ, তৎস্থশ্চ বিষ্ণুঃ, তান্ ) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণম্য উপতস্থে ( পূজয়ামাস )॥ ২৪

তচ্ছোচিষা প্রতিহতে নিমীল্য মুনিরক্ষিণী।
চেতস্তৎপ্রবণং যুঞ্জন্নস্তাবীৎ সংহতাঞ্জলিঃ।
শ্লক্ষ্ণয়া সূক্তয়া বাচা সর্ব্বলোকগরীয়সঃ ॥২৫॥

শ্রীঅত্রিরুবাচ।

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈর্মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং বস্তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহূতঃ ॥ ২৬
একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈশ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায় কথং নু যূয়ম্।
অত্রাগতাস্তনুভৃতাং মনসোঽপি দূরা ব্রূত প্রসীদত মহানিহ বিস্ময়ো মে ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যথাক্রমে বৃষ, হংস ও গরুড়ে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন এবং ত্রিশূল, কমণ্ডলু ও চক্র প্রভৃতি স্ব স্ব চিহ্ন সকল তাঁহাদের হস্তে বিরাজমান রহিয়াছে। সদয় দৃষ্টি-সম্পন্ন সহাস্য মুখমণ্ডলের দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে ইঁহারা সেই পরমদেবত্রয়, এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্রিমুনি ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অঞ্জলিপুটে পুষ্পাদি গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—অর্হণং পুষ্পাদিকমঞ্জলৌ যস্য, উপতস্থে পূজয়ামাস। বৃষাদ্যারূঢান্। স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈস্ত্রিশূল-কমণ্ডলুচক্রাদিভিঃ। কৃপয়া অবলোকো যস্মিন্, হসচ্চ তদ্বদনঞ্চ তেন, উপলক্ষিতান্ প্রসন্নত্বেন জ্ঞাপিতান্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—মুনিঃ ( অত্রিঃ ) তচ্ছোচিষা (তেষাং তেজসা ) প্রতিহতে অক্ষিণী (নেত্রদ্বয়ং) নিমীল্য চেতঃ ( চিত্তং ) তৎপ্রবণং ( তদেকাগ্রং যথা স্যাৎ তথা ) যুঞ্জন্ ( সন্ধারয়ন্ ) সংহতাঞ্জলিঃ ( কৃতাঞ্জলিঃ সন্ )। সর্ব্বলোক-গরীয়সঃ ( ত্রিভুবনপূজ্যান্ তান দেবান্ ) শ্লক্ষ্ণয়া ( মধুরয়া ) সূক্তয়া ( যথার্থয়া ) বাচা অস্তাবীৎ ( স্তুতবান্ ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—সেই দেবত্রয়ের তেজঃপ্রভাবে অত্রির নয়নদ্বয় প্রতিহত হইল, সুতরাং তিনি নয়ন-মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিই একাগ্রভাবে মনঃসংযোগ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সর্ব্বলোকপূজ্য দেবত্রয়কে সার্থক মধুর বাক্যবিন্যাসে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—তেষাং শোচিষা দীপ্ত্যা। শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া। সূক্তয়া গম্ভীরার্থয়া ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অনুযুগং ( কল্পে কল্পে ) বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু ( বিশ্বেষাং জগতাং সৃষ্টিস্থিতিনিধনবিষয়েষু ) বিভজ্যমানৈঃ মায়াগুণৈঃ ( রজঃসত্ত্বতমোরূপৈঃ ) বিগৃহীতদেহাঃ ( বিভজ্য গৃহীতমূর্ত্তয়ঃ ) তে ( প্রসিদ্ধাঃ ) ব্রহ্ম-বিষ্ণুগিরিশাঃ ( যূয়মিতি শেষঃ ) তেভ্যঃ ( তেষামিত্যর্থঃ ) বঃ ( যুষ্মাকং সমীপে ) অহং প্রণতঃ অস্মি ( ভবামি ) ইহ ( ইদানীং ) মে ( ময়া ) উপহূতঃ ( "শরণং ত্বং প্রপদ্যেঽহম্" ইত্যাদিনা আমন্ত্রিতঃ ) ভবতাং (মধ্যে ) ক এব? [ যো ময়া শরণত্বেন জগদীশ্বর ইতি আমন্ত্রিতঃ, ভবতাং মধ্যে কঃ স ইতি ভবদ্ভিরেব নির্দ্দিশ্যতামিতি ভাবঃ ] ॥২৬॥

মূলানুবাদ।-অত্রি বলিলেন—প্রতিকল্পে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সাধনের জন্য মায়াস্বরূপ গুণত্রয়কে বিভাগ করিয়া তদনুসারে যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন, আপনারাই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, আমি আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি, সম্প্রতি নিজ ইষ্টসিদ্ধির জন্য আমি যাঁহাকে ডাকিয়াছি, আপনাদিগের মধ্যে তিনি কোন্ জন? ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অনুযুগং কল্পে কল্পে বিভজ্য গৃহীতো দেহো যৈঃ তে প্রসিদ্ধা ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশা যূয়ম্। যো

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্তে বিবুধর্ষভাঃ।

প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহস্য তমৃষিং প্রভো ॥ ২৮ ॥

শ্রীদেবদেবা ঊচুঃ।

যথা কৃতস্তে সঙ্কল্পো ভাব্যং তেনৈব নান্যথা।

সৎসঙ্কল্পস্য তে ব্রহ্মন্ যদ্বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্ ॥ ২৯ ॥

যুষ্মান্ প্রণতোঽস্মি। তেভ্য· সকাশাদেক এব মে ময়া উপহূতঃ, শবণং তং প্রপদ্যে ইত্যেকস্যৈব নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। স চ যুষ্মাস্থ ক ইতি যুষ্মাভিরেব কথ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

**অন্বয়ঃ।**—ময়া প্রজননায় ( প্রজাসৃষ্ট্যর্থং ) বিবিধপ্রধানৈঃ ( নানাবিধৈঃ প্রধানৈরুপচারৈঃ ) একো ভগবান্ ( জগদীশ্বরঃ ) ইহ ( অস্মিন্ বিষয়ে ) চিত্তীকৃতঃ ( চিন্তাবিষয়ীকৃতঃ ), তনুভৃতাং ( প্রাণিনাং ) মনসোঽপি দূরাঃ ( মনসোঽপি দুর্লভা ইত্যর্থঃ ) যূয়ং ( ত্রয়ঃ ) কথং নু অত্রাগতাঃ [ ইতি ] ব্রূত ( কথয়ত ), প্রসীদত, ইহ ( যুগপৎত্রয়াণাং ভবতামাগমনবিষয়ে ) মে ( মম ) মহান্ বিস্ময়ঃ ( সঞ্জাত ইতি শেষঃ ) ॥ ২৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—আমি প্রজাসৃষ্টি কামনায় নানাবিধ স্তুতিনতি প্রভৃতি প্রধান উপচাব অবলম্বনপূর্ব্বক বাঞ্ছিত বিষয়ে একমাত্র শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু আপনারা তিন জন কেন এখানে আসিযাছেন ? দেহধারীদিগের পক্ষে আপনারা মনেরও অগোচর, সুতরাং এ বিষযে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে, অতএব আপনারা প্রসন্ন হউন, সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ২৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] প্রভো। (প্রভাবশালিন্ বিদুর।) তে ত্রযঃ বিবুধর্ষভাঃ (সুরশ্রেষ্ঠাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ) তস্য ( অত্রেঃ ) ইতি বচঃ ( এবংবিধং বাক্যং ) শ্রুত্বা প্রহস্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা ( মধুরেণ বাক্যেন ) তং ঋষিম্ ( অত্রিং ) প্রত্যাহুঃ ( কথিতবন্তঃ ) ॥ ২৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয বলিলেন—হে প্রভাবসম্পন্ন বিদুর। সেই তিনজন সুরশ্রেষ্ঠ ( ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ) অত্রিমুনির এই প্রকার বাক্য শুনিয়া সহাস্যবদনে মধুরবাক্যে মুনিবর অত্রিকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—অস্য প্রপঞ্চ এক ইতি। বিবিধৈঃ প্রধানৈরুপচারৈঃ। বিবুধপ্রধান ইতি বা পাঠঃ। প্রজননায পুত্রোৎপত্ত্যৈ চিত্তীকৃতঃ চিত্তেনৈক্যং নীতঃ। মনসোঽপি দূরা অগোচরাঃ সন্তঃ কথং নু ত্রয়োঽপ্যত্রাগতাঃ ॥২৮

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] ব্রহ্মন্। তে ( ত্বযা ) যথা ( যাদৃক্ ) সঙ্কল্পঃ কৃতঃ, সৎসঙ্কল্পস্য ( সাধুসংকল্পকারিণঃ ) তে ( তব ) তেনৈব ( তাদৃক্‌সংকল্পবিষয়েনৈব ) ভাব্যম্, অন্যথা ন, যদ্বৈ ধ্যাযতি ( ভবান্ যদেব জগদীশ্বরাখ্যং তত্ত্বং চিন্তযতি ) বয়ম্ ( এতে ত্রয এব ) তে, তৎস্বরূপাঃ ) ॥ ২৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—সেই দেবদেব ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর বলিলেন—হে ব্রহ্মন্। তোমার সঙ্কল্প অতি সৎ, অতএব তুমি যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছ তাহাই ফলিবে, অন্যথা হইবে না। তুমি জগদীশ্বর বলিয়া যে তত্ত্বের চিন্তা করিযাছ, আমরা তিন জনই তৎস্বরূপ ॥ ২৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তে ত্বযা যথা কৃতঃ সঙ্কল্পঃ তেন তথৈব ভাব্যং, নান্যথা। যতঃ সৎসঙ্কল্পস্য তে সঙ্কল্পঃ। তর্হি কথমেকস্মিন্ ধ্যায়মানে ত্রয়ঃ প্রতীতাঃ স্থ, তত্রাহুঃ। যদেকং জগদীশ্বরাখ্যং তত্ত্বং ভবান্ ধ্যায়তি ত এতে বয়ম্। ত্রয়োঽপি তদেব একং তত্ত্বং, নাস্মাকং ভেদোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অথাস্মদংশভূতাস্তে আত্মজা লোকবিশ্রুতাঃ।
ভবিতারোঽঙ্গ ভদ্রং তে বিস্রপ্স্যন্তি চ তে যশঃ ॥ ৩০ ॥
এবং কামবরং দত্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ।
সভাজিতাস্তয়োঃ সম্যগ্দম্পত্যোর্মিষতোস্ততঃ ॥ ৩১ ॥
সোমোঽভূদ্‌ব্রহ্মণোঽংশেন দত্তো বিষ্ণোস্তু যোগবিৎ।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ ॥ ৩২ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গ! (হে অত্রে।) অথ (অতঃপরং) অস্মদংশভূতাঃ (অস্মাকমংশোৎপন্নাঃ) লোকবিশ্রুতাঃ (ভুবনবিখ্যাতাঃ) তে (তব) আত্মজাঃ (পুত্রাঃ) ভবিতারঃ (ভবিষ্যন্তি), তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলম্ অস্তিতি শেষঃ) তে (পুত্রাঃ) যশঃ বিস্রপ্স্যন্তি (তব কীর্ত্তিং বিস্তারয়িষ্যন্তি) ॥ ৩০ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে মুনিবর! তোমার মঙ্গল হউক, অতঃপর আমাদের অংশে তোমার বিশ্ববিখ্যাত তিনটি পুত্র জন্মিবে, তাহারা তোমার যশ বিস্তারিত করিবে ॥ ৩০ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—বিস্রপ্স্যন্তি বিস্তারয়িষ্যন্তি। অন্তর্ভূতণিজর্থস্য সৃপ্‌লৃগতাবিত্যস্য রূপম্ ॥ ৩০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—সুরেশ্বরাঃ (তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) কামবরং (কামঃ অভিলাষঃ, তদনুরূপং বরং) দত্ত্বা সম্যক্‌সভাজিতাঃ (অনসূয়াত্রিভ্যাং সম্যগর্চ্চিতাঃ সন্তঃ) তয়োঃ দম্পত্যোঃ (অনসূয়াত্র্যোঃ) মিষতোঃ (পশ্যতোঃ সতোঃ) ততঃ (তস্মাৎ স্থানাৎ) প্রতিজগ্মুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৩১ ॥

**মূলানুবাদ।**—সেই শ্রেষ্ঠ দেবত্রয় এইরূপে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া অত্রি ও অনসূয়াকর্ত্তৃক সম্যক্ পূজিত হইলেন, অনন্তর তথা হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের গমনকালে সেই দম্পতি (অত্রি ও অনসূয়া) তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ৩১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—ব্রহ্মণঃ অংশেন সোমঃ (তন্নামকঃ পুত্রঃ), বিষ্ণোস্তু (অংশেন) যোগবিৎ দত্তঃ, শঙ্করস্য অংশঃ দুর্ব্বাসাঃ, (এতৎপুত্রত্রয়ম্) অভূৎ, [অথ] অঙ্গিরসঃ (তন্নামকস্য মুনেঃ) প্রজাঃ (সন্ততীঃ) নিবোধ (জানীহি, শৃণু ইতি যাবৎ) ॥ ৩২ ॥

**মূলানুবাদ।**—(অত্রিপত্নী অনসূয়ার গর্ভে) ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগবিৎ দত্ত, এবং মহাদেবের অংশে দুর্ব্বাসা, এই তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, সম্প্রতি অঙ্গিরার সন্তান সন্ততির কথা শ্রবণ কর ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা।**—তাভ্যাং সম্যক্ সভাজিতাঃ পূজিতাঃ সন্তঃ ততঃ স্থানাৎ প্রতিজগ্মুঃ ॥ ৩১ ॥ নিবোধ বুধ্যস্ব ॥ ৩২

**শ্রীভাগবতভানুভবর্ষিণী।**—মহামুনি মৈত্রেয় এই অধ্যায়ের প্রথমভাগেই স্বায়ম্ভুবমনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতির বংশ বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্যমা দেবহূতির উপাখ্যান প্রসঙ্গক্রমে তৃতীয় স্কন্ধেই অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কন্যাগণের বংশ বর্ণনা করা হয় নাই। আর মনুর কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতি, তাঁহার বংশও কথিত হয় নাই, তন্মধ্যে মৈত্রেয় মুনি দেবহূতির কন্যাগণের বংশই "সূচীকটাহ" ন্যায়ে অগ্রে বর্ণনা করিতেছেন। সূচীকটাহ ন্যায়ের মর্ম্ম এই যে—একটি অল্পায়াসসাধ্য কার্য্য আর একটি তদপেক্ষা অধিক আয়াসসাধ্য, যেমন সূচী ও কটাহ প্রস্তুত করা। কোনও ব্যক্তির যদি এই উভয়কার্য্যই করিতে হয়, তবে সে ব্যক্তি অবশ্য অল্পায়াসসাধ্য কার্য্যটিই, অগ্রে করিবে, ইহাই যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যেও যেটি সহজে শেষ হইবে তাহা অর্থাৎ দেবহূতির কন্যাগণের বংশ প্রথমে বর্ণনা করিয়া পরে প্রসূতিনাম্নী মনুকন্যার বংশ বর্ণনা করিবেন—এই তাৎপর্য্যেই মৈত্রেয়মুনি বলিয়াছেন—"যৎসুতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্" "প্রসূতি-

শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ।
সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা॥ ৩৩
তৎপুত্রাবপরাবাস্তাং খ্যাতৌ স্বারোচিষেঽন্তরে।
উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ॥ ৩৪

দক্ষেব পত্নী, তাঁহাদেব কৃত সৃষ্টি ত্রিভুবনে বিস্তার হইয়াছে।" যাহা হউক, দেবহূতির যে নয়টী কন্যা, তাঁহাদের নাম ও স্বামিগণের পরিচয় পূর্ব্বস্কন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে; তদনুসারে এক্ষণে ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততির কথা বর্ণিত হইতেছে।

মৈত্রেয় বলিতে লাগিলেন, হে বিদুর। কর্দ্দম ঋষির যে কলা প্রভৃতি নযটী কন্যা, প্রত্যেকেই অত্যন্ত ভগবদ্‌ভক্তি ও পাতিব্রত্য পরায়ণা ছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগের প্রতি ভগবান্ সাতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের প্রসাদে সকলেই সুযোগ্য পতি লাভ করিয়া বংশগৌরবকর সন্তান লাভ করিযাছিলেন। এই ভাবে তাঁহাদেব বংশ যথেষ্ট বিস্তার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কর্দ্দমকন্যা কলা মরীচির পত্নী, ইহাঁব কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামক দুইপুত্র, তন্মধ্যে কশ্যপের বংশ অতি বিস্তৃত, তাহা আপাততঃ বর্ণনা করা হয় নাই। পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা হয। অনসূয়া অত্রির পত্নী ছিলেন। অত্রিপত্নী অনসূয়ার উপাখ্যান এখানে একটু বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ব্রহ্মা অত্রিকে সৃষ্টি বিস্তারের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে অত্রি সস্ত্রীক ভগবদারাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঋক্ষ নামক কুল পর্ব্বতে আশ্রম করিয়া তথায় কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতা প্রকটমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দিয়া "অথাস্মদংশভূতাস্তে" ইত্যাদি অর্থাৎ "আমাদের অংশে তোমার তিনটি সুবিখ্যাত পুত্র হইবে" এই বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্ত এবং শঙ্করের অংশে দুর্ব্বাসা এই তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

মহর্ষি অত্রি অনসূয়াকে বিবাহ করিবার পর ব্রহ্মা তাঁহাকে সৃষ্টিবিস্তারের জন্য আদেশ করিলে তিনি কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের নিকট শরণাগতরূপে হৃদযের সকল বাসনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রকার নির্ভরশীলতায় পরিতুষ্ট হইযা স্বযং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রকট মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন ও স্ব স্ব অংশে তিনটী পুত্র দান করিয়াছিলেন। অবশ্য অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে পতিরূপে ভজনা করিয়া অনসূয়ার ভগিনীগণও সুযোগ্য সন্তান সন্ততি এবং খ্যাতিলাভ করিযাছিলেন বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অংশোৎপন্ন পুত্র লাভ করা কেবল অত্রিপত্নীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল। এই বিশিষ্টতাব কারণ, অত্রিমুনির ঐকান্তিক সাধনা। যে ব্যক্তি সাধনার পথে যত দূর অগ্রসর হইবে, তাহারই ভাগ্যে শুভফলোদয় তত অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইবে, ইহাই এই উপাখ্যানে প্রদর্শিত হইযাছে॥ ১৫-৩২॥

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গিরসঃ পত্নী শ্রদ্ধা তু, সিনীবালী, কুহূঃ, রাকা, তথা চতুর্থী অনুমতিঃ [ এতাঃ ] চতস্রঃ কন্যকাঃ অসূত ( প্রসূতবতী )॥ ৩৩॥

**মূলানুবাদ।**—অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নামে চারিটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন॥ ৩৩॥

**অন্বয়ঃ।**—অপরৌ ( উক্তকন্যাচতুষ্টয়ব্যতিরিক্তৌ ) ভগবান্ উতথ্যঃ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মিষ্ঠঃ ( ব্রহ্মপরায়ণঃ ) বৃহস্পতিশ্চ ( ইত্যুভৌ ) স্বারোচিষেঽন্তরে খ্যাতৌ ( স্বরোচিষমন্বন্তরে বিখ্যাতিপ্রাপ্তৌ ) তৎপুত্রৌ (শ্রদ্ধায়াঃ পুত্রৌ) আস্তাম্॥ ৩৪॥

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবির্ভুবি। সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩৫
তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিলবিলাসুতঃ। রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ ॥ ৩৬
পুলহস্য গতির্ভার্য্যা ত্রীনসূত সতী সুতান্। কর্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুঞ্চ মহামতে ॥ ৩৭
ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত। ঋষীন্ ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৮
ঊর্জ্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বশিষ্ঠস্য পরন্তপ। চিত্রকেতুপ্রধানাস্তে সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রদ্ধার গর্ভে ঐ চারিটী কন্যা ভিন্ন দুইটী পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে একজন ভগবান্ উতথ্য, আর অপরজন ব্রহ্মপরায়ণ বৃহস্পতি, ইহারা স্বারোচিষমন্বন্তরে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তাঃ কন্যা নির্দ্দিশতি—সিনীবালীতি ॥ ৩৩।৩৪ ॥

**অন্বয়ঃ।**—পুলস্ত্যঃ হবির্ভুবি (হবির্ভূর্নাম্ন্যাং) পত্ন্যাম্ অগস্ত্যম্ অজনয়ৎ, স (অগস্ত্যঃ) অন্যজন্মনি (জন্মান্তরে) দহ্রাগ্নিঃ (জঠরানলস্বরূপ আসীদিতি যাবৎ), মহাতপাঃ বিশ্রবাশ্চ (পুলস্ত্যেন জনিত ইতিশেষঃ) ॥ ৩৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—ঋষিবর পুলস্ত্য হবির্ভূর্নাম্নী পত্নীর গর্ভে অগস্ত্যকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই অগস্ত্যই জন্মান্তরে জঠরানল স্বরূপ ছিলেন। মহাতাপস বিশ্রবাও পুলস্ত্য হইতেই উৎপন্ন ॥ ৩৫ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—পুলস্ত্যশ্চ হবির্ভুবি পত্ন্যামিত্যন্বয়ঃ। সোঽগস্ত্যঃ দহ্রাগ্নির্জাঠরাগ্নিঃ। বিশ্রবাশ্চ পুলস্ত্যস্য সুত ইতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—যক্ষপতিঃ দেবঃ কুবেরঃ তস্য (বিশ্রবসঃ) ইলবিলাসুতঃ (ইলবিলানাম্ন্যাং পত্ন্যাং জাতঃ পুত্রঃ), তথা অন্যস্যাং (কেশিনীনাম্ন্যাং পত্ন্যাং) রাবণঃ, কুম্ভকর্ণঃ, বিভীষণশ্চ, (এতে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জাতাঃ) ৩৬ ॥

**মূলানুবাদ।**—বিশ্রবার ইলবিলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে যক্ষরাজ কুবের জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার (কেশিনী নাম্নী) অন্য এক পত্নীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ জন্মিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] মহামতে। (বিদুর।) পুলহস্য সতী ভার্য্যা গতিঃ কর্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুঞ্চ (এতন্নামকান্) ত্রীন সুতান্ অসূত (প্রসূতবতী) ॥ ৩৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে মহামতি বিদুর। পুলহের ভার্য্যা পতিব্রতা গতি কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামক তিনটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তস্য বিশ্রবস ইলবিলায়াং জাতঃ সুতঃ কুবেরঃ, অন্যস্যাং ভার্য্যায়াং কেশিন্যাং রাবণাদয়স্ত্রয়ঃ সুতাঃ ॥ ৩৬।৩৭ ॥

**অন্বয়।**—ক্রতোঃ ভার্য্যা ক্রিয়া অপি ব্রহ্মতেজসা জ্বলতঃ (দীপ্যমানান্) ষষ্টিসহস্রাণি বালিখিল্যান্ (এতন্নামকান্) ঋষীন্ অসূয়ত ॥ ৩৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—ক্রতুর ভার্য্যা ক্রিয়া ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান বালিখিল্য নামক ষাটহাজার ঋষিকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] পরন্তপ। (বিদুর।) বশিষ্ঠস্য ঊর্জ্জায়াম্ (ঊর্জ্জানাম্ন্যাং ভার্য্যায়াং) চিত্রকেতুপ্রধানাঃ (চিত্রকেতুপ্রভৃতয়ঃ) অমলাঃ (উত্তমাঃ) সপ্ত পুত্রাঃ জজ্ঞিরে (সঞ্জাতাঃ), তে (পুত্রাঃ) সপ্তর্ষয়ঃ (উত্তমাখ্য তৃতীয়-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিপদাধিকৃতা বভূবুরিতিশেষঃ) ॥ ৩৯ ॥

চিত্রকেতুঃ সুরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ।
উল্বণো বসুভৃদ্‌যানো দ্যুমান্ শক্ত্যাদয়োঽপরে ॥ ৪০

চিত্তিস্ত্বথর্ব্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্।
দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে ॥ ৪১

ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ।
ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাম্ ॥ ৪২ ॥

আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব সুতে মেরুস্তয়োরদাৎ।
তাভ্যাং তয়োরভবতাং মৃকণ্ডঃ প্রাণ এব চ ॥ ৪৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে শত্রুনাশন বিদুর। বশিষ্ঠের উর্জ্জানাম্নী পত্নীর গর্ভে চিত্রকেতু প্রভৃতি সাতটী উত্তম পুত্র জন্মিয়াছিলেন, এই সাত পুত্রই (তৃতীয়মন্বন্তরের) সপ্তর্ষি ॥ ৩৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—জ্বলতঃ প্রকাশমানান্ ॥ ৩৮ ॥ চিত্রকেতুপ্রমুখা জজ্ঞিরে। তে চ সপ্তর্ষযো জাতাঃ ॥ ৩৯

**অন্বয়ঃ।**—[তান্ উর্জ্জাপুত্রান্ নামতো নির্দ্দিশতি] চিত্রকেতু, সুরোচিঃ, বিরজাঃ, মিত্রঃ, উল্বনঃ, বসুভৃদ্‌যানঃ, দ্যুমান্ চ, (এতে সপ্ত উর্জ্জাযাঃ পুত্রাঃ) শক্ত্যাদয়ঃ অপরে (বশিষ্ঠস্য পত্ন্যান্তরগর্ভজাতাঃ) ॥ ৪০ ॥

**মূলানুবাদ।**—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বন, বসুভৃদ্‌যান ও দ্যুমান্, (এই সাতজন উর্জ্জার পুত্র) এবং বশিষ্ঠের অন্যপত্নীর গর্ভে শক্তি, প্রভৃতি পুত্র জন্মিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তানেবাহ—চিত্রকেতুরিতি। বসুভৃদ্‌যানো নামৈকঃ। শক্ত্যাদযোঽপরেঽন্যস্যাঃ পুত্রাঃ ॥ ৪০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অথর্ব্বণঃ পত্নী চিত্তিস্তু অশ্বশিরসম্ (অশ্বশিরা ইতি নামান্তরশালিনং) ধৃতব্রতং (তপঃপরায়ণং) দধ্যঞ্চং (দধীচিনামকং) পুত্রং লেভে (প্রাতবতী)। [অথ] মে (মম সকাশাৎ) ভৃগোর্বংশং নিবোধ (শৃণু) ॥ ৪১ ॥

**মূলানুবাদ।**—অথর্ব্বা ঋষির পত্নী চিত্তি, দধীচি নামক একটী তপোনিষ্ঠ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, এই পুত্রেরই নামান্তর অশ্বশিরা। অতঃপর আমার নিকট ভৃগুর বংশ শ্রবণ কর ॥ ৪১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—অথর্ব্বণো বংশমাহ—চিত্তিস্ত্বিতি। ধৃতব্রতং তপোনিষ্ঠং দধ্যঞ্চং দধীচিম্ ॥ ৪১

**অন্বয়ঃ।**—মহাভাগঃ ভৃগুঃ খ্যাত্যাং (খ্যাতিনামিকায়াং) পত্ন্যাং ধাতারং বিধাতারঞ্চ, ভগবৎপরাং শ্রিয়ঞ্চ, (ইত্যেতান্) পুত্রান্ (পুত্রৌ চ পুত্রী চেতি দ্বন্দ্বে একশেষঃ) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৪২

**মূলানুবাদ।**—মহাত্মা ভৃগু নিজ পত্নী খ্যাতির-গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামক দুইটি পুত্র এবং শ্রী নাম্নী ভগবৎপরায়ণা একটি কন্যাকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৪২

**শ্রীধরটীকা।**—খ্যাত্যাং পত্ন্যাম্। পুত্রান্ পুত্রৌ পুত্রীঞ্চ। তানেবাহ—ধাতারমিতি ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ।**—মেরুঃ আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব সুতে (আয়তিনিয়তিনামকং কন্যাদ্বয়ং) তয়োঃ (ধাতৃবিধাত্রোঃ, সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠীপ্রয়োগঃ) অদাৎ (অর্পিতবান্), তাভ্যাং (ধাতৃবিধাতৃভ্যাং)। তয়োঃ (আয়ত্যাং নিয়ত্যাঞ্চ) মৃকণ্ডঃ প্রাণ এব চ (মৃকণ্ডপ্রাণনামকৌ পুত্রৌ) অভবতাং (সমুৎপন্নৌ) ॥ ৪৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—ধাতা ও বিধাতাকে মেরু তাঁহার আয়তি ও নিয়তি নাম্নী দুইটি কন্যা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গর্ভে ধাতা ও বিধাতার যথাক্রমে মৃকণ্ড ও প্রাণ নামক দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্বেদশিরা মুনিঃ। কবিশ্চ ভার্গবো যস্য ভগবানুশনা সুতঃ।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ ক্ষত্তর্লোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্ ॥ ৪৪ ॥

এষ কর্দ্দমদৌহিত্রসন্তানঃ কথিতস্তব। শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য সদ্যঃ পাপহরঃ পরঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ। তস্যাং সসর্জ্জ দুহিতৄঃ ষোড়শামললোচনাঃ ॥ ৪৬

ত্রয়োদশাদাদ্ধর্ম্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ। পিতৃভ্য একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে॥ ৪৭

শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ। বুদ্ধির্মেধা তিতিক্ষা হ্রীর্মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য পত্নয়ঃ ॥৪৮

শ্রদ্ধাসূত ঋতং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া। শান্তিঃ সুখং মুদং তুষ্টিঃ স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত ॥ ৪৯

**অন্বয়ঃ।**—মৃকণ্ডস্য মার্কণ্ডেয়ঃ ( এতন্নামকঃ পুত্রঃ অভবদিতি শেষঃ ) প্রাণাৎ বেদশিরামুনিঃ ( উৎপন্নঃ ), কবিশ্চ ভার্গবঃ ( ভৃগোঃ পুত্রঃ, যস্য ( কবেঃ ) ভগবান্ উশনাঃ ( শুক্রাচার্য্যঃ ) পুত্রঃ ( আসীদিতিশেষঃ )। [ হে ] ক্ষত্তঃ। ( বিদুর। ) তে সর্ব্বে মুনয়ঃ সর্গৈঃ ( সৃষ্টিব্যাপারৈঃ ) লোকান্ অভাবয়ন্ ( বিস্তারয়ামাসুঃ ) ॥ ৪৪ ॥

**মূলানুবাদ।**—মৃকণ্ডের মার্কণ্ডেয় নামক এবং প্রাণের বেদশিরা নামক পুত্র জন্মিয়াছিল, আর কবি নামে ভৃগুর অপর একটি যে পুত্র ছিল, তাঁহার পুত্রই ভগবান্ শুক্রাচার্য্য। এই সমস্ত মুনিগণ সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া লোকবিস্তার সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

**অন্বয়ঃ।** - তে ( তব সমীপে ) কর্দ্দমদৌহিত্রসন্তানঃ এষ কথিতঃ [ এতদুপাখ্যানভাগঃ ] শৃণ্বতঃ ( শ্রবণকারিণঃ ) শ্রদ্দধানস্য ( শ্রদ্ধাযুক্তস্য জনস্য ) পরঃ ( শ্রেষ্ঠঃ ) সদ্যঃ পাপহরঃ ॥ ৪৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—মহর্ষি কর্দ্দমের দৌহিত্রবংশ এই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ ক্ষয় করে ॥ ৪৫ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তযোর্ধাতৃবিধাত্রোঃ ॥ ৪৩ ॥ কবিশ্চ ভার্গবঃ ভৃগোঃ পুত্রঃ ॥ ৪৪।৪৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অজাত্মজঃ ( ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ) দক্ষঃ মানবীং ( মনুকন্যাং ) প্রসূতিং হি উপযেমে ( পরিণীতবান্ ), তস্যাং ( প্রসূতৌ ) অমললোচনাঃ (সুন্দরীরিতি যাবৎ) ষোড়শ দুহিতৄঃ ( কন্যাঃ ) সসর্জ্জ ( উৎপাদিতবান্ ) ॥ ৪৬ ॥

**মূলানুবাদ।** ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রসূতিনাম্নী মনুকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি পত্নীর গর্ভে অতিসুন্দরী ষোলটী কন্যা উৎপাদন করেন ॥ ৪৬ ॥

**অন্বয়ঃ।** - বিভুঃ ( প্রজাপতির্দক্ষঃ ) ধর্ম্মায় ত্রয়োদশ ( কন্যাঃ ) অদাৎ, তথা একাম্ অগ্নয়ে, যুক্তেভ্যঃ ( মিলিতেভ্যঃ ) পিতৃভ্যঃ ( অগ্নিষাত্তাদিভ্যঃ ) একাং, ভবচ্ছিদে ( সংসারনাশিনে ) ভবায় ( মহাদেবায় চ ) একাং ( কন্যাংমদাদিত্যন্বয়ঃ ) ॥ ৪৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—প্রজাপতি দক্ষ ( পূর্ব্বোক্ত ষোলটী কন্যার মধ্যে ) তেরটী ধর্ম্মের নিকট, একটী অগ্নির নিকট, একটী সম্মিলিতপিতৃগণের নিকট, আর ভবভয়হারী মহাদেবের নিকট একটী কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন ॥ ৪৭

**অন্বয়ঃ।**—[ শ্রদ্ধাদয়ো মূর্ত্তিপর্য্যন্তাঃ ত্রয়োদশ কন্যাঃ ] ধর্ম্মস্য পত্ন্যঃ, (প্রস্যাঃ অভবন্নিতিশেষঃ) ॥ ৪৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্ত্তি নাম্নী তেরটী কন্যা ধর্ম্মের পত্নী হইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—শ্রদ্ধা ঋতং ( সত্যম্ ) অসূত ( প্রসূতবতী ), মৈত্রী প্রসাদং, দয়া অভয়ং, শান্তিঃ সুখং, তুষ্টিঃ মুদং ( হর্ষং ), পুষ্টিঃ স্ময়ং ( গর্ব্বম্ ) অসূয়ত ॥ ৪৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—শ্রদ্ধা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি সুখকে, তুষ্টি হর্ষকে এবং পুষ্টি গর্ব্বকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত। মেধা স্মৃতিং তিতিক্ষা তু ক্ষেমং হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সূতম্ ॥৫০
মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী। যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্ব্বৃতম্ ॥ ৫১
মনাংসি ককুভো বাতাঃ প্রসেদুঃ সরিতোঽদ্রয়ঃ। দিব্যবাদ্যন্ত তূর্য্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ৫২
মুনয়স্তুষ্টুবুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো দেব্য আসীৎ পরমমঙ্গলম্ ॥ ৫৩ ॥
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে উপতস্থুরভিষ্টবৈঃ ॥ ৫৪

**অন্বয়ঃ**।—ক্রিয়া যোগম্, উন্নতি দর্পং, বুদ্ধিঃ অর্থং, মেধা স্মৃতিং, তিতিক্ষা ক্ষেমং ( মঙ্গলং ), হ্রীঃ প্রশ্রয়ং ( বিনয়ং ) সূতম্ অসূয়ত ॥ ৫০ ॥

**মূলানুবাদ**।—ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা মঙ্গলকে এবং ( লজ্জা ) বিনয়কে সন্তানরূপে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—অঙ্গাত্মজঃ ব্রহ্মপুত্রঃ ॥ ৪৬ ॥ যুক্তেভ্যঃ সংযতেভ্যঃ সম্মিলিতেভ্যো বা ॥ ৪৭—৫০ ॥

**অন্বয়ঃ**।—সর্ব্বগুণোৎপত্তিঃ ( সর্ব্বেষাং গুণানামুৎপত্তির্যস্যামিতি স্বামিপাদাঃ, সন্দর্ভকারাদয়স্তু সর্ব্বগুণস্য ভগবত উৎপত্তির্যস্যামিতি মনোজ্ঞং ব্যাচক্ষতে,নরনারায়ণরূপেণ ভগবত এব মূর্ত্তৌ জন্মগ্রহণাৎ) মূর্ত্তি নরনারায়ণৌ ঋষী ( অসূয়তেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ) যয়োঃ ( নরনারায়ণযোঃ ) জন্মনি ( উৎপত্তৌ সত্যাম্ ) অদঃ বিশ্বম্ ( ইদং জগৎ ) সুনির্বৃতং ( সম্যক্‌শান্তিপ্রাপ্তং সৎ ) অভ্যনন্দৎ ( আনন্দং প্রকাশয়ামাস ) ॥ ৫১ ॥

**মূলানুবাদ**।—সমস্তগুণের ( অথবা সর্ব্বগুণময় শ্রীভগবানের ) উৎপত্তিক্ষেত্ররূপা মূর্ত্তি, নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়কে প্রসব করিয়াছিলেন, এই ঋষিদ্বয়ের উৎপত্তিতে সমগ্র বিশ্ব শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল ॥ ৫১ ॥

**অন্বয়ঃ**।—মনাংসি, ককুভঃ ( দিঙ্‌মণ্ডলানি ) বাতাঃ ( বায়বঃ ) সরিতঃ ( নদ্যঃ ) অদ্রয়ঃ ( পর্ব্বতাঃ ) প্রসেদুঃ ( প্রসন্নতাং প্রাপুঃ ), দিবি ( স্বর্গে ) তূর্য্যাণি ( মাঙ্গলিকবাদ্যযন্ত্রাণি ) অবাদ্যন্ত ( বাদিতানি বভূবুঃ ) কুসুম-বৃষ্টয়ঃ পেতুঃ ( পতিতা বভূবুঃ ) ॥ ৫২ ॥

**মূলানুবাদ**।—[ সেই ঋষিদ্বয়ের উৎপত্তিতে ] প্রাণিবর্গের মন, দিঙ্‌মণ্ডল, বায়ু, নদী ও পর্ব্বত সকল প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিল। স্বর্গে মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইয়াছিল এবং ( আকাশ হইতে ) পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়াছিল ॥ ৫২ ॥

**অন্বয়ঃ**।—মুনয়ঃ তুষ্টাঃ ( আনন্দিতাঃ সন্তঃ ) তুষ্টুবুঃ ( স্তুতিং কৃতবন্তঃ ), গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ জগুঃ ( গানং কৃতবন্তঃ ), দেব্যঃ স্ত্রিয়ঃ ( দেবরমণ্যঃ ) নৃত্যন্তি স্ম, [ ইত্থং সর্ব্বমেব ] পরমমঙ্গলম্ ( অত্যন্তমঙ্গলময়ম্ ) আসীৎ ॥ ৫৩ ॥

**মূলানুবাদ**।—মুনিগণ আনন্দিত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ গান করিয়াছিলেন, অপ্সরা প্রভৃতি দেবরমণীগণ নৃত্য করিয়াছিলেন, এইভাবে সকলই অত্যন্ত মঙ্গলময় হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

**অন্বয়ঃ**।—ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ অভিষ্টবৈঃ ( সম্যক্ স্তুতিবাক্যৈঃ ) উপতস্থুঃ ( অভ্যর্থিতবন্তঃ ) ॥ ৫৪ ॥

**মূলানুবাদ**।—ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ পর্য্যন্ত সম্যক্ স্তুতিবাক্যদ্বারা ( তাঁহাদিগকে) অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—সর্ব্বেষাং গুণানাম্ উৎপত্তির্যস্যাং সা ॥ ৫১— ৫৩ ॥ উপতস্থুর্ভেজুঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

যো মায়য়া বিরচিতং নিজয়াত্মনীদং খে রূপভেদমিব তৎপ্রতিচক্ষণায়।
এতেন ধর্ম্মসদনে ঋষিমূর্ত্তিনাদ্য প্রাদুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরস্মৈ ॥ ৫৫ ॥
সোঽয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্ সত্ত্বেন নঃ সুরগণাননুমেয়তত্ত্বঃ।
দৃশ্যাদদভ্রকরুণেন বিলোকনেন যচ্ছ্রীনিকেতমমলং ক্ষিপতারবিন্দম্ ॥ ৫৬ ॥
এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবভিষ্টুতৌ।
লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চ্চিতৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—নিজয়া মায়য়া ( স্বীকীয়য়া মায়াশক্ত্যা ) খে ( আকাশে ) রূপভেদমিব ( গন্ধর্ব্বনগরাদিকমিব) [ যেন ভগবতা ] আত্মনি ( স্বস্মিন্ ) ইদং ( বিশ্বং ) বিরচিতং, যঃ ( অসৌ ভগবান্ ) তৎপ্রতিচক্ষণায় ( তথাবিধস্য আত্মনঃ প্রকাশনায় ) অদ্য ( সম্প্রতি ) ধর্ম্মসদনে (পুণ্যাশ্রমে) ঋষিমূর্ত্তিনা ( ঋষেঃ মূর্ত্তিঃ আকারো যত্র তেন) এতেন ( স্বরূপেণ ) প্রাদুশ্চকার ( আত্মানং প্রকটয়ামাস ) পরস্মৈ পুরুষায় ( পুরুষোত্তমায় তস্মৈ ভগবতে ) নমঃ ॥ ৫৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—[দেবগণ এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন—] আকাশে মায়াকৃত গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় শ্রীভগবান্ নিজ মায়াবলে স্বকীয় যে স্বরূপ মধ্যে এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, সেই স্বরূপ প্রকাশের জন্য সম্প্রতি যিনি এই পুণ্যাশ্রমে এই ঋষিতুল্য মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে আমরা নমস্কার করি ॥ ৫৫ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—নিজয়া মায়য়া, যস্মিনাত্মনি খে গগনে রূপভেদং গন্ধর্ব্বনগরমিব ইদং বিশ্বং বিরচিতং, তস্যাত্মনঃ প্রতিচক্ষণায় প্রকাশনায় আত্মানং যোঽদ্য প্রাদুশ্চকার প্রকটিতবান্, তস্মৈ পুরুষায় নমঃ। কেন রূপেণ প্রাদুশ্চকার? ঋষের্মূর্ত্তিরাকারো যস্মিন্ তেনৈতেন রূপেণ ॥ ৫৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অনুমেয়তত্ত্বঃ ( অনুমেয়ম্ অস্মাভিরপি শাস্ত্রাদিভিরেব বিচার্য্যং, নতু প্রত্যক্ষীকৃতং তত্ত্বং যস্য সঃ ) সোঽয়ং ( ভগবান্ ) স্থিতিব্যতিকরোপশমায় ( স্থিতেঃ জাগতিকনিয়মস্য যো ব্যতিকরঃ ব্যতিক্রমঃ, তস্য উপশমায় নিবৃত্তয়ে, জগতি সত্ত্বপ্রধানাঃ কেচিৎ স্থাতুমুচিতা ইতি নিয়মং রক্ষিতুমিতি যাবৎ ) সত্ত্বেন ( সত্ত্বগুণ-প্রাধান্যেন ) সৃষ্টান্ সুরগণান্ ( দেবভূতান্ ) নঃ ( অস্মান্ ) শ্রীনিকেতং ( শ্রিয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ শোভায়া বা নিকেতম্ আবাসভূতং ) যৎ অমলম্ অরবিন্দং ( পদ্মং ) [ তৎ ] ক্ষিপতা ( তিরস্কুর্ব্বতা ) অদভ্রকরুণেন ( অদভ্রা বহুলা করুণা দয়া যত্র তেন ) বিলোকনেন ( নেত্রেণ ) দৃশ্যাৎ ( পশ্যতু ) ॥ ৫৬ ॥

**মূলানুবাদ।**—যাঁহার তত্ত্ব আমাদের পক্ষেও প্রত্যক্ষীভূত নহে, শাস্ত্রাদি দ্বারা অনুমেয়, সেই ভগবান্ জাগতিক নিয়মের যাহাতে ব্যতিক্রম না ঘটে এইজন্য আমাদিগকে সত্ত্বগুণদ্বারা দেবতারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যের আকরস্বরূপ মনোজ্ঞ পদ্ম অপেক্ষাও অধিক সৌন্দর্য্যশালী পরমদয়াপ্রকাশক নয়নে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ॥ ৫৬ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—সোঽয়ং নোঽস্মান্ সুরগণান্ অনল্পকরুণাযুক্তেন বিলোকনেন বিশিষ্টনেত্রেণ দৃশ্যাৎ পশ্যতু। কথম্ভূতেন? যচ্ছ্রীনিকেতমমলমরবিন্দং তৎক্ষিপতা তিরস্কুর্ব্বতা। কথম্ভূতঃ? অনুমেয়ং শাস্ত্রতো বিচার্য্যং ন ত্বনাকমপরোক্ষং তত্ত্বং যস্য। কথম্ভূতানস্মান্? স্থিতের্জগন্মর্য্যাদায়া ব্যতিকরোঽন্যথাভাবং তস্যোপশমায় সত্ত্বেন গুণেন সৃষ্টান্ ॥ ৫৬ ॥

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ ৫৮ ॥

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] তাত। (বৎস বিদুর।) লব্ধাবলোকৈঃ ( প্রাপ্তসাক্ষাৎকারৈঃ ) সুরগণৈঃ ( দেববৃন্দৈঃ) এবম্ ( উক্তরূপেন ) অভিষ্টুতৌ অর্চ্চিতৌ ( পুজিতৌ চ ) ভগবন্তৌ ( নরনারায়ণৌ ) গন্ধমাদনং ( পর্ব্বতং ) যযতুঃ ( গতবন্তৌ ) ॥ ৫৭ ॥

**মূলানুবাদ**।—বৎস বিদুর। দেবগণ তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইযা এইরূপ স্তুতি ও পূজাদি করিলে সেই ভগবান্ নর ও নারাযণ ঋষিদ্বয় গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিযাছিলেন ॥ ৫৭ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—লব্ধোঽবলোকো যৈঃ সুরগণৈঃ তৈরভিষ্টুতৌ অর্চ্চিতৌ সন্তৌ যযতুঃ ॥ ৫৭ ॥

**অন্বয়ঃ**—ভগবতঃ হরেঃ অংশৌ তৌ বৈ ( নরনারায়ণৌ ঋষী এব ) ভুবঃ ( পৃথিব্যাঃ ) ভারব্যয়ায় ( পাপভার প্রশমনায ) যদুকুরূদ্বহৌ ( যদূদ্বহঃ যদুকুলধুরন্ধরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, কুরূদ্বহশ্চ কুরুকুলধুরন্ধরঃ অর্জ্জুনঃ, তৌ ) ইমৌ কৃষ্ণৌ ( কৃষ্ণশব্দেন ভগবান্ বাসুদেব ইব অর্জ্জুনোঽপি বোধ্যঃ, বিরাট্ পর্ব্বণি অর্জ্জুনস্য দশনামসু মধ্যে "বীভৎসু-র্বিজয়ঃ কৃষ্ণ" ইতি কীর্ত্তনাৎ, তথাচ কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণশ্চেতি একশেষদ্বন্দ্বেন কৃষ্ণাবিত্যস্য বাসুদেবার্জ্জুনৌ ইত্যর্থঃ ) ইহ ( দ্বাপরশেষভাগে ) আগতৌ ( প্রাদুর্ভূতৌ ) ॥ ৫৮ ॥

**মূলানুবাদ**।—ভগবান্ শ্রীহরির সেই নর ও নারায়ণরূপ অংশদ্বযই পৃথিবীর পাপভার হরণের জন্য দ্বাপরের শেষভাগে এই যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণ ও কুরুকুলধুরন্ধর অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইযাছেন ॥ ৫৮ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—ভুবো ভারস্য ব্যযায নাশায। চকার একবাক্যত্বার্থঃ, তৌ চ সাম্প্রতমিহাগতাবিত্যর্থঃ। তদুক্তং তন্ত্রে –"অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয"মিতি। যদূদ্বহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, কুরূদ্বহোঽর্জ্জুনঃ উভাবপি কৃষ্ণনামানৌ ॥ ৫৮ ॥

**শ্রীভাগবতভাবার্থবর্ষিণী**।—মৈত্রেয মুনি ক্রমশঃ মহর্ষি কর্দ্দমের দৌহিত্রবংশ অর্থাৎ মনুর মধ্যমা কন্যা কর্দ্দমপত্নী দেবহূতির কলা প্রভৃতি নযটী কন্যারই যে সকল সন্তান সন্ততি হইয়াছিল তৎসমুদয বর্ণনা করিযা সম্প্রতি মনুর কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতির বংশ বর্ণনা করিতেছেন। প্রসূতিকে দক্ষ প্রজাপতি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্র, দযা, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা (ক্ষমা), হ্রী ( লজ্জা ), মূর্ত্তি, স্বাহা, স্বধা ও সতী নামে দক্ষের ষোলটি কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম তেরটির ধর্ম্মের সহিত বিবাহ হয, আর স্বাহা, স্বধা ও সতীর যথাক্রমে অগ্নি, পিতৃলোক ও মহাদেবের সহিত বিবাহ হয। এই শেষ তিনটি কন্যার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। সম্প্রতি ধর্ম্মপত্নী যে তেরজন, তাঁহাদের বংশই কথিত হইতেছে। এই তেরজনের প্রত্যেকেরই যেরূপ সন্তান জন্মিযাছে তাহা মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুটরূপে জ্ঞাতব্য, তন্মধ্যে মূর্ত্তির গর্ভে যে নর ও নারাযণ নামক ঋষিদ্বযের উৎপত্তি কথিত হইযাছে, ইহাঁরা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অংশ। ইহাদের জন্ম-মাত্রে সমগ্র চরাচর বিশ্ব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল, সকল দিকে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক সূচনা হইতে লাগিল, দেবগণ পর্য্যন্ত সেই ঋষিদ্বযের স্তব করিতে লাগিলেন—এইরূপ বর্ণনা করিযা মৈত্রেয়মুনি উপসংহারে বিদুরকে বুঝাইতেছেন "তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ" "ভগবান্ শ্রীহরির অংশস্বরূপ সেই নর ও নারাযণ ঋষিই দ্বাপরের শেষে এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইযাছেন"।

এখন এই কথায় আশঙ্কা হইতে পারে যে নর ও নারাযণ এই দুইজনেই যদি শ্রীভগবানের অংশ হন, আর তাঁহারাই যদি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তবে কৃষ্ণকে অংশাবতার বলিযাই ত প্রতিপাদন করা হইল,

স্বাহাভিমানিনশ্চাগ্নেরাত্মজাংস্ত্রীনজীজনৎ। পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চ হুতভোজনম্ ॥ ৫৯॥
তেভ্যোঽগ্নয়ঃ সমভবংশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ। ত এবৈকোনপঞ্চাশৎ সাকং পিতৃপিতামহৈঃ ॥৬০
বৈতানিকে কর্ম্মণি যন্নামভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ। আগ্নেয্য ইষ্টয়ো যজ্ঞে নিরূপ্যন্তেঽগ্নয়স্তু তে ॥৬১॥

সুতরাং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া উঠিল। অতএব ইহার সমাধানের দিকে চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে যে—নর ও নারায়ণ এই ঋষিদ্বয় শ্রীভগবানের অংশ সত্য কিন্তু ঐ অংশদ্বয়ই যে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা নহে। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দুইজনই সকল অংশের মূলাধার অংশিস্বরূপ পূর্ণ ভগবানেরই বিভিন্নপ্রকার প্রকটমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণে ও অর্জ্জুনে মূলতঃ কোনও বিভিন্নতা দূরে থাকুক, তারতম্যও কিছুমাত্র নাই, দুইই ঠিক পূর্ণ ভগবান্। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুসারেই গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ" "পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুনই আমার স্বরূপ"। কৃষ্ণার্জ্জুনের মূলতঃ এইরূপ ঐক্য থাকিলেও যুগোচিত বিভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ভাব লইয়া কৃষ্ণ উপদেষ্টা, অর্জ্জুন শ্রোতা, কৃষ্ণ চালক, অর্জ্জুন তদনুসারে চালিত, কৃষ্ণ পূর্ণ জ্ঞানবান্, আর অর্জ্জুন মায়ামুগ্ধ, এইরূপে আকাশ পাতাল পার্থক্য লইয়া উভয়ের আত্মপ্রকাশ হয়। ফলকথা দুইজনই অংশী অর্থাৎ মূল, তাহার মধ্যে সেই নর অংশ ও নারায়ণ অংশ আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতায় কোন বিরোধ নাই। মূলের "আগতৌ" এইরূপ ক্রিয়াপদ প্রয়োগে উক্তরূপ তাৎপর্য্যের সূচনা হইয়াছে। "আগত" বলিলে "আসিল" অথবা "প্রাপ্ত হইল" এইরূপ অর্থ বুঝা যাইত। সুতরাং যাহাতে আসিল বা যাহাকে প্রাপ্ত হইল সেই বস্তু আর যে আসিল বা প্রাপ্ত হইল সেই বস্তুর ঐক্য হইতে পারে না, সুতরাং নর ও নারায়ণরূপ অংশদ্বয়ের মধ্যে নর অংশ অর্জ্জুনকে এবং নারায়ণ অংশ স্বয়ং ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইল, ইহাই শব্দার্থ। এই অনুসারেই শ্রীভাগবতামৃতে "কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণাবৃষী। দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতাবায়াতৌ কৃষ্ণকান্তনৌ" এইরূপ কারিকা বর্ণিত হইয়াছে॥ ৩৩—৫৮॥

**অন্বয়ঃ।**—স্বাহা চ (প্রসূতেঃ স্বাহানাম্নী কন্যা চ) অভিমানিনঃ অগ্নেঃ (অগ্ন্যভিমানিনো দেববিশেষাৎ) হুতভোজনং (হুতদ্রব্যভক্ষকং) পাবকং পবমানং শুচিঞ্চ ত্রীন্ আত্মজান্ (পুত্রান্) অজীজনৎ উৎপাদিতবতী)॥ ৫৯

**মূলানুবাদ।**—অগ্নিদেবের পত্নী স্বাহা, পাবক, পবমান ও শুচি নামক তিনটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই হুতদ্রব্য ভক্ষণকারী॥ ৫৯॥

**শ্রীধরটীকা।**—অগ্ন্যভিমানিনো দেবাৎ। স্বাহা নাম তস্য ভার্য্যা। হুতভোজনমিতি ত্রয়াণাং বিশেষণম্॥ ৫৯॥

**অন্বয়ঃ।**—তেভ্যঃ (পাবকপবমানশুচিভ্যঃ) চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ (পঞ্চচত্বারিংশৎসংখ্যকাঃ) অগ্নয়ঃ সমভবন্ (উৎপন্না বভূবুঃ) তে এব (অগ্নয়ঃ) পিতৃপিতামহৈঃ (পিতরঃ পাবকাদয়স্ত্রয়ঃ, পিতামহশ্চ একোঽগ্নিদেবঃ, তৈঃ চতুর্ভিঃ) সাকং (সহ, মিলিত্বেতিশেষঃ) একোনপঞ্চাশৎ॥ ৬০॥

**মূলানুবাদ।**—সেই পাবকাদিত্রয় হইতে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক অগ্নি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বীয় পিতৃত্রয় ও পিতামহের সহযোগে মোট উনপঞ্চাশ সংখ্যক অগ্নি হইয়াছিলেন॥ ৬০॥

**অন্বয়ঃ।**—ব্রহ্মবাদিভিঃ (বেদজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ) বৈতানিকে (বৈদিকে) যজ্ঞে কর্ম্মণি যন্নামভিঃ (যেষামগ্নীনাং নামোচ্চারণদ্বারা) আগ্নেয্যঃ (অগ্নিদেবতাকাঃ) ইষ্টয়ঃ (যাগাঃ) নিরূপ্যন্তে (অবধার্য্যন্তে) তে তু অগ্নয়ঃ (এতে উল্লিখিতাঃ সর্ব্বে এব সার্থকাঃ ইতিভাবঃ)॥ ৬১॥

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সৌম্যাঃ পিতর আজ্যপাঃ। সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তেষাং পত্নী দাক্ষায়ণী স্বধা ॥ ৬২
তেভ্যো দধার কন্যে দ্বে বয়ুনাং ধারিণীং স্বধা। উভে তে ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে ॥ ৬৩
ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা। আত্মনঃ সদৃশং পুত্রং ন লেভে গুণশীলতঃ ॥ ৬৪
পিতর্য্যপ্রতিরূপে স্বে ভবায়ানাগসে রুষা। অপ্রৌঢ়ৈবাত্মনাত্মানমজহাদ্‌যোগসংযুতা ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দাক্ষায়ণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

**মূলানুবাদ**।—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত যজ্ঞাদিকার্য্যে যে সকল অগ্নির নাম দ্বারা অগ্নেয় যাগ নিরূপণ করিয়া থাকেন, ইহাঁরা সেই সকল অগ্নি ॥ ৬১ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—পিতরস্ত্রয়ঃ, পিতামহ একঃ, তৈ সাকং সহ ॥ ৬০ ॥ বৈতানিকে বৈদিকে কর্ম্মণি যজ্ঞে যেষাং নামভিরগ্নিদেবতাকা ইষ্টয়ো নিরূপ্যন্তে ক্রিয়ন্তে ত এতে অগ্নয়ঃ, ন লৌকিকাঃ, অতো বহূনাং ন বৈযর্থমিতি ভাবঃ ॥ ৬১

**অন্বয়ঃ**।—অগ্নিষ্বাত্তাঃ, বর্হিষদঃ, সৌম্যাঃ, আজ্যপাঃ, সাগ্নয়ঃ, (যেষামগ্নৌকরণমস্তি তে) অনগ্নয়ঃ (অগ্নৌকরণরহিতাঃ) [ সর্ব্ব এব তে ] পিতরঃ, দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) স্বধা তেষাং পত্নী ॥ ৬২

**মূলানুবাদ**।—অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ্, সৌম্য এবং আজ্যপা, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সাগ্নিক ও যাঁহারা নিরগ্নিক সকলেই পিতৃসম্প্রদায়ভুক্ত, দক্ষকন্যা স্বধা এই সকল পিতৃগণের পত্নী ॥ ৬২

**শ্রীধরটীকা**।—সৌম্যাঃ সোমপাঃ। যেষামগ্নৌ করণমস্তি তে সাগ্নয়ঃ, তদ্রহিতাস্তনগ্নয়ঃ ॥ ৬২

**অন্বয়ঃ**।—তেভ্যঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদিভ্যঃ সকাশাৎ) স্বধা বয়ুনাং ধারিণীং [ চ] দ্বে কন্যে দধার (গর্ভে ধৃতবতী, উৎপাদিতবতীত্যর্থঃ), তে উভে (বয়ুনাধারিণ্যৌ) জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে (সত্যৌ) ব্রহ্মবাদিন্যৌ (ব্রহ্মানুধ্যানপরায়ণে অভবতাং) [ তথাচ জীবন্মুক্তয়োস্তয়োঃ সন্ততির্নাভবদিতি ভাবঃ ] ॥ ৬৩

**মূলানুবাদ**। স্বধা সেই অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকের ঔরসে বয়ুনা ও ধারিণী নাম্নী দুইটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, এই কন্যাদ্বয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬৩

**অন্বয়ঃ**।—ভবস্য (মহাদেবস্য) পত্নী সতী তু দেবং ভবং (স্বপতিং মহাদেবম্) অনুব্রতা (অনুগতাঽপি) গুণশীলতঃ (গুণেন শীলেন চ) আত্মনঃ সদৃশং (স্বস্য অনুরূপং) পুত্রং ন লেভে (ন প্রাপ্তবতী) ॥ ৬৪

**মূলানুবাদ**।—মহাদেবের পত্নী সতী নিজ পতির অনুগতা হইলেও গুণ ও স্বভাবে নিজ অনুরূপ পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হ'ন নাই ॥ ৬৪

**শ্রীধরটীকা**।—তয়োস্তু সন্ততির্নাভবৎ জীবন্মুক্তত্বাদিত্যাহ—উভে তে ইতি ॥ ৬৩ ॥ গুণশীলতঃ আত্মনঃ সদৃশঃ দেবমনুব্রতাপি সতী পুত্রং ন লেভে ॥ ৬৪

**অন্বয়ঃ**।—[ সত্যাঃ পুত্রালাভে হেতুমাহ ] অনাগসে (নিরপরাধায়) ভবায় (মহাদেবায়, তং প্রতীত্যর্থঃ) স্বে পিতরি (দক্ষে) অপ্রতিরূপে (অসদৃশে প্রতিকূলে সতীত্যর্থঃ) অপ্রৌঢ়া এব (তরুণবয়স্কা এব সা সতী) রুষা (ক্রোধেন হেতুনা) যোগসংযুতা (যোগমাশ্রিতা) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং (দেহম্) অজহাৎ (পরিত্যক্তবতী) ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—সতীর পিতা দক্ষ বিনা অপরাধে মহাদেবের প্রতি প্রতিকূল হইয়াছিলেন, এজন্য ক্রোধের বশে সতী তরুণ বয়সেই যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোধ্যায়ঃ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—তত্র হেতুঃ স্বে পিতরি দক্ষেঽপ্রতিরূপে অসদৃশে, প্রতিকূলে সতীত্যর্থঃ,আত্মনা স্বয়মেব আত্মানং দেহম্ অজহাৎ ত্যক্তবতী। যোগসংযুতা যোগমাশ্রিত্যেত্যর্থঃ॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয়মুনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার বংশবিস্তার বর্ণনা করিয়া অর্বা- স্বাহা, স্বধা ও সতীর বিষয় সম্প্রতি বর্ণনা করিতেছেন। স্বাহা অগ্নিদেবের পত্নী, পাবক, পবমান ও শুচি নামে তাঁহার তিনটী পুত্র হয়। এই তিন জনের পঁয়তাল্লিশটী পুত্র জন্মে, অগ্নিদেবের এই পুত্র ও পৌত্রগণ সকলেই তাঁহার অনুরূপ দাহাদিনিপুণ তেজোময় দেবতাবিশেষ, সুতরাং সমষ্টিতে যে ঊনপঞ্চাশসঙ্খ্যক অগ্নি ইহা শাস্ত্রসম্মত। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের সহিত স্বধার বিবাহ হইয়াছিল,তাঁহার বয়ুনা ও ধারিণী নামে দুইটী কন্যামাত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহারাও নিঃসন্তান অবস্থাতেই জ্ঞানপথে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বধা হইতে আর অধিক বংশ বিস্তার হয় নাই। সতী মহাদেবের পত্নী, তাঁহার পিতা দক্ষ বিনা অপরাধে মহাদেবের প্রতি প্রতিকূল ব্যবহার করেন অর্থাৎ যজ্ঞকালে অন্যান্য সকল কন্যা ও জামাতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করেন নাই। সতীর প্রাণে পতির এইরূপ অপমান সহ্য হইল না, তিনি দুঃখ ও ক্রোধের আবেগে দক্ষালয়ে যোগবল অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই, সুতরাং তাঁহার বংশও বিস্তৃতি লাভ করে নাই। মহাদেবের সহিত প্রজাপতি দক্ষের ঐ প্রকার অপ্রীতি কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে॥ ৫৯—৬৫॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—-:*:—

## দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০:*:০—

শ্রীবিদুর উবাচ।

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ। বিদ্বেষমকরোৎ কস্মাদনাদৃত্যাত্মজাং সতীম্॥ ১॥

কস্তং চরাচরগুরুং নির্ব্বৈরং শান্তবিগ্রহম্। আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ॥ ২॥

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ। বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যাজ দুস্ত্যজান্ সতী॥৩॥

**অন্বয়ঃ।**—দুহিতৃবৎসলঃ দক্ষঃ সতীং (সতীনাম্নীম্) আত্মজাং (কন্যাম্) অনাদৃত্য শীলবতাং শ্রেষ্ঠে (সচ্চরিত্রাণামগ্রগণ্যে) ভবে (মহাদেবে) কস্মাৎ (হেতোঃ) বিদ্বেষম্ অকরোৎ?॥ ১

**মূলানুবাদ।**—বিদুর বলিলেন—প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত কন্যাবৎসল, তবে কেন তিনি সতীনাম্নী কন্যাকে অনাদর করিয়া সেই সচ্চরিত্রদিগের অগ্রগণ্য মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইয়াছিলেন?॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**

দ্বিতীযে প্রথমাধ্যায়োপক্ষিপ্তে ভবদক্ষযোঃ। বিদ্বেষে বর্ণ্যতে হেতুর্বিশ্বসৃড্‌যজ্ঞসম্ভবঃ॥

সতীং সতীনাম্নীম্॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—চরাচরগুরুং (বিশ্বপূজ্যং) নির্ব্বৈরং (শত্রুতাচরণশূন্যং) শান্তবিগ্রহং (প্রশান্তমূর্ত্তিম্) আত্মারামং (আত্মচিন্তাপরায়ণং) জগতঃ মহৎ দৈবতং (প্রধানদেবতাস্বরূপং) তং (ভবং) কঃ কথং (বা) দ্বেষ্টি॥ ২

**মূলানুবাদ।**—চরাচর বিশ্বের পূজনীয় শত্রুতাচরণশূন্য প্রশান্তমূর্ত্তি, সর্ব্বদা আত্মচিন্তানিরত জগতের পরম দেবতাস্বরূপ সেই মহাদেবের প্রতি কোন্ ব্যক্তি কি কারণে বিদ্বেষ করিবে?॥২

**শ্রীধরটীকা।**—ন চাসৌ কস্যচিদ্বিদ্বেষার্হ ইত্যাহ ক ইতি। চরাচরগুরুং জগতো দৈবতঞ্চ তং কোং দ্বেষ্টি? কথঞ্চ নির্ব্বৈরং দ্বেষ্টি? নির্ব্বৈরত্বে হেতুঃ—তাবে ক্তঃ, শান্তং শান্তিরেব বিগ্রহো যস্য। কুতঃ? আত্মন্যো বারামো রতির্যস্য তম্। যদ্বা—কঃ প্রজাপতির্দক্ষঃ কথং দ্বেষ্টি? এতদ্ভূতে তস্মিন্ দ্বেষোঽযুক্তোশক্যশ্চেত্যর্থঃ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ব্রহ্মন্! (মহামুনে মৈত্রেয়!) জামাতুঃ (ভবস্য) শ্বশুরস্য চ (দক্ষস্য চ) [যতঃ] বিদ্বেষঃ, যতস্তু (বিদ্বেষাৎ) সতী (সা দক্ষকন্যা) দুস্ত্যজান্ প্রাণান্ তত্যাজ, এতৎ (কারণং) মে (মম সমীপে) আখ্যাহি (কথয়)॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—হে মুনিবর! জামাতা ও শ্বশুরে কি কারণে এমন বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল, যে তাহাতে সতী দুস্ত্যজ প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন? ইহা আমার নিকট বর্ণনা করুন॥ ৩

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ। তথামরগণাঃ সর্ব্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৪ ॥
তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা। ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্ব্বন্তং তং মহৎ সদঃ ॥ ৫ ॥
উদতিষ্ঠন্‌ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ। ঋতে বিরিঞ্চাচ্ছর্ব্বাচ্চ তদ্ভাসাক্ষিপ্ততেজসঃ ॥ ৬ ॥
সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্‌ সাধুসৎকৃতঃ। অজং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া ॥ ৭ ॥
প্রাঙ্‌নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যৎ তদনাদৃতঃ। উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব ॥ ৮ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—যতো হেতোর্বিদ্বেষঃ যতো বিদ্বেষাৎ প্রাণাংস্তত্যাজ এতদাখ্যাহি ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—পুরা (কদাচিৎ পূর্ব্বতনকালে) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাং) সত্রে (যজ্ঞে) সানুগাঃ (সানুচরাঃ) সর্ব্বে মুনয়ঃ অগ্নয়ঃ, পরমর্ষয়ঃ (মহর্ষয়ঃ) তথা অমরগণাঃ (দেবসমূহাশ্চ) সমেতাঃ (সমাগতা বভূবুঃ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয় কহিলেন - পুরাকালে একদা বিশ্বসৃষ্টিকারী প্রজাপতিদিগের যজ্ঞে মহর্ষিগণ, দেবগণ, মুনিগণ ও অগ্নিসকল স্ব স্ব অনুচরবর্গসহ সমাগত হইয়াছিলেন ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—তদেবাখ্যাতুমিতিহাসং প্রস্তৌতি—পুরেতি। সমেতা আসন্‌ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—তত্র (যজ্ঞসভায়াং) প্রবিষ্টম্‌, অর্কমিব (সূর্য্যমিব) রোচিষা (তেজসা) ভ্রাজমানং (দীপ্যমানং) মহৎ সদঃ (বিপুলাং সভাং) বিতিমিরং (বিগতান্ধকারম্‌ আলোকিতমিতি যাবৎ) কুর্ব্বন্তং তং (দক্ষং) দৃষ্ট্বা ঋষয়ঃ বিরিঞ্চাৎ (ব্রহ্মণঃ) শর্ব্বাৎ চ (মহাদেবাচ্চ) ঋতে (বিনা) সহাগ্নয়ঃ (অগ্নিগণপর্য্যন্তসহিতাঃ) তে সদস্যাঃ (দেবাদয়ঃ সর্ব্বে) তদ্‌ভাসা (তস্য দক্ষস্য তেজসা) আক্ষিপ্ততেজসঃ (অভিভূততেজসঃ সন্তঃ) স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ (যথাস্বম্‌ আসনেভ্য) উদতিষ্ঠন্‌ (দণ্ডায়মানা বভূবুঃ) ॥ ৫।৬

**মূলানুবাদ।**—সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান দক্ষ সেই বিপুল যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিলে সম্পূর্ণ সভা আলোকিত হইয়া উঠিল, তখন তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা ও মহাদেব ভিন্ন সভাস্থিত অন্য সকল সদস্যগণ এমন কি অগ্নিগণ পর্য্যন্ত স্ব স্ব আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দক্ষের তেজে সকলের তেজ অভিভূত হইয়া গেল ॥ ৫।৬

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্‌ দক্ষঃ সদস্পতিভিঃ (সদস্যবরৈঃ সাধু (সম্যক্‌) সৎকৃতঃ অভিনন্দিতঃ সন্‌) লোকগুরুং (জগৎপূজ্যম্‌) অজং (ব্রহ্মাণং) নত্বা (প্রণম্য) তদাজ্ঞয়া (তস্যানুমত্যা) নিষসাদ (উপবিষ্টো বভূব) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—ভগবান দক্ষ সদস্যগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌ অভিনন্দিত হইয়া জগৎপূজ্য ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে উপবেশন করিলেন।

**শ্রীধরটীকা।**—প্রবিষ্টং দক্ষমিতি শেষঃ। মহৎ সদঃ মহতীং সভাম্‌ ॥৫॥ স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ স্বীয়াসনেভ্যঃ ॥৬।৭

**অন্বয়ঃ।**—মৃড়ং (শঙ্করং) প্রাক্‌ (দক্ষোপবেশনাৎ পূর্ব্বাবধ্যেব) নিষণ্ণম্‌ (উপবিষ্টং) দৃষ্ট্বা তদনাদৃতঃ (তেন শঙ্করেণ প্রত্যুত্থানাদিভিরনভিবাদিতঃ দক্ষঃ) ন অমৃষ্যৎ (ন সোঢবান্‌) [ততশ্চ] চক্ষুর্ভ্যাং বামং (বক্রং যথা স্যাৎ তথা) অভিবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দহন্নিব (বাক্যানলেন তং জ্বলয়ন্নিব) উবাচ ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—মহাদেব পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছেন, তিনি আর প্রত্যুত্থানাদিদ্বারা দক্ষের অভিবাদন করিলেন না দেখিয়া দক্ষ সে অনাদর সহ্য করিলেন না, বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক এমন কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে মহাদেব যেন দগ্ধ হইতে লাগিলেন ॥ ৮

শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ। সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ ॥ ৯

অয়ন্তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ। সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ ॥ ১০

এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ ॥ ১১ ॥
গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্ ॥ ১২ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—প্রাক্ স্বোপবেশনাৎ পূর্ব্বমেব নিষণ্ণমুপবিষ্টং মৃড়ং শিবম্। তদনাদৃতঃ তেনাভ্যুত্থানাদিভিরকৃতাদরঃ নামৃষ্যৎ নাসহত বামং বক্রং যথা ভবতি তথাভিবীক্ষ্য ॥ ৮

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] সহদেবাঃ ( দেবগণসহিতাঃ ) সহাগ্নয়ঃ ( অগ্নিগণসহিতাশ্চ ) ব্রহ্মর্ষয়ঃ। অজ্ঞানাৎ ন, মৎসরাচ্চ ( বিদ্বেষাচ্চ ) ন ব্রুবতঃ, [ অপিতু ] সাধূনাঃ ( ভবতাং সমীপে ) বৃত্তং ( যথার্থবৃত্তান্তং ) ব্রুবতঃ মে ( মম সকাশাৎ ) শ্রূয়তাং ( যুষ্মাভির্বাক্যমাকর্ণ্যতাম্ ) ॥ ৯

**মূলানুবাদ**।—(দক্ষ বলিলেন) হে অগ্নি ও দেবতাবর্গসহিত ব্রহ্মর্ষিগণ। আপনারা অতি সজ্জন, আপনাদের নিকট আমি অজ্ঞান বা বিদ্বেষবশতঃ কিছু বলিতেছি না, যথার্থ ঘটনা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা**।—মে বচনং শ্রূয়তাম্ অজ্ঞানাৎ মৎসরাচ্চ ন ব্রুবতঃ ॥ ৯

**অন্বয়ঃ**।—যেন ( হেতুনা ) স্তব্ধেন ( কর্ত্তব্যাচরণবিমুখেন অনেন শঙ্করেণ ) সদ্ভিঃ আচরিতঃ ( অনুসৃতঃ ) পন্থাঃ ( নীতিমার্গঃ ) দূষিতঃ ( কলুষিতঃ ) [ অতঃ ] নিরপত্রপঃ ( নির্লজ্জঃ ) অয়ন্তু লোকপালানাং যশোঘ্নঃ ( যশোহানিকরঃ সংবৃত্তঃ ) ॥ ১০

**মূলানুবাদ**।—এই শঙ্কর কর্ত্তব্যাচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া সাধুজনের আচরিত পথ কলুষিত করিল, সুতরাং এই নির্লজ্জ হইতে লোকপালদিগের যশ বিনষ্ট হইল ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা**।—স্তব্ধেন উচিতক্রিয়াশূন্যেন। ধ্বস্তনেতি পাঠে ভ্রষ্টেন ॥ ১০

**অন্বয়ঃ**।—যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) সাধুবৎ ( সজ্জন ইব প্রতীয়মানঃ, নতু বস্তুতঃ সাধু ) এষঃ ( শঙ্করঃ ) বিপ্রাগ্নিমুখতঃ ( বিপ্রাণাম্ অগ্নেশ্চ সমক্ষং ) সাবিত্র্যা ইব ( সাবিত্রীতুল্যায়াঃ ) মে দুহিতুঃ ( মম কন্যায়াঃ ) পাণিম্ অগ্রহীৎ ( পরিণয়ং কৃতবান্ ) [ অতঃ ] মে ( মম) শিষ্যতাং প্রাপ্তঃ ( সেবক এব সঞ্জাতঃ ) ॥ ১১

**মূলানুবাদ**।—নিতান্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় এই দুষ্ট শঙ্কর ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সাক্ষাতে আমার সাবিত্রীতুল্যা কন্যার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে এ আমার একরূপ শিষ্য ( সেবক ) হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ১১

**শ্রীধরটীকা**।—তদেবাহ—এষ ইতি, যৎ যস্মাৎ বিপ্রাগ্নিসমক্ষং সাবিত্রীতুল্যায়া মে দুহিতুঃ পাণিমগ্রহীৎ॥১১

**অন্বয়ঃ**।—মর্কটলোচনঃ ( বানরতুল্যনেত্র এষঃ ) মৃগশাবাক্ষ্যাঃ ( মৃগশিশুবৎচকিতমনোজ্ঞলোচনায়া মৎকন্যায়াঃ ) পাণিং গৃহীত্বা (স্থিতঃ, তথা চ) প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে (প্রত্যুত্থানপূর্ব্বকমভিবাদনযোগ্যে ময়ি) বাচাপি ( কথামাত্রেণাপি ) উচিতং ( সম্মানং ) ন অকৃত ॥ ২

**মূলানুবাদ**।—বানরতুল্যনয়নসম্পন্ন এই ব্যক্তি আমার মৃগশিশুর ন্যায় সুন্দর নয়নশালিনী সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, সুতরাং ইহার নিকট আমি প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক অভিবাদনের যোগ্য, অথচ এ ব্যক্তি বাক্যদ্বারাও আমার উচিত সম্মান রক্ষা করিল না ॥ ১২

লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে।
অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্ ॥ ১৩ ॥
প্রেতাবাসেষু যো ঘোরৈঃ প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ।
অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥ ১৪ ॥
চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্ ন্ স্থিভূষণঃ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ।
পতিঃ প্রমথনাথানং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম্ ॥ ১৫ ॥
তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে।
দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৬ ॥

শ্রীপ্রভুটীকা।—মৃগশাবস্য হরিণবালকস্যাক্ষিণী ইবাক্ষিণী যস্যাঃ। প্রত্যুত্থানাভিবাদাহে ময়ি উচিতং সম্মানং বাচাপি নাকরোৎ॥ ১২

অন্বয়ঃ ;—লুপ্তক্রিয়ায় ( পরিত্যক্তসদাচারায় ) অশুচয়ে (অপবিত্রায়) মানিনে (বৃথাভিমানযুক্তায়) ভিন্নসেতবে ( গুরুমর্য্যাদালঙ্ঘিনে ) [ অস্মৈ ভবায় ] শূদ্রায় উশতীং গিরম্ ইব ( বেদরূপাম্ উত্তমাং বর্থামিব ) অনিচ্ছন্নপি [ অহং ] বালাং ( কন্যাং সতীম্ ) অদাম্ ( দত্তবানস্মি ) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ;—এ ব্যক্তি কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ,অপবিত্র, অভিমানী ও গুরুজনের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী, সুতরাং শূদ্রকে বেদবাক্য শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ( ব্রহ্মার আদেশেই ) ইহাকে কন্যাদান করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ ; -যঃ (অসৌ) প্রেতাবাসেষু (শ্মশানভূমিষু,বহুবচনেন একত্রানবস্থায়িত্বং সূচিতং) ঘোরৈঃ (ভয়ানকৈঃ ) প্রেতৈঃ ভূতগণৈঃ ( চ ) বৃতঃ ( পরিবারিতঃ সনঃ ) উন্মত্তবৎ নগ্নঃ ( বিবস্ত্রঃ ) ব্যুপ্তকেশঃ ( বিক্ষিপ্তকেশঃ ) হসন্ ( কদাপি হাস্যং কুর্ব্বন্ ) রুদন্ ( কদাচিদ্বা রোদনং কুর্ব্বন্ ) অটতি ( বিচরতি ) ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ;—এ ব্যক্তি ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেত সঙ্গে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গদেহে আলুলায়িতকেশ হইয়া কখনও হাস্য কখনও বা ক্রন্দন করিতে করিতে শ্মশানে বিচরণ করে ॥ ১৪ ॥

শ্রীপ্রভুটীকা।—অনর্হায় কন্যা দত্তেত্যনুতপ্যমান আহ—লুপ্তক্রিয়ায়েতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। উশতীং বেদলক্ষণাং গিরম্ ॥ ১৩ ॥ প্রেতাবাসেষু শ্মশানেষু ব্যুপ্তা বিকীর্ণাঃ কেশা যস্য ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—[ অসৌ ] চিতাভস্মকৃতস্নানঃ ( চিতাভস্মভিরেব কৃতং স্নানং যেন সঃ ) প্রেতস্রক্ ( মৃতানাং মাল্যগ্রাহী) ন্ স্থিভূষণঃ নৃণাম্ অস্থীনি এব ভূষণানি যস্য সঃ, নরাস্থিকৃতালঙ্কার ইত্যর্থঃ) শিবাপদেশঃ ( নামমাত্রতঃ শিবঃ) [ বস্তুতস্তু ] অশিবঃ ( অমঙ্গলরতঃ ) মত্তঃ ( মাদকদ্রব্যাদিসেবনেন বিলুপ্তবিবেকঃ ) মত্তজনপ্রিয়ঃ ( তথাবিধ মত্তজনা এব প্রিয়া যস্য সঃ ), তমোমাত্রাত্মকাত্মনাং ( তমঃস্বভাবানাং ) প্রমথনাথনাং ( গণাধিপানাং ) পতিঃ ( নায়কঃ ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—চিতাভস্ম দ্বারা ইহার স্নান, প্রেতগণের মাল্য ইহার কণ্ঠাভরণ, মৃত নরগণের অস্থি ইহার অঙ্গের ভূষণ, ইহার নামই কেবল শিব, বাস্তবিক কিন্তু স্বয়ং নিতান্ত অশিব অর্থাৎ অমঙ্গলপরায়ণ, মাদক দ্রব্যাদি সেবনে স্বয়ং মত্ত এবং সমস্ত মত্তগণ ইহার প্রিয়, আর তমোগুণময় প্রমথনায়কদিগের ইনি নেতা ॥ ১৫ ॥

**শ্রীপ্রভুটীকা।**—চিতাভস্মনা কৃতং স্নানং যেন। প্রেতানাং স্রজো মাল্যানি যস্য স প্রেতস্রক্ নৃণামস্থীনি ভূষণানি যস্য। 'শিব' ইত্যপদেশো নামমাত্রং যস্য। তমোমাত্রাত্মকঃ কেবলতমোরূপঃ আত্মা স্বভাবো যেষাম্ ॥১৫

**অন্বয়ঃ।**—উন্মাদনাথায় (উন্মাদা ভূতবিশেষাঃ, তেষাং নাথায় অধিপতয়ে) নষ্টশৌচায় (পবিত্রতাহীনায়) দুর্হৃদে (মলিনচিত্তায়) তস্মৈ (তথাবিধায় এতস্মৈ) পরমেষ্ঠিনা (ব্রহ্মণা) চোদিতে (আদেশে কৃতে সতি) ময়া সাধ্বী (কন্যা) দত্তা বত (বতেতি খেদে অব্যয়ম্) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—হায়। উন্মাদ নামক ভূতসম্প্রদায়ের অধিপতি পবিত্রতাহীন মলিনচিত্ত এই ব্যক্তিকে যে আমি সৎস্বভাবা কন্যাটি দান করিয়াছি, ইহা কেবল ব্রহ্মার আদেশে ঘটিয়াছে ॥ ১৬

**শ্রীপ্রভুটীকা।**—উন্মাদা ভূতবিশেষাঃ, তেষাং নাথায়। দুর্হৃদে দুষ্টচিত্তায়। বতেতি খেদে। বাস্তবস্ত্বয়-মর্থঃ—লুপ্তা ক্রিয়া যস্মিন্ পরব্রহ্মরূপত্বাৎ। অতএব নাস্তি শুচির্যস্মাৎ। অমানিনে অভিন্নসেতবে ইতি চ পদচ্ছেদঃ। তস্য পরমেশ্বরস্য মদীয়া মানুষী কন্যা কথং যোগ্যা স্যাদিতি লজ্জাদিনা দাতুমনিচ্ছন্নপি তৎসম্বন্ধলোভেন দত্তবান্। শূদ্রায়েতি অনর্হত্বমাত্রে দৃষ্টান্তঃ, ন হীনত্বে, পূর্ব্বাপরস্ববচনবিরোধাপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি—যথা কশ্চিৎ শূদ্রায় বেদমর্থলোভেন দদাতি তদ্বদিতি। প্রেতাবাসেম্বিত্যাদি সর্ব্বং বিড়ম্বনমাত্রমিতি স্বয়মেবাহ—উন্মত্তবদিতি। অন্যথা, উন্মত্ত ইত্যেবাবক্ষ্যৎ। অশিবঃ নাস্তি শিবো যস্মাৎ। অমত্তঃ অমত্তজনপ্রিয় ইতি চ ছেদঃ। পতিঃ প্রমথনাথানা-মিতি ভক্তবাৎসল্যমাহ তামসানামপি দোষমপনীয় পাতীতি। নষ্টানামপি শৌচং শুদ্ধির্যস্মাৎ। দুষ্টেষপি এতে ময়া অনুকম্প্যা ইতি; হৃৎ মনো যস্য স দুর্হৃৎ তস্মৈ। বতেতি হর্ষে। ব্রহ্মণো বাক্যাল্লজ্জাভয়াদিকং পরিত্যজ্য দত্তেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

**শ্রীভাগবতভাস্বতবর্ষিণী।**—পূর্ব্বাধ্যায়ে দক্ষ ও মহাদেবের পরস্পর যে বিদ্বেষের কথা প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা শুনিয়া, অর্থাৎ দেবাদিদেব স্বয়ং মহাদেব জামাতা আর প্রজাপতি দক্ষ শ্বশুর, এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি-দ্বয়ের মধ্যে একরূপ প্রবল বিদ্বেষবহ্নি কেন প্রজ্বলিত হইল যাহার ফলে সতীকুল-শিরোমণি দক্ষকন্যা সতী অসহ্য আবেগে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন—অবশ্যই ইহার কোনও গুরুতর কারণ থাকিবে এবং সেই কারণটি কি তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং বিদুরের প্রাণেও সেরূপ কৌতূহল জন্মিয়াছে। এজন্য তিনি ঐ সম্বন্ধে সকল রহস্য কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করায় মহামুনি মৈত্রেয় বিস্তৃতভাবে সেই সকল ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন।

পুরাকালে একদা বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তৃগণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে সকল প্রজাপতি, মুনি, মহর্ষি ও দেবগণ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। সেই মহতী সভায় প্রজাপতি দক্ষ যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত মূর্ত্তিদর্শনে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া যথোচিত অভিবাদন করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও মহাদেব উঠিলেন না, এবং কোনপ্রকার অভ্যর্থনাও করিলেন না। ব্রহ্মা যে অভ্যর্থনা করিলেন না অবশ্য ইহা কোন দুঃখের কারণ নহে, যেহেতু ব্রহ্মা পিতা, আর দক্ষ তাঁহার পুত্র, পুত্র যতই সুযোগ্য হউন না কেন, তাহার আগমনে পিতা যে অগ্রেই অভ্যর্থনা করিবেন ইহা শিষ্টাচার নহে এবং কোনও হৃদয়বান পুত্র তাহা প্রত্যাশাও করেন না। কিন্তু মহাদেব জামাতা, সুতরাং শ্বশুরের আগমনে তিনি বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা দক্ষের অস্বাভাবিক নহে, অথচ তিনি কথাটি পর্য্যন্ত কহিলেন না দেখিয়া দক্ষের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি অতি তীব্র ও অসহনীয় ভাষায় সভার মধ্যেই জামাতাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন, সর্ব্বতোভাবে তাহাকে নিতান্ত অপাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন এমন কি ইহাও বলিলেন যে—এইরূপ অপাত্রের সহিত আমার কন্যা-বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছাই ছিল না, কেবল পিতা ব্রহ্মা আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ কার্য্য

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপমবস্থিতম্ । দক্ষোঽথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে ॥১৭
অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ । সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥ ১৮
নিষিধ্যমানঃ স সদস্যমুখ্যৈর্দক্ষো গিরিত্রায় বিসৃজ্য শাপম্ ।
তস্মাদ্বিনিষ্ক্রম্য বিবৃদ্ধমন্যুর্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্ ॥ ১৯
বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণীর্নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ্জ দারুণং যে চান্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ২০

করিয়াছি। এই প্রস্তাবে মহাদেবের নিন্দাসূচক দক্ষের উক্তিস্বরূপ শ্লোকগুলির শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণ স্তুতিপক্ষেও অর্থ করিয়াছেন। টীকার সেই স্তুতিপক্ষীয় ব্যাখ্যা দুর্ব্বোধ্য নহে, সুতরাং তাহার আর বিশ্লেষণ করিলাম না। বিশেষতঃ পূর্ব্বাপর ঘটনার সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ঐরূপ স্তুতিপক্ষীয় অর্থ দক্ষের তাৎপর্য্যসিদ্ধ নহে, নিন্দাপক্ষীয় অর্থই মুখ্য, এজন্য অন্বয় ও অনুবাদে শুধু নিন্দাপক্ষই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুধী পাঠকবর্গ টীকার আলোচনায় অপর অর্থের মাধুর্য্য অনুভব করিবেন ইহাই প্রার্থনা ॥ ১—১৬ ॥

**অন্বয়ঃ**।—ক্রুদ্ধঃ সঃ দক্ষঃ এবং বিনিন্দ্য (উক্তপ্রকারেণ শিবং গর্হয়িত্বা) অথ আপঃ (জলানি) উপস্পৃশ্য (গৃহীত্বা) অপ্রতীপম্ (অপ্রতিকূলং যথা স্যাৎ তথা) অবস্থিতং গিরিশং (শিবং) শপ্তুং প্রচক্রমে (তং প্রতি শাপং দাতুমারেভে) ॥ ১৭ ॥

**মূলানুবাদ**।—মৈত্রেয় বলিলেন—দক্ষ এইরূপে শিবের নিন্দা করিলেন, তথাপি শিব কোনরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন না, স্থিরভাবেই বসিয়া রহিলেন, দক্ষের ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না, ইহার পরও তিনি আবার জলস্পর্শপূর্ব্বক শিবের প্রতি অভিশাপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—অপ্রতীপম্ অপ্রতিকূলং যথা ভবত্যেবমবস্থিতমপি বিনিন্দ্য ॥ ১৭ ॥

**অন্বয়ঃ**। দেবগণাধমঃ (দেবগণেষু মধ্যে অধমঃ নিকৃষ্টঃ) অয়ন্তু ভবঃ (শিবঃ) দেবযজনে (দেবানাং যজনসময়ে) ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভিঃ (ইন্দ্রশ্রীহরিপ্রভৃতিভিঃ) দেবৈঃ সহ ভাগং (যজ্ঞভাগং) ন লভতাম্ ॥ ১৮ ॥

**মূলানুবাদ**।—(দক্ষ বলিলেন) লোকে যখন দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবে তখন এই দেবাধম শিব, যেন ইন্দ্র, শ্রীহরি প্রভৃতি দেবগণের সহিত সেই যজ্ঞভাগ লাভ করিতে না পারে ॥ ১৮ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—দেবানাং যজনসময়ে দেবৈঃ সহ ভাগং ন লভতাং কিন্তু তেভ্যঃ পূর্ব্বমেব লভতাম্, অগ্রভোজিত্বাৎ। অত্র হেতুঃ—দেবগণোঽধমো যস্মাৎ সঃ ॥ ১৮ ॥

**অন্বয়ঃ**।—[হে] কৌরব্য! (বিদুর!) সঃ দক্ষঃ সদস্যমুখ্যৈঃ (সভাসদাং মধ্যে প্রধানৈর্জনৈঃ) নিষিধ্যমানঃ (ন পুনঃ কোপঃ ক্রিয়তাং, নবাগম্যতাং ত্বয়া, ইত্যেবং নিবার্য্যমাণোঽপি) বিবৃদ্ধমন্যুঃ (উত্তরোত্তরপ্রবর্দ্ধিতক্রোধবেগঃ সন্) গিরিত্রায় (শিবায়) শাপং বিসৃজ্য (দত্ত্বা) তস্মাৎ (যজ্ঞসভাগৃহাৎ) বিনিষ্ক্রম্য (নির্গত্য) নিজং নিকেতনং (স্বকীয়ং গৃহং) জগাম (গতবান্) ॥ ১৯ ॥

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর! সেই সভাস্থিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ দক্ষকে নিষেধ করিলেও তিনি অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ মহাদেবকে ঐরূপ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক সেই যজ্ঞস্থান হইতে নির্গত হইয়া নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৯ ॥

য এতন্মর্ত্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি। দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্‌দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ ॥ ২১

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া। কর্ম্মতন্ত্রং বিতনুতাদ্বেদবাদবিপন্নধীঃ ॥ ২২

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ ॥ ২৩ ॥

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্ম্মময্যামসাবজঃ।
সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্ব্বাবমানিনম্ ॥ ২৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—স দক্ষঃ তস্মাৎ স্থানাৎ বিনিক্রম্য জগাম। হে কৌরব্য ॥ ১৯ ॥

**অন্বয়ঃ।**—গিরিশানুগাগ্রণীঃ ( গিরিশস্য শিবস্য, অনুগানাম্ অনুচরাণাং মধ্যে অগ্রণীঃ শ্রেষ্ঠঃ) নন্দীশ্বরঃ শাপং বিজ্ঞায ( দক্ষপ্রদত্তশাপং শ্রুত্বা ) রোষকষায়দূষিতঃ ( ক্রোধারক্তনয়নঃ সন্ ) দক্ষায, যে চ দ্বিজাঃ তদবাচ্যতাং ( দক্ষকৃতশিবনিন্দাম্ ) অন্বমোদন্ ( অনুমোদিতবন্তঃ ) [ তেভ্যশ্চ ] দারুণং শাপং বিসসর্জ্জ ( দত্তবান্ ) ॥ ২০ ॥

**মূলানুবাদ।**—মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর সেই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া দক্ষকে এবং তৎকৃত শিবনিন্দাসমর্থনকারী ব্রাহ্মণদিগকে দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—গিরিশস্যানুগানামগ্রণীর্মুখ্যঃ। রোষএব কষায়স্তেন দূষিতঃ আরক্তনেত্র ইত্যর্থঃ। তস্য গিরিশস্য অবাচ্যতাং বচনানর্হতাং, নিন্দ্যতামিত্যর্থঃ। তেভ্যোঽপি শাপং বিসসর্জ্জ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—পৃথগ্‌দৃষ্টিঃ ( ভেদবুদ্ধিসম্পন্নঃ ) যঃ অজ্ঞঃ মর্ত্ত্যং ( নশ্বরম্ ) এতৎ (দক্ষশরীরম্ ) উদ্দিশ্য ( শ্রেষ্ঠং মত্বা ) অপ্রতিদ্রুহি ( প্রত্যুপকারম্ অকুর্ব্বতি ) ভগবতি ( মহাদেবে ) দ্রুহ্যতি ( বিদ্বেষং করোতি ) [ সঃ ] তত্ত্বতঃ ( পরমার্থাৎ ) বিমুখঃ ( বিচ্যুতঃ ) ভবেৎ ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—( নন্দীশ্বর বলিলেন ) যিনি কাহারও প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করেন না, সেই ভগবান্ শঙ্করের প্রতি যে ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি এই তুচ্ছ দক্ষশরীরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বিদ্বেষ করিতেছে, সে ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইবে ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—দক্ষং শপতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। এতন্মর্ত্ত্যং দক্ষশরীরম্ উদ্দিশ্য শ্রেষ্ঠং মত্বা। অপ্রতিদ্রুহি প্রতিদ্রোহমকুর্ব্বতি। পৃথগ্‌দৃষ্টিঃ ভেদদর্শী। তত্ত্বতঃ পরমার্থাৎ ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—[ সঃ] বেদবাদবিপন্নধীঃ ( বেদস্থিতা যে অর্থবাদাঃ তৈঃ বিপন্না প্রকৃতিতাৎপর্য্যজ্ঞানাসামর্থ্যেন প্রতিকূলার্থগ্রাহিণী ধীঃ বুদ্ধির্যস্য তথাবিধঃ ) [ অত এব ] গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া ( তুচ্ছধনযৌবনাদিভোগসুখাভিলাষেণ ) কূটধর্ম্মেষু ( কূটঃ জটিলঃ ধর্ম্মো যত্র তথাবিধেষু ) গৃহেষু ( গার্হস্থ্যব্যাপারেষু ) সক্তঃ ( অনুরক্তঃ সন্ ) কর্ম্মতন্ত্রং ( কর্ম্মপদ্ধতিং ) বিতনুতাৎ ( বিস্তারয়তু ) ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—সেই অজ্ঞ ব্যক্তি বেদের অর্থবাদে ভ্রান্তধারণাযুক্ত হইয়া তুচ্ছ সুখের আশায় জটিলধর্ম্মময় গার্হস্থ্যব্যাপারে অনুরক্ত হইয়া ( শুধু ) কর্ম্মকাণ্ডই বিস্তার করুক ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—অজ্ঞত্বমেবাহ—গৃহেম্বিতি। কর্ম্মতন্ত্রং কর্ম্মপরিকরম্। বেদেযে বাদাঃ অর্থবাদাঃ—"অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতী"-ত্যাদয়ঃ, তৈর্বিপন্না বিনষ্টা ধীর্যস্যেতি ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—পরাভিধ্যায়িন্যা ( দেহাভিমানিন্যা ) বুদ্ধ্যা বিস্মৃতাত্মগতি. ( বিস্মৃতা আত্মনো গতিং তত্ত্বং যেন তথাবিধঃ ) [ অতএব ] পশুঃ ( পশুতুল্যঃ ) স দক্ষঃ অচিরাৎ ( শীঘ্রমেব ) নিতরাম্ ( অত্যন্তং ) স্ত্রীকামঃ অস্তু, বস্তমুখঃ ( বস্তস্য ছাগস্য মুখমিব মুখং যস্য তচাবিধশ্চ ) অস্তু ॥ ২৩

গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা । মথ্না চোন্মথিতাত্মানঃ সংমুহ্যন্তু হরদ্বিষঃ ॥ ২৫
সর্ব্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্ত্যৈ ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ । বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বিহ ॥ ২৬
তস্যৈবং বদতঃ শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকুলায় বৈ । ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্‌ ॥ ২৭
ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্‌ সমনুব্রতাঃ । পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥ ২৮

মূলানুবাদ ।—এই দক্ষ দেহের প্রতি অহংজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, সুতরাং এ পশুতুল্য, অতএব অচিরে এ ব্যক্তি স্ত্রীকামী হউক এবং ইহার মুখ ছাগলের ন্যায় হউক ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা ।—পরো দেহাদিঃ, তমেবাত্মত্বেনাভিধ্যাতুং শীলং যস্যাস্তয়া বুদ্ধ্যা বিস্মৃতা আত্মনো গতিস্তত্ত্বং যেন অতঃ পশুতুল্যঃ অতিতরাং স্ত্রীকামোঽস্ত্বিতি দ্বিতীয়ঃ শাপঃ । বস্তস্য মুখমেব মুখমস্যেতি তৃতীয়ঃ শাপঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—কর্ম্মময্যাং ( কর্ম্মবন্ধনজনিকায়াম্‌ ) অবিদ্যায়াং বিদ্যাবুদ্ধিঃ ( বিদ্যেতি যথার্থজ্ঞানমিতি বুদ্ধির্যস্য সঃ ) অসৌ (দক্ষঃ) অজঃ (ছাগ এব), ইহ ( অস্মিন্‌ স্থানে) যে চ (বিপ্রাদয়ঃ) শর্ব্বাবমানিনং ( শিবনিন্দাকারিণম্‌ ) অমুং ( দক্ষম্‌ ) অনু ( অনুবর্ত্তন্তে ) [ তে ] সংসরন্তু ( জন্মমরণাদিসংসারদুঃখানি ভৃশম্‌ অনুভবন্তু ) ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ ।—দক্ষ কর্ম্মবন্ধনজনক মিথ্যাজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলিয়া মনে করে, সুতরাং ইহাকে ছাগই বলা যাইতে পারে। যাহারা এই শিব-নিন্দাকারীর মতানুবর্ত্তনকারী, তাহারাও সংসারদুঃখে অত্যন্ত মগ্ন হউক ॥২৪

শ্রীধরটীকা ।—অয়ন্তু শাপোঽস্যানুরূপ এবেত্যাহ । বিদ্যাবুদ্ধিঃ ইয়মেব তত্ত্ববিদ্যেতি বুদ্ধির্যস্য । অতোঽসৌ অজ এব । বিপ্রান্‌ শপতি—সংসরন্ত্বিতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্‌ । শর্ব্বমবমন্যত ইতি তথা তমমুং দক্ষং যে চানুবর্ত্তন্তে তে সংসরন্তু, জন্মমরণাদ্যনুভবন্ত্বিতি একঃ শাপঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—হরদ্বিষঃ ( শিবং প্রতি বিদ্বেষশালিনো জনাঃ ) শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যাঃ ( পুষ্পবৎ চিত্তাকর্ষকৈরর্থবাদৈঃ পরিব্যাপ্তায়াঃ ) গিরঃ ( বেদবাক্যস্য ) মথ্না ( মনশ্চাঞ্চল্যকরেণ ) ভূরিণা (বহুলেন) মধুগন্ধেন (মধুগন্ধতুল্যেন প্ররোচনেন ) উন্মথিতাত্মানঃ ( ব্যাকুলীকৃতচেতসঃ সন্তঃ ) সংমুহ্যন্তু ( নিতরাং মোহগ্রস্তা ভবন্তু ) ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ ।—শিবদ্বেষিগণ পুষ্পতুল্য চিত্তাকর্ষক বহুল অর্থবাদে পরিব্যাপ্ত বেদবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার বিপুল প্ররোচনায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হউক ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—শ্রুতায়াঃ বেদরূপায়াঃ । পুষ্পিণ্যাঃ পুষ্পাণীবার্থবাদাঃ মনঃক্ষোভকত্বাৎ, তানি সন্তি যস্যাম্‌ অর্থবাদবহুলায়া ইত্যর্থঃ । মধুগন্ধতুল্যেন প্ররোচনেন মথ্না মনঃক্ষোভকেন উন্মথিত আত্মা মনো যেষাং তে সংমুহ্যন্তু কর্ম্মস্বাসক্তা ভবন্ত্বিতি দ্বিতীয়ঃ শাপঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—দ্বিজাঃ ( শিবদ্বেষিণো ব্রাহ্মণাঃ ) বৃত্ত্যৈ ( জীবিকানিমিত্তমেব, নতু জ্ঞানধর্ম্মাদিনিমিত্তমিতি-ভাবঃ ) ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ ( বিদ্যাতপস্যাব্রতাবলম্বিনঃ) বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামাঃ (বিত্তাদিষু নিতান্তমাসক্তাঃ) যাচকাঃ সর্ব্বভক্ষাঃ ( ভক্ষণবিষয়ে উচিতানুচিতবিচারশূন্যাশ্চ সন্তঃ ) ইহ ( সংসারে ) বিচরন্তু ॥ ২৬

মূলানুবাদ ।—শিবদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ কেবল জীবিকার জন্য বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রত অবলম্বন করতঃ বিত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশূন্য চিত্তে কেবল "দেহি" "দেহি" এই যাচঞাপরায়ণ হইয়া সংসারে বিচরণ করুক ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা ।—সর্ব্বভক্ষাঃ ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশূন্যাঃ বৃত্ত্যৈ দেহাদিপোষণায় ধৃতানি বিদ্যাতপোব্রতানি যৈঃ, বিত্তাদিষেবারামো রতির্যেষাং তে, যাচকাঃ সন্তো বিচরন্ত্বিতি চ শাপচতুষ্টয়ম্‌ ॥ ২৬

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ। বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্ যূয়ং পরিনিন্দথ। সেতুং বিধরণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥ ৩০॥
এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ। যং পূর্ব্বে চানুসন্তস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দ্দনঃ ॥৩১
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্। বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—দ্বিজকুলায ( ব্রাহ্মণবর্গান্ উদ্দিশ্য ) এবং ( পূর্ব্বোক্তপ্রকারং ) বদতঃ ( কথযতঃ ) তস্য (নন্দীশ্বরস্য) শাপং শ্রুত্বা ভৃগুঃ দুরত্যযং (লঙ্ঘয়িতুমশক্যং) শাপঃ (শাপরূপং) ব্রহ্মদণ্ডং প্রত্যসৃজৎ (প্রত্যর্পিতবান্) ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ্য করিযা নন্দীশ্বর ঐরূপ শাপ প্রদান করিলে মহর্ষি ভৃগু তাহা শ্রবণ করিয়া অলঙ্ঘ্য শাপরূপ ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিলেন ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—যে চ ভবব্রতধরাঃ ( শৈবধর্ম্মপরায়ণাঃ ) যে চ তান্ ( শৈবান্ ) সমনুব্রতাঃ ( অনুসরন্তো ভবেয়ুঃ ) তে সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ( উত্তমশাস্ত্রবিরোধিনঃ ) পাষণ্ডিনঃ ( পাষণ্ডীতি বিশ্রুতাঃ ) ভবন্তু ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।—( ভৃগু বলিলেন ) যে সকল ব্যক্তি শৈবব্রতাবলম্বী এবং যাহারা তাহাদিগের অনুসরণকারী, তাহারা সৎশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণকারী হইয়া "পাষণ্ডী" নামে খ্যাত হউক ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—প্রত্যসৃজৎ প্রত্যদাৎ। শাপরূপং ব্রহ্মদণ্ডম্ ॥২৭॥ সচ্ছাস্ত্রস্য পরিপন্থিনঃ প্রতিকূলাঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।—নষ্টশৌচাঃ ( পবিত্রতাহীনাঃ ) মূঢ়ধিয়ঃ ( মূঢ়মতয়ঃ ) জটাভস্মাস্থিধারিণঃ [সন্তঃ] শিবদীক্ষায়াং ( শিবোপাসনায়াং ) বিশন্তু ( ব্যাপৃতা ভবন্তু ), যত্র ( শৈবধর্ম্মে ) সুরাসবং ( "গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা" আসবশ্চ তালাদিসম্ভবং মদ্যং তয়োর্দ্বন্দ্বে অপ্রাণিদ্রব্যজাতিত্বাৎ ক্লীবত্বমেকত্বঞ্চ ) দৈবং ( দেববৎ আদরণীয়ং ভবতি ) ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—পবিত্রতাহীন মূঢ়মতি ব্যক্তিগণ জটা, ভস্ম ও অস্থিধারণ পূর্ব্বক শৈবধর্ম্মে প্রবিষ্ট হউক, যাহাতে সুরা ও আসব দেবতার ন্যায় সমাদৃত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—সুরা গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী চ, আসবস্তালাসম্ভবং মদ্যম্, দ্বন্দ্বৈকত্বাৎ ষণ্টত্বম্। তৎ যত্র দৈবং পূজ্যং দেবতাবদাদরণীযমিতি বা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) যূয়ং পুংসাং ( বর্ণাশ্রমাচারবতাং জনানাং ) বিধরণং ( ধারকং ) সেতুং ( মর্য্যাদাস্বরূপং ) ব্রহ্ম চ ( বেদঞ্চ ) ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ( ইত্যুভয়ং ) পরিনিন্দথ, অতঃ পাষণ্ডং ( পাষণ্ডিজনাচরণম্ ) আশ্রিতাঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—যেহেতু তোমরা, বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের ধারণকারী ধর্ম্মের মর্য্যাদাস্বরূপ বেদ ও ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিতেছ, অতএব তোমরা পাষণ্ডিজনের আচরণ প্রাপ্ত হও ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্ম বেদম্। কথম্ভূতম্? সেতুং মর্য্যাদারূপম্। তদেবাহ। পুংসাং বর্ণাশ্রমাচারবতাং বিধরণং ধারকম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।—যং ( বেদং ) পূর্ব্বে ( প্রাচীনা ঋষয়ঃ ) অনুসংতস্থুঃ (আশ্রিতবন্তঃ) জনার্দ্দনশ্চ (ভগবান্ নারায়ণশ্চ) যৎপ্রমাণং ( যস্য মূলস্বরূপঃ ) এষ এব হি ( অসৌ বেদ এব হি ) লোকানাং সনাতনঃ ( চিরন্তনঃ ) শিবঃ ( মঙ্গলময়ঃ ) পন্থাঃ ॥ ৩১ ॥

মূলানুবাদ।—প্রাচীন ঋষিগণ যে-বেদকে অবলম্বন করিয়াছেন এবং স্বয়ং ভগবান্ যাহার মূলস্বরূপ, সেই বেদই লোকের চিরন্তন মঙ্গলময় পথ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তস্যৈবং বদতঃ শাপং ভৃগোঃ স ভগবান্ ভবঃ। নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্বিমনা ইব সানুগঃ ॥৩৩

তেঽপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রং পরিবৎসবান্। সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ ॥৩৪

আপ্লুত্যাবভৃথং যত্র গঙ্গা যমুনয়ান্বিতা। বিরজেনাত্মনা সর্ব্বে স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দক্ষশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

**শ্রীধরটীকা।**—সেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্। এষ বেদলক্ষণ এব শিবঃ পন্থাঃ, যৎ পূর্ব্বে ঋষয়ঃ অমু-সংতস্থুঃ আশ্রিতবন্তঃ, যৎ যস্মিন্ জনার্দ্দনঃ প্রমাণং মূলম্ ॥ ৩১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—সতাং পরমং শুদ্ধং সনাতনং বর্ত্ম (চিরন্তনপথস্বরূপং) তদ্ ব্রহ্ম (বেদং) বিগর্হ্য (বিনিন্দ্য) যত্র (যস্মিন্নাচারে) বঃ (যুষ্মাকং) ভূতরাট্ (ভূতপতিঃ) দৈবম্ (অধিপতিঃ), [তথাবিধং] পাষণ্ডং (পাষণ্ডাচারং) যাত (অবলম্বধ্বম্) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—সাধুজনের পরম পবিত্র চিরন্তন পন্থাস্বরূপ সেই বেদকে তোমরা নিন্দা করিয়াছ, অতএব যে-ধর্ম্মে তোমাদের ভূতনাথ অধিপতি, সেই পাষণ্ড ধর্ম্ম তোমরা প্রাপ্ত হও ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) শাপং বদতঃ (অর্পযতঃ) তস্য ভৃগোঃ (অনাদরে ষষ্ঠী, তথাচ শাপম্ অর্পযত্যেব তং ভৃগুম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) স ভগবান্ ভবঃ (শঙ্করঃ) কিঞ্চিদ্ বিমনা ইব (ঈষদ্দুঃখিত ইব) সানুগঃ (অনুচরবর্গসহিতঃ) ততঃ (তস্মাৎ স্থানাৎ) নিশ্চক্রাম (নির্গতো বভূব) ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয় বলিলেন—মহর্ষি ভৃগু এইরূপ শাপ প্রদান করিতে থাকিলে ভগবান্ শঙ্কর কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইযাই যেন অনুচরগণ সহ তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা।**—ভূতরাট্, ভূতানাং তামসানাং পতিঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যোন্যশাপেন উভয়োর্বিনাশাৎ বিমনা ইবেতি তথাপি ভগবদনুগৃহীতানাং নাশো ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—মহেষ্বাস। (মহতঃ ইষূন্ বাণান্ আ সম্যক্ অস্যতি ক্ষিপতি যঃ, তৎসম্বোধনে রূপং, হে মহাবাণক্ষেপনিপুণ বিদুর। ইত্যর্থঃ) তে বিশ্বসৃজঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) অপি সহস্রং পরিবৎসরান্ [ব্যাপ্য] যত্র (যস্মিন্ যজ্ঞে) ঋষভঃ (দেবশ্রেষ্ঠঃ) হরিঃ ইজ্যঃ (পূজ্যঃ) [তথাবিধং] সত্রং, যজ্ঞং) সংবিধায় (সম্যক্ অনুষ্ঠায়) যত্র গঙ্গা যমুনযা অন্বিতা (মিলিতা, তত্র প্রযাগ ইত্যর্থঃ) অবভৃতম্ আপ্লুত্য (যজ্ঞান্তস্নানং কৃত্বা) সর্ব্বে (প্রজাপতয়ঃ) বিরজেন (নির্ম্মলেন) আত্মনা (অন্তঃকরণেন উপলক্ষিতা ইতি শেষঃ) ততঃ (তস্মাৎ যজ্ঞস্থানাৎ) স্বং স্বং ধাম (নিজনিজগৃহং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৩৪—৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২

**মূলানুবাদ।**—হে মহাবীর বিদুর। সেই সকল প্রজাপতিগণও—যে-যজ্ঞে সুরশ্রেষ্ঠ-ভগবান্ শ্রীহরি পূজিত হন, সেই সহস্রবৎসর ব্যাপী যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া, প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে যজ্ঞান্ত স্নান সমাপন করিয়া নির্ম্মলচিত্তে সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৪।৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২

**শ্রীধরটীকা।**—ঋষভঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো হরিঃ যত্র ইজ্যঃ পূজ্যঃ, তৎ সত্রং সমাধিধায়। হে মহেম্বাস। হে বিদুর! ॥ ৩৪ ॥ যত্র প্রয়োগে গঙ্গা যমুনয়া অন্বিতা, তত্রাবভৃথস্নানং কৃত্বা ততঃ স্থানাৎ যযুঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**—প্রজাপতি দক্ষ সভামধ্যে শিবের যথেচ্ছ নিন্দাবাদ করিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু নিন্দা করিয়াই তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইল না, তিনি শিবের প্রতি অভিসম্পাত করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া সভাস্থিত প্রধান ব্যক্তিবর্গ সকলেই তাঁহাকে শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দক্ষের ক্রোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া "এই দেবাধম শঙ্কর কোন যাগযজ্ঞাদিতে ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত যজ্ঞীয় ভাগ লাভ করিতে পারিবে না" এইরূপ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দী শ্বরও দক্ষের ঐরূপ অভিশাপে অত্যন্ত কুপিত হইয়া দক্ষের প্রতি এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তি ব্যক্তিগণের প্রতি দারুণ অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। নন্দীশ্বরের অভিশাপের মর্ম্ম এই যে—যাহারা দক্ষকে উত্তম জ্ঞান করিয়া এই নিরপরাধ শঙ্করের প্রতি বিনা কারণে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে, তাহাদের ভাগ্যে পরমার্থ লাভ কখনও ঘটিবে না, তাহারা সংসারমোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। আর দক্ষ যখন পশুর ন্যায় আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়াছে, তখন সেও পশুর ন্যায় নিতান্ত কামনাপরবশ হইবে এবং তাহার মুখ ছাগতুল্য হইবে। যে সকল ব্রাহ্মণেরা দক্ষের পক্ষাবলম্বী হইয়া শিবনিন্দা সমর্থন করিয়াছে, তাহাদিগের বিদ্যা, তপস্যা প্রভৃতি শুধু জীবিকার জন্য সঞ্চিত হইবে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের কিছুমাত্র উপযোগী হইবে না। নন্দীশ্বরের এই সকল অভিশাপ বাক্য শ্রবণে মহর্ষি ভৃগু তখন কুপিত হইয়া শৈবধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে "পাষণ্ডাচারপরায়ণ হউক" বলিয়া অভিশাপ দিলেন। বেদ এবং তন্মূলকশাস্ত্রগুলির বিরুদ্ধাচরণ করাই পাষণ্ডাচার। নন্দী যখন দক্ষ প্রভৃতিকে অভিশাপ প্রদান করেন, তখন অর্থবাদপরিব্যাপ্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অংশকে কিছু আক্রমণ করা হইয়াছে, সুতরাং নন্দীশ্বর বেদের আংশিক নিন্দাকারী, এজন্য ভৃগু তাহাকে এবং তাহার অনুবর্ত্তী সম্প্রদায়কে "পাষণ্ডী" নামে খ্যাত হইতে অভিশাপ দিলেন।

ফলকথা, উভয় পক্ষের এইরূপ শাপ ও প্রতিশাপরূপে বাদানুবাদ হইল বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর কোন পক্ষেই কোন কথা না বলিয়া একটু বিষণ্ণের ন্যায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার অনুচরবর্গও তাঁহার সহিতই প্রস্থান করিল। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ সেই সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সম্যক্ প্রকারে সমাধা করিয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমস্থলে যজ্ঞান্তস্নান করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। এই উপাখ্যানে নন্দীর শাপে কর্ম্মপথ, আর ভৃগুর শাপে শৈবপথ হেয় বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এদিকে শেষভাগে "সংবিধায় মহেষাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সূচিত হইয়াছে যে, যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষ ও শঙ্করপক্ষীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ বিদ্বেষ ও বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সামান্য বিঘ্ন নহে, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি যে যজ্ঞে পূজিত হইতেছেন, তাহা প্রবল বাধা বিঘ্নকেও অতিক্রম করিয়াছিল এবং শ্রীহরির পূজাপরায়ণ ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণও তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১৮-৩৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী নাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

---

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—:*:—

## তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০*০—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ ধ্রিয়মাণয়োঃ। জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহানতিচক্রমে ॥১॥
যদাভিষিক্তো দক্ষস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। প্রজাপতীনাং সর্ব্বেষামাধিপত্যে স্ময়োঽভবৎ ॥২॥
ইষ্ট্বা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ। বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ।—সদা (সর্ব্বদা) এবং (পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারেণ) বিদ্বিষতোঃ (পরস্পরং প্রতি বিদ্বেষযুক্তয়োঃ) ধ্রিয়মাণয়োঃ (অবতিষ্ঠমানয়োঃ) জামাতুঃ (শিবস্য) শ্বশুরস্যাপি (দক্ষস্যাপি, উভয়োঃ) সুমহান্ কালঃ অতিচক্রমে (অতীতঃ অভূৎ)॥ ১

মূলানুবাদ।—জামাতা শঙ্কর ও শ্বশুর দক্ষ, উভয়ে সর্ব্বদা ঐরূপ বিদ্বিষ্ট ভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, এইরূপে বহুকাল অতীত হইল॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

তৃতীয়ে তু সতী তাত-যজ্ঞোৎসবদিদৃক্ষয়া। গমিষ্যন্তী মহেশেন বারিতা নীতিহেতুভিঃ॥

ধ্রিয়মাণয়োঃ অবতিষ্ঠমানয়োঃ। ধৃঙ্ অবস্থান ইত্যস্মাৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যদা তু পরমেষ্ঠিনা ব্রহ্মণা দক্ষঃ সর্ব্বেষাং প্রজাপতীনাম্ আধিপত্যে (শ্রেষ্ঠপদে) অভিষিক্তঃ [তদা তস্য স্ময়ঃ (গর্ব্বঃ) অভবৎ॥ ২

মূলানুবাদ।—যখন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতিগণের অধিপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন তখন তাঁহার (দক্ষের) অত্যন্ত গর্ব্ব উৎপন্ন হইল॥ ২

শ্রীধরটীকা।—যদ্যপি রুদ্রবিহীনো যজ্ঞো নাস্ত্যেব তথাপি দক্ষস্য রুদ্রপরিত্যাগো দ্বেষাদ্গর্ব্বাচ্চ, তত্র দ্বেষে হেতুরুক্ত। গর্ব্বহেতুমাহ, যদা তু প্রজাপতিনামাধিপত্যেঽভিষিক্তঃ, তদা তস্য স্ময়ো গর্ব্বোঽভবৎ॥ ২

অন্বয়ঃ।—সঃ (দক্ষঃ) ব্রহ্মিষ্ঠান্ (ব্রহ্মপরায়ণান্ জ্ঞানমার্গাবলম্বিন ইতি যাবৎ) অভিভূয় (তিরস্কৃত্য) বাজপেয়েন (বাজপেয়নামকেন যাগেন) ইষ্ট্বা (তন্নামকং যাগং কৃত্বা ইত্যর্থঃ, পূর্ব্বত্র তৃতীয়ায়া অভেদার্থকত্বাৎ) বৃহস্পতিসবং নাম (বৃহস্পতিযজ্ঞনামকং) ক্রতূত্তমং (শ্রেষ্ঠং যজ্ঞং) সমারেভে (আরব্ধবান্)॥ ৩

মূলানুবাদ।—দক্ষ (গর্ব্ববশতঃ) ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে তিরস্কার করিয়া বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বৃহস্পতিযজ্ঞ নামক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—গর্ব্বাদেব ব্রহ্মিষ্ঠান্ সেশ্বরানভিভূয় তিরস্কৃত্য। বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত ইতি শ্রুতের্বাজপেয়েনেষ্ট্বা সমারেভে॥ ৩

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো, হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥ ২৩
তত্তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদ্, দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে।
যো বিশ্বসৃগ্ যজ্ঞগতং বরোরু মামনাগসং দুর্ব্বচসাঽকরোৎ তিরঃ ॥ ২৪

তাহা উত্তম, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই তাহা মনে মনে সম্পাদন করেন, দেহাভিমানী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাহা করেন না ॥ ২২ ॥

**শ্রীধরটীকা** ;—নন্থ ত্বয়া প্রত্যুত্থানবিনযাত্মকরণাৎ অবজ্ঞাত এবাসৌ, তত্রাহ। হে সুমধ্যমে! প্রত্যুদ্গমাদিকং মিথো জনৈর্যদ্বিধীয়তে তৎ প্রাজ্ঞৈঃ সাধু বিধীয়তে। সাধুত্বমেবাহ। পরস্মৈ শ্রীবাসুদেবায় গুহাশয়ায় অন্তর্য্যামিণে এব। তচ্চ চেতসৈব, পরিপূর্ণে তস্মিন্ কায়িকব্যাপারাযোগাৎ। ততোঽন্তর্য্যামিদৃষ্ট্যা মনসা ময়া সর্ব্বং কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

**অন্বয়ঃ**।—বিশুদ্ধং সত্ত্বম্ ( অন্তঃকরণং ) বসুদেবশব্দিতং ( বসুদেব ইতি শব্দেন উক্তং ভবতি) যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) তত্র ( তথাবিধে অন্তঃকরণে ) অপাবৃতঃ ( নিরাবরণঃ ত্রিগুণাতীত ইতি যাবৎ ) পুমান্ ( বাসুদেবঃ ) ঈযতে ( প্রকাশতে, ) [ নন্থ বিশুদ্ধে অন্তঃকরণে বাসুদেবস্য প্রকাশ ইতি সিদ্ধান্তেন কিমায়াতমিত্যাহ ] তস্মিন্ সত্ত্বে হি ( তথাবিধেঽন্তঃকরণে এব ) অধোক্ষজঃ ( অধঃকৃতেষু সংযতীকৃতেষু অক্ষেষু জায়তে প্রকাশতে যঃ সঃ, প্রাকৃতেন্দ্রিযাগোচর ইত্যর্থঃ ) ভগবান্ বাসুদেবঃ মে ( ময়া ) নমসা ( নমস্কারেণ ) বিধীয়তে ( সেব্যতে ) ॥ ২৩ ॥

**মূলানুবাদ** ;—বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই "বসুদেব" শব্দে অভিহিত হয়, যেহেতু তাহাতেই ত্রিগুণাতীত পরম পুরুষ বাসুদেবের প্রকাশ হইয়া থাকে, আমিও সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের মধ্যে, যিনি লৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার দ্বারা সর্ব্বদা সেবা করিয়া থাকি ॥ ২৩ ॥

**শ্রীধরটীকা** ;—কিঞ্চ ন কেবলমভ্যাগতেষেব বাসুদেবদৃষ্ট্যা নমনং ক্রিয়তে, কিন্তু নিত্যমেব মনসি বাসুদেবশ্চিন্ত্যত ইত্যাহ। বিশুদ্ধং সত্ত্বমন্তকরণং,সত্ত্বগুণো বা বসুদেবশব্দিতং বাসুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতঃ? যৎ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্বে পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। অপগতমাবৃতমাবরণং যস্মাৎ সঃ। অযমর্থঃ—বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ, স চ বিশুদ্ধে সত্ত্বে প্রতীয়তে। অতঃ প্রত্যযার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্দ্ধার্য্যতে। ততশ্চ বাসযতি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বসত্যস্মিন্নিতি বা বসু, দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ। বসুভিঃ পুণ্যৈর্দীব্যতি প্রকাশতে ইতি বা বসুদেবশব্দবাচ্যং শুদ্ধং সত্ত্বম্। ততঃ কিম্? অত আহ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ মে ময়া নমসা নমস্কারেণাঽনুবিধীযতে সেব্যত ইত্যর্থঃ। মনসেতি পাঠে মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। যতঃ অধোভূতেষু প্রত্যাহৃতেষু অক্ষেষু জাযতে প্রকাশতে, ইন্দ্রিযাগোচর ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

**অন্বয়ঃ**।—[হে] বরোরু! তৎ ( তস্মাৎ ) মম দ্বিট্ ( শত্রুঃ ) দক্ষঃ, যঃ বিশ্বসৃগ-যজ্ঞগতং ( প্রজাপতীনাং যজ্ঞসভাযামবস্থিতম্) অনাগসং (নিরাপরাধং) মাং দুর্ব্বচসা ( দুর্ব্বাক্যেণ ) তিরঃ অকরোৎ (তিরস্কৃতবান্) [সঃ] তে (তব) দেহকৃৎ পিতাপি (জন্মদাতা অপি) ন নিরীক্ষ্যঃ ( তদ্ভবনে গমনন্তু দূরে আস্তাং, তদ্দর্শনমপি ত্বয়া ন কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ) যে চ তদনুব্রতাঃ ( দক্ষস্য পক্ষপাতিনঃ ) [ তেঽপি ন দ্রষ্টব্যা ইতি শেষঃ ] ॥ ২৪ ॥

**মূলানুবাদ**।—হে সুন্দরি! আমার বিদ্বেষী দক্ষ,—যিনি প্রজাপতিদিগের যজ্ঞসভায় বিনাপরাধে অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, যদিও তিনি তোমার জন্মদাতা পিতা, তথাপি তাঁহার এবং তৎপক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মুখদর্শন করাও তোমার উচিত নহে ॥ ২৪ ॥

যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো, ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো, যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥ ২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে উমারুদ্রসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তৎ তস্মাৎ ত্বয়া ন নিরীক্ষ্যঃ। দেহকৃদপীতি পোষকত্বাদিভির্বোপচারিকপিতৃত্ব-ব্যাবৃত্ত্যর্থম্। দ্বিট্ শক্রঃ। তদেবাহ, হে বরোরু। যো দক্ষঃ বিশ্বসৃজাং যজ্ঞগতং মাং নিরপরাধং তিরোঽকরোৎ তিরস্কৃতবান্ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—যদি মদ্বচঃ (মদীয়ং বাক্যম্) অতিহায় (উল্লঙ্ঘ্য) ব্রজিষ্যসি (তত্র যাস্যসি) ততঃ (তর্হি) ভবত্যাঃ ভদ্রং (কল্যাণং) ন ভবিষ্যতি, [তথাহি] সম্ভাবিতস্য (সুপ্রতিষ্ঠিতস্য জনস্য) যদা স্বজনাৎ পরাভবঃ (অবমাননা ভবতি) [তদা] সঃ (পরাভবঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) মরণায় কল্পতে (মৃত্যুতুল্যযাতনাপ্রদো ভবতি) ॥ ২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—যদি তুমি আমার কথা উপেক্ষা করিয়া গমন কর, তবে তোমার মঙ্গল হইবে না, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও যদি স্বজন হইতে অপমান ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা মৃত্যুতুল্য-যাতনাদায়ক হইয়া থাকে ॥ ২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—বিপক্ষে দোষমাহ—যদীতি। মদ্বচঃ অতিহায় অতিক্রম্য। যতঃ সম্ভাবিতস্য সুপ্রতিষ্ঠি-তস্য পরাভবো ভবতি, তদা স পরাভবঃ তস্য মরণায় কল্পতে ॥ ২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

**শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী।**—দক্ষের যজ্ঞোৎসব উপলক্ষে পিতৃভবনে যাইবার ইচ্ছায় সতী মহা-দেবের নিকট অতি অনুনয় সহকারে যে সকল যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া মহাদেব সহাস্যে প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই হাস্যের তাৎপর্য্য এই যে—স্ত্রীলোকের পক্ষে পিত্রালয়ে গমন ও উৎসবাদি উপলক্ষে বহু আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎকার লাভ, এতই আগ্রহের বস্তু যে সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি মহাদেবী পর্য্যন্ত তাহার জন্য লালায়িত হইতেছেন, বিনা আহ্বানেও সেখানে যাইবার পক্ষে সুন্দর অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। মহাদেব এই কথা মনে করিয়া হাসিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞসভায় দক্ষের সেই তীব্র তিরস্কার তিনি ভুলিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, সম্প্রতি সতীর মুখে দক্ষের কথা আলোচিত হওয়ায় সে সকল বিষয় আরও স্পষ্টরূপে স্মৃতিপথে জাগরিত হইল, সুতরাং তদনুসারে সতীর কথার প্রত্যুত্তরগুলিও তদীয় প্রার্থনার প্রতিকূলরূপেই কথিত হইল। মহাদেব বলিতে লাগিলেন—হে সুন্দরি! তুমি যে বলিয়াছ "স্বজনের গৃহে বিনা আহ্বানে গমন করা যায়" ইহা সত্য, কিন্তু যে স্বজনবর্গ অভিমানে মুগ্ধ হইয়া কেবল দোষদর্শী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত সেরূপ ব্যবহার সঙ্গত নহে। তোমার পিতা দক্ষ এই প্রকৃতির লোক, সর্ব্বদা অভিমানে আত্মহারা হইয়া কোন মহৎ ব্যক্তিকেও তিনি মহৎ বলিয়া ধারণা করেন না। কেহ তাঁহার গৃহে আসিলে

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্রোধপূর্ণ নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যদিও তিনি বিদ্যা, তপস্যা প্রভৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি সেগুলি তাঁহার পক্ষে গুণ না হইয়া বরং দোষেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৎব্যক্তি জ্ঞানের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করে এবং দানাদি সদ্ব্যয়ের জন্য ধন উপার্জ্জন করে। কিন্তু অসতের পক্ষে তাহা নহে, তাহার বিদ্যার ফল—বিবাদ, ধন সম্পদের ফল—গর্ব্ব ইত্যাদি। ফল কথা, তিনি সকলের প্রতিই উদ্ধতভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুতরাং সেরূপ ব্যবহার কোন আত্মীয় স্বজনের পক্ষেই সহনীয় নহে। যদিও তুমি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী, হয় ত ভাবিতে পার যে, তোমার প্রতি যথেষ্ট আদর যত্ন করিবেন, কিন্তু তাহা নহে, কারণ আমার প্রতি তোমার পিতা অতি বিদ্বেষযুক্ত, সুতরাং আমার সম্পর্ক বশতঃ তোমাকেও অনাদর করিবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় তোমার সেখানে যাওয়া সঙ্গত নহে। আমার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ কেন, এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ হইতে পারে যে আমার বুঝি কোন অপরাধ আছে, হয় ত আমি তাঁহার সমুচিত অভিবাদনাদি করি নাই। বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, আমি সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া থাকি। লোকসমাজে এইরূপ সদাচার প্রচলিত আছে যে, কেহ আসিলে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন এবং পরস্পর নমস্কারাদি করা হয়। এ শিষ্টাচার অতি অবশ্যই উত্তম; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকৃতভাবে জ্ঞাত হওয়া না যায়, যতদিন দেহাদিতে "অহং" জ্ঞান থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই কায়িকব্যাপারের দ্বারা সেই শিষ্টাচার সম্পাদিত হয়। আর যে ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী, সে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকেই মনে মনে নমস্কারাদি করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ অপ্রাজ্ঞ কাহারও পক্ষে দেহ বা দেহী নমস্য বা সম্মাননীয় নহে, একমাত্র অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্‌ই সকলের নমস্য ও সম্মাননীয়। একই কর্ত্তব্য, অবস্থানুযায়ী ধারণার বৈষম্যে সাধারণে একরূপে অনুষ্ঠান করে, আর অসাধারণ প্রজ্ঞাশীল আত্মারাম ব্যক্তিগণ অন্যরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের মধ্যেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের প্রকাশ হয়, এজন্য অবাধ অন্তঃকরণকে "বসুদেব" সঞ্জ্ঞায় অভিহিত করা হয়। ইহার মর্ম্ম এই যে—ভগবানের যে "বাসুদেব" আখ্যা, তাহার কারণ এই—"বসুদেবে ভবতি" অর্থাৎ বসুদেবে—বিশুদ্ধ অন্তকরণে যিনি প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব। এখন দেখা যাইতেছে যে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের প্রকাশ হয়, সুতরাং তাঁহার এই 'বাসুদেব' আখ্যা সুসঙ্গত। যাহা হউক, সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশমান শ্রীভগবান্ লৌকিক ইন্দ্রিয়বর্গের গ্রহণযোগ্য নহেন, তিনি কেবল মনের দ্বারা ধ্যেয, এইজন্য তত্ত্বদর্শিগণ সর্ব্বদাই একাগ্রমনে তাঁহারই ধ্যান ও সেবা করেন এবং দেহাভিমানী ব্যক্তির প্রতি কায়িক সম্মান-প্রদর্শনাদি অনাবশ্যকবোধে পরিত্যাগ করেন। আমিও তাহাই করিয়াছি কিন্তু দেহাভিমানী দক্ষ নিজেই ভুল বুঝিয়াছেন, এবং ভুল বুঝিয়া সভামধ্যে আমাকে বিনা কারণে তিরস্কার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যদিও তোমার জন্মদাতা পিতা, তথাপি তাঁহার বা তৎপক্ষপাতী ব্যক্তিবর্গের মুখদর্শন পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে অনুচিত, (কারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে পিতা গুরু, আর স্বামী মহাগুরু।) হে সতি! আমার এই উপদেশের পরও যদি সেখানে যাও, তবে পরিণাম ফল অশুভ হইবে॥ ১৫—২৫

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োধ্যায়ঃ॥ ৩

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

—০:(❀):০—

## চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

—❀—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এতাবদুক্ত্বা বিররামঃ শঙ্করঃ, পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যুভয়ত্র চিন্তয়ন্ ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবান্নিষ্ক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা ॥ ১ ॥
সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্মনাঃ, স্নেহাদ্রুদন্ত্যশ্রুকলাতিবিহ্বলা ।
ভবং ভাবান্যপ্রতিপূরুষং রুষা, প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ ॥ ২ ॥

**অন্বয়ঃ।**—শঙ্করঃ উভয়ত্র হি ( গমনায় অনুজ্ঞানে ততো নিবারণে চ ) পত্ন্যঙ্গনাশং (পত্ন্যাঃ সত্যাঃ অঙ্গনাশং দেহত্যাগমিতি যাবৎ) চিন্তয়ন্ (বিবেচয়ন্ সন্) এতাবৎ (পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং বাক্যম্) উক্ত্বা বিররাম (বিরতো বভূব), সা (সতী) সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ ( পিত্রাদীন্ স্বজনান্ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ ) নিষ্ক্রামতী ( গৃহাদ্ বহির্গচ্ছন্তী ), ভবাৎ ( শঙ্করাৎ ) পরিশঙ্কিতা (ভীতা) নির্ব্বিশতী ( পুনর্গৃহং গচ্ছন্তী ) [ ইতি ] দ্বিধা ( দ্বিবিধব্যাপারপরায়ণা ) আস ( বভূব ) ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয় বলিলেন—সতীর দক্ষালয়ে গমন সম্বন্ধে অনুমোদন বা নিষেধ, যাহাই করিনা কেন উভয়থাই তাহার বিনাশসম্ভাবনা, ইহা চিন্তা করিয়া শঙ্কর পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াই বিরত হইলেন। এ দিকে সতীও পিতা প্রভৃতি স্বজনবর্গের দর্শন অভিলাষে ( পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ) একবার গৃহ হইতে নির্গত হন আবার শঙ্করের ভয়ে ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, এইরূপে দ্বিবিধ অবস্থায় আন্দোলিত হইতে লাগিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

চতুর্থে তু পতিং হিত্বা গতা পিত্রাবমানিতা। রুষা নির্ভর্ৎস্য তং যজ্ঞে জহৌ দেহমিতীর্য্যতে ॥

উভয়ত্র অনুজ্ঞানে বলান্নিবারণে চ। সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ নিষ্ক্রামন্তী, ভবাৎ পরিশঙ্কিতা পুনর্নির্ব্বিশতী চ, তদা সা সতী দ্বিধা আন্দোলিতচিত্তা আস বভূব ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্মনাঃ ( স্বজনদর্শনেচ্ছায়া ব্যাঘাতেন দুঃখিতচিত্তা ) স্নেহাৎ রুদন্তী অশ্রুকলাতিবিহ্বলা ( নেত্রজলবিন্দুভিরতিব্যাকুলা ) ভবানী (মহাদেবী সতী) রুষা (ইচ্ছাব্যাঘাতজক্রোধেন) জাতবেপথুঃ ( কম্পিতকলেবরা সতী ) অপ্রতিপূরুষম্ ( অতুল্যপুরুষান্তরং ) ভবং ( শঙ্করং ) প্রধক্ষ্যতীব ( দগ্ধং করিষ্যন্তী ইব ) ঐক্ষত ( অবলোকিতবতী ) ॥ ২

**মূলানুবাদ।**—স্বজনবর্গকে দেখিবার বাসনা প্রতিহত হওয়ায় ব্যথিতচিত্তা, স্নেহের আবেগে ক্রন্দমানা, অশ্রুজলে সাতিশয় বিহ্বলা সতীর, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তিনি তখন সেই অতুল্যপুরুষ

ততো বিনিশ্বস্য সতী বিহায় তং, শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা।
পিত্রোরগাৎ স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীর্গৃহান্, প্রেম্নাত্মনো যোঽর্দ্ধমদাৎ সতাং প্রিয়ঃ ॥ ৩

( যাঁহার সহিত তুলনা দিবার যোগ্য কোনও পুরুষ সংসারে নাই, এবম্বিধ ) শঙ্করকে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন এইরূপ ভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২

**শ্রীধরটীকা।**—সুহৃদাং দিদৃক্ষায়াঃ প্রতিঘাতেন দুর্ম্মনাঃ। অশ্রূণাং কলাভির্লেশৈঃ অতিবিহ্বলা ব্যাকুলা। অপ্রতিপুরুষং স্বসমানপুরুষান্তররহিতম্। প্রধক্ষ্যতীব ভস্মীকরিষ্যতীব। রুষা জাতো বেপথুঃ কম্পো যস্যাঃ ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—ততঃ ( অনন্তরং ) স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীঃ ( স্ত্রীজনোচিতস্বভাবেন বিমূঢ়চিত্তা ) [ অতএব ] শোকেন রোষেণ চ দূয়তা ( দুঃখিতেন ) হৃদা ( চিত্তেন, উপলক্ষিতা ইতি শেষঃ ) সতী বিনিশ্বস্য ( দীর্ঘশ্বাসং পরিত্যজ্য ) তং ( শঙ্করং ) বিহায় ( ত্যক্ত্বা ) পিত্রোঃ ( মাতাপিত্রোঃ ) গৃহান্ যযৌ, সতাং প্রিয়ঃ যঃ ( অসৌ শঙ্করঃ ) প্রেম্না আত্মনঃ ( স্বদেহস্য ) অর্দ্ধম্ অদাৎ ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর স্ত্রীজনসুলভ স্বভাববশতঃ সতীর চিত্ত নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হওয়ায়, শোকে ও ক্রোধে তাঁহার অন্তর অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক—যিনি প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ দান করিয়াছিলেন, সেই সজ্জনপ্রিয় মহাদেবকে পরিত্যাগ করিয়া মাতাপিতার গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—ততস্তং বিহায় পিত্রোর্গৃহানগাৎ। কথম্ভূতম্? যঃ প্রীত্যা তস্মৈ আত্মনো দেহস্যার্দ্ধমদাৎ। ত্যাগে হেতুঃ—স্ত্রৈণ্যং স্ত্রীস্বভাবঃ, তেন বিমূঢ়া ধীর্যস্যাঃ সা ॥ ৩

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহাদেবের কথা লঙ্ঘন করিয়া সতীর পিত্রালয়ে গমন, তথায় পিতা-কর্ত্তৃক তাঁহার নানাপ্রকার অবমাননা, তাহাতে কুপিত হইয়া পিতার প্রতি সতীর ভৎর্সনাবাক্য প্রয়োগ ও মনোদুঃখে দেহত্যাগ প্রভৃতি বিষয়গুলি মৈত্রেয় মুনি এই অধ্যায়ে প্রধানরূপে বর্ণনা করিতেছেন। সতী পিতৃযজ্ঞ দর্শনে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে সানুনয় প্রার্থনা জানাইলে মহাদেব যে সকল যুক্তিপূর্ণবাক্যে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল অসম্মতি সূচক কথাগুলি বলিবার সময়ে সতীর নিতান্ত অপ্রসন্নভাব লক্ষ্য করিয়া মহাদেব চিন্তা করিলেন যে—পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ইহার যেরূপ প্রবল ঔৎসুক্য দেখিতেছি, ইহাতে অত্যধিক বাধা প্রদান করিলে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় আমার উপর অভিমান করিয়া নিশ্চয় ইনি দেহত্যাগ করিবেন। আবার তথায় গমন করিলেও পিতার দুর্ব্ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং সর্ব্বজন সমক্ষে পিতাকর্ত্তৃক আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিবেন ও তাহার ফলে, এই অভিমানিনী সতীর দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। উভযথাই বিষম সমস্যা, কোনদিকেই মঙ্গল দেখিতেছি না, সুতরাং যাহা হইবার তাহাই হউক, বৃথা আর অধিক প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিয়া ফল কি? এইরূপ ভাবিয়া তিনি আর বিশেষ কিছু না বলিয়া বিরত হইলেন। এদিকে সতীর অবস্থা বড়ই মর্ম্মান্তিক হইল। তিনি পিতৃগৃহ গমনের প্রবল ইচ্ছায় একবার গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছেন, আবার স্বামীর ভয়ে ভীত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, কিছুতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। প্রাণের আবেগে কাঁদিয়া অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন, এক একবার ক্রোধপূর্ণ নয়নে মহাদেবের প্রতি এমন তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যেন মহাদেবকে বুঝিবা ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। তখন ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, মনে অত্যন্ত পরিতাপ জন্মিল, ফলতঃ তিনি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, অতঃপর স্ত্রীজনসুলভ উৎকণ্ঠাতিশয়ে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পতির বিনানুমতিতেই পিতৃগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পিতার যজ্ঞোৎসব দর্শনের প্রবল

তামন্বগচ্ছন্ দ্রুতবিক্রমাং সতীমেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ।
সপার্ষদযক্ষা মণিমন্মদাদয়ঃ, পুরোবৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ ॥ ৪ ॥
তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজৈঃ, শ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ।
গীতায়নৈর্দুন্দুভিশঙ্খবেণুভির্বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ ॥ ৫ ॥
আব্রহ্মঘোষোর্জ্জিতযজ্ঞবৈশসং, বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
মৃদ্দার্ব্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্ম্মভির্নিস্‌সৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ ॥ ৬ ॥

আকাঙ্ক্ষাস্রোতে সেই পরম প্রণয়শীল শরীরার্দ্ধরূপী পতির অনুশাসন প্রবল স্রোতোমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। সতী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন ॥ ১—৩

**অন্বয়ঃ**।—একাম্ ( একাকিনীমেব ) দ্রুতবিক্রমাং ( দ্রুতং তথা স্যাৎ যথা বিক্রমঃ পদবিক্ষেপো যস্যাঃ তাং দ্রুতগামিনীমিত্যর্থঃ ) তাং সতীং সপার্ষদযক্ষাঃ ( পার্ষদৈঃ প্রমথৈঃ, যক্ষৈশ্চ সহ বর্ত্তমানাঃ ) মণিমন্মদাদয়ঃ ( মণিমান্ মদশ্চ আদির্যেষাং তে ) পুরোবৃষেন্দ্রাঃ ( অগ্রেকৃতবৃষরাজাঃ ) গতব্যথাঃ (নির্ভয়াঃ) সহস্রশঃ (বহুসঙ্খ্যকাঃ) ত্রিনেত্রানুচরাঃ ( শিবানুচরাঃ ) তরসা ( বেগেন ) অন্বগচ্ছন্ ( অনুসৃতবন্তঃ ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ**।—সতী একাকিনীই দ্রুতপদ-বিক্ষেপে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবের মণিমান্, মদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক নির্ভীক অনুচর, প্রমথগণ ও যক্ষগণ সমভিব্যাহারে বৃষরাজকে সম্মুখে লইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিল ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা**।—দ্রুতবিক্রমাং শীঘ্রং গচ্ছন্তীম্। সহ পার্ষদৈর্যক্ষৈশ্চ বর্ত্তমানাঃ। মণিমান্ মদশ্চ আদির্যেষাং তে। পুরঃ পুরতো বৃষেন্দ্রো যেষাং তে। গতব্যথা নির্ভয়াঃ। রুদ্রাতিক্রমেণ তস্যা গমনাৎ আগতব্যথা ইতি বা ॥ ৪

**অন্বয়ঃ**।—[ তে ] তাং ( সতীং ) বৃষেন্দ্রম্ আরোপ্য সারিকা-কন্দুক-দর্পণাম্বুজৈঃ ( সারিকা পক্ষিণী, কন্দুকং ক্রীড়নকদ্রব্যবিশেষঃ "বল" ইতি যস্য ভাষা, দর্পণঃ, অম্বুজঞ্চ পদ্মং, তৈঃ ) শ্বেতাতপত্র-ব্যজন স্রগাদিভিঃ ( শ্বেতচ্ছত্র-ব্যজন-মাল্যাদিভিঃ রাজকীয়বিভূতিভিঃ ) গীতায়নৈঃ ( গানস্য সহচরস্বরূপৈঃ ) দুন্দুভি-শঙ্খ বেণুভিঃ ( বাদ্যযন্ত্রবিশেষৈঃ ) বিটঙ্কিতাঃ ( শোভিতাঃ সন্তঃ ) যযুঃ ( গতবন্তঃ ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ**।—তাঁহারা সতীকে সেই বৃষরাজের উপর আরোপিত করিয়া সারী নামক পক্ষী, কন্দুক, দর্পণ ও পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়াদ্রব্য, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজন ( পাখা ), মাল্য প্রভৃতি রাজচিহ্ন, সঙ্গীতের সহযোগী দুন্দুভি, শঙ্খ, বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহ অতি সুসজ্জিত ভাবে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা**।—তাং বৃষেন্দ্রমারোপ্য সারিকাদিভিঃ ক্রীড়োপকরণৈঃ, শ্বেতাতপত্রাদিভিশ্চ মহারাজ-বিভূতিভিঃ সহ বিটঙ্কিতাঃ শোভিতাঃ যযুঃ। সারিকা পঠননিরূপিতা পক্ষিণী। গীতায়নৈঃ গীতাশ্রয়ৈঃ ॥ ৫

**অন্বয়ঃ**।—[ উক্তপ্রকারানুচরবর্গসহিতা সতী ] আব্রহ্মঘোষোর্জ্জিতযজ্ঞবৈশসম্ ( আ সমন্তাৎ ব্রহ্মঘোষৈঃ বেদধ্বনিভিঃ উর্জ্জিতং শোভিতং যজ্ঞসম্বন্ধি বৈশসং পশুহিংসনং যত্র তৎ ) সর্ব্বশঃ বিপ্রর্ষিজুষ্টং ( চতুর্দ্দিক্ষু ব্রহ্মর্ষিভি-রধিষ্ঠিতং ) বিবুধৈশ্চ ( দেবৈশ্চ অধিষ্ঠিতমিতি যাবৎ ) মৃদ্দার্ব্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্ম্মভিঃ ( মৃৎ মৃত্তিকা, দারুঃ কাষ্ঠম্, অয়ঃ লৌহং, কাঞ্চনং স্বর্ণং, দর্ভঃ কুশঃ, চর্ম্ম চ তৈঃ ) নিসৃষ্টভাণ্ডং ( নিসৃষ্টানি নির্ম্মিতানি ভাণ্ডানি পাত্রাণি যস্মিন্ তৎ তথাবিধং ) যজনম্ ( ইজ্যতে অস্মিন্নিতি যজনং দক্ষস্য যজ্ঞস্থানং ) সমাবিশৎ ( প্রবিষ্টবতী ) ॥ ৬

তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ্, বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ।
ঋতে স্বসৄর্বৈ জননীঞ্চ সাদরাঃ, প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা ॥ ৭ ॥
সৌদর্য্যসম্প্রশ্নসমর্থবার্ত্তয়া, মাত্রা চ মাতৃস্বস্থভিশ্চ সাদরম্।
দত্তাং সপর্য্যাং বরমাসনঞ্চ সা, নাদত্ত পিত্রাঽপ্রতিনন্দিতা সতী ॥ ৮ ॥
অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং, পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ।
অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী, চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—সতী সেই সকল অনুচরবর্গসহ পিতার যজ্ঞস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় চারিদিক্ হইতে বেদধ্বনি দ্বারা যজ্ঞীয় পশুবধ অনুষ্ঠান শোভা পাইতেছিল, চারিদিকে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ অধিষ্ঠান করিতেছিলেন ; মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, স্বর্ণ, কুশ ও চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত যজ্ঞীয পাত্রসকল সেই স্থানে বিদ্যমান ছিল ॥৬

শ্রীধরটীকা।—আ সমন্তাৎ যো বেদঘোষঃ, তেন ঊর্জ্জিতং শোভমানং যজ্ঞসম্বন্ধি পশুবিশসনং যস্মিন্। যদ্বা তেন ঊর্জ্জিতমতিশয়িতং যজ্ঞে বৈশসং পরস্পরস্পর্দ্ধা যস্মিন্, তৎ যজনং যজ্ঞস্থানং সমাবিশদ্দেবী। বিবুধৈশ্চ জুষ্টম্। মৃদাদিভির্নিস্থষ্টানি নির্ম্মিতানি ভাণ্ডানি পাত্রাণি যস্মিন্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—তত্র আগতাং তাং (সতীং) স্বসৄঃ (ভগিনীঃ) জননীঞ্চ ঋতে (বিনা) কশ্চন জনঃ (কোঽপি) যজ্ঞকৃতঃ (দক্ষাৎ) ভয়াৎ ন বৈ আদ্রিয়ৎ (নৈব আদৃতবান্) [কিন্তু তাঃ স্বসারঃ জননী চ] সাদরাঃ প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যশ্চ (প্রণয়াশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠ্যঃ সত্যঃ) মুদা (হর্ষেণ) বিমানিতাং (তৈরনাদ্রিতামপি তাং) পরিষস্বজুঃ (আলিঙ্গিতবত্যঃ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—সতী তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ ব্যতিরেকে আর কেহই দক্ষের ভয়ে তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদর করিল না, কিন্তু মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রুপরিব্যাপ্ত কণ্ঠে তাঁহাকে আদর করিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—কশ্চন নাদ্রিয়ৎ নাদৃতবান্। যজ্ঞকৃতো দক্ষাৎ যদ্ভয়ং তস্মাৎ। তত্র হেতুঃ—তেন বিমানিতাম্ স্বসৄর্জননীঞ্চ ঋতে বিনা। তাস্তু সাদরাঃ পরিষস্বজুঃ আলিঙ্গিতবত্যঃ। প্রেমাশ্রুভির্নিরুদ্ধঃ কণ্ঠো যাসাং তাঃ ॥৭

অন্বয়ঃ।—সা সতী সৌদর্য্যসংপ্রশ্নসমর্থবার্ত্তয়া (সৌদর্য্যেণ সহোদরত্বেন যা সংপ্রশ্নসমর্থবার্ত্তা ভগিনীনাং যা কুশলপ্রশ্নযোগ্যকথা, তয়া সহ) মাত্রা মাতৃস্বস্থভিশ্চ সাদরং দত্তাং সপর্য্যাম্ (অভ্যর্থনোপচারং) বরং (শ্রেষ্ঠম্) আসনঞ্চ ন আদত্ত (ন গৃহীতবতী) [যতঃ] পিত্রা (দক্ষেণ) অপ্রতিনন্দিতা (ন অভ্যর্থিতা) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—ভগিনীগণ সহোদরা বলিয়া যে সকল কুশলপ্রশ্নযোগ্য আলাপন করিলেন এবং মাতা ও মাসীমাতাগণ আদর করিয়া যে সকল অভ্যর্থনাযোগ্য উপচার ও শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেন, সতী তাহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না, কারণ পিতা তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদর করেন নাই ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—অপ্রতিনন্দিতা অনাদৃতা সতী নাদত্ত ন গৃহীতবতী। কথম্? সৌদর্য্যেণ সোদরত্বেন ভগিনীনাং যঃ সম্প্রশ্নঃ, তত্র সমর্থা যোগ্যা যা বার্ত্তা তয়া সহ, তাঞ্চ নাদত্ত নাশৃণোদিত্যর্থঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—অধীশ্বরী (মহাদেবী সতী) দেবে বিভৌ (শঙ্করে) পিত্রা কৃতহেলনম্ (অনাহ্বানাদিনা পিতৃকৃতামবজ্ঞাম্) অরুদ্রভাগং (রুদ্রস্য ভাগরহিতং) তম্ অধ্বরঞ্চ (যজ্ঞঞ্চ) অবেক্ষ্য (লক্ষ্যীকৃত্য) [স্বয়ঞ্চ] যজ্ঞসদসি (যজ্ঞসভাযাম্) অনাদৃতা, রুষা (ক্রোধেন) লোকান্ (ভুবনানি) ধক্ষ্যতী ইব (ভস্মসাৎ করিষ্যন্তী ইব) চুকোপ (ক্রোধং প্রকটয়ামাস) ॥ ৯

জগর্হ সামর্ষবিপন্নয়া গিরা, শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমস্ময়ম্ ।
স্বতেজসা ভূতগণান্ সমুত্থিতান্, নিগৃহ্য দেবী জগতোঽভিশৃণ্বতঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়স্তথাঽপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে, ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ ॥ ১১ ॥
দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো, গৃহ্ণন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো, মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ । -মহাদেবী সতী দেখিলেন যে এই যজ্ঞে রুদ্রের জন্য কোনও ভাগ নাই এবং পিতাও আহ্বানাদি না করিয়া যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, সম্প্রতি যজ্ঞ সভায়ও পিতা বিন্দুমাত্র সমাদর করিলেন না। এই সকল লক্ষ্য করিয়া তিনি এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে মনে হয় যেন তিনি সমস্ত বিশ্ব বুঝি দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ।—ন বিদ্যতে রুদ্রস্য ভাগো যস্মিন্ তম্। দেবে রুদ্রে কৃতং হেলনমবজ্ঞাম্, আহ্বানাদ্য-করণাৎ ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—সা দেবী (সতী) স্বতেজসা সমুত্থিতান্ ( দক্ষবধায় আবির্ভূতান্ ) ভূতগণান্ নিগৃহ্য ( নিবার্য্য) জগতঃ অভিশৃণ্বতঃ ( সর্ব্বলোকস্য শ্রুতিগোচরং যথা স্যাৎ তথা ) অমর্ষবিপন্নয়া (ক্রোধবশাদস্ফুটয়া) গিরা (বাক্যেন) ধূমপথশ্রমস্ময়ং ( কর্ম্মপথাভ্যাসজনিতগর্ব্বপূর্ণং ) শিবদ্বিষং ( শিববিদ্বেষিণং দক্ষং ) জগর্হ ( নিন্দিতবতী ॥ ১০

মূলানুবাদ ।—দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য সতীর তেজে কতকগুলি ভূত আবির্ভূত হইল, সতী তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কর্ম্মপথের অভ্যাসে গর্ব্বান্বিত সেই শিবদ্বেষী দক্ষকে ক্রোধ-স্খলিতবাক্যে সর্ব্বলোক সমক্ষে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা ।—জগর্হ নিন্দিতবতী। অমর্ষেণ কোপেন বিপন্না অব্যক্তা তয়া। শিবং দ্বেষ্টি শিবদ্বিট তম্। ধূমপথঃ কর্ম্মমার্গঃ, তত্র শ্রমোঽভ্যাসঃ, তেন স্ময়ো গর্ব্বো যস্য। দক্ষবধায় সমুত্থিতান্ স্বাজ্ঞয়া নিগৃহ্য নিবার্য্য ॥ ১০

অন্বয়ঃ ।—লোকে ( জগতি ) দেহভৃতাং ( প্রাণিনাং ) প্রিয়াত্মনঃ ( প্রিয়ো য আত্মা তৎস্বরূপস্য ) যস্য ( মহাদেবস্য ) অতিশায়নঃ ( উৎকর্ষাতিক্রমকারী ) প্রিয়ঃ, তথা অপ্রিয়শ্চ ন অস্তি, সমস্তাত্মনি ( সর্ব্বস্বরূপে ) মুক্তবৈরকে ( বিরোধশূন্যে ) তস্মিন্ ( মহাদেবে ) ভবন্তম্ ঋতে ( বিনা ) কতমঃ প্রতীপয়েৎ ? ( কো নাম জনঃ প্রতিকূলকারী ভবেৎ ? ) ॥ ১১

মূলানুবাদ ।—সতী বলিলেন—যিনি সকলের প্রিয় আত্মস্বরূপ, এ জগতে যাঁহার উৎকর্ষ কেহ অতিক্রম করিতে পারে না এবং যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, সুতরাং কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধিতা নাই, সেই সর্ব্বাত্মক মহাদেবের প্রতি আপনি ভিন্ন কে আর প্রতিকূলতা করিতে পারে ॥ ১১

শ্রীধরটীকা ।—নিন্দামেবাহ—ন যস্যেতি ত্রয়োদশভিঃ। মুক্তবৈরকে ত্যক্তবিরোধে তস্মিন্ শ্রীশিবে ভবন্তম্ ঋতে বিনা কতমঃ প্রতীপয়েৎ প্রতিকূলমাচরেৎ ? বৈরাভাবে হেতবঃ—যস্য লোকে অতিশায়নোঽতিশয়িতো

নাশ্চর্য্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্‌ ॥ ১৩

নাস্তি তথা প্রিয়শ্চাপ্রিয়শ্চ নাস্তি। সমাসপাঠে অতিশয়েন প্রিয়ো নাস্তি। দেহভৃতাং প্রিয়ো য আত্মা তস্য। সমস্তস্য আত্মনি কারণভূতে সমস্তরূপ ইতি বা ॥ ১১

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] দ্বিজ। ( দক্ষ। ) ভবাদৃশাঃ ( অসাধবঃ ) কেচিৎ ( জনাঃ ) পরেষাং গুণেষু দোষান্‌ গৃহ্ণন্তি, সাধবো হি ন, ( দোষান্‌ ন গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ ) মহত্তমাঃ ফল্গূন্‌ ( তুচ্ছানপি ) গুণান্‌ ( অন্যেষাং সত্যশৌচদয়া-দাক্ষিণ্যাদিকান্‌ সদ্‌গুণান্‌ ) বহুলীকরিষ্ণবঃ ( বিস্তারয়িতুমভিলাষিণঃ ভবন্তি ) ভবান্‌ তেষু ( মহত্তমেষু ) অঘম্‌ ( অন্যায্যম্‌ ) অবিদৎ ( কল্পিতবান্‌ ) ॥ ১২।

**মূলানুবাদ**। হে দ্বিজ। আপনার ন্যায় কোন কোনও অসাধু ব্যক্তিগণই পরের গুণের মধ্যেও দোষই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ তাহা করেন না। যাঁহারা "মহত্তম" অর্থাৎ অত্যন্ত সজ্জন, তাঁহারা অন্যের অতি সামান্য গুণকেও বিস্তারিত করিতে অভিলাষী হন, আপনি সেই সকল সজ্জনগণের প্রতি অন্যায্য কল্পনা করিয়াছেন ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা**।—তস্য চ প্রতিকূলকরণং দ্বেষা; মহত্তমদ্রোহেণ সাক্ষাত্তদ্দ্রোহেণ চ। তত্র পুরুষাণাং চাতুর্ব্বিধ্যং বদন্তী মহত্তমদ্রোহমাহ—দোষানিতি দ্বাভ্যাম্‌। হে দ্বিজ। ইত্যধিক্ষেপঃ। ভবাদৃশাস্ত-দ্বিধা অসূয়কাঃ পরেষাং গুণেষু দোষানেব গৃহ্ণন্তি, নতু গুণান্‌। কেচিন্মধ্যস্থাঃ গুণেষু দোষান্‌ন গৃহ্ণন্তি, কিন্তু যথাস্থিতান্‌ গুণদোষান্‌ বিবেকেন গৃহ্ণন্তি, তো মহস্তি উচ্যন্তে। সাধবস্তু কেবলং গুণানেব গৃহ্ণন্তি, ন দোষান্‌, তে তু মহত্তরা উচ্যন্তে। মহত্তমাস্তু দোষান্‌ ন গৃহ্ণন্ত্যেব, প্রত্যুত ফল্গূন্‌ তুচ্ছানপি গুণান্‌ বহুলীকরিষ্ণবো ভবন্তি, তেষু ভবানঘমবিদৎ বিদিতবান্‌, কল্পিতবানিত্যর্থঃ। তচ্চ ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয়েত্যনেন সূচিতম্‌ ॥ ১২

**অন্বয়ঃ**।—কুণপাত্মবাদিষু ( কুণপং জড়দেহঃ, তদাত্মবাদিষু দেহাত্মবাদিষু ইত্যর্থঃ ) অসৎসু সর্ব্বদা যৎ মহদ্‌বিনিন্দা ( মহতাং নিন্দনম্‌ ) এতৎ ন আশ্চর্য্যং, [যতঃ] মহাপুরুষপাদপাংশুভিঃ (মহাপুরুষাণাং পদধূলিভিরেব) সের্ষ্যম্‌ ( ঈর্ষয়া সহ বর্ত্তমানং অক্ষমাপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ) নিরস্ততেজঃসু ( বিনাশিতপ্রভাবেষু তেষু অসৎসু ) তদেব ( মহতাং নিন্দাকরণমেব ) শোভনম্‌ ॥ ১৩

**মূলানুবাদ**।—যাহারা এই জড় দেহকে আত্মা বলিয়া ধারণা করে, এইরূপ অসাধু ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্বদা মহতের যে নিন্দা করা, ইহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ ( মহাপুরুষগণ স্বয়ং সে নিন্দা উপেক্ষা করিলেও ) মহা-পুরুষগণের পদধূলি তাহা সহ্য না করিয়া সেই অসাধুদিগের তেজ বিনষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং নিন্দা করাই তাহাদের পক্ষে শোভা পায় ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা**।—এতচ্চ দুর্জ্জনেষু যুক্তমেবেত্যাহ - নেতি। কুণপং জড়ং শরীরং, তদেবাত্মেতি বদন্তি যে তেষু, ঈর্ষ্যা অক্ষান্তিঃ, সের্ষ্যং যথা ভবত্যেবং মহতাং বিনিন্দেতি যৎ, এতদাশ্চর্য্যং ন ভবতি। সের্ষ্যং নিরস্তং তেজঃ প্রভাবো যেষামিতি বা। যত্তপি মহাপুরুষাঃ স্বনিন্দাং সহন্তে তথাপি তৎপাদরেণবস্তদসহমানাস্তেষাং তেজো নিরস্যন্তি। অতোঽসৎসু ( অশক্তেষু ) মহন্নিন্দনমুচিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৩

**শ্রীভাগবতভাবার্থবর্ষিণী**।—দেবাদিদেব শঙ্কর নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক সতীকে নিরস্ত করা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া পতির বিনা অনুমতিতে একাকিনীই যখন পিতৃ-গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন শঙ্করের অনুচরবর্গ সতীর অলঙ্কারাদি ও শঙ্করবাহন বৃষরাজকে সঙ্গে লইয়া সবেগে তাঁহার

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥ ১৪

অনুসরণ পূর্ব্বক পথিমধ্যে তাঁহাকে সেই সকল অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া গেলেন। অতঃপর সতী দক্ষের যজ্ঞ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে দক্ষ বা তাঁহার অন্যান্য পরিজন-বর্গ কেহই তাহাকে কিছুমাত্র সমাদর করিল না—কেবল মাতা ও ভগিনীগণ আসিয়া প্রীতিসহকারে আলিঙ্গনও আসনাদি প্রদান করিলেন। অভিমানিনী সতী পিতার এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, সুতরাং আসনাদি গ্রহণ করিতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। প্রথমতঃ বিনা আহ্বানে আগমন, তাহাতে আবার আসিয়াও অনাদর প্রাপ্তি, ইহাতে সতীর অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ, অভিমান ও বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, তিনি যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, হায়! তথায় বেদমন্ত্রাদি সহকারে যজ্ঞীয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে ও যজ্ঞভাগী দেবতাদিগের অংশসকল যথাযথভাবে অর্পিত হইয়াছে—কেবল রুদ্রদেবের কোন অংশ সেখানে প্রদত্ত হয় নাই। ইহা দেখিয়া সতীর ক্রোধের মাত্রা আরও অত্যধিক পরিবর্দ্ধিত হইল, শরীর হইতে তেজঃস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল এবং সেই তেজে কতকগুলি ভূত আবির্ভূত হইয়া দক্ষের অনিষ্টাচরণে উদ্যত হইল। সতী তখন নিষেধবাক্যে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া সেই সভার মধ্যে সর্ব্বজন-সমক্ষে পিতাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সতী বলিলেন—পিতঃ! ইহলোকে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহার শত্রু মিত্র ভেদ নাই, সকলের প্রতি যাঁহার সমান ব্যবহার, যাঁহার কাহারও প্রতি, কিছুমাত্র বিরোধিতা নাই, এতাদৃশ মহাদেবের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করা একমাত্র আপনাতেই প্রত্যক্ষ করিলাম।

পিতঃ! জগতে দেখা যায় সৎলোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—মহান্, মহত্তর, মহত্তম। যাঁহারা পরের দোষ বা গুণ, কোনটির প্রতি উপেক্ষা না করিয়া ঠিক যথাযথভাবে দোষগুণ বিচার করেন তাঁহারা মহান্। যাঁহারা পরের দোষের দিকে লক্ষ্য করেন না, কেবল গুণই গ্রহণ করেন, তাঁহারা মহত্তর। আর যাঁহারা দোষের দিকে একেবারেই লক্ষ্য করেন না, কিন্তু গুণের লেশমাত্র পাইলে তাহাতেই যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক প্রশংসাদি দ্বারা তাহার আধিক্য প্রতিপাদনে যত্নবান হইয়া থাকেন, তাঁহারা মহত্তম। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে আপনি এইরূপ মহত্তম ব্যক্তির প্রতিও বিদ্বেষসম্পন্ন, অথবা ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিবার কিছুই নাই, কারণ যাহারা তুচ্ছ জড়দেহে নিতান্ত অভিমান পোষণ করে, আত্মতত্ত্বের কিছুমাত্র অনুসন্ধান রাখে না, সেই সকল মোহাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে মহাপুরুষের নিন্দা করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে, কারণ মহাপুরুষের পদধূলির যে প্রভাব, তাহার নিকটেও উহারা হীনপ্রভ, সুতরাং বিদ্বেষ না হইবেই বা কেন? ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ**—যৎ (যস্য) তৎ (প্রসিদ্ধং) দ্ব্যক্ষরং নাম ("শিব" ইতি সংজ্ঞা) প্রসঙ্গাৎ (অন্যকথাপ্রসঙ্গেনাপি) সকৃৎ (একবারমাত্রমপি) গিরা ঈরিতং (মনসঃ একাগ্রতাং বিনা কথঞ্চিৎ বাঙ্মাত্রেণাপি কথিতং সৎ) নৃণাম্ (উচ্চারয়তাম্) অঘং (পাপম্) আশু (শীঘ্রমেব) হন্তি (বিনাশয়তি), অহো! (খেদে অব্যয়ং) শিবেতরঃ (অমঙ্গলস্বরূপঃ) ভবান্ অলঙ্ঘ্যশাসনং (ন লঙ্ঘ্যং শাসনমাজ্ঞা যস্য তথাবিধং) পবিত্রকীর্ত্তিং তং শিবং দ্বেষ্টি ॥ ১৪

**মূলানুবাদ** ।—যাঁহার "শিব" এই দুইটিমাত্র অক্ষরযুক্ত নাম প্রসঙ্গক্রমে কেবল বাক্য দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেও লোকের পাপ বিনষ্ট হয় এবং যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে, সেই পুণ্যকীর্ত্তি মহাদেবের প্রতি আপনি বিদ্বেষাচরণ করিতেছেন। হায়! আপনি নিতান্ত অমঙ্গলময় ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা** ।—তদেবং মহত্তমদ্রোহযুক্তা তস্মিন্নেব কৃতং দ্রোহমাহ—যদিতি দ্বাভ্যাম্। যদ্ যস্য দ্ব্যক্ষরমাত্রং শিব ইতি তৎ প্রসিদ্ধং নাম নৃণাং সর্ব্বেষাম্ আশু অঘং সর্ব্বং হন্তি। কেবলং গিরৈবেরিতমুচ্চারিতং নতু মনঃ-

যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোঽলিভির্নিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ।
লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিনস্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে॥ ১৫
কিং বা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্ত্বদন্যে ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য্য জটাঃ শ্মশানে।
তন্মাল্যভস্মনৃকপাল্যবসৎ পিশাচৈর্যে মূর্দ্ধভির্দধতি তচ্চরণাবসৃষ্টম্॥ ১৬
কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥ ১৭

পূর্ব্বকম্। তচ্চ সকৃদপি প্রসঙ্গাদপি। তং শিবং দ্বেষ্টি। ন লঙ্ঘ্যং শাসনমাজ্ঞা যস্য। অহো শিবেতরঃ, অমঙ্গলরূপঃ॥ ১৪॥

**অন্বয়ঃ**।—যৎপাদপদ্মং (যস্য শিবস্য চরণারবিন্দং) ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ (ব্রহ্মরসঃ ব্রহ্মানন্দঃ, স এব আসবঃ মকরন্দঃ, তদর্থিভিঃ) মহতাং মনোঽলিভিঃ (মনোরূপৈঃ ভ্রমরৈঃ) নিষেবিতং, যৎ (যঃ শিবঃ) অর্থিনঃ (সকামস্য) লোকস্য আশিষঃ (আকাঙ্ক্ষানুরূপাণি ফলানি) বর্ষতি (অর্পয়তি), তস্মৈ বিশ্ববন্ধবে (সর্ব্বহিত-পরায়ণায় শিবায ভবান্ দ্রুহ্যতি।॥ ১৫॥

**মূলানুবাদ**।—ব্রহ্মানন্দরূপ মধুপানে অভিলাষী হইয়া সাধুপুরুষদিগের মনোরূপ ভ্রমর যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকে এবং যিনি সকাম পুরুষদিগকে আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রদান করেন, আপনি সেই বিশ্ববন্ধু শিবের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করিতেছেন।॥ ১৫॥

**শ্রীধরটীকা**।—পাপহরত্বমুক্ত্বা ভুক্তিমুক্তিপ্রদত্বেন শ্রীশিবং বর্ণয়ন্নাহ। যস্য পাদপদ্মম্। মনাংস্যেবালয়স্তৈঃ। ব্রহ্মরসো ব্রহ্মানন্দঃ, স এবাসবো মকরন্দঃ, তদর্থিভিঃ। যচ্চ অর্থিনঃ সকামস্য লোকস্য আশিষো বর্ষতি॥ ১৫॥

**অন্বয়ঃ**।-[যঃ শিবঃ] জটাঃ অবকীর্য্য (পর্য্যাকুলতয়া বিক্ষিপ্য) শ্মশানে তন্মাল্যভস্মনৃকপালী (তস্য শ্মশানস্য যানি মাল্যানি ভস্মানি নৃকপালানি চ তানি সন্তি যস্য সঃ, শ্মশানমাল্যাদিধারী সন্ ইত্যর্থঃ) পিশাচৈঃ [সহ] অবসৎ, তং শিবাখ্যং (শিবনামকম্) অশিবম্ (অমঙ্গলরূপং) ত্বদন্যে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং বা ন বিদুঃ? (ন জানন্তি কিং?) যে (ব্রহ্মাদয়ঃ) তচ্চরণাবসৃষ্টং (তস্য চরণাদ্ বিগলিতং ভস্মাদিকং নির্ম্মাল্যং) মূর্দ্ধভিঃ (মস্তকৈঃ) দধতি (ধারয়ন্তি)॥ ১৬॥

**মূলানুবাদ**।—যিনি শ্মশানের মাল্য, ভস্ম ও নরকপাল ধারণ পূর্ব্বক জটা বিকীর্ণ করিয়া পিশাচগণের সহিত শ্মশানে বাস করেন, সেই শিবনামক অমঙ্গলময় দেবতার তত্ত্ব কেবল আপনি ভিন্ন ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্য কোনও দেবতাগণ বুঝি কিছুই অবগত নহেন, কারণ তাঁহারা সেই শিবের চরণবিগলিত নির্ম্মাল্যস্বরূপ ভস্মাদি নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন॥ ১৬॥

**শ্রীধরটীকা**।—যদুক্তং শিবাপদেশো হ্যশিব ইতি, যচ্চোক্তং প্রেতাবাসেষিত্যাদি, তদাক্ষিপন্নাহ—কিং বেতি। যো জটা অবকীর্য্য শ্মশানে অবসৎ, বসতি স্ম। তস্য শ্মশানস্য মাল্যানি ভস্মানি নৃকপালানি চ ভূষণত্বেন সন্তি যস্য। তং ত্বত্তোঽন্যে ন বিদুঃ কিম্? বিদন্ত্যেবেতি চেৎ, ন। তথা তেষাং তদ্দাস্যানুপপত্তেরিত্যাহ। তচ্চরণাদবসৃষ্টং গলিতং নির্ম্মাল্যং যে মূর্দ্ধভির্ধারয়ন্তি তে॥ ১৬॥

**অন্বয়ঃ**।-ধর্ম্মাবিতরি (ধর্ম্মস্য অবিতা রক্ষকঃ তস্মিন্, ধর্ম্মরক্ষকে ইত্যর্থঃ) ঈশে (স্বামিনি) অসৃণিভিঃ

অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥ ১৮
ন বেদবাদানুবর্ত্ততে মতিঃ স্ব এব লোকে রমতে মহামুনেঃ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্ স্ব এব ধর্ম্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ ॥ ১৯

( নিরঙ্কুশৈঃ উচ্ছৃঙ্খলৈরিতি যাবৎ ) নৃভিঃ ( জনৈঃ ) অসুমানে ( অধিক্ষিপ্যমাণে সতি ) যৎ ( যদি ) অকল্পঃ ( মর্ত্তুং মারয়িতুঞ্চ ন সমর্থঃ, তদা ) কর্ণৌ পিধায ( আচ্ছাদ্য ) নির্যায়াৎ ( তৎস্থানং পরিত্যজ্য গচ্ছেৎ ) চেৎ ( যদি ) প্রভুঃ ( সমর্থো ভবতি তর্হি ) অসতাং ( নিন্দকানাং ) কষতীম্ ( অকল্যাণবাদিনীং ) জিহ্বাং প্রসহ্য ( বলাৎ ) ছিন্দ্যাৎ, ততঃ ( অনন্তরম্ ) অসূনপি ( স্বকীযপ্রাণানপি ) বিসৃজেৎ ( পরিত্যজেৎ ), সঃ ( এবংবিধ এব) ধর্ম্মঃ ॥ ১৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—উচ্ছৃঙ্খল লোক যদি কোথাও ধর্ম্মরক্ষক স্বামীর নিন্দাবাদ কীর্ত্তন করে, আর তাহা শুনিয়া কেহ যদি তাহাকে মারিতে এবং স্বযং মরিতে সমর্থ না হয, তবে কর্ণদ্বয আচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিযা যাইবে, আর সমর্থ হইলে নিন্দাকারীর সেই কুবাক্যবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করিবে এবং তদনন্তর স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিবে, ইহাই ধর্ম্ম ॥ ১৭ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ইদানীং দেহং ত্যক্তুকামো ধর্ম্মতত্ত্বমাহ। কর্ণাবাচ্ছাদ্য নির্গচ্ছেৎ, যদ্ যদি মর্ত্তুং মারয়িতুং বা কল্পো ন ভবতি। কদা ? ধর্ম্মাবিতরি ধর্ম্মরক্ষকে ঈশে স্বামিনি অশৃণিভির্নিরঙ্কুশৈর্নৃভিঃ অসুমানে অধিক্ষিপ্যমাণে। প্রভুঃ শক্তশ্চেৎ। কষতীমকল্যাণবাদিনীম্। প্রসহ্য বলাৎ, ছিন্দ্যাৎ। ততোঽপি স্বয়ং প্রাণান্ বিসৃজেদিতি যৎ, স ধর্ম্মঃ ॥ ১৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ) শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ ( শিবনিন্দকস্য ) তব ( বীর্য্যাদিতি শেষঃ ) উৎপন্নম্ ইদং ( মদীযং ) কলেবরং ( দেহং ) ন ধারয়িষ্যে, [ তথাহি ] মোহাৎ (অজ্ঞানাৎ) জগ্ধস্য ( ভক্ষিতস্য ) জুগুপ্সিতস্য ( গর্হিতস্য ) অন্ধসঃ ( অন্নস্য ) উদ্ধরণং হি ( বমনমেব ) বিশুদ্ধিং প্রচক্ষতে ( বদন্তি বিচক্ষণাঃ ) ॥ ৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—অতএব শিবনিন্দাকারী আপনা হইতে উৎপন্ন এই দেহ আর ধারণ করিব না; না বুঝিযা যদি কখনও গর্হিত অন্ন ভক্ষণ করা হয, তবে তাহা বমন করিলেই শুদ্ধিলাভ হয়, ইহাই প্রবীণ ব্যক্তিগণ বলিযা থাকেন ॥ ১৮ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তব ত্বৎ, উৎপন্নম্ শিতিকণ্ঠো, নীলকণ্ঠ তন্নিন্দকাৎ। প্রমাদাদাপন্নস্যাপবিত্রস্য ত্যাগং বিনা ন শুদ্ধিরিতি দৃষ্টান্তেনাহ। জগ্ধস্য ভক্ষিতস্য অন্নস্য উদ্ধরণং বমনমেব পুংসঃ শুদ্ধিং প্রচক্ষতে ॥ ১৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—স্বে এব লোকে ( স্বস্মিন্নেব ) রমতঃ ( রমধাতোরাত্মনেপদিত্বেঽপি শতৃপ্রত্যয়ান্ততযা প্রযোগ আর্ষঃ ) মহামুনেঃ ( পরমযোগিনঃ শঙ্করস্য ) মতিঃ ( বুদ্ধিঃ ) বেদবাদান্ ( বিধিনিষেধরূপান্ ) ন অনুবর্ত্ততে ( ন অনুসরতি ), দেবমনুষ্যযোঃ যথা পৃথক্ ( বিভিন্নপ্রকারা ) গতিঃ ( দেবানামাকাশাদৌ, মনুষ্যাণাঞ্চ ভূতলাদৌ, ইতি পৃথগ্‌বিধা এব গতিঃ ), [ তথা ] স্বে এব ( পৃথগ্‌ভূতে ) ধর্ম্মে স্থিতঃ [ সন্ ] পরম্ ( অন্যং জনং ) ন ক্ষিপেৎ ( ন নিন্দয়েৎ ) ॥ ১৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বানুশীলনেই একান্ত তন্ময, পরমযোগী শঙ্করের বুদ্ধি বিধিনিষেধ স্বরূপ বেদবাক্যের দিকে ধাবিত হয না, দেবতা ও মনুষ্যের যেমন বিভিন্ন প্রকার গতি, সেইরূপ প্রবৃত্তি-

কর্ম্ম প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যৃতং বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্।
বিরোধি তদ্‌যৌগপদৈককর্ত্তরি দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নর্চ্ছতি॥ ২০
মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ।
তদন্নতৃপ্তৈরসুভৃদ্ভিরীড়িতা অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ॥ ২১

মার্গ বা নিবৃত্তিমার্গ, যে দিকেই হউক—বিভিন্নপ্রকার ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া অপর পথাবলম্বীকে কখনও নিন্দা করা উচিত নহে॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—যদুক্তং 'লুপ্তক্রিয়াযাশুচয়' ইতি তৎ প্রত্যাহ নেতি। বেদবাদান্ বিধিনিষেধরূপান্, স্ব এব লোকে স্বাত্মন্যেব রমমাণস্য মহতো মুনেঃ সম্যগ্বিরক্তস্য মতির্নানুবর্ত্ততে, নিবৃত্ত্যধিকারিত্বাৎ। অধিকারিভেদে দৃষ্টান্তঃ—যথা দেবানাং গতিঃ আকাশ এব, মনুষ্যাণাং পৃথিব্যামেব। অতঃ স্ব এব ধর্ম্মে প্রবৃত্তিলক্ষণে নিবৃত্তিলক্ষণে বা স্থিতঃ সন্ পরমন্যং ধর্ম্মং পুরুষং বা ন ক্ষিপেৎ ন নিন্দেৎ, ব্যবস্থিতাধিকারত্বেন উভয়োঃ সত্যত্বাৎ। ন ক্ষিপেদেবেতি বান্বয়ঃ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—প্রবৃত্তং (প্রবৃত্তিমূলকং কামনাপূর্ব্বকমিতি যাবৎ) নিবৃত্তঞ্চাপি (নিবৃত্তিপথাশ্রিতং নিষ্কাম-কর্ত্তব্যমিতি যাবৎ) কর্ম্ম ঋতং (সত্যং), [ যতঃ ] বেদে উভয়লিঙ্গম্ (উভয়ং রাগবৈরাগ্যস্বরূপং লিঙ্গম্ অধিকারি-ভেদকং চিহ্নং যস্মিন্ তৎ তথাবিধং) বিবিচ্য (ব্যবস্থাপ্য) আশ্রিতং (দ্বয়মেব বিহিতং), যৌগপদৈককর্ত্তরি (যুগপদ্ভাবেন একস্মিন্ কর্ত্তরি) তদ্দ্বয়ং (তথাবিধং কর্ম্মদ্বয়ং) বিরোধি (সকামে নিবৃত্তং, বৈরাগ্যবতি চ প্রবৃত্তং কর্ম্ম অবিহিতমিতি ভাবঃ) তথা ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে শিবে) কর্ম্ম (প্রবৃত্তং নিবৃত্তং বা কিঞ্চিদপি কর্ম্ম) ন ঋচ্ছতি (ন গচ্ছতি)॥ ২০॥

**মূলানুবাদ।**—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় পথের কর্ম্মই সত্য, যেহেতু বেদে আসক্তি ও বৈরাগ্যরূপ অবস্থাভেদে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারী অনুসারে এই দ্বিবিধ কর্ম্মই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইয়াছে, সুতরাং এক কর্ত্তাতে যুগপৎ এই দ্বিবিধ কর্ম্ম যেমন অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ পরমব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করে কোন প্রকার কর্ম্মই উপস্থিত হয় না॥ ২০॥

**শ্রীধরটীকা।**—এতদেবোপপাদয়ন্নাহ। প্রবৃত্তমগ্নিহোত্রাদি, নিবৃত্তং শমদমাদি, ঋতং সত্যমেব, যত বেদে আশ্রিতং বিহিতম্। তচ্চ বিবিচ্য ব্যবস্থয়া আশ্রিতং, ন ত্ববিশেষেণ। ব্যবস্থামেবাহ। উভয়ং রাগবৈরাগ্য-লক্ষণং লিঙ্গং চিহ্নম্ অধিকারিবিশেষণং যস্মিন্ তৎ। ননু যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি, শান্তো দান্ত ইত্যাদিশ্রুতিষু নৈবং ব্যবস্থা প্রতীয়তে? সত্যং, তথাপি উভয়োরেকাধিকারবিরোধাৎ তথা পর্য্যবস্যতীত্যাহ। যুগপদ্ভাবো যৌগপদ্যং, যৌগপদ্যেনৈকস্মিন্ কর্ত্তরি তৎ কর্ম্মদ্বয়ং বিরোধি। ননু তর্হি নিবৃত্তং কর্ম্ম শিবেনাপি কর্ত্তব্যমেব। নেত্যাহ—ব্রহ্মণি সদাশিবে কিঞ্চিদপি কর্ম্ম ন ঋচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি। অতো যথা প্রবৃত্তনিবৃত্তয়োঃ পরস্পরধর্ম্মা-করণে ন দোষঃ, তথেশ্বরে তদুভয়ধর্ম্মাকরণেঽপীতি ভাবঃ॥ ২০॥

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] পিতঃ। যাঃ (সমৃদ্ধয়ঃ) যজ্ঞশালাসু তদন্নতৃপ্তৈঃ (যজ্ঞান্নপরিতৃপ্তৈঃ) ধূমবর্ত্মভিঃ (কর্ম্মপথপ্রসক্তৈঃ) অসুভৃদ্ভিঃ (প্রাণিভিঃ) ন ঈড়িতাঃ (স্তুতা ন ভবন্তি প্রাপ্তুমশক্যত্বাৎ) [ অপিতু ] অব্যক্ত-লিঙ্গাঃ (ন ব্যক্তং লিঙ্গং কারণং যাসাং তাঃ কর্ম্মভিঃ দুর্জ্ঞেয়হেতুকা ইত্যর্থঃ) অবধূতসেবিতাঃ (ব্রহ্মজ্ঞৈরধিগতাঃ) [ এবংবিধাঃ ] অস্মদাস্থিতাঃ (অস্মাভিঃ প্রাপ্তাঃ) পদব্যঃ (অণিমাদিসিদ্ধয়ঃ) বঃ (যুষ্মাকং) মা (ন সন্তি)॥ ২১॥

নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা।
ব্রীড়া মমাভূৎ কুজনপ্রসঙ্গতস্তজ্জন্ম ধিগ্ যো মহতামবদ্যকৃৎ ॥ ২২
গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্ম্মনাঃ।
ব্যপেতনর্ম্মস্মিতমাশু তদ্ধ্যহং ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্ ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—পিতঃ। আমরা যে সকল অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা যজ্ঞালয়ে যজ্ঞান্ন-পুষ্ট কর্ম্মকাণ্ডমাত্র-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত নহে, কর্ম্মিগণ যাহার কারণ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীরাই যাহা লাভ করিতে সমর্থ, সেই ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও আপনাদিগের নাই ॥ ২১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—চিতাভস্মকৃতস্নানস্তথা নগ্ন ইত্যাদিনা যো ভোগাভাব উক্তঃ, তত্রাহ। হে পিতঃ। অস্মাভিরাস্থিতা আশ্রিতাঃ পদব্যঃ অণিমাদিসমৃদ্ধয়ঃ বো যুষ্মাকং মা ন সন্তীত্যর্থঃ, যতো বঃ পদব্যো যজ্ঞশালাস্বেব ভবন্তি, তাশ্চ তদন্নেন তৃপ্তৈঃ কেবলমীড়িতাঃ ধূমবর্ত্মভিশ্চ ভুজ্যন্তে। যা অস্মৎপদব্যঃ, তাস্তু নৈবম্ভূতাঃ, কিন্তু অব্যক্তলিঙ্গাঃ ন ব্যক্তং লিঙ্গং হেতুর্যাসাম্, ইচ্ছামাত্রপ্রভবত্বাৎ। অবধূতৈর্ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সেবিতাঃ। অতোঽহমাঢ্যো রুদ্রো দরিদ্র ইতি গর্ব্বং মা কৃথা ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—হরে (মহাদেবে) কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধস্য, তব) দেহোদ্ভবেন (দেহাদুৎপন্নেন) [অতএব] কুজন্মনা (কুৎসিতজন্মশালিনা) এতেন (মদীয়েন) দেহেন ন অলং? (ন প্রয়োজনাভাবঃ কিম্? অপিতু) অলং (প্রয়োজনাভাব এব) কুজনপ্রসঙ্গতঃ (দুর্জ্জনস্য তব সম্বন্ধাৎ) মম ব্রীড়া (লজ্জা) অভূৎ, যঃ (জনঃ) মহতাম্ অবদ্যকৃৎ (অপ্রিয়কারী) তজ্জন্ম (তস্মাদ্ জন্মগ্রহণং) ধিক্ ॥ ২২ ॥

**মূলানুবাদ।**—আপনি ভগবান্ শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সুতরাং আপনার দেহ হইতে যে আমার এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্ম অতি কুৎসিৎ মনে করি, অতএব ইহা ধারণ করা নিতান্ত অনুচিত নহে কি? অবশ্যই অনুচিত। ভবাদৃশ দুর্জ্জনের সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে, যে ব্যক্তি মহতের অপ্রিয়কারী, তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করাকে আমি ধিক্কার প্রদান করি ॥ ২২ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—কিং বহুনোক্তেন, ইদন্তু দেহং ত্যক্ষ্যাম্যেবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্। এতেনালং ন পূর্য্যতে ন কিম্? অপি অলমেব। কথম্ভূতেন? কুজন্মনা। তদেবাহ—হরে কৃতাপরাধস্য তব দেহাদুদ্ভূতেন উৎপন্নেন। ননু শ্লাঘ্যোঽয়ং দেহঃ কথং ত্যাজ্যঃ? তত্রাহ। কুজনস্য তব প্রসঙ্গতঃ সম্বন্ধাৎ মম লজ্জাভূৎ। অতো যো মহতামপ্রিয়কর্ত্তা তস্মাৎ যজ্জন্ম, তৎসম্বন্ধাৎ অশ্লাঘ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ বৃষধ্বজঃ (শঙ্করঃ) যদা (পরিহাসাদিসময়ে) দাক্ষায়ণী ইতি ত্বদীয়ং গোত্রং (ত্বৎকুলোৎপত্তিবোধকং নাম) আহ (কথয়তি) [তদা অহং] ব্যপেতনর্ম্মস্মিতং (বিগতনর্ম্মহাস্যং যথা স্যাৎ তথা) সুদুর্ম্মনাঃ (অতিদুঃখিতচিত্তা, ভবামীতি শেষঃ), তদ্ধি (তস্মাদ্ধেতোঃ) অহং ত্বদঙ্গজং (ত্বদীয়দেহাদুৎপন্নং) কুণপং (মৃতদেহপ্রায়ম্) এতৎ (শরীরম্) আশু (শীঘ্রমেব) ব্যুৎস্রক্ষ্যে (পরিত্যক্ষ্যামি) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ শঙ্কর যদি কখনও পরিহাসচ্ছলেও আমাকে আপনার অপত্যতাসূচক "দাক্ষায়ণী" নামে সম্বোধন করেন, তবে তখনই আমার পরিহাসাদিজনিত হাস্য তিরোহিত হয়, আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়, সুতরাং আপনা হইতে উৎপন্ন মৃতদেহতুল্য আমার এই দেহ আমি এখনই পরিত্যাগ করিব ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ পরিহাসাদিষু বিনোদেনাপি দাক্ষায়ণীতি সম্বোধয়ন্ ত্বদীয়ং ত্বৎসম্বন্ধবাচকং গোত্রং

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যধ্বরে দক্ষমনূচ্য শত্রুহন্ ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্।

স্পৃষ্ট্বা জলং পীতদুকূলসংবৃতা নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ॥ ২৪

নাম যদা বৃষধ্বজ আহ গৃহ্ণাতি, তদাহং ব্যপেতনর্ম্মস্মিতং যথা ভবতি এবং সুদুর্ম্মনাঃ অতিদুঃখিতচিত্তা ভবামি। তৎ তস্মাৎ হি নিশ্চিতম্ এতৎ কুণপপ্রায়ং ব্যুৎস্রক্ষ্যে ত্যক্ষ্যামি॥ ২৩

**শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী।** সতী শঙ্করের নিকট পিতার অশিষ্ট ব্যবহারের কথা শুনিয়াও নিতান্ত ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তিনী হইয়াই পিতার যজ্ঞোৎসব দর্শনে আসিয়াছিলেন কিন্তু আসিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতার দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। পতিব্রতাদিগের শিরোমণি সতীদেবী অন্য সকল দুঃখই উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু পতীর অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। যজ্ঞে শিবের অংশটি পর্য্যন্ত লোপ করা হইয়াছে দেখিয়া অবমাননায় তিনি একান্ত উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পিতাকে আরও তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

তেজস্বিনী সতী বলিতে লাগিলেন—পিতঃ! ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার চরণ নিঃসৃত ভস্মাদি সাদরে মস্তকে গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আপনি "শ্মশানবাসী ভস্মাদিধারী" বলিয়া যে অবজ্ঞা করেন, ইহা কি আপনার নিতান্ত অনভিজ্ঞতার ফল নহে? বেদে প্রবৃত্তি পথ ও নিবৃত্তি পথ, দুইটিই নির্দ্ধারিত হইয়াছে সত্য, আবার সেই দুইটীর অধিকারীও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহারা কামনাপরায়ণ তাহাদের জন্য যে যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম, ইহাই প্রবৃত্তি পথ, আর যাঁহারা কামনাহীন ও বৈরাগ্যসম্পন্ন তাঁহাদের জন্য শম দম প্রভৃতি, নিবৃত্তি পথ। কিন্তু যাঁহারা কামনা ও বৈরাগ্য এই উভয়স্তরের অতীত অবস্থায় বর্ত্তমান অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমাত্মাতেই যাঁহাদের রতি, ত্রিগুণাত্মক মায়াময় কোন বস্তুর দিকে যাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, তাঁহাদের পক্ষে ত যাগযজ্ঞ বা শমদমাদি কিছুই ব্যবস্থাপিত নহে, কেননা তাঁহারা যে সকল বিধি নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন, কারণ "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কোঃ নিষেধ"? "ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌছিলে তাঁহার পক্ষে বিধিই বা কি, আর নিষেধই বা কি?" আপনি হয়ত তুচ্ছ লৌকিক ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া শঙ্করকে নিতান্ত নিঃস্ব মনে করিয়া অবজ্ঞা করেন, কিন্তু অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার ইচ্ছামাত্রের বশীভূত, তাঁহার কাছে আপনাদের এই ঐশ্বর্য্য অতীব তুচ্ছ। আপনি কর্ম্মপথের তীব্র মোহে একান্ত মুগ্ধ থাকায় এই সকল তত্ত্ববিষয়ে আপনার কিছু-মাত্র অনুভূতি নাই, সুতরাং সেই দেবাদিদেবের গুণাগুণ পর্য্যালোচনায় আপনার কি অধিকার? ভবাদৃশ অসাধু ব্যক্তি হইতে যে আমি জন্মগ্রণ করিয়াছি, ইহাতে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে। আপনি যেরূপ ভাবে সেই পরম দেবতার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা কিছুই আমার অবিদিত নাই। মহাগুরুর ঐরূপ নিন্দা শুনিলে তৎক্ষণাৎ সেই নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন পূর্ব্বক নিজের প্রাণত্যাগ করাই প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি লৌকিক আদর্শের জঘন্যতা ভয়ে আপনার উপর কোনও দণ্ড বিধান করিতে অভিলাষিণী নহি, সেই জন্যই আমার প্রভাবোৎপন্ন ভূতবর্গকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু নিজের এ প্রাণ আর আমি রাখিব না। কারণ কেহ যদি কখনও না বুঝিয়া দূষিত খাদ্য ভক্ষণ করে, পরে বুঝিতে পারিলে বমন করিয়া যেমন তাহার প্রতিবিধান করে, সেইরূপ আমিও আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কি অন্যায় করিয়াছি, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া এ জন্ম উচ্ছেদ অর্থাৎ এ দেহ বিসর্জ্জন করিয়া তবে ইহার সংশোধন করিব॥ ১৪—২৩

**অন্বয়ঃ**।—[হে] শত্রুহন্! (বিদুর) অধ্বরে (যজ্ঞক্ষেত্রে) ইতি (এবং প্রকারেণ) দক্ষম্ অনূচ্য

কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা সোদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং কণ্ঠাদ্ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ ॥ ২৫
এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা মুহুঃ সমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ।
জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্ ॥ ২৬
ততঃ স্বভর্ত্তুশ্চরণাম্বুজাসবং জগদ্গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা ॥ ২৭

( দক্ষং প্রতি কথয়িত্বা ) শান্তবাক্ ( গৃহীতমৌনা সতী ) উদীচীন্ (উত্তরাং দিশমাশ্রিত্য, ক্ষিতৌ (ভূতলে নিষসাদ ( উপবিষ্টবতী ), [ ততঃ ] জলং স্পৃষ্ট্বা ( আচম্য ) পীতদুকূলসংবৃতা ( পীতবস্ত্রাবৃতশরীরা ) দৃক্ ( দৃশং, প্রথমান্ত-প্রয়োগ আর্ষঃ ) নিমীল্য ( মুদ্রয়িত্বা ) যোগপথং সমাবিশৎ ( অবলম্বিতবতী ) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ**।—মৈত্রেয় বলিলেন—হে শত্রুনাশন বিদুর। সতী এইরূপে যজ্ঞসভামধ্যে দক্ষকে তিরস্কার করিয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর দিকে ভূতলে উপবেশন করিলেন এবং পীতবসনে শরীর আবৃত করিয়া আচমন পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগপথ অবলম্বন করিলেন ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা**।—দক্ষং প্রতি অনুক্ত অনুবাদং কৃত্বা। হে শত্রুহন্। ক্রোধাত্মবিঘাতিন্। উদীচীম্ উদীচ্যাং দিশি। উদীচীতি পাঠান্তরে উদঙ্মুখী। শান্তবাক্ গৃহীতমৌনা জলং স্পৃষ্ট্বা আচম্য। দৃক্ দৃশম্ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ**।—অনিন্দিতা সা ( কথঞ্চিদপি নিন্দয়িতুমযোগ্যা সা সতী ) জিতাসনা ( জিতম্ আসনং যয়া সা, সুস্থিরমবস্থিতা সতীত্যর্থঃ ) অনিলৌ ( প্রাণাপাননামকৌ বায়ূ ) সমানৌ কৃত্বা ( নাভিচক্রে নিরোধেন একরূপৌ কৃত্বা ) নাভিচক্রতঃ উদানং ( তন্নামকং বায়ুম্ ) উত্থাপ্য ধিয়া (বুদ্ধ্যা সহ ) শনৈঃ হৃদি স্থাপ্য অত্র ( অসমাসেঽপি ল্যপ্প্রয়োগ আর্ষঃ, স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ ) [ ততঃ] উরসি স্থিতং ( হৃদিস্থং তমুদানবায়ুং ) কণ্ঠাৎ ( কণ্ঠনালিকামারোপ্য ) ভ্রুবোমধ্যম্ অনয়ৎ ( নীতবতী ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ**।—অনিন্দ্যচরিত্রা সতী স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ু নিরোধ দ্বারা নাভিচক্রে সমান অবস্থায় আনয়ন করিয়া সেই নাভিচক্র হইতে উদান বায়ুকে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত করিয়া বুদ্ধির সহিত তাহাকে হৃদয় মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন, অনন্তর হৃদয়স্থ সেই বায়ুকে কণ্ঠনালিকা দ্বারা ক্রমশঃ ভ্রূযুগলের মধ্যে আনয়ন করিলেন ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা**।—যোগমার্গমেবাহ—কৃত্বেতি। অনিলৌ প্রাণাপানৌ ঊর্দ্ধাধোবৃত্তিকবৌ নিরোধেন সমানৌ একরূপৌ নাভিচক্রে কৃত্বা, তত উদানম্ উত্থাপ্য ধিয়া সহ হৃদি স্থাপয়িত্বা কণ্ঠমার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যমনয়ৎ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ**। মহতাং ( সাধূনাং ) মহীয়সা ( পূজ্যতমেন শঙ্করেণ ) আদরাৎ ( সমাদরপূর্ব্বকং ) মুহুঃ ( পুনঃ পুনঃ ) অঙ্কং সমারোপিতং ( ক্রোড়ে গৃহীতং ) স্বদেহং দক্ষরুষা ( দক্ষং প্রতি ক্রোধবশাৎ ) এবং ( যোগপ্রক্রিয়যা ) জিহাসতী ( পরিত্যক্তুমভিলাষিণী ) মনস্বিনী ( প্রশস্তচিত্তা সতী ) গাত্রেষু ( সর্ব্বাঙ্গেষু ) অনিলাগ্নিধারণাং (বায়োরগ্নেশ্চ প্রাদুর্ভাবভাবনাং ) দধার ( কৃতবতী ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ**।—সাধুদিগের পূজ্যতম মহাদেব যে দেহ অতি সমাদরে পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে ধারণ করিতেন, সেই দেহ দক্ষের প্রতি ক্রোধ বশতঃ প্রশস্তহৃদয়া সতী এইরূপ যোগপথ অবলম্বন করিয়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গে বায়ু ও অগ্নির প্রাদুর্ভাব ভাবনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ**।—ততশ্চ জগদ্গুরোঃ ( ত্রিলোকপূজ্যস্য ) স্বভর্ত্তুঃ ( শঙ্করস্য ) চরণাম্বুজাসবং (পাদপদ্মমকরন্দং)

তৎ পশ্যতাং খে ভুবি চাদ্ভুতং মহদ্ হাহেতি বাদঃ সুমহানজায়ত।
হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী জহাবসূন্ কেন সতী প্রকোপিতা ॥ ২৮
অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যতঃ প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ।
জহাবসূন্ যদ্বিমতাত্মজা সতী মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি ॥ ২৯

চিন্তয়তী ( ভাবয়ন্তী ) সতী অপরং ( পতিপাদপদ্মভিন্নং কিমপি ) ন দদর্শ ( একান্তভাবনাবশাৎ হৃদয়মধ্যে কেবলং পত্যুঃ পাদপদ্মমেব বিরাজমানমপশ্যৎ, নান্যৎ কিমপীতি ভাবঃ ) হতকল্মষঃ ( বিগতপাপঃ ) দেহশ্চ সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সমাধিজাগ্নিনা ( সমাধিবলাদুৎপন্নেন অগ্নিনা ) প্রজজ্বাল ( প্রজ্বলিতো বভূব ) ॥ ২৭

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর ত্রিলোকপূজ্য নিজপতি শঙ্করের শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ চিন্তা করিতে করিতে সতী আর অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই পাদপদ্মই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, এইরূপে তাঁহার পাপ অর্থাৎ দক্ষকন্যা বলিয়া যে অভিমান ছিল তাহা বিদূরিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সমাধিজাত অগ্নিতে তাঁহার দেহ প্রজ্বলিত হইল ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা**।—মহতাং পূজ্যতমেন শ্রীরুদ্রেণ ॥ ২৬ ॥ চরণাম্বুজে আসবং ভজনানন্দম্। ভর্ত্তুরপরং ন দদর্শ। দেহশ্চ সদ্যঃ প্রজ্বলিতোঽভূৎ, সমাধিনা জাতোঽগ্নিস্তেন ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ**।—তৎ মহৎ অদ্ভুতং ( যোগপ্রভাবেন দেহপ্রজ্বালনরূপং মহদাশ্চর্য্যং ) পশ্যতাং ( দেবমনুষ্যাদীনাং) খে ( আকাশে ) ভুবি চ ( মর্ত্ত্যলোকে চ ) সুমহান্ হাহেতি বাদঃ ( হাহাকারধ্বনিঃ ) অজায়ত ( উৎপন্নোঽভবৎ ) হন্ত। ( খেদে অব্যয়ম্ ) দৈবতমস্য ( পূজ্যতমস্য মহাদেবস্য ) প্রিয়া সতী দেবী কেন ( দক্ষেণ, "ক" শব্দস্য তৃতীয়ৈকবচনান্তমিদং পদং ) প্রকোপিতা ( ক্রোধাতিশয়ং প্রাপিতা সতী ) অসূন্ ( প্রাণান্ ) জহৌ ( ত্যক্তবতী ) ॥২৮

**মূলানুবাদ**।—এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে আকাশে ও ভূতলে (দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতির) বিপুল হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল, হায়—পূজ্যতম মহাদেবের প্রিয়া সতী দক্ষ-কর্ত্তৃক প্রকোপিতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা**।—খে ভুবি চ হাহেত্যাদিবাদঃ। তমেবাহ। হন্তেতি বিষাদে। দৈবতমস্য পূজ্যতমস্য প্রিয়া কেন দক্ষেণ প্রকোপিতা সতী ২৮

**অন্বয়ঃ**।—যস্য প্রজাপতেঃ ( দক্ষস্য ) চরাচরং ( স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বিশ্বং ) প্রজাঃ, অহো! ( খেদে অব্যয়ম্ ) অস্য মহৎ অনাত্ম্যং (দৌর্জ্জন্যং) পশ্যত, মনস্বিনী ( প্রশস্তচিত্তা যা সতী ) অভীক্ষ্ণং ( সততং ) মানং ( সম্মানম্ ) অর্হতি ( প্রাপ্তুং যোগ্যা ভবতি ) [ সা ] আত্মজা ( কন্যা ) সতী যদ্বিমতা ( যেন দক্ষেণ অবমানিতা সতী ) অসূন্ ( প্রাণান্ ) জহৌ ( পরিত্যক্তবতী ) ॥ ২৯

**মূলানুবাদ**।—হায়। এই চরাচর বিশ্ব যাঁহার প্রজা, সেই প্রজাপতি দক্ষের কিরূপ ভীষণ দুর্জনতা দেখ যে—সর্ব্বদা সম্মান পাইবার উপযুক্তা, প্রশস্তহৃদয়া সতী তাঁহারই কন্যা, অথচ তৎকৃত অপমানে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা**।—মহদনাত্ম্যং দৌর্জ্জন্যম্। অস্য সর্ব্বত্র স্নেহ এব ন্যায্য ইত্যাহুঃ—যস্যেতি। যেন বিমতা অবজ্ঞাতা ॥ ২৯

সোঽয়ং দুর্ম্মর্ষহৃদয়ো ব্রহ্মধ্রুক্ চ লোকে চ কীর্ত্তিমসতীমবাপ্স্যতি।
যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষদ্বিড়ুদ্যতাং ন প্রত্যষেধন্মৃতয়েঽপরাধতঃ ৩০ ॥
বদত্যেবং জনে সত্যা দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্। দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ ॥ ৩১
তেষামাপততাং বেগং নিশম্য ভগবান্ ভৃগুঃ। যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ ॥ ৩২
অধ্বর্য্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা। ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩
তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্ব্বে প্রমথাঃ সহগুহ্যকাঃ। হন্যমানা দিশো ভেজুরুশদ্ভির্ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৪
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
সতীদেহোৎসর্গো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।** - দুর্ম্মর্ষহৃদয়ঃ ( অত্যন্তমসহিষ্ণুচিত্তঃ ) পুরুষদ্বিট্ ( শিববিদ্বেষী ) ব্রহ্মধ্রুক্ ( ব্রহ্মদ্রোহী ) সোঽয়ং ( দক্ষঃ ) লোকে ( জনসমাজে ) অসতীং কীর্ত্তিং চ ( কুকীর্ত্তিং নিন্দামিতি যাবৎ, "চ" শব্দেন নরকঞ্চ ইত্যপি বোধ্যম্ ) অবাপ্স্যতি ( প্রাপ্স্যতি ), যৎ ( যতঃ ) অপরাধতঃ ( স্বস্যৈব দৌর্জ্জন্যাৎ ) মৃতয়ে ( মরণায ) উদ্যতাং স্বাম্ অঙ্গজাং ( স্বকীযাং কন্যাং ) ন প্রত্যষেধৎ ( ন নিবারিতবান্ ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—অত্যন্ত অসহিষ্ণুচিত্ত ব্রহ্মদ্রোহী শিববিদ্বেষী দক্ষ জনসমাজে নিতান্ত কুকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু তাহারই অপরাধে তাহার নিজ কন্যা সতী মরণের জন্য প্রস্তুত হইলেও তিনি তাহা নিবারণ করিলেন না ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—দুর্ম্মর্ষম্ অত্যসহনং হৃদয়ং যস্য। লোকে জনমধ্যে। চশব্দান্নরকঞ্চ। যদ্ যতঃ স্বীযামঙ্গজাং সুতামপরাধতঃ স্বাবজ্ঞাতঃ মৃতয়ে মরণায উদ্যতাং ন নিবারিতবান্। পুরুষদ্বিট্ শিবদ্বেষী ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ।** - সত্যাঃ অদ্ভুতম্ অসুত্যাগং (প্রাণত্যাগং) দৃষ্ট্বা জনে এবং বদতি (উক্তপ্রকারং কথয়তি সতি) তৎপার্ষদাঃ ( সত্যাঃ অনুচরাঃ ) উদায়ুধাঃ ( গৃহীতাস্ত্রাঃ সন্তঃ ) দক্ষং হন্তুম্ উদতিষ্ঠন্ ( উদ্যতা বভূবুঃ ) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—সতীর ঐরূপ অদ্ভুত প্রাণত্যাগ দেখিয়া লোকে যখন এই প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিল, তখন সতীর অনুচরবর্গ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক দক্ষকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ (মহর্ষিঃ) ভৃগুঃ আপততাং ( দক্ষবধার্থং ধাবতাং ) তেষাং ( সত্যা অনুচরাণাং ) বেগং নিশম্য ( দৃষ্ট্বা ) যজ্ঞঘ্নঘ্নেন ( যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞবিঘ্নকারিণঃ হন্তি বিনাশয়তি ইতি যজ্ঞঘ্নঘ্ন, তেন ) যজুষা ( মন্ত্রেণ ) দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব ( আহুতিং দত্তবান্ ) "হ" ( পাদপূরণে অব্যযম্ ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—সতীর অনুচরবর্গ দক্ষকে বধ করিবার জন্য প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের বিনাশোপযোগী মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা।**—অদ্ভুতং দৃষ্ট্বা চ ॥ ৩১ ॥ যজ্ঞঘ্নান্ হন্তীতি যজ্ঞঘ্নঘ্নং তেন, অপহতং রক্ষ ইত্যাদিনা ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—অধ্বর্য্যুণা ( যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞেন ভৃগুণা ) হূয়মানে ( অগ্নৌ আহুতিপ্রদানে কৃতে সতি ) তপসা ( তপোবলেন ) সোমং ( চন্দ্রলোকং ) প্রাপ্তাঃ ঋভবো নাম ( ঋভুসংজ্ঞকাঃ ) সহস্রশঃ ( বহুসংখ্যকাঃ ) দেবাঃ ওজসা ( তেজসা সহ ) উৎপেতুঃ ( উত্থিতা বভূবুঃ ) ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—যজুর্ব্বেদনিপুণ ভৃগু অগ্নিতে আহুতি প্রদান করামাত্র তাহা হইতে ঋভু নামক বহুসংখ্যক দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন—ইঁহারা তপস্যা প্রভাবে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা ;**—অধ্বর্য্যুণা ভৃগুণা। যে তপসা সোমং প্রাপ্তা তে ঋভবো নাম দেবা উত্থিতাঃ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—ব্রহ্মতেজসা উশদ্ভিঃ (দীপ্যমানৈঃ) তৈঃ (ঋভুনামকৈর্দেবৈঃ কর্তৃভিঃ) সহগুহ্যকাঃ (গুহ্যকবৃন্দসহিতাঃ) সর্ব্বে প্রমথাঃ অলাতায়ুধৈঃ (জলদঙ্গাররূপৈরস্ত্রৈঃ) হন্যমানাঃ (তাড্যমানাঃ সন্তঃ) দিশো ভেজুঃ (পলায়াঞ্চক্রিরে)॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান সেই ঋভুনামক দেবগণ জ্বলন্ত কাষ্ঠরূপ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সতীর অনুচর গুহ্যক ও প্রমথগণকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ঃ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা ;**—ব্রহ্মতেজসা উশদ্ভির্দীপ্যমানৈঃ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;**—অসীম তেজঃশালিনী মহাশক্তিরূপা সতী দেবী পিতার প্রতি সেই সকল সমুচিত তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিজ দেহত্যাগে উদ্যত হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন ও পীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া আচমন পূর্ব্বক আসন প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া দেহমধ্যস্থ বায়ুর যথাযথ পরিচালনাদ্বারা ধীরে ধীরে তাহা ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তিস্থানে সংযোজিত করিলেন। তখন তিনি একান্ত মনে "অগ্নিদেব প্রদীপ্ত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ করুন" এইরূপ ভাবনা পূর্ব্বক নিজপতি মহাদেবের পাদপদ্মে মন সংস্থাপিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে লেলিহান অগ্নিশিখা তাঁহার সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া ধক্‌ধক্ করিয়া প্রজ্বলিত হইল ও সতীর দেহে দক্ষ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্পন্ন হইল। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দেবতা মানব প্রভৃতি সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন হায়! হায়! একি সর্ব্বনাশ হইল, ত্রিলোকপূজ্য শঙ্করপত্নী সতী দক্ষের অপরাধে প্রাণত্যাগ করিলেন। চরাচর বিশ্ব যাহার প্রজা সমস্ত প্রজাপতিগণের পদে যে ব্যক্তি অবস্থিত, সেই দক্ষের এমন জঘন্য ব্যবহার। হায় শিবদ্বেষী নৃশংসচিত্ত দক্ষ। তোমার অপরাধে তোমার এমন কন্যারত্ন আজ প্রাণবিসর্জ্জন করিল, আর তুমি তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টাও করিলে না। তোমার এই কুকীর্ত্তি চিরদিন জনসমাজে খ্যাত থাকিবে। লোকে এইরূপ অনুশোচনা করিতেছে, ইতিমধ্যে সতীর অনুচরবর্গ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞবিঘ্ন নিবারক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, তাহাতে ঋভুনামে সাতিশয় তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য দেবতার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্ সেই সকল দেবগণ জ্বলন্ত কাষ্ঠের আঘাতে সতীর অনুচরবর্গকে বিতাড়িত করিল, এইভাবে আপাততঃ যজ্ঞ ও দক্ষের প্রাণ রক্ষা পাইল॥ ২৪—৩৪

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্য সমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ঃ॥ ৪

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—:*:—

## পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

—০*০—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভবো ভবান্যা নিধনং প্রজাপতেরসৎকৃতায়া অবগম্য নারদাৎ।
স্বপার্ষদসৈন্যঞ্চ তদধ্বরর্ভুভির্বিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে॥ ১

ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জ্জটির্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্ গম্ভীরনাদো বিসসর্জ্জ তাং ভুবি॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—ভবঃ (শঙ্করঃ) নারদাৎ (নারদবচনাৎ) প্রজাপতেঃ (দক্ষস্য, কর্ত্তরি ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ) অসৎ কৃতায়াঃ (অপমানিতায়াঃ) ভবান্যাঃ নিধনং (মরণং) তদধ্বরর্ভুভিঃ (তস্য দক্ষস্য অধ্বরে যজ্ঞক্ষেত্রে উৎপন্না যে ঋভবঃ দেবাঃ তৈঃ) স্বপার্ষদসৈন্যঞ্চ (স্বানুচরসৈন্যমণ্ডলঞ্চ) বিদ্রাবিতং (বিতাড়িতং) অবগম্য (শ্রুত্বা) অপারম্ (অত্যন্তং) ক্রোধম্ আদধে (প্রাপ্তবান্)॥ ১॥

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয় বলিলেন—শঙ্কর নারদের মুখে শুনিতে পাইলেন যে—দক্ষকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং দক্ষের যজ্ঞে ঋভুনামে কতকগুলি দেবতা উৎপন্ন হইয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে বিতাড়িত করিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

পঞ্চমে তু সতীদেহত্যাগমাকর্ণ্য শঙ্করঃ। বীরভদ্রং কথোৎপাদ্য তেন দক্ষমঘাতয়ৎ॥

প্রজাপতের্হেতোর্নিধনম্। কুতঃ? তেনাসৎকৃতায়াঃ। তস্যাধ্বরে যে ঋভবো দেবাস্তৈঃ॥ ১॥

**অন্বয়ঃ।**—ক্রুদ্ধঃ (কুপিতঃ) সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ (স্বাধরদংশনকারী) স ধূর্জ্জটিঃ (মহাদেবঃ) রুদ্রঃ (ভয়ঙ্করমূর্ত্তিঃ সন্) সহসা উত্থিতঃ হসন্ গম্ভীরনাদশ্চ [সন্] তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষং (তড়িতাং বিদ্যুতাং, বহ্নীনাঞ্চ যাঃ সটাঃ শিখাঃ, তদ্বৎ উগ্রং রোচিঃ প্রভা যস্যাঃ তাং) জটাম্ উৎকৃত্য, উৎপাট্য) তাং (জটাং) ভুবি (ভূতলে) বিসসর্জ্জ (নিক্ষিপ্তবান্)॥ ২॥

**মূলানুবাদ।**—কুপিত শঙ্কর অধর দংশনপূর্ব্বক অতিভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে সহসা দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরগর্জ্জন ও অট্টহাস্য করিয়া নিজ মস্তক হইতে বিদ্যুৎ ও বহ্নিশিখার ন্যায় প্রচণ্ডপ্রভাশালি জটা উৎপাটিত করিয়া তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন॥ ২।

**শ্রীধরটীকা।**—স ধূর্জ্জটিঃ রুদ্রঃ ঘোরঃ সন্ জটাম্ উৎকৃত্য উৎপাট্য উত্থিতঃ সন্ তাং ভুবি বিসসর্জ্জ। সুদষ্ট ওষ্ঠপুটো যেন। তড়িতাং বহ্নীনাঞ্চ সটা জ্বালাঃ, তদ্বদুগ্রং রোচির্যস্যাস্তাম্॥ ২॥

ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্য্যদৃক্।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্দ্ধজঃ কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ ॥ ৩ ॥
তং কিং করোমীতি গৃণন্তমাহ বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্ ভূতনাথঃ।
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং ত্বমগ্রণী রুদ্রভটাংশকো মে ॥ ৪ ॥
আজ্ঞাপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা, স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্।
মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা মহীয়সাং তাত সহঃসহিষ্ণুম্ ॥ ৫ ॥

**অন্বয়ঃ**।—ততঃ (তস্যা জটায়াঃ সকাশাৎ) সহস্রবাহুঃ ঘনরুক্ (ঘনঃ মেঘঃ তত্তুল্যা রুক্ কান্তির্যস্য সঃ, প্রগাঢ়কৃষ্ণবর্ণ ইত্যর্থঃ) ত্রিসূর্য্যদৃক্ (ত্রিস্রঃ সূর্য্যতুল্যা দৃশো নেত্রাণি যস্য সঃ) করালদংষ্ট্রঃ (করালা ভীষণা দংষ্ট্রা দন্তপংক্তির্যস্য সঃ) জ্বলদগ্নিমূর্দ্ধজঃ (জ্বলন্ যঃ অগ্নি তদ্বৎ মূর্দ্ধজাঃ কেশা যস্য সঃ) কপালমালী (নরকপালমালাধারী) বিবিধোদ্যতায়ুধঃ (নানাবিধাস্ত্রসম্পন্নঃ) তনুবা (তন্বা, শরীরোন্নত্যেন ইতি যাবৎ' দিবং স্পৃশন্ (গগনস্পর্শী) অতিকায়ঃ) [বিশালমূর্ত্তিঃ, বীরভদ্রঃ সমুৎপন্ন ইতি শেষঃ] ॥ ৩

**মূলানুবাদ**।—মহাদেবের সেই জটা হইতে বিশালমূর্ত্তি বীরভদ্র উৎপন্ন হইল, তাহার দেহ এত দীর্ঘ, যেন তাহা গগনস্পর্শ করিতেছিল, তাহার সহস্র বাহু, মেঘের ন্যায় গাঢ়কৃষ্ণ বর্ণ, সূর্য্যের ন্যায় প্রখর তিনটি চক্ষু, দন্তগুলি ভীষণ, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় কেশরাশি, গলে নরকপালের মালা এবং হস্তে নানাবিধ অস্ত্র বিদ্যমান ছিল ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা**।—ততো জটায়াঃ সকাশাৎ অতিকায়ো বীরভদ্রো জাত ইতি শেষঃ। তনুবা তন্বা দেহেন দিবং স্পৃশন্, অত্যুচ্চ ইত্যর্থঃ। ঘনরুক্ কৃষ্ণবর্ণঃ। ত্রয়ঃ সূর্য্যা ইব দৃশো যস্য, করালাস্তঙ্গা দংষ্ট্রা যস্য। জ্বলদগ্নিরিব মূর্দ্ধজা যস্য। কপালমালাযুক্তঃ। বিবিধান্যুদ্যতানি আয়ুধানি যস্য ॥ ৩

**অন্বয়ঃ**।—কিং করোমি ইতি গৃণন্তং (কথয়ন্তং) বদ্ধাঞ্জলিং তং (বীরভদ্রং) ভগবান্ ভূতনাথঃ (শঙ্করঃ) আহ (কথিতবান্)—[হে] রুদ্রভট। (প্রচণ্ডবীরপুরুষ। মে (মম) অংশকঃ (অংশস্বরূপঃ) ত্বং মদ্ভটানাং (মম অনুচরাণাং বীরাণাম্) অগ্রণীঃ (অগ্রগণ্যঃ সন্) সযজ্ঞং (যজ্ঞসহিতং) দক্ষং জহি (বিনাশয) ॥ ৪

**মূলানুবাদ**।—বীরভদ্র যখন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন "প্রভো। আমি কি কার্য্য সাধন করিব?" তখন ভগবান্ ভূতনাথ কহিলেন—হে প্রচণ্ডবীরপুরুষ। তুমি আমার অংশস্বরূপ, (সুতরাং নির্ভয়ে) আমার অনুচরবর্গের অগ্রগণ্য হইয়া যজ্ঞ সহ ঐ দক্ষকে বিনষ্ট কর ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা**।—হে রুদ্র। হে ভট! যুদ্ধকুশল। মদ্ভটানাং ত্বমগ্রণীঃ সন্ সযজ্ঞং দক্ষং জহি। ব্রহ্মতেজো দুর্জ্জয়মিতি মা মংস্থাঃ, যতস্ত্বং মে অংশকঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ**।—[হে] তাত। (বৎস বিদুর।) কুপিতেন মন্যুনা (রুদ্রদেবেন) এবম্ আজ্ঞপ্তঃ (আদিষ্টঃ) সঃ (বীরভদ্রঃ) দেবদেবং বিভুং (মহাদেবং) পরিচক্রমে (প্রদক্ষিণীকৃতবান্) তদা (তস্মিন্ সময়ে) অসঙ্গরংহসা (অনিবার্য্যবেগেন) আত্মানং (স্বং) মহীয়সাং (মহাবলসম্পন্নানামপি) সহঃসহিষ্ণুং (বলসহনক্ষমং) মেনে (বিবেচিতবান্) ॥ ৫

**মূলানুবাদ**।—রুদ্রদেব কুপিত হইযা এইরূপ আদেশ করিলে বীরভদ্র সেই দেবাদিদেব শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিল এবং তৎকালে অদম্যবেগশালী হইয়া নিজেকে পরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগেরও শক্তি সহনে সমর্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল ॥ ৫

অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈর্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎ সুভৈরবম্ ।
উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং সম্প্রাদ্রবদ্ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥
অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্ ।
তমঃ কিমেতৎ কুত এতদ্রজোঽভূদিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ ॥ ৭ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—মন্যুনা শ্রীরুদ্রেণ। পরিচক্রমে প্রদক্ষিণীচকার। অনঙ্গপ্রতীঘাতং যদ্রংহো বেগস্তেন। ভোস্তাত। মহীয়সাং বরীয়সামপি সহঃসহিষ্ণুং বলং সোঢ়ুং ক্ষমং মেনে ॥ ৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;**—মহামুনি মৈত্রেয় বর্ত্তমান অধ্যায়ে নারদমুখে সতীর দেহত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণে মহাদেবের অত্যন্ত ক্রোধ, বীরভদ্রের উৎপত্তি এবং তদ্দ্বারা সযজ্ঞ দক্ষের বিনাশ সাধন, এই কয়েকটী বিষয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিদুরকে বলিলেন—হে বৎস বিদুর। ভগবান্ শঙ্কর নারদের মুখে সংবাদ পাইলেন যে—দক্ষের দুর্ব্যবহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং দক্ষের যজ্ঞস্থলে ঋভুনামে একদল দেবতা প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার অনুচরবর্গকেও বিতাড়িত করিয়াছে। ইহা শুনিয়া শঙ্করের ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হইল ও তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করভাব ধারণ করিল। তিনি ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া স্বীয় মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্পন্ন বীরভদ্র নামক এক মহাবীর উৎপন্ন হইল। বীরভদ্র জন্মিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—হে প্রভো। আমি আপনার কি কার্য্য সাধন করিব? রুদ্রমূর্ত্তি শঙ্কর বলিলেন,—বীর। তুমি আমার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং ব্রহ্মতেজেও তোমার কোন ভয় নাই। তুমি যাও, আমার আদেশে দক্ষ ও তাহার যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট কর। বীরভদ্র রুদ্রদেবের একান্ত কুপিত অবস্থা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং স্বভাবতঃই সে অতি দুর্দ্ধর্ষ, তাহার উপর আবার রুদ্রদেবের নিকট অভয় বাণী সহকারে ঐরূপ আদেশ পাইয়াছে, সুতরাং তাহার বেগ প্রতিরোধ করে কাহার সাধ্য? অদম্য উৎসাহ সহকারে রুদ্রদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এখন আর আমি কাহাকেও ভয় করি না, যে যতই বলবান্ হউক না, আমি কোন প্রকার বলে পরাভূত হইব না ॥ ১—৫

**অন্বয়ঃ ;**—স তু (বীরভদ্র) ভৃশং নদদ্ভিঃ (অত্যর্থং চীৎকারকারিভিঃ) রুদ্রপার্ষদৈঃ (শঙ্করানুচরৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুসৃতঃ সন) সুভৈরবম্ (অতিভয়ঙ্করং যথা স্যাৎ তথা) ব্যনদৎ (গর্জ্জিতবান্), জগদন্তকান্তকং (জগদন্তকো মৃত্যুঃ, তস্যাপি অন্তকং বিনাশসমর্থং) শূলম্ উদ্যম্য ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ (ঘোষণং শব্দকারি ভূষণং নূপুরাদিকং যয়োঃ, তথাবিধৌ অঙ্ঘ্রী চরণৌ যস্য সঃ, শব্দায়মানচরণালঙ্কারঃ সন্নিত্যর্থঃ) সংপ্রাদ্রবৎ (ধাবিতবান্) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—রুদ্রদেবের অনুচরগণ অত্যন্ত কোলাহল করিতে করিতে বীরভদ্রের অনুগামী হইল, তখন বীরভদ্র অতি ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং মৃত্যুকেও বিনাশ করিতে সমর্থ, এতাদৃশ শূল নামক অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইল, গমন কালে তাহার চরণদ্বয়ে নূপুরাদি অলঙ্কারের শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা। ;**—জগদন্তকো মৃত্যুঃ, তস্যাপ্যন্তকং শূলম্। ঘোষয়ন্তি শব্দং কুর্ব্বন্তীতি ঘোষণানি নূপুরাদীনি ভূষণানি যয়োস্তাবঙ্ঘ্রী যস্য সঃ ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—অথ (অনন্তরম্) ঋত্বিজঃ (পুরোহিতাঃ), যজমানঃ, সদস্যাঃ, দ্বিজাঃ, দ্বিজপত্ন্যশ্চ উদীচ্যাং ককুভি (উত্তরস্যাং দিশি) রেণুং (ধূলিং) প্রসমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) এতৎ কিং তমঃ? (অন্ধকার আবির্ভবতি?) [নহি নহি] রজঃ (ধূলিঃ), এতৎ কুতঃ অভূৎ (কথমুত্থিতম্) ইতি দধ্যুঃ (চিন্তয়ামাসুঃ) ॥ ৭

বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ প্রাচীনবর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ।
গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো লোকোঽধুনা কিং প্রলযায় কল্পতে ॥ ৮ ॥
প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা ঊচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈব তস্য।
যৎ পশ্যন্তীনাং দুহিতৄণাং প্রজেশঃ সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্ ॥ ৯ ॥
যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্তজটাকলাপঃ স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্‌গজেন্দ্রঃ।
বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজোনুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্ ॥ ১০ ॥

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর ( দক্ষের যজ্ঞস্থান হইতে ) পুরোহিত, যজমান ও সদস্যবর্গ এবং অন্যান্য দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীগণ উত্তরদিকে অত্যন্ত ধূলি উড়িতে দেখিযা ভাবিতে লাগিলেন—একি। অন্ধকার আবির্ভূত হইতেছে কেন? না, না, এত ধূলিরাশি, এত ধূলি উত্থিত হইল কেন? ॥ ৭ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ককুভি দিশি। তমো ন ভবতি কিন্তু রজ ইতি জ্ঞাত্বাহুঃ। রজ এতৎ কুতোঽভূৎ? দধ্যুঃ চিন্তয়ামাসুঃ ॥ ৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—বাতাঃ ( বাযবঃ ) ন বান্তি ( সমধিকং ন প্রবহন্তে ), দস্যবঃ নহি সন্তি, হ ( যস্মাৎ ) উগ্রদণ্ডঃ ( কঠোরশাসনকারী ) প্রাচীনবর্হিঃ ( তদানীন্তনঃ রাজা ) জীবতি, গাবঃ ন কাল্যন্তে ( দ্রুতং ন পরিচাল্যন্তে ) কুতঃ ( কস্মাদ্ধেতোঃ ) ইদং রজঃ? অধুনা ( সম্প্রতি ) লোকং ( বিশ্বং ) প্রলযায় কল্পতে কিং? ( প্রলয়ং গন্তুমুদ্যতং কিং? ) ॥ ৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—বায়ু তেমন প্রবলবেগে বহিতেছে না, সম্প্রতি দস্যুগণেরও তত প্রাদুর্ভাব নাই, কারণ কঠোর শাসনকারী রাজা প্রাচীনবর্হি এখনও জীবিত আছেন, গো সকল যে দ্রুতবেগে চালিত হইতেছে, তাহাও নহে, তবে কি কারণে এরূপ ধূলি উত্থিত হইল? তবে কি বিশ্বের প্রলযপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইযাছে? ॥ ৮ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—হেত্বন্তরাসম্ভবেন ঔৎপাতিকত্বং কল্পয়ন্তি—বাতা ইতি। দস্যুনামসত্ত্বে হেতুঃ—প্রাচীনবর্হিস্তদানীন্তনো রাজা জীবতীতি। ন কাল্যন্তে ন শীঘ্রং নীযন্তে ॥ ৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—প্রসূতিমিশ্রাঃ ( প্রসূতিঃ দক্ষপত্নী, তন্মিশ্রাঃ তৎপ্রভৃতযঃ ) স্ত্রিয়ঃ ( রমণ্যঃ ) উদ্বিগ্নচিত্তাঃ [ সত্যঃ ] ঊচুঃ ( কথয়ামাসুঃ ) প্রজেশঃ ( প্রজাপতির্দক্ষঃ ) পশ্যন্তীনাং দুহিতৄণাং ( পশ্যন্তীনামিত্যত্র নুমাগমাভাব আর্ষঃ, সর্ব্বাসাং কন্যানাং সমক্ষমেব ) অনাগাম্ ( অনাগসম্ ইত্যর্থে অয়মপি আর্ষপ্রযোগঃ, নিরপরাধামিতি তদর্থঃ) সুতাং সতীং যৎ অবদধ্যৌ ( অবজ্ঞাতবান্ ) তস্য বৃজিনস্যৈব ( পাপস্যৈব ) বিপাকঃ ( পরিণতিঃ ) ॥ ৯ ॥

**মূলানুবাদ।** দক্ষপত্নী প্রসূতিপ্রভৃতি রমণীগণ উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—প্রজাপতি দক্ষ অন্য সকল কন্যাদিগের সমক্ষে বিনা অপরাধে সতীকে যে অবজ্ঞা করিযাছেন, ইহা বোধ হয সেই পাপেরই পরিণাম ফল ॥ ৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—প্রসূতির্দক্ষস্য পত্নী সা মিশ্রা মুখ্যা যাসাম্। বিপাকঃ ফলম্। পশ্যন্তীনামিতি তস্যা দুঃখাধিক্যে হেতুঃ। অবদধ্যৌ অবজ্ঞাতবান্। অনাগাম্ অনাগসম্ ॥ ৯ ॥

**অন্বয়ঃ।**—যস্তু ( শ্রীরুদ্রদেবঃ ) অন্তকালে ( প্রলয়সময়ে ) ব্যুপ্তজটাকলাপঃ (বিকীর্ণজটাজুটঃ) স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্‌গজেন্দ্রঃ ( স্বশূলস্য সূচ্যাম্ অগ্রভাগে অর্পিতাঃ বিদ্ধাঃ দিগ্‌গজেন্দ্রা যেন সঃ ) উচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিব্ ( উচ্চঃ অতিমহান্ যঃ অট্টহাসঃ স এব স্তনযিত্নুঃ মেঘগর্জ্জনং, তেন ভিন্নাঃ বিদীর্ণাঃ দিশো যেন সঃ ) উদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজান্ ( উদিতাস্ত্রাঃ উদ্যতাযুধাঃ দোষঃ বাহব এব ধ্বজাঃ, তান্ ) বিতত্য ( বিস্তীর্য্য ) নৃত্যতি ॥ ১০ ॥

অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং মন্যুপ্লুতং দুর্নিরীক্ষ্যং ভ্রুকুট্যা ।
করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং স্যাৎ স্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ ॥ ১১ ॥
বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে, জনেন দক্ষস্য মুহুর্মহাত্মনঃ ।
উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্য্যক্ ॥ ১২ ॥
তাবৎ স রুদ্রানুচরৈর্মহামখো নানায়ুধৈর্ব্বামনকৈরুদায়ুধৈঃ ।
পিঙ্গৈঃ পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ পর্য্যাদ্রবদ্ভির্বিদুরাম্বরুধ্যত ॥ ১৩ ॥

**মূলানুবাদ ।**—যে-রুদ্রদেব প্রলয়কালে জটাসমূহ বিকীর্ণ করিয়া অস্ত্রযুক্তবাহুরূপ ধ্বজা বিস্তারপূর্ব্বক তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকেন, যাঁহার শূলের অগ্রভাগে তৎকালে দিগ্‌গজসমূহ বিদ্ধ হইয়া যায় এবং মেঘগর্জ্জনের ন্যায় যাঁহারা বিশাল অট্টহাস্যে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে থাকে ॥ ১০ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—নচেদং সুতাবজ্ঞামাত্রং, কিন্তু শ্রীরুদ্রাবজ্ঞানঞ্চ । অতো নাস্য ভদ্রং ভবিষ্যতীত্যাহুঃ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্ । ব্যুপ্তো বিকীর্ণো জটাকলাপো যস্য । স্বশূলস্য সূচ্যামগ্রে অর্পিতাঃ প্রোতা দিগ্‌গজেন্দ্রা যেন । উদিতানি উন্নমিতানি অস্ত্রাণি যৈঃ,তে দোষো বাহব এব ধ্বজাস্তান্ বিতত্য হর্ষেণ নৃত্যতি । উচ্চঃ অট্টহাসঃ কঠোর হাসঃ, স এব স্তনয়িত্নুর্গর্জ্জিতং , তেন ভিন্না বিদীর্ণা দিশো যেন সঃ ॥ ১০ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—অসহ্যতেজসং মন্যুপ্লুতং ( ক্রোধপরিব্যাপ্তং সন্তং) ভ্রুকুট্যা দুর্নিরীক্ষ্যং (অবলোকয়িতুমশক্যং) করালদংষ্ট্রাভিঃ ( ভয়ঙ্করৈর্দন্তৈঃ ) উদস্তভাগণম্ ( উদস্তঃ পরাভূতঃ ভাগণঃ বহ্ন্যাদেরপি প্রভাসমূহো যেন তং ) তং ( রুদ্রদেবম্ ) অমর্ষয়িত্বা ( কোপয়িত্বা, অস্য দক্ষস্য কা কথা ) কোপয়তঃ বিধাতুঃ ( স্বয়ং ব্রহ্মণোঽপি ) কিং স্বস্তি স্যাৎ ( মঙ্গলং ভবেৎ ) ? ॥ ১১ ॥

**মূলানুবাদ ।**—যাঁহার তেজ অসহনীয় এবং ক্রোধপরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রুকুটি করিলে যাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারা যায় না, যাঁহার ভয়ঙ্কর দন্তশ্রেণীর প্রভায় বহ্নিপ্রভৃতির প্রভাও পরাভূত হয়, সেই রুদ্রদেবকে কুপিত করিলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কি কুশলে থাকিতে পারেন ? কখনই নহে, সুতরাং এই দক্ষ তাঁহাকে কোপান্বিত করিয়া কিরূপে নিরাপদে থাকিবেন ? ॥ ১১ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—অমর্ষয়িত্বা অসহনযুক্তং কৃত্বা । মন্যুপ্লুতং ক্রোধব্যাপ্তম্ । উদস্ত-উৎক্ষিপ্তো ভাগণো নক্ষত্রসমূহো যেন । পুনশ্চ তং কোপয়তো বিধাতুরপি কিং স্বস্তি ? ন স্যাদেব । কান্যস্য কথা ? ॥ ১১ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—উদ্বিগ্নদৃশা ( ভীতিচকিতনেত্রেণ ) জনেন বহু ( অত্যধিকং যথা স্যাৎ তথা ) এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে বাক্যে ) উচ্যমানে ( কথ্যমানে সতি ) দিবি ( আকাশে ) ভূমৌ চ ( ভূতলে চ ) পর্য্যক্ (সর্ব্বতঃ) মহাত্মনঃ ( সবলচেতসোঽপি ) দক্ষস্য ভয়াবহাঃ ( ভীতিজনকাঃ ) সহস্রশঃ ( অসঙ্খ্যা ইতি যাবৎ ) উৎপাততমাঃ ( মহোৎপাতাঃ ) উৎপেতুঃ ( উপস্থিতা বভূবুঃ ) ॥ ১২ ॥

**মূলানুবাদ ।**—সে স্থানের লোকগণ ভয়বিহ্বলনেত্রে এইরূপ বহুতর বাক্যালাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে আকাশে ও ভূতলে চতুর্দ্দিক্ হইতে একপ অসঙ্খ্য উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল যে, অতি সবলচিত্ত দক্ষের প্রাণেও তাহাতে ভয় উৎপন্ন হইল ॥ ১২ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—উদ্বিগ্না প্রচলিতা দৃক্ যস্য তেন জনেন বহু যথা ভবত্যেবমুচ্যমানে সতি উৎপাততমা মহোৎপাতা উত্থিতাঃ । পর্য্যক্ সর্ব্বতঃ । কথম্ভূতাঃ ? মহাত্মনোঽপি দক্ষস্য ভয়াবহাঃ ॥ ১২ ॥

কেচিদ্বভঞ্জুঃ প্রাগ্বংশং পত্নীশালাং তথাপরে। সদ আগ্নীধ্রশালাঞ্চ তদ্বিহারং মহানসম্ ॥ ১৪
রুরুজুর্যজ্ঞপাত্রাণি তথৈকেঽগ্নীননাশয়ন্। কুণ্ডেষ্বমূত্রয়ন্ কেচিদ্বিভিদুর্বেদিমেখলাঃ ॥ ১৫
অবাধন্ত মুনীনন্যে একে পত্নীরতর্জ্জয়ন্। অপরে জগৃহুর্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্ ॥ ১৬
ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্। চণ্ডেশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] বিদুর। তাবৎ ( তস্মিন্ সময়ে) নানায়ুধৈঃ (বিবিধাস্ত্রসম্পন্নৈঃ) উদায়ুধৈঃ (উদ্যতাস্ত্রৈঃ) বামনকৈঃ ( খর্ব্বাকৃতিভিঃ ) পিঙ্গৈঃ ( পিঙ্গলবর্ণৈঃ ) পিশঙ্গৈঃ ( পীতবর্ণৈশ্চ ) মকরোদরাননৈঃ ( মকরো মৎস্য-বিশেষঃ, তদ্বৎ উদরম্ আননঞ্চ যেষাং তৈঃ ) পর্য্যাদ্রবদ্ভিঃ ( সমন্তাৎ অধাবদ্ভিঃ ) রুদ্রানুচরৈঃ সঃ মহামখঃ ( দক্ষস্য মহাযজ্ঞঃ ) অন্বরুধ্যত ( অবরুদ্ধো বভূব ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর। এই সময়ে বিবিধ অস্ত্রসম্পন্ন খর্ব্বাকৃতি রুদ্রানুচরগণ স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলন-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বেগে আগমন করিয়া দক্ষের সেই মহাযজ্ঞ অবরোধ করিল, ইহাদের মধ্যে কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ, কাহারও মকরের ন্যায় উদর, কাহারও বা মকরের ন্যায় মুখ ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা**।—নানা আয়ুধানি যেষাম্। বামনকৈঃ হ্রস্বৈঃ, উদ্যতায়ুধৈঃ, পিঙ্গৈঃ কপিলৈঃ, পিশঙ্গৈঃ পীতৈঃ, মকরস্যেবোদরমাননঞ্চ যেষাং তৈঃ, পরি পরিতঃ আ সর্ব্বতঃ ধাবদ্ভিঃ অবরুদ্ধঃ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ**।—কেচিৎ ( রুদ্রানুচরাঃ ) প্রাগ্বংশং ( স্তম্ভোপরিস্থপূর্ব্বপশ্চিমায়তকাষ্ঠবিশেষং ) বভঞ্জুঃ তথা অপরে পত্নীশালাং ( যজমানপত্ন্যবস্থানগৃহং), সদঃ (সভামণ্ডপম্) আগ্নীধ্রশালাম্ (হোতৃগৃহং) তদ্বিহারং-(যজমানগৃহং) মহানসঞ্চ ( পাকশালাঞ্চ ) [ বভঞ্জুরিত্যন্বয়ঃ ] ॥ ১৪

**মূলানুবাদ**।—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্তম্ভের উপরিস্থিত পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত কাষ্ঠ দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কেহ যজমানপত্নীর অবস্থানগৃহ, কেহ সভামণ্ডপ, কেহ হোতৃগৃহ, কেহ যজমানের গৃহ, কেহ বা পাকগৃহ ভগ্ন করিল ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা**।—যজ্ঞশালায়াঃ পূর্ব্বপশ্চিমস্তম্ভয়োরর্পিতং পূর্ব্বপশ্চিমায়তং কাষ্ঠং প্রাগ্বংশঃ, তম্। যজ্ঞ-শালায়াঃ পশ্চিমতঃ পত্নীশালা তাম্, যজ্ঞশালায়াঃ পুরত স্থিতং সদোমণ্ডপম্ : সদসঃ পুরতো হবির্দ্ধানং তস্য উত্তরত আগ্নীধ্রশালাম্। তদ্বিহারং যজমানগৃহং মহানসং পাকভোজনশালাম্ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ**।—তথা একে ( কেচিৎ ) যজ্ঞপাত্রাণি রুরুজুঃ ( বভঞ্জুঃ ), অগ্নীন্ অনাশয়ন্ ( বিনাশিতবন্তঃ ), কুণ্ডেষু অমূত্রয়ন্ ( মূত্রত্যাগং চক্রুঃ ) কেচিৎ বেদিমেখলাঃ ( বেদ্যাঃ সীমাসূত্রাণি ) বিভিদুঃ ( খণ্ডিতবন্তঃ ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—কেহ যজ্ঞপাত্রগুলি ভগ্ন করিয়া ফেলিল, কেহ অগ্নি বিনষ্ট করিল, কেহ হোমকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করিল, কেহ বা সীমাসূত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ**।—অন্যে ( রুদ্রানুচরাঃ ) মুনীন্ অধাবন্ত ( পীড়য়ামাসুঃ ), একে পত্নীঃ ( স্ত্রিয়ঃ ) অতর্জ্জয়ন্, অপরে পলায়িতান্ ( পলায়িতুমুদ্যতান্ ) প্রত্যাসন্নান্ ( সমীপবর্ত্তিনঃ ) দেবান্ জগৃহুঃ ( গৃহীতবন্তঃ ) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ**।—অপর কেহ মুনিগণকে পীড়ন করিতে লাগিল, কেহ স্ত্রীলোকদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, কেহ বা পলায়নতৎপর নিকটবর্ত্তী দেবতাদিগকে ধরিতে লাগিল ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**।—মণিমান্ ( তন্নামকঃ রুদ্রানুচরঃ) ভৃগুং ববন্ধ, বীরভদ্রঃ প্রজাপতিং (দক্ষং) চণ্ডেশঃ পূষণং দেবং ( সূর্য্যদেবং ), নন্দীশ্বরঃ ভগং (তন্নামকং দক্ষপক্ষপাতিনং দেববিশেষং) [ ববন্ধ ইত্যনেন সম্বন্ধঃ ] ॥ ১৭

সর্ব্ব এবর্ত্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ। তৈরর্দ্দ্যমানাঃ সুভৃশং গ্রাবভির্নৈকধাঽদ্রবন্ ॥ ১৮
জুহ্বতঃ স্রুবহস্তস্য শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ। ভৃগোর্লুলুঞ্চে সদসি যোঽহসৎ শ্মশ্রু দর্শয়ন্ ॥ ১৯
ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি। উজ্জহার সদঃস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসুচৎ ॥ ২০
পূষ্ণো হ্যপাতয়দ্দন্তান্ কলিঙ্গস্য যথা বলঃ। শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্ দতঃ ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—মণিমান্ নামক রুদ্রানুচর ভৃগুমুনিকে বন্ধন করিল, বীরভদ্র দক্ষকে, চণ্ডেশ সূর্য্য দেবকে, এবং নন্দীশ্বর ভগনামক দেবকে বন্ধন করিল ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—ককজুর্বভঞ্জুঃ। উত্তরবেত্তা মেখলাঃ সীমাসূত্রাণি ॥ ১৫—১৭

**অন্বয়ঃ।**—সদিবৌকসঃ (অবশিষ্টদেবগণসহিতাঃ) সর্ব্বে এব ঋত্বিজঃ (পুরোহিতাঃ) সদস্যাশ্চ দৃষ্ট্বা (ইত্থং ব্যাপারমবলোক্য) তৈঃ (রুদ্রানুচরৈঃ) গ্রাবভিঃ (প্রস্তরখণ্ডৈঃ) সুভৃশম্ (অত্যন্তম্) অর্দ্দ্যমানাঃ (পীড্যমানাঃ সন্তঃ) নৈকধা (নানাপ্রকারেণ) অদ্রবন্ (পলায়িতবন্তঃ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—অন্যান্য দেবগণ সহ পুরোহিত ও সদস্যগণ সকলেই একপ ব্যাপার দেখিয়া ও রুদ্রানুচরগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া যে যেভাবে পারিলেন, পলায়ন করিলেন ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—গ্রাবভিরর্দ্দ্যমানাঃ নৈকধা অনেকধা দ্রুদ্রুবুঃ ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—যঃ (ভৃগুঃ) সদসি (প্রজাপতীনাং যজ্ঞসভায়াং) শ্মশ্রু দর্শয়ন্ অহসৎ (শিবং পরিহসিতবান্) [তস্য] স্রুবহস্তস্য জুহ্বতঃ (হোমং কুর্ব্বতঃ) ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ (বীরভদ্রঃ) লুলুঞ্চে (উৎপাটয়ামাস) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—ভৃগুমুনি স্রুবহস্ত হইয়া হোম করিতেছিলেন এই অবস্থায় বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রু (দাড়ি) উৎপাটন করিল, কারণ পূর্ব্বে প্রজাপতিদিগের যজ্ঞসভায় ভৃগু এই শ্মশ্রু দেখাইয়া শঙ্করকে উপহাস করিয়াছিলেন ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—স্রুবো হস্তে যস্য। ভবো বীরভদ্রঃ, লুলুঞ্চে উৎপাটিতবান্ ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ (বীরভদ্রঃ) রুষা (ক্রোধেন) ভুবি পতিতস্য (ভূতলে নিক্ষিপ্তস্য) ভগস্য (তন্নামকস্য দেবস্য) নেত্রে উজ্জহার (নয়নদ্বয়ম্ উৎপাটিতবান্), যঃ (ভগঃ) সদঃস্থঃ (সভাস্থিতঃ সন্) শপন্তং (শিবনিন্দাকারিণং) দক্ষম্ অক্ষ্ণা (নেত্রসঙ্কেতেন) অসূসুচৎ (প্রযোজিতবান্) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—বীরভদ্র ক্রোধবশতঃ ভগনামক দেবতাকে ভূতলে পাতিত করিয়া তাঁহার নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করিল, যেহেতু ইনি সভায় বসিয়া শিবনিন্দাকারী দক্ষকে নেত্রসঙ্কেতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—উজ্জহার উদ্ধৃতবান্। যঃ সদঃস্থঃ সভায়াং স্থিতঃ সন্ শপন্তং শিবনিন্দাং কুর্ব্বন্তং দক্ষম্ অক্ষ্ণা অক্ষিকোণেন অসূসুচৎ প্রেরিতবান্ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—গরিমণি (পূজ্যতমে রুদ্রে) শপ্যমানে, দক্ষেণ নিন্দ্যমানে সতি) যঃ (পূষা) দতঃ (দন্তান্) দর্শয়ন্ অহসৎ, বলঃ (বলরামঃ) কলিঙ্গস্য যথা (কালিঙ্গাধিপতের্দন্তবক্রস্যেব) [তস্য] পূষ্ণঃ (সূর্য্যস্য) দন্তান্ হি অপাতয়ৎ (উন্মূলিতবান্) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—বলরাম যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্ত উৎপাটিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ দক্ষ যখন পরমপূজ্য মহাদেবের নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন পূষা (সূর্য্যদেব) দন্তপ্রদর্শন পূর্ব্বক হাসিয়াছিলেন বলিয়া বীরভদ্রও পূষার দাঁতগুলি উৎপাটিত করিয়া ফেলিল ॥ ২১

আক্রম্যোরসি দক্ষস্য শিতধারেণ হেতিনা। ছিন্দন্নপি তদুদ্ধর্ত্তুং নাশক্নোৎ ত্র্যম্বকস্তদা ॥ ২২
শস্ত্রৈরস্ত্রান্বিতৈরেনমনির্ভিন্নত্বচং হরঃ। বিস্ময়ং পরমাপন্নো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরম্ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে। যজমানপশোঃ কস্য কায়াৎ তেনাহরচ্ছিরঃ ॥২৪
সাধুবাদস্তদা তেষাং কর্ম্ম তৎ তস্য পশ্যতাম্। ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেষাং তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—কলিঙ্গদেশরাজস্য অনিরুদ্ধোদ্বাহে বলভদ্রো যথা দ্যূতে পাতিতবান্। গরিমণি গুরুতরে রুদ্রে নিন্দ্যমানে দতঃ দন্তান্ দর্শয়ন্ যো জহাস। পূষ্ণোশ্বিতি পাঠে দ্বিবচনম্, 'ঐন্দ্রাপৌষ্ণশ্চরুর্ভবতী' তত্র তৎসহিতস্যাপি পূষ্ণো দন্তপাতপ্রাপ্ত্যর্থং সূচিতবান্। তথাহি—পূষা পিষ্টভাগোঽদন্তকো হি তং দেবা অন্তবন্নিতি বিহিতস্য পেষণস্য দ্বিদৈবত্যাভাবাৎ তত্র তস্য দন্তাঃ সন্তীতি বক্তব্যং স্যাৎ। ন চৈতৎ সংগচ্ছতে ইত্যাশঙ্ক্য তত্রাপি তস্য দন্তপাতোঽস্ত্বস্যাভেদপ্রবৃত্তেন দ্বিবচনেন জ্ঞাপ্যতে। অতএব পূষ্ণোঽনুগ্রহং দেবা বক্ষ্যতি—'পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু পিষ্টভুগি'তি। কেবলশ্চেৎ পিষ্টভুক্ ভবিষ্যতি, অন্যসহিতশ্চেৎ যজমানস্য দদ্ভির্ভক্ষয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—তদা ত্র্যম্বকঃ ( বীরভদ্রঃ, রুদ্রস্য অংশাদুৎপন্নো বীরভদ্রঃ সর্ব্বথৈব রুদ্রানুরূপ ইতি রুদ্রনামভিরপি অসৌ বোধ্য ইতি তাৎপর্য্যেণ মূলে ত্র্যম্বকপদপ্রয়োগঃ, এবং পূর্ব্বত্র "ভব" ইতি, উত্তরত্র চ "হরঃ" "পশুপতিঃ" ইত্যাদি প্রযোগা জ্ঞেয়াঃ ) দক্ষস্য উরসি ( বক্ষঃস্থলে ) আক্রম্য শিতধারেণ ( তীক্ষ্ণধারসম্পন্নেন ) হেতিনা (খড়্গেন) ছিন্দন্নপি ( শিরঃ খণ্ডয়িতুং প্রহরন্নপি ) তৎ (শিরঃ) উদ্ধর্ত্তুং ( দ্বিধা কর্ত্তুং ) ন অশক্নোৎ (সমর্থো ন বভুব) ॥ ২২ ॥

**মূলানুবাদ।**—অবশেষে বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পুনঃপুনঃ অস্ত্রাঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২২ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ছিন্দন্নপীত্যত্র শিরঃ ইত্যুপরি ব্যক্তীভবিষ্যতি। ত্র্যম্বকো বীরভদ্রঃ ॥ ২২ ॥

**অন্বয়ঃ।**—পশুপতিঃ হরঃ ( পশবো রুদ্রানুচরাঃ, তেষাং পতিঃ অগ্রণীঃ হরঃ বীরভদ্রঃ) অস্ত্রান্বিতৈঃ শস্ত্রৈঃ ( অস্ত্রাণি ক্ষেপণীয়ানি বাণাদীনি, শস্ত্রাণি চ ন তথা, অপিতু গৃহীতাবস্থায়ামেব প্রতিপক্ষদমনানি খড়্গাদীনি তদুভয়ৈরপি ) এনং ( দক্ষম্ ) অনির্ভিন্নত্বচা ( ন নির্ভিন্না বিদীর্ণা ত্বক্ চর্ম্ম যস্য তৎ তথাবিধং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ ) পরম্ ( অত্যন্তং ) বিস্ময়ম্ আপন্নঃ ( প্রাপ্তঃ সন্ ) চিরং দধ্যৌ ( চিন্তিতবান্ ) ॥ ২৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—রুদ্রানুচরদিগের অগ্রণী বীরভদ্র অস্ত্র এবং শস্ত্র, এতদুভয়ের দ্বারা দক্ষের চর্ম্ম বিদীর্ণ হইতেছে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া চিন্তা করিল ॥ ২৩ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—অস্ত্রান্বিতৈঃ অস্ত্রসহিতৈঃ। ন নির্ভিন্না ত্বক্ তথাভূতং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

**অন্বয়ঃ।** সঃ পশূনাং পতিঃ (বীরভদ্রঃ) মখে (যজ্ঞস্থানে) সংজ্ঞপনং যোগং (কণ্ঠনিষ্পীডনপূর্ব্বকচ্ছেদনযন্ত্রবিশেষং, "হাঁড়িকাট" ইতি যস্য ভাষা ) দৃষ্ট্বা তেন ( যন্ত্রবিশেষেণ ) যজমানপশোঃ ( পশুতুল্যস্য যজমানস্য ) কস্য ( দক্ষস্য ) কায়াৎ শিরঃ অহরৎ ( পৃথক্ কৃতবান্ ) ॥ ২৪ ॥

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর বীরভদ্র যজ্ঞক্ষেত্রে "হাঁড়িকাঠ" নামক যন্ত্র দেখিতে পাইয়া তাহার সাহায্যে সেই পশুতুল্য যজমানের ( দক্ষের ) মস্তক দেহ হইতে পৃথক করিলেন ॥ ২৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—স পশূনাং পতিঃ মখে সংজ্ঞপনং যোগং কণ্ঠপীডনাদিরূপং মারণোপায়ং দৃষ্ট্বা তেনোপায়েনাহরৎ ॥ ২৪ ॥

**অন্বয়ঃ।**—তদা তস্য (বীরভদ্রস্য ) তৎকর্ম্ম ( দক্ষাদিবিনাশনরূপং কার্য্যং ) পশ্যতাং তেষাং ( শিবানুচরাণাং ) ভূতপ্রেতপিশাচানাং সাধুবাদঃ, অন্যেষাং ( দক্ষপক্ষপাতিনাঞ্চ ) তদ্বিপর্য্যয়ঃ ( অসাধুবাদঃ ) [ উত্থিতোঽভূদিতি শেষঃ ] ॥ ২৫ ॥

জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্ দক্ষিণাগ্নাবমর্ষিতঃ ।
তদ্দেবযজনং দগ্ধ্বা প্রাতিষ্ঠদ্‌গুহ্যকালয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—তৎকালে বীরভদ্রের সেই সকল কার্য্য দেখিয়া শিবানুচর ভূতপ্রেত পিশাচ প্রভৃতি "সাধু" "সাধু" বলিয়া উঠিল, আর যাহারা দক্ষের পক্ষপাতী, তাহারা বীরভদ্রের নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—অন্যেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং তদ্বিপর্য্যয়ঃ অসাধুবাদঃ অভূদিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অমর্ষিতঃ ( কুপিতঃ বীরভদ্রঃ ) এতৎশিরঃ ( দক্ষস্য মস্তকং ) তস্মিন্ দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব ( নিক্ষিপ্তবান্ ), তৎ দেবযজনং ( যজ্ঞশালাং ) দগ্ধ্বা গুহ্যকালয়ং ( কৈলাসপর্ব্বতং ) প্রাতিষ্ঠৎ ( পরস্মৈপদমত্রার্ষং, গতবানিত্যর্থঃ ) ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—কুপিত বীরভদ্র দক্ষের সেই মস্তক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং সেই যজ্ঞশালা দগ্ধ করিয়া কৈলাসে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—গুহ্যকালয়ং কৈলাসম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

**শ্রীভাগবতাম্বুতবর্ষিণী।**—দক্ষযজ্ঞ বিনাশের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া মৈত্রেয় মুনি বলিতে লাগিলেন, অতঃপর বীরভদ্র রুদ্রদেবের আদেশে তদীয় অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া শূল উত্তোলন পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে করিতে দক্ষের যজ্ঞবিনাশার্থ ধাবিত হইলেন। মহাদেবের আবাসস্থান কৈলাস পর্ব্বত, তাহা দক্ষালয় হইতে উত্তরদিকে অবস্থিত। সুতরাং সেইস্থান হইতে বীরভদ্র আসিতেছেন। তাঁহার গতির প্রবলবেগে ঐদিকে এত বিপুল ধূলিরাশি উত্থিত হইল যে, দক্ষের যজ্ঞসভাস্থিত ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন— একি। অকস্মাৎ এরূপ অন্ধকার আবির্ভূত হইল কেন ? ক্রমশঃ ধূলিরাশি অগ্রসর হইলে তাঁহারা বুঝিলেন, ইহা ত অন্ধকার নহে, ধূলি। কিন্তু এরূপ ভাবে ধূলি উড়িবার কারণ কি ? বিশ্বের প্রলয়কাল উপস্থিত হইল কি—ইত্যাদি নানাপ্রকার সন্দেহে দক্ষ ও তাঁহার সদস্যপ্রভৃতিসকলে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অন্তঃপুরে দক্ষপত্নী প্রসূতি এবং অন্যান্য রমণীগণ পূর্ব্ব হইতেই উদ্বিগ্ন রহিয়াছেন এবং ভাবিতেছিলেন—দক্ষ নিরপরাধা কন্যার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করিলেন, না জানি এ পাপের কি বিষম ফল ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস-পূর্ণ সরলচিত্তে যে উদ্বেগের রেখাপাত হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। অল্পকালমধ্যেই তাহার সূচনা উপস্থিত হইল, উত্তরদিকে সেই ধূলিরাশি দর্শন করামাত্র তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন—হায়। এই বুঝি সেই অন্যায় ব্যবহারের পরিণাম ফল উপস্থিত হইতেছে। না হইবেই বা কেন ? সতী কোনও অপরাধ করে নাই, অথচ সর্ব্বজন সমক্ষে তাহার প্রতি অবজ্ঞার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহার স্বামী ত সাধারণ ব্যক্তি নহেন, কেননা বিশ্বের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যিনি পরমানন্দে বাহুবিস্তার করিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেব কুপিত হইলে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। এই প্রকার আলোচনা চলিতেছে;

ইতিমধ্যে সেই বিকটাকার রুদ্রানুচরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং চারিদিক হইতে যজ্ঞক্ষেত্র অবরোধ করিয়া কেহ যজ্ঞীয় পাত্রগুলি, কেহ গৃহ, কেহ বেদী, কেহবা অগ্নি, এইরূপে সমস্ত নষ্ট করিতে লাগিল। বীরভদ্র ও তাহার সহচরগণ দক্ষকে এবং অন্যান্য শিবদ্বেষী ব্যক্তিবর্গকে বন্ধন করিল। ইহা দেখিয়া দক্ষের পুরোহিত, সদস্য ও অন্যান্য দেবগণ যে যেভাবে পারিলেন, পলায়ন করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতিদিগের যজ্ঞসভায় ভৃগুমুনি শঙ্করকে শ্মশ্রু (দাড়ি) প্রদর্শন করিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, এজন্য বীরভদ্র সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহার শ্মশ্রু উৎপাটিত করিল এবং এইরূপে ভগদেবের চক্ষু এবং সূর্য্যদেবের দন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক পরে দক্ষকে আক্রমণ করিল। দক্ষও বিপুল বলশালী ছিলেন, কাজেই বীরভদ্র সহজে তাঁহার কিছু করিতে না পারিয়া পরিশেষে যজ্ঞীয় পশুমারণযন্ত্রের কবিতে (হাঁড়িকাঠের) সাহায্যে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। এই সকল ব্যাপারে দক্ষের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ হাহাকার লাগিলেন, আর শিবপক্ষীয় ব্যক্তিগণ "সাধু" "সাধু" বলিয়া বীরভদ্রকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র হোমাগ্নিতে দক্ষের মুণ্ড আহুতি প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞগৃহ খানি ভস্ম করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন।

এই প্রস্তাবে মূল শ্লোকে "ভব" "ত্র্যম্বক" "পশুপতি" "হর" প্রভৃতি নামদ্বারা ভূত বীরভদ্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—বীরভদ্র রুদ্রদেবের অংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, সেজন্য তাঁহার আকৃতি ও শক্তি সমস্তই রুদ্রদেবের অনুরূপ, সুতরাং নামও তাঁহার তদনুরূপ না হইবে কেন? অংশ ও অংশীতে সর্ব্বথা অভিন্নভাব বিবক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং নির্ব্বিচারে টীকাকারগণ যে প্রতিশব্দ দিয়া বীরভদ্রকে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে সন্দিহান হওয়ার কোনও কারণ নাই॥ ৬—২৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোধ্যায়ঃ॥ ৫

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

— —•✻•——

## ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

——:✻:——

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ। শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশগদাপবিঘমুদ্গরৈঃ ॥ ১
সঞ্ছিন্নভিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ সর্ত্বিক্‌সভ্যা ভয়াকুলাঃ। স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কাৎ্স্ন্যেনৈতন্ন্যবেদয়ন্ ॥ ২
উপলভ্য পুরৈবৈতদ্ভগবানজসম্ভবঃ। নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কস্যাধ্বরমীয়তুঃ ॥ ৩
তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি। ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—অথ ( অনন্তরং ) সর্ত্বিক্‌সভ্যাঃ ( ঋত্বিগ্‌ভিঃ সভ্যৈশ্চ সহিতাঃ ) সর্ব্বে দেবগণাঃ রুদ্রানীকৈঃ ( শিবানুচরৈঃ ) শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশ-গদাপরিঘমুদ্গরৈঃ ( শূলপ্রভৃতিভিঃ শস্ত্রৈঃ) সংছিন্নভিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ (সম্যক্ ছিন্নভিন্নানি সর্ব্বাঙ্গানি যেষাং তে তথাবিধাঃ ) পরাজিতাঃ [ অতএব ] ভয়াকুলাঃ [ সন্তঃ ] স্বয়ম্ভুবে ( ব্রহ্মণে নমস্কৃত্য ) এতৎ ( দক্ষযজ্ঞীয়বৃত্তান্তজাতং ) কাৎস্ন্যেন ( সম্পূর্ণরূপেণ ) ন্যবেদয়ন্ ( নিবেদিতবন্তঃ ) ॥ ১—২

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয় বলিলেন—রুদ্রদেবের অনুচরগণ দেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, পরিঘ ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল, ইহাতে তাহাদের ভয়ে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা পুরোহিত ও সদস্যবর্গ সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যজ্ঞ সম্পর্কিত এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে নিবেদন করিলেন ॥ ১—২

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

ষষ্ঠে তু দেবসঙ্ঘেন সহ গত্বা ভবং বিধিঃ। সান্ত্বয়ামাস দক্ষাদি-জীবিতাদ্যর্থমাদরাৎ ॥

অথ দেবগণাঃ স্বয়ম্ভুবে ন্যবেদয়ন্নিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। শূলাদিভিঃ সংছিন্নানি ত্রুটিতানি ভিন্নানি বিদীর্ণানি অঙ্গানি যেষাম্। সহ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সভ্যৈশ্চ বর্ত্তমানাঃ ॥ ১—২

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ অজসম্ভবঃ ( ব্রহ্মা ) বিশ্বাত্মা ( সর্ব্বান্তর্য্যামী ) নারায়ণশ্চ পুরৈব ( তাদৃগ্‌বৃত্তান্ত-সংঘটনাৎ প্রাগেব ) এতৎ ( সর্ব্বম্ ) উপলভ্য ( সর্ব্বজ্ঞতাবশাৎ অবগম্য ) কস্য ( দক্ষস্য ) অধ্বরং ( যজ্ঞং ) ন ঈয়তুঃ ( ন গতবন্তৌ ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ ব্রহ্মা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী নারায়ণ পূর্ব্বেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা দক্ষের যজ্ঞে গমন করেন নাই ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—কস্য দক্ষস্য যজ্ঞে ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ নেয়তুঃ ন জগ্মতুঃ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—বিভুঃ ( ভগবান্ ব্রহ্মা ) তৎ আকর্ণ্য ( শ্রুত্বা ) প্রাহ ( কথিতবান্ ), কৃতাগসি ( কৃতম্ আগঃ

অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ।
প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৫
আশাসানা জীবিতমধ্বরস্য লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যস্মিন্।
তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুরুক্তৈঃ ॥ ৬
নাহং ন যজ্ঞো ন চ যূয়মন্যে যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তত্ত্বম্।
বিদুঃ প্রমাণং বলবীর্য্যয়োর্ব্বা যস্যাত্মতন্ত্রস্যক উপায়ং বিধিৎসেৎ ॥ ৭

অপরাধো যস্য তস্মিন্) তেজীয়সি (অত্যন্ততেজস্বিনি সতি) বুভূষতাং (জীবিতুমিচ্ছতামপরাধিনাং) সা (জীবিতুমিচ্ছা) প্রায়েণ তথা ক্ষেমায় (ইচ্ছানুরূপমঙ্গলায়) ন ভূয়াৎ ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—দেবতাদিগের বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—যাঁহার প্রতি অপরাধ করা যায় সে ব্যক্তি যদি সম্যক্ তেজস্বী হন, তবে অপরাধী ব্যক্তি বাঁচিতে চেষ্টা করিলেও তাহার চেষ্টা প্রযাশই তেমন মঙ্গলকর হয় না ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—বিভুর্ব্রহ্মা। তেজিযসি অতিতেজস্বিনি পুরুষে কৃতাগসি সত্যপি স্বয়ং তত্র কৃতাগসাং বুভূষতাম্ অপরাধং কর্ত্তুমিচ্ছতাং সা তথা বুভূষা তেষাং ক্ষেমায় ন ভূয়াৎ। প্রায়েণেতি লোকোক্তিঃ, ন ভবেদেবেত্যর্থঃ। যদ্বা কৃতমাগো যস্য তাদৃশে তেজীযসি সতি তত্র বুভূষতাং জিজীবিষূণাং সা জিজীবিষা ন ভূয়াৎ, জীবনাশাপি ন ভূয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—যে যূয়ং বর্হিষঃ (যজ্ঞস্য) ভাগভাজম্ (অংশপ্রাপকং) ভবং (শিবং) পরাদুঃ (দূরত এব বঞ্চিতবন্তঃ) [তে যূয়ং যদ্যপি] কৃতকিল্বিষাঃ (কৃতাপরাধাঃ) অথাপি (তথাপি) প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মং (পাদপদ্মধারণপূর্ব্বকং যথা স্যাৎ তথা) ক্ষিপ্রপ্রসাদম্ (আশুতোষং তং) পরিশুদ্ধচেতসা (মনসঃ পবিত্রতাদ্বারা ইত্যর্থঃ) প্রসাদযধ্বং (প্রসন্নং কুরুধ্বম্) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ শঙ্কর যজ্ঞের অংশভাগী, তোমরা যে তাঁহাকে দূর হইতেই বঞ্চনা করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের যদিও অত্যন্ত অপরাধ হইযাছে, তথাপি তোমরা মনের পবিত্রতা সহকারে তাঁহার পাদপদ্মধারণ পূর্ব্বক সেই আশুতোষকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হও ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—তথাপি প্রসাদয়ধ্বং ক্ষমাপয়ত। যে ভবন্তো বর্হিষো যজ্ঞস্য ভাগভাজং পরাদুঃ দূরাদেব খণ্ডিতবন্তঃ। প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মং পাদৌ প্রগৃহ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—যস্মিন্ (রুদ্রদেবে) কুপিতে [সতি] সপালঃ (লোকপালবর্গসহিতঃ) লোকো ন (স্থাতুং নার্হতীত্যর্থঃ) দুরুক্তৈঃ (দুর্বাক্যৈঃ) হৃদি বিদ্ধং প্রিয়য়া বিহীনং (সতীবিরহিতং) তং দেবং (রুদ্রম্) অধ্বরস্য (যজ্ঞস্য) জীবিতং (পুনরুদ্ধারম্) আশাসানাঃ (প্রার্থয়মানাঃ সন্তঃ) আশু (শীঘ্রং) [যূয়ং] ক্ষমাপয়ধ্বং (ক্ষমাং কারয়িতুং যতধ্বম্) ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—যিনি কুপিত হইলে লোকপালবর্গসহ সমস্ত লোক নষ্ট হইয়া যায়, সেই মহাদেবের হৃদয় দক্ষ প্রভৃতির) দুর্ব্বাক্যে নিতান্ত ব্যথিত, তাহাতে আবার তাঁহার প্রিয়তমার বিয়োগ ঘটিয়াছে, এ অবস্থায় শীঘ্র তোমরা যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—অধ্বরস্য জীবিতং পুনঃ সন্ধানং প্রার্থযমানাঃ সন্তঃ। যস্মিন্ কুপিতে সতি সপালো লোকো ন ভবেৎ নশ্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৬

স ইত্থমাদিশ্য সুরানজস্তু তৈঃ সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজেশৈঃ।
যযৌ স্বধিষ্ণ্যান্নিলয়ং পুরদ্বিষঃ কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।— অহং ( ব্রহ্মা ), যজ্ঞঃ (তদানীন্তনেন্দ্ররূপো-ভগবদবতারবিশেষঃ), যূয়ং (দেবাঃ) মুনয়ঃ, অন্যে চ যে দেহভাজঃ ( প্রাণিনঃ ) [ তে চ ], আত্মতন্ত্রস্য ( স্বাধীনবৃত্তেঃ ) যস্য ( মহাদেবস্য ) তত্ত্বং, বলবীর্য্যয়োঃ প্রমাণং চ ( পরিমাণঞ্চ ) ন বিদুঃ ( ন জানন্তি, অত্র প্রথমপুরুষঃ আর্ষঃ ) [ তস্য ] উপায়ং কঃ বিধিৎসেৎ ( তস্য প্রশমনোপায়ং কঃ কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—আমি ব্রহ্মা, যজ্ঞরূপী ইন্দ্র, তোমরা মুনিগণ ও অন্যান্য প্রাণিবর্গ কেহই যখন তাঁহার তত্ত্ব এবং বলবীর্য্যের পরিমাণ জানি না, তখন তাঁহাকে শান্ত করিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—বয়ং তত্র গন্তুং বিভীমঃ, ত্বমেব কঞ্চিদুপায়ং বিধৎস্বেতি চেৎ, অত আহ—নেতি। যজ্ঞস্তদানীন্তন ইন্দ্রঃ। যস্য তত্ত্বং, বলবীর্য্যয়োঃ প্রমাণমিয়ত্তাঞ্চ ন বিদুঃ। বীর্য্যং পরাক্রমঃ। পাপমিতি পাঠে অপরাধম্॥ ৭।৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রুদ্রানুচরগণ দক্ষের যজ্ঞস্থান অবরোধ করিয়া তথায় শিববিদ্বেষী ব্যক্তিবর্গের যথেষ্ট লাঞ্ছনা প্রদানপূর্ব্বক যেরূপে দক্ষের শিরশ্ছেদন ও তদীয় যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর সেই লাঞ্ছিত দেবগণ, পুরোহিত ও সদস্যবর্গ সহ অনন্যগতিক হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া দক্ষের জীবন ও তদীয় যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনায় তাঁহারা মহাদেবের যেরূপ ভাবে সান্ত্বনা ও অনুনয় করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান অধ্যায়ে মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত হইতেছে।

মৈত্রেয় বলিলেন—হে বৎস বিদুর! দেবগণ আসিয়া দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধীয় যে সকল ঘটনা ব্রহ্মার নিকট জানাইলেন, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা ও ভগবান্ শ্রীহরি সেই সকল ঘটনা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই জন্যই তাঁহারা দক্ষের যজ্ঞসভায় গমন করেন নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মা দক্ষের পিতা, আর যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং শ্রীহরি, ইঁহাদের সমক্ষে দক্ষ ও শিবপক্ষীয়দিগের পরস্পর সেই সংঘর্ষ এবং দক্ষপক্ষের ঐ প্রকার পরাভব হইতে থাকিবে, আর তাঁহারা কোনও সামঞ্জস্য করিবেন না, ইহা একটু অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইত, অথচ সামঞ্জস্য করিতে গেলে দক্ষের অত্যধিক রজঃ ও তমোগুণজনিত গর্ব্বমোহাদির সমুচিত প্রতিবিধানে সৃষ্টিচিত্রে বিচিত্র আদর্শ অঙ্কিত হয় না। এজন্য লীলাময় শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার সৃষ্টিবৈচিত্রের সর্ব্বপ্রধান শক্তিস্বরূপ ব্রহ্মা, একটু অন্তরালে থাকিয়া কর্ম্মানুযায়ী ফলের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যাহা হউক, ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে একটু বুঝাইয়া বলিলেন—হে দেবগণ। দক্ষযজ্ঞের এই ঘটনায় আপনাদের পক্ষই অপরাধী, কারণ দেবাদিদেব শঙ্কর সমস্ত যজ্ঞেই সমুচিত অংশভাগী, অথচ দক্ষের যজ্ঞে তাঁহাকে অংশ প্রদান করা ত দূরে থাকুক, আহ্বান পর্য্যন্ত করা হয় নাই, সুতরাং তাহার কল্যাণ হইবে কিরূপে? ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অন্যায় করিয়াও নির্ব্বিঘ্নে ইষ্টসিদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু যাঁহার প্রতি অপরাধ করা হইতেছে, তিনি যদি তেজস্বী হন, প্রতিবিধানে যদি তাঁহার যথেষ্ট শক্তি থাকে, তবে সে স্থলে অপরাধকারীর অভিসন্ধি পূর্ণ হইবে কিরূপে ? আপনাদের এ ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। মহাদেবের প্রভাব না বুঝিয়া তাঁহার প্রতি যেমন দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে, ফল তদনুসারেই ঘটিয়াছে। এখন যদি আপনারা যজ্ঞের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে চাহেন, তবে শীঘ্র গিয়া শঙ্করের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। প্রথমতঃ নিতান্ত দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে তাঁহাকে ব্যথিত করা হইয়াছিল, তারপর দুর্ব্যবহারে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সতীর প্রাণবিয়োগ সাধিত হইয়াছে। এখন শীঘ্র গিয়া ক্ষমা প্রার্থনাদি দ্বারা

জন্মৌষধিতপোমন্ত্র-যোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ। জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা ॥ ৯
নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ। নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ ॥ ১০
নানামলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দর-সানুভিঃ। রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধযোষিতাম্ ॥ ১১

প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহার মহিমা আমরা কেহই বুঝিতে সমর্থ নহি এবং যাঁহার বলবীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, তাঁহার কাছে আর অন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে? আমি আশা করি আপনারা যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই তিনি প্রসন্ন হইবেন, কারণ তিনি "ক্ষিপ্র-প্রসাদ" অর্থাৎ আশুতোষ। তাঁহার যতই ক্রোধ থাকুক না কেন, শরণাগতের প্রতি তিনি অতি সত্বরই তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১—৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—সঃ অজঃ (ব্রহ্মা) সুরান্ (দেবান্) ইত্থম্ (উক্তরূপম্) আদিশ্য তু ("আদেশানন্তরমপি রুদ্র-সমীপগমনে দেবান্ ভয়সঙ্কুচিতান্ লক্ষীকৃত্য" ইত্যয়ং ভাবঃ "তু" শব্দেন সূচিতঃ) সপ্রজেশৈঃ (প্রজাপতিবর্গ-সহিতৈঃ) পিতৃভিঃ (পিতৃলোকৈঃ সহ) তৈঃ (দেবৈঃ) সমন্বিতঃ স্বধিষ্ণ্যাৎ (নিজভবনাৎ) প্রভোঃ পুরদ্বিষঃ (ত্রিপুরবিজয়িনঃ শিবস্য) প্রিয়ং নিলয়ং (প্রিয়ং বাসস্থানং, প্রিয়েতি বিশেষণেন তত্র তস্য সর্ব্বদৈবাবস্থানসম্ভাবনা দৃঢ়ীকৃতা) অদ্রিপ্রবরং (পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং) কৈলাসং যযৌ (গতবান্) ॥ ৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া প্রজাপতি ও পিতৃগণসহ সেই দেবগণকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ংই নিজ বাসস্থান হইতে সেই ত্রিপুর-বিজয়ী শঙ্করের অতিপ্রিয় বাসস্থান কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[চতুর্দ্দশভিঃ শ্লোকৈঃ কৈলাসপর্ব্বতং বর্ণয়তি] জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈঃ (জন্মাদিবিষয়ে সিদ্ধিসম্পন্নৈঃ) নরেতরৈঃ (দেবৈঃ) কিন্নরগন্ধর্ব্বৈঃ (কিন্নরৈঃ গন্ধর্ব্বৈশ্চ) জুষ্টং (সেবিতম্) অপ্সরোভিঃ সদা বৃতং (পরিব্যাপ্তং, "ভূতেশগিরিং বিলোক্য" ইতি পরেণান্বয়ঃ, এবমুত্তরত্রাপি) ॥ ৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—সেই কৈলাস পর্ব্বত, জন্ম, ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র এবং যোগ বিষয়ে সিদ্ধ দেবতাগণ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং সর্ব্বদা অপ্সরাগণে পরিব্যাপ্ত ॥ ৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—কৈলাসং বর্ণয়তি—জন্মৌষধীত্যাদিচতুর্দ্দশভিঃ। নরেতরৈর্দেবৈর্জুষ্টম্ ॥ ৯ ॥

**অন্বয়ঃ।**—নানামণিময়ৈঃ নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ নানাদ্রুমলতাগুল্মৈঃ (নানাবিধাঃ দ্রুমাঃ লতাঃ গুল্মাশ্চ যেষু তৈঃ) নানামৃগগণাবৃতৈঃ (বহুবিধমৃগসমূহপরিব্যাপ্তৈঃ) নানামলপ্রস্রবণৈঃ (বিবিধবিমলপ্রস্রবণযুক্তৈঃ) নানা-কন্দরসানুভিঃ (নানাবিধাঃ কন্দরাঃ গর্ত্তাঃ সানবশ্চ উচ্চপ্রদেশাশ্চ যত্র তৈঃ) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ) রমণৈঃ (পতিভিঃ সহ) বিহরন্তীনাং সিদ্ধযোষিতাং (কিন্নরীপ্রভৃতীনাং) রমণং (রতিকরম্) ॥ ১০।১১ ॥

**মূলানুবাদ।**—ঐ পর্ব্বতে নানাপ্রকার মণিশোভিত বিবিধ ধাতুদ্বারা চিত্রিত বহুতর শৃঙ্গ ছিল, তাহাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নানাবিধ মৃগ, বহুপ্রকার নির্ম্মল প্রস্রবণ (ঝরনা) এবং নানারূপ গহ্বর ও উচ্চপ্রদেশ বিরাজমান থাকায় ঐ পর্ব্বতটি পতিসহ বিহারপরায়ণা সিদ্ধপত্নীদিগের অত্যন্ত আসক্তি-বর্দ্ধক ছিল ॥ ১০।১১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—শৃঙ্গৈ রমণং রতিপ্রদমিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কথম্ভূতৈঃ? নানাধাতুভির্ব্বিচিত্রিতৈঃ, নানা-দ্রুমলতা গুল্মাশ্চ যেষু ॥ ১০ ॥ নানা অমলানি প্রস্রবণানি যেষু। নানা কন্দরাঃ সানবশ্চ যেষু। রমণৈঃ সহ ক্রীড়ন্তীনাম্ ॥ ১১ ॥

ময়ূরকেকাভিরুতং মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতম্। প্লাবিতৈ রক্তকণ্ঠানাং কূজিতৈশ্চ পতত্রিণাম্॥ ১২
আহ্বয়ন্তমিবোদ্ধস্তৈর্দ্বিজান্ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ। ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈর্গৃণন্তমিব নির্ঝরৈঃ॥ ১৩
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্।
তমালৈঃ সালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জ্জুনৈঃ॥ ১৪
চূতৈঃ কদম্বৈর্নীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ। পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি॥ ১৫
স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ বীররেণুকজাতিভিঃ। কুব্জকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্॥ ১৬

**অন্বয়ঃ।**—ময়ূরকেকাভিরুতং (ময়ূরাণাং কেকারবৈঃ শব্দিতং) মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতং (মদান্ধৈঃ মদমত্তৈঃ অলিভিঃ ভ্রমরৈঃ বিমূর্চ্ছিতং গুঞ্জনরাগপূরিতং) রক্তকণ্ঠানাং (কোকিলানাং) প্লাবিতৈঃ (প্লুতভাবযুক্তৈঃ পঞ্চমস্বরৈরিতি যাবৎ) পতত্রিণাম্ (অন্যেষাং পক্ষিণাং) কূজিতৈশ্চ (ধ্বনিভিশ্চ) [মুখরিতমিতিশেষঃ]॥ ১২॥

**মূলানুবাদ।**—ঐ পর্ব্বত ময়ূরগণের কেকারবে, মদমত্ত ভ্রমরদিগের গুঞ্জনের মূর্চ্ছনায়, কোকিলের পঞ্চমস্বরে এবং অন্যান্য পক্ষিগণের কলরবে মুখরিত ছিল॥ ১২॥

**শ্রীধরটীকা।**—ময়ূরাণাং কেকাভিঃ স্বনৈর্নাদিতম্। মদান্ধৈরলিভির্বিমূর্চ্ছিতম্, মূর্চ্ছনা রাগগতিবিশেষঃ, তদ্ব্যাপ্তং কৃতম্। রক্তকণ্ঠানাং কোকিলানাং প্লাবিতৈঃ প্লুতত্বং নীতৈঃ স্বরৈঃ। অন্যেষাং পতত্রিণাঞ্চ কূজিতৈঃ॥১২॥

**অন্বয়ঃ।**—উদ্ধস্তৈঃ (উন্নমিতহস্তৈরিব) কামদুঘৈঃ (অভিলষিতফলপ্রদৈঃ) দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ) দ্বিজান্ (পক্ষিণঃ) আহ্বয়ন্তম্ ইব, মাতঙ্গৈঃ (হস্তিভিঃ) ব্রজন্তমিব (হস্তিনাং গত্যা গতিমন্তমিব) নির্ঝরৈঃ গৃণন্তমিব (ভাষমানমিব)॥ ১৩॥

**মূলানুবাদ।**—সেই পর্ব্বতে (লোকের) বাঞ্ছিতফলপ্রদ বহুতর সমুন্নত কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান থাকায় বোধ হয় যেন পর্ব্বত হস্ত উত্তোলন করিয়া পক্ষিগণকে আহ্বান করিতেছে এবং বহু সংখ্যক হস্তীর বিচরণে মনে হয় যেন পর্ব্বতই স্বয়ং বিচরণ করিতেছে, আর ঝরণার জলপতনশব্দে মনে হয় যেন পর্ব্বতই বুঝি কথা কহিতেছে॥ ১৩॥

**অন্বয়ঃ।**—মন্দারৈঃ পারিজাতৈঃ, সরলৈঃ তমালৈঃ, সালতালৈশ্চ (সালৈঃ তালৈশ্চ) কোবিদারাসনার্জ্জুনৈঃ (কোবিদারাঃ রক্তকাঞ্চনবৃক্ষাঃ, আসনাঃ জীবকবৃক্ষাঃ, অর্জ্জুনাশ্চ বৃক্ষবিশেষাঃ, এতৈঃ সর্ব্বৈঃ বৃক্ষৈঃ) উপশোভিতম্॥ ১৪॥

**মূলানুবাদ।**—মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, শাল, তাল, রক্তকাঞ্চন, জীবক ও অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহ দ্বারা সেই পর্ব্বত অত্যন্ত শোভমান ছিল॥ ১৪॥

**শ্রীধরটীকা।**—উদ্ধস্তকল্পতশাখৈর্দ্রুমৈঃ দ্বিজান্ পক্ষিণঃ আহ্বয়ন্তমিব। লোকা হি হস্তমুৎক্ষিপ্য উচ্চৈঃস্বরেণাহ্বানমর্থিনাং কুর্ব্বন্তি, অদ্রিশ্চোৎক্ষিপ্তহস্তাকারৈর্দ্রুমৈস্তত্রত্যপক্ষিস্বনৈশ্চ তথা লক্ষিত ইত্যর্থঃ। ব্রজদ্ভির্মাতঙ্গৈর্গজৈর্ব্রজন্তমিব। নির্ঝরধ্বনিভির্গৃণন্তং ভাষমাণমিব॥ ১৩।১৪॥

**অন্বয়ঃ।**—চূতৈঃ (আম্রবৃক্ষৈঃ), কদম্বনীপৈঃ (কদম্বৈর্নীপৈশ্চেতি অবান্তরজাতিভেদবিবক্ষয়া শব্দদ্বয়প্রয়োগঃ) নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ, পাটলাশোকবকুলৈঃ, কুন্দৈঃ, কুরুবকৈঃ, স্বর্ণার্ণশতপত্রৈঃ, বীররেণুকজাতিভিঃ, কুব্জকৈঃ মল্লিকাভিশ্চ, মাধবীভিশ্চ, মণ্ডিতং (শোভিতম্)॥ ১৫—১৬॥

**মূলানুবাদ।**—আম্র, কদম্ব, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণবর্ণশতপত্র, বীররেণুক (এলা), জাতি, কুব্জক, মল্লিকা, মাধবী, প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা দ্বারা ঐ পর্ব্বত শোভিত ছিল॥ ১৫—১৬॥

পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ। ভূর্জ্জৈরোষধিভিঃ পূগৈ রাজপূগৈশ্চ জম্বুভিঃ ॥ ১৭
খর্জ্জুরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ পিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ। দ্রুমজাতিভিরন্যৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ ॥ ১৮
কুমুদোৎপলকহ্লার-শতপত্রসমৃদ্ধিভিঃ। নলিনীষু কলং কূজৎ খগবৃন্দোপশোভিতম্ ॥ ১৯

মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রৈঋক্ষশল্লকৈঃ।
গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাঘ্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ।
কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈর্নির্জ্জুষ্টং বৃকনাভিভিঃ ॥ ২০ ॥
কদলী-খণ্ড-সংরুদ্ধ-নলিনী-পুলিন-শ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

**অন্বয়ঃ।** -পনসোড়ুম্বরেত্যাদি, (তত্তন্নামকৈঃ বৃক্ষবিশেষৈঃ পূর্ব্বং চূতেতি কথিতেঽপি তত্র পুনঃ আম্রেতি কথনং "কদম্বনীপৈ"রিত্যত্রৈব সমাধেয়ং, বেণুকীচকয়োস্তু নীরন্ধ্রসরন্ধ্রত্বেন ভেদো বোধ্যঃ) রাজিতং (শোভিতম্) ॥ ১৭।১৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—কাঁঠাল, ডুমুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গু, ভূর্জ্জ, ওষধি (যে সকল বৃক্ষ ফল পাকিলেই মরিয়া যায় তাহা), গুবাক্, রাজগুবাক্, জাম, খেজুর, আমড়া, আম, পিয়াল, মধুক, ইঙ্গুদ, বাঁশ, কীচক (ছিদ্রযুক্ত বাঁশ) এবং অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাসমূহে সেই পর্ব্বত সুশোভিত ছিল ॥ ১৭।১৮ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—চূতাম্রয়োর্নীপকদম্বয়োরবান্তরজাতিবিশেষঃ। বেণুকীচকযোশ্চ নীরন্ধ্রসরন্ধ্রত্বেন ভেদঃ। স্বর্ণার্ণৈঃ স্বর্ণবর্ণৈঃ শতপত্রৈর্মণ্ডিতম্। রেণুকজাতিভিরিত্যত্র রেণুকা এলা, জাতির্মালতী। দ্রুমজাতিভিরিত্যত্র জাতিরবান্তরসামান্যম্ ॥ ১৫—১৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রসমৃদ্ধিভিঃ (কুমুদাদয়ঃ নানাবিধপদ্মসৌগন্ধিকাদয়ঃ পুষ্পবিশেষাঃ, তেষাং সমৃদ্ধিভিঃ সৌন্দর্য্যসৌগন্ধ্যাদিভিঃ হেতুভিঃ) নলিনীষু (সরোবরেষু) কলম্ (অব্যক্তমধুরং যথা স্যাৎ তথা) কূজৎখগবৃন্দোপশোভিতং (কূজদ্ভিঃ শব্দায়মানৈঃ খগবৃন্দৈঃ পক্ষিবৃন্দৈঃ পক্ষিসমূহৈঃ উপশোভিতম্) ॥ ১৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, শতপত্র প্রভৃতি পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া তথাকার সরোবর গুলিতে নানাবিধ পক্ষী মধুর কলরব করায় সেই পর্ব্বতটি বিশেষ শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—কুমুদাদিভেদসমৃদ্ধিভির্হেতুভিঃ নলিনীষু সরঃসু কলং মধুরং যথা ভবত্যেবং কূজন্তি যানি পক্ষিবৃন্দানি, তৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৯ ॥

**অন্বয়ঃ।**—মৃগৈঃ, শাখামৃগৈঃ (বানরৈঃ) ক্রোড়ৈঃ (শূকরৈঃ) মৃগেন্দ্রৈঋক্ষশল্লকৈঃ (মৃগেন্দ্রাঃ সিংহাঃ, ইভাঃ হস্তিনঃ, ঋক্ষাঃ ভল্লুকাঃ, শল্লকাঃ সর্জ্জারবঃ, তৈঃ) গবয়ৈঃ (গোসদৃশৈঃ পশুবিশেষৈঃ) শরভৈঃ রুরুভিশ্চ (মৃগবিশেষৈঃ) ব্যাঘ্রৈঃ, মহিষাদিভিঃ, কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈঃ (কর্ণান্ত্রাদয়ঃ মনুষ্যাকারা মৃগবিশেষাঃ, তৈঃ) বৃকনাভিভিঃ (বৃকাঃ ব্যাঘ্রবিশেষাঃ, নাভয়ঃ কস্তুরীমৃগাঃ তৈঃ) নিজুষ্টং (পরিসেবিতম্) ॥ ২০ ॥

**মূলানুবাদ।**—সেই পর্ব্বতটি মৃগ, বানর, শূকর, সিংহ, হস্তী, ভল্লুক, শল্লক (সেজারু) গবয় (বনগরু), রুরু ও শরভ নামক মৃগবিশেষ, ব্যাঘ্র, মহিষ, কর্ণান্ত্র, একপদ, অশ্ব, আস্য, নেকড়ে বাঘ, কস্তুরীমৃগ, প্রভৃতি নানাপ্রকার পশুগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত ছিল ॥ ২০ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—মৃগাদিভির্নির্জ্জুষ্টং নিষেবিতম্। পূর্ব্বং মৃগগণাঃ শৃঙ্গিবিশেষণত্বেনোক্তাঃ ইদানীং স্বাতন্ত্র্যে-ণেত্যপৌনরুক্ত্যম্। নাভিঃ কস্তুরীমৃগঃ ॥ ২০ ॥

পর্য্যস্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া । বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ২২

দদৃশুস্তত্র তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্ । বনং সৌগন্ধিকঞ্চাপি যত্র তন্নাম পঙ্কজম্ ॥ ২৩

নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহ্যতঃ পুরঃ । তীর্থপাদপদাম্ভোজ-রজসাতীব পাবনে ॥ ২৪

যয়োঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্তরবরুহ্য স্বধিষ্ণ্যতঃ । ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ্য রতিকর্ষিতাঃ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ** ।—কদলীষণ্ডসংরুদ্ধনলিনীপুলিনশ্রিয়ং ( কদলীষণ্ডৈঃ কদলীবৃক্ষসমূহৈঃ সংরুদ্ধানি পরিব্যাপ্তানি যানি নলিনীপুলিনানি সরোবরতীরাণি, তৈঃ শ্রীঃ শোভা যত্র তং ) সত্যাঃ ( ভবান্যাঃ ) স্নানপুণ্যতরোদয়া ( স্নানেন পুণ্যতরম্ উদম্ উদকং জলং যস্যাঃ তয়া) নন্দয়া ( গঙ্গয়া ) পর্য্যস্তং (বেষ্টিতং) ভূতেশগিরিং ( ভূতেশঃ শিবঃ তদধিষ্ঠিতং গিরিং কৈলাসপর্ব্বতং ) বিলোক্য ( দৃষ্ট্বা ) বিবুধাঃ ( দেবাঃ ) বিস্ময়ং যযুঃ ( প্রাপ্তবন্তঃ )। ২১।২২ ।

**মূলানুবাদ** ।—অগণিত পদ্ম শোভিত সরোবরতীরে কদলীবৃক্ষরাজি অবস্থিত থাকায় যে-পর্ব্বতের অত্যন্ত শোভা হইয়াছিল এবং যাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া সতীদেবীর স্নানদ্বারা সাতিশয় পবিত্রজলা গঙ্গা প্রবাহিতা, এইরূপ কৈলাসপর্ব্বত দেখিয়া দেবগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ২১।২২

**শ্রীধরটীকা** ।—কদলীষণ্ডৈঃ সংরুদ্ধানি আবৃতানি নলিনীনাং পুলিনানি, তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্মিন্ । ২১।
নন্দয়া গঙ্গয়া পর্য্যস্তং পরিবেষ্টিতম্ । সত্যা ভবান্যাঃ স্নানেন পুণ্যতরমতিসুগন্ধমুদকং যস্যাঃ ॥ ২২ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—তত্র (কৈলাসে) তে (সমাগতা দেবাঃ) রম্যাং (মনোজ্ঞাম্) অলকাং (নাম পুরীং) সৌগন্ধিকং (তন্নামকং বনং চ) দদৃশুঃ (অবলোকিতবন্তঃ) যত্র(বনে) তন্নাম (সৌগন্ধিকনামকং) পঙ্কজং (পদ্মং ভবতীতি শেষঃ)।২৩

**মূলানুবাদ** ।—সমাগত দেবগণ সেই পর্ব্বতে অলকা নামে একটি মনোরম পুরী এবং সৌগন্ধিক নামে একটি বন দেখিতে পাইলেন, এই বনে সৌগন্ধিক নামে পদ্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

**শ্রীধরটীকা** ।—তত্র গিরৌ বনঞ্চ দদৃশুঃ । যত্র বনে তন্নাম সৌগন্ধিকনাম পঙ্কজং ভবতি । তাতাস্বেদ-বচনম্ ॥ ২৩ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—পুরঃ ( তস্যা অলকায়াঃ ) বাহ্যতঃ (বহির্ভাগে ) তীর্থপাদপদাম্ভোজরজসা (তীর্থপাদস্য শ্রীহরেঃ পদাম্ভোজস্য পাদপদ্মস্য রজসা রেণুনা ) অতীবপাবনে ( অত্যন্তপবিত্রে ) নন্দা চ অলকনন্দা চ ( এতন্নামদ্বয়যুক্তে ) সরিতৌ ( নদ্যৌ, প্রবাহিতে ইতি শেষঃ ) ॥ ২৪ ॥

**মূলানুবাদ** ।—সেই অলকাপুরীর বহির্ভাগে ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মের রেণুদ্বারা সাতিশয় পবিত্র নন্দা ও অলকনন্দা নামে দুইটি নদী প্রবাহিত ছিল ॥ ২৪ ॥

**শ্রীধরটীকা** ।—পুরীং বর্ণয়তি—নন্দা চেতি চতুর্ভিঃ । সরিতৌ পুরঃ পুর্য্যাবাহ্যতো ভবতঃ । তীর্থপাদস্য হরেঃ পাদাম্ভোজস্য রজসা ॥ ২৪ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—ক্ষত্তঃ ! ( হে বিদুর ! ) সুরস্ত্রিয়ঃ ( দেবরমণ্যঃ ) স্বধিষ্ণ্যতঃ (স্বস্বস্থানাৎ) অবরুহ্য (অবতরণং কৃত্বা ) যয়োঃ ( নন্দায়াম্ অলকনন্দায়াঞ্চেতি দ্বয়োর্নদ্যোঃ ) বিগাহ্য ( প্রবিশ্য ) রতিকর্ষিতাঃ ( সুরক্তচিত্তাঃ সত্যঃ ) পুংসঃ ( নায়কান্ ) সিঞ্চন্ত্যঃ ( সবিলাসজলক্ষেপৈরাপ্লাবয়ন্ত্যঃ ) ক্রীড়ন্তি ॥ ২৫ ॥

**মূলানুবাদ** ।—হে বিদুর ! দেবরমণীগণ স্ব স্ব স্থান হইতে অবতরণ করিয়া সেই নন্দা ও অলকনন্দার জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুরক্তচিত্তে নায়কদিগের গাত্রে জল সেচন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

**শ্রীধরটীকা** ।—যয়োর্বিগাহ্য প্রবিশ্য ক্রীড়ন্তি ॥ ২৫ ॥

যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরম্। বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ ॥ ২৬
তারহেমমহারত্ন-বিমানশতসঙ্কুলাম্। জুষ্টাং পুণ্যজনস্ত্রীভির্যথা খং সতড়িদ্ঘনম্ ॥ ২৭
হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকঞ্চ তৎ। দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্হৃদ্যং চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ ॥ ২৮
রক্তকণ্ঠখগানীক-স্বরমণ্ডিতষট্পদম্।
কলহংসকুলপ্রেষ্ঠ-খরদণ্ডজলাশয়ম্ ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ**।—তৎস্নানবিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরং ( তাসাং সুরস্ত্রীণাং স্নানেন বিভ্রষ্টং গলিতং যৎ নবং কুঙ্কুমং তেন পিঞ্জরং পীতবর্ণং ) যয়োঃ ( নন্দালকনন্দয়োর্নদ্যোঃ ) অম্ভঃ ( জলং ) গজীঃ ( হস্তিনীঃ ) পায়য়ন্তঃ গজাঃ বিতৃষোঽপি ( তৃষ্ণাশূন্যা অপি ) পিবন্তি ॥ ২৬ ॥

**মূলানুবাদ**।—দেবরমণীদিগের স্নানকালে যে নদীদ্বয়ের জল তাঁহাদের গাত্র হইতে বিগলিত নব কুঙ্কুমের প্রভায় পীতবর্ণ ধারণ করে, হস্তিগণ ( জলক্রীড়াপ্রসঙ্গে ) হস্তিনীদিগকে সেই জল পান করাইবার সময় নিজেদের পিপাসা না থাকিলেও তাহা পান করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—যয়োরম্ভো বিগততৃষোঽপি গজাঃ পিবন্তি। তত্র হেতুঃ—তাসাং সুরস্ত্রীণাং স্নানেন বিভ্রষ্টং গলিতং যন্নবং কুঙ্কুমং, তেন পিঞ্জরং পীতবর্ণম্। গজীঃ করিণীঃ ॥ ২৬ ॥

**অন্বয়ঃ**।—তারহেমমহারত্নবিমানশতসঙ্কুলাং ( তারং রৌপ্যং, হেম স্বর্ণং, মহারত্নম্ পদ্মরাগমণ্যাদিকং তন্ময়ানাং বিমানানাং রথানাং শতেন সঙ্কুলাং পরিব্যাপ্তাং ) সতড়িদ্ঘনং ( তড়িচ্চ ঘনশ্চ তড়িদ্ঘনৌ বিদ্যুন্মেঘৌ, তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানাং ) খং যথা ( আকাশমিব ) পুণ্যজনস্ত্রীভিঃ ( যক্ষরমণীভিঃ ) জুষ্টাং ( সেবিতাম্ অধিষ্ঠিতামিতি যাবৎ ) যক্ষেশ্বরপুরীম্ ( অলকাং ) হিত্বা ( অতিক্রম্য ) তৎ ( প্রাগুক্তং ) সৌগন্ধিকং বনং দৃষ্ট্বা চ ( তে দেবা বটং দদৃশুরিত্যুত্তরত্র চতুর্থশ্লোকেন অন্বয়ঃ ), [ সৌগন্ধিকবনং বর্ণয়তি ] চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ ( চিত্রাণি মাল্যানি ফলানি, ছদাশ্চ পত্রাণি চ যেষাং তৈঃ ) কামদুঘৈঃ ( ইচ্ছানুরূপফলপ্রদৈঃ ) দ্রুমৈঃ ( বৃক্ষৈঃ ) হৃদ্যং ( মনোজ্ঞম্ ) ॥ ২৭।২৮ ॥

**মূলানুবাদ**।—যে-অলকাপুরীতে রজত, কাঞ্চন ও উৎকৃষ্টরত্নখচিত বহুতর রথ অবস্থিত থাকায় এবং যক্ষপত্নীগণ বিরাজমান থাকায় সেই পুরী বিদ্যুৎসংযুক্ত মেঘের দ্বারা শোভিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, দেবগণ তাহা অতিক্রম করিয়া বিচিত্র মাল্য, ফল ও পত্রসম্পন্ন বাঞ্ছিতফলপ্রদ বৃক্ষগণের দ্বারা মনোহর সেই সৌগন্ধিক বন [ দেখিয়া পরে কিছুদূরে একটি বটবৃক্ষ দেখিয়াছিলেন ] ॥ ২৭।২৮ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—তারং রূপ্যম্। তারাদিময়বিমানানাং শতৈঃ সঙ্কুলাম্। তড়িদ্ভিঃ স্ত্রীণাং ঘনৈর্বিমানানাং খেন পুর্য্যাঃ সদৃশম্ ॥ ২৭ ॥ যক্ষেশ্বরপুরীং হিত্বা অতিক্রম্য, দৃষ্ট্বা তে দেবা আরাদ্দূরাদ্বটং দদৃশুরিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতম্ বনম্? চিত্রাণি মাল্যানি ফলানি ছদাশ্চ পত্রানি যেষু তৈর্দ্রুমৈর্হৃদ্যং সুখকরম্ ॥ ২৮ ॥

**অন্বয়ঃ**।—রক্তকণ্ঠখগানীকস্বরমণ্ডিতষট্পদং ( রক্তকণ্ঠাঃ রাগপূর্ণকণ্ঠসম্পন্নাঃ খগাঃ কোকিলাদয এব অনীকাঃ প্রকৃতিরাজ্যসৈনিকাঃ, তেষাং স্বরৈর্মণ্ডিতা ভূষিতাঃ ষট্পদাঃ ভ্রমরস্বরা যত্র তৎ ) কলহংসকুলপ্রেষ্ঠখরদণ্ড-জলাশয়ং ( কলহংসকুলস্য প্রেষ্ঠানি প্রিয়তমানি খরদণ্ডানি পদ্মানি যত্র তথাবিধো জলাশয়ো যস্মিন্ তৎ ) ॥ ২৯ ॥

**মূলানুবাদ**।—সেই বনে রাগযুক্ত কণ্ঠস্বরসম্পন্ন কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণের স্বরে ভ্রমরগণের গুঞ্জন অধিকতর মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইতেছিল এবং কলহংসদিগের অতিপ্রিয় পদ্মপূর্ণ জলাশয়গুলি তথায় বিরাজমান ছিল ॥২৯

**শ্রীধরটীকা**।—রক্তকণ্ঠখগানামনীকস্য স্বরৈর্মণ্ডিতাঃ ষট্পদাঃ ষট্পদস্বরা যস্মিন্। কলহংসানাং কুলস্য প্রেষ্ঠানি খরদণ্ডানি পদ্মানি তৈর্যুক্তা জলাশয়া যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

বনকুঞ্জবসংঘৃষ্ট-হবিচন্দনবায়ুনা ।
অধি পুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুরুন্মথয়ন্মনঃ ॥ ৩০
বৈদূর্য্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ । প্রাপ্তং কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বা ত আরাদ্দদৃশুর্বটম্ ॥ ৩১
স যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনবিটপায়তঃ । পর্য্যক্‌কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীডস্তাপবর্জ্জিতঃ ॥ ৩২
তস্মিন্ মহাযোগময়ে মুমুক্ষুশরণে সুরাঃ ।
দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবান্তকম্ ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ ।**—বনকুঞ্জরসংঘৃষ্টহরিচন্দনবায়ুনা ( বনকুঞ্জরৈঃ বন্যহস্তিভিঃ সংঘৃষ্টা যে হরিচন্দনাঃ তন্নামকবৃক্ষাঃ তৎসম্পর্কিতবায়ুনা ) পুণ্যজনস্ত্রীণাং ( যক্ষরমণীনাং ) মনঃ মুহুঃ ( পুনঃপুনঃ ) অধি ( অধিকম্ ) উন্মথয়ৎ ( উত্তরলী-কুর্ব্বৎ ) ॥ ৩০ ॥

**মূলানুবাদ ।**—বন্য হস্তীদিগের গাত্রসংঘর্ষণে হরিচন্দনবৃক্ষের নির্য্যাস ক্ষরিত হওয়ায়, তৎসম্পর্কে সেই বনের বায়ু এমন মনোহর গন্ধসম্পন্ন হইয়াছিল যে তাহার আঘ্রাণে যক্ষরমণীগণের মন বারংবার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল ॥ ৩০ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—বনকুঞ্জরৈঃ সংঘৃষ্টা যে হরিচন্দনদ্রুমাঃ, তৎসঙ্গিনা বায়ুনা পুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুঃ মনঃ অধি অধিকমুন্মথয়ৎ ॥ ৩০ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—বৈদূর্য্যকৃতসোপানাঃ ( বৈদূর্য্যৈঃ মণিবিশেষৈঃ কৃতং সোপানং যাসু তাঃ ) উৎপলমালিনীঃ ( উৎপলমালা পদ্মশ্রেণী বিদ্যতে যাসু তাঃ, প্রথমাবহুবচনান্তম্ আর্ষমিদং পদং ) বাপ্যঃ ( দীর্ঘিকাঃ, যত্র তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ ) তে ( দেবাঃ ) কিম্পুরুষৈঃ প্রাপ্তং ( কিন্নরৈরধিষ্ঠিতং ) [ তৎসৌগন্ধিকবনং ] দৃষ্ট্বা আরাৎ ( অদূরে ) বটং দদৃশুঃ ( অবলোকিতবন্তঃ ) ॥ ৩১ ॥

**মূলানুবাদ ।**—সেই বনে কিন্নরগণ অধ্যুষিত বৈদূর্য্যমণিদ্বারা রচিত সোপান সম্পন্ন পদ্মপূর্ণ বহু দীঘি আছে, সমাগত দেবগণ সেই বন দর্শন করিয়া পরে নিকটেই একটী বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন ॥ ৩১ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—যত্র চ উৎপলমালিন্যো বাপ্যঃ, তৎ কিম্পুরুষৈঃ প্রাপ্তং বনং দৃষ্ট্বা, প্রাপ্তা ইতি পাঠান্তরে কিম্পুরুষৈঃ প্রাপ্তা বাপীশ্চ দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—[ উক্তং বটং বর্ণয়তি ] সঃ (বটঃ) যোজনশতোৎসেধঃ (যোজনশতম্ উৎসেধঃ ঔন্নত্যং যস্য সঃ) পাদোনবিটপায়তঃ ( পাদোনৈঃ পঞ্চসপ্ততিযোজনপ্রমাণৈঃ বিটপৈঃ শাখাভিঃ আয়তঃ বিস্তৃতঃ ) পর্য্যক্ ( চতুর্দ্দিক্ষু ) কৃতাচলচ্ছায়ঃ ( কৃতা অচলা ছায়া যেন সঃ ) নির্নীডঃ ( পক্ষিবাসস্থানশূন্যত্বাৎ উপদ্রবরহিতঃ ) তাপবর্জ্জিতঃ [ আসীদিতি শেষঃ ] ॥ ৩২ ॥

**মূলানুবাদ ।**—সেই বটবৃক্ষটী শতযোজন উচ্চ, তাহার শাখা সমূহ পচাত্তর যোজন বিস্তৃত এবং স্বয়ং চতুর্দ্দিকে স্থির ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সেখানে কিছুমাত্র সন্তাপ নাই এবং পক্ষীদিগের বাসা নাই ॥৩২॥

**শ্রীধরটীকা ।**—যোজনশতম্ উৎসেধ উচ্ছ্রায়ো যস্য। পাদোনৈঃ সর্ব্বতঃ পঞ্চসপ্ততিযোজনপ্রমাণৈর্বিটপৈঃ শাখাভিরায়তো বিস্তৃতঃ পর্য্যক্ সর্ব্বতঃ কৃতা অচলা ছায়া। নির্গতং নীডং যস্মাৎ ॥ ৩২ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—[বেশ] সুরাঃ ( দেবাঃ ) মহাযোগময়ে ( পরমযোগক্ষেত্রে ) মুমুক্ষুশরণে ( মুমুক্ষূণাং মুক্তিলাভেচ্ছূনাং শরণে আশ্রয় স্বরূপে ) [তস্মিন্] ( তস্য বটস্য তলে ) আসীনম্ ( উপবিষ্টং ) ত্যক্তামর্ষং ( বিগতক্রোধম্ ) অন্তকমিব ( যমম্ ইব ) শিবং দদৃশুঃ ॥

সনন্দনাদ্যৈর্মহাসিদ্ধৈঃ শান্তৈঃ সংশান্তবিগ্রহম্। উপাস্যমানং সখ্যা চ ভর্ত্রা গুহ্যকরক্ষসাম্ ॥৩৪
বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্। চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩৫
লিঙ্গঞ্চ তাপসাভীষ্টং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্। অঙ্গেন সন্ধ্যাভ্ররুচা চন্দ্রলেখাঞ্চ বিভ্রতম্ ॥ ৩৭
উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃষ্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্। নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণ্বতাং সতাম্ ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—মুক্তিকামীদিগের আশ্রয়স্বরূপ পরমযোগক্ষেত্র সেই বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেবগণ দেখিতে পাইলেন যে তথায় ভগবান্ শিব বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং যম ক্রোধশূন্য মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—মুমুক্ষূণাং শরণে আশ্রয়ে। ত্যক্তামর্ষো যোহন্তকস্তত্তুল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—সংশান্তবিগ্রহং (সম্যক্প্রশান্তমূর্ত্তিং) শান্তৈঃ (শমগুণাবলম্বিভিঃ) সনন্দনাদ্যৈঃ (সনন্দনপ্রভৃতিভিঃ) মহাসিদ্ধৈঃ, সখ্যা (শিবস্য সুহৃদা) গুহ্যকরক্ষসানাং (যক্ষরাক্ষসানাং) ভর্ত্রা (অধিপতিনা, কুবেরেণ ইত্যর্থঃ) উপাস্যমানং (সেব্যমানং, শিবং দদৃশুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—তৎকালে শিবের মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত ছিল, সনন্দন প্রভৃতি মহাসিদ্ধিপ্রাপ্ত ঋষিগণ ও যক্ষরাক্ষসদিগের অধিপতি নিজ সুহৃদ কুবের তাঁহাকে সেবা করিতেছিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা—তং বিশিনষ্টি—সনন্দনাদ্যৈরিতি পঞ্চভিঃ। সখ্যাচ কুবেরেণোপাস্যমানম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—বিদ্যাতপোযোগপথং (বিদ্যা উপাসনা, তপঃ চিত্তৈকাগ্র্যং, যোগঃ সমাধিঃ, তেষাং পন্থানম্) আস্থিতম্ (অধিষ্ঠিতং), বিশ্বসুহৃদম্, [অতএব] বাৎসল্যাৎ (স্নেহবশাৎ) লোকমঙ্গলং (সর্ব্বলোকহিতকরং তপঃ) চরন্তম্ (অনুতিষ্ঠন্তং) তম্ অধীশ্বরং (শিবম্) ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—তখন সেই মহেশ্বর উপাসনা, তপস্যা, ও সমাধির পথে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি বিশ্বের সুহৃদ, এজন্য সর্ব্বলোকের হিতকর তপস্যা আচরণ করিতেছিলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—বিদ্যা উপাসনা, তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং, যোগঃ সমাধিঃ, তেষাং পন্থানং প্রবর্ত্তনদ্বারা। লোকস্য মঙ্গলং হিতং তপোবাৎসল্যাৎ স্নেহাদাচরন্তম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সন্ধ্যাভ্ররুচা (সন্ধ্যাকালীনং যৎ অভ্রং মেঘঃ তস্য রুক্ কান্তিরিব রুক্ যস্য তেন) অঙ্গেন (দেহেন) তাপসাভীষ্টং (শৈবপ্রিয়ং) ভস্মদণ্ডজটাজিনং লিঙ্গং (ভস্মাদিরূপং চিহ্নং) চন্দ্রলেখাঞ্চ (চন্দ্রকলাঞ্চ) বিভ্রতং (ধারয়ন্তং) ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ।—তিনি সন্ধ্যাকালীন মেঘের প্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দেহে ভস্ম, দণ্ড, জটা, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি শৈবজনপ্রিয় চিহ্ন এবং চন্দ্রের কলা ধারণ করিতেছিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—সন্ধ্যাভ্ররুচা রক্তবর্ণেনাঙ্গেন ভস্মাদি লিঙ্গং চন্দ্ররেখাঞ্চ বিভ্রতম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—দর্ভময্যাং (কুশরচিতায়াং) বৃষ্যাং (ব্রতিনাম্ অসনং বৃষী, তত্র) উপবিষ্টং, শৃণ্বতাং সতাং (শ্রবণকারিণাং বহূনাং মহাপুরুষাণাং মধ্যে) পৃচ্ছতে (জিজ্ঞাসমানায়) নারদায় সনাতনং ব্রহ্ম (বেদং প্রবোচন্তম্ (উপদিশন্তম্) ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রতীদিগের উপযোগী কুশময় আসনে উপবেশন করিয়া তিনি বহুতর শ্রোতৃবর্গের মধ্যে জিজ্ঞাসু নারদকে সনাতন বেদ উপদেশ দিতেছিলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—ব্রতিনামাসনং বৃষী তস্যাম্। ব্রহ্ম প্রবোচন্তম্ ॥ ৩৭ ॥

কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মঞ্চ জানুনি ।
বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥ ৩৮
তং ব্রহ্মনির্ব্বাণসমাধিমাশ্রিতং ব্যুপাশ্রিতং গিরিশং যোগকক্ষাম্ ।
সলোকপালা মুনয়ো মনূনামাদ্যং মনুং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥ ৩৯
স তূপলভ্যাগতমাত্মযোনিং সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ।
উত্থায় চক্রে শিরসাভিবন্দনমর্হত্তমঃ কস্য যথৈব বিষ্ণুঃ ॥ ৪০
তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভির্যে বৈ সমন্তাদনু নীললোহিতম্ ।
নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং কৃতপ্রণামং প্রহসন্নিবাত্মভূঃ ॥ ৪১

**অন্বয়ঃ** ।—দক্ষিণে উরৌ সব্যং ( বামং ) পাদপদ্মং, জানুনি চ ( সব্যে ) বাহুং ( বামবাহুং ), প্রকোষ্ঠে ( দক্ষিণবাহুমণিবন্ধনে ) অক্ষমালাং ( জপমালিকাং ) কৃত্বা ( সংস্থাপ্য ) তর্কমুদ্রয়া ( তর্কমুদ্রা চ টীকোক্তা জ্ঞেয়া, তয়া উপলক্ষিতম্ ) আসীনম্ ( উপবিষ্টং ) [ শিবং দদৃশুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ] ॥ ৩৮ ॥

**মূলানুবাদ** ।—তিনি বাম চরণ দক্ষিণ উরুতে, বামহস্ত বামজানুদেশে এবং জপের মালা দক্ষিণহস্তের মণিবন্ধে স্থাপিত করিয়া তর্কমুদ্রাসম্পন্ন অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৩৮ ॥

**শ্রীধরটীকা** ।—সব্যং পাদপদ্মং দক্ষিণে উরৌ কৃত্বা বিন্যস্য, জানুনি চ সব্যে সব্যং বাহুং কৃত্বা, দক্ষিণবাহুপ্রকোষ্ঠে মণিবন্ধস্থানে অক্ষমালাঞ্চ কৃত্বা, দক্ষিণহস্তকৃতয়া তর্কমুদ্রয়া উপলক্ষিতমাসীনমিত্যর্থঃ । তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—"একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্ । ইতরস্মিন্ তথা বাহুং বীরাসনমিদং স্মৃতম্ ॥" তর্কমুদ্রা চোক্তা "তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোরগ্রে মিথঃ সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ । প্রসার্য্য বন্ধনং প্রাহুস্তর্কমুদ্রেতি তান্ত্রিকাঃ" ॥ ইতি । ৩৮

**অন্বয়ঃ** ।—ব্রহ্মনির্ব্বাণসমাধিং ( ব্রহ্মানন্দপরায়ণতাম্ ) আশ্রিতং, যোগকক্ষাং ব্যুপাশ্রিতং (বামজানুদৃঢ়ীকরণার্থং যোগপট্টং যোগাসনবিশেষমিতি যাবৎ, ব্যুপাশ্রিতম্ অবলম্বমানং ) মনূনাং ( মননশীলানাং মধ্যে ) আদ্যং মনুং ( মুখ্যং মননশীলং ) তং গিরিশং ( শিবং ) সলোকপালাঃ ( লোকপালবর্গসহিতাঃ ) মুনয়ঃ প্রাঞ্জলয়ঃ ( কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সন্তঃ ) প্রণেমুঃ ( প্রণতবন্তঃ ) ॥ ৩৯ ॥

**মূলানুবাদ** ।—আত্মজ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য মহাদেব যোগের উপযোগী আসনবিশেষ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মানন্দ মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন (এই অবস্থায়) লোকপালবর্গসহ মুনিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৯

**শ্রীধরটীকা** ।—ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মানন্দঃ, তত্র সমাধিরৈকাগ্র্যং, তমাশ্রিতম্ । যোগকক্ষাং যোগপট্টঞ্চ বামজানুদৃঢ়ীকরণায় বিশেষেণোপাশ্রিতবন্তম্ মননশীলা মনবঃ, তেষামাদ্যং মুখ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ( দেবদানবপ্রধানৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজিতচরণঃ ) স তু ( মহাদেবঃ ) আত্মযোনিং ( ব্রহ্মাণম্ ) আগতম্ উপলভ্য ( অনুভূয় ) অর্হত্তমঃ ( পূজ্যতমঃ ) বিষ্ণুঃ কস্য ( কশ্যপস্য ) যথৈব ( শিরসা অভিবন্দনং চক্রে তথৈব ) উত্থায় শিরসা ( আনতমস্তকেন ) অভিবন্দনং চক্রে ॥ ৪০ ॥

**মূলানুবাদ** ।—দেবতা ও দানববৃন্দের নায়কগণ পর্য্যন্ত যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন, সেই মহাদেব, ব্রহ্মা আসিয়াছেন উপলব্ধি করিয়াই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পরমপূজ্য বামনমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু যেমন কশ্যপের অভিবাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥

**শ্রীধরটীকা** ।—অর্হত্তমো বিষ্ণুর্বামনমূর্ত্তির্যথা কস্য কশ্যপস্য ॥ ৪০ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—অপরে যে বৈ সিদ্ধগণাঃ ( সনন্দনাদ্যাঃ ) মহর্ষিভিঃ ( সহ ) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিক্ষু) নীললোহিতং

(মহাদেবম্) অনু (অনুবর্ত্তন্তে) [তেঽপি] তথা (ব্রহ্মাণম্ অভিবাদিতবন্তঃ), নমস্কৃতঃ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) প্রহসন্নিব কৃতপ্রণামং শশাঙ্কশেখরং (শিবং) প্রাহ (কথিতবান্) ॥ ৪১ ॥

**মূলানুবাদ।**—সনন্দন প্রভৃতি আরও যে সকল সিদ্ধপুরুষগণ মহর্ষিবর্গ সহিত মহাদেবের চারিদিকে অনুবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাকে সেইরূপ অবনত মস্তকে অভিবাদন করিলেন, ব্রহ্মা ঐরূপে অভি-নন্দিত হইয়া সহাস্যবদনে সেই প্রণত শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—মহর্ষিভিঃ সহিতা যে নীললোহিতমনুবর্ত্তন্তে তেঽপি তস্মৈ বন্দনং চক্রুঃ। এবং সর্ব্বৈর্নমস্কৃতঃ প্রাহ। কৃতঃ প্রণামো দেবৈর্যস্মৈ তম্ ॥ ৪১ ॥

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী।** - ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে কুপিত বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষের নিধন ও তৎপক্ষপাতী দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির যথেষ্ট লাঞ্ছনা সাধিত হইলে দেবগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া শরণাগত হইলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শিবসমীপে যাত্রা করিলেন। শিব কৈলাসে অবস্থান করিতেছিলেন, ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিগণ সহ তথায় গমন করিয়া তথাকার বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, নদী, প্রস্রবণ প্রভৃতি যে সকল মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাই এখানে অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে যক্ষেশ্বর কুবেরের ত্রিলোকবিখ্যাত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী মহাসমৃদ্ধিশালিনী অলকাপুরী ও তাহার মধ্যে মনোহর সৌগন্ধিক বন এবং বাহিরে নন্দা ও অলকনন্দা নামে দুইটী নদীরূপে গঙ্গার প্রবাহদ্বয় ও তন্মধ্যে দেবরমণী ও যক্ষপত্নীগণের বিচিত্র জলকেলি প্রভৃতি দর্শন করিলেন এবং এক বটবৃক্ষতলে জটা, ভস্ম, অজিন প্রভৃতি শৈবচিহ্নে বিরাজিত ব্রহ্মসমাধিমগ্ন মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন।

মহর্ষি ব্যাসদেব কৈলাস পর্ব্বতের বিমোহনকারী সৌন্দর্য্য ও তন্মধ্যে এই ব্রহ্মনির্ব্বাণনিমগ্ন মহাযোগরত মহাদেবের নির্ব্বিকার সাধনা, এই উভয়ের সমাবেশ বর্ণনা করিয়া অপূর্ব্ব এক ভাবের অবতারণা করিয়াছেন। যে স্থানের স্বাভাবিক রমণীয়তার প্রভাবে উদ্দীপ্তচিত্ত হইয়া পশুপক্ষি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদম্পতি পর্য্যন্ত পরমা-নন্দে মত্ত হইয়া যায়, সেই স্থানে সেই উদ্দীপনার মধ্যে বসিয়া মহেশ্বরের এই সমাধির বিষয়গত মাধুর্য্যের উৎকর্ষ এত অধিক যে তাহার আস্বাদন উপলব্ধি করিলে জগতের আর কোন রসেই চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। সে মাধুর্য্যময় বস্তুটী প্রহ্লাদকথিত "অধোক্ষজালম্বমিহাশুভাত্মনঃ, শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনং, তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্ব্বুধাঃ" "অসৎপথপ্রবৃত্ত প্রাণিবর্গের সংসারচক্র-খণ্ডনকারী শ্রীভগবানের শরণাগতিই ব্রহ্মনির্ব্বাণ-সুখ বলিয়া পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন"—এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহেশ্বর সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাই সতীর বিয়োগদুঃখ পর্য্যন্ত প্রশমিত করিয়া তেমন ভাবে সমাধিমগ্ন হইয়া ভক্তের প্রাণে প্রবল সান্ত্বনার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রহ্মা সদলবলে তথায় উপনীত হইয়া মহাদেবের চরণে প্রণাম করিলে, তিনি যোগবলে তাহা অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ সমাধি ত্যাগ করতঃ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। এস্থলে ব্রহ্মা এবং মহাদেবের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে প্রণামাদি সম্পাদিত হইল তাহা, বলিকে পরাভূত করিবার জন্য ভগবান্ যখন কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন প্রজাপতি কশ্যপ যোগবলে বামনকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া স্তুতি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলে ভগবান্ও পুত্রভাবে যেমন সেই পরম জ্ঞানী পিতৃরূপী কশ্যপের চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ। যাহা হউক, অনন্তর ব্রহ্মা সহাস্যবদনে মহাদেবের মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮—৪১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—ত্বাং বিশ্বস্য (প্রাকৃতাপ্রাকৃতলক্ষণস্য সর্ব্বস্য) ঈশম্ (অধিপতিং) জানে, [যতঃ] জগতো

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যৎ তদ্‌ব্রহ্ম নিরন্তরম্ ॥ ৪২
ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ সরূপয়োঃ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো যথা ॥ ৪৩
ত্বমেব ধর্ম্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জ্জিথাধ্বরম্।
ত্বয়ৈব লোকেঽবসিতাশ্চ সেতবো যান্ ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে ধৃতব্রতাঃ ॥ ৪৪

যোনিবীজয়োঃ শক্তেঃ শিবস্য চ (জগতো যোনিঃ যা শক্তিঃ প্রকৃতিরূপা, বীজঞ্চ যঃ শিবঃ পুরুষরূপঃ তযোবিত্যর্থঃ,) পরং (নিয়ন্তারং), নিরন্তরং (নির্ভেদং) যদ্ ব্রহ্ম তৎ (অপি) [ত্বামেব জানে ইতি শেষঃ] ॥ ৪২ ॥

**মূলানুবাদ।**—ব্রহ্মা বলিলেন—(হে প্রভো।) আমি জানি, আপনিই বিশ্বের অধিপতি, যেহেতু জগতের যোনি যে শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি এবং জগতের বীজ যে শিব অর্থাৎ পুরুষ, এই উভযেরই আপনি নিয়ন্তা এবং নির্ব্বিকার যে ব্রহ্ম তাহাও আপনিই ॥ ৪২ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—যদ্যপি নীচবন্মাং ত্বং নমস্করোষি তথাপি তবৈশ্বর্য্যমহং বেদ্মীত্যাহ জানে ইতি। ত্বাং বিশ্বস্য ঈশং জানে। তত্র হেতুঃ—জগতো যোনির্যা শক্তিঃ প্রকৃতিঃ, বীজঞ্চ যৎ শিবঃ পুরুষঃ, তয়োঃ কারণম্। তথাপি নিরন্তরং নির্ভেদং যদ্‌ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং তদেব ত্বমিতি জানে ॥ ৪২ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ভগবন্! (শঙ্কর!) ত্বমেব ঊর্ণপটো যথা (ঊর্ণনাভিরিব) সরূপয়োঃ (অপৃথগ্‌-ভূতয়োঃ) শিবশক্ত্যোঃ (শিবং শক্তিঞ্চ নিমিত্তীকৃত্য ইত্যর্থঃ) ক্রীড়ন্ (কৃতিং প্রকটযন্) এতদ্ বিশ্বং সৃজসি, পাসি (রক্ষসি) অৎসি (বিনাশয়সি) ॥ ৪৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! আপনিই ঊর্ণনাভের (মাকড়ের) ন্যায় অবিভক্ত শিব ও শক্তিকে (পুরুষ ও প্রকৃতিকে) নিমিত্ত করিয়া স্বীয় কর্ত্তৃত্ব প্রকটন পূর্ব্বক এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩

**শ্রীধরটীকা।**—নমু বিরুদ্ধমেতৎ, তত্রাহ। ত্বমেব সরূপয়োরবিভক্তয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ ক্রীড়ন্ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোষি, ঊর্ণনাভিরিব। স্বরূপয়োরিতি পাঠে স্বাংশয়োঃ, অতো ন বিরোধঃ ॥ ৪৩ ॥

**অন্বয়ঃ।**—ত্বমেব ধর্ম্মার্থদুঘাভিপত্তযে (ধর্ম্মম্ অর্থঞ্চ যা দুগ্ধে উৎপাদযতি সা ধর্ম্মার্থদুঘা বেদোক্ত-কর্ম্মপদ্ধতিঃ তস্যা অভিপত্তযে প্রবর্ত্তনায) দক্ষেণ সূত্রেণ (দক্ষং দ্বারীকৃত্য ইত্যর্থঃ) অধ্বরং (যজ্ঞং) সসর্জ্জিথ (সৃষ্টবানসি) লোকে (জগতি) ধৃতব্রতাঃ (নিয়মতৎপরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ যান্ (সেতূন্) শ্রদ্দধতে (শ্রদ্ধযা প্রতিপা-লযন্তি) [তে] সেতবশ্চ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদাশ্চ) ত্বয়ৈব অবসিতাঃ (নির্ণীতাঃ) [অতঃ সম্প্রতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্য দক্ষস্যাভাবেন ধর্ম্মলোপবশাৎ লোকস্যাধোগতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ] ॥ ৪৪ ॥

**মূলানুবাদ।**—ধর্ম্ম ও অর্থপ্রদ বৈদিক কর্ম্মপদ্ধতির প্রবর্ত্তনের জন্য আপনিই দক্ষকে সূত্র করিয়া যজ্ঞের অবতারণা করিয়াছিলেন, ইহলোকে নিয়মতৎপর ব্রাহ্মণগণ যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহাও আপনিই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ধর্ম্মমর্থঞ্চ দোগ্ধি যা ত্রয়ী, তস্যা অভিপত্তয়ে রক্ষণায অধ্বরং সৃষ্টবানসি। যদ্বা হে ধর্ম্মার্থদুঘ। ধর্ম্মাদ্যভিপত্তযে তৎপ্রাপ্তযে। দক্ষেণ সূত্রেণ নিমিত্তেন সেতবো বর্ণাশ্রমমর্য্যাদাশ্চ অবসিতাঃ নিবদ্ধাঃ নির্ণীতা ইতি বা। শ্রদ্দধতে শ্রদ্ধযা অনুতিষ্ঠন্তি ॥ ৪৪ ॥

ত্বং কর্ম্মণাং মঙ্গল মঙ্গলানাং কর্ত্তুঃ স্বলোকং তনুষে স্বঃ পরং বা।
অমঙ্গলানাঞ্চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥
ন বৈ সতাং ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং ভূতেষু সর্ব্বেষ্বভিপশ্যতাং তব।
ভূতানি চাত্মন্যপৃথগ্দিদৃক্ষতাং প্রায়েণ রোষোঽভিভবেদ্‌যথা পশুম্। ৪৬ ॥
পৃথগ্‌ধিয়ঃ কর্ম্মদৃশো দুরাশয়াঃ পরোদয়েণার্পিতহৃদ্রুজোঽনিশম্।
পরান্ দুরুক্তৈর্বিতুদন্ত্যরুন্তুদাস্তান্ মা বধীদ্দৈববধান্ ভবদ্বিধঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।—[ হে ] মঙ্গল। ত্বং মঙ্গলানাং কর্ম্মণাং ( পুণ্যকর্ম্মণাং ) কর্ত্তুঃ ( অনুষ্ঠাতুঃ সম্বন্ধে ) স্বলোকং ( শিবলোকং ) স্বঃ ( স্বর্গং ) পরং ( মোক্ষং ) বা তনুষে ( সম্পাদয়সি ) অমঙ্গলানাং চ ( দুষ্কর্ম্মকারিণাঞ্চ ) উল্বণং ( তীব্রং ) তমিস্রং ( নরকং ) [ তনুষে ইত্যন্বয়ঃ ] তদেব ( তাদৃশে এব কর্ম্মণি ) কেন ( কথং ) কস্যচিৎ ( কস্যাপি কস্যাপি ) বিপর্য্যয়ঃ ( বিপরীতং ফলং কথং ভবতীতি ত্বাং পৃচ্ছামীতি ভাবঃ ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—হে মঙ্গলময়। আপনি পুণ্যকর্ম্মকারীদিগের সম্বন্ধে শিবলোক, স্বর্গলোক, অথবা মোক্ষ পর্য্যন্ত বিধান করিয়া থাকেন, আর দুষ্কর্ম্মকারীদিগের সম্বন্ধে তীব্র নরক বিধান করেন, কিন্তু কোন কোনও ব্যক্তির পক্ষে সেই সেই কর্ম্মে বিপরীত ফল হয় কেন ? ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—সর্ব্বকর্ম্মফলদাতাপি ত্বমেবেত্যাহ। হে মঙ্গল। মঙ্গলানাং শুভানাং কর্ম্মণাং কর্ত্তুঃ স্বঃ স্বর্গং, পরং মোক্ষং বা তনুষে। অমঙ্গলানাম্ অশুভানাং কর্ম্মণাং কর্ত্তুশ্চ তমিস্রং নরকং তনুষে। তত্র কেন হেতুনা তদেব তস্মিন্নেব কর্ম্মণি কস্যচিৎ বিপর্য্যয়ো ভবতি ? ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।—ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং ( তব চরণে সমর্পিতচিত্তানাং) সর্ব্বেষু ভূতেষু তব (ত্বাং দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠীতি স্বামিপাদাঃ ) অভিপশ্যতাম্, আত্মনি চ ( স্বস্মিংশ্চ ) ভূতানি অপৃথক্ ( অনন্যত্বেন ) দিদৃক্ষতাং ( দ্রষ্টুমিচ্ছতাং ) সতাং ( সজ্জনানাম্, অত্রাপি দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী ) পশুং যথা (দক্ষমিব) রোষং ন বৈ প্রায়েণ অভিভবেৎ (রোষঃ তান্, অভিভবিতুং নৈব শক্নুয়াদিত্যর্থঃ ) ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ।—যাহারা আপনার চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে আপনাকে উপলব্ধি করে এবং যাহারা আপনাতে অভিন্নরূপে সর্ব্বভূতের উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হয়, ক্রোধ সেই সকল সজ্জনকে দক্ষের ন্যায় অভিভূত করিতে প্রায়ই সমর্থ হয় না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—ত্বৎকোপোঽত্র হেতুরিত্যসম্ভাবিতমিতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ। ন বৈ সতাং সতঃ রোষোঽভিভবেৎ। তব ত্বাম্। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যৌ। পশুম্ অজ্ঞং যথা অভিভবতি ন তদ্বৎ, বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।—পৃথগ্‌ধিয়ঃ ( ভেদজ্ঞানশালিনঃ ) কর্ম্মদৃশঃ ( কর্ম্মমাত্রানুরাগিণঃ ) দুরাশয়াঃ ( দুষ্টাভিপ্রায়াঃ ) পরোদয়েন ( অন্যেষামুন্নত্যা ) অর্পিতহৃদ্রুজঃ ( অর্পিতা জনিতা হৃদ্রুক্ পীড়া যেষাং তে ) [ যে ] অরুন্তুদাঃ ( মর্ম্মপীড়কাঃ ) অনিশং ( সর্ব্বদা ) দুরুক্তৈঃ ( দুর্ব্বাক্যৈঃ ) পরান্ বিতুদন্তি ( অত্যর্থং ব্যথয়ন্তি ), ভবদ্বিধঃ ( সাধুতমঃ ) দৈবহতান্ ( দৈবেনৈব নিহতপ্রায়ান্ ) তান্ মা বধীৎ ( ন বিনাশয়তু ) ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ।—যে সকল ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন ও দুষ্ট অভিপ্রায়সম্পন্ন, কেবল কর্ম্ম-পথেই যাহাদের আসক্তি, পরের উন্নতিতে যাহাদের হৃদয়ে দুঃখ জন্মে এবং সর্ব্বদা যাহারা দুর্ব্বাক্য দ্বারা পরের মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করে, আপনার ন্যায় সাধুতম পুরুষের পক্ষে তাহাদিগকে বধ করা উচিত নহে, ঐ সকল ব্যক্তি দৈবকর্ত্তৃকই হত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া দুরন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্দৃশঃ।
কুর্ব্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং ন সাধবো দৈববলাৎ কৃতে ক্রমম্ ॥ ৪৮
ভবাংস্তু পুংসঃ পরমস্য মায়য়া দুরন্তয়াঽস্পৃষ্টমতিঃ সমস্তদৃক্।
তয়া হতাত্মস্বনুকর্ম্মচেতঃস্বনুগ্রহং কর্ত্তুমিহার্হসি প্রভো ॥ ৪৯

**শ্রীধরটীকা।**—অতো যে পৃথগ্ধিয়ঃ ভেদদৃশঃ, অতঃ কর্ম্মণ্যেব দৃষ্টির্যেষাম্, দুষ্ট আশয়ো যেষাম্। পরেষামুদয়েন সম্পদা অর্পিতা হৃদি রুগ্ যেষাম্। অরুন্তুদা মর্ম্মভেত্তারঃ। দৈবেনৈব বধো যেষাং তান্ ভবদ্বিধো নিরুপমঃ সাধুর্ম্মা বধীৎ ন হন্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—যস্মিন্ (স্থানে) যদা (যস্মিন্ কালে) দুরন্তয়া (অলঙ্ঘ্যয়া) পুষ্করনাভমায়য়া (পুষ্করনাভঃ পদ্মনাভো ভগবান্ বিষ্ণুঃ, তস্য মায়য়া তৎপ্রযুক্তমায়াশক্ত্যা) স্পৃষ্টধিয়ঃ (বিমোহিতচিত্তাঃ) [যে] পৃথগ্দৃশঃ (ভেদবুদ্ধিসম্পন্নাঃ ভবন্তীতি শেষঃ) সাধবঃ (সত্পথাবলম্বিনঃ) অনুকম্পয়া (পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া) তত্র (তেষু জনেষু) কৃপাং হি (দয়ামেব) কুর্ব্বন্তি, দৈববলাৎ (স্বস্যৈব অদৃষ্টবশাৎ) কৃতে (সংঘটিতে বিষয়ে) ক্রমং (বিকল্পপরাক্রমং) ন (ন কুর্ব্বন্তীতি যাবৎ) ॥ ৪৮ ॥

**মূলানুবাদ।**-কোনও দেশ, কাল অনুসারে ভগবান্ শ্রীহরির অলঙ্ঘ্য মায়াপ্রভাবে মোহিত হইয়া লোক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু সাধুগণ স্বীয় পরদুঃখকাতরতাগুণে তাহাদের প্রতি কৃপাই করিয়া থাকেন, দৈববশে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর পরাক্রম অবলম্বন করেন না ॥ ৪৮ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—প্রত্যুত সাধূনাং বৃত্তমালোক্যানুগ্রহমেব কর্ত্তুমর্হসীত্যাহ দ্বাভ্যাম্। যস্মিন্ দেশে যদা কালে স্পৃষ্টধিয়ো মোহিতচিত্তাঃ পৃথগ্দৃশো ভবন্তি, তত্রাপরাধে সাধবো হি অনুকম্পয়া অনন্তরমেব পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া চিত্তপ্রকম্পনেন কৃপাং কুর্ব্বন্তি, নতু ক্রমং পরাক্রমম্। কুতঃ? দৈববলাৎ কৃতেঽর্থে। ময়ৈব দৈবমেবভূতং, কোঽত্রাপরাধস্তেষামিতি মত্বা হননং ন কুর্ব্বীত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] প্রভো! তু (যতঃ) ভবান্ পরস্য পুংসঃ (ভগবতঃ শ্রীহরেঃ) দুরন্তয়া মায়য়া অস্পৃষ্টমতিঃ (অনাক্রান্তচিত্তঃ) [অতএব] সমস্তদৃক্ (সর্ব্বজ্ঞঃ), [তথাচ] তয়া (ভগবন্মায়য়া) হতাত্মসু (অভিভূতচিত্তেষু) অনুকর্মচেতঃসু (কর্ম্মানুগতচিত্তেষু) ইহ (এবংবিধে অপরাধে সত্যপি) অনুগ্রহং কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥ ৪৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে প্রভো! পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সেই অলঙ্ঘ্য মায়ায় আপনার চিত্ত কখনও আক্রান্ত হয় নাই, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং যাহারা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া একমাত্র কর্ম্মপথের অনুসরণকারী, সেই সকল ব্যক্তির এ জাতীয় অপরাধ সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ করা উচিত ॥ ৪৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ভবাংস্তু অস্পৃষ্টমতিঃ। অতঃ সমস্তদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ। তয়া মায়য়া হত আত্মা যেষাং তেষু অতএব কর্ম্মানুগতচিত্তেষু ইহাপরাধে অনুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৯ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ভগবান্ শঙ্কর যদিও সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় অতি নম্রভাবে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন, তথাপি ব্রহ্মা তাহাতে কিছুমাত্র গর্ব্ব অনুভব করেন নাই, প্রত্যুত মহাদেবের অসাধারণ মহিমা চিন্তা করিয়া অতি বিনীত ভাবে তিনি তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার এই স্তব শৈব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। শৈবমতে সদাশিবই সর্ব্বোপরি বিরাজমান সর্ব্বকর্ত্তা। ভগবান্ বা প্রকৃতি ও পুরুষ, এ সমস্তই সেই সদাশিবের অংশ, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার শক্তি। মায়া ও অবিদ্যা যেমন ব্রহ্মেরই শক্তি, অথচ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ উক্ত শক্তিও সদাশিব হইতে পৃথক্ নহে। ব্রহ্মা যেমন অবিদ্যা ও মায়াশক্তিকে দ্বার করিয়াই জগৎ প্রপঞ্চের

কুর্ব্বধ্বরস্যোদ্ধরণং হতস্য ভোস্ত্বয়াঽসমাপ্তস্য মনো প্রজাপতেঃ।
ন যত্র ভাগং তব ভাগিনো দদুঃ কুযাজিনো যেন মখো নিনীয়তে ॥ ৫০ ॥
জীবতাদ্‌যজমানোঽয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ।
ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি রোহন্তু পূষ্ণো দন্তাশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫১ ॥

সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেইরূপ সদাশিবও উক্ত শক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ফলকথা এই সদাশিব উপনিষৎপ্রতিপাদিত নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থানপাতী এবং শিব ও শক্তি, তাঁহার অধীন ( যাহা পুরুষ ও প্রকৃতি, অথবা ভগবান বলিয়া কথিত হয় )। তাঁহার স্তবের মধ্যে একটি লৌকিক উপমাদ্বারা ব্রহ্মা প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন যথা—"উর্ণপটো যথা",ইত্যাদি। মাকড়গুলি যে জালের মত অতি বৃহদাকার বস্তু নির্ম্মাণ করে, উহা মাকড়েরই নিজের আবিষ্কৃত অংশ এবং উহাকে অবলম্বন করিয়াই সে তাহার কার্য্যকলাপ অর্থাৎ ডিম্বসৃষ্টি প্রভৃতি সম্পাদন করে। ঐ জালটি তাহার শক্তি স্থানীয়, তদধিষ্ঠান ব্যতিরেকে যেমন মাকড়ের সৃষ্টিক্রিয়াদি নির্ব্বাহ হয় না, প্রকৃত স্তুতির বিষয় এই সদাশিবেরও সেইরূপ অবস্থা। তিনি শিব ও শক্তিরূপে আত্মপ্রকটন করিয়া তাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধন করেন বটে, স্বয়ং কিন্তু তিনি তাহার মূল অধিষ্ঠাতা। ব্রহ্মা এই সকল স্তুতিবাক্যে মহাদেবের মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রমশঃ তাঁহার নিকট প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মঙ্গলময়! বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি প্রবর্ত্তন আপনার ইচ্ছানুসারেই সম্পাদিত হয়, যোগ্য লোকদ্বারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করাইয়া আপনিই বেদের কর্ম্ম পদ্ধতি রক্ষা করিয়া থাকেন। দক্ষ যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারও মূল প্রবর্ত্তক আপনি, দক্ষ কেবল নিমিত্ত মাত্র। আবার দক্ষের যে অপরাধ, যাহার ফলে সেই মহা অনর্থ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও তাহার স্বেচ্ছাকৃত নহে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মূলীভূত শ্রীভগবানের মায়াই তাহার কারণ। আপনি স্বয়ং মায়াতীত, সুতরাং মায়ামুগ্ধ দক্ষের সেই সকল ব্যবহারে অপরাধ গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সমুচিত নহে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কিছুই আপনার অবিদিত নহে, সুতরাং আমরা আর অধিক কি বলিব, আপনার অনুগ্রহই একমাত্র প্রার্থনীয় ॥ ৪২—৪৯ ॥

**অন্বয়ঃ**।—ভোঃ মনো! ( হে মূলপুরুষ! ) যেন ( ত্বয়া ) মখঃ ( যজ্ঞঃ ) নিনীয়তে ( সফলঃ ক্রিয়তে ) [ তথাবিধস্য ] ভাগিনঃ ( ন্যায়তঃ অংশপ্রাপ্ত্যধিকারিণোঽপি ) তব ( সম্বন্ধে ) যত্র ( যস্মিন্ যজ্ঞে ) কুযাজিনঃ ( দুষ্টযাজ্ঞিকাঃ ) ভাগং ন দদুঃ, ত্বয়া হতস্য ( বিধ্বংসিতস্য ) [ অতএব ] অসমাপ্তস্য, প্রজাপতেঃ ( দক্ষস্য ) অধ্বরস্য ( তস্য যজ্ঞস্য ) উদ্ধরণং কুরু ॥ ৫০ ॥

**মূলানুবাদ**।—হে মূলপুরুষ! আপনি যজ্ঞের ফলদাতা এবং ন্যায্যভাবে যজ্ঞাংশ পাইবার অধিকারী, ইহা সত্ত্বেও দুষ্ট যাজ্ঞিকগণ যে-যজ্ঞে আপনাকে অংশ প্রদান করে নাই, দক্ষের সেই যজ্ঞ আপনাকর্ত্তৃক বিনাশিত হওয়ায় সমাপ্ত হইতে পারে নাই, ( প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া ) ঐ যজ্ঞের উদ্ধার সাধন করুন ॥ ৫০ ॥

**অন্বয়ঃ**।—অয়ং যজমানঃ ( যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষঃ ) জীবতাৎ ( জীবতু ), ভগঃ ( তন্নামকো দেবঃ ) অক্ষিণী ( নেত্রদ্বয়ং প্রপদ্যেত ( প্রাপ্নুয়াৎ ), ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি পূষ্ণঃ ( সূর্য্যস্য ) দন্তাশ্চ পূর্ব্ববৎ রোহন্তু ( উৎপদ্যন্তাম্ ) ॥ ৫১ ॥

**মূলানুবাদ**।—উক্ত যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষ আবার জীবিত হউক, ভগদেব তাঁহার চক্ষু দুইটী প্রাপ্ত হউন, ভৃগু শ্মশ্রু এবং সূর্য্যের দন্ত আবার উৎপন্ন হউক ॥ ৫১ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—এবং সামান্যেনোক্তা প্রস্তুতমাহ—কুর্ব্বিতি ত্রিভিঃ। ত্বয়া হতস্য অতএবাসমাপ্তস্য

দেবানাং ভগ্নগাত্রাণামৃত্বিজাঞ্চায়ুধাশ্মভিঃ । ভবতানুগৃহীতানামাশু মন্যোঽস্ত্বনাতুরম্ ॥ ৫২ ॥
এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ । যজ্ঞস্তে রুদ্র ভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্॥৫৩॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রসান্ত্বনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রজাপতেরধ্বরস্য । হে মনো । যত্রাধ্বরে কুযাজ্ঞিকা ভাগিনোঽপি তব ভাগং ন দদুঃ । ভাগার্হমাহ । যেন ত্বয়া মখো নিনীষতে ফলং প্রাপ্যতে ॥ ৫০।৫১ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—মন্যো ! ( হে রুদ্রদেব ! ) ভবতা অনুগৃহীতানাং (ভবদনুচরাণাম্) আয়ুধাশ্মভিঃ (অস্ত্রশিলাদি-প্রহারৈঃ ) ভগ্নগাত্রানাং দেবানাম্ ঋত্বিজাঞ্চ ( পুরোহিতানাঞ্চ ) আশু ( শীঘ্রম্ ) অনাতুরম্ ( আরোগ্যম্ ) অস্তু ॥ ৫২ ॥

**মূলানুবাদ** ।—হে রুদ্রদেব ! আপনার অনুচরদিগের অস্ত্র ও প্রস্তরাদি প্রহারে যে সকল দেবতা ও পুরোহিতগণের দেহ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহাদিগেরও দেহ শীঘ্র আরোগ্য হউক ॥ ৫২

**শ্রীধরটীকা** ।—হে মন্যো ! অনাতুরমারোগ্যমস্তু ॥ ৫২

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] রুদ্র ! অধ্বরস্য ( যজ্ঞস্য ) যদ্বৈ ( যাবদর্থে যদিত্যব্যয়ং, তথাচ যাবানেব ইত্যর্থঃ ) উচ্ছিষ্টঃ (উৎকৃষ্টঃ অবশিষ্টঃ) ভাগঃ [ অস্তিতি শেষঃ ] এষঃ (ভাগঃ) তে (তব) অস্তু, [হে] যজ্ঞহন্ ! (যজ্ঞবিনাশন্ !) রুদ্র ! তে ( তব ) ভাগেন অদ্য ( ইদানীং ) যজ্ঞঃ কল্পতাং ( সুসম্পন্নো ভবতু ) ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬

**মূলানুবাদ** ।—হে রুদ্র ! যজ্ঞের যাহা উৎকৃষ্ট অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা আপনারই ভাগ হউক , হে যজ্ঞবিনাশন ! আপনার ভাগের দ্বারা সম্প্রতি যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা** ।—ভাগস্তবাস্ত্বিত্যাহ—এষ ইতি । হে রুদ্র ! যাবদিত্যর্থে যদিত্যব্যয়ম্ । যজ্ঞে কৃতে যাবানুচ্ছিষ্ট অবশিষ্টোঽর্থঃ, তাবানেব তে তব ভাগোঽস্তু । হে রুদ্র ! তে ভাগেনাদ্য যজ্ঞং কল্পতাং সম্পদ্যতাম্ ॥৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী** ।—ব্রহ্মা মহাদেবের স্তুতিপূর্ব্বক স্বীয় বক্তব্য বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে নিবেদন করিয়া আবার বিশেষভাবে তাহা উল্লেখ করিতেছেন । দক্ষের যজ্ঞস্থলে রুদ্রানুচরগণ দেবতা ও ঋষিবর্গের মধ্যে যাঁহার যাহা অনিষ্ট করিয়াছিল, ব্রহ্মা এক এক করিয়া সে সমস্ত উল্লেখ পূর্ব্বক সমুদয় বিষয়ের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিলেন এবং যজ্ঞীয় উত্তম অংশ এই রুদ্রদেবের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—হে প্রভো ! দুষ্ট যাজ্ঞিকগণ আপনার অবশ্য প্রাপ্য যজ্ঞভাগ প্রদান করে নাই, সুতরাং অসমাপ্ত অবস্থাতেই যজ্ঞ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি আপনার অনুগ্রহে দক্ষ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা ॥ ১০—১৩ ॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিপ্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥ ৬

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—০ঃ(*)ঃ০—

## সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা। অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রূয়তামিতি ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নাঘং প্রজেশ বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে। দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া ॥ ২

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ। মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত ভাগং স্বং বর্হিষো ভগঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[ হে ] মহাবাহো। ( বিদুর। ) অজেন ( ব্রহ্মণা ) ইতি ( উক্তপ্রকারেণ ) অনুনীতেন ( প্রার্থিতেন ) পরিতুষ্যতা ( প্রসন্নেন ) ভবেন ( শঙ্করেণ ) প্রহস্য ইতি ( বক্ষ্যমাণবাক্যম্ ) অভ্যধায়ি ( কথিতং ) শ্রূয়তাং ( ময়া কথ্যমানং তৎ আকর্ণ্যতাম্ ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—হে মহাবাহো বিদুর। ব্রহ্মা ঐরূপে সান্ত্বনয় প্রার্থনা করিলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া হাস্যপূর্ব্বক যাহা কহিয়াছিলেন শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—সপ্তমে বিষ্ণুরুদ্ভূতঃ স্তুতো দক্ষভবাদিভিঃ। যজ্ঞং প্রবর্ত্তয়ামাস দক্ষেণেতি নিরূপ্যতে ॥

অজেন যোঽনুনীতঃ প্রার্থিতো ভবস্তেনাভিহিতম্। হে মহাবাহো বিদুর। ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—[ হে ] প্রজেশ। ( প্রজাপতে ব্রহ্মন্। ) দেবমায়াভিভূতানাং বালানাম্ ( অজ্ঞানাম্ ) অঘম্ ( অপরাধং ) ন বর্ণয়ে, ন অনুচিন্তয়ে, [ কিন্তু ] তত্র ( দক্ষযজ্ঞে ) ময়া দণ্ডঃ ( হিতার্থং শিক্ষারূপো দণ্ডঃ ) ধৃতঃ ( বিহিতঃ ) ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—মহাদেব বলিলেন—হে প্রজাপতে। শ্রীভগবানের মায়ামুগ্ধ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের আমি কোনও অপরাধ বর্ণনা করি না এবং চিন্তাও করি না, তবে দক্ষযজ্ঞে সেই সকল ব্যক্তিবর্গের হিতের জন্য শিক্ষা-স্বরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছি ॥ ২ ॥

অন্বয়।—দগ্ধশীর্ষ্ণঃ ( দগ্ধং শিরো যস্য তস্য ) প্রজাপতেঃ ( দক্ষস্য ) অজমুখম্ ( অজঃ ছাগঃ, তস্যেব মুখং যত্র তৎ তথাবিধং ) শিরঃ ( মস্তকম্ ) ভবতু, ভগঃ ( তন্নামকো দেবঃ ) মিত্রস্য চক্ষুষা স্বং বর্হিষো ভাগং ( স্বকীয়ং যজ্ঞভাগম্ ) ঈক্ষেত ( অবলোকয়েৎ ) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—প্রজাপতি দক্ষের মস্তক দগ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার ছাগতুল্য মুখসম্পন্ন মস্তক হউক, আর ভগদেব মিত্র নামক দেবতার চক্ষু দ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শনে সমর্থ হউন ॥ ৩ ॥

পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু পিষ্টভুক্ । দেবাঃ প্রকৃতসর্ব্বাঙ্গা যে ম উচ্ছেষণং দদুঃ ॥ ৪
বাহুভ্যামশ্বিনোঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ । ভবন্ত্বধ্বর্য্যবশ্চান্যে বস্তশ্মশ্রুর্ভৃগুর্ভবেৎ ॥ ৫

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তদা সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ়ুষ্টমোদিতম্ । পরিতুষ্টাত্মভিস্তাত সাধুসাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা ।**—অঘমপরাধম্ । স্বাপরাধং পরিহৃত্যানুগৃহ্লাতি । দক্ষং শীর্বং যস্য তস্য প্রজাপতেঃ অজস্য মুখং যস্মিন্ তথাভূতং শিরোঽস্ত । বর্হিষঃ সম্বন্ধিনঃ ভাগম্ । মিত্রনামো দেবস্য ॥ ২।৩ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—পূষা তু পিষ্টভুক্ ( পিষ্টং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং ভুঙ্ক্তে যঃ তথাবিধঃ, ভবতু ইতি শেষঃ ) [অথবা] যজমানস্য দদ্ভিঃ ( দন্তৈঃ ) জক্ষতু ( ভক্ষয়তু ), যে দেবাঃ মে ( মহ্যম্ ) উচ্ছেষণং ( যজ্ঞাবশিষ্টমুৎকৃষ্টভাগং ) দদুঃ ( দাতুং সম্মতা অভবন্ ) [ তে দেবাঃ ] প্রকৃতসর্ব্বাঙ্গাঃ ( প্রকর্ষেণ কৃতানি সর্ব্বাঙ্গানি যেষাং তথাবিধা ভবন্ত ) ॥৪॥

**মূলানুবাদ ।**-সূর্য্যদেব পিষ্টদ্রব্য ভোজনকারী হউন, অথবা যজমানের দন্ত দ্বারা ভক্ষণ করিতে সমর্থ হউন, আর যে সকল দেবতারা আমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট ভাগ দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাঁহারা সম্যক্‌রূপে সমস্ত অঙ্গসম্পন্ন হউন ॥ ৪ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—প্রকর্ষেণ কৃতানি লগ্নানি সর্ব্বাণি ভগ্নান্যঙ্গানি যেষাং তে ভবন্ত । উচ্ছেষণং যজ্ঞাবশিষ্টম্ ॥ ৪ ॥

**অন্বয়ঃ ।** অন্যে চ যে অধ্বর্য্যবঃ ( ঋত্বিজঃ ) [ বিনষ্টাঙ্গা জাতাঃ তে ] অশ্বিনোঃ ( অশ্বিনীকুমারদ্বয়স্য ) বাহুভ্যাং কৃতবাহবঃ ( বাহুযুক্তাঃ ) পূষ্ণঃ ( সূর্য্যদেবস্য ) হস্তাভ্যাং ( হস্তবন্তশ্চ ) ভবন্ত ভৃগুশ্চ বস্তশ্মশ্রুঃ ( বস্তস্য ছাগস্য শ্মশ্রূণি এব শ্মশ্রূণি যস্য তথাবিধঃ ) ভবেৎ ॥ ৫ ॥

**মূলানুবাদ ।**—অপর যে সকল ঋত্বিক্‌গণ অঙ্গহীন হইয়াছেন তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা বাহুশালী এবং সূর্য্যদেবের হস্তদ্বারা হস্তযুক্ত হউন, আর ছাগের শ্মশ্রু ভৃগুর শ্মশ্রু হউক ॥ ৫ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—যেষামঙ্গানি নষ্টানি তে তু অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং কৃতবাহবঃ, পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতহস্তাশ্চ ভবন্ত । অধ্বর্য্যবঃ, অন্যে চ ঋত্বিজঃ । বস্তস্য শ্মশ্রূণি যস্য ॥ ৫ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—[ হে ] তাত । ( বৎস বিদুর । ) অথ ( অনন্তরং ) সর্ব্বাণি ভূতানি মীঢ়ুষ্টমোদিতং ( মীঢ়ুষ্টমেন শিবেন উদিতং কথিতং বাক্যং ) শ্রুত্বা তদা পরিতুষ্টাত্মভিঃ ( সন্তুষ্টৈঃ চিত্তৈঃ ) "সাধু সাধু" ইতি অব্রুবন্ ( কথয়ামাসুঃ ) ॥ ৬ ॥

**মূলানুবাদ ।**—মৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর । অতঃপর মহাদেবের কথিত সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে সন্তুষ্টচিত্তে "সাধু" "সাধু" এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—মীঢ়ুষ্টমঃ শিবঃ তেনোক্তম্ । পরিতুষ্টৈশ্চিত্তৈঃ ॥ ৬ ॥

**শ্রীভাগবতভাবম্বুভবর্ষিণী ।**—বর্ত্তমান অধ্যায়ে দক্ষের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি, তদীয় ধ্যানবলে বিষ্ণুর আবির্ভাব ও দক্ষ, রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তুতি এবং বিষ্ণুর উপদেশ অনুসারে দক্ষের পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খল ভাবে যজ্ঞ প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন—হে বিদুর । ব্রহ্মা অতি অনুনয় সহকারে মহাদেবের নিকট যে ভাবে দক্ষযজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিলেন, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, ব্রহ্মার সেই সকল সানুনয় বাক্যে প্রসন্ন হইয়া মহাদেব সহাস্য

ততো মীঢ়্বাংসমামন্ত্র্য শুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ। ভূয়স্তদ্দেবযজনং সমীঢ়্বদ্বেধসো যযুঃ ॥ ৭
বিধায় কাৎর্স্ন্যেন চ তদ্‌যদাহ ভগবান্ ভবঃ। সন্দধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ ॥ ৮
সন্ধীয়মানে শিরসি দক্ষো রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ। সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ দদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্ ॥ ৯

—হে ব্রহ্মন্। যাহারা শ্রীভগবানের মায়াবেশে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞের মত কার্য্য করে, আমি তাহাদিগকে বালক মনে করি, সুতরাং তাহারা অপরাধ করিলেও আমি তাহা কীর্ত্তন, এমন কি চিন্তা পর্য্যন্ত করি না, তবে যে দক্ষ প্রভৃতির দণ্ডবিধান করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাদের শিক্ষার জন্য। যাহা হউক, আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন তখন আমি তদনুসারে এই ব্যবস্থা করিতেছি যে—দক্ষের যে মস্তক দগ্ধ করান হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ করা অসম্ভব, বিশেষতঃ প্রজাপতিদিগের যজ্ঞসভায় তিনি আমার প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমার অনুচর নন্দিকেশ্বর অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে—"তুমি ছাগমুণ্ড যুক্ত হইবে।" অতএব সম্প্রতি যজ্ঞীয় পশুমুণ্ডের দ্বারাই দক্ষের মুণ্ড সম্পাদিত হউক, আর ভগদেব, পূষা ও ভৃগু-মুনির চক্ষু, দন্ত ও শ্মশ্রু, যাহা আমার অনুচরগণ কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইয়াছিল, উহারা সেই সেই অবয়বের শক্তি লাভ করিবেন বটে, কিন্তু ঠিক স্বাভাবিকরূপে নহে, কারণ উহারা সকলেই উক্ত অঙ্গের বিকৃত ভঙ্গীদ্বারা আমার অপমান করিয়াছিলেন, সুতরাং কৃত কর্ম্মের ফলগত নিদর্শন কিছু থাকা আবশ্যক। অতএব এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতেছে যে—ভগদেব দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবেন বটে, কিন্তু তাহা মিত্রনামক দেবতার দ্বারা, পূষা (সূর্য্য) হয় ত যজমানের দন্তদ্বারাই চর্ব্বণ শক্তি লাভ করিবেন, অথবা পিষ্টবস্তু তাঁহাকে অর্পণ করা হইবে, তিনি তাহাই ভক্ষণ করিবেন, আর ভৃগুর মুখে শ্মশ্রু হইবে বটে, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় নহে, ছাগের শ্মশ্রুই তাঁহার মুখে সংক্রামিত হইবে। ইহা ছাড়া আর যাহার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট বা ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা যথাযথ ভাবেই সম্পন্ন হইবে। ভগবান্ শঙ্কর এই ব্যবস্থাকৌশলে দুষ্টের কর্ম্ম অনুযায়ী চিরস্থায়ী দণ্ডের নিদর্শন রক্ষা করিয়াও যে শরণাগত ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, ইহাতে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে সাধুবাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১—৬

**অন্বয়ঃ** ।—ততঃ (তদনন্তরং) ঋষিভিঃ সহ শুনাসীরাঃ (দেবাঃ) মীঢ়্বাংসং (শিবম্) আমন্ত্র্য (ভবানের গত্বা যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম সম্পাদয়তু ইতি সম্প্রার্থ্য) সমীঢ়্বদ্বেধসঃ (মীঢ়ুষা শিবেন, বেধসা ব্রহ্মণা চ সহ বর্ত্তমানাঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ) তৎ দেবযজনং (দক্ষস্য যজ্ঞস্থানং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ** ।—অনন্তর মুনিবর্গসহ দেবতাগণ মহাদেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ও ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া আবার সেই দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা** ।—মীঢ়্বাংসং শিবং ত্বয়া আগত্য সর্ব্বং কার্য্যমিত্যামন্ত্র্য সম্প্রার্থ্য, শুনাসীরা দেবাঃ, সহমীঢ়ুষা বেধসা চ বর্ত্তমানাঃ সমীঢ়্বদ্বেধসঃ ॥ ৭

**অন্বয়ঃ** ।—ভগবান্ ভবঃ (শঙ্করঃ) যৎ আহ ("মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত" ইত্যাদিনা যদ্যৎ ব্যবস্থাপিতবান্) তচ্চ কাৎর্স্ন্যেন (সম্পূর্ণরূপেণ) বিধায় (মিত্রাদয়ো দেবাঃ ভগাদীনাং চক্ষুরাদিকং সম্পাদ্য) কস্য (দক্ষস্য) কায়েন (দেহেন সহ) সবনীয়পশোঃ (যজ্ঞীয়পশোঃ) শিরঃ (মস্তকং) সন্দধুঃ (সংযোজয়ামাসুঃ) ॥ ৮

**মূলানুবাদ** ।—ভগবান্ শঙ্কর যাহা বলিয়াছিলেন, দেবগণ তদনুসারে অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া পরে দক্ষের দেহে যজ্ঞীয় ছাগপশুর মুণ্ডটি সংযোজিত করিয়া দিলেন ॥ ৮

**অন্বয়ঃ** ।—শিরসি সন্ধীয়মানে (সংযোজ্যমানে সতি) দক্ষঃ রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ (রুদ্রেণ অবলোকিতঃ সন্)

তদা বৃষধ্বজদ্বেষ-কলিলাত্মা প্রজাপতিঃ । শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধ্রদ ইবামলঃ ॥ ১০

ভব-স্তবায় কৃতধীর্নাশক্নোদনুরাগতঃ । ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া সম্পরেতাং সুতাং স্মরন্ ॥ ১১

কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ সুধীঃ । শশংস নির্ব্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ ॥১২

শ্রীদক্ষ উবাচ ।

ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে
দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো যদপি প্রলব্ধঃ ।
ন ব্রহ্মবন্ধুষু চ বাং ভগবন্নবজ্ঞা
তুভ্যং হরেশ্চ কুত এব ধৃতব্রতেষু ॥ ১৩

সুপ্ত ইব ( নিদ্রিতো যথা নিদ্রাভঙ্গাৎ পরম্ উত্থিতো ভবতি তথা ) সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ ) স উত্তস্থৌ ( উত্থিতো বভূব ) অগ্রতঃ ( সম্মুখভাগে ) মৃড়ং ( মহাদেবং ) দদৃশে চ ( আত্মনেপদমত্রার্ষম্ ) ॥ ৯

**মূলানুবাদ ।**—দক্ষের দেহে সেই ছাগমুণ্ড সংযুক্ত করা হইলে মহাদেব সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তৎক্ষণাৎ দক্ষ নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন এবং সম্মুখেই মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা ।**—কার্ৎস্ন্যেন বক্ত্রহস্তবাহ্বাদিসাধারণ্যং বিধায় ॥ ৮।৯

**অন্বয়ঃ ।**—বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা (পূর্ব্বং বৃষধ্বজং শিবং প্রতি দ্বেষেণ কলিলঃ কলুষীকৃত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য তথাবিধোঽপি) প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ) তদা ( তস্মিন্ সময়ে ) শিবাবলোকাৎ ( শিবস্য দর্শনাৎ ) শরদ্ধ্রদ ইব ( শরৎকালীনো হ্রদো যথা অমলো ভবতি তথা ) অমলঃ ( নির্ম্মলঃ ) অভবৎ ॥ ১০

**মূলানুবাদ ।**—পূর্ব্বে মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অতি কলুষিত দক্ষের চিত্ত, এই সময়ে মহাদেবের দর্শনগুণে শরৎকালীন হ্রদের ন্যায় নির্ম্মল হইল ॥ ১০

**অন্বয়ঃ ।**—ভব-স্তবায় ( মহাদেবস্য স্তবং কর্ত্তুং ) কৃতধীঃ ( সাগ্রহচিত্তোঽপি ) সংপরেতাং ( মৃতাং ) সুতাং ( সতীং ) স্মরন্ অনুরাগতঃ ( বাৎসল্যাতিশয়াদিত্যর্থঃ ) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া ( উৎকণ্ঠাজনিতৈরশ্রুভিঃ, হেত্বর্থে তৃতীয়া ) ন অশক্নোৎ ( সমর্থো ন বভূব ) ॥ ১১

**মূলানুবাদ ।**—মহাদেবের স্তুতি করিবার জন্য দক্ষ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেও মৃতকন্যা সতীর কথা স্মরণ হওয়ায় অত্যন্ত বাৎসল্যবশতঃ উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুর প্রাদুর্ভাবে তাহাতে তিনি সমর্থ হইলেন না ॥ ১১

**অন্বয়ঃ ।**—প্রজাপতিঃ দক্ষঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (অতীবকষ্টং কৃত্বা) মনঃ সংস্তভ্য (বন্যার্থমুৎকণ্ঠাতঃ চিত্তস্থিরীকৃত্য) সুধীঃ ( সদ্বুদ্ধিশালী ) প্রেমবিহ্বলিতশ্চ ( শিবং প্রতি প্রীতিপরায়ণশ্চ সন্ ) নির্ব্যলীকেন ভাবেন ( অকপটভাবেন) ঈশং ( মহাদেবং ) শশংস ( কথিতবান্ ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ ।**—প্রজাপতি দক্ষ অতিকষ্টে মন স্থির করিয়া সদ্বুদ্ধিশালী ও মহাদেবের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ হইয়া অকপটভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা ।**—পূর্ব্বং বৃষধ্বজদ্বেষেণ কলিলঃ কলুষীকৃত আত্মা যস্য । তদা শরৎকালীনো হ্রদ ইবামলোঽভবৎ ॥ ১০—১২

**অন্বয়ঃ ।**—[ হে ] ভগবন্ ! ( শঙ্কর ! ) যদপি ( যদ্যপি ) প্রলব্ধঃ ( ত্বং ময়া তিরস্কৃতঃ ) [ তথাপি ] ত্বয়া ময়ি ( মাং প্রতি ) দণ্ডো ভৃতঃ ( যোঽয়ং শিক্ষারূপো দণ্ডো বিহিতঃ ) অহো । ( দৈন্যে অব্যয়ং ) ভবতা মে ( মম সম্বন্ধে ) ভূয়ান্ ( বিপুলঃ ) অনুগ্রহঃ কৃতঃ, তুভ্যং ( তব চতুর্থীপ্রয়োগ আর্ষঃ ) হরেশ্চ বাং ( যুবয়োঃ )

বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান্ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমং ত্বমস্রাক্।
তদ্‌ব্রাহ্মণান্ পরম সর্ব্ববিপৎসু পাসি পালঃ পশূনিব প্রভো প্রগৃহীতদণ্ডঃ॥ ১৪
যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্ব্বাক্‌পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাৎ দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ॥ ১৫

ব্রহ্মবন্ধুষু চ (ব্রাহ্মণাধমেষপি) ন অবজ্ঞা, ধৃতব্রতেষু (ব্রততৎপরেষু মাদৃশেষু ব্রাহ্মণেষু) কুত এব (কথমেব অবজ্ঞা সম্ভবতি? ন কথমপীতি ভাবঃ)॥ ১৩॥

**মূলানুবাদ**।—দক্ষ বলিলেন—হে ভগবন্ শঙ্কর! যদিও আমি আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, তথাপি আপনি আমার প্রতি যে শিক্ষাস্বরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, হায়! তাহাতে আমার প্রতি বিপুল অনুগ্রহই করা হইয়াছে। আপনি ও শ্রীহরি, এই উভয়ে অধম ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও কখন অবজ্ঞা করেন না, সুতরাং মাদৃশ ব্রতাদিপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি আপনার অবজ্ঞা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?॥ ১৩॥

**শ্রীধরটীকা**।—যদপি যদ্যপি প্রলব্ধঃ পরাভূতো ময়া ভবান্, তথাপি ত্বয়া দণ্ডো ভৃতঃ, শিক্ষা কৃতা ন তুপেক্ষিতোঽস্মি। যুক্তমেবৈতদিত্যাহ। ব্রহ্মবন্ধুষু চ ব্রাহ্মণাভাসেষপি তুভ্যং তব হরেশ্চেতি বাং যুবয়োরবজ্ঞা উপেক্ষা নাস্তি॥ ১৩॥

**অন্বয়ঃ**।—[হে] পরম! (সর্ব্বোৎকৃষ্ট!) প্রভো! ত্বম্ আত্মতত্ত্বম্ (অধ্যাত্মবিদ্যাম্) অবিতুং (রক্ষিতুং) ব্রহ্মা (ব্রহ্মরূপো ভূত্বা) প্রথমং (প্রাক্) বিদ্যাতপোব্রতধরান্ (বিদ্যা বেদজ্ঞানং, তপঃ ভগবদারাধনং, ব্রতং চান্দ্রায়ণাদিকং, তানি ধরন্তি সাধয়ন্তি যে তান্) বিপ্রান্ মুখতঃ (মুখাৎ) অস্রাক্ স্ম (সৃষ্টবানসি) তৎ, (অতএব) প্রগৃহীতদণ্ডঃ (দণ্ডধারী) পালঃ (পশুপালকঃ) পশূন্ ইব (পশূন্ যথা রক্ষতি তথা) সর্ব্ববিপৎসু ব্রাহ্মণান্ পাসি (রক্ষসি)॥ ১৪॥

**মূলানুবাদ**।—হে প্রভো! আপনিই অধ্যাত্মবিদ্যা রক্ষার জন্য ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাগ্রে মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব পশুপালক যেমন দণ্ড ধারণপূর্ব্বক পশুদিগকে রক্ষা করে, আপনিও সেইরূপ সকল প্রকার বিপদে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন॥ ১৪॥

**শ্রীধরটীকা**।—তত্র হেতুমাহ—বিদ্যেতি। ব্রহ্মা ভূত্বা ত্বমস্রাক্ অস্রাক্ষীঃ। কিমর্থম্? আত্মতত্ত্বম্ অবিতুম্। যদ্বা ব্রহ্ম বেদম্ আত্মতত্ত্বঞ্চ অবিতুং সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনেন জ্ঞাপয়িতুমিত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ হে পরম! উৎকৃষ্ট!॥ ১৪॥

**অন্বয়ঃ**।—যঃ অসৌ (ভবান্) অবিদিততত্ত্বদৃশা (ন বিদিতং তত্ত্বং যয়া সা অবিদিততত্ত্বা, তথাবিধা দৃক্ জ্ঞানং যস্য তেন, অসঞ্জাততত্ত্বজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) ময়া (দক্ষেণ) সভায়াং দুরুক্তিবিশিখৈঃ (দুর্বাক্যবাণৈঃ) ক্ষিপ্তঃ (তাড়িতঃ সন্নপি) তৎ (তাড়নং) বিগণয্য (ন গণয়িত্বা উপেক্ষ্য ইতি যাবৎ) অর্হত্তমনিন্দয়া (অর্হত্তমস্য পূজ্যতমস্য ভবতো নিন্দয়া) অর্ব্বাক্‌পতন্তম্ (অধঃপতনপ্রবৃত্তং) মাম্ আর্দ্রয়া (কৃপাবিগলিতয়া) দৃষ্ট্যা অপাৎ (রক্ষিতবান্) সঃ ভগবান্ (ভবান্) স্বকৃতেন (স্বীয়াচরণেন) তুষ্যেৎ (পরিতুষ্টো ভবেৎ)॥ ১৫॥

**মূলানুবাদ**।—আমি আপনার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া সভামধ্যে দুর্ব্বাক্য বাণে আপনাকে পীড়া দেওয়া সত্ত্বেও যে আপনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমিও ভবাদৃশ পূজ্যতম ব্যক্তির নিন্দা করিয়া ক্রমশঃ অধঃপতনপ্রাপ্ত হইতেছিলাম, এ অবস্থায় দয়ার্দ্রদৃষ্টিতে যে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই আপনি, স্বকীয় আচরণের দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিবেন। (আমার এমন কোনও শক্তি নাই যে আপনার সন্তোষ জন্মাইতে পারি)॥ ১৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ক্ষমাপ্যৈবং স মীঢ়্বাংসং ব্রহ্মণা চানুমন্ত্রিতঃ। কর্ম্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ ॥ ১৬
বৈষ্ণবং যজ্ঞসন্তত্যৈ ত্রিকপালং দ্বিজোত্তমাঃ। পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—অত্র চ প্রত্যুপকারো নাস্তীত্যাহ—যোঽসাবিতি। অবিদিততত্ত্বদৃশা অপ্রাপ্ততত্ত্বজ্ঞানেন তদ্বিগণয্য বিস্মৃত্য, অর্হত্তমস্য নিন্দয়া অর্ব্বাগধঃপতন্তং মামপাৎ রক্ষিতবান্। স্বকৃতেনৈব পরানুগ্রহেণৈব তুষ্যেৎ। ন ময়া তৎ প্রতিকর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দক্ষের পুনর্জীবন ও তদীয় যজ্ঞের পুনরুদ্ধারপ্রার্থী দেবতা ও ঋষিগণ ব্রহ্মার সহায়তায় ভগবান্ শঙ্করের নিকট গিয়া প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁহার কৃপালাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করাইবার জন্য মহাদেবকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মার সঙ্গে লইয়া আবার দক্ষের যজ্ঞস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মহাদেবের আদেশ অনুসারে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞীয় পশুর (ছাগের) মুণ্ড লইয়া দক্ষের দেহের যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিলে মহাদেব সেই দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ দক্ষের দেহের সহিত সেই মুণ্ড সংযুক্ত হইল এবং প্রাণ ফিরিয়া আসিল ও নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন জাগিয়া উঠে, সেইরূপ দক্ষ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং দেখিলেন—সম্মুখেই প্রসন্ন মূর্ত্তিতে ভগবান্ শঙ্কর বিদ্যমান। তাঁহার দর্শন প্রভাবে দক্ষের অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং শিবের প্রতি বহুকাল যাবৎ তিনি যে বিদ্বেষ পোষণ করিযাছিলেন, তাহার আর কণামাত্রও রহিল না, প্রাণ খুলিয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সতীর কথা মনে উদিত হওয়ায় বাৎসল্য জনিত অশ্রুবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া কণ্ঠ রোধ করিতে লাগিল, বহু আয়াসে সেই অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া প্রীতি-বিগলিত চিত্তে অকপট-ভাবে মহাদেবের স্তব আরম্ভ করিলেন। দক্ষ বলিলেন —হে প্রভো। আমি অজ্ঞতাবশতঃ আপনার মহিমা বুঝিতে না পারিয়া নিরর্থক বহু দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ করা সত্ত্বেও আপনি তাহা উপেক্ষা করিয়া আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য আমার সম্বন্ধে যে সকল দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, আমি এখন বেশ বুঝিতেছি যে তাহাতে আমার মহা উপকারই সাধিত হইয়াছে—আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, আত্মজ্ঞানের উপায়-স্বরূপ বেদাদি শাস্ত্র রক্ষার জন্য আপনিই ব্রহ্মারূপে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা সমস্ত বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা পশুতুল্য, আপনি পশুপতি; সুতরাং আমাদিগের প্রতি আপনার অবজ্ঞা কদাচ সম্ভবপর নহে। আমি অবিবেকের বশে আপনার প্রতি ঈর্ষা করিতে গিয়া যে অধঃপতিত হইতেছিলাম, আপনি কৃপাদৃষ্টিতে আবার যে আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিলেন, এ অনুগ্রহের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দেখাইবার যোগ্য শক্তি আমার নাই, নিজগুণে নিজেই সন্তোষ লাভ করুন ইহাই প্রার্থনা। ॥ ৭—১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (দক্ষঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তস্তবাদিভিঃ) মীঢ়্বাংসং (শিবং) ক্ষমাপ্য (ক্ষমান্বিতং কৃত্বা) ব্রহ্মণা অনুমন্ত্রিতশ্চ (উপদিষ্টশ্চ সন্) সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ (উপাধ্যায়ঃ অধ্যাপকঃ গুরুরিতি যাবৎ, তৎসহিতৈঃ ঋত্বিগাদিভিঃ পুরোহিতপ্রভৃতিভিঃ) কর্ম্ম (যজ্ঞং) সন্তানয়ামাস (প্রবর্ত্তয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—দক্ষ এইরূপ স্তবাদি দ্বারা মহাদেবের ক্ষমা উৎপাদন করিয়া অনন্তর ব্রহ্মার উপদেশে গুরু ও পুরোহিতবর্গের দ্বারা যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করাইলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অনুমন্ত্রিতোঽনুজ্ঞাতঃ, উপাধ্যায়-সহিতৈঃ ঋত্বিগাদিভিঃ অনুবর্ত্তয়ামাস ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—দ্বিজোত্তমাঃ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ) যজ্ঞসন্তত্যৈ (যজ্ঞবিস্তারার্থং) বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে (বীরাণাং

অধ্বর্য্যুণাত্তহবিষা যজমানো বিশাম্পতে। ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধ্যৌ তথা প্রাদুরভূদ্ধরিঃ ॥ ১৮

তদা স্বপ্রভয়া তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ। মুষ্ণংস্তেজ উপানীতস্তার্ক্ষ্যেণ স্তোত্রবাজিনা ॥১৯

শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটজুষ্টো নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ।

শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্মব্যগ্রৈর্হিরন্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ ॥ ২০

প্রমথাদীনাং, সংসর্গস্য সংসর্গজনিতদোষস্য, শুদ্ধয়ে প্রশমনার্থং) ত্রিকপালঃ (ত্রিভিঃ কপালৈঃ পাত্রবিশেষৈঃ সংস্কৃতং) বৈষ্ণবং (বিষ্ণুদেবতাকং) পুরোডাশং (চরুবিশেষং) নিরবপন্ (সম্পাদয়ামাসুঃ) ॥ ১৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ বিস্তারের জন্য প্রমথাদির সংসর্গজনিত দোষ প্রশমনের নিমিত্ত তিনটি পাত্রে করিয়া বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশ্যে পুরোডাশ নামক চরু সম্পাদিত করিলেন ॥ ১৭ ॥

**শ্রীপ্রবভীকা।**—বীরাণাং প্রমথাদীনাং সংসর্গকৃতদোষস্য শুদ্ধয়ে নিবৃত্ত্যর্থম্ ॥ ১৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বিশাংপতে। (বিশাং মানবানাং পতে। অধীশ্বর বিদুর।) যজমানঃ (যজ্ঞকারী দক্ষঃ) আত্তহবিষা (হবনীয়ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন) অধ্বর্য্যুণা (যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞেন পুরোহিতেন সহ) বিশুদ্ধয়া ধিয়া (পবিত্রেণ চিত্তেন) দধ্যৌ (ধ্যানং কৃতবান্), তথা (তেন ধ্যানেন) হরিঃ (ভগবান্) প্রাদুরভূৎ (আবির্ভূতো বভূব) ॥ ১৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে নরশ্রেষ্ঠ বিদুর। যজ্ঞকারী দক্ষ ঘৃতাদি উপকরণ যুক্ত যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিতগণসহ পবিত্রচিত্তে ধ্যানস্থ হইলেন, তাহাতে ভগবান্ শ্রীহরি তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৮ ॥

**শ্রীপ্রবভীকা।**—আত্তহবিষা অধ্বর্য্যুণা সহ বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা দধ্যৌ। হে বিশাম্পতে। হে বিদুর। ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—তদা (তস্মিন্ সময়ে) দশ দিশঃ দ্যোতয়ন্ত্যা (উজ্জ্বলতাং প্রাপয়ন্ত্যা) স্বপ্রভয়া (স্বকীয়তেজসা) তেষাং (যজ্ঞস্থানস্থিতানাং) তেজঃ মুষ্ণন্ (অভিভবন্) [শ্রীহরিঃ] স্তোত্রবাজিনা (স্তোত্রে বৃহদ্রথন্তরে সামবেদশাখাবিশেষৌ এব বাজৌ পক্ষৌ, তৌ বিদ্যেতে যস্য সঃ স্তোত্রবাজী, তেন সামশাখাবিশেষরূপপক্ষশালিনা ইত্যর্থঃ) তার্ক্ষ্যেণ (গরুড়েন) উপানীতঃ (তত্রত্যানাং সমীপে উপস্থাপিতঃ) ॥ ১৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—বৃহদ্রথন্তর নামক সামবেদের শাখাস্বরূপ পক্ষদ্বয়সম্পন্ন গরুড় ভগবান্ শ্রীহরিকে যজ্ঞস্থানে সকলের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন তাঁহার দশদিক্ উজ্জ্বলকারী দেহপ্রভায় তথাকার সকলের তেজ পরাভূত হইল ॥ ১৯ ॥

**শ্রীপ্রবভীকা।**—স্বয়া প্রভয়া তেষাং তেজো মুষ্ণন্ তিরস্কুর্ব্বন্ উপানীতঃ সমীপং প্রাপিতঃ। স্তোত্রে বৃহদ্রথন্তরে বাজৌ পক্ষৌ, তদ্বতা, "বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥

**অন্বয়ঃ।** [ভগবন্তমেব বর্ণয়তি শ্লোকদ্বয়েন]—শ্যামঃ (নবদূর্ব্বাদলপ্রভঃ) হিরণ্যরশনঃ (কট্যাং স্বর্ণকিঙ্কিণীযুক্তঃ) অর্ককিরীটজুষ্টঃ (সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বলেন মুকুটেন শোভমানঃ) নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ (নীলালকাঃ কৃষ্ণবর্ণকেশকলাপা এব ভ্রমরাঃ, তৈর্মণ্ডিতং শোভিতং কুণ্ডলযুক্তম্ আস্যং মুখমণ্ডলং যস্য সঃ) শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্মব্যগ্রৈঃ (শঙ্খাদিভির্বিশিষ্টানি অস্ত্রাণি যেষাং তৈঃ) হিরন্ময়ভুজৈঃ (কেয়ূরাদিস্বর্ণালঙ্কারযুক্তত্বাৎ ভুজানাং হিরন্ময়তা বোধ্যা) কর্ণিকার ইব (পুষ্পিতস্থলপদ্মবৃক্ষ ইব, হরিঃ উপানীত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ) ॥ ২০ ॥

**মূলানুবাদ।**—শ্যামাবদাত অঙ্গকান্তি, কটিতটে স্বর্ণকিঙ্কিণী, মস্তকে সূর্য্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল কিরীট, কুণ্ডলশোভিত মুখমণ্ডল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে পরিব্যাপ্ত, হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, বাণ, ধনু,

বক্ষস্যধিশ্রিতবধূর্ব্বনমাল্যুদারহাসাবলোককলযা রময়ংশ্চ বিশ্বম্ ।
পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামররাজহংসঃ শ্বেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ ॥ ২১ ॥
তমুপাগতমালক্ষ্য সর্ব্বে সুরগণাদয়ঃ । প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ ॥ ২২॥
তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বাঃ সসাধ্বসাঃ । মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্ ॥ ২৩ ॥

গদা, অসি ও চর্ম্ম প্রভৃতি বিদ্যমান ও বাহুচতুষ্টয় কেয়ূরাদি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পুষ্পিত স্থলপদ্ম বৃক্ষের ন্যায় শোভা সম্পাদন করিয়া ( ভগবান্ উপনীত হইলেন ) ॥ ২০ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তমেবানুবর্ণয়তি—শ্যাম ইতি দ্বাভ্যাম্। হিরণ্যবৎ রশনঃ যস্যেতি বস্ত্রং লক্ষ্যতে। অর্কতুল্যেন কিরীটেন জুষ্টঃ। নীলালকা এব ভ্রমরাঃ, তৈর্মণ্ডিতং কুণ্ডলযুক্তমাস্যং যস্য। শঙ্খাদিভিরায়ুধৈঃ ভৃত্যরক্ষার্থং ব্যগ্রৈঃ হিরণ্ময়ৈর্ভুজৈঃ পুষ্পিতকর্ণিকার ইব শোভমানঃ। ভুজানাং হিরণ্ময়ত্বং কেয়ূরকঙ্কণমুদ্রিকাদ্যলঙ্কারৈঃ ॥ ২০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—বক্ষসি ( বক্ষঃস্থলে ) অধিশ্রিতবধূঃ ( অধিশ্রিতা অবস্থিতা বধূঃ লক্ষ্মীর্যস্য সঃ ) বনমালী উদারহাসাবলোককলয়া ( উদারয়োঃ প্রশান্তয়োঃ হাসাবলোকয়োঃ হাস্যদৃষ্টিপাতয়োঃ কলয়া লেশেন ) বিশ্বং ( জগৎ ) রময়ন্ ( সন্তোষয়ন্ ) পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামররাজহংসঃ ( পার্শ্বয়োঃ ভ্রমন্তী যে ব্যজনচামরে তে এব রাজহংসৌ যত্র সঃ) উপরি ( মস্তকোপরি ) শ্বেতাতপত্রশশিনা ( শ্বেতচ্ছত্ররূপচন্দ্রেণ ) রজ্যমানশ্চ ( অলঙ্ক্রিয়মাণশ্চ ) [হরি উপনীত ইতি অন্বয়ো বোধ্যঃ ] ॥ ২১ ॥

**মূলানুবাদ।**—তাঁহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমানা, গলদেশে বনমালা, প্রশান্ত হাস্য ও দৃষ্টিপাতে তিনি বিশ্বের প্রীতি উৎপাদন করিতেছিলেন, দুই পার্শ্বে ব্যজন ও চামর দুইটি রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, মস্তকের উপরিভাগে চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতচ্ছত্র বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার সাতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ২১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—বক্ষসি অধিশ্রিতা বধূর্লক্ষ্মীর্যস্য সঃ। উদারৌ হাসোঽবলোকশ্চ তয়োঃ কলয়া লেশেন। পার্শ্বে উভয়তো ভ্রমন্তী ব্যজনচামরে, তে এব রাজহংসৌ যস্মিন্ সঃ। রজ্যমানঃ শোভাতিশয়ং নীয়মানঃ ॥ ২১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—তং ( হরিম্ ) উপাগতম্ আলক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ (ব্রহ্মা ইন্দ্রঃ ত্র্যক্ষশ্চ মহাদেবশ্চ নায়কা যেষাং তে ) সর্ব্বে সুরগণাঃ সহসা উত্থায় প্রণেমুঃ ( প্রণামং কৃতবন্তঃ ) ॥ ২২ ॥

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ শ্রীহরি আসিয়াছেন দেখিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব প্রমুখ দেবগণ সকলে সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২২ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষা নায়কা মুখ্যা যেষাং তে ॥ ২২ ॥

**অন্বয়ঃ।**—তত্তেজসা ( তস্য শ্রীহরেঃ তেজসা ) হতরুচঃ ( পরাভূততেজসঃ ) সন্নজিহ্বাঃ (গদগদভাষিণঃ ) সসাধ্বসাঃ ( ভগবৎপ্রভাববশাৎ সন্ত্রস্তমানাঃ ) [ তে সুরগণাঃ ] মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিপুটাঃ ( স্বস্বমস্তকোপরি গৃহীতাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ ) অধোক্ষজং ( বিষ্ণুম্ ) উপতস্থুঃ ( স্তুতবন্তঃ ) ॥ ২৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ শ্রীহরির তেজে সেই সকল দেবগণের তেজ পরাভূত, জিহ্বা জড়ীভূত ও চিত্ত সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা বদ্ধাঞ্জলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের স্তব করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—হতরুচঃ তিরস্কৃতপ্রভাঃ, সন্নজিহ্বাঃ গদগদবাচঃ, সসাধ্বসাঃ তন্মহিম্না ক্ষুভিতচিত্তাঃ উপতস্থুঃ তুষ্টুবুঃ ॥ ২৩ ॥

অপ্যর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহিত্বাত্মভুবাদয়ঃ। যথামতি গৃণন্তি স্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্‌ ॥ ২৪

দক্ষো গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্‌।

সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈর্বৃতং মুদা গৃণন্‌ প্রপেদে প্রযতঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫

শ্রীদক্ষ উবাচ।

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্‌।

তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ**—যস্য ( ভগবতঃ ) মহিত্বাত্মভুবাদয়ঃ ( মহিত্বরূপাঃ মহিমমাত্রস্বরূপাঃ আত্মভুবাদয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ ) অর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়োঽপি ( ভগবদপেক্ষয়া অধমদশাসম্পন্না অপি ) কৃতানুগ্রহবিগ্রহং ( কৃতঃ প্রকটিতঃ অনুগ্রহার্থং বিগ্রহো মূর্ত্তির্যেন তথাবিধং তং ভগবন্তং ) যথামতি ( স্বস্ববুদ্ধ্যনুসারেণ ) গৃণন্তি স্ম ( তুষ্টুবুঃ ) ২৪

**মূলানুবাদ।**—ব্রহ্মাদিদেবগণ শ্রীভগবানের কেবল বিভূতিস্বরূপ, সুতরাং ভগবান্‌ অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরবর্ত্তী হইলেও তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিজ কৃপায় মূর্ত্তিধারী তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—যস্য মহিমানং প্রতি তু অর্ব্বাগেব বৃত্তির্যেষাং তেঽপি যথামতি গৃণন্তি স্ম অস্তুবন্‌। কৃতঃ প্রকটীকৃতঃ অনুগ্রহার্থং বিগ্রহো যেন তম্‌। যদ্বা তেষাং অর্ব্বাগ্‌বৃত্তিত্বে হেতুঃ—তে তু যস্য মহি মহিমানঃ বিভূতিমাত্ররূপা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

**অন্বয়ঃ।**—দক্ষঃ প্রযতঃ ( সংযতচিত্তঃ ) কৃতাঞ্জলিঃ ( যুক্তপাণিশ্চ সন্‌ ) গৃহীতার্হণসাদনোত্তমম্‌ ( অর্হণসাদনং পূজোপহারপূর্ণং পাত্রং, তদেব উত্তমম্‌ অর্হণসাদনোত্তমং, গৃহীতম্‌ অর্হণসাদনোত্তমং যেন তং ) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাং) পরং গুরুং ( পরমং পূজ্যং ) সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈঃ ( সুনন্দনন্দপ্রভৃতিভিরনুচরৈঃ ) বৃতং ( পরিব্যাপ্তং ) যজ্ঞেশ্বরং ( বিষ্ণুং ) মুদা ( হর্ষেণ ) গৃণন্‌ ( স্তবন্‌ ) প্রপেদে ( শরণং গতবান্‌ ) ॥ ২৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি অনুচরবর্গে পরিব্যাপ্ত প্রজাপতিগণের পরমপূজ্য যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি দক্ষের অর্পিত আসনাদি উপচারপূর্ণপাত্র গ্রহণ করিলে দক্ষ অতি সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে করিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২৫ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তত্র তাবদ্দক্ষস্তুতিপ্রকারমাহ– দক্ষ ইতি। গৃহীতমর্হণসাদনোত্তমং যেন তম্‌। উত্তমে পাত্রে আসনাদ্যর্হণেষু সমর্পিতেষু প্রীত্যা সার্হণং পাত্রং স্বয়মেব যেন গৃহীতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, কথং প্রপেদে ? গৃহীতমর্হণসাদনোত্তমং যথা ভবতি তথা তদগৃহীত্বা প্রপেদ ইত্যর্থঃ। গৃহীত্বেতি পাঠস্তু সুগমঃ। গৃণন্‌ স্তবন্‌ প্রপেদে শরণং জগাম ॥

দক্ষর্ত্বিক্‌সদস্যেশ-ভৃগুরক্ষেন্দ্রযোষিতঃ। ঋষয়শ্চ তথা সিদ্ধা যজমানী চ লোকপাঃ ॥

যোগিব্রহ্মাগ্নিদেবাশ্চ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্‌। তথা গন্ধর্ব্ববিদ্যাধ্র ব্রাহ্মণাশ্চ পৃথঙ্‌ মতৈঃ ॥ ২৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—উপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থম্‌ ( উপরতা নিত্যনিবৃত্তা অখিলা সর্ব্বা বুদ্ধ্যবস্থা যস্মাৎ, বিচিত্রপরিণামস্য বুদ্ধিতত্ত্বস্য বিস্থিতাবস্থা কদাপি যত্র ন জায়তে, তদিত্যর্থঃ ) একং ( ভেদশূন্যম্‌, অদ্বিতীয়মিত্যর্থঃ ) [ অতএব ] অভয়ং ( প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহাৎ ভয়রহিতং ) শুদ্ধং চিন্মাত্রং ( শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপঃ, ভবানিতি বিশেষ্যেণ সহ বিধেয়তয়া অস্য অন্বয় ইতি ভিন্নলিঙ্গত্বেঽপি বিশেষ্যবিশেষণভাবে ন দোষঃ ) ভবান্‌ মায়াং প্রতিষিধ্য ( প্রত্যাখ্যায় ) আত্মতন্ত্র এব ( স্বাধীন এব সন্‌ ) স্বধাম্নি ( স্বস্বরূপে ) তিষ্ঠন্‌, তয়া পুরুষত্বং ( মায়য়া মনুষ্যভাবম্‌ ) উপেত্য ( গৃহীত্বা )

অপবিশুদ্ধ ইব ( রাগাদিযুক্ত ইব ) তস্যাং ( মায়ায়াম্ ) আস্তে ( তিষ্ঠতি, রামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু ভবান্ তথা প্রতীত ইত্যর্থঃ ) ॥ ২৬ ॥

**মূলানুবাদ**।—দক্ষ স্তব করিতে লাগিলেন - ( হে ভগবন্ ! ) বুদ্ধিতত্ত্বের যে সকল সবিকার অবস্থা, তাহা কদাচ আপনাতে সংক্রামিত হয় না , সুতরাং আপনি অদ্বিতীয়, নির্ভয়, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ , আপনি মায়াকে পরাভূত করিয়া স্বতন্ত্রভাবেই নিজের স্বরূপে অবস্থিত, অথচ মায়াদ্বারাই মনুষ্যভাব গ্রহণ করিয়া রাগ-দ্বেষাদিযুক্তের ন্যায় সেই মায়াতে অবস্থিত বলিয়াও প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

**শ্রীপ্রবর্টীকা** ।—নন্ব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব রুদ্রঃ, তস্য তু ব্রহ্মপুত্রত্বেন জীবত্বমনুকরণমাত্রং, হন্ত কিমিতি ত্বয়া ভেদদৃষ্ট্যাসাবজ্ঞাত ইতি মাং ভগবানাক্ষেপ্স্যতীতি আশঙ্ক্য অপ্রচ্যুতস্বরূপস্য জীবধর্ম্মনাট্যং তবৈব সম্ভবতে, নান্যস্যেত্যাহ—শুদ্ধমিতি। স্বধাম্নি স্বস্বরূপে তিষ্ঠন্ ভবান্ শুদ্ধং চিন্মাত্রং চৈতন্যঘনঃ। শুদ্ধত্বে হেতুঃ—উপরতা নিত্যনিবৃত্তা অখিলা বুদ্ধ্যবস্থা যস্মাৎ। অতঃ এবং ভেদশূন্যম্, অতএবাভয়ম্। "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতী"তি শ্রুতঃ। জীবস্যাপি বস্তুত এবম্ভূতত্বাৎ তদ্বৈলক্ষণ্যার্থমুক্তম্। মায়াং প্রতিবিধ্য অভিভূয় স্বতন্ত্র এব সন্ তয়া মায়য়া পুরুষত্বং মনুষ্যনাট্যম্ উপেত্য তস্যাং মায়ায়াং তিষ্ঠন্ অপবিশুদ্ধ ইব রাগাদিবানিব আস্তে। রামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু তথা প্রতীয়তে ভবানিত্যর্থঃ। অন্যে ত্ববিদ্যোপাধয়ো মায়াভিভূতঃ সংসরন্তি, অতস্ত্বমেবেশ্বরঃ, ন রুদ্রাদয় ইতি ভাবঃ। অতএব ইমাং ভেদদৃষ্টিং ভগবান্ বারয়িষ্যতি—"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পর" মিত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—দক্ষ নানাপ্রকার স্তুতি বাক্যে মহাদেবের ক্ষমা উৎপাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মার আদেশানুসারে পুনরায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া একান্ত পবিত্রমনে শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ধ্যানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালা, প্রভৃতি পরিশোভিত হইয়া মহাসমৃদ্ধিতে লক্ষ্মীসহ গরুড়ে আরোহণ করিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অঙ্গচ্ছটায় দশদিক আলোকিত হইয়া উঠিল , ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব প্রভৃতি তত্রত্য দেবগণ সকলেই শ্রীভগবানের আগমনে অতি সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর ক্রমশঃ দক্ষ, পুরোহিতগণ, সদস্যবর্গ, মহাদেব, ভৃগু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, পুরোহিতপত্নীগণ, মুনিবৃন্দ, সিদ্ধগণ, দক্ষপত্নী, লোকপালবর্গ, অগ্নি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও ব্রাহ্মণবর্গ একে একে পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে শ্রীভগবানের স্তব করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তন্মধ্যে দক্ষই প্রথমতঃ স্তব করিলেন , তাঁহার স্তুতি বাক্যের আপাত-বোধ্য অর্থ টীকা ও অনুবাদেই প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই স্তুতিবাক্যের ভঙ্গীতে শ্রীভগবানের নিকট দক্ষের যে মনোগত ভাবটি ব্যক্তিত হইয়াছে তাহা এইরূপ,— হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, কারণ অবিদ্যা প্রভৃতি আবরণ কখনও আপনার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং অবিদ্যার কার্য্য রাগদ্বেষ প্রভৃতিও কদাচ আপনাতে স্থান লাভ করিতে পারে না , তবে যে আপনার রামকৃষ্ণাদি অবতারে শত্রুর প্রতি দ্বেষ, আত্মহিতকর কার্য্যে আসক্তি প্রভৃতি অনেক প্রকার মায়িক ভাব প্রকাশিত হয়, সে সকল শুধু লোকশিক্ষার্থ উপযুক্ত আদর্শ রক্ষার জন্য জীবভাবের অনুকরণ মাত্র, বাস্তব নহে , সুতরাং পরমেশ্বর বলিতে একমাত্র আপনাকেই বুঝি, অন্য সকলেই অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন জীব মাত্র। জীবসমাজে লৌকিক সম্বন্ধ অনুসারে গৌরবাদি ব্যবহার করাই শিষ্টাচার সম্মত। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত স্থলে শক্তি বা পদমর্য্যাদা প্রভৃতি দ্বারা লাঘব গৌরব বিবেচিত হয় না, অথচ প্রজাপতিগণের যজ্ঞসভায় আমি উপস্থিত হইলে আমার জামাতা রুদ্রদেব আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের উৎকর্ষ লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইহাতেই কি তাঁহার মর্য্যাদা অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ? যে ব্যক্তি বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ সে যদি লৌকিক আচরণে অন্যের নিকট স্বীয় ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই কি তাহার মর্য্যাদা কমিয়া যায় ? কখনই নহে। আপনার শ্বশুর সত্রাজিতের যখন মৃত্যু হয়, আপনি সে

শ্রীঋত্বিজ ঊচুঃ।

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্রশাপাৎ কর্ম্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্ বিদামঃ।
ধর্ম্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদো ব্যবস্থাঃ॥ ২৭॥

শ্রীসদস্যা ঊচুঃ।

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেহন্তকোগ্রব্যালান্বিষ্টে বিষয়মৃগতৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খলমৃগভয়ে শোকদাবেহজ্ঞসার্থঃ পাদৌকস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ॥২৮॥

শ্রবণ করিয়া "অহো নঃ পরমং কষ্টং" "হায়! আমাদের বড়ই দুঃখ উপস্থিত" ইত্যাদি বলিয়া সত্যভামার নিকটে যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতে কি আপনার পরমেশ্বরত্বের কোন হানি হইয়াছে? না কিছুই হয় নাই। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন জীব, শুধু অভিমান লইয়াই ব্যস্ত, এই জন্যই আমাদের মধ্যে (রুদ্রের সহিত আমার) বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব আশা করি সেজন্য আপনি আমার কোনও অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। -

দক্ষের এই স্তুতির মধ্যে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে যে-শিবের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ দক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয় আবার তাঁহারই কৃপাবলে পুনর্জীবনাদি লাভ করিয়াছেন, সেই শিবের প্রতি কিন্তু এখনও তাঁহার ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বিষ্টভাব দূরীভূত হয় নাই। শ্রীভগবানের সমক্ষে স্তুতিবাদের মধ্য দিয়া তাই তিনি নিজ বিজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় নির্দ্দোষতার সূচনা করিতে গিয়া তাহারই পরিচয় দিয়া বসিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ সকলই বুঝিতেছেন, যে যাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করুক না কেন, তাঁহার কাছে কাহারও দোষ গুণ কিছুই ঢাকা থাকে না, সুতরাং সমুচিত ফল প্রদানেও কদাচ অন্যথা ঘটে না॥ ১৬—২৬

**অন্বয়ঃ**—[হে] অনঞ্জন! (মায়াদ্যুপাধিরহিত!) ভগবন্! বয়ং রুদ্রশাপাৎ (তদনুচরস্য নন্দীশ্বরস্য "কর্ম্মতন্ত্রং বিতনুতাদ্ বেদবাদবিপন্নধী" ইত্যাদ্যভিসম্পাতবশাৎ) কর্ম্মণি অবগ্রহধিয়ঃ (অবগ্রহা দুরাগ্রহসম্পন্না ধীর্যেষাং তে তথাবিধাঃ) বয়ং তে (তব) তত্ত্বং (যথার্থস্বরূপং) ন বিদামঃ ("বিদ্মঃ" ইতি বক্তব্যে বিদাম ইতি প্রয়োগ আর্ষঃ) ধর্ম্মোপলক্ষণং (ধর্ম্মস্য অদৃষ্টস্য, উপলক্ষণং প্রযোজকং) ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং (বেদপ্রতিপাদ্যং যজ্ঞনামকম্) ইদং (তব স্বরূপং) যদর্থং (যস্য স্বরূপস্য সিদ্ধ্যর্থম্) অধিদৈবং (দেবতাধিকরণে) অদোব্যবস্থাঃ ("অস্মিন্ যজ্ঞে ইয়ং দেবতা" ইত্যমূর্ব্যবস্থাঃ কৃতাঃ) [তৎ] জ্ঞাতম্ (অস্মাভিরবগতম্)॥ ২৭

**মূলানুবাদ**—পুরোহিতগণ স্তব করিতে লাগিলেন—হে মায়াদি আবরণশূন্য ভগবন্! রুদ্রানুচর নন্দীশ্বরের অভিশাপে আমাদের বুদ্ধি কর্ম্মপথেই একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য আপনার প্রকৃত তত্ত্ব আমরা জানি না সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের প্রয়োজক বেদপ্রতিপাদ্য যজ্ঞ যে আপনারই মূর্ত্তি, যাহার জন্য দেবতার স্থানে ইন্দ্রাদি বিশেষ বিশেষ দেবতাবর্গকে আপনি অধিদেবতারূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা আমরা অবগত হইলাম॥২৭

**শ্রীধরটীকা**।—ঋত্বিজোহপি স্বস্যাপরাধং পরিহরন্তঃ স্তুবন্তি। হে অনঞ্জন! উপাধিমলশূন্য! যদ্যপি ত্বমেব রুদ্রাদিদেবতারূপঃ, তথাপি নন্দীশ্বরশাপাৎ কর্ম্মণ্যেব-দুরাগ্রহধিয়ঃ সন্তঃ তব তত্ত্বং ন বিদ্ম, কিন্তু ধর্ম্মস্যাপূর্ব্বস্যোপলক্ষণভূতং ত্রিবৃৎ ত্রয়ীপ্রতিপাদ্যম্ অধ্বরাখ্যং তব রূপম্ অস্মাভির্জ্ঞাতম্। কীদৃশম্? যদর্থং যস্য সিদ্ধয়ে অধিদৈবং দেবতাধিকারেণ অদো ব্যবস্থাঃ অমূর্ব্যবস্থাঃ। অত্র ইয়মেব দেবতা, নান্যেত্যেবম্ভূতা নিয়মা ইত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যবস্থা ইত্যাখ্যাতম্, অডাগমাভাব আর্ষঃ, যদর্থম্ অদঃ ইদম্ ইন্দ্রাদ্যধিদৈবরূপং বিশেষেণ আস্থিতবানসীত্যর্থঃ॥ ২৭

শ্রীরুদ্র উবাচ।

তব বরদ বরাঙ্‌ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং জপতি ন গণয়ে তৎ ত্বৎপরানুগ্রহেণ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[ হে ] শরণদ। ( আশ্রয়প্রদ। ) অশরণে (বিশ্রামযোগ্যাশ্রয়শূন্যে) উরুক্লেশদুর্গে (বিপুলক্লেশ-গহনে) অন্তকাগ্রব্যালান্বিষ্টে ( অন্তকো যমঃ, স এব উগ্রো ব্যালঃ ভীষণো হিংস্রঃ, তেন অন্বিষ্টে লক্ষ্যীকৃতে ) দ্বন্দ্বশ্বভ্রে ( দ্বন্দ্বানি সুখদুঃখাদীনি এব শ্বভ্রাণি গর্তভূতানি যস্মিন্ তথাবিধে ) খলমৃগভয়ে ( খলা এব মৃগাঃ পশবো ব্যাঘ্রাদয় ইতি যাবৎ, তেভ্যো ভয়ং যস্মিন্ ) শোকদাবে ( শোক এব দাবঃ দাবানলো যত্র ), বিষয়মৃগতৃষি ( বিষয়া রূপরসাদয়ো ভোগ্যপদার্থাঃ, তে এব মৃগতৃট্ মরীচিকা যত্র, এবম্ভূতে ) উৎপথাধ্বনি ( সংসারমার্গে ) [ অবস্থিতঃ ] আত্মগেহোরুভারঃ ( আত্মা দেহঃ, গেহঞ্চ উরুভারঃ যস্য সঃ ) কামোপসৃষ্টঃ (কামপীড়িতঃ) অজ্ঞসার্থঃ ( অজ্ঞসমূহঃ ) কদা তে পাদৌকঃ ( চরণরূপম্ আশ্রয়স্থানং ) যাতি ( যাস্যতীত্যর্থঃ )॥ ২৮॥

মূলানুবাদ।—সদস্যগণ বলিলেন—হে আশ্রয়প্রদ। এই সংসারপথ নানাবিধ ক্লেশরূপ দুর্গমস্থানে পরিব্যাপ্ত, ইহাতে বিশ্রামের স্থান নাই, যম ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তুর ন্যায় সর্ব্বদা এই দিকে লক্ষ্য করিতেছে, বিষয়রূপ বহু মরীচিকা ইহাতে অবস্থান করিতেছে, সুখ দুঃখাদিরূপ বহুতর দ্বন্দ্ব গর্ত্তের ন্যায় ইহাকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে, খলরূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় ইহাতে যথেষ্ট বিদ্যমান এবং শোকরূপ দাবানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত, এই পথে অবস্থান করিয়া দেহ ও গেহাদির গুরুভারে আক্রান্ত কাম-পীড়িত অজ্ঞজীবগণ কতদিনে আপনার পদাশ্রয় লাভ করিতে পারিবে? ॥২৮॥

শ্রীধরটীকা।—সদস্যাস্তু নিরীশ্বরে দক্ষাধ্বরে ধনলোভেন স্বপ্রবৃত্তিমনুচিন্ত্য অনুতপ্তা বিরক্তিমাশাসানাঃ স্তুবন্তি। হে শরণদ। আশ্রয়প্রদ। উৎপথাধ্বনি সংসারমার্গে বর্ত্তমানোঽজ্ঞানাং সার্থঃ সমূহঃ তে পাদৌকঃ ত্বৎপাদরূপং নিবাসং কদা যাস্যতি? কথম্ভূতে সংসারমার্গে? অশরণে বিশ্রামস্থানশূন্যে। উরুক্লেশা এব দুর্গমস্থানানি যস্মিন্। অন্তক এবোগ্রব্যালঃ, তেনান্বিষ্টে লক্ষ্যীকৃতে। বিষয়রূপা মৃগতৃট্, মৃগতৃষ্ণিকা যস্মিন্। আত্মা অহঙ্কারাস্পদং শরীরং, মমতাস্পদং গেহঞ্চ, স এব উরুভারো যস্য সঃ। দ্বন্দ্বানি সুখদুঃখাদীন্যেব শ্বভ্রাণি গর্ত্তা যস্মিন্। খলা এব মৃগা ব্যাঘ্রাদয়ঃ, তেভ্যো ভয়ং যস্মিন্। শোক এব দাবাগ্নির্যস্মিন্। কামেনোপসৃষ্টঃ পীড়িতঃ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।—[ হে ] বরদ। অখিলার্থে হ্যপি ( অখিলাঃ সর্ব্বপ্রকারাঃ অর্থাঃ ভোগ্যবিষয়া যত্র তথাবিধে হ্যপি ) ইহ ( সংসারমার্গে ) আশিষা ( কামেন ) অসক্তৈঃ ( অনাবদ্ধৈঃ, নিষ্কামৈরিতি যাবৎ ) মুনিভিঃ আদরেণ অর্হণীয়ে ( পূজনীয়ে ) তব বরাঙ্‌ঘ্রৌ ( শ্রেষ্ঠে চরণে ) রচিতধিয়ং ( সন্নিবেশিতচিত্তং ) মা ( মাম্ ) অবিদ্যলোকঃ ( অজ্ঞজনঃ ) যদি অপবিদ্ধম্ ( আচারভ্রষ্টং ) জপতি (কথয়তি) [তথাপি] ত্বৎপরানুগ্রহেণ ( তব পরমনুকম্পয়া ) তৎ ( তাদৃক্ কথনং ) ন গণয়ে॥ ২৯॥

মূলানুবাদ।—শ্রীরুদ্রদেব বলিলেন—হে বরদ। নানাপ্রকার ভোগ্যবিষয়সঙ্কুল এই সংসারে যাঁহারা কিছুমাত্র কামনাবদ্ধ নহেন, সেই নিষ্কাম মুনিগণ পর্য্যন্ত সাদরে যাঁহার পূজা করেন, এবংবিধ অত্যুত্তম ত্বদীয় শ্রীচরণে আমি মনোনিবেশ করিয়াছি, অজ্ঞলোক যদি আমাকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া জল্পনা করে,- করুক, আপনার পরমকৃপাবলে আমি সে জল্পনা গ্রাহ্য করি না॥ ২৯॥

শ্রীধরটীকা।—শ্রীরুদ্রস্তু,পূর্ব্বং মম নিন্দা দুঃসহাসীৎ,ইদানীন্তু তাং ন গণয়ামীত্যাহ—তবেতি। আশিষা কামেন অসক্তৈর্নিষ্কামৈঃ। রচিতধিয়ং অভিনিবেশিতচিত্তং, মা মাম্ অবিদ্যো বিদ্যাহীনো লোকঃ যদি অপবিদ্ধং

শ্রীভৃগুরুবাচ।

যন্মায়য়া গহনযাপহৃতাত্মবোধা ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ।
নাত্মন্ শ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ॥ ৩০

জপতি আচারভ্রষ্টং জল্পতি, তজ্জল্পনম্ অহং ন গণয়ে। তত্র হেতু—তব যঃ পরোঽনুগ্রহঃ, তৎপরাণাং বা যোঽনুগ্রহস্তেন॥ ২৯॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—এক্ষণে দক্ষের স্তবের পর পুরোহিতবর্গ, সদস্যবর্গ ও শ্রীশ্রীরুদ্রদেব পর পর কয়েকটি শ্লোকে যেরূপে ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করিলেন তাহাই বর্ণিত হইতেছে। বলাবাহুল্য ইঁহাদের এবং পূর্ব্বাপর অন্যান্য স্তবকারীদিগের সকলেরই স্তবের মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্যসাধারণ মহিমা কীর্ত্তনাদিদ্বারা তদীয় প্রীতি সম্পাদন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তবে আবার নিজ নিজ মনোগত আবেগের বশে অনেকেরই কিছু কিছু অবান্তর বিষয় ভগবান্‌কে জানাইয়া আত্মদোষ মার্জ্জনারও আকাঙ্ক্ষা আছে। সুতরাং এক একটি স্তবের বিষয় ধরিয়া ক্রমশঃ তাহার বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

পুরোহিতগণ যে স্তব করিলেন তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে—বেদবিহিত যজ্ঞ যে শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং তাহার মধ্যে কোনও বিষয়ে ইন্দ্র, কোনও বিষয়ে রুদ্র, এইরূপ এক এক বিষয়ে এক এক জন অধিদেবতাও ভগবানেরই নির্দ্ধারিত, ইহা তাঁহারা অবগত আছেন বটে, কিন্তু নন্দীশ্বরের অভিসম্পাতে তাঁহাদের বুদ্ধি কর্ম্মপথেই একান্ত ধাবিত হওয়ায় শ্রীভগবানের তত্ত্ব তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পুরোহিতগণ বেদাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডকেই সার বলিয়া ধারণা করিয়াছেন অর্থাৎ অমুক ফল লাভ করিতে হইলে অমুক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়—এইরূপ ভাবের শিক্ষাতেই তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ নিয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু এই কর্ম্মকাণ্ডের নির্দ্ধারিত শৃঙ্খলার মধ্যেও শ্রীভগবানের যে কি রহস্য জড়িত আছে, কেবল তত্তৎফলোপযোগী অদৃষ্টচক্রে ঘূর্ণিত করাই যে কর্ম্মকাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য নহে, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সেই পরম ভক্তিযোগলাভের পক্ষেও যে কিরূপে উহা সোপানস্বরূপ, ইহা ধারণা করা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং ভেদবুদ্ধি তাঁহাদের পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে, তজ্জন্য প্রিয়ে অনুরাগ, অপ্রিয়ে বিদ্বেষ, ইহা না থাকিবে কেন? ফলকথা, রুদ্রদেবের অপমানকর দক্ষযজ্ঞে ব্রতী হওয়া নন্দীর অভিশাপ জনিত দুরদৃষ্টবশেই তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া এরূপ কার্য্য করেন নাই, ইহাই তাঁহাদের অবান্তর আত্মনিবেদন।

সদস্যগণের স্তুতি বাক্য পর্য্যালোচনায় বুঝা যায় যে—দক্ষের যে যজ্ঞানুষ্ঠানে ভগবান্ আগমন করেন নাই এবং রুদ্রদেবেরও অংশ ব্যবস্থা করা হয় নাই, এরূপ কার্য্যে তাঁহারা যে ধনলোভে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা কেবল দেহ গেহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয় সংরক্ষণের জন্য। ইহা ভাবিয়া সংসারধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়াছে, সুতরাং সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণকে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া বুঝিয়াছেন, এজন্য শ্রীভগবানের নিকট সংসার-পথের নানারূপ দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন।

আর শ্রীশ্রীরুদ্রদেবের স্তুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য মনে হয় যে—যতদিন পর্য্যন্ত তিনি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সম্যক্ মনোনিবেশ করেন নাই, ততদিন পর্য্যন্ত পরের কৃত নিন্দাদি শ্রবণ করিলে মন উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তখনও রাগ দ্বেষাদির দ্বন্দ্ব বিদূরিত হয় নাই, সুতরাং দক্ষের ও তদীয় যজ্ঞের ধ্বংসসাধনার্থ জটা হইতে বীরভদ্রের সৃষ্টি করিয়া "দক্ষং সযজ্ঞং জহি" "দক্ষ ও তাহার যজ্ঞ ধ্বংস কর" বলিয়া আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন হইতে সেই শ্রীপাদপদ্মে মন সমর্পণ করিয়াছেন, আর অন্য কোন দিকে মন ধাবিত হয় না, তদবধি কাহারও

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

নৈতৎ স্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো মায়াময়াদ্ব্যতিরিক্তো মতস্ত্বম্ ॥ ৩১

শ্রীইন্দ্র উবাচ।

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্।
সুরবিদ্বিট্‌ক্ষপণৈরুদায়ুধৈর্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥ ৩২

কোন প্রকার নিন্দাদিতে আর তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় না, নিন্দা ও স্তুতিবাক্যে তুল্যতা বোধ জন্মিয়াছে এবং ভক্তিরসের অপার মাধুর্য্যে অন্য সকল বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা আসিয়াছে ॥ ২৭—২৯ ॥

**অন্বয়ঃ**।—গহনয়া (দুর্জ্ঞেয়য়া) যন্মায়য়া (যস্য তব মায়াপ্রভাবেণ) অপহৃতাত্মবোধাঃ (আত্মজ্ঞানবিহীনাঃ) [ অতএব ] তমসি ( অজ্ঞানান্ধকারে ) স্বপন্তঃ ( মগ্নাঃ, অজ্ঞানাচ্ছন্না ইতি যাবৎ ) ব্রহ্মাদয়ঃ তনুভৃতঃ ( জীবাঃ ) আত্মন্ ( আত্মনি ) শ্রিতম্ ( অনুগতম্, আত্মজ্ঞানোপকারকম্ ইত্যর্থঃ ) তব তত্ত্বম্ অধুনাপি ন বিদন্তি ( জ্ঞাতুং ন শক্নুবন্তি ), প্রণতাত্মবন্ধু ( প্রণতাত্মনাং নম্রস্বভাবানাং বন্ধুঃ সুহৃদ্ভূতঃ ) সোঽয়ং ভবান্ প্রসীদতু ( মাং প্রতি প্রসন্নো ভবতু ) ॥ ৩০ ॥

**মূলানুবাদ**।—মহর্ষি ভৃগু বলিলেন—আপনার দুর্জ্ঞেয় মায়াপ্রভাবে ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবগণই আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, এজন্য বুঝিতেছি, অদ্যাপি তাঁহারা আত্মজ্ঞানোপযোগী আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, যাহা হউক, আপনি প্রণতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বন্ধুস্বরূপ, আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৩০ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—ভৃগুস্তু, স্বভাবতস্তত্ত্বজ্ঞানহীনা জীবাঃ, অতোঽজ্ঞানকৃতং মম দুশ্চেষ্টিতং ক্ষমস্বেত্যাহ— যন্মায়য়েতি। আত্মন্ আত্মনি শ্রিতমনুগতং তব তত্ত্বং ন বিদন্তি। প্রণতানাম্ আত্মা বন্ধুশ্চ ॥ ৩০ ॥

**অন্বয়ঃ**।—অসৌ পুরুষঃ ( প্রাকৃতো জনঃ ) পদার্থভেদগ্রহৈঃ ( পদার্থানাং ভেদগ্রহো যেভ্যঃ তৈঃ বিষয়-ভেদগ্রাহকৈরিত্যর্থঃ ) ইন্দ্রিয়ৈঃ যাবৎ ( জাগতিকং যদ্ যদ্ বস্তু ) ঈক্ষেৎ (পশ্যতি) এতৎ ন ভবতঃ স্বরূপং ( ভবতঃ পারমার্থিকস্বরূপং তত্তাবদ্ব্যতিরিক্তমেবেতি ভাবঃ ) [ তর্হি কীদৃশং তৎস্বরূপম্ ? ইত্যাহ ] জ্ঞানস্য অর্থস্য চ গুণস্য ( জ্ঞানস্য বিষয়স্য চ যো গুণঃ কারণীভূতং যৎ সত্ত্বাদিকং, তস্য ) আশ্রয়শ্চ ( তথাবিধস্য সত্ত্বাদেরধিষ্ঠাতা সন্নপি ) মায়াময়াৎ ( মায়াধীনজগৎপ্রপঞ্চাৎ ) ত্বং ব্যতিরিক্তো মতঃ [ এতেন ব্রহ্মা ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে স্বাভিজ্ঞতাং প্রকটয়ন্ ভৃগোরুক্তিং কটাক্ষয়তীতি বোধ্যম্ ] ॥ ৩১ ॥

**মূলানুবাদ**।—ব্রহ্মা বলিলেন সাধারণ লোক পদার্থের ভেদ-গ্রাহক ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা যাহা যাহা অবলোকন করে, ইহার কিছুই আপনার প্রকৃত স্বরূপ নহে। আপনি জ্ঞান এবং বিষয়ের কারণীভূত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অধিষ্ঠাতা হইলেও মায়াধীন জগৎপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ ॥ ৩১ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—ব্রহ্মাদয়ো ন বিদন্তীতি ভৃগুণোক্তে তদসহমানো ব্রহ্মা তত্ত্বজ্ঞানমাবিষ্কুর্ব্বন্নিবাহ— নৈতদিতি। পদার্থভেদগ্রাহকৈরিন্দ্রিয়ৈঃ। গুণস্য ইন্দ্রিয়স্য। যদ্বা জ্ঞানার্থয়োঃ কারণস্য সত্ত্বাদেঃ। অতএব অসতো মায়াময়াদ্ব্যতিরিক্তো ভবান্ ॥ ৩১ ॥

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] অচ্যুত। ( বিষ্ণো। ) বিশ্বভাবনং ( সর্ব্বজগৎপ্রকাশসমর্থং ) মনোদৃশাং ( মনসঃ

নেত্রয়োশ্চ ) আনন্দকরং, সুরবিদ্বিট্‌ক্ষপণৈঃ ( অসুরনাশকৈঃ ) উদায়ুধৈঃ ( অস্ত্রশালিভিঃ ) অষ্টভিঃ ভুজদণ্ডৈঃ ( উপলক্ষিতম্ ) ইদম্ ( অস্মদাদিভিঃ প্রত্যক্ষীক্রিয়মাণং ) বপুরপি (ত্বদীয়া ইয়ং শ্রীমূর্ত্তিরপি) উপপন্নং ( যুক্তিযুক্তমেব, নতু মিথ্যেতি ভাবঃ ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ**।—ইন্দ্র বলিলেন—হে ভগবন্! নানাবিধ অস্ত্র সম্পন্ন অসুর-নাশক অষ্টবাহুদ্বারা বিরাজমান আপনার এই শ্রীমূর্ত্তি, যাহা সমস্ত বিশ্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ এবং যাহা দর্শন করিয়া মন ও নয়ন আনন্দে মগ্ন হয়, ইহা ত মিথ্যা বস্তু নহে ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা**।—ইন্দ্রস্তু, ইন্দ্রিয়বিষয়ঃ সর্ব্বোঽপি মিথ্যেতি ব্রহ্মণোক্তমসহমান আহ। ইদং তব বপুরপি উপপন্নমেব, ন তু প্রপঞ্চবদনির্ব্বচনীয়তয়া অনুপপন্নম্। সুরাণাং বিদ্বিষঃ ক্ষপয়ন্তীতি তথা তৈর্ভুজদণ্ডৈরুপলক্ষিতম্ ॥ ৩২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—অতঃপর ভৃগু মুনি স্তুতি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন যে—ব্রহ্মাদি যাবতীয় জীবমাত্রই শ্রীভগবানের মায়ায় মুগ্ধ, সুতরাং আত্মজ্ঞানহীন, অতএব নিশ্চয়ই তাঁহারা ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—জীব যদি নিজেকে নিজে চিনিতে পারে অর্থাৎ "অহং" "আমি" শব্দের প্রতিপাদ্য যে জীবাত্মা, তাহাতে কোন দোষ বিদ্যমান থাকায় তাহার যে এরূপ সংসারবন্ধন ভোগ করিতে হইতেছে,ইহা যদি বুঝিতে পারে, তবে তাহার আর সে দোষ থাকিতে পারে না; সুতরাং মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু এইরূপে নিজেকে ( অহংকে ) চিনিতে হইলে ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, তাই বেদে কথিত হইয়াছে "স হি তত্ত্বতো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকারস্যোপকরোতি" "ঈশ্বরকে যথার্থরূপে জ্ঞাত হইলে জীবাত্মসাক্ষাৎকারের উপায় হয়"। এইজন্যই শ্রুতিতে আরও উপদিষ্ট হইয়াছে "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ" "যদি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়, তবে ক্রমশঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে"। প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ, পরে বহুবিধ হেতুদ্বারা তাঁহার মনন ( অনুমান ), পরে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলেই তখন উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বরের সেই নিত্যমুক্ত স্বরূপ হইতে আমার ( জীবাত্মার ) মধ্যে কিরূপ দোষবার্ত্তা রহিয়াছে। এই রূপেই মুক্তিলাভ হয়। ব্রহ্মাদিদেবগণ যখন জীবভাবাপন্ন সুতরাং তাঁহারা আত্মজ্ঞানহীন, অতএব ভগবত্তত্ত্ব নিশ্চয়ই তাঁহাদের অবিদিত।

এইরূপ স্তুতিবাক্যে একদিকে ভগবত্তত্ত্বের একান্ত দুর্জ্ঞেয়তা কীর্ত্তনে তাঁহার অসাধরণ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, আবার ভঙ্গ্যন্তরে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষপাতও করা হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া ভৃগুর পরেই ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি শ্রীভগবানের তত্ত্ব সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল পদার্থ দর্শন করা যায়, তাহা সকলই মায়াধীন, কিছুই পারমার্থিক বস্তু নহে, সুতরাং উহার কোনটাই ভগবানের স্বরূপ নহে। ব্রহ্মার এই উক্তি শ্রবণের পরে ইন্দ্র যে স্তব করিয়াছেন, তাহাতে আবার ব্রহ্মার কথায় কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। ইন্দ্রের কথার মর্ম্ম এই যে—শঙ্খ চক্রাদি শোভিত অষ্টবাহু সম্পন্ন যে মূর্ত্তি তথায় আবির্ভূত হইয়াছে, যাহা দর্শন করিয়া তথাকার সকলের প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মিয়াছে, উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহা যে শ্রীভগবানেরই স্বরূপ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, সুতরাং ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইল কিরূপে? এইরূপ বিভিন্নপ্রকার ধারণা লইয়া কত প্রকার স্তুতি ও আলোচনা পাওয়া যাইতেছে ও যাইবে, তবে ইহাতে ভক্ত পাঠকবর্গের বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ এই অধ্যায়েরই শেষ ভাগে স্বয়ং ভগবান্ "অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে নিজস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া সকল ধারণার সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩০—৩২

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ।

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভশান্তমেধং যজ্ঞাত্মন্ নলিনরুচা দৃশা পুনীহি॥ ৩৩

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

অনন্বিতং তব ভগবন্ বিচেষ্টিতং যদাত্মনাচরসি হি কর্ম্ম নাজ্যসে।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ত্ততীং ভবান্॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] শবশয়নাভ। ( শবে জলে শেতে তিষ্ঠতি যৎ তৎ শবশয়ং পদ্মং তৎ নাভৌ যস্য সঃ শবশয়নাভঃ পদ্মনাভ ইত্যর্থঃ, তৎসম্বোধনমিদম্, অথবা "শবশয়নাভশান্তমেধম্" ইতি যজ্ঞবিশেষণমেকং পদমপি ভবিতুমর্হতীতি স্বামিপাদব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্যং ) তব যজনায় ( সন্তোষণায় ) কেন ( ব্রহ্মণা ) সৃষ্টঃ ( প্রস্তুতঃ ) অয়ং যজ্ঞঃ দক্ষকোপাৎ ( দক্ষং প্রতি ক্রোধবশাৎ ) পশুপতিনা ( রুদ্রদেবেন ) বিধ্বস্তঃ, [ হে ] যজ্ঞাত্মন্। অদ্য (সম্প্রতি) তৎ নঃ ( অস্মাকং ) শান্তমেধং ( বিরতোৎসবং ) তং ( যজ্ঞং ) নলিনরুচা ( পদ্মকান্ত্যা ) দৃশা ( নেত্রেণ, নেত্রক্ষেপেণেতি যাবৎ ) পুনীহি ( পবিত্রং কুরু )॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—ঋত্বিক্ পত্নীগণ বলিলেন – হে পদ্মনাভ। আপনার তৃপ্তির জন্য ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া পশুপতি ইহা বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাহাতে যজ্ঞের উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, হে যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবন্। সম্প্রতি আপনি পদ্মতুল্য নয়ন দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের এই যজ্ঞ পবিত্র করুন॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা।**—ঋত্বিজং পত্ন্যঃ স্তুবন্তি। যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় ত্বাং যষ্টুং কেন ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সৃষ্টঃ। হে যজ্ঞাত্মন্। ত্বং নো যজ্ঞং নলিনকান্ত্যা দৃশা নেত্রেণ পুনীহি পবিত্রং কুরু। কথম্ভূতং যজ্ঞম্? শবাঃ শেরতে যস্মিন্নিতি শবশয়নং শ্মশানম্, তদ্বদাভা প্রতীতির্যস্য, স চাসৌ শান্তমেধশ্চ উপরতোৎসবঃ। মেধশব্দেন পশুহিংসাত্মোৎসবো লক্ষ্যতে। শবমুদকং, তত্র শেতে ইতি তথা পদ্মং, তন্নাভেতি সম্বোধনং বা॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] ভগবন্। তব বিচেষ্টিতম্ ( আচরণম্ ) অনন্বিতম্ ( ফলবন্ধনাদিভিরসম্বদ্ধং ) যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) আত্মনা ( স্বয়মেব ) কর্ম্ম আচরসি ( অনুতিষ্ঠসি ) নহি অজ্যসে ( লিপ্তস্তু ন ভবসি ) [ অন্যে ] বিভূতয়ে ( সম্পদর্থং ) যতঃ ( দ্বিতীয়াযাস্তস্যাদেশেন পদমিদং, তেন যাম্ ইতি অর্থো বোধ্যঃ ) ঈশ্বরীং ( লক্ষ্মীম্ ) উপসেদুঃ ( সেবিতবন্তঃ ) স্বয়মনুবর্ত্ততীং ( স্বেচ্ছয়া অনুবর্ত্তিনীমপি তাং ) ভবান্ ন মন্যতে॥ ৩৪

**মূলানুবাদ।**—ঋষিগণ বলিলেন—হে ভগবন্। আপনার আচরণ ( সাধারণের ন্যায় ) ফলবন্ধনাদিযুক্ত নহে, যেহেতু আপনি স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করেন অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না। আর অন্যে সম্পৎ কামনায় যে লক্ষ্মীদেবীকে ভজনা করিয়া থাকে, সেই লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং আপনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি আপনি তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন না॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—ঋষয়স্ত, কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তস্তৎপুণ্যেন তৎফলেন চ যুজ্যন্তে, ভগবতি তু তদভাবমালক্ষ্য বিস্মিতাঃ স্তুবন্তি। অনন্বিতম্ অঘটমানম্। যৎ যস্মাৎ আত্মনা স্বয়ং কর্ম্মাচরসি অনুতিষ্ঠসি, ন তু অজ্যসে লিপ্যসে যতশ্চান্যে বিভূতয়ে সম্পদে ঈশ্বরীং লক্ষ্মীম্ উপসেদুর্ভেজুঃ। যদ্বা যত ইতি সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ, যামিত্যর্থঃ। ভবাংস্তু স্বয়মেবানুবর্ত্তমানাং তাং ন মন্যতে নাদ্রিয়তে॥ ৩৪

শ্রীসিদ্ধা ঊচুঃ।

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ॥ ৩৫॥

শ্রীযজমান্যুবাচ।

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ।
ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পুরুষঃ॥ ৩৬॥

শ্রীলোকপালা ঊচুঃ।

দৃষ্টং কিং নো দৃগ্ভিরসদ্গ্রহৈস্ত্বং প্রত্যগ্দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্।
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্ যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ॥ ৩৭॥

**অন্বয়ঃ।**—ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ (ক্লেশ এব দাবাগ্নিঃ, তেন দগ্ধঃ দুঃখদাবানলসন্তপ্ত ইত্যর্থঃ) তৃষার্ত্তঃ (শান্তিবারিপিপাসাকাতরঃ) নঃ (অস্মাকম্) অয়ং মনোবারণঃ (চিত্তহস্তী) ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং (ত্বৎকথারূপা যা মৃষ্টপীযূষ দী বিশুদ্ধামৃতনদী তস্যাম্) অবগাঢ়ঃ (নিমগ্নঃ সন্) ব্রহ্মসম্পন্নবৎ (ব্রহ্মৈক্যং প্রাপ্ত ইব) দাবং (দাবানলতুল্যং সংসারদুঃখং) ন সস্মার (ন স্মরতি স্ম), ন নিষ্ক্রামতি (ত্বৎকথামৃতনদীমধ্যাৎ ন নির্গচ্ছতি)॥ ৩৫॥

**মূলানুবাদ।**—সিদ্ধগণ বলিলেন—হে ভগবন্। সংসারের দুঃখ দাবানলে সাতিশয় সন্তপ্ত শান্তিবারিপিপাসু আমাদিগের এই মনোরূপ মত্তহস্তী তোমার কথারূপ বিশুদ্ধ অমৃতময়ী নদীতে অবগাহন করিয়া দাবানল তুল্য সংসার জ্বালা আর কিছুই স্মরণ করে না এবং সেই অমৃতময়ীনদী হইতে আর নির্গত হইতে চাহে না॥ ৩৫॥

**শ্রীধরটীকা।**—সিদ্ধাস্ত তৎকথামৃতমভিনন্দন্তঃ স্তুবন্তি। অযং নো মনোগজঃ, ত্বৎকথৈব মৃষ্টং শুদ্ধং পীযূষং তন্ময়ী যা নদী, তস্যামবগাঢ়ঃ প্রবিষ্টঃ, দাবাগ্নিতুল্যং সংসারতাপং ন স্মরতি স্ম, ন চ ততো নির্গচ্ছতি। ব্রহ্মসম্পন্নবৎ ব্রহ্মৈক্যং প্রাপ্ত ইব॥ ৩৫॥

**অন্বয়ঃ।**—শ্রীযজমানী (যজমানী দক্ষপত্নী প্রসূতিঃ) উবাচ। [হে] ঈশ। (প্রভো।) শ্রীনিবাস। (লক্ষ্মীপতে।) তে স্বাগতং? (শুভাগমনমপি?) তুভ্যং নমঃ প্রসীদ (ত্বং প্রসন্নো ভব), কান্তযা (নিজপত্ন্যা) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা সহ) নঃ (অস্মান্) ত্রাহি (রক্ষ), [হে] অধীশ। শীর্ষহীনঃ কবন্ধঃ পুরুষো যথা (অবশিষ্টৈঃ সর্ব্বৈরপি অঙ্গৈঃ ন শোভতে তথা) ত্বাম্ ঋতে (ত্বয়া বিনা) অঙ্গৈঃ (ইতরৈঃ সর্ব্বৈরপি অবয়বৈঃ) মখঃ (যজ্ঞঃ) ন শোভতে॥ ৩৬॥

**মূলানুবাদ।**—দক্ষপত্নী প্রসূতি বলিলেন—হে প্রভো শ্রীনিবাস। আপনার আসিতে কোনও কষ্ট হয় নাই ত? আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হউন। হে যজ্ঞেশ্বর। কবন্ধপুরুষের অন্যান্য অবয়ব থাকিলেও মস্তক না থাকায় যেমন শোভা হয় না, তদ্রূপ আমাদের এই যজ্ঞে অন্য সকল অঙ্গ থাকিলেও যজ্ঞেশ্বর না থাকিলে ইহার শোভা হইতে পারে না, অতএব আপনি নিজপত্নী লক্ষ্মীসহ (উপস্থিত থাকিয়া) আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৩৬॥

**শ্রীধরটীকা।**—যজমানী দক্ষপত্নী স্তৌতি। তে স্বাগতং ভদ্রমাগমনং জাতম্। হে অধীশ! যথা

শ্রীযোগেশ্বরা ঊচুঃ।

প্রেয়ান্ ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্ত্যেশতয়োপধাবতামনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥ ৩৮ ॥

শিরসাহীনঃ কবন্ধমাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গৈঃ করচরণাদ্যবয়বৈঃ শোভনৈরপি ন শোভতে, তথা ত্বাং বিনা কেবলং প্রযাজাদ্যঙ্গৈর্মখো ন শোভতে। অতো নঃ শ্রিয়া সহ ত্রায়স্ব স্বভক্তান্ কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[ হে ] ভূমন্। ( বিরাট্পুরুষ। ) যেন ( ত্বয়া ) বিশ্বং দৃশ্যতে [ সঃ ] প্রত্যগ্দ্রষ্টা ( সর্ব্বজীবসাক্ষীভূতঃ ) ত্বং নঃ ( অস্মাকম্ ) অসদ্গ্রহৈঃ ( অত্র পুংস্ত্বং গ্রহশব্দস্যাজহল্লিঙ্গত্বাৎ, বিষয়ভূতমায়িকবিষয়প্রকাশকরূপাভিরিতি তদর্থঃ ) দৃগ্ভিঃ ( ইন্দ্রিয়ৈঃ ) দৃষ্টঃ কিং ? ( ন দৃষ্ট এবেত্যর্থঃ ) ত্বং ষষ্ঠঃ ( পঞ্চভূতাতিরিক্তঃ সন্ ) পঞ্চভিভূ'তৈঃ ( অত্র উপলক্ষণে তৃতীয়া, তথাচ পাঞ্চভৌতিকশরীরাদ্যুপলক্ষিত ইত্যর্থঃ) যৎ ভাসি ( প্রতীয়সে ইতি যৎ ) এষা হি ভবদীয়া মায়া। [যদ্যপি ত্বদীয়মায়াবশাৎ অস্মাভিরিন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিকশরীরোপলক্ষিত জীববিশেষ ইব ত্বং প্রতীয়সে,তথাপি পঞ্চভূতাতিরিক্তং সর্ব্বজীবসাক্ষীভূতং তে পারমার্থিকস্বরূপং নাস্মাকমিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং ভবতীতি বৃথৈব জীবনমস্মাকমিতি ভাবঃ ] ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—লোকপালগণ বলিলেন—হে বিরাট্ পুরুষ। এই নিখিল বিশ্ব আপনি সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং আপনি সর্ব্বজীবের সাক্ষিস্বরূপ, আমাদের এই ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল মায়িক বস্তু দর্শন করিতেই সমর্থ, ইহাদের দ্বারা আপনার প্রকৃতস্বরূপ কি দর্শন করা যাইতে পারে ? কখনই নহে। আপনি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পদার্থ, অথচ আমরা যে ইন্দ্রিয়দ্বারা আপনাকে সাধারণ জীবের ন্যায় ভৌতিকশরীরধারী বলিয়া অবলোকন করি, ইহা আপনারই মায়া ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—লোকপালাস্ত্বীশ্বরাভিমানাক্রান্তা ভগবতস্ত্বরূপমপশ্যন্ত ঊচুঃ। দৃষ্টঃ কিম্ ? ন দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? অসদ্গ্রহৈঃ। পুংস্ত্বমাবিষ্টলিঙ্গত্বাৎ। অসৎপ্রকাশরূপাভির্দৃগ্ভিরিন্দ্রিয়ৈঃ। অয়ং ভাবঃ- শুদ্ধচিত্তানাং ত্বং শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তির্ভাসি, অস্মাকন্তু বহির্ম্মুখেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চভূতোপলক্ষিতো জীববিশেষ ইবাবভাসি, অতস্ত্বমস্মদাদীনামিন্দ্রিয়গোচরো ন ভবসি, ধিগস্মজ্জীবিতমিতি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—যোগেশ্বরাঃ (যোগসিদ্ধা মহর্ষয়ঃ) ঊচুঃ। [হে] প্রভো। যঃ (সাধকঃ) বিশ্বাত্মনি ত্বয়ি ( পরব্রহ্মণি ) আত্মনঃ ( স্বস্মাৎ ) পৃথক্ ( ভাবপ্রধানোঽয়ং নির্দ্দেশঃ পার্থক্যমিতি তদর্থঃ ) ন ঈক্ষেৎ ( পরীক্ষেদন্মার্গম্ ) অমুতঃ ( তস্মাদ্ জনাৎ ) অন্যঃ তে ( তব ) প্রেয়ান্ ( প্রিয়তরঃ ) ন অস্তি, [ হে ] বৎসল। ( ভক্তপ্রিয়। ) অথাপি ( তথাপি ) ঈশতয়া ( প্রভুভাবেন, "ভৃত্যেশতয়া" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, তত্র চ "অহং ভৃত্যঃ" "ত্বম্ ঈশ" ইতি প্রভুভৃত্যভাবেন ইত্যর্থঃ ) উপধাবতাং (সেবমানানাম্) অনন্যবৃত্ত্যা (অব্যভিচারিণ্যা) ভক্ত্যা অনুগৃহাণ (তথাবিধভক্তিযুক্তান্ প্রতি অনুগ্রহপরায়ণো ভব ) ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ বলিলেন—হে প্রভো। আপনি সর্ব্বময় পরব্রহ্ম, যে ব্যক্তি আপনাতে ও নিজেতে কিছুমাত্র পার্থক্য দর্শন করে না, তাহা অপেক্ষা আপনার আর অধিক প্রিয় কেহ নাই সত্য, তথাপি হে ভক্তবৎসল। যাহারা আপনাকে প্রভুজ্ঞানে ভৃত্যভাবে সেবা করে, তাহাদিগের অব্যভিচারি ভক্তি দ্বারা আপনার যেন অনুগ্রহ জন্মে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—যোগেশ্বরাস্ত্বভেদেন ভজতামনুগ্রহভক্তিং মন্যমানাঃ,স্বামিভৃত্যভাবেন ভজতামপ্যনুগ্রহং

জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো বহুভিদ্যমানগুণয়াত্মমায়য়া।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া বিনিবর্ত্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্ম্মাদীনাঞ্চ সূতয়ে। নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ ॥ ৪০ ॥

শ্রীঅগ্নিরুবাচ।

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্ ॥ ৪১ ॥

প্রার্থয়মানাঃ স্তুবন্তি—প্রেয়ানিতি দ্বাভ্যাম্। বিশ্বাত্মনি পরব্রহ্মণি ত্বয়ি য আত্মনঃ পৃথক্ত্বং নেক্ষেত, অমুত অমুষ্মাৎ অন্যস্তে প্রেষ্ঠো নাস্তি। আত্মনো জীবান্ পৃথঙ্নেক্ষেতেতি বা; হে বৎসল! ভক্তপ্রিয়! অনন্যবৃত্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজতোঽনুগৃহাণেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।**—দৈবতঃ ( জীবাদৃষ্টবশাৎ ) বহুভিদ্যমানগুণয়া ( বহুধা ভিদ্যমানা বৈচিত্র্যপ্রাপ্তা গুণাঃ সত্ত্বাদয়ো যস্যাঃ তয়া ) আত্মমায়য়া ( স্বকীয়মায়াশক্ত্যা ) জগদুদ্ভবস্থিতিপ্রলয়েষু ( জগতঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েষু ) রচিতাত্মভেদমতয়ে ( রচিতা সম্পাদিতা আত্মনি স্বং প্রতি ভেদমতিঃ ব্রহ্মাদিবিভিন্নত্ববুদ্ধির্যেন তস্মৈ ) স্বসংস্থয়া ( শুদ্ধস্বরূপাবস্থানেন তু ) বিনিবর্ত্তিতভ্রমগুণাত্মনে ( বিনিবর্ত্তিতঃ দূরীকৃতঃ, ভ্রমঃ ভেদজ্ঞানং, গুণাঃ তৎকারণানি চ আত্মনি যেন তস্মৈ তুভ্যং ) নমঃ ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—জীবগণের অদৃষ্ট বশে আপনার যে-মায়া গুণগত বহু প্রকার বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া থাকে, আপনিই সেই মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে আপনার প্রতি জীবের "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব," প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া থাকেন, আবার আপনিই স্বরূপে অবস্থিতি দ্বারা তাহাদের ভেদজ্ঞান ও তাহার কারণ সমূহ বিদূরিত করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৯

**শ্রীধরটীকা।**—অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ কথং স্যাৎ ভজনীয়ানাং বহুত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহঃ। জগতাম্ উদ্ভবাদিষু নিমিত্তেষু দৈবতো জীবাদৃষ্টাৎ বহুধা ভিদ্যমানা গুণা যস্যাস্তয়া স্বমায়য়া আত্মনি স্ব স্ব রূপে রচিতাঃ ব্রহ্মাদিভেদমতির্যেন তস্মৈ। স্বসংস্থয়া কেবলস্বরূপাবস্থানেন চ বিনিবর্ত্তিতো ভেদভ্রমো গুণাশ্চ তদ্ধেতবঃ আত্মনি যেন তস্মৈ ॥ ৩৯

**অন্বয়ঃ।**—শ্রীব্রহ্ম (ব্রহ্ম বেদঃ, তথাহি বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ইত্যমরঃ) উবাচ। শ্রিতসত্ত্বায় (সত্ত্বগুণাবলম্বিনে) ধর্ম্মাদীনাং সূতয়ে চ ( ধর্ম্মাদিজনকায় ) নির্গুণায় চ তে ( তুভ্যং ) নমঃ, [ সত্ত্বগুণাবলম্বিনঃ কথং নির্গুণমিত্যাহ ] যৎকাষ্ঠাং (যস্য তব কাষ্ঠাং তত্ত্বম্) অহং ন বেদ (ন জানামি। অপরেঽপি চ (রুদ্রাদয়োঽপি, ন বিদুরিতি শেষঃ) ॥৪০

**মূলানুবাদ।**—স্বয়ং শব্দব্রহ্ম বেদ স্তব করিতে লাগিলেন—হে প্রভো! আপনিই সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, আবার আপনিই নির্গুণ, আপনার তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারি না এবং রুদ্রাদি-দেবগণও বুঝিতে পারেন না ॥ ৪০

**শ্রীধরটীকা।**—শব্দব্রহ্ম স্তৌতি–নমস্ত ইতি। শ্রিতং স্বীকৃতং সত্ত্বং যেন, অতঃ ধর্ম্মাদিফলপ্রসবিত্রে। নন্বু সত্ত্বগুণত্বং নির্গুণত্বঞ্চ একস্য কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ। যস্য কাষ্ঠাং তত্ত্বং নাহং বেদ্মি অপরে রুদ্রাদয়শ্চ ন বিদুঃ তস্মৈ ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ।**—অহং যত্তেজসা ( যস্য তব তেজসা ) সুসমিদ্ধতেজাঃ(সম্যক্প্রদীপ্ততেজাঃ সন্) স্বধ্বরে (শোভনে

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ॥৪২

শ্রীগন্ধর্ব্বাপ্সরস ঊচুঃ।

অংশাংশাস্তে দেবমরীচ্যাদয় এতে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমংস্তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম॥ ৪৩॥

যজ্ঞে) আজ্যসিক্তং (ঘৃতাক্তং) হব্যং (চরুপ্রভৃতিকং) বহে (বহামি, গৃহ্লামীত্যর্থঃ), যজ্ঞিয়ং (যজ্ঞপালকং) পঞ্চবিধম্ (অগ্নিহোত্র দর্শ-পৌর্ণমাস-চাতুর্মাস্য-পশুসোমেতিপঞ্চাত্মকং) পঞ্চভিঃ যজুভিঃ (যজ্ঞমন্ত্রপঞ্চকৈঃ) স্বিষ্টং (সুপূজিতং) যজ্ঞং (যজ্ঞমূর্ত্তিং) ত্বং (ভবন্তং) প্রণতোঽস্মি॥ ৪১

মূলানুবাদ।—অগ্নিদেব বলিলেন—উত্তম যজ্ঞে যাঁহার তেজে সম্যক্ তেজঃসম্পন্ন হইয়া আমি ঘৃতাক্ত চরু প্রভৃতি হোমীয় বস্তু গ্রহণ করি, আপনি সেই যজ্ঞপ্রতিপালক যজ্ঞরূপী ভগবান্, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও পশুসোম, এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ আপনারই স্বরূপ, ঐ পঞ্চ প্রকার যজ্ঞীয়মন্ত্রে আপনিই সম্যক পূজিত হইয়া থাকেন, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—অগ্নিস্তু যজ্ঞমূর্ত্তিং প্রণমতি। যস্য তেজসা সুষ্ঠু সমিদ্ধং প্রদীপ্তং তেজো যস্য সোঽহং প্রশস্তাধ্বরে হবির্বহামি, তং যজ্ঞিয়ং যজ্ঞায় হিতং পালকং, যজ্ঞং যজ্ঞমূর্ত্তিম্। পঞ্চবিধত্বমৈতরেয়কে উক্তম্—"স এষ যজ্ঞঃ পঞ্চবিধোঽগ্নিহোত্রং দর্শপৌর্ণমাসৌ চাতুর্মাস্যানি পশুঃ সোম" ইতি। পঞ্চভির্যজুর্ভির্যজ্ঞমন্ত্রৈঃ স্বিষ্টং সুপূজিতম্। তথাচ শ্রুতিঃ—"আশ্রাবয়েতি চতুরক্ষরম্, অস্তু শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং, যজে ইতি দ্ব্যক্ষরং, যে যজামহে ইতি পঞ্চাক্ষরং দ্ব্যক্ষরো বষট্‌কার" ইতি। স্মৃতিশ্চ,—"চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব চ। হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদত্বি" তি॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—যঃ (ত্বম্) অদ্য (সম্প্রতি) নঃ (অস্মাকম্) অক্ষ্ণোঃ পথি (নেত্রয়োঃ সম্মুখে) চরসি, ভৃত্যান্ (ভক্ত্যনুগতান্) অবসি (রক্ষসি) স আদ্যঃ পুমানেব ত্বং, পুরাকল্পাপায়ে (পূর্ব্বকল্পস্য অবসানে প্রলয়কালে ইত্যর্থঃ) স্বকৃতং (স্বসৃষ্টং) বিকৃতং (কার্য্যসমূহম্) উদরীকৃত্য (স্বস্মিন্ বিলীনং কৃত্বা) তস্মিন্ সলিলে (প্রলয়কালীনে জলরাশৌ) উরগেন্দ্রাধিশয়নে (উরগেন্দ্রঃ সর্পরাজঃ অনন্তঃ, স এব অধিকং বিপুলং শয়নং শয্যা, তত্র) সিদ্ধৈঃ (সত্যলোকাদিস্থিতৈঃ) হৃদি (মানসে) বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ (বিমৃশিতা চিন্তিতা অধ্যাত্মপদবী জ্ঞানমার্গো যস্য তথাবিধঃ সন্) শেষে (শয়ানস্তিষ্ঠসি)॥ ৪২

মূলানুবাদ।—দেবগণ বলিলেন—হে দেব। যে-আপনি সম্প্রতি আমাদের দর্শনপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতেছেন, এই আপনিই সেই আদিপুরুষ, পূর্ব্বকল্পের অবসানে অর্থাৎ প্রলয়কালে যিনি নিজের সৃষ্ট সমস্ত বস্তু নিজের মধ্যে লয় করিয়া তৎকালীন বিপুল জলরাশির মধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন এবং তৎকালে সত্যলোক প্রভৃতির অধিবাসী সিদ্ধপুরুষগণ একান্ত মনে যাঁহার জ্ঞানপথ চিন্তা করিতে থাকেন॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—দেবাস্তু, সত্যং বয়মপি দেবাঃ তথাপি জগদাদ্যন্তয়োস্ত্বমেব, নান্যঃ কশ্চিদিত্যাহুঃ—পুরেতি। কল্পাপায়ে প্রলয়ে বিকৃতং কার্য্যজাতম্ উদরীকৃত্য সংহৃত্য ত্বমেব আদ্যঃ পুমান্ উরগেন্দ্র এবাধিকং শয়নং শয্যা তস্মিন্

শ্রীবিদ্যাধরা ঊচুঃ।

ত্বন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্ কৃত্বা মমাহমিতি দুর্ম্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়লালস আত্মমোহং যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উদ্ব্যুদস্যেৎ ॥ ৪৪

শ্রীব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং ত্বং হি মন্ত্রং সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ ॥ ৪৫

শেষে শয়নং করোষি। সিদ্ধৈর্জনলোকাদিবাসিভিঃ বিমৃশিতা বিচিন্তিতা অধ্যাত্মপদবী জ্ঞানমার্গো যস্য স এব ত্বম্, য ইদানীম্ অস্মোঃ পথি চরসি প্রত্যক্ষোঽসি। অবসি রক্ষসি ॥ ৪২ ॥

**অন্বয়ঃ।** শ্রীগন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ উচুঃ (গন্ধর্ব্বাশ্চ অপ্সরসশ্চ মিলিত্বা স্তুতবন্তঃ)। [হে] দেব। এতে মরীচ্যাদয়ঃ (ঋষয়ঃ) রুদ্রপুরোগাঃ (রুদ্রঃ মহাদেবঃ পুরোগঃ অগ্রগণ্যো যেষাং তে) ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ (ব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ) দেবগণাঃ [চ] তে (তব) অংশাংশাঃ (কেচিদংশরূপাঃ, কেচিদ্বা অংশাংশরূপাঃ) [হে] বিভূমন্। (মহত্তম।) নাথ। ইদং বিশ্বং যস্য (তব) ক্রীড়াভাণ্ডং (ক্রীড়োপকরণং) তস্মৈ তে নিত্যং (সর্ব্বদা) নমঃ করবাম (নমস্কুর্ম্মঃ, অত্র প্রাপ্তকালে লোট্) ॥ ৪৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বলিতে লাগিলেন—হে দেব। মরীচি প্রভৃতি এই ঋষিগণ এবং রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আপনার অংশ বা অংশাংশ, হে প্রভো বিরাট্ পুরুষ। এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার বস্তু, আপনাকে আমরা সর্ব্বদা নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তু, বয়ং ভিয়া কেবলং সর্ব্বানপি পরমেশ্বরত্বেন উপশ্লোকয়ামঃ, ত্বমেব তু পরমেশ্বরঃ, অন্যে তু ত্বদংশা এবেত্যাহুঃ—অংশাংশা ইতি। হে বিভূমন্। মহত্তম। ক্রীড়াভাণ্ডং ক্রীড়োপকরণং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং যস্য তস্মৈ তে নমনং কুর্ম্মঃ ॥ ৪৩ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অর্থং (পুরুষার্থসাধনং কলেবরম্) অভিপদ্য (প্রাপ্য) ত্বন্মায়য়া (ত্বদীয়মায়াপ্রভাবেন) অস্মিন্ কলেবরে মমাহমিতি কৃত্বা (মমেতি অহমিতি চ অভিমানং কৃত্বা) যুষ্মৎকথামৃতনিষেবকঃ (ত্বদীয়নামলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপরায়ণঃ সন্নেব) আত্মমোহম্ (অহঙ্কার-মমকারাদিকম্) উদ্ব্যুদস্যেৎ (সম্যক্ পরিত্যক্তুং শক্নুয়াৎ), দুর্ম্মতিঃ (ত্বৎকথাপরাঙ্মুখচিত্তস্তু জনঃ) উৎপথৈঃ (অসৎপথাবলম্বিভিঃ) স্বৈঃ (পুত্রাদিভিঃ) ক্ষিপ্তোঽপি (তিরস্কৃতোঽপি) অসদ্বিষয়লালসঃ (অসৎসু বিষয়েষ্বেব লালসা যস্য সঃ, তুচ্ছবিষয়াসক্ত এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—বিদ্যাধরগণ বলিলেন—পুরুষার্থ সাধনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া আপনার মায়াবশে সেই দেহে "আমি" "আমার" ইত্যাদি বৃথা অভিমানগ্রস্ত হইয়াও যে ব্যক্তি আপনার নামলীলাদি কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তনে তৎপর হয়, সে ঐ সকল অভিমান ত্যাগ করিতে সমর্থ হয, কিন্তু যে দুর্ম্মতি কুপথাবলম্বী পুত্রাদি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াও তুচ্ছ বিষয় ভোগেই আসক্ত থাকে, সে কখনও তাহা পারে না ॥ ৪৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—বিদ্যাধরাস্তু, কেবলং বিদ্যাভিঃ সম্পদঃ প্রাপ্যন্তে, অহঙ্কারাদিব্যামোহনিবৃত্তিস্তু ত্বৎকথা-শ্রবণং বিনা নাস্তীত্যাহুঃ। অর্থং পুরুষার্থসাধনং কলেবরম্ অভিপদ্য প্রাপ্য ত্বন্মায়য়া অস্মিন্ মমেত্যহমিতি চাভিমানং কৃত্বা ইমমাত্মমোহং যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উৎ উচ্চৈঃ ব্যুদস্যেৎ পরিত্যজেৎ, নান্যঃ। ননু স্বৈঃ পুত্রাদিভিরধিক্ষিপ্তো দুঃখিত সন্ পরিত্যজেদেব, নেত্যাহুঃ। ক্ষিপ্তোঽপি দুর্ম্মতিঃ, অসৎসু বিষয়েষ্বেব লালসা তৃষ্ণা যস্য সঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাশূকরো দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা।
স্তূয়মানো নদঁল্লীলয়া যোগিভির্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ ॥ ৪৬
স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং দর্শনং তে পরিভ্রষ্টসৎকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ ॥ ৪৭

**অন্বয়ঃ।**—ত্বং ক্রতুঃ (যজ্ঞস্বরূপঃ), ত্বং হবিঃ (ঘৃতাদিদ্রব্যরূপশ্চ ত্বমেব), ত্বং হুতাশঃ (অগ্নিঃ), মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ ত্বং হি স্বয়ং, সদস্যর্ত্বিজঃ (সদস্যা ঋত্বিজশ্চ), দম্পতী (যজমানঃ তৎপত্নী চ), দেবতা (যজনীয়-দেবতাস্বরূপঃ), অগ্নিহোত্রং (যাগবিশেষঃ), স্বধা, সোমঃ, আজ্যং, পশুঃ (এতৎ সর্ব্বমেব ত্বম্ ইতি সম্বন্ধঃ) ॥ ৪৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—আপনিই যজ্ঞ, আপনিই হবি, আপনিই অগ্নি আপনিই মন্ত্র, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ ও যজ্ঞীয়পাত্র এবং সদস্য, পুরোহিত, যজমান-দম্পতী, যজ্ঞের অধিপতি দেবতা, অগ্নিহোত্র, স্বধা, সোমরস, ঘৃতাদি ও যজ্ঞীয়পশু প্রভৃতি সকলই আপনি ॥ ৪৫ ॥

**শ্রীপ্রবতীকা।**—ব্রাহ্মণাঃ স্তুবন্তি - ত্বমিতি ত্রিভিঃ। সদস্যাশ্চ ঋত্বিজশ্চ ॥ ৪৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ত্রয়ীগাত্র। (বেদমূর্ত্তে।) ত্বং পুরা (স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরস্য প্রথমে ভাগে) যজ্ঞক্রতুঃ (সযূপোযাগঃ যজ্ঞঃ, নির্যূপস্তু ক্রতুঃ, তদুভয়াত্মকঃ) মহাশূকরঃ (আদিবরাহমূর্ত্তিঃ সন্) যোগিভিঃ স্তূয়মানঃ নদন্ (গর্জ্জনং কুর্ব্বন্) বারণেন্দ্রঃ (মহাহস্তী) পদ্মিনীং যথা (লীলয়া জলাদুদ্ধরতি তথা) লীলয়া (অনায়াসেন) রসায়াঃ (রসাতলাৎ) গাং (পৃথিবীং) দংষ্ট্রয়া (দন্তেন) ব্যুজ্জহর্থ (বিশেষেণ উদ্ধৃতবানসি) ॥ ৪৬ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে বেদমূর্ত্তে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথমভাগে আপনি যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে, মহাহস্তী যেমন অনায়াসে জল হইতে পদ্মিনীকে উত্তোলন করে, সেইরূপ আপনি অবলীলাক্রমে জলমগ্না পৃথিবীকে রসাতল হইতে দন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তৎকালে যোগিগণ আপনার স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

**শ্রীপ্রবতীকা।**—গাং পৃথ্বীং রসায়া রসাতলাৎ দংষ্ট্রয়া ব্যুজ্জহর্থ বিশেষেণ উদ্ধৃতবানসি, যোগিভিঃ স্তূয়মানঃ। হে ত্রয়ীগাত্র। বেদমূর্ত্তে। যজ্ঞোঃ যাগঃ সযূপঃ, তদ্বিশেষঃ, ক্রতুস্তদ্রূপী, যজ্ঞসম্পন্নরূপ ইতি বা, যজ্ঞঃ ক্রতুঃ কর্ম্ম যস্যেতি বা ॥ ৪৬ ॥

**অন্বয়ঃ।** - [হে] যজ্ঞেশ। নৃভিঃ (জনৈঃ যজ্ঞস্থানস্থিতৈরিতি যাবৎ) তে (তব) নাম্নি কীর্ত্ত্যমানে (উচ্চার্য্যমাণে সতি) যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি, তস্মৈ (তথাবিধায় তুভ্যং) নমঃ, সঃ ত্বং পরিভ্রষ্টসৎকর্ম্মণাং (যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মবিচ্যুতানাং) তে (তব) দর্শনম্ আকাঙ্ক্ষতাম্ অস্মাকং প্রসীদ (অস্মান্ প্রতি প্রসন্নো ভব ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে যজ্ঞেশ্বর। লোকে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেও তাহাদের যজ্ঞবিঘ্ন বিদূরিত হয়, আপনাকে আমরা নমস্কার করি, আমরা যজ্ঞরূপ সৎকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সর্বদা আপনার দর্শন পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৭ ॥

**শ্রীপ্রবতীকা।**—স ত্বমস্মাকং সদ্দর্শন-মাকাঙ্ক্ষতাং প্রসীদ, অস্মদ্যজ্ঞমপ্যুদ্ধরেত্যর্থঃ। ন চাশক্যং তবৈতৎ, যত স্তব নাম্নি কীর্ত্ত্যমান এব যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি, এবং প্রভাবো যস্ত তস্মৈ নমঃ ॥ ৪৭ ॥

**শ্রীভাগবতভাবভর্ষিণী।**—করুণাময় ভগবান্ শ্রীহরি দক্ষের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হওয়ামাত্র সে স্থানে অপূর্ব্ব এক মহিমার স্রোত প্রবাহিত হইল, কাহারও মনে আর কোনও মালিন্য রহিল না, সকলেই আত্মদোষ উপলব্ধি করিয়া নতভাবে শ্রীভগবানের নিকট অনুগ্রহ পাইবার জন্য আকুল প্রাণে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষ ও তৎপক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের বহুকাল-সঞ্চিত শিবদ্বেষ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, প্রবল অনর্থকারী

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি দক্ষঃ কবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাভিমর্ষিতম্। কীর্ত্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিন্যে যজ্ঞভাবনে॥ ৪৮

ভগবান্ স্বেন ভাগেন সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাগভুক্। দক্ষং বভাষ আভাষ্য প্রীয়মান ইবানঘ॥ ৪৯

শ্রীভগবানুবাচ।

অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥ ৫০

আত্মাভিমান সকলের হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের স্বরূপ সগুণ বা নির্গুণ, সাকার বা নিরাকার, যিনি যেরূপ ধারণা করিতেন, তিনি সেই ধারণা অনুসারেই স্তব করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি যে সর্ব্বোপরি বিরাজমান, ইহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তত্রত্য স্ত্রী পুরুষ সকলেই একাগ্র-চিত্তে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়াছেন, যাঁহারা দক্ষের যজ্ঞ সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই নষ্ট যজ্ঞের পুনরুদ্ধারের আকাঙ্খা জানাইয়া ভগবৎপাদপদ্মে প্রণাম করিলেন॥ ৩৩—৪৭॥

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] ভদ্র। ( বিদুর। ) যজ্ঞভাবনে ( যজ্ঞং ভাবয়তি সফলতাং প্রাপয়তি যঃ সঃ যজ্ঞভাবনঃ যজ্ঞফলদাতা, তস্মিন্ ) হৃষীকেশে ( শ্রীহরৌ ) ইতি ( পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ) কীর্ত্ত্যমানে ( সর্ব্বৈঃ স্তুতিবাক্যেন প্রশস্যমানে সতি ) দক্ষকবিঃ ( দক্ষপ্রজাপতিঃ ) রুদ্রাভিমর্ষিতং ( রুদ্রেন বিধ্বংসিতং ) যজ্ঞং সংনিন্যে ( পুনঃ প্রবর্ত্তয়ামাস )॥ ৪৮॥

**মূলানুবাদ**।—মৈত্রেয় বলিলেন—হে ভদ্র বিদুর। সকলে উক্তপ্রকারে যজ্ঞফলদাতা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ স্বকীয় যে-যজ্ঞ রুদ্রের কোপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিলেন॥ ৪৮॥

**শ্রীধরটীকা**।—ইত্যনেন প্রকারেণ সর্ব্বৈঃ কীর্ত্ত্যমানে। হে ভদ্র। বিদুর। সংনিন্যে প্রবর্ত্তযামাস॥৪৮॥

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] অনঘ। ( পুণ্যাত্মন্ বিদুর। ) সর্ব্বাত্মা ( সর্ব্বান্তর্য্যামী ) [ অতএব ] সর্ব্বভাগভুক্ ( সর্ব্বেষাং ভাগভোক্তাঽপি ) ভগবান্ ( শ্রীহরিঃ ) স্বেন ভাগেন প্রীয়মাণ ইব ( সন্তুষ্যমাণ ইব ) দক্ষম্ আভাষ্য ( সম্বোধ্য ) বভাষে ( কথয়ামাস )॥ ৪৯॥

**মূলানুবাদ**।—হে পুণ্যশীল বিদুর। ভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী, সুতরাং সকলের ভাগই তিনি ভোগ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার নিজস্ব যে ভাগ অর্পিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যেন অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া দক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥

**শ্রীধরটীকা**।—সর্ব্বাত্মতয়া সর্ব্বভাগভোক্তাঽপি ভগবান্ নিজানন্দতৃপ্তোঽপি স্বেন ভাগেন ত্রিকপাল-পুরোডাশেন প্রীয়মাণ ইব দক্ষমাভাষ্য সম্বোধ্য বভাষে॥ ৪৯॥

**অন্বয়ঃ**।—[ যঃ ] অহং জগতঃ পরং ( প্রধানম্ ) কারণম্, আত্মা (পরমাত্মস্বরূপঃ) ঈশ্বরঃ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ঃ) উপদ্রষ্টা ( সর্ব্বজীবসাক্ষীভূতঃ ) স্বয়ংদৃক্ ( স্বপ্রকাশঃ ) অবিশেষণঃ ( উপাধিশূন্যশ্চাস্মি ) [ স এবাহং ] ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ ( শর্ব্বঃ শঙ্করঃ ) ৫০

**মূলানুবাদ**।—ভগবান্ শ্রীহরি বলিলেন—যে-আমি এই জগতের প্রধান কারণ, সর্ব্বজীবের সাক্ষি-স্বরূপ, স্বপ্রকাশ পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর, সেই আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই শঙ্কর॥ ৫০॥

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজনরক্ষন্‌হরন্‌বিশ্বং দধ্রেসংজ্ঞাংক্রিয়োচিতাম্॥৫১
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি। ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ৫২
যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ। পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥ ৫৩
ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্। সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৫৪

**শ্রীধরটীকা।**—যোঽহং জগতঃ কারণম্ আত্মা চেশ্বরশ্চ উপদ্রষ্টা সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশশ্চ নিরুপাধিশ্চ, স এব ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥

**অন্বয়ঃ।**–[ নমু পরমেশ্বরঃ খল্বেক এব, স চ ভবান্ কথং ব্রহ্মমহেশ্বররূপতাং প্রাপ্তঃ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ ] দ্বিজ! (দক্ষ!) সোঽহম্ (অদ্বিতীয়পরমেশ্বররূপোঽহম্) গুণময়ীং (ত্রিগুণাত্মিকাম্) আত্মমায়াং (স্বীয়মায়াশক্তিং) সমাবিশ্য (আশ্রিত্য) বিশ্বং (চরাচরং) সৃজন্, রক্ষন্, হরন্ [চ] ক্রিয়োচিতাং (সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মানুযায়িনীং) সংজ্ঞাং (পৃথগাখ্যাং) দধ্রে (ধৃতবানস্মি) ॥ ৫১ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে দক্ষ! সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরস্বরূপ আমিই ত্রিগুণাত্মক স্বীয় মায়াশক্তি অবলম্বন করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি, এজন্য তত্তৎকার্য্যভেদ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছি ॥ ৫১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—কুত ইত্যত আহ। আহমেবাত্মমায়ামধিষ্ঠায় জগৎসৃষ্ট্যাদি কুর্ব্বন্ স চ, স চ, স চ সন্ ক্রিয়োচিতাং সংজ্ঞাং ধারয়ামি ॥ ৫১ ॥

**অন্বয়ঃ।**–অজ্ঞঃ (অনভিজ্ঞো জনঃ) অদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি ব্রহ্মণি (পরমব্রহ্মস্বরূপে) তস্মিন্ (ময়ি) ব্রহ্মরুদ্রৌ ভূতানি চ (প্রাণিবর্গাংশ্চ) ভেদেন (মদন্যত্বেন) অনুপশ্যতি (অবধারয়তি) ॥ ৫২ ॥

**মূলানুবাদ।**—অদ্বিতীয় শুদ্ধ পরমব্রহ্মস্বরূপ যে আমি তাহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ব্রহ্মা, রুদ্র ও সাধারণ জীবমাত্রকে বিভিন্ন বলিয়া ধারণা করে ॥ ৫২ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মিন্ কেবলে অদ্বিতীয়ে সমানাসমানজাতীয়ভেদরহিতে, ব্রহ্মণি ময়ি ব্রহ্মরুদ্রৌ ভূতানি চ ভেদেনাজ্ঞঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

**অন্বয়ঃ।**—পুমান্ (লোকঃ) শিরঃপাণ্যাদিষু (মস্তকহস্তপ্রভৃতিষু) ক্বচিৎ (কেঽপি) স্বাঙ্গেষু (স্বাবয়বেষু) যথা পারক্যবুদ্ধিং (স্বস্মাৎ পার্থক্যজ্ঞানং) ন কুরুতে, মৎপরঃ (মৎপরায়ণো ভক্তো জন ইত্যর্থঃ) ভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) এবং (তথৈব পার্থক্যজ্ঞানং ন কুরুতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৩ ॥

**মূলানুবাদ।**—লোকে যেমন স্বকীয় মস্তক, হস্ত প্রভৃতি কোনও অবয়বকেই নিজ হইতে বিভিন্ন মনে করে না, সেইরূপ আমার একান্ত ভক্তগণও কোনও প্রাণীর প্রতি ভেদজ্ঞান করে না ॥ ৫৩ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—বিদ্বাংস্তু ভেদং ন পশ্যতীতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি ॥ ৫৩ ॥

**অন্বয়ঃ।** [হে] ব্রহ্মন্! (প্রজাপতে দক্ষ!) যঃ (জনঃ) সর্ব্বভূতাত্মনাং (সর্ব্বজীবস্বরূপাণাম্) একভাবানাম্ (অভিন্নাত্মনাং) ত্রয়াণাং (ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশ্বরাখ্যানামস্মাকং মধ্যে পরস্পরং) ভিদাং (পার্থক্যং) ন পশ্যতি, স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৪ ॥

**মূলানুবাদ।**—হে প্রজাপতি দক্ষ! যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণিস্বরূপ অভিন্নাত্ম আমাদের এই তিন জনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বোধ না করে, সে শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মাদেবমৈক্যং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ। ত্রয়াণাম্ একো ভাবঃ স্বরূপং যেষাম্ ॥৫৪॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—দক্ষযজ্ঞে উপনীত ভগবান্ শ্রীহরি একে একে দক্ষাদি সকলের স্তুতি

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতির্হরিম্।

অর্চ্চিত্বা ক্রতুনা স্বেন দেবানুভয়তোঽযজৎ॥ ৫৫॥

বাক্য শ্রবণ করিলেন। যদিও দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি কোন কোন স্তবকারীর ভেদবুদ্ধি যে সম্যক্ বিদ্যমান আছে, ইহা তাঁহাদিগের স্তুতিবাক্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ সকলের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সকলের প্রতিই প্রসন্ন হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে—যদিও ইহারা পূর্ণভাবে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে না পারায় অথবা রজঃ এবং তমোগুণের সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হওয়ায় সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত, রাগদ্বেষাদি-শূন্য ও যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারেন নাই সত্য, তথাপি ঐ সকলের বীজ তাঁহাদের চিত্তে অঙ্কুরিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষবোধনিবন্ধন ভক্তির ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ সকল স্তুতি শুধু মৌখিক বাক্যজাল বিন্যাসে সাধুতার ভাণ নহে, উহার মধ্যে অন্তরের আবেগ ও শ্রদ্ধা জড়িত আছে, ইহা অনুভব করিয়াই তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন।

অতঃপর পুনরায় যজ্ঞের প্রবর্ত্তন হইলে, ভগবান্ দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কিছু উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপার করুণানিকেতন শ্রীভগবান্ যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার যেটুকু ন্যূনতা থাকে, তাহা তিনি নিজেই সংশোধন করিয়া কোলে টানিয়া লইতে চেষ্টা করেন, ইহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ও সমগ্র মহাভারতীয় ঘটনায় বেশ প্রমাণিত হয়। গীতা গ্রন্থে তাঁহার নিজের মুখেই স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে যে—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" যাঁহারা আমাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া আমার ভজনা করেন, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ জ্ঞান প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে", সুতরাং ভক্তিসহকারে তাঁহার পাদপদ্মে শরণ লইলে অজ্ঞানাদি দোষ সমস্তই সংশোধিত হইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত। এস্থলে দক্ষকে ভগবান্ যে উপদেশ দিতেছেন তাহার মর্ম্মে উহাদের ভেদজ্ঞান দূর করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সাধারণ জীবের ন্যায় অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন, এইরূপ কটাক্ষপাত ভৃগুর "ব্রহ্মা-দয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ" এই উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল, দক্ষের স্তুতিবাক্যেও ঐরূপ কটাক্ষ সূচিত হইয়াছে, এজন্য ভগবান্ "অহংব্রহ্মচশর্ব্বশ্চ" প্রভৃতি শ্লোকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তিনি স্বয়ং আর ব্রহ্মা ও মহেশ্বর এই তিনই এক, কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়স্বরূপ ত্রিবিধ কার্য্য—যাহা রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের এক একটি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহারই জন্য তিনি স্বয়ংই স্বীয় ত্রিগুণাত্মক মায়া অবলম্বনে তিন অবস্থায় তিন নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, এই তিনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। লোকে অজ্ঞানবশতঃ পার্থক্য বোধ করে, কিন্তু এই ভ্রমাত্মক বোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতেই শান্তি লাভ হইবে॥ ৪৮—৫৪

**অন্বয়ঃ।**- ভগবতা (বিষ্ণুনা) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) আদিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ) প্রজাপতিপতিঃ (দক্ষঃ) স্বেন ক্রতুনা (ত্রিকপালযাগেন) হরিম্ অর্চ্চিত্বা (অর্চ্চয়িত্বা) উভয়তঃ (অঙ্গেন প্রধানেন চ যাগেন) দেবান্ অযজৎ (প্রীণযামাস)॥ ৫৫

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ শ্রীহরি এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষ "ত্রিকপাল" নামক বিষ্ণু সম্বন্ধীয় যাগের দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া, অতঃপর অঙ্গ ও প্রধান যজ্ঞদ্বারা অন্যান্য দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন॥ ৫৫

**শ্রীধরটীকা।**—স্বেন ক্রতুনা ত্রিকপালেষ্ট্যা। উভয়তোঽঙ্গৈঃ প্রধানেন চ॥ ৫৫

রুদ্রঞ্চ স্বেন ভাগেন হ্যুপাধাবৎ সমাহিতঃ ।
কর্ম্মণোদবসানেন সোমপানিতরানপি ।
উদবস্য সহর্ত্বিগ্‌ভিঃ সস্নাববভৃথং ততঃ ॥ ৫৬ ॥

তস্মা অপ্যনুভাবেন স্বেনৈবাবাপ্তরাধসে । ধর্ম্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবং যযুঃ ॥ ৫৭ ॥

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্বকলেবরম্ । জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম ॥ ৫৮ ॥

তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা । অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পূরুষম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—সমাহিতঃ ( একাগ্রচিত্তঃ দক্ষঃ ) স্বেন ভাগেন ( যজ্ঞীয়েন উৎকৃষ্টেনাংশেন ) রুদ্রঞ্চ উপাধাবৎ ( অর্চ্চয়ামাস ) উদবসানেন ( সমাপকেন ) কর্ম্মণা সোমপান্ ইতরানপি ( দেবান উপাধাবদিত্যন্বয়ঃ ) ততঃ উদবস্য ( যজ্ঞং সমাপ্য ) ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ অবভৃথং সস্নৌ ( যজ্ঞীয়স্নানং কৃতবান্ ) ॥ ৫৬

মূলানুবাদ ।—দক্ষ একাগ্রমনে যজ্ঞীয় উত্তম অংশের দ্বারা রুদ্রকে এবং সমাপ্তিকালীন কর্ম্মদ্বারা সোমপায়ী ও অন্যান্য দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া যজ্ঞ শেষ করিলেন, অতঃপর পুরোহিতবর্গ সহ অবভৃথ (যজ্ঞ সমাপ্তির পর কর্ত্তব্য ) স্নান করিলেন ॥ ৫৬

শ্রীধরটীকা ।—স্বেন ভাগেন যজ্ঞাবশিষ্টেন । উদবস্যতে সমাপ্যতেঽনেনেত্যুদবসানং তেন কর্ম্মণা সোমপানিতরানপি উপাধাবদিত্যনুষঙ্গঃ । ততশ্চ উদবস্য কর্ম্ম সমাপ্য অবভৃথরূপং যথা ভবতি তথা স্নাতবান্ ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ ।—স্বেনৈব অনুভাবেন ( স্বকীয়েনৈব কার্য্যমহিম্না ) অবাপ্তরাধসে অপি ( সিদ্ধিপ্রাপ্তায় অপি ) তস্মৈ ( দক্ষায় ) ত্রিদশাঃ ( দেবাঃ ) ধর্ম্মে এব মতিং দত্ত্বা দিবং যযুঃ ( স্বর্গং গতবন্তঃ ) ॥ ৫৭

মূলানুবাদ ।—যদিও দক্ষ স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন, তথাপি দেবগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়েই বুদ্ধি প্রদান করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ ।—এবং দাক্ষায়ণী ( দক্ষকন্যা ) সতী পূর্ব্বকলেবরং ( দক্ষোৎপাদিতদেহং ) হিত্বা ( পরিত্যজ্য ) হিমবতঃ ক্ষেত্রে ( হিমালয়স্য পত্ন্যাং ) মেনায়াং জজ্ঞে ( উৎপন্না ) ইতি শুশ্রুম ( বয়ং শ্রুতবন্তঃ ) ॥ ৫৮

মূলানুবাদ ।—দক্ষকন্যা সতী এই ভাবে পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ আমরা শুনিয়াছি ॥ ৫৮

শ্রীধরটীকা ।—স্বেনৈবানুভাবেন অবাপ্তরাধসে প্রাপ্তসিদ্ধয়ে তস্মা অপি ॥ ৫৭–৫৮

অন্বয়ঃ ।—অনন্যভাবা ( নাস্তি অন্যস্মিন্ শিবভিন্নে ভাবঃ চিত্তানুরাগো যস্যাঃ সা, শিবৈকপরায়ণা ইত্যর্থঃ ) অম্বিকা ( সতী ) সুপ্তা শক্তিঃ ( প্রলয়কালে লয়প্রাপ্তা জীবাদৃষ্টরূপা শক্তিঃ ) পুরুষম্ ইব ( যথা পুনঃ সৃষ্টৌ তমেব জীবমধিতিষ্ঠতি তথা ) তমেব শিবমেব একগতিং ( একমাত্রগতিস্বরূপং ) দয়িতং পতিং ( প্রিয়ং স্বামিনম্ ) আবৃঙ্‌ক্তে ( লব্ধবতী ) ॥ ৫৯

মূলানুবাদ ।—প্রলয়কালে পরমেশ্বরে লয়প্রাপ্ত জীবাদৃষ্টগুলি যেমন পুনঃ সৃষ্টিতে জীবকেই আবার অনুসরণ করে, সেইরূপ অনন্যমনা সতী জন্মান্তরেও সেই মহাদেবকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় প্রিয়তম পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৯

শ্রীধরটীকা ।—আবৃঙ্‌ক্তে ভজতে স্ম । অনন্যভাবানামেকৈব গতির্যস্তম্ । প্রলয়কালে সুপ্তা শক্তিরীশ্বরমিব ॥ ৫৮—৫৯

এতদ্ভগবতঃ শম্ভোঃ কর্ম্ম দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ।
শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিষ্যাদুদ্ধবান্মে বৃহস্পতেঃ ॥ ৬০ ॥
ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্।
যো নিত্যদাকর্ণ্য নরোঽনুকীর্ত্তয়েদ্ ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিভাবতঃ ॥ ৬১ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষযজ্ঞসন্ধানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

**অন্বয়ঃ**।–দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ (দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসিনঃ) ভগবতঃ শম্ভোঃ (শঙ্করস্য) এতৎ কর্ম্ম (পূর্ব্বোক্তং কর্ম্মোপাখ্যানং) বৃহস্পতেঃ শিষ্যাৎ ভাগবতাৎ (ভগবদ্ভক্তাৎ) উদ্ধবাৎ মে (ময়া) শ্রুতম্ ॥ ৬০ ॥

**মূলানুবাদ**।—দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী ভগবান্ শঙ্করের এই সকল কার্য্যবৃত্তান্ত বৃহস্পতির শিষ্য ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের নিকট হইতে আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৬০ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—বৃহস্পতেঃ শিষ্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৬০ ॥

**অন্বয়ঃ**।—[হে] কৌরব। (বিদুর।) যঃ নরঃ যশস্যং (যশস্করম্) আয়ুষ্যম্ (আয়ুর্ব্বর্দ্ধকম্) অঘৌঘমর্ষণং (পাপরাশিবিনাশকং) পরম্ (অত্যন্তং) পবিত্রম্ ইদম্ ঈশচেষ্টিতং শঙ্করচরিতং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) নিত্যদা (সর্ব্বদা) ভক্তিভাবতঃ (ভক্তিভাবম্ আশ্রিত্য) অনুকীর্ত্তয়েৎ, [সঃ] অঘং (স্বস্য শ্রোতুশ্চ সংসারদুঃখং) ধুনোতি (দূরীকরোতি) ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৭

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর। ভগবান্ শঙ্করের এই চরিত্রগাথা পরম পবিত্র, যশস্কর, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারী ও পাপনাশক, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া ভক্তিসহকারে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি নিজের এবং শ্রোতৃবর্গের সংসার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোধ্যায়ঃ ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা**।—পরং পবিত্রং য আকর্ণ্য তথানুকীর্ত্তযেৎ, স আত্মনঃ পরস্যাপি অঘং সংসারব্যসনং সর্ব্বদা ধুনোতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

**শ্রীভাগবতাম্বতবর্ষিণী**।—মনুর কন্যাত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতি দক্ষের পত্নী, তাঁহার বংশবিস্তার বর্ণনপ্রসঙ্গেই দক্ষযজ্ঞের কথা উত্থাপিত হয়। মহামুনি মৈত্রেয় চতুর্থস্কন্ধের এই কয়েকটি অধ্যায়ে সেই দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ঘটনা বিদুরের নিকট কীর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি ফলশ্রুতিসহ সেই উপাখ্যানের উপসংহার করিতেছেন। দক্ষের প্রথম যজ্ঞারম্ভ, তথায় শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, শিবের আদেশে বীরভদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক যজ্ঞধ্বংস ও পরে মহাদেবের প্রসন্নতা এবং ভগবান্ শ্রীহরির আগমনে দক্ষযজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বৃত্তান্তসকল পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সম্প্রতি মৈত্রেয় মুনি জীব ও অদৃষ্টের দৃষ্টান্ত দিয়া মহাদেবের সহিত সতীর যে জন্মান্তরীয় মিলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা এক একটী ভোগদেহের সম্পর্কে এক এক জাতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মানুসারে প্রত্যেক জীবাত্মাতেই পৃথক্ পৃথক্ অদৃষ্ট জন্মিয়া থাকে, নানাবিধ অদৃষ্টের

মধ্যে কতকগুলি সেই জন্মের কর্ম্ম দ্বারাই ক্ষয় হয়, আবার কতকগুলি পর জন্ম পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে। ফলকথা জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মাতে সর্ব্বদাই অদৃষ্টের অবস্থান থাকে এবং এক কল্প চলিয়া যায়, প্রলয় উপস্থিত হয়, তখনও অমুক্ত জীবসম্প্রদায়ের স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী অদৃষ্ট বিদ্যমান থাকে। সেই অদৃষ্টগুলি তখন সুপ্ত অর্থাৎ কর্ম্মোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া অবস্থান করে। ইহা সেই প্রলয়কারী মায়াধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরের অমোঘ ইচ্ছার শক্তি, তাঁহার অখণ্ড ইচ্ছা-প্রভাবে প্রলয়কালে সকলই তাঁহাতে লীন হইয়া যায়, আবার সময়ানুসারে তাঁহার পুনঃ সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে সেই সকল বিভিন্ন প্রকার জীবের বিভিন্নপ্রকার অদৃষ্টরাশি ঠিক নিজ নিজ আশ্রয় অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে। ইহার মধ্যে যেমন কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেইরূপ সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিলেন, পরজন্মে হিমালয়ের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইলেন, মধ্যে এই একটী জন্মান্তররূপ ব্যবধান সংঘটিত হইলেও তাঁহার সেই পরমপ্রিয়তম পতি মহেশ্বরকে পাইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন না, কেননা তাঁহার পূর্ব্বজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সেই পতির শ্রীচরণ ভিন্ন অন্যের ভাবনা করেন নাই, সুতরাং দৃঢ় সংস্কার রহিয়া গিয়াছে, তাহার ফল কেন ফলিবে না? যাহা হউক, এই দক্ষ ও মহেশ্বরের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যিনি যতই প্রভাব সম্পন্ন হউন না কেন, যতদিন তাঁহার অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন তাহা চূর্ণ হইবার পথও অবশ্য থাকিবে, সুতরাং শত কৌশলেও অবাধ শান্তি ভোগ করা সম্ভবপর হইবে না। যতদিন না সেই অহঙ্কার বিদূরিত হইয়া, সর্ব্বনিয়ন্তার অসীম শক্তির নিকট নিজ শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় মন প্রাণ আকুলভাবে তাঁহার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইবে, ততদিন তাহার সিদ্ধিপথে অবশ্যই প্রবল বাধা থাকিবে॥ ৫৫—৬১

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

## অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সনকাদ্যা নারদশ্চ ঋভুর্হংসোঽরুণির্যতিঃ।
নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মসুতা হ্যাবসন্নূর্দ্ধরেতসঃ॥ ১॥
মৃষাঽধর্ম্মস্য ভার্য্যাসীদ্দম্ভং মায়াঞ্চ শত্রুহন্।
অসূত মিথুনং তৎ তু নির্ঋতির্জগৃহেঽপ্রজাঃ॥ ২॥

**অন্বয়ঃ**।—সনকাদ্যাঃ (সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারাঃ) নারদঃ, ঋভু, হংসঃ, অরুণিঃ, যতিশ্চ, এতে ব্রহ্মসুতাঃ (ব্রহ্মণ এতে পুত্রাঃ) উর্দ্ধরেতসঃ (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণ আসন্) [অতএব] গৃহান্ (দারান্) ন হি আবসন্ (নৈব পরিগৃহীতবন্তঃ)॥ ১

**মূলানুবাদ**।—মৈত্রেয় বলিলেন—সনকাদি কুমারচতুষ্টয়, নারদ, ঋভু, হংস অরুণি ও যতি, ব্রহ্মার এই সকল পুত্রগণ উর্দ্ধরেতা ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন নাই॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**।—

দক্ষকন্যান্বয়ে প্রাপ্তা দক্ষযজ্ঞকথোদিতা। মনুপুত্রান্বয়ে প্রাপ্তা ধ্রুবচর্য্যাথ পঞ্চভিঃ॥
অষ্টমে গুরুদারোক্তি-রোষমৎসরতঃ পুরাৎ। নির্গতেন ধ্রুবেণাথ তপসা তোষণং হরেঃ॥

এবং তাবন্মনুকন্যান্বয়োক্ত্যৈব মরীচ্যাদীনাং ব্রহ্মপুত্রাণাং বংশা বর্ণিতাঃ, তত্রাবশিষ্টং কিঞ্চিদাহ—সনকাদ্যা ইতি। নাবসন্ নাশ্রিতাঃ। উর্দ্ধরেতসো নৈষ্ঠিকাঃ, অতস্তেষাং বংশো নাস্তি॥ ১

**অন্বয়ঃ**।—[অধর্ম্মোঽপি ব্রহ্মণ এব পুত্র ইতি তদ্বংশবর্ণনমপি কর্ত্তব্যমিতি তদারভতে] মৃষা (মিথ্যা) অধর্মস্য ভার্য্যা আসীৎ, [হে] শত্রুহন্। (রিপুদমনশীল বিদুর।) [সা মিথ্যা] দম্ভং মায়াঞ্চ অসূত (প্রসূতবতী), তত্ত মিথুনং (দাম্পত্যভাবাপন্নং তদুভয়ম্) অপ্রজাঃ (নিঃসন্তানঃ) নির্ঋতিঃ (নৈর্ঋতকোণাধিদেবঃ) জগৃহে (অপত্যরূপেণ গৃহীতবান্)॥ ২

**মূলানুবাদ**।—হে রিপুদমনশীল বিদুর। অধর্মও ব্রহ্মার একটি পুত্র, তাহার স্ত্রী মিথ্যা, তিনি দম্ভ ও মায়া নামে দুইটি সন্তান প্রসব করেন, ইহারা কালক্রমে দাম্পত্যভাবাপন্ন হইয়াছিল, নৈর্ঋতকোণের অধিপতি নির্ঋতি নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি ঐ দম্ভ ও মায়াকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেন॥ ২

তয়োঃ সমভল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে। তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসা চ যদ্দুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥৩
দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভি (ভংয়) মৃত্যুঞ্চ সত্তম। তযোশ্চ মিথুনং জজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা ॥৪॥
সংগ্রহেন ময়াখ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ। ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্॥৫॥

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] মহামতে। ( বিদুর। ) তযোঃ ( মাযাদম্ভযোঃ ) লোভঃ ( পুত্রঃ ) নিকৃতিশ্চ ( কন্যা) সমভবৎ, তাভ্যাং ( লোভনিকৃতিভ্যাং ) ক্রোধশ্চ হিংসা চ (সন্ততিদ্বয়ং জাতম্ ), যৎ ( যাভ্যাং হিংসাক্রোধাভ্যাং ) কলিঃ, স্বসা (তদ্ভগিনী ) দুরুক্তিশ্চ ( সমভবদিত্যন্বয়ঃ ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ**।—হে মহামতি বিদুর। সেই দম্ভ ও মাযার লোভ নামে একটি পুত্র এবং নিকৃতি (শঠতা) নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই যুগল হইতে ক্রোধ ও হিংসা জন্মিল, আবার ক্রোধ ও হিংসা হইতে কলি ( কলহ ) ও তাহাব ভগিনী দুরুক্তি জন্মিল ॥ ৩

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] সত্তম। ( সজ্জনাগ্রগণ্য বিদুর। ) কলিঃ ( কলহঃ ) দুরুক্তৌ ( দুরুক্তিগর্ভে ) ভিয়ং ( ভীতিনাম্নীং কন্যাং ) মৃত্যুঞ্চ ( মৃত্যুনামকং পুত্রঞ্চ ) আধত্ত ( জনয়ামাস ), তযোশ্চ যাতনা তথা নিরয়শ্চ ( ইতি ) মিথুনং ( যুগলং ) জজ্ঞে ( অভবৎ ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ**।—হে সজ্জনাগ্রগণ্য বিদুব। কলির ঔরসে দুরুক্তিব গর্ভে ভীতিনাম্নী কন্যা ও মৃত্যুনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এই ভীতি ও মৃত্যু হইতে যাতনা নাম্নী কন্যা ও নিবয নামক পুত্র জন্মিল ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা**।—অধর্ম্মোঽপি ব্রহ্মপুত্রঃ, তস্য বংশমাহ—মৃষেতি চতুর্ভিঃ। দম্ভঃ পরপ্রতারণং, মাযা তদুচিতা চেষ্টা, তয়োঃ সোদরয়োরপি দাম্পত্যধর্ম্মাংশতয়া। এবমুপর্য্যপি। অপ্রজাঃ অপুত্রঃ নির্ঋতিঃ। তন্মিথুনম্ ॥ ২ ॥ নিকৃতিঃ শঠতা। যৎ যাভ্যাং কলিঃ, তস্য স্বসা দুরুক্তিশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ যাতনা তীব্রবেদনা ॥ ৪

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] অনঘ। ( নিষ্পাপ। ) ময়া তব ( সমীপে ) সংগ্রহেন ( সংক্ষেপেন ) প্রতিসর্গঃ ( প্রতিকূলঃ সর্গঃ, প্রলয়কারণীভূতোঽযমধর্ম্মবংশঃ ) আখ্যাতঃ ( বর্ণিতঃ ), পুণ্যং ( পুণ্যপ্রযোজকম্, অধর্ম্মস্যাপি বর্জ্জনদ্বারা পুণ্য-প্রয়োজকত্বাৎ ) এতৎ ( অধর্ম্মবংশবৃত্তং ) ত্রিঃ শ্রুত্বা ( বারত্রয়ং শ্রুত্বা) পুমান্ (জনঃ) আত্মনঃ মলং ( পাপং )বিধুনোতি ( নিবারয়তি ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ**।—হে পুণ্যশীল বিদুর। আমি তোমাব নিকট সংক্ষেপে এই অধর্ম্মবংশ বর্ণনা করিলাম, ইহা পুণ্যের হেতু, ( যেহেতু অধর্ম্ম বর্জ্জন করিলে পুণ্য হয় ), সুতরাং যে ব্যক্তি এই বংশবৃত্তান্ত তিন বার শ্রবণ করিবে, তাহার অন্তরেব পাপ নিবারিত হইবে ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা**। - প্রতিসর্গোঽনুসর্গ এব। যদ্বা প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ, অধর্ম্মস্য প্রলয়হেতুত্বাৎ প্রতিসর্গত্বম্। এতৎ এতমধর্ম্মবংশম্। পুণ্যমিতি বর্জ্জনদ্বারা পুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরের প্রশ্নানুসারে স্বাযম্ভুব মনুর বংশবিস্তার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইযা উত্তরোত্তর কথা প্রসঙ্গে আকূতি, দেবহূতি, ও প্রসূতি নাম্নী মনুর তিনটি কন্যার বংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গেই ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রভৃতির বংশও বর্ণিত হইয়াছে। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই কুমারচতুষ্টয় এবং ঋভু, হংস, অরুণি, যতি ও নারদ এই কয়েকটী ব্রহ্মতনযের বংশবৃত্তান্ত আলোচিত হয় নাই, এজন্য মৈত্রেয অবসরমত বিদুরকে জানাইয়া দিলেন যে, ইহারা সকলেই উর্দ্ধরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ছিলেন, কেহই বিবাহ করেন নাই, সুতরাং ইহাদেব আব বংশবৃদ্ধি হয় নাই। অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাহার বংশও কীর্ত্তন করা আবশ্যক, যদিও বিদুর ধর্ম্মকথা আলোচনা করিবার জন্যই মৈত্রেয়ের আশ্রয় লইয়াছেন— সুতরাং ধর্ম্ম-সম্পর্কিত

অথাতঃ কীর্ত্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্ত্তেঃ কুরূদ্বহ। স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশজন্মনঃ ॥ ৬
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ শতরূপাপতেঃ সুতৌ। বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥ ৭
জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ। সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎসুতো ধ্রুবঃ ॥ ৮

বৃত্তান্তই তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করা উচিত, তবে আবার এই অধর্ম্ম-বংশকীর্ত্তন করার প্রয়োজন কি? এরূপ প্রশ্ন উঠিয়া বিদুরের বা সাধারণের হৃদয়ে ঐ বৃত্তান্তের প্রতি উপেক্ষা আসিতে পারে, এজন্য মহামতি মৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া সে প্রশ্নের নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—হে নিষ্পাপ বিদুর! চিরদিন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ লইয়াই কালযাপন করিতেছ, অধর্ম্মের বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র অনুভূতি নাই, কিন্তু সে বিষয়ও জানা আবশ্যক, কারণ অধর্ম্ম কি এবং তাহা হইতে কি কি সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা না জানিলে তাহার পরিহার করা যাইবে কিরূপে? ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন যেমন কল্যাণকর, অধর্ম্মের নিবর্ত্তনও তদ্রূপ, সুতরাং আমি সংক্ষেপে তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। মিথ্যা, দম্ভ, কপটতা, লোভ, শঠতা, ক্রোধ, হিংসা ও কলহ প্রভৃতি অধর্ম্মের পরিজন-ভুক্ত, অর্থাৎ অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিতে ঐ সকল দোষ উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতে নানাবিধ ভয়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়। সুতরাং ইহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা হইলেই অন্তরে কোনরূপ পাপ থাকিতে পারিবে না॥ ১—৫॥

**অন্বয়ঃ**। -[হে] কুরূদ্বহ! (কুরূন্ কৌরবান্ উৎকর্ষং বহতি প্রাপয়তি যঃ সঃ, কুরুবংশগৌরবকর ইত্যর্থঃ, তৎসম্বোধনম্) অথ (অনন্তরম্) অতঃ (পূর্ব্ববর্ণিতাৎ মনুকন্যাবংশবিস্তরতঃ পরং) পুণ্যকীর্ত্তেঃ হরেরংশাংশজন্মনঃ (হরেরংশো ব্রহ্মা, তস্য অংশাৎ দেহার্দ্ধাৎ জন্ম যস্য তস্য) স্বায়ম্ভুবস্য মনোঃ বংশমপি (মনোঃ পুত্রবংশবিস্তারমপী-ত্যর্থঃ) কীর্ত্তয়ে (বর্ণয়িতুমারভে)॥ ৬॥

**মূলানুবাদ**।—হে কুরুবংশাবতংস বিদুর! অতঃপর আমি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রবংশও বর্ণনা করিতেছি, মনুর কীর্ত্তি অতি পবিত্র, যেহেতু শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ ব্রহ্মার অংশ অর্থাৎ দেহার্দ্ধ হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ৬॥

**শ্রীধরটীকা**।—মনোঃ পুত্রবংশম্। হরেরংশো ব্রহ্মা তস্যাংশাৎ দেহার্দ্ধাৎ জন্ম যস্য॥ ৬॥

**অন্বয়ঃ**।—শতরূপাপতেঃ (স্বায়ম্ভুবমনোঃ) সুতৌ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ বাসুদেবস্য (বিষ্ণোঃ) কলয়া (অংশরূপতয়া) জগতঃ রক্ষায়াং (পালনধর্ম্মে) স্থিতৌ (ব্যাপৃতৌ)॥ ৭॥

**মূলানুবাদ**।—স্বায়ম্ভুব মনুর শতরূপানাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা উভয়েই জগতের রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন॥ ৭॥

**অন্বয়ঃ**।—উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিশ্চ (ইতি দ্বে) জায়ে (স্ত্রিয়ৌ বভূবতুঃ) তয়োঃ (দ্বয়োর্মধ্যে) সুরুচিঃ পত্যুঃ (উত্তানপাদস্য) প্রেয়সী (প্রিয়তরা আসীৎ), ইতরা (সুনীতিঃ) যৎসুতঃ (যস্যাঃ পুত্রঃ) ধ্রুবঃ, [সা] ন (সুনীতিঃ পত্যুর্ন তাদৃক্প্রিয়া আসীদিত্যর্থঃ)॥ ৮॥

**মূলানুবাদ**।—উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামে দুইটি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে সুরুচিই পতির অধিক-তর প্রিয় ছিলেন, সুনীতি সেরূপ প্রিয় হইতে পারেন নাই, এই সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন॥ ৮॥

**শ্রীধরটীকা**।—জগতো রক্ষায়াং স্থিতৌ ॥৭॥ সুনীতিঃ সুরুচিশ্চ জায়ে। তয়োর্মধ্যে ইতরা সুনীতিঃ॥ ৮

একদা সুরুচেঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য লালয়ন্। উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভ্যনন্দত ॥ ৯
তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবম্। সুরুচিঃ শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্ব্বিতা ॥১০
ন বৎস নৃপতের্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢুমর্হতি। ন গৃহীতো ময়া যৎ ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ ॥ ১১
বালোঽসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ভসম্ভৃতম্। নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্ল্লভেঽর্থে মনোরথঃ ॥ ১২
তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে। গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনম্ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—একদা (কস্মিংশ্চিৎ সময়ে) সুরুচেঃ পুত্রম্ উত্তমম্ অঙ্কমারোপ্য (ক্রোড়ে কৃত্বা) লালয়ন্ (আদরাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্) রাজা (উত্তানপাদঃ) আরুরুক্ষন্তং (ক্রোড়ে আরোঢুমিচ্ছন্তং) ধ্রুবং ন অভ্যনন্দত (ন সমাদৃতবান্)॥ ৯॥

**মূলানুবাদ।**—কোনও এক দিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুনীতির পুত্র ধ্রুব তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাঁহাকে তিনি আদর করিলেন না॥ ৯॥

**অন্বয়ঃ।**—অতিগর্ব্বিতা সুরুচিঃ সপত্ন্যাস্তনয়ং তং ধ্রুবং তথা চিকীর্ষমাণং (পত্যুঃ ক্রোড়ারোহণব্যগ্রং, দৃষ্ট্বেতি শেষঃ) শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ (রাজনি উত্তানপাদে শৃণ্বত্যেব) সের্ষ্যম্ (ঈর্ষ্যাসহকৃতম্) আহ (কথিতবতী)॥ ১০॥

**মূলানুবাদ।**—অত্যন্ত গর্ব্বপরায়ণা সুরুচি সপত্নীর পুত্র ধ্রুবকে মহারাজের কোলে উঠিবার জন্য ইচ্ছুক দেখিয়া মহারাজের সমক্ষেই ঈর্ষ্যাপ্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ১০॥

**শ্রীধরটীকা।**—তয়োঃ প্রিয়াপ্রিয়ত্বে প্রপঞ্চয়ন্ ধ্রুবচরিতমাহ—পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ। সুরুচেঃ পুত্রমুত্তমসংজ্ঞং লালয়ন্॥ ৯॥ তথা অঙ্কারোহণং চিকীর্ষমাণম্॥ ১০॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বৎস! (ধ্রুব!) নৃপতের্ধিষ্ণ্যং (রাজাসনম্) আরোঢুং ভবান্ ন অর্হতি (ত্বং ন যোগ্যো ভবসীত্যর্থঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ত্বং নৃপাত্মজোঽপি (অস্য রাজ্ঞঃ পুত্রোঽপি) ময়া কুক্ষৌ (গর্ভে) ন গৃহীতঃ॥ ১১॥

**মূলানুবাদ।**—বৎস ধ্রুব! তুমি এই রাজকীয় আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহ, যেহেতু তুমি যদিও এই রাজারই পুত্র বটে, তথাপি আমি ত তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই॥ ১১॥

**অন্বয়ঃ।**—বৎস! (হে ধ্রুব!) বালোঽসি (ত্বং বালকঃ) [অতএব] ভবান্ আত্মানং (নিজম্) অন্যস্ত্রীগর্ভসম্ভৃতম্ (অন্যয়া মদভিন্নয়া স্ত্রিযা রাজপত্ন্যা গর্ভে সম্ভৃতং ধৃতং) নূনং (নিশ্চিতং) ন বেদ (ন জানাতি), যস্য (অজ্ঞস্য তব) দুর্লভে অর্থে (অপ্রাপ্যে রাজাসনারোহণরূপে বিষয়ে) মনোরথঃ (অভিলাষঃ) [ভবতীতিশেষঃ]॥ ১২॥

**মূলানুবাদ।**—হে ধ্রুব! তুমি বালক, তুমি যে রাজার অন্য পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছ, ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিতে পার নাই, এজন্যই এই অপ্রাপ্য বিষয়ে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে॥ ১২॥

**অন্বয়ঃ।**—যদি নৃপাসনম্ ইচ্ছসি (রাজসিংহাসনমারোঢুম্ অভিলষসি) [তর্হি] ত্বং তপসা (তপস্যাচরণেন) পুরুষং (পুরুষোত্তমং ভগবন্তম্) আরাধ্য অস্যৈব অনুগ্রহেণ মে (মম) গর্ভে আত্মানং সাধয় (পুত্রভাবেন স্বং প্রকাশয়)॥ ১৩॥

**মূলানুবাদ।**—যদি তুমি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তপস্যাদ্বারা পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর॥ ১৩॥

**শ্রীধরটীকা।**—গর্ব্বোক্তিমেবাহ—নেতি ত্রিভিঃ। নৃপতের্ধিষ্ণ্যমাসনং নৃপাত্মজোঽপি ভবান্ নারোঢুমর্হতি॥ ১১।১২॥ পুরুষমীশ্বরম্॥ ১৩॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুদুরুক্তিবিদ্ধঃ শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশম্ ॥ ১৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে মহামুনি মৈত্রেয় মনুর কন্যাত্রয়ের বংশ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি তাঁহার পুত্রবংশ বর্ণনা করিতে অভিলাষী হইয়া বিদুরকে মনোযোগী হইবার জন্য বলিলেন —হে বৎস বিদুর। স্বায়ম্ভুব মনু, শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ ব্রহ্মার অংশ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তিকথা অতি পবিত্র, সুতরাং তদীয় পুত্রপৌত্রাদির উপাখ্যানও তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এইরূপে বিদুরের মন আকৃষ্ট করিয়া মনুর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে উত্তানপাদের বংশ তিনি প্রথমতঃ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা উত্তানপাদের দুই স্ত্রী, সুরুচি ও সুনীতি, সুরুচির পুত্রের নাম উত্তম, আর সুনীতির পুত্রের নাম ধ্রুব। রাজা উত্তানপাদ সুরুচির প্রতিই অত্যধিক অনুরক্ত, সুতরাং পুত্রদ্বয়ের মধ্যেও উত্তমকেই অধিক আদর করিয়া থাকেন। একদা তিনি সিংহাসনে বসিয়া উত্তমকে কোলে লইয়া খুব আদর করিতেছেন, এমন সময়ে ধ্রুব আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা তাহাকে কোলে করা দূরে থাকুক, মৌখিক একটু আদরও করিলেন না, অধিকন্তু গর্ব্বভরে পত্নী সুরুচি আসিয়া রাজার সমক্ষেই ঈর্ষ্যাপূর্ণবাক্যে ধ্রুবকে বলিলেন—ওরে ধ্রুব। তুই কি জানিস্ না যে, তুই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিস্ নাই? এই রাজার আসনে উঠিবার অধিকার লাভ করিতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে তপস্যা করিয়া ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট কর্। তাঁহার অনুগ্রহে যদি আমার গর্ভে জন্মলাভ করিতে পারিস্, তবেই এই আসনে উঠিতে পারিবি। সুরুচির এই তিরস্কার-বাক্যের মধ্যে শেষ কথাটিতে অর্থাৎ "তপস্যা করিয়া ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট কর" ইত্যাদি কথাগুলিতে মনে হয় যে, সুরুচি বুঝি ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী রমণী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তাহা নহে ইহা তাহার পূর্ব্বাপর ব্যবহার আলোচনাযই বেশ বুঝা যাইবে। শ্রীভগবানের প্রতি যাহার চিত্ত ভক্তিসম্পন্ন, তাহার কখনও এরূপ গর্ব্ব, স্বার্থপরতা ও নৃশংসতাদি দোষ থাকিতে পারে না, পরন্তু সে তৃণ হইতেও নত, বৃক্ষাদির ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া থাকে, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে। ফলকথা, সুরুচির ঐ সকল উক্তি শুধু গর্ব্বেরই প্রকাশক, আর উহাতে আরও একটু এইরূপ অন্তর্নিহিত ভাব থাকিতে পারে যে, তাহার এই বাক্যের তাড়নায় এ জীবনকে নিতান্ত ঘৃণ্য মনে করিয়া দেহ পরিবর্ত্তনের তীব্র আবেগে ধ্রুব যদি প্রাণত্যাগ করে, অথবা সংসারে বিরক্ত হইয়া উদাসীনভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে সপত্নীর দুর্দ্দশা আরও বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে তিনি নিজে পরমকৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন, নিজপুত্র উত্তমের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না, সুতরাং তিনি আত্মসুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন ॥ ৬—১৩

**অন্বয়ঃ ;**—সঃ (ধ্রুবঃ) মাতুঃ সপত্ন্যাঃ (সুরুচেঃ) সুদুরুক্তিবিদ্ধঃ (তীব্রদুর্ব্বাক্যবাণবিদ্ধঃ সন্) দণ্ডহতঃ (যষ্ট্যাদিতাড়িতঃ) অহির্যথা (সর্প ইব) রুষা (ক্রোধেন) শ্বসন্ (দীর্ঘশ্বাসং বিক্ষিপন্) মিষন্তং (পশ্যন্তং) সন্নবাচং (সুরুচিপক্ষপাতবশেন কুণ্ঠিতবাচং, প্রতিকারার্থং কিমপি অভাষমাণমিতি যাবৎ) পিতরম্ (উত্তানপাদং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) রুদন্ (ক্রন্দনং কুর্ব্বন্) মাতুঃ সকাশং (স্বজনন্যাঃ সুনীতেঃ সমীপং) জগাম (গতবান্) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—মৈত্রেয় বলিলেন—ধ্রুব বিমাতার তীব্র দুর্ব্বাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দণ্ডতাড়িত সর্পের ন্যায় ক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া মাতার নিকট চলিয়া গেলেন, পিতা উত্তানপাদ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন, অথচ কথাটি কহিলেন না ॥ ১৪

তং নিশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং সুনীতিরুৎসঙ্গমুদুহ্য বালম্।
নিশম্য তৎ পৌরমুখান্নিতান্তং সা বিব্যথে যদ্গদিতং সপত্ন্যাঃ ॥ ১৫
সোৎসৃজ্য ধৈর্য্যং বিললাপ শোকদাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা।
বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজশ্রিয়া দৃশা বাষ্পকলামুবাহ ॥ ১৬
দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পারমপশ্যতী বালকমাহ বালা।
মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা ভুঙ্ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—শ্বিষন্তং পশ্যন্তম্। সন্নবাচং কুণ্ঠিতবাচম্ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—সুনীতিঃ ( ধ্রুবজননী ) নিঃশ্বসন্তং ( দীর্ঘশ্বাসং ক্ষিপন্তং ) স্ফুরিতাধরোষ্ঠং ( স্ফুরিতঃ দুঃখাবেগেন কম্পিতঃ অধরোষ্ঠৌ যস্য তং ) তং বালং ( ধ্রুবম্ ) উৎসঙ্গং ( ক্রোড়ম্ ) উদুহ্য ( আরোপ্য ) সপত্ন্যাঃ ( সুরুচেঃ ) যদ্গদিতম্ ( ঈর্ষাপূর্ণবাক্যং ) তৎ পৌরমুখাৎ ( অন্তঃপুরজনমুখাৎ ) নিশম্য ( শ্রুত্বা ) সা ( সুনীতিঃ ) নিতান্তং বিব্যথে ( ব্যথিতা বভূব ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—বালক ধ্রুব দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, দুঃখের আবেগে তাহার অধর কম্পিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াই সুনীতি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, পরে সপত্নী তাহাকে যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে, তাহা অন্তপুরস্থ অন্যান্য লোকের মুখে শুনিতে পাইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—উদুহ্য আরোপ্য। অন্তঃপুর-জনমুখাৎ শ্রুত্বা ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—বালা ( যৌবনমধ্যস্থা ) সা ( সুনীতিঃ ) শোকদাবাগ্নিনা (শোকরূপেণ দাবানলেন) দাবলতেব ( দাবানলেন বনলতা যথা দহ্যতে তথা দহ্যমানহৃদয়া সতী ) ধৈর্য্যম্ উৎসৃজ্য ( পরিত্যজ্য ) বিললাপ ( বিলাপং কৃতবতী ), সপত্ন্যাঃ ( সুরুচেঃ ) বাক্যং (দুর্ব্বাক্যং) স্মরতী ( স্মরন্তী, দুর্ভাগ্যমভাব আর্দ্রঃ ) সরোজশ্রিয়া ( পদ্মতুল্য শোভাসম্পন্নয়া ) দৃশা ( নেত্রযুগলেন ) বাষ্পকলাম্ ( অশ্রুবিন্দুম্ ) উবাহ ( ধৃতবতী ) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—দাবানলে যেমন বনলতা দগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ শোকরূপ দাবানলে সুনীতির হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল বলিয়া তিনি ধৈর্য্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, সপত্নীর দুর্ব্বাক্য স্মরণ হওয়ায় তাঁহার পদ্মতুল্য শোভমান নেত্রযুগলে অশ্রুবিন্দু আবির্ভূত হইল ॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা।**—শোক এব দাবাগ্নিস্তেন, দাবাগ্নিগতা লতেব স্থিতা সা বালা বিলাপং চকার ॥ ১৬ ॥

**অন্বয়ঃ।**—বৃজিনস্য ( দুঃখস্য ) পারং ( শেষম্ ) অপশ্যতী (অত্রাপি দুর্ভাগ্যমভাব আর্দ্রঃ) [ অতএব ] দীর্ঘং শ্বসন্ত ( দীর্ঘনিশ্বাসং ক্ষিপন্তী ) বালা ( সুনীতিঃ ) বালকং ( ধ্রুবম্ ) আহ ( কথিতবতী ), তাত। ( বৎস। ) পরেষু ( অন্যেষু জনেষু ) অমঙ্গলম্ ( অপরাধং ) মা মংস্থাঃ ( ন মন্যস্ব ), যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) পরদুঃখদঃ ( অন্যস্মৈ দুঃখদায়কঃ ) জনঃ তৎ ( স্বপ্রদত্তমেবদুঃখং ) ভুঙ্ক্তে [ অত্রৈবং মন্তব্যং যৎ, নূনমাবাভ্যামপি কদাচিদন্যস্য দুঃখং জনিতং তদেব ইদানীং ভুজ্যতে ইতি ভাবঃ ] ॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—এই দুঃখের শেষ দেখিতে না পাইয়া, সুনীতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবকে বলিতে লাগিলেন—বৎস। অন্যের কোনও অপবাধ মনে করিও না, যেহেতু যে ব্যক্তি অন্যকে দুঃখ দান করে, সে সেই দুঃখ আবার ফিরিয়া ভোগ করে ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—বৃজিনস্য দুঃখস্য। অমঙ্গলম্ অপরাধং পরেষু মা মংস্থাঃ, যদ্ যতঃ পরেভ্যো যো দুঃখং দদাতি স স্বদত্তমেব দুঃখং ভুঙ্ক্তে ॥ ১৭

সত্যং সুরুচ্যাভিহিতং ভবান্ মে যদ্দুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ।
স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং ভার্য্যেতি বা বোঢ়ুমিড়স্পতির্মাম্ ॥ ১৮
আতিষ্ঠ তৎ তাত বিমৎসরস্ত্বমুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকম্।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥ ১৯
যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ।
অজোঽধ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যম্ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—সুরুচ্যা সত্যম্ অভিহিতং, ( ত্বং রাজাসনারোহণে অযোগ্য ইতি যুক্তমেব কথিতং ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ ) যাং মাম্ ইড়স্পতিঃ ( ভূপতিঃ উত্তানপাদঃ ) ভার্য্যেতি বা ( পত্নী ইতি দাসী ইতি বা) বোঢ়ুং (স্বীকর্ত্তুং) বিলজ্জতে, [ তস্যাঃ ] দুর্ভগায়াঃ ( হতভাগ্যায়াঃ ) মে ( মম ) উদরে ( গর্ভে ) ভবান্ গৃহীতঃ, স্তন্যেন ( স্তন্যদুগ্ধেন ) বৃদ্ধশ্চ ( পরিপুষ্টশ্চ ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—সুরুচি সত্যকথাই বলিয়াছে, যেহেতু মহারাজ আমাকে পত্নীরূপে, এমন কি দাসীরূপেও স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করেন , এমন যে হতভাগিনী আমি, সেই আমার গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমারই স্তন্যদুগ্ধে বর্দ্ধিত হইয়াছ, (সুতরাং রাজসিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা করা তোমার অনুচিতই বটে) ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—দুর্ভগয়া ময়া উদরে গৃহীতঃ, তস্যা এব স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ। দুর্ভগত্বমেবাহ। যাং মাম্ ইড়স্পতি ভূপতির্ভার্য্যেতি বোঢ়ুং স্বীকর্ত্তুং বিলজ্জতে, বা শব্দাদ্দাসীত্যপি ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] তাত। ( বৎস ধ্রুব। ) সমাত্রা ( মাতৃতুল্যয়া বিমাত্রা ইতি যাবৎ ) যদপি ("তপসারাধ্য-পুরুষম্" ইত্যাদিকমপি যৎ ) উক্তং ( কথিতং ) [ তদপি ] অব্যলীকং ( অমিথ্যা, সত্যমিতি যাবৎ ) [ অতঃ ] ত্বং বিমৎসরঃ ( বিদ্বেষশূন্যঃ সন্ ) তৎ আতিষ্ঠ ( বিমাতৃবাক্যম্ অনুতিষ্ঠ ), উত্তমো যথা ( সুরুচিপুত্র উত্তম ইব ) যদি অধ্যাসনং ( সিংহাসনারোহণম্ ) ইচ্ছসে ( আত্মনেপদমার্ষম্ ) অধোক্ষজপাদপদ্মং ( শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দম্ ) আরাধয় ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—তোমার বিমাতা "তপস্যা দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া" ইত্যাদি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য , সুতরাং তুমি সেইরূপ আচরণ কর, অর্থাৎ যদি উত্তমের ন্যায় সিংহাসনে আরোহণ করিতে চাও, তবে শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা কর ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—পিতৃভার্য্যাত্বেন মাত্রা সমা মাতুঃ সপত্নী, তয়াপি যদুক্তং তপসারাধ্য পুরুষমিত্যাদি, তদাতিষ্ঠ কুরু, অধ্যাসনং যদীচ্ছসি ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—বিশ্ববিভাবনায় ( বিশ্বেষাং জগতাং প্রতিপালনায় ; আত্তগুণাভিপত্তেঃ ( স্বীকৃতসত্ত্বগুণাধিষ্ঠানস্য) যস্য ( ভগবতঃ শ্রীহরেঃ ) অঙ্ঘ্রিপদ্মং ( চরণারবিন্দং ) খলু পরিচর্য্য ( আরাধ্যৈব ) অজঃ ( ব্রহ্মা ) জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যং ( বশীকৃতমনঃপ্রাণৈর্যোগিভিরপি অভ্যর্থনীয়ং ) পারমেষ্ঠ্যং পদং ( অত্যুৎকর্ষময়ং ব্রহ্মত্বরূপং পদম্ ) অধ্যতিষ্ঠৎ ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—বিশ্বপ্রতিপালনের জন্য যিনি সত্ত্বগুণময় অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন ও যোগিগণ সংযম দ্বারা প্রাণ ও মন বশীকৃত করিয়া যাঁহার সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা করিয়াই ব্রহ্মা সেই অত্যুত্তম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০

তথা মনুর্বো ভগবান্ পিতামহো যমেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈর্মখৈঃ।
ইষ্ট্বাভিপেদে দুরবাপমন্যতো ভৌমং সুখং দিব্যমথাপবর্গ্যম্ ॥ ২১
তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষম্ ॥ ২২
নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্মযা শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—পরিচর্য্যা নিষেব্য। বিশ্বস্য বিভাবনায় পালনায় আত্তা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্য। জিত আত্মা মনঃ শ্বসনঃ প্রাণশ্চ যৈস্তৈরভিবন্দ্যম্ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—তথা বঃ (যুষ্মাকং) পিতামহঃ ভগবান্ মনুঃ একমত্যা (একাগ্রয়া বুদ্ধ্যা) পুরুদক্ষিণৈঃ (প্রভূতদক্ষিণাসম্পন্নৈঃ) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) যং (শ্রীহরিম্) ইষ্ট্বা (অর্চ্চয়িত্বা) অন্যতো দুরবাপম্ (অন্যস্মাৎ দুর্ল্লভং) ভৌমং (পার্থিবং) দিব্যং (স্বর্গীয়ং) সুখম্, অথ (অবসানে) অপবর্গ্যং (মোক্ষপ্রদং ভাববিশেষঞ্চ) অভিপেদে (প্রাপ্তবান্) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—একাগ্রচিত্তে প্রচুরদক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তোমাদের পিতামহ ভগবান্ মনু অন্যের দুর্লভ পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অন্তে মোক্ষোপযোগী অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—একমত্যা সর্ব্বান্তর্য্যামিদৃষ্ট্যা ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বৎস। (ধ্রুব।) মুমুক্ষুভিঃ (মুক্তিপ্রার্থিভিঃ) মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিং (মৃগ্যা অনুসন্ধেয়া পদাব্জয়োঃ পাদপদ্মযোঃ পদ্ধতিঃ উপায়ো যস্য তং) ভৃত্যবৎসলং তমেব (শ্রীহরিমেব) আশ্রয় (শরণং গচ্ছ)। অনন্যভাবে (ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ বিষয়ান্তরে ভাবঃ অভিপ্রায়ো যস্য তথাবিধে) নিজধর্ম্মভাবিতে (স্বকীয়ধর্ম্মদ্বারা নির্ম্মলীকৃতে) মনসি পূরুষং (পুরুষোত্তমং ভগবন্তম্) অবস্থাপ্য ভজস্ব ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—বৎস ধ্রুব। মুক্তিকামী ব্যক্তিরাও যাঁহার পাদপদ্মের পথ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, সেই ভৃত্যবৎসল শ্রীহরির নিকটেই তুমি শরণাগত হও। অন্য ভাবনা ত্যাগ করিয়া নিজধর্ম্ম দ্বারা মনকে নির্ম্মল করিয়া তাহাতে শ্রীভগবান্‌কে সংস্থাপিত করিয়া ভজনা কর ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—মৃগ্যা পদাব্জয়োঃ পদ্ধতির্মার্গো যস্য তমেবাশ্রয় শরণং ব্রজ। ততো ভজস্ব। নান্যস্মিন্ ভাবো যস্য তস্মিন্। নিজধর্ম্মৈর্ভাবিতে শোধিতে ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গ। (হে ধ্রুব।) ইতরৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) বিমৃগ্যমাণয়া (অন্বিষ্যমাণয়া) হস্তগৃহীতপদ্মযা (লীলাকমলধারিণ্যা) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) যঃ (শ্রীহরিঃ) মৃগ্যতে (অন্বিষ্যতে) ততঃ পদ্মপলাশলোচনাৎ অন্যং (তস্মাৎ শ্রীহরের্ব্যতিরিক্তং) কঞ্চন তে (তব) দুঃখচ্ছিদং (দুঃখনাশকং) ন মৃগয়ামি (ন পশ্যামি) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—হে ধ্রুব। ব্রহ্মাদিদেবগণ যে-লক্ষ্মীদেবীর অনুসন্ধান করেন, সেই লীলাকমলধারিণী লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত যাঁহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কাহাকেও তোমার দুঃখ নিবারণ করিবার যোগ্য দেখি না ॥ ২৩

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং সঞ্জল্পিতং মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমং বচঃ। সন্নিয়ম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ॥ ২৪

নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা চাস্য চিকীর্ষিতম্। স্পৃষ্ট্বা মূর্দ্ধন্যঘঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ॥ ২৫

অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্। বালোঽপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুরসদ্বচঃ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—তমেবেত্যনেন সূচিতং সর্ব্বোত্তমত্বং প্রপঞ্চয়তি—নান্যমিতি। হস্তেন গৃহীতং দীপবৎ পদ্মং যথা। ইতরৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—মাতুঃ (সুনীতেঃ) সংজল্পিতং (বিলাপরূপেণ কথিতম্) এবং (প্রাগুক্তরূপম্) অর্থাগমং (সার্থক্যজনকং) বচঃ (বাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং (মনঃ) সংনিয়ম্য পিতুঃ পুরাৎ (পিতৃভবনাৎ) নিশ্চক্রাম (নির্গতো বভূব)॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—সুনীতি বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ সার্থকতাপূর্ণ যে বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া (ধ্রুব) নিজেই নিজের মন সংযত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—নারদঃ তৎ (ধ্রুববৃত্তান্তম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) অস্য (ধ্রুবস্য) চিকীর্ষিতম্ (অভিপ্রায়ং) জ্ঞাত্বা চ (যোগবলেন বিদিত্বা চ) অঘঘ্নেন (পাপনাশকেন) পাণিনা (হস্তেন) মূর্দ্ধনি (মস্তকে) স্পৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ প্রাহ (কথিতবান্)॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—নারদ যখন ধ্রুবের এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি যোগবলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পাপনাশক হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বিস্মিত ভাবে বলিতে লাগিলেন॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—সঞ্জল্পিতং বিলাপং ততোঽর্থস্যাগমো যস্মাৎ তথাভূতং বচশ্চাকর্ণ্য॥ ২৪। ২৫

**অন্বয়ঃ।**—["বিস্মিত" ইতি নারদবিশেষণং যৎ প্রাগুক্তং, তত্র বিস্ময়প্রকারং বর্ণয়তি "অহো তেজ" ইত্যাদিনা] অহো। মানভঙ্গম্ (অপমানম্) অমৃষ্যতাম্ (অসহমানানাং) ক্ষত্রিয়াণাং তেজঃ (প্রভাবঃ), তৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) অয়ং (ধ্রুবঃ) বালোঽপি (বালকঃ সন্নপি) সমাতুঃ (মাতৃতুল্যায়াঃ বিমাতুরিত্যর্থঃ) অসৎ বচঃ (দুর্ব্বাক্যং) হৃদা ধত্তে (অধুনাপি মনসা বহতি)॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—(নারদ যাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, তাহাই বর্ণিত হইতেছে) অহো। ক্ষত্রিয়দিগের কি প্রভাব। ইহারা কিছুমাত্র অপমান সহ্য করিতে পারে না—যেহেতু এই ধ্রুব বালক হইলেও বিমাতার দুর্ব্বাক্য সমস্তই অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—বিস্মিত ইত্যুক্তং, তদেবাহ। অহো তেজঃ প্রভাবঃ॥ ২৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—সরলমতি বালক ধ্রুব আদরের প্রত্যাশায় পিতার কোলে উঠিতে যাইয়া বিমাতার যেরূপ তিরস্কার ভোগ করিল, তাহাতে তাহার কোমল অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল, কিন্তু পিতা উত্তানপাদ প্রত্যক্ষতঃ সে সকল ব্যাপার উপলব্ধি করিয়াও কোন কথাটী পর্য্যন্ত কহিলেন না। হায় মূঢ়। নিজেরই ঔরসজাত কোমলপ্রাণ শিশু তোমার একটু আদরের প্রত্যাশায় আসিয়া বিনিময়ে এমন অসহ্য বেদনা পাইতেছে, আর তুমি সাক্ষাতে বসিয়া নীরবে তাহা অনুভব করিতেছ; সুরুচির প্রণয়ে তুমি এমনই আত্মহারা যে, তাহার এইরূপ দুর্ব্যবহারেও তাহাকে কোন কথা বলা দূরে থাকুক, বালক সন্তানটীকে একটু সান্ত্বনা দিবার জন্যও কি তোমার প্রবৃত্তি অথবা সাহস হইল না? বাল্যকালে সকল প্রকার দুঃখই পিতা বা মাতার আদর দ্বারা নিরারিত হইয়া

শ্রীনারদ উবাচ ।

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানঞ্চাপি পুত্রক । লক্ষয়ামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥ ২৭

বিকল্পে বিদ্যমানেঽপি ন হ্যসন্তোষহেতবঃ । পুংসো মোহমৃতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্ম্মভিঃ॥২৮

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ । দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥ ২৯

থাকে, কিন্তু ধ্রুবের অদৃষ্টে যখন পিতার আদরলাভ বিন্দুমাত্রও ঘটিল না, সে দুঃখের আবেগে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া মাতার নিকট গমন করিল। এদিকে মাতা সুনীতি অন্তঃপুর-চারী অন্যান্য লোকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্তই শুনিয়াছেন, এ অবস্থায় ধ্রুবকে ঐরূপ ব্যথিতপ্রাণে আসিতে দেখিয়া অন্তরে তিনি অসহ্য বেদনা পাইলেন এবং পুত্রকে কোলে লইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাকে বুঝাইলেন—"বাপ্ ধ্রুব। ঐরূপ ব্যাপারে আর কাহারও কোন দোষ নাই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি হয় ত জন্মান্তরে অন্যের প্রাণে কত ব্যথা দিয়াছিলাম, তাই ইহজন্মে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। যাহা হউক, তোমার বিমাতা যে তপস্যা দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিবার কথা বলিয়াছেন, সে অতি উত্তম কথা, তুমি একান্তমনে তাহাই কর, তাহাতেই তোমার কামনা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও কোনও অভীষ্টসিদ্ধি হয় না, জগতে যে যত উন্নত হইয়াছে, সকলই তাঁহার অনুগ্রহে, সুতরাং তুমি যদি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করিতে চাও, তবে সেই অগতির গতি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণ লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখি না"। মাতা এইরূপ বুঝাইলে ধ্রুব স্বয়ংই নিজ দুঃখ প্রশমিত করিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইলেন। এদিকে দেবর্ষি নারদ লোকপরম্পরায় ধ্রুবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ধ্যানযোগে তাহার মনোগত ভাব অবগত হইলেন এবং এত অল্প বয়সে ধ্রুবের এরূপ তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিস্মিত হইয়া তাহার নিকট গমন করিয়া পবিত্র হস্তে তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪—২৬

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] পুত্রক। ( বৎস ধ্রুব। ) ক্রীড়নাদিষু সক্তস্য ( বালকোচিতক্রীড়াদিপরায়ণস্য ) কুমারস্য ( অল্পবয়স্কস্য ) তে ( তব ) অধুনাপি অবমানং চাপি ( মানাপমানয়োর্জ্ঞানকারণং কিমপি ) ন লক্ষয়ামঃ ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনারদ বলিলেন—বৎস ধ্রুব। তুমি বালক, ক্রীড়াদিতে ব্যাপৃত, এখন পর্য্যন্ত অপমান কিম্বা সম্মান বুঝিবার উপযুক্ত কোন কারণই তোমাতে আমাদের লক্ষ্য হয় না ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—বিকল্পে ( মানাপমানযোর্বিবেকে ) বিদ্যমানেঽপি পুংসঃ ( লোকস্য ) মোহম্ ঋতে (মোহং বিনা) অসন্তোষহেতবঃ ( অসন্তোষকারণীভূতা অপমানাদয়ঃ তৎকর্ত্তারো বা ) ন হি ভিন্নাঃ, যৎ (যস্মাৎ) লোকে (জগতি) নিজকর্ম্মভিঃ ( স্বীয়কার্য্যৈরেব সুখদুঃখাদিহেতবঃ সংঘটন্তে ইতি ভাবঃ ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—আর যদিই বা মান ও অপমান সম্বন্ধে তোমার ধারণা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও জানিবে যে, অসন্তোষের কারণ অপমানাদি লোকের মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, জগতে নিজ কর্ম্ম দ্বারাই মান-অপমানাদি জন্মিয়া থাকে ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—বিকল্পে মানাপমানবিবেকে সত্যপি ভিন্না ন সন্তি, মোহকল্পিতা এব ত ইত্যর্থঃ। কুতঃ? যৎ সুখং দুঃখং বা তন্নিজকর্ম্মভিরেব ভবতি যতঃ ॥ ২৭। ২৮

**অন্বয়ঃ।**—তাত। ( হে বৎস! ) ততঃ ( তস্মাদ্ধেতোঃ ) বুধঃ পূরুষঃ ( বিজ্ঞো জনঃ ) ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য

অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি। যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতো মম॥৩০
মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ। ন বিদুর্মৃগয়ন্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা॥ ৩১
অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ। যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে॥ ৩২
যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ। আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি॥ ৩৩

(ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব কর্ম্মণঃ ফলং জায়তে ইতি জ্ঞাত্বা) যাবৎ দৈবোপপাদিতং (দৈবেন ভাগ্যেন যাবৎ পরিমিতং সুখং দুঃখং বা প্রাপিতং ভবতি) তাবন্মাত্রেণ (সুখরূপেণ দুঃখরূপেণ বা ফলেন) পরিতুষ্যেৎ (সন্তুষ্টো ভবেৎ)॥ ২৯

**মূলানুবাদ**।—অতএব বৎস! বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বরই একমাত্র গতি অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাফল সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়, ইহা ধারণা রাখিয়া ভাগ্যানুসারে যখন যাহা (ভাগ্যরূপে) উপস্থিত হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা**।—উপশমোপদেশেন নিবর্ত্তয়তি—পরিতুষ্যেদিতি ষড্ভিঃ। ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য ঈশ্বরানুকূল্যং বিনা নোদ্যমাঃ ফলহেতব ইতি জ্ঞাত্বা পরিতুষ্যেৎ সন্তোষমেব কুর্য্যাৎ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ**।—অথ (পক্ষান্তরে) মাত্রা (সুনীত্যা) উপদিষ্টেন যোগেন (উপায়েন) যৎপ্রসাদং (যস্য ভগবতঃ অনুগ্রহম্) অবরুরুৎসসি (অবরোদ্ধুং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছসি) সঃ (ভগবান্) পুংসাং দুরারাধ্য বৈ (অতিকষ্টেনৈব আরাধ্যঃ) [ইতি] মম মতঃ (ময়া জ্ঞাতঃ)॥ ৩০

**মূলানুবাদ**।—আর তুমি মাতার উপদিষ্ট উপায় দ্বারা যে ভগবানের অনুগ্রহ পাইতে অভিলাষী হইয়াছ, তাঁহাকে আরাধনা করা লোকের পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য বলিয়া আমার ধারণা॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা**।—দুষ্করশ্চ তবায়মুদ্যম ইত্যাহ—অথেতি দ্বাভ্যাম্। যস্য প্রসাদমবরোদ্ধুং প্রাপ্তুমিচ্ছসি॥৩০

**অন্বয়ঃ**।—মুনয়ঃ উরুজন্মভিঃ (বহুলৈঃ জন্মজন্মান্তরৈঃ) নিঃসঙ্গেন (নিষ্কামেণ) তীব্রযোগসমাধিনা (কঠোর-যোগসাধনাদিনা) মৃগয়ন্তোঽপি (অনুসন্ধানং কুর্ব্বন্তোঽপি) যস্য (ভগবতঃ) পদবীং (পন্থানং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি) [স দুরারাধ্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]॥ ৩১

**মূলানুবাদ**।—মুনিগণ বহু জন্ম-জন্মান্তরে নিষ্কামভাবে কঠোর যোগসাধনাদি দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও যে-ভগবানের পন্থা জানিতে পারেন না॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা**।—নিঃসঙ্গেন তীব্রযোগযুক্তেন সমাধিনা মৃগয়ন্তোঽপি যস্য পদবীং মার্গং ন বিদুঃ, স দেবো দুরারাধ্য ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ**।—অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) তব এব নিষ্ফলঃ নির্ব্বন্ধঃ (ব্যর্থ আগ্রহঃ) নিবর্ত্ততাং (নিবৃত্তো ভবতু) শ্রেয়সাং কালে (বার্দ্ধক্যসময়ে) সমুপস্থিতে (সমাগতে সতি) ভবান্ যতিষ্যতি (পুনর্যত্নবান্ ভবিষ্যতি)॥ ৩২

**মূলানুবাদ**।—অতএব তুমি এই ব্যর্থ আগ্রহ পরিত্যাগ কর, যখন তোমার মোক্ষের উপযোগী কাল অর্থাৎ বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবে, তখন আবার যত্ন করিও॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা**।—শ্রেয়সাং কালে বৃদ্ধত্বে॥ ৩২

**অন্বয়ঃ**।—যস্য (জীবস্য সম্বন্ধে) সুখদুঃখয়োঃ (মধ্যে) যৎ (সুখং দুঃখং বা) দৈববিহিতং (প্রাক্তনকর্ম্মণা জনিতং ভবতি) স দেহী (জীবঃ) তেন সুখেন দুঃখেন বা আত্মানং তোষয়ন্ (সুখে সতি তেন পুণ্যং ক্ষীয়তে, দুঃখে সতি চ তেন পাপং ক্ষীয়তে ইতি মত্বা চিত্তং সান্ত্বয়ন্) তমসঃ (মোহময়াৎ সংসারাৎ) পারং (মোক্ষম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ৩৩॥

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ** ।—সুখ ও দুঃখের মধ্যে যাহা যাঁহার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে উপস্থিত হয়, তাহাতেই যদি তিনি মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, তবে এই মোহময় সংসার হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৩ ॥

**শ্রীধরটীকা** ।—সুখদুঃখযোর্মধ্যে সুখে সতি পুণ্য ক্ষীয়তে, দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়ত ইত্যাত্মানং তোষয়ন্ তমসঃ পারং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—[ যঃ ] গুণাধিকাৎ ( অধিকগুণসম্পন্নং জনং প্রাপ্য ) মুদং ( প্রীতিং ) লিপ্সেৎ ( লব্ধুমিচ্ছেৎ, কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ) গুণাধমাৎ (স্বাপেক্ষয়া অল্পগুণসম্পন্নং প্রাপ্য) অনুক্রোশং (দয়াং, লিপ্সেদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ) সমানাৎ ( তুল্যগুণং প্রাপ্য ) মৈত্রীং ( সৌহার্দ্দম্ ) অন্বিচ্ছেৎ ( কুর্য্যাৎ ) [ সঃ ] তাপৈঃ ( দুঃখৈঃ ) ন অভিভূয়তে ॥ ৩৪ ॥

**মূলানুবাদ** ।—যে ব্যক্তি অধিকগুণসম্পন্ন লোক পাইলে প্রীতিলাভ করে, অল্পগুণশালী লোক দেখিলে দয়া প্রকাশ করে এবং তুল্যগুণশালী লোক পাইলে মিত্রতা স্থাপন করে, সেরূপ ব্যক্তি কখনও দুঃখে অভিভূত হয় না ॥ ৩৪ ॥

**শ্রীধরটীকা** ।—কিঞ্চ গুণৈরধিকাৎ পুংস ইতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী । তং দৃষ্টা প্রীতিং কুর্য্যাৎ, ন ত্বসূয়ামিত্যর্থঃ । অনুক্রোশং কৃপাং লিপ্সেৎ ন তু তিরস্কারম্ । সমানাৎ মৈত্রীং, ন তু স্পর্দ্ধাম্ ॥ ৩৪ ॥

**শ্রীভাগবতভাবভর্ষিণী** ।—অতি সুকুমার বয়সেই ধ্রুব বিমাতার দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত হইয়া অভিমান বশতঃ শ্রীভগবানের আরাধনা করিবার জন্য গৃহের বাহির হইয়াছে, কিন্তু এই কার্য্য যে কায়িক ও মানসিক কতদূর ক্লেশসাধ্য, তাহা যদি সে চিন্তা না করিয়া থাকে, তবে তাহার এ উদ্যম স্থায়ী হইবে না । সাধনাপথের কঠোরতায় হয়ত সে পশ্চাৎপদ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে বৃথা আর কষ্টের পথে পদক্ষেপ করিয়া কি হইবে ? সাধারণ বালকের পক্ষে অনেক সময় দুঃখ বা অভিমানবশতঃ এরূপ আবেগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, সুতরাং বৃথা কিছুদিন কষ্টভোগ করাই সার হয় । অবশ্য ধ্রুব যে সে প্রকৃতির বালক নহে, তাহা নারদের ন্যায় মহাযোগীর বুঝিতে বাকী নাই, তাহা হইলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে নারদ প্রথমতঃ নানাপ্রকার যুক্তি ও সাধনপথের কঠোরতা বর্ণনা করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন ।

নারদ বলিলেন—"বৎস ধ্রুব ! তুমি বালক, তোমার যে বয়স, তাহাতে তোমার খেলাধুলায় মত্ত থাকাই স্বাভাবিক, এরূপ বয়সে মান-অপমান চিন্তা করিবার ত কোন কারণ দেখি না । যদিও কোন কারণে তোমার মনে ঐ দুইটি বিষয়ের ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহাও তোমার বুঝা উচিত যে, মানই বল, আর অপমানই বল, ইহার কোনটীর জন্যই অন্যে দায়ী নহে । লোকে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারাই তাহার মূল সৃষ্টি করে, মোহের বশে না বুঝিয়া বৃথা পরকে দোষ দেওয়া হয় মাত্র । যে সৎকর্ম্ম করিবে, শ্রীভগবান্ অবশ্য তাহার প্রতি সদয় হইবেন, আর যে দুষ্কর্ম্ম করিবে, তাহার প্রতি অবশ্যই প্রতিকূল হইবেন , সুতরাং বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মীকে শ্রীভগবান্ই বিভিন্ন প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকেন লৌকিক ব্যাপারগুলি উপলক্ষ্যমাত্র , সুতরাং কর্ম্মানুসারে যখন যাহার যেরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ । যখন সুখভোগ করা যায়, তখন বুঝিতে হয় যে, আমি যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সম্প্রতি এই সুখভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় হইতেছে, আবার দুঃখভোগের সময়ও ঐরূপ বুঝিতে হয় যে, ইহাতে আমার প্রাক্তন দুষ্কৃতির ক্ষয় হইতেছে । এইরূপ বুঝিয়া যিনি অন্তরে সম্যক্ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাঁহাকে আর সংসার মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে

শ্রীধ্রুব উবাচ।

সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাম্। দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দ্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ ॥৩৫
তথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ। সুরুচ্যা দুর্ব্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥ ৩৬
পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে। ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥৩৭

হয় না। সুতরাং হে ধ্রুব। অন্যের প্রতি অভিমান বশতঃ তাহার দোষ চিন্তা করিয়া বৃথা দুঃখ বহন করিও না, তুমি নিবৃত্ত হও। তুমি যে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার, মুনিগণ কত যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত কত কঠোর যোগসাধনা করিয়াও যাঁহার পথ ধরিতে পারেন না, তাঁহাকে আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা তোমার এই বয়সে নিতান্ত সুকঠিন, সুতরাং এখন বৃথা কষ্ট করিও না, যদি ইচ্ছা হয়, তবে পরিণত বয়সে আবার চেষ্টা করিও" ॥ ২৭—৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবতা ( যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্নেন ত্বয়া ) সুখদুঃখহতাত্মনাং ( সুখদুঃখাভ্যাং হতঃ বিচলিতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষাং ) পুংসাং ( জনানাং সম্বন্ধে ) কৃপয়া যঃ অয়ং শমঃ ( বিক্ষেপনিবৃত্তিমার্গঃ ) দর্শিতঃ, স তু অস্মদ্বিধৈঃ দুর্দ্দর্শঃ ( দ্রষ্টুমশক্যঃ ) ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীধ্রুব বলিলেন—প্রভো। সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে যাহাদের হৃদয় অতি ব্যাকুল, সেই সমস্ত লোকদিগের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি যে এই শম অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিলেন, ইহা আমাদের ন্যায় ব্যক্তির দুর্জ্ঞেয় ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—তথাপি ( যদ্যপি ত্বয়া দুর্লভোপদেশঃ কৃতঃ তথাপি ) ঘোরম্ ( অদম্যং ) ক্ষাত্রং ( ক্ষত্রিয়োচিতস্বভাবম্ ) উপেয়ুষঃ ( প্রাপ্তবতঃ ) [ অতএব ] অবিনীতস্য ( উদ্দীপ্তভাবস্য ) মে ( মম ) সুরুচ্যাঃ ( বিমাতুঃ ) দুর্ব্বচোবাণৈঃ ( দুর্ব্বাক্যরূপৈর্বহুভির্বাণৈঃ ) ভিন্নে ( বিদীর্ণে ) হৃদি ন শ্রয়তে ( বিদীর্ণে ভাজনে অর্পিতং দ্রব্যং যথা তত্র স্থাতুং ন শক্নোতি, তথা চিত্তদ্রবীকরোঽপি ভবাদৃশুপদেশরাশিঃ বিমাতৃ-দুর্ব্বাক্যব্যথিতে মদীয়ে হৃদি স্থানং ন প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ ) ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ।—আপনার উপদেশ যদিও অতি উপাদেয়, তথাপি অদম্য ক্ষত্রিয়স্বভাববশতঃ আমি অতি উদ্ধত, তাহাতে আবার বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এইজন্য এই হৃদয়ে আপনার উপদেশ অবস্থান করিতে পারিতেছে না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—ক্ষাত্রং স্বভাবং প্রাপ্তবতঃ অতএবাবিনীতস্য দুর্ব্বাক্যবাণৈর্ভিন্নে হৃদি ন শ্রয়তে ন তিষ্ঠতি ॥ ৩৫।৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[ হে ] ব্রহ্মন্। ( ব্রহ্মপুত্র নারদ! ) অস্মৎপিতৃভিঃ ( মৎপূর্ব্বপুরুষৈঃ ) অন্যৈরপি অনধিষ্ঠিতম্ ( অপ্রাপ্তং ) ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং ( ত্রিভুবনমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টং ) পদং ( স্থানং ) জিগীষোঃ ( অধিকর্তুমিচ্ছোঃ ) মে ( মম সম্বন্ধে ) সাধুবর্ত্ম ( সুযোগ্যং পন্থানং ) ব্রূহি ( উপদিশ ) ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে দেবর্ষি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যাহা কখনও লাভ করিতে পারেন নাই, যাহা ত্রিভুবনমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এরূপ পদ আমি আয়ত্ত করিতে অভিলাষী, অতএব আপনি তদুপযোগী উত্তম পথ উপদেশ করুন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—অন্যৈরনধিষ্ঠিতং ত্রিভুবনে উৎকৃষ্টং পদং জেতুমিচ্ছোর্মে সাধু বর্ত্ম মার্গং ব্রূহি। ৩৭ ॥

নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ। বিনুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥ ৩৮

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্ নারদস্তদা। প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া ॥ ৩৯

শ্রীনারদ উবাচ।

জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে। ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তং প্রবণাত্মনা ॥ ৪০

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ। একং হ্যেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥ ৪১

**অন্বয়ঃ।**—যঃ বীণাং বিনুদন্ (বাদয়ন্) অর্কবৎ (সূর্য্য ইব) জগতঃ (বিশ্বস্য) হিতায় অটতে (পরিভ্রমতি) ভবান্ নূনং (নিশ্চিতং) ভগবতঃ পরমেষ্ঠিনঃ (ব্রহ্মণঃ) অঙ্গজঃ (পুত্রঃ স নারদ ইতি যাবৎ) ॥ ৩৮

**মূলানুবাদ।**—বীণা বাজাইয়া যিনি সর্ব্বদা সূর্য্যদেবের ন্যায় জগতের হিতের জন্য পর্য্যটন করিয়া থাকেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই ভগবান্ ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি ॥ ৩৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—তদা (তস্মিন্ সময়ে) ভগবান্ নারদঃ ইতি (কথিতপ্রকারম্) উদাহৃতং (ধ্রুবেন কথিতং বাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ সন্) তং বালং প্রতি (ধ্রুবং প্রতি) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) সদ্বাক্যং (হিতকরমুপদেশম্) আহ (কথিতবান্) ॥ ৩৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—তখন ভগবান্ নারদ ধ্রুবের ঐ সকল কথা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক সদুপদেশ দিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—অঙ্গজ ইতি পাঠে উৎসঙ্গাজ্জাতো যো নারদঃ, স ভবান্। তত্র লিঙ্গম্—বীণাং বিনুদন্ বাদয়ন্ হিতায়াটতি ॥ ৩৮।৩৯ ॥

**অন্বয়ঃ।**—তে জনন্যা (তব মাত্রা সুনীত্যা) নিঃশ্রেয়সস্য (অভিপ্রেতার্থসিদ্ধেঃ) পন্থাঃ (উপায়ঃ) অভিহিতঃ (কথিতঃ) ভগবান্ বাসুদেবঃ বৈ (শ্রীহরিরেব) সঃ (উপায়ঃ), ত্বং প্রবণাত্মনা (বিনম্রচেতসা) তং (ভগবন্তং) ভজ (আরাধয়) ॥ ৪০ ॥

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনারদ বলিলেন—তোমার মাতা সুনীতিই তোমাকে অভিলষিত বিষয়সিদ্ধির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীহরিই সেই উপায়, তুমি বিনম্রচিত্তে তাঁহারই আরাধনা কর ॥ ৪০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—যঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাং (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেতি নামকং চতুর্ব্বর্গরূপম্) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (স্বস্য মঙ্গলম্) ইচ্ছেৎ, তত্র (তস্য তথাবিধমঙ্গলবিষয়ে) একং (কেবলং) হরেঃ পাদসেবনং হি কারণম্ ॥ ৪১ ॥

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষরূপ নিজ মঙ্গল কামনা করে, তাহার সে বিষয়ে শ্রীহরির চরণসেবনই একমাত্র কারণ ॥ ৪১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—নিঃশ্রেয়সস্য অভিপ্রেতার্থস্য পন্থাঃ। কোঽসাবিত্যত আহ। ভগবান্ বাসুদেব এব। অতস্তং ভজ ॥ ৪০।৪১ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহর্ষি নারদ ধ্রুবের মানসিক দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ দিলেও ধ্রুব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ক্ষত্রিয়োচিত তেজস্বিতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির পথকে নারদ অতি দুর্গম বলিয়া বুঝাইলেও তিনি

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি। পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৪২

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে। কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ ॥ ৪৩

প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলম্। শনৈর্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুম্ ॥ ৪৪

তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, অথচ নারদের উপদেশ গ্রহণ না করায় পাছে নারদ মনে করেন যে ধ্রুব আমাকে উপেক্ষা করিল, এইজন্য তিনি অতি শিষ্টতার সহিত নিজ মানসিক আবেগের কারণ প্রকাশ করিয়া নারদকে বলিলেন—"প্রভো। আপনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় বটে, কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তি ঐপ্রকার উপদেশ প্রতিপালনে অধিকারী নহে, কারণ একে ত আমি ক্ষত্রিয়সুলভ উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, তাহাতে আবার বিমাতার দুর্ব্বাক্যে প্রাণে বড়ই বেদনা পাইয়াছি, এ অবস্থায় শমগুণ অবলম্বন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, ত্রিভুবনের হিতার্থ আপনি পর্য্যটন করিয়া থাকেন, সুতরাং জগতের ভালমন্দ সকল অবস্থাই আপনার বিদিত, অতএব আপনি দয়া করিয়া আমাকে এমন একটী অত্যুৎকৃষ্ট পদ নির্দ্দেশ করিয়া দিন যাহা অন্য কোনও ব্যক্তি, এমন কি আমার পূর্ব্বপুরুষগণও লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আমি শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া সেই পদ লাভ করিব, ইহাই আমার স্থির-সঙ্কল্প"।

নারদ ধ্রুবের মুখে এইরূপ বিপুলদৃঢ়তাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, বুঝিলেন যে এ বালক যথার্থই সাধনার উপযুক্ত পাত্র, সুতরাং তাহাকে সাধন পথ সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে ধ্রুব। তোমার মাতা যে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই যথার্থ পথ, সেই পথ ধরিয়া চলিলেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যে যাহাই কামনা করুক, ভগবান্ শ্রীহরির কৃপা হইলে সমস্তই লাভ করা যাইতে পারে, কেননা তিনি সকল কর্ম্মের ফলদাতা। সুতরাং এক মনে তাঁহার শ্রীচরণ আরাধনা করিলে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকিতে পারে না, অতএব তুমি একান্তমনে তাঁহারই আরাধনায় ব্রতী হও" ॥ ৩৫—৪১

**অন্বয়ঃ।**—তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) [হে] তাত। (বৎস ধ্রুব।) পুণ্যং (পবিত্রং) মধুবনং (মধুবননামকং) যমুনায়াঃ শুচি তটং (নির্ম্মলং তীরং) গচ্ছ, যত্র (তটে) নিত্যদা (সর্ব্বদা) হরেঃ সান্নিধ্যং (বিদ্যমানতা, অস্তীতি শেষঃ) তে (তুভ্যং) ভদ্রং (মঙ্গলম্) [অস্তু] ॥ ৪২

**মূলানুবাদ।**—অতএব হে বৎস। যমুনার পবিত্র তটে মধুবন নামক যে নির্ম্মল স্থান আছে, তুমি তথায় গমন কর। ঐস্থানে ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৪২

**শ্রীধরটীকা।**—মধুবনাখ্যং যমুনায়াস্তটং গচ্ছ। যত্র মধুবনে ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ।**—তস্মিন্ (মধুবনে) শিবে (মঙ্গলকরে) কালিন্দ্যাঃ সলিলে (যমুনায়া জলে) অনুসবনং ("ষুঞ্ অভিষবে" ইতি স্নানার্থস্য সু ধাতোরধিকরণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয়েন সবনমিতি পদং, স্নানবেলা ইতি তদর্থঃ, সবনে সবনে ইতি অনুসবনং প্রত্যেকস্নানসময়ে, সন্ধ্যাত্রয়ে ইতি যাবৎ) স্নাত্বা, আত্মনঃ (স্বস্য) উচিতানি (যোগ্যানি দেবপ্রণামাদিমাঙ্গলিককর্ম্মাণি) কৃত্বা কল্পিতাসনঃ (কল্পিতং "চেলাজিনকুশোত্তরম্" ইতি গীতোক্তক্রমেণ সম্পাদিতম্ আসনং যেন সঃ তথাবিধঃ সন্) নিবসন্ (তত্র স্বস্তিকাদিক্রমেণ উপবিষ্টঃ সন্) ত্রিবৃতা (পূরক কুম্ভক-রেচকরূপেণ ত্রিরাবৃত্তেন) প্রাণায়ামেন শনৈঃ (মন্দং মন্দং) প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলং (প্রাণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ মলং বিক্ষেপাদিরূপামশুদ্ধিং) ব্যুদস্য (দূরীকৃত্য) গুরুণা (ধীরেণ) মনসা গুরুং (পরমারাধ্যং শ্রীহরিম্) অভিধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ) ॥ ৪৩।৪৪

প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎপ্রসন্নবদনেক্ষণম্। সুনসং সুভ্রুবং চারু-কপোলং সুরসুন্দরম্ ॥ ৪৫
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্। প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণ্যং করুণার্ণবম্ ॥ ৪৬
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ ॥ ৪৭
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্। কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—সেই মধুবনে থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যায় যমুনার মঙ্গলময় জলে স্নান করিয়া যথাবিধি আসন রচনা-পূর্ব্বক তাহাতে স্বস্তিকাদিক্রমে উপবেশন করিয়া ত্রিধা প্রাণায়াম দ্বারা ধীরে ধীরে পঞ্চ মহাবায়ু, ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনের মালিন্য দূর করিয়া চিত্তে পরমারাধ্য শ্রীহরির ধ্যান করিতে থাকিবে ॥ ৪৩।৪৪

শ্রীধরটীকা।—অধ্যয়নাত্মভাবেঽপি আত্মন উচিতানি যোগ্যানি দেবতানমস্কারাদীনি কুর্য্যেতি যমনিয়মা উক্তাঃ। আসনকল্পনঞ্চ কুশাদিভিঃ স্বস্তিকাদিভিশ্চ ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—[ ধ্যেয়স্বরূপং বর্ণয়তি ষড্ভিঃ ] প্রসাদাভিমুখম্ (অনুগ্রহতৎপরং) শশ্বৎপ্রসন্নবদনেক্ষণং (শশ্বৎ সর্ব্বদা প্রসন্নং বদনম্ ঈক্ষণঞ্চ নয়নদ্বয়ঞ্চ যস্য তং) সুনসং (শোভনা নাসিকা যস্য তং) চারুকপোলং (মনোজ্ঞগণ্ডদ্বয়সম্পন্নং) সুরসুন্দরং (সুরেষু দেবেষু মধ্যে সুন্দরম্) [ অভিধ্যায়েদিতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ ] ॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, তাঁহার মুখ ও নয়নযুগল সর্ব্বদা প্রসন্ন, নাসিকা, ভ্রূযুগল ও গণ্ডদ্বয় অতি মনোজ্ঞ, তিনি দেবগণের মধ্যে পরমসুন্দর ॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—প্রাণেন্দ্রিয়মনসাং মলং চাঞ্চল্যং ব্যুদস্যেতি প্রাণায়ামপ্রত্যাহারৌ। ধারণামাহ অভিধ্যায়েদিত্যাদি ষড্ভিঃ। গুরুণা ধীরেণ মনসা। গুরুং শ্রীহরিম্ ॥ ৪৪ ॥ সুরেষু সুন্দরম্ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—তরুণং (সর্ব্বদা কিশোরবৎ প্রতীয়মানং) রমণীয়াঙ্গং (সুন্দরাকৃতিম্) অরুণোষ্ঠেক্ষণাধরং (অরুণা রক্তবর্ণা ওষ্ঠেক্ষণাধরা যস্য তং) প্রণতাশ্রয়ণং (প্রণতানামাশ্রয়স্বরূপং) নৃম্ণং (সুখকরং) শরণ্যং (শরণাগত-রক্ষকং) করুণার্ণবং (দয়াসাগরম্) ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—তিনি সর্ব্বদা কিশোরাকৃতি তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অতি সুন্দর, ওষ্ঠদ্বয় ও নয়নযুগল রক্তাভ, তিনি প্রণত জনের আশ্রয়স্থান, সুখদাতা, শরণাগতপ্রতিপালক ও দয়ার সাগর ॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—রমণীয়ান্যঙ্গানি যস্য। ওষ্ঠশ্চ ঈক্ষণা ঈক্ষণঞ্চ ওষ্ঠেক্ষণে, অরুণে ওষ্ঠেক্ষণে ধারয়তীতি তথা তম্। অরুণম্ ওষ্ঠমীক্ষণঞ্চাধারয়তীতি বা, নৃম্ণং সুখকরম্। যদ্বা নৃম্ণং ধনং সর্ব্বপুরুষার্থনিধিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—শ্রীবৎসাঙ্কং (শ্রীবৎসচিহ্নযুক্তং) ঘনশ্যামং (নবমেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণং) পুরুষং (পুরুষাকারং) বনমালিনং শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈঃ অভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ (অভিব্যক্তা বিখ্যাতাশ্চত্বারো ভুজা যস্য তম্) ॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, নব মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পুরুষ-লক্ষণযুক্ত, বনমালাধারী এবং তাঁহার হস্তচতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের অধিষ্ঠানে বিখ্যাত ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—কিরীটিনং (স্বর্ণমুকুটশালিনং) কুণ্ডলিনং (কুণ্ডলালঙ্কৃতকর্ণং) কেয়ূরবলয়ান্বিতং কৌস্তুভা-ভরণগ্রীবং (কৌস্তুভস্যাভরণং ভূষণস্বরূপা গ্রীবা যস্য তং) পীতকৌশেয়বাসসং (পীতবর্ণকৌশেয়বস্ত্রপরিধানম্) ॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর, হস্তে বলয় এবং গ্রীবাদেশে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে, আর তাঁহার পরিধানে পীতবর্ণ কৌশেয়বসন ॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—পুরুষং পুরুষ-লক্ষণযুক্তম্ ॥ ৪৭ ॥ কৌস্তুভস্যাভরণং গ্রীবা যস্য ॥ ৪৮

কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং লসৎকাঞ্চননূপুরম্। দর্শনীযতমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯
পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাম্। হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ৫০
স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্। নিযতেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্ ॥ ৫১
এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যাযতো মনঃ। নির্বৃত্যা পরযা তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫২

**অন্বয়ঃ।**—কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং ( কাঞ্চীকলাপেন মেখলাদাম্না পর্য্যস্তং পরিবেষ্টিতম্ ) লসৎকাঞ্চননূপুরং ( লসৎ শোভমানং কাঞ্চনময়ং নূপুরং যত্র তৎ ) দর্শনীয়তমম্ ( অতীব সুদৃশ্যমূর্ত্তিং ) শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনং ( মনসো নেত্রয়োশ্চ প্রফুল্লতাজনকম্ ) ॥ ৪৯ ॥

**মূলানুবাদ।**—তাঁহার নিতম্বদেশ কাঞ্চীদামে বেষ্টিত, চরণে নূপুর বিরাজমান, তিনি অতিশয় সুন্দর-মূর্ত্তি, শান্ত এবং মন ও নয়নের আনন্দদাতা ॥ ৪৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—কাঞ্চীকলাপেন পর্য্যস্তং পরিবেষ্টিতম্। মনোনয়নযোর্বর্দ্ধনং হর্ষকরম্ ॥ ৪৯ ॥

**অন্বয়ঃ।**—নখমণিশ্রেণ্যা ( নখানি এব মণয়ঃ তেষাং শ্রেণ্যা পঙ্‌ক্ত্যা ) বিলসদ্ভ্যাং ( দীপ্যমানাভ্যাং ) পদ্ভ্যাং ( চরণদ্বয়েন ) সমর্চ্চতাং ( ভজতাং জনানাং ) হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যং (হৃদয়পদ্মস্য কর্ণিকারূপং মধ্যস্থানম্) আক্রম্য ( স্পৃষ্ট্বা ) আত্মনি ( হৃদয়মধ্যে ) অবস্থিতং ( বিরাজমানম্ ) ॥ ৫০ ॥

**মূলানুবাদ।**—নখমণিশ্রেণী দ্বারা দীপ্যমান স্বীয় চরণযুগলদ্বারা তিনি ভজনাকারীদিগের হৃদয়-পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ মধ্যস্থান স্পর্শ করিয়া ( হৃৎপদ্মের মধ্যস্থানে চরণযুগল স্থাপিত করিয়া ) হৃদয়মধ্যে বিরাজ করেন ॥ ৫০ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—হৃৎপদ্মকর্ণিকায়া ধিষ্ণ্যং মধ্যস্থানং, তদাক্রম্য সমর্চ্চতামাত্মনি মনসি স্থিতম্ ॥ ৫০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—নিয়তেন ( পূর্ব্ববর্ণিতরূপধারণয়া সুস্থিরেণ ) [ অতএব ] একভূতেন ( একাগ্রেণ ) মনসা স্ময়মানং ( সহাসবদনং ) সানুরাগাবলোকনং ( সপ্রেমদৃষ্টিসম্পন্নং ) বরদর্ষভং ( শ্রেষ্ঠং বরপ্রদং তং ভগবন্তম্ ) অভিধ্যায়েৎ ( ভাবয়েৎ ) ॥ ৫১ ॥

**মূলানুবাদ।**—পূর্ব্বোক্তরূপ ধারণা দ্বারা মন সুস্থির হইলে পরে সেই একাগ্র মনে ঈষৎহাস্যযুক্ত, পূর্ণ-প্রেমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বরদশ্রেষ্ঠরূপে তাঁহার ধ্যান করিবে ॥ ৫১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—ধ্যানমাহ—স্ময়মানমিতি। নিয়তেন প্রাগুক্তয়া ধারণয়া সুস্থিরেণ, অতএব একভূতেন একাগ্রেণ। ধারণোক্তানি বিশেষণানি ধ্যানেঽপি দ্রষ্টব্যানি, যদ্বা যথোক্তমাত্রমেব। তদুক্তমেকাদশস্কন্ধে—"নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখ"মিতি ॥ ৫১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—ভগবতঃ ( শ্রীহরেঃ ) এবং ( বর্ণিতপ্রকারং ) সুভদ্রং ( পরমমঙ্গলময়ং ) রূপং ( স্বরূপং ) ধ্যাযতঃ ( ভাবযতঃ জনস্য ) মনঃ তূর্ণং ( সত্বরং ) পরয়া নির্বৃত্যা ( পরময়া শান্ত্যা ) সম্পন্নং (যুক্তং সৎ) ন নিবর্ত্ততে ( অন্যত্র ন গচ্ছতি ) ॥ ৫২ ॥

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবান্‌কে উক্তরূপে ধ্যান করিতে থাকে, তাহার মন অচিরেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আর তাহা ভগবান্ হইতে নিবৃত্ত হয় না ॥ ৫২ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—সমাধিমাহ—এবমিতি। তূর্ণং শীঘ্রং সম্পন্নং সৎ ॥ ৫২ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—শ্রীভগবানের পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে পাইয়া তাহার ব্যবহারে ও নিজ যৌগিকশক্তিবলে বুঝিতে পারিয়াছেন যে—এ বালক সামান্য নহে, এই ক্ষুদ্র বালক কালে সাধনার

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্॥ ৫৩

উৎকর্ষে একজন অদ্বিতীয় ভক্ত হইয়া শ্রীভগবানের অসাধারণ অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারিবে। এরূপ বুঝিয়া দেবর্ষি বড়ই প্রীত হইয়াছেন, তাই তাহার নিকট শ্রীভগবানের সাধন রহস্য কীর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহার সাতিশয় আগ্রহ জন্মিয়াছে। যে সকল ভক্ত শ্রীভগবানের ইঙ্গিত কিছু বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা তাহা প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ব্যগ্র। ভক্তিপূর্ব্বক ভজন-সাধনের তত্ত্ব ভক্তজনের নিকট কীর্ত্তন করা শ্রীভগবানের অতি আকাঙ্ক্ষিত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ নিজমুখেই অর্জ্জুনের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন "য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার এই অতিগুহ্য ভজনরহস্য আমার ভক্তের নিকট কীর্ত্তন করিবে, মানুষের মধ্যে তাহা অপেক্ষা আর কেহই আমার অধিক প্রিয় হইতে পারে না, সে নিশ্চিতই আমাকে প্রাপ্ত হইবে"।

ভক্তপ্রধান নারদও শ্রীভগবানের এরূপ অভিপ্রায় সমস্তই জ্ঞাত আছেন, আর সুযোগ্য পাত্রে উপদেশ প্রদান করিয়া সুফল উৎপাদন করা মহাত্মাদিগের একটি বিশেষ আগ্রহের বস্তু। এই সকল কারণে দেবর্ষি নারদ অতি বিস্তৃতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় একে একে অষ্টবিধ যোগাঙ্গ ধ্রুবকে উপদেশ করিলেন। "স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্—। কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ॥" প্রভৃতি শ্লোকে "উচিতানি, কৃত্বা" এই উক্তিতে যম ও নিয়মের এবং "কল্পিতাসনঃ" এই অংশে আসনের উপদেশ এবং "প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলং। শনৈর্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুং॥" এই শ্লোকে প্রথমতঃ প্রাণায়াম, তাহারপর "ব্যুদস্য" পর্য্যন্ত দ্বারা প্রত্যাহার, পরে ধারণা নামক যোগাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর "প্রসাদাভিমুখং" ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে ঐ ধারণারই বিষয় শ্রীভগবানের শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী কিরীট-কেয়ূর-বলয়াদিশোভিত নবনীরদকান্তি শ্রীমূর্ত্তি বিস্তৃতভাবে ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের এই বর্ণিতরূপে ধারণা দ্বারা মন সুস্থির হইলে পর সেই স্থিরীভূত মনে অভীষ্ট দেবতার ধ্যান যেরূপে করিতে হইবে তাহাও "স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ" এই শ্লোকে এবং সমাধির অবস্থা "এবং ভগবতো রূপং" এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই আটটী যোগাঙ্গ যাহা এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইল, ইহার প্রত্যেকটীরই লক্ষণ ও উপযোগিতা প্রভৃতি মহামুনি পতঞ্জলি স্বকৃত যোগদর্শনে (পাতঞ্জলসূত্রে) অতি বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়াছেন। ঐ সকল বিষয় গুরূপদেশ অবলম্বনে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধনার পথে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে প্রাণের ঐকান্তিক দৃঢ়তা আসিলে গুরুর অভাব হয় না, সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাপ্রভাবে সকলই যে জুটিয়া যায়, তাহা এই ধ্রুবের বৃত্তান্তেই বেশ প্রমাণিত হইতেছে। বালক ধ্রুব যখন প্রাণের আবেগে গৃহত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন কে জানিত যে, তাঁহার সাধনার পথে দেবর্ষি নারদের মত পরমযোগী ভক্তপ্রধান উপদেষ্টা আসিয়া সহায় হইবেন? যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, তিনি সকল দিকেই সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মুগ্ধ জীব বুঝিতে না পারায় শুধু ভাবিয়া ব্যাকুল হয়॥ ৪২—৫২॥

**অন্বয়ঃ**।—[হে] নৃপাত্মজ! (রাজপুত্র ধ্রুব!) মে (মম সকাশাৎ) পরমঃ (অত্যুপাদেয়ঃ) গুহ্যঃ (গোপ্যঃ) জপশ্চ (জপ্যতে অসৌ ইতি জপঃ মন্ত্রঃ, সচ) শ্রূয়তাং, যং (মন্ত্রং) সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ (জপন্) পুমান্ (জনঃ) খেচরান্ (খে আকাশে চরন্তি বিচরন্তি যে তে খেচরাঃ দেবাদয়ঃ তান্) পশ্যতি॥ ৫২॥

**মূলানুবাদ**।—হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি আমার নিকট হইতে অতি গোপনীয় শ্রেষ্ঠ মন্ত্রও শ্রবণ কর, যাহা সপ্তরাত্র জপ করিলে লোক গগনচারী দেবতা প্রভৃতিকেও দেখিতে সমর্থ হয়॥ ৫৩॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্য্যাদ্‌দ্রব্যময়ীং বুধঃ। সপর্য্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৫৪ ॥

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ।

শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম্ ॥ ৫৫ ॥

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্চাং ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু বার্চ্চয়েৎ। আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্মিতবন্যভুক্ ॥৫৬

স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্যনিজমায়য়া। করিষ্যত্যুত্তমঃশ্লোকস্তদ্ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ৫৭

**অন্বয়ঃ**।—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" [ইমং মন্ত্রং ধ্রুবস্য কর্ণে কথয়িত্বা পুনঃ প্রকাশং ব্রূতে—]দেশ-কালবিভাগবিৎ (দেশাঃ—"ধূপঞ্চ বামতো দদ্যাৎ দীপং দদ্যাচ্চ দক্ষিণে"ইত্যাদিবিধ্যুক্তস্থানবিশেষাঃ,কালা—"মাধবে পূজয়েদ্‌বিষ্ণুং শতপত্রৈর্মহোৎপলৈঃ" ইত্যাদিভিঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডবিহিতাঃ উপচারবিশেষার্থং কালবিশেষাদয়ঃ, তেষাং বিভাগং পৃথক্ পৃথক্ বিধানপ্রভৃতিং যো বেত্তি জানাতি সঃ) বুধঃ (বিজ্ঞো জনঃ) অনেন মন্ত্রেণ (পূর্ব্বোল্লিখিতেন মন্ত্রেণ) বিবিধৈঃ দ্রব্যৈঃ (নানাবিধৈরুপচারৈঃ) দেবস্য (ভগবতঃ) দ্রব্যময়ীং সপর্য্যাং (বাহ্যোপচারবিহিতাং পূজাং) কুর্য্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

**মূলানুবাদ**।—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" (এই মন্ত্রে নারদ ধ্রুবকে দীক্ষিত করিয়া আবার বলিলেন—)কোন্ স্থানে বা কোন্ কালে কোন্ উপচার প্রদান করিলে ভগবান্ অধিক তুষ্ট হন, সেইরূপ দেশকাল অবগত হইয়া বিজ্ঞ সাধক নানা দ্রব্যে উক্ত মহামন্ত্রে শ্রীভগবানের দ্রব্যময় পূজা (বাহ্যপূজা) করিবেন ॥ ৫৪ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—জপো মন্ত্রঃ ॥ ৫৩ ॥

**অন্বয়ঃ**। [বাহ্যপূজাদ্রব্যাণি কানিচিদুল্লিখ্য দর্শয়তি—] শুচিভিঃ সলিলৈঃ (নির্ম্মলৈর্জলৈঃ), মাল্যৈঃ, বন্যৈঃ মূলফলাদিভিঃ শস্তাঙ্কুরাংশুকৈঃ (শস্তৈঃ প্রশস্তৈঃ অঙ্কুরৈঃ দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ, অংশুকৈঃ যথালাভং পট্টবস্ত্রাদিভিঃ ভূর্জ্জত্বগাদিভির্বা) প্রিয়য়া (ভগবতঃ প্রীতিদায়িন্যা) তুলস্যা চ প্রভুং (শ্রীহরিম্) অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ৫৫

**মূলানুবাদ**।—নির্ম্মল জল, মাল্য, বন্য ফল মূল প্রভৃতি, দূর্ব্বা, বস্ত্র ও শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় তুলসী, এই সকল দ্রব্য দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে ॥ ৫৫

**শ্রীধরটীকা**।-দ্রব্যাণ্যেবাহ সলিলৈরিতি। শস্তৈর্দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ, বন্যৈরেবাংশুকৈর্ভূর্জ্জত্বগাদিভিঃ ॥ ৫৫

**অন্বয়ঃ**।—দ্রব্যময়ীং (শিলাদিনির্ম্মিতাম্) অর্চ্চাং (প্রতিমাং) লব্ধ্বা (সম্প্রাপ্য তামর্চ্চয়েৎ), ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু চ (তথাবিধং প্রতিমাভাবে মৃত্তিকায়াং জলাদিষু বা) অর্চ্চয়েৎ (ভগবন্তং পূজয়েৎ) [তেন চ ক্রমেণ] আভৃতাত্মা (সম্যগ্ বশীকৃতচিত্তঃ) যতবাক্ (সংযতবাক্যঃ) মিতবন্যভুক্ (পরিমিতবন্যফলাদিভক্ষণশীলঃ) শান্তঃ (শমগুণপরায়ণঃ) মুনিঃ ("দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" ইত্যাদিনা ভগবদ্‌গীতোক্তস্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণাক্রান্তঃ ভবিতুং শক্নুয়াৎ) ॥ ৫৬

**মূলানুবাদ**। - শিলাদিনির্ম্মিত প্রতিমা পাইলে তাহাতে, আর তদভাবে মৃত্তিকা বা জলাদিতে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবে। (এইরূপে ক্রমশঃ) মন সম্যক্ একাগ্র ও বাক্য সংযত হইবে এবং পরিমিত বন্য ফল-মূলাদিভক্ষণশীল শান্ত মুনি হইতে পারিবে ॥ ৫৬

**শ্রীধরটীকা**।—পূজায়াঃ অধিষ্ঠানমাহ। লব্ধা সম্পাদ্য, দ্রব্যময়ীং শিলাদিভির্নির্ম্মিতাম্,অর্চ্চাং প্রতিমাম্। পূজাসাদ্‌গুণ্যহেতূনাহ সার্দ্ধাভ্যাম। আভৃতাত্মা ধৃতচিত্তঃ। মিতং বন্যং ভুঙ্‌ক্তে ইতি তথা ॥ ৫৬

**অন্বয়ঃ**। -উত্তমঃশ্লোকঃ (উৎসন্ন বিনষ্টং তমো যেন স উত্তমাঃ পাপবিনাশী ইতি যাবৎ তথাবিধঃ শ্লোকঃ,

পবিচর্য্যা ভগবতো যাবত্যঃ পূর্ব্বসেবিতাঃ । তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৮

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্ । পরিচর্য্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপবিচর্য্যয়া ॥ ৫৯

পুংসামমায়িনাং সম্যগ্ ভজতাং ভাববর্দ্ধনঃ । শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধর্ম্মাদিষু দেহিনাম্ ॥ ৬০

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা । তং নিরন্তবভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে ॥ ৬১

কীর্ত্তির্যস্য স উত্তমঃশ্লোকঃ পুণ্যকীর্ত্তির্ভগবানিত্যর্থঃ) অচিন্ত্যনিজমায়য়া (অচিন্ত্যয়া স্বীয়মায়াশক্ত্যা,তদধিষ্ঠানেনেতি-যাবৎ ) স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ ( স্বেচ্ছাকৃতস্য অবতারস্য চরিতৈঃ স্বভাবৈঃ ) করিষ্যতি ( যৎ আচরিষ্যতি ) হৃদয়ঙ্গমং ( মনঃকল্পিতং ) তৎ ( ভগবৎকার্য্যকলাপং ) ধ্যায়েৎ ॥ ৫৭

**মূলানুবাদ** ।—পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীভগবান্ স্বীয় অচিন্ত্যমায়াশক্তির অধিষ্ঠানে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবতার পরিগ্রহ করিয়া যাহা যাহা আচরণ করিবেন, সে সমুদয় হৃদয়মধ্যে কল্পনা করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ৫৭

**শ্রীধরটীকা** ।—যৎ করিষ্যতীতি, তদানীমবতাব প্রাচুর্য্যাভাবাৎ ॥ ৫৭

**অন্বয়ঃ** ।—পূর্ব্বসেবিতাঃ (পূর্ব্বপূর্ব্বৈরনুষ্ঠিতাঃ ) ভগবতঃ ( শ্রীহরেঃ ) যাবত্যঃ পরিচর্য্যাঃ, তাঃ ( তাবৎ-প্রকারা অর্চ্চনাঃ) মন্ত্রমূর্ত্তয়ে (মন্ত্রেণৈব ধ্যানগোচরীকৃতা মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ,তং ভগবন্তং তোষয়িতুমিত্যর্থঃ) মন্ত্রহৃদয়েনৈব ( পূর্ব্বোক্তদ্বাদশাক্ষরমহামন্ত্রেণৈব ) প্রযুঞ্জ্যাৎ ( মনঃকল্পিতৈরেবোপচারৈঃ সম্পাদয়েৎ ) ॥ ৫৮ ॥

**মূলানুবাদ** ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীভগবানের যত প্রকার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহার উপচার সকল মনে মনে কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত মহামন্ত্রে মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সেইপ্রকার পূজা করিবে ॥ ৫৮

**শ্রীধরটীকা** ।—পূর্ব্বসেবিতাঃ সেবনং কারিতাঃ, কার্য্যত্বেন বিহিতা ইত্যর্থঃ। মন্ত্রহৃদয়েন দ্বাদশাক্ষরেণ ॥৫৮

**অন্বয়ঃ** ।—এবম্ ( উক্তরূপেণ ) মনোগতং [ যথা স্যাৎ তথা ] কায়েন মনসা বচসা চ ভক্তিমৎপরিচর্য্যয়া ( ভক্তিসহকৃতয়া পূজয়া ) পরিচর্য্যমাণঃ ( আরাধ্যমানঃ ) ভগবান্, সম্যগ্ ভজতাম্ অমায়িনাম্ ( অকপটানাং ) পুংসাং ( জনানাং ) ভাববর্দ্ধনঃ ( অনুরাগবৃদ্ধিকারী সন্ ) ধর্ম্মাদিষু ( ধর্ম্মার্থকামেষু মধ্যে ) দেহিনাং ( প্রাণিনাং ) যৎ শ্রেয়ঃ ( যাদৃশং মঙ্গলম্ ) অভিমতং [ তৎ ] দিশতি ( অর্পয়তি ) ॥ ৫৯|৬০

**মূলানুবাদ** ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীভগবান্‌কে অন্তরের মধ্যে ধ্যান করিয়া কায়মনোবাক্যে ভক্তি-সহকারে অর্চ্চনা করিলে,ভগবান্ সেই অকপট ভজনাকারী ব্যক্তিবর্গের অনুরাগবর্দ্ধনপূর্ব্বক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির মধ্যে যাহা দেহধারী ব্যক্তির পক্ষে অভিমত ও শ্রেয়স্কর, তাহাই অর্পণ করেন ॥ ৫৯|৬০

**শ্রীধরটীকা** ।—এবমুক্তরীত্যা মনোগতং যথা ভবতি তথা কায়াদিভির্ভক্তিমত্যা পরিচর্য্যয়া পরিচর্য্য-মাণঃ ধর্ম্মার্থকামেষু যদভিমতং তৎ শ্রেয়ো দিশতীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৫৯|৬০

**অন্বয়ঃ** ।—ইন্দ্রিয়রতৌ বিরক্তশ্চ ( যশ্চ সাধকঃ ইন্দ্রিয়তুষ্টিকরে ধর্ম্মার্থকামফলাদৌ অনাকাঙ্ক্ষী, স চ ) নিরন্তরভাবেন ( অবিচ্ছিন্নভাবেন ) ভূয়সা ( প্রবলেন ) ভক্তিযোগেন অদ্ধা বিমুক্তয়ে ( পরমার্থরূপায়ৈ বিশিষ্টায়ৈ মুক্তয়ে, নিরন্তরভগবৎসেবানন্দাধিকারিপার্ষদত্বাদিলাভায় ইতি যাবৎ ) তং ( ভগবন্তং ) ভজেত ॥ ৬১

**মূলানুবাদ** ।—আর যে সাধক ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, সে ব্যক্তি তাহার পরমপুরুষার্থরূপ বিশিষ্টমুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের অবিচ্ছিন্নসেবাধিকার লাভের জন্য সর্ব্বদা প্রবল ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিবে ॥ ৬১

**শ্রীধরটীকা** ।—বিরক্তঃ সন্ ভজেত । কিমর্থম্ ? বিমুক্তয়ে ॥ ৬১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।** - দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের মনোগত ভাব জানিযা আনন্দিতমনে তাহাকে প্রথমতঃ অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করিয়াছেন। ধ্রুব যদিও বালক, তথাপি তাহার হৃদযের যেরূপ দৃঢ়তা, তাহাতে এই কঠোর যোগপথে প্রবৃত্ত হইযা সফলতা লাভ করা যে তাহার পক্ষে খুবই সম্ভবপর, ইহা বুঝিয়াও নারদ কৃপা করিয়া আরও সুগম পথ দেখাইয়া দিবার জন্য তাহাকে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায" এই দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিযা ক্রমশঃ বাহ্য-পূজা ও মানস-পূজা প্রভৃতি সকল প্রকার উপাসনা শিক্ষা দিলেন। সাধনপথের প্রধান সহায় চিত্তশুদ্ধি, অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে এই চিত্তশুদ্ধির জন্যই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিহিত হইযাছে। এই সকল উপায বড সহজসাধ্য নহে, জন্মান্তরীণ কতকটা সাধনবল না থাকিলে উহার কোনটাই আয়ত্ত করা যায় না, এজন্য বাহ্যপূজা অর্থাৎ আরাধ্য দেবতার প্রতিমা সম্মুখে লইযা পত্র, পুষ্প, জল, ফল প্রভৃতি সুলভ উপচারে পূজা অভ্যাস করিতে হয়। যেমন লোকে কোন কার্য্যেই প্রথম হইতে অভ্যস্ত থাকে না, নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিযা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সাধনার পথেও সেইরূপ, প্রথমতঃ এই প্রকার বাহ্য পূজা করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ঐ প্রতিমাদির মধ্যেই সেই আরাধ্য দেবতাকে চিন্তা করিবার উপযুক্ত অভ্যাস হয, সেই অভ্যাসের দৃঢ়তায় পরে প্রতিমাদি আলম্বন ব্যতিরেকেও মানস আরাধনায অধিকার জন্মে। এইরূপে ক্রমশঃ মনের সকল অনর্থ দূর হইযা প্রগাঢ় তন্ময়তা অর্থাৎ সমাধি পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। অতএব প্রথম সাধকের পক্ষে সেই বাহ্য উপচারে প্রতিমাদির পূজা করা বিশেষ উপযোগী। যে যেমন অধিকারী, সে তদনুসারেই যদি শ্রীভগবানের আরাধনা করে, তবে তাহাতেই তিনি তুষ্ট হন এবং ক্রমশঃ উন্নতির স্তরে তুলিযা লইযা থাকেন। অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা দিবার সময শ্রীভগবান্ নিজমুখেই ইহা নির্দ্দেশ করিযা দিযাছেন ও অর্জ্জুনের নানাপ্রকার প্রশ্নে নানাবিধ যুক্তিতর্ক প্রদর্শন পূর্ব্বক কত রকমে তাঁহাকে বুঝাইযাছেন যে, শ্রীভগবানের উপর ঐকান্তিক নির্ভরস্থাপনেই জীবের সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ইহার মধ্যে ঐ যে "ভগবানের উপর নির্ভর", এই বিষযটী অতি গুরুতর বলিযাই শ্রীভগবান্ ক্রমে অসমর্থের চরমসীমা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া ক্রমে ক্রমে সুগম পথ নির্দ্দেশ করিযা বলিয়াছেন —"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ অভ্যাসেহপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।" "হে অর্জ্জুন। তোমাকে যে বলিযাছি, আমাতেই সর্ব্বতোভাবে চিত্ত স্থাপন কর, যদি তাহা করিতে অসমর্থ হও, তবে আমার কোনও প্রতিমাদি অবলম্বনে তাহাতে আমার ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হইযা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। যদি তাহাতেও সমর্থ না হও, তবে অন্ততঃ আমার উদ্দেশে পূজা, ব্রত প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিবে"।

ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের এই সকল উপদেশের ন্যায় ধ্রুবের প্রতি ভক্তপ্রবর নারদের উপদেশও অসীম দযা প্রকাশক, বালক ধ্রুবের প্রতি দযাবশতঃই তিনি সকল রকমের পথ বলিযা দিলেন এবং উপসংহারে আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন যে—"বিরক্তশ্চেন্দ্রিযরতৌ ভক্তিযোগেন ভূযসা। তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তযে"॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের দিকেই অধিকাংশের লক্ষ্য। শ্রীভগবানের আরাধনায সে সকল ফলসিদ্ধি ত অল্প কথা, যদি বিমুক্তি অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রকার মুক্তি চাও, তবে সে মুক্তি লাভ করিতে হইলে প্রবল ভক্তিযোগে তাঁহার ভজনা করিতে হইবে, ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে সে আনন্দ লাভ সম্ভবপর নহে। (এখানে "বিমুক্তি" শব্দের অর্থ দর্শনশাস্ত্রের মতে যদিও নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ, তথাপি এ স্থলে ভক্তিশাস্ত্রের মতে তাহা বলা যায না, কারণ নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে কোনটাই ভক্তের পক্ষে পরমার্থ নহে, ইহা তৃতীয়স্কন্ধে কপিল-সংবাদে "সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য" ইত্যাদি শ্লোকেই সুস্পষ্ট কথিত হইযাছে। শ্রীভগবানের অবিচ্ছিন্ন ভজনানন্দই ভক্তের পরমার্থ অর্থাৎ বিশিষ্ট মুক্তি)॥ ৫৩

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ। যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চ্চিতম্ ॥ ৬২ ॥
তপোবনং গতে তস্মিন্ প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং মুনিঃ। অর্হিতার্হণকো রাজ্ঞা সুখাসীন উবাচ হ ॥৬৩

শ্রীনারদ উবাচ।

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা।
কিংবা ন রিষ্যতে কামো ধর্ম্মো বার্থেন সংযুতঃ ॥ ৬৪

শ্রীরাজোবাচ।

সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা।
নির্ব্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ।—ইত্যুক্তঃ ( নারদেন ইত্যেবমুপদিষ্টঃ ) নৃপার্ভকঃ ( রাজপুত্রঃ ধ্রুবঃ ) তং ( নারদং ) পরিক্রম্য ( প্রদক্ষিণীকৃত্য ) প্রণম্য চ হরেশ্চরণচর্চ্চিতং ( শ্রীহরেশ্চরণালঙ্কৃতং ) পুণ্যং মধুবনং যযৌ ( গতবান্ ) ॥ ৬২ ॥

মূলানুবাদ।—রাজপুত্র ধ্রুব নারদের নিকট এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শ্রীহরির চরণাঙ্কিত পবিত্র মধুবনে গমন করিলেন। ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরটীকা—হরেশ্চরণাভ্যাং চর্চ্চিতং মণ্ডিতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ (ধ্রুবে) তপোবনং গতে [ সতি ] মুনিঃ ( নারদঃ ) অন্তঃপুরম্ (উত্তানপাদস্য অন্তঃপুরং) প্রবিষ্টঃ, [ তত্র ] সুখাসীনঃ (সুখেন উপবিষ্টঃ) রাজ্ঞা ( উত্তানপাদেন ) অর্হিতার্হণকঃ ( অর্হিতং সৎকারপূর্ব্বকং সমর্পিতম্ অর্হণম্ অর্ঘ্যাদ্যুপচারো যস্মৈ সঃ তথাবিধঃ সন্ ) উবাচ হ ( "হ"ইতি পাদপূরণে ) ॥ ৬৩ ॥

মূলানুবাদ।—ধ্রুব তপোবনে চলিয়া গেলে দেবর্ষি নারদ রাজা উত্তানপাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তথায় সুখকর আসনে উপবেশন পূর্ব্বক উত্তানপাদকর্ত্তৃক সাদরে অর্পিত পাদ্য অর্ঘ্যাদি গ্রহণ করিয়া তিনি কহিলেন ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—অর্হিতং সৎকৃত্য সমর্পিতম্ অর্পিতম্ অর্হণমর্ঘ্যাদিস্তদ্যস্মৈ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ।—[ হে ] রাজন্! ( উত্তানপাদ! ) পরিশুষ্যতা মুখেন ( বিশেষণে তৃতীয়া, তথা চ শুষ্কবদনঃ সন্ ইত্যর্থঃ ) দীর্ঘং ( সুচিরং ব্যাপ্য ) কিং ( কথং ) ধ্যায়সে ( চিন্তয়সি ? ) অর্থেন সংযুতঃ কামো ধর্ম্মো বা ন রিষ্যতে কিংবা ? ( ধর্ম্মার্থকামেষু কোঽপি ন নশ্যতি অপি ? ইত্যর্থঃ ) ॥ ৬৪ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীনারদ বলিলেন—মহারাজ! আপনি বহুক্ষণ যাবৎ শুষ্কবদনে এরূপ চিন্তা করিতেছেন কেন ? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইহার মধ্যে কোন কিছু আপনার নষ্ট হয় নাই ত ? ॥ ৬৪

শ্রীধরটীকা।—কিং বা ন রিষ্যতে ন নশ্যতীতি সবিতর্কঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ।—[ হে ] ব্রহ্মন্! ( ব্রাহ্মণ! ) স্ত্রৈণেন (স্ত্রীজিতেন) অকরুণাত্মনা ( নির্দ্দয়চিত্তেন ময়া ) মহান্ কবিঃ ( পরমপ্রাজ্ঞঃ ) পঞ্চবর্ষঃ ( পঞ্চবর্ষমাত্রবয়স্কঃ ) বালকঃ মে সুতঃ ( মম পুত্রঃ ) মাত্রা সহ ( তদীয়জনন্যা সহ ) নির্ব্বাসিতঃ ॥ ৬৫ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীরাজা (উত্তানপাদ) বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আমি অতি স্ত্রৈণ, আমার হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়া নাই। আমি নিজের অতি বুদ্ধিমান্ পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রকে তাহার মাতা সহ নির্ব্বাসিত করিয়াছি ॥৬৫

শ্রীধরটীকা।—মাত্রা সহ নির্ব্বাসিত ইতি তস্যা অপ্যনাদৃতত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্ মাস্মাদন্ত্যর্ভকং বৃকাঃ।
শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিম্লানমুখাম্বুজম্ ॥ ৬৬ ॥
অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতস্যোপধারয়।
যোঽঙ্কং প্রেম্নারুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসত্তমঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

মা মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে। তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্যশো জগৎ ॥৬৮
সুদুষ্করং কর্ম্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ। এষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশো বিপুলয়ংস্তব ॥ ৬৯

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] ব্রহ্মন্। বনে শ্রান্তং ক্ষুধিতং (ক্ষুধার্ত্তম্) [ অতএব ] পরিম্লানমুখাম্বুজং (মলিনমুখপদ্মং) শয়ানম্ অনাথং ( রক্ষকহীনম্ ) অর্ভকং ( তং শিশুং ) বৃকাঃ ( ব্যাঘ্রাঃ ) মা স্ম অদন্তি অপি ? ( ন ভক্ষয়ন্তি স্ম কিম্ ? ) ॥ ৬৬

**মূলানুবাদ** ।—হে ব্রাহ্মণ। বনমধ্যে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় যখন তাহার মুখপদ্ম মলিন হইয়া গিয়াছে, হয়ত সে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু সেই সহায়হীন বালককে ভক্ষণ করে নাই কি ? ৬৬

**অন্বয়ঃ** ।—অহো। ( খেদে অব্যয়ং ) বত। ( বিস্ময়ে অব্যয়ং ) স্ত্রীজিতস্য ( স্ত্রৈণস্য ) মে ( মম ) দৌরাত্ম্যং ( নৃশংসতাম্ ) উপধারয় ( চিন্তয় ), প্রেম্না অঙ্কং ( ক্রোড়ম্ ) আরুরুক্ষন্তম্ ( আরোঢ়ুমিচ্ছন্তং তং সুতম্ ) অসত্তমঃ ( অত্যন্তমসাধুপ্রকৃতিঃ ) যঃ ( অহং ) ন অভ্যনন্দম্ ( অভিনন্দিতং ন কৃতবানস্মি ) ॥ ৬৭

**মূলানুবাদ** ।—হায়। আমি এমন স্ত্রৈণ ও আমার যে কতদূর নৃশংসতা তাহা বুঝিয়া দেখুন, ঐ শিশু পুত্র ভালবাসিয়া আমার কোলে উঠিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি এমনই অসৎ যে, তাহাকে একটু আদর পর্য্যন্ত করি নাই ॥ ৬৭

**শ্রীধরটীকা** ।—মাস্ম অদন্তি কিংস্বিৎ ন খাদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৬।৬৭

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] বিশাংপতে। ( নরপতে। ) যদ্যশঃ ( যস্য ত্বৎপুত্রস্য যশঃ ) জগৎ প্রাবৃঙ্‌ক্তে ( অত্র ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমানবৎপ্রয়োগঃ তথা চ অচিরমেব পরিব্যাপ্তং করিষ্যতি ইত্যর্থঃ) তৎপ্রভাবং ( তস্য মাহাত্ম্যম্ ) অবিজ্ঞায় দেবগুপ্তং ( দেবৈঃ রক্ষিতং ) স্বতনয়ং ( তং নিজপুত্রং ) মা মা শুচঃ ( তদর্থং নৈব শোকং কুরু ) ॥ ৬৮

**মূলানুবাদ** ।—শ্রীনারদ বলিলেন—হে রাজন্। তোমার পুত্রকে দেবতারা রক্ষা করিতেছেন, অচিরেই তাহার যশে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইবে। তুমি তাহার মাহাত্ম্য না বুঝিয়া সেই পুত্রের জন্য কিছুমাত্র অনুশোচনা করিও না ॥ ৬৮

**শ্রীধরটীকা** ।—দেবেন শ্রীহরিণা গুপ্তম্ আত্মসাৎ কৃত্বা রক্ষিতম্। যস্য যশো জগৎ প্রাবৃঙ্‌ক্তে ব্যাপ্নোতি ॥ ৬৮

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] রাজন্। প্রভুঃ ( প্রভাবশালী পুত্রো ধ্রুবঃ ) লোকপালৈরপি ( ইন্দ্রাদিভিরপি ) সুদুষ্করং কর্ম্ম ( ভগবৎপ্রীতিবিশেষরূপং ) কৃত্বা অচিরতঃ ( শীঘ্রমেব ) তব যশঃ বিপুলয়ন্ ( পরিবর্দ্ধয়ন্ ) এষ্যতি ( আগমিষ্যতি ) ॥ ৬৯

**মূলানুবাদ** ।—মহারাজ। আপনার সেই প্রভাবশালী পুত্র ধ্রুব, ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অচিরেই ফিরিয়া আসিবে, তাহার দ্বারা আপনারও যশঃ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে ॥ ৬৯

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্য জগতীপতিঃ। রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৭০
তত্রাভিষিক্তঃ প্রযতস্তামুপোষ্য বিভাবরীম্। সমাহিতঃ পর্য্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্ ॥ ৭১

**অন্বয়ঃ।**—দেবর্ষিণা (নারদেন) প্রোক্তং (কথিতম্) ইতি (পূর্ব্বোল্লিখিতম্ আশ্বাসবাক্যং) বিশ্রুত্য (শ্রুত্বা) জগতীপতিঃ (রাজা উত্তানপাদঃ) রাজলক্ষ্মীম্ অনাদৃত্য (রাজ্যসম্পদম্ উপেক্ষ্য) পুত্রমেব (কেবলং ধ্রুবমেব) অন্বচিন্তয়ৎ (সর্ব্বদা চিন্তিতবান্) ॥ ৭০ ॥

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—দেবর্ষি নারদের মুখে ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা উত্তানপাদ রাজ্য-সম্পদের প্রতি আসক্তিহীন হইয়া সর্ব্বদা কেবল সেই পুত্রেরই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭০ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—বিপুলয়ন্ বিস্তারয়ন্ ॥ ৬৯।৭০ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে সাধনপথের বিস্তৃত উপদেশ পাইয়া ধ্রুব পরম উপকৃত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য নারদ কথিত সেই পুণ্যময় মধুবনে গমন করিলেন। এদিকে মহারাজ উত্তানপাদ ধ্রুবের প্রতি তথাকথিত দুর্ব্ব্যবহার করিবার পর ধ্রুব যখন রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তদবধি তাঁহার আত্মকর্ম্মে বড়ই অনুতাপ আসিয়াছে। তিনি নিজের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা ও ধ্রুবের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতাবশতঃ সর্ব্বদা বিষণ্ণবদনে কালযাপন করেন।

দেবর্ষি নারদ যোগশক্তিপ্রভাবে ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক বোধ করিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎকারের দুইটি উদ্দেশ্য; একটি হইল যে—তিনি রাজাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি যে-পুত্রকে অনাদর করিয়াছেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, কারণ এই বাল্যবয়সেই তিনি অলৌকিক প্রভাবে শ্রীভগবানের পর্য্যন্ত সাতিশয় প্রীতির পাত্র হইয়াছে এবং তিনি যে সুরুচির প্রতি মুগ্ধতাবশতঃ এইরূপ পুত্ররত্নকে দুঃখ দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার স্ত্রৈণভাবের চরম পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ ভাবে তাঁহার আত্মগ্লানি জন্মাইয়া তদ্দ্বারা কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করান। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, একে ত মহারাজ স্বয়ংই পুত্রস্নেহের অতুলনীয় প্রভাবে আত্মদোষের অনুশোচনায় কাতর হইয়াছেন, এ অবস্থায় যদি সেই পুত্রের অসাধারণ গুণখ্যাতি লোকপ্রচারে ক্রমশঃ তাঁহার কর্ণে পৌঁছিতে থাকে, তবে হয়ত তাদৃশ পুত্ররত্নের বিচ্ছেদদুঃখ আরও প্রবল হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে শান্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই হেতু দেবর্ষি নারদ উত্তানপাদের অন্তঃপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়া তথায় তাঁহার বিষণ্ণ ভাব দর্শনে এবং আত্ম-নির্ব্বেদপূর্ণ বাক্যশ্রবণে স্বীয় ধারণার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ধ্রুবের উৎকর্ষকীর্ত্তন পূর্ব্বক রাজাকে সমুচিত সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। রাজার মন তখন আর সুরুচির মোহে সঙ্কুচিত নহে, কিন্তু বাৎসল্যের প্রবল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, সুতরাং মুনির মুখে শ্রদ্ধেয় সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়াও তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির দিকে মনোযোগ না দিয়া সর্ব্বদা ধ্রুবের চিন্তাতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২—৭০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[সম্প্রতি ধ্রুবস্য সাধনাপ্রকারং বর্ণয়তি—] [ধ্রুবঃ] ঋষ্যাদেশেন (নারদস্য উপদেশানুসারেণ) তত্র (মধুবনে) অভিষিক্তঃ (স্নাতঃ) প্রযতঃ (শুচিঃ) তাং বিভাবরীং (রাত্রিম্) উপোষ্য (উপবাসেন যাপয়িত্বা) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) পূরুষং (ভগবন্তং পুরুষোত্তমং) পর্য্যচরৎ (আরাধিতবান্) ॥ ৭১

**মূলানুবাদ।**—এদিকে ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশে সেই মধুবনে গিয়া স্নান করিয়া অতি পবিত্র

ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থবদরাশনঃ।
আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ মাসং নিন্যেহর্চ্চয়ন্ হরিম্ ॥ ৭২ ॥
দ্বিতীয়ঞ্চ তথা মাসং ষষ্ঠে ষষ্ঠেহর্ভকো দিনে।
তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোহভ্যর্চ্চয়ন্ বিভুম্ ॥ ৭৩ ॥

তৃতীয়ঞ্চানয়ন্ মাসং নবমে নবমেহহনি। অব্ভক্ষ উত্তমঃশ্লোকমুপাধাবৎ সমাধিনা ॥ ৭৪
চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেহহনি। বায়ুভক্ষো জিতশ্বাসো ধ্যায়ন্ দেবমধারয়ৎ ॥ ৭৫
পঞ্চমে মাস্যনুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ। ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পদৈকেন তস্থৌ স্থাণুরিবাচলঃ ॥৭৬

ভাবে সেই রাত্রিতে উপবাসী থাকিলেন এবং একাগ্রমনে ভগবান্ পুরুষোত্তমের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭১

**শ্রীধরটীকা।**—ধ্রুবো মধুবনে কিমকরোদিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেত্যাদিনা। অভিষিক্তঃ স্নাতঃ। যস্যাং প্রাপ্তস্তাম্ ॥ ৭১

**অন্বয়ঃ।**—আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ (স্বীয়মনোহভিপ্রায়ানুসারেণ) ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে (প্রতি তৃতীয়দিবসে) কপিত্থবদরাশনঃ (কপিত্থং "কদ্‌বেল" ইতি যস্য ভাষা, বদরঞ্চ অশনং ভক্ষ্যং যস্য সঃ তত্তৎফলমাত্র-ভোজী ইত্যর্থঃ) হরিম্ অর্চ্চয়ন্ (আরাধয়ন্ সন্) মাসং নিন্যে (প্রথমং মাসং যাপিতবান্) ॥ ৭২

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুব স্বীয় মানসিক গতি অনুসারে প্রতি তৃতীয় দিনে কপিত্থ (কদ্‌বেল) ও বদরীফল-মাত্র ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে শ্রীহরির আরাধনায় প্রথম মাস তিনি অতিবাহিত করিলেন ॥ ৭২

**অন্বয়ঃ।**—অর্ভকঃ (বালকঃ ধ্রুবঃ) ষষ্ঠে ষষ্ঠে দিনে শীর্ণৈঃ (গলিতৈঃ) তৃণপর্ণাদিভিঃ কৃতান্নঃ (সম্পাদিত-ভোজনঃ সন্) বিভুং (শ্রীহরিম্) অর্চ্চয়ন্ দ্বিতীয়ঞ্চ মাসং তথা (নিন্যে ইত্যর্থঃ) ॥ ৭৩

**মূলানুবাদ।**—বালক ধ্রুব প্রতি ষষ্ঠ দিবসে জীর্ণ তৃণ ও পত্রাদি দ্বারা আহার নির্ব্বাহ পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনায় দ্বিতীয় মাস যাপন করিলেন ॥ ৭৩

**শ্রীধরটীকা।**—কপিত্থানি বদরাণি চ অশনং যস্য। আত্মবৃত্তির্দেহস্থিতিঃ, তদনুসারেণ ॥ ৭২।৭৩

**অন্বয়ঃ।**—নবমে নবমে অহনি (প্রতি নবমদিবসে) অব্ভক্ষ (জলমাত্রং পীত্বা) তৃতীয়ং মাসঞ্চ আনয়ন্ (ঈষদিব যাপয়ন্, ভগবন্তং প্রত্যেব নিতরামেকাগ্রতয়া সুদীর্ঘমপি মাসত্রয়কালং স্বল্পসময়মিব গতং মন্যমান ইতি ভাবঃ) সমাধিনা (একান্ততন্ময়তা) উত্তমঃশ্লোকম্ (ভগবন্তম্) উপাধাবৎ (আরাধিতবান্) ॥ ৭৪

**মূলানুবাদ।**—(তাহারপর) প্রতি নবমদিনে মাত্র জল পান করতঃ প্রগাঢ় একাগ্রতাসহকারে ধ্রুব পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন। এইভাবে যে তৃতীয় মাসটি যাপিত হইল, তাহা যেন ধ্রুবের নিকট অতি অল্প-সময়ের ন্যায় বিবেচিত হইল ॥ ৭৪

**অন্বয়ঃ।**—দ্বাদশে দ্বাদশে অহনি বায়ুভক্ষঃ বৈ (কেবলং বায়ুমেব আহার্য্যত্বেন গৃহীত্বা) চতুর্থং মাসম্ অপি (ঈষদিব যাপয়ন্ ইত্যর্থঃ) জিতশ্বাসঃ (প্রাণায়ামদ্বারা কৃতবায়ুসংযমঃ) নৃপাত্মজঃ (ধ্রুবঃ) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্ সন্) দেবং (ভগবন্তম্) অধারয়ৎ (ধারণাবদ্ধমকরোৎ) ॥ ৭৫

**মূলানুবাদ।**—রাজপুত্র ধ্রুব ক্রমে চতুর্থ মাসেও প্রতি দ্বাদশদিনে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করতঃ প্রাণায়ামদ্বারা বায়ু সংযম করিয়া ধ্যানপথে শ্রীভগবান্‌কে দৃঢ়ধারণাবদ্ধ করিলেন এবং সেই মাসটীও যেন অল্পসময়ের মধ্যেই যাপিত হইল ॥ ৭৫

সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্। ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরম্ ॥৭৭
আধারং মহদাদীনাং প্রধানপুরুষেশ্বরম্ । ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য ত্রয়ো লোকাশ্চকম্পিরে ॥ ৭৮
যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজস্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী ।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ৭৯

**অন্বয়ঃ** ।—জিতশ্বাসঃ নৃপাত্মজঃ ( ধ্রুবঃ ) পঞ্চমে মাসি অনুপ্রাপ্তে ( উপস্থিতে সতি ) ব্রহ্ম ( পরমব্রহ্মরূপং ভগবন্তং ) ধ্যায়ন্ একেন পদা ( একচরণেন দণ্ডায়মান ইতি যাবৎ ) স্থাণুরিব ( শাখাদিশূন্যো বৃক্ষ ইব ) অচলঃ তস্থৌ ( নিস্পন্দঃ স্থিতবান্ ) ॥ ৭৬

**মূলানুবাদ** ।—পঞ্চম মাস উপস্থিত হইলে ধ্রুব পূর্ব্ববৎ বায়ুসংযম পূর্ব্বক একপদে দাঁড়াইয়া পরমব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে শাখাদিশূন্য বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬

**শ্রীধরটীকা** ।—তৃতীয়ঞ্চ আনয়ন্ ঈষদিব নয়ম্ উপাধাবদিত্যন্বয়ঃ। প্রতিমাসসমাহারসঙ্কোচং তপোঽতিরেকঞ্চ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৭৬

**অন্বয়ঃ** ।—ভূতেন্দ্রিয়াশয়ং ( ভূতানি শব্দাদীনি সূক্ষ্মভূতানি, ইন্দ্রিয়াণি চ চক্ষুরাদীনি, আশেরতে নিয়ন্তৃত্বেনাশ্রয়ং কুর্ব্বন্তি যস্মিন্ তৎ, শব্দাদীনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিয়ামকমিত্যর্থঃ ) মনঃ সর্ব্বতঃ ( বহির্বিষয়াৎ ) হৃদি আকৃষ্য ( অন্তর্মুখং কৃত্বা ) ভগবতো রূপং ধ্যায়ন্ অপরং কিঞ্চন ন অদ্রাক্ষীৎ ( কেবলং ভগবদ্রূপমেব তদানীং তস্যানুভববিষয় আসীৎ নান্যৎ কিমপীতি ভাবঃ ) ॥ ৭৭

**মূলানুবাদ** ।—শব্দ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতাদির ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ন্তা মনকে সমস্ত বহির্বিষয় হইতে অন্তরের মধ্যে টানিয়া লইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া ধ্রুব আর অপর কিছুই তখন অনুভব করিতে পারেন নাই ॥ ৭৭

**শ্রীধরটীকা** ।—ভূতানি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণি চ আশেরতে যস্মিন্ তন্মন আকৃষ্য ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ ॥ ৭৭

**অন্বয়ঃ** ।—মহদাদীনাং (মহৎপ্রভৃতীনাং ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাম্) আধারম্ (আশ্রয়ভূতং) প্রধানপুরুষেশ্বরং (প্রধানপুরুষয়োঃ, প্রকৃতিপুরুষয়োঃ, ঈশ্বরং নিয়ন্তৃস্বরূপং) ব্রহ্ম (পরমেশ্বরং শ্রীহরিং) ধারয়মাণস্য (ধ্যায়তঃ সতস্তস্য) ত্রয়ো লোকাঃ ( স্বর্গাদিকং ভুবনত্রয়ং ) চকম্পিরে ( তত্তেজঃ সোঢ়ুমসমর্থাঃ সন্তঃ কম্পিতা বভূবুঃ ) ॥ ৭৮

**মূলানুবাদ** ।—মহদাদি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের যিনি মূলাধার এবং প্রকৃতি ও পুরুষের যিনি নিয়ন্তা, সেই পরমব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে ধ্রুব একাগ্রমনে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে তখন ত্রিভুবন কম্পান্বিত হইতে লাগিল ॥ ৭৮

**শ্রীধরটীকা** ।—ধারয়মাণস্য সতস্তস্য তেজঃ সোঢ়ুমশক্নুবন্তঃ কম্পিতাঃ ॥ ৭৮

**অন্বয়ঃ** ।—সঃ পার্থিবাত্মজঃ ( রাজপুত্রঃ ধ্রুবঃ ) যদা একপাদেন তস্থৌ ( একেন পদেন ভূতলে দণ্ডায়মানঃ সন্ যদা ভগবন্তমারাধিতবান্ ) তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা ( তস্য ধ্রুবস্য অঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়িতা আক্রান্তা সতী ) মহী ( পৃথিবী ) তত্র ( তদা ) ইভেন্দ্রধিষ্ঠিতা ( ইভেন্দ্রেণ গজশ্রেষ্ঠেন ধিষ্ঠিতা অধিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ, অকারলোপ আর্ষঃ) তরী ( নৌকা ) পদে পদে ( একৈকপদবিক্ষেপে ) সব্যেতরত ইব ( সব্যেতঃ বামভাগে, ইতরতঃ দক্ষিণভাগে বা যথা নমতি তথা ) অর্দ্ধং ননাম ( আনতা বভূব ) ॥ ৭৯

**মূলানুবাদ** ।—রাজপুত্র ধ্রুব যখন একপাদে ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবী

তস্মিন্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো দ্বারং নিরুধ্যাসুমনন্যযা ধিয়া।
লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ভৃশং সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিম্ ॥ ৮০

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং চরাচরস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ।
বিধেহি তন্নো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্ ॥ ৮১

তাঁহার অঙ্গুষ্ঠভরে আক্রান্ত হইয়া, কোনও প্রকাণ্ড হস্তী নৌকায় আরোহণ করিলে যেমন তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে সেই নৌকার বাম বা দক্ষিণ অংশ নত হইতে থাকে, সেইরূপ অর্দ্ধাংশে নত হইয়াছিল ॥ ৭৯

**শ্রীধরটীকা।**—তস্যাঙ্গুষ্ঠেন নিপীডিতা আক্রান্তা সতী মহী তত্র তদা অর্দ্ধং ননাম। সমেঽংশকেঽর্দ্ধ-শব্দস্য নপুংসকত্বাৎ অংশাংশিনোরভেদাচ্চ এবং সমানাধিকরণ্যম্। ইভেন্দ্রেণাধিষ্ঠিতা তরী নৌর্যথা পদে পদে সব্যতো দক্ষিণতশ্চ নমতি তদ্বৎ ॥ ৭৯

**অন্বয়ঃ।**—তস্মিন্ (ধ্রুবে) অসুং (প্রাণং) দ্বারং (তৎপ্রবাহপথঞ্চ) নিরুধ্য আত্মনঃ (স্বস্মাৎ) অনন্যয়া ধিয়া (অভিন্নত্ববুদ্ধ্যা) বিশ্বং (বিশ্বাত্মকং বিষ্ণুম্) অভিধ্যায়তি (চিন্তয়তি সতি) সলোকপালাঃ (লোকপালবর্গ-সহিতাঃ) লোকাঃ ভৃশম্ (অত্যন্তং) নিরুচ্ছ্বাসনিপীডিতাঃ (বিশ্বাত্মকং বিষ্ণুম্ আত্মনা একীকৃত্য স্বপ্রাণনিরোধে কৃতে সতি বিশ্বেষামপি প্রাণা নিরুদ্ধা ইতি সর্ব্বেঽপ্যবরুদ্ধশ্বাসক্রিয়া নিতরাং পর্য্যাকুলাঃ সন্তঃ) হরিং শরণং যযুঃ ॥ ৮০

**মূলানুবাদ।**—(ক্রমশঃ) ধ্রুব যখন স্বীয় প্রাণবায়ু ও তাহার দ্বাররোধ পূর্ব্বক বিশ্বরূপী শ্রীভগবানের সহিত নিজের অভিন্নতা জ্ঞান করিয়া সেই শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন লোকপালবর্গসহ সমস্ত লোক শ্বাসরোধে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির শরণাগত হইলেন ॥ ৮০

**শ্রীধরটীকা।**—অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমাহ। তস্মিন্ ধ্রুবে বিশ্বং বিশ্বাত্মকং বিষ্ণুম্ আত্মনঃ সকাশাৎ অনন্যয়া ধিয়া আত্মাভেদদৃষ্ট্যা অভিধ্যায়তি সতি। কিং কৃত্বা? অসুং প্রাণং তদ্দ্বারঞ্চ নিরুধ্য। বিশ্বমাত্মনি একীকৃত্য স্বপ্রাণনিরোধে কৃতে বিশ্বস্য প্রাণনিরোধো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৮০

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ভগবন্। চরাচরস্য (স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য) অখিলসত্ত্বধাম্নঃ (সর্ব্বজীবশরীরস্য) এবং প্রাণনিরোধম্ (ইত্থম্ভূতং সমকালীনং বায়ুক্রিয়ারোধং) ন বিদ্মঃ (কদাচিদপি ন অনুভবামঃ), তৎ (তস্মাৎ) বৃজিনাৎ (শ্বাসনিরোধজনিতদুঃখাৎ) নঃ (অস্মাকং) বিমোক্ষং বিধেহি, বয়ং শরণ্যং (শরণাগতরক্ষকং) ত্বাং শরণং প্রাপ্তাঃ ॥ ৮১

**মূলানুবাদ।**—দেবগণ বলিলেন—হে ভগবন্। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণিবর্গের শরীরে এইরূপ এককালীন প্রাণবায়ুর রোধ আমরা আর কখনও অনুভব করি নাই, অতএব এই দুঃখ হইতে শীঘ্র আমাদিগকে মুক্ত করুন। আপনি শরণাগতপালক, আপনার নিকট আমরা শরণ লইতেছি ॥ ৮১

**শ্রীধরটীকা।**—এবং প্রাণনিরোধং কদাচিদপি ন বিদ্মঃ। অখিলসত্ত্বধাম্নঃ সর্ব্বপ্রাণিশরীরস্য। তৎ তস্মাৎ বৃজিনাৎ ক্লেশাৎ ॥ ৮১

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়ান্নিবর্ত্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম।
যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসীদৌত্তানপাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা ॥ ৮২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং। চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—যতঃ ( যস্য প্রভাবাৎ ) বঃ ( যুষ্মাকং ) প্রাণনিরোধঃ আসীৎ [ সঃ ] ঔত্তানপাদিঃ ( উত্তানপাদস্য রাজ্ঞঃ পুত্রঃ ) ময়ি সঙ্গতাত্মা ( ধ্যানযোগেন ময়ি ঐক্যপ্রাপ্তো বর্ত্ততে ) বালং ( তং বালকং ধ্রুবং ) দুরত্যয়াৎ ( কঠোরাৎ ) তপসঃ নিবর্ত্তয়িষ্যে ( বিরতং করিষ্যামি ) [ অতঃ ] মা ভৈষ্ট, স্বধাম ( স্ব স্ব-বাসস্থানং ) প্রতিযাত ( প্রতিগচ্ছত ) ॥ ৮২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ শ্রীহরি বলিলেন—হে দেবগণ! যাহার প্রভাবে তোমাদের প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইয়াছে, সেই উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব ধ্যানযোগে আমার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমরা আর ভয় করিও না, স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাও, আমি সেই বালককে কঠোর তপস্যা হইতে বিরত করিব ॥ ৮২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—যতো বালাৎ। কোঽসৌ বালঃ, কথঞ্চ তস্মাৎ প্রাণনিরোধ ইত্যত আহ। উত্তানপাদস্য পুত্রো ময়ি বিশ্বরূপে সঙ্গতাত্মা ঐক্যং প্রাপ্তো বর্ত্তত ইতি ॥ ৮২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহামুনি মৈত্রেয়, রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া যেভাবে কালযাপন করিতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়া ধ্রুব মধুবনে যাইয়া কিরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাহাই সম্প্রতি বর্ণিত করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে যেরূপ সাধনপ্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, ধ্রুব অতি শ্রদ্ধাসহকারে তাহা ধারণা করিয়া রাখিয়া তদনুসারে সাধনায় ব্রতী হইলেন। ক্রমশঃ আহারসঙ্কোচ ও তপস্যার কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক একে একে চারিমাস অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তিনি আহার বিষয়ে এমন অভ্যস্ত হইলেন যে, কেবলমাত্র বায়ু দ্বারাই তাঁহার জীবন রক্ষা হয়, আর কোনও আহার্য্যের প্রয়োজন হয় না এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পঞ্চবিধ বায়ু, যাহা শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকিয়া সর্ব্বদা শরীরের সংরক্ষণ ও কার্য্যতৎপরতা সাধন করত পঞ্চপ্রাণ নামে কথিত হয়, তাহাদিগকেও এমন আয়ত্ত করিলেন যে, তাহারা আর কোনরূপ প্রতিকূলভাবে চলিতে সমর্থ নহে, সুতরাং শ্বাস-প্রশ্বাস এখন তাঁহার আয়ত্তাধীন, অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক, এই ত্রিবিধ বায়ুক্রিয়ারূপ প্রাণায়াম তাঁহার সম্যক্ অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব মনের আর বিক্ষিপ্ত ভাব নাই, গাঢ় একাগ্রতা সহকারে আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া পঞ্চমমাসে একপায়ে দাঁড়াইয়া ধ্রুব যখন প্রাণরোধ অর্থাৎ কুম্ভকযোগে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন সর্ব্বময় শ্রীভগবানের সহিত নিজের অভিন্নতাজ্ঞান ফুটিয়া উঠিল—অন্তরে বাহিরে আর কোন বস্তুরই অনুভূতি রহিল না—একমাত্র আরাধ্য দেবতার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি অন্তরের মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই সাধক দেহের মধ্যে বিরাট্ বিশ্বস্তর মূর্ত্তির গুরুত্ব আবির্ভূত

হইল এবং চরণের তাঁহার অঙ্গুষ্ঠভাবে পৃথিবী নত হইলেন ও ত্রিলোকের সকল প্রাণীর প্রাণ অর্থাৎ শ্বাস-প্রক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল। যে ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, ধ্রুব তাঁহাকে অন্তরের মধ্যে বসাইয়া নবদ্বার ও পঞ্চপ্রাণ নিরোধ পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন, সর্ব্বপ্রাণ ভগবান্ তাই বুঝি ধ্রুবের অন্তরে অবরুদ্ধ হইযাছেন বলিযা সকলের যেন প্রাণহীন অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণ পর্য্যন্ত ধ্রুবের তপস্যা-প্রভাবে বিহ্বল হইযা পড়িলেন ও অনন্যোপায হইয়া সকলে ভগবানের শ্রীচরণে শরণ লইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিলে আর ভগবান্ স্থির থাকিতে পারিলেন না, ত্রিলোক রক্ষা করিতে হইলে ধ্রুবকে নিবৃত্ত করা ভিন্ন উপায নাই বুঝিযা তাহারই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। অহো। সাধনার কি মহীয়সী শক্তি যে পঞ্চমবর্ষীয বালক ধ্রুব, বিশ্বের সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন এবং ভগবান্ স্বযং তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটিযা আসিতেছেন॥ ৭১—৮২॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমোধ্যাযঃ॥ ৮॥

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—:*:—

## নবমোঽধ্যায়ঃ।

—০*০—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ত এবমুৎসন্নভয়া উরুক্রমে কৃতাবনামাঃ প্রযযুস্ত্রিপিষ্টপম্।
সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা মধোর্বনং ভৃত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ॥ ১॥
স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ॥ ২॥

**অন্বয়ঃ**।—তে (দেবাঃ) এবম্ (ভগবদুক্তেন আশ্বাসবাক্যেন) উৎসন্নভয়াঃ (বিদূরিতভয়াঃ সন্তঃ) উরুক্রমে (উরুঃ মহান্, ত্রৈলোক্যগ্রহণকারী ইতি যাবৎ, ক্রমঃ পাদবিক্ষেপো যস্য তস্মিন্, তথাবিধং ভগবন্তং প্রতি ইত্যর্থঃ) কৃতাবনামাঃ (কৃতপ্রণামাঃ সন্তঃ) ত্রিপিষ্টপং (স্বর্গং) প্রযযুঃ (গতবন্তঃ), ততঃ (তদনন্তরং) সহস্রশীর্ষাপি (বিরাড়্মূর্ত্তির্ভগবানপি) ভৃত্যদিদৃক্ষয়া (ভৃত্যস্য একান্তভক্তস্য ধ্রুবস্য দিদৃক্ষয়া দ্রষ্টুমিচ্ছয়া) গরুত্মতা (স্ববাহনেন গরুড়েন, তমারুহ্যেতি ভাবঃ) মধোর্বনং ("মধোঃ" ইত্যত্রাভেদে ষষ্ঠী, তথা মধুনামকং বনমিত্যর্থঃ) গতঃ॥ ১॥

**মূলানুবাদ**।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ভগবানের এইরূপ আশ্বাসবাক্যে দেবগণের ভয় দূরীভূত হইল, তাঁহারা শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। অনন্তর বিরাট্মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ গরুড়ে আরোহণ করিয়া ভক্ত ধ্রুবকে দেখিবার জন্য মধুবনে গমন করিলেন॥ ১॥

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**।—

নবমে তু হরিং স্তুত্বা লব্ধ্বা তস্মাদ্বরান্ ধ্রুবঃ।
প্রত্যাগত্যাকরোদ্রাজ্যং পিত্রা দত্তমিতীর্য্যতে॥

এবং ভগবদ্বাক্যেন গতভয়াঃ॥ ১॥

**অন্বয়ঃ**।—স বৈ ("বৈ" ইতি পাদপূরণে, সঃ ধ্রুবঃ) যোগবিপাকতীব্রয়া (যোগস্য বিপাকেন পরিপক্কতয়া দৃঢ়তয়া ইতি যাবৎ, তীব্রয়া নিশ্চলয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা, জ্ঞানদৃষ্ট্যা ইতি যাবৎ) হৃৎপদ্মকোষে (হৃদয়পদ্মমধ্যে) স্ফুরিতং (দীপ্যমানং ভগবন্তং) তড়িৎপ্রভং (বিদ্যুত্তুল্যং যথা স্যাৎ তথা) সহসৈব তিরোহিতম্ (অন্তর্ধানপ্রাপ্তম্) উপলক্ষ্য (অনুভূয়) বহিঃস্থিতং (বহিরিন্দ্রিয়গোচরস্থানে পুরোভাগে বিদ্যমানং) তদবস্থম্ (অন্তঃস্ফুরিতানুরূপং তং) দদর্শ (দৃষ্টবান্)॥ ২॥

**মূলানুবাদ**।—ধ্রুবের মতি সুদৃঢ় যোগবলে একান্ত নিশ্চল হওয়ায় তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে হৃদয়পদ্মের মধ্যে দীপ্যমান যে-শ্রীভগবন্মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতেছিলেন, সহসা তাহা বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্হিত হইল লক্ষ্য করিয়া তিনি বাহিরে

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! আপনার মূর্ত্তি পরমানন্দস্বরূপ, যে সকল সাধক ভক্ত আপনাকে তথাবিধ অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ জ্ঞান করিয়া (অন্য বস্তুর প্রতি) নিষ্কামভাবে আপনার আরাধনা করেন, যদিও আপনার পাদপদ্ম তাঁহাদের সম্বন্ধেই রাজ্যাদিস্বরূপ সকল কাম্যফল হইতে পরমশ্রেষ্ঠ ফল। তথাপি হে নাথ ধেনু যেমন ক্ষুদ্র-বৎসকে রক্ষা করে, আপনিও তদ্রূপ অনুগ্রহপূর্ব্বক মাদৃশ কাতর সকাম ব্যক্তিদিগকেও রক্ষা করিয়া থাকেন॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—সকামভজনাদপি মোক্ষমাশাসান আহ। হে ভগবন্! পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ, স এব মূর্ত্তির্যস্য তস্য তব পাদপদ্মম্, আশিষো রাজ্যাদেঃ সকাশাৎ সত্যা আশীঃ পরমার্থফলং হি নিশ্চিতম্। কস্য? তথা তেন প্রকারেণ ত্বমেব পুরুষার্থ ইত্যেবং নিষ্কামতয়া অনুভজতঃ। যদ্যপ্যেবং তথাপি হে অর্য্য! স্বামিন্! দীনান্ সকামানপ্যস্মান্ ভগবান্ ভবান্ পরিপাতি সংসারভয়াদ্রক্ষত্যেব। যতঃ অনুগ্রহে হিতাচরণে কাতরঃ পরবশঃ যথা বাশ্রা ধেনুর্বৎসং ক্ষীরং পায়য়তি, বৃকাদিভ্যো রক্ষতি চ, তদ্বৎ॥ ১৭

**শ্রীভাগবতভাববিবর্দ্ধিনী।**—ইতিপূর্ব্বে ধ্রুবের যে সকল স্তুতি আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার যেরূপ বিবেক ও নিষ্কাম ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তদনুসারে প্রশ্ন হইতে পারে যে—ধ্রুবের এরূপ মনোবৃত্তি সত্বেও "ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট পদ" প্রাপ্তির বাসনায় তিনি এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন কেন? বিমাতার দুর্বাক্যে এবং পিতার দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া এত অভিমান পোষণ করা ধ্রুবের মত বিবেকীর পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইল? এইরূপ চিন্তা ধ্রুবের মনেও উদিত হইয়াছে, এজন্য তিনি অকপটে প্রাণের সকল কথা শ্রীভগবান্‌কে জানাইতেছেন।

ধ্রুব বলিলেন—"হে জন্মাদিরহিত অনাদিপুরুষ! সৎ ও অসৎ এই উভয় প্রকার অবস্থাযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাদি পরিব্যাপ্ত এই বিরাট্ বিশ্বই কেবল আপনার স্বরূপ বলিয়া আমার ধারণা ছিল। অতি অল্প সময় পূর্ব্বেও আমি জানিতাম না যে ইহা ভিন্ন আপনার আরও দুইটি স্বরূপ আছে, যাহা ঈশ্বর ও পরমেশ্বর বলিয়া ব্যবহৃত হয়; সুতরাং সেই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলীভূত মায়াশক্তির প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া এযাবৎকাল অভিমানে পূর্ণ রহিয়াছি, সম্প্রতি আপনার অসীমকরুণায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে—এই যে দিব্যমূর্ত্তিসম্পন্ন আপনি আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন, সেই আপনিই সমস্ত স্বরূপের মূলাধার, আপনিই প্রলয়কালে এই বিরাট্ বিশ্ব নিজ মধ্যে লয় করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন-পূর্ব্বক অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন ও সেই অবস্থায় আপনারই নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়াছেন"।

ধ্রুবের এই সকল কথায় শ্রীভগবানের শয়ন ও যোগনিদ্রা অবলম্বনের বিষয় শুনিয়া কদাচিৎ কাহারও হয়ত মনে হইতে পারে যে—শয়ন, নিদ্রা প্রভৃতি যাঁহাতে অবস্থান করে, তাঁহাতে আবার জীব অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা কি আছে? এইজন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের যে কত পার্থক্য, তাহা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়া ধ্রুব বলিলেন,—ভগবান্ নিত্যমুক্ত-স্বভাব আর জীব কত যুগযুগান্তরের সাধনায় যদি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে তবে মুক্ত হয়। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ আর জীব নিতান্ত অজ্ঞ, ভগবান্ ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তির নিয়ন্তা, আর জীব মায়াধীন—ইত্যাদি বহুতর বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদন পূর্ব্বক উপসংহারে বলিলেন যে—"যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব বিদ্যা, অবিদ্যা, নিষ্ক্রিয়ত্ব, লীলাময়ত্ব, প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন যাবতীয় শক্তিই তাঁহাতে অবস্থান করিতে পারে। লৌকিক হিসাবে যাহা বিরুদ্ধ, সেই সকল ভাবের যে তাঁহার মধ্যে একাধারে সমাবেশ, ইহাই ত তাঁহার পরমেশ্বরত্ব। সেই সর্ব্বশক্তিমানকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যদি দূরে একটী গ্রাম থাকে, তবে তাহার সুদূর ব্যবধানস্থিত পথিক সে গ্রামের স্বরূপ বিশেষভাবে কিছু উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু সে যত অগ্রসর হইবে, ততই বৃক্ষ, লতা, পথ, গৃহ, প্রাসাদ, প্রাঙ্গণ প্রভৃতি গ্রামের সম্পদ্‌গুলি তাহার উপলব্ধির বিষয় হইবে। যদি সে একেবারে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেস্থানে অবস্থান

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথাভিষ্টুত এবং বৈ সৎসঙ্কল্পেন ধীমতা। ভৃত্যানুরক্তো ভগবান্‌ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক।
তৎ প্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত ॥ ১৯
নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্‌ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি।
যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্‌।
মেধ্যাং গোচক্রবৎ স্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্‌ ॥ ২০

করে, তবেই সে গ্রামের সম্পূর্ণ স্বরূপ বুঝিতে পারে। সেইরূপ অনন্তশক্তিশালী পরমেশ্বর হইতে যে যত দূরে পড়িয়া আছে সে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে তত অনভিজ্ঞ, সাধনপথ ধরিয়া যে যত অগ্রসর হইবে, সে তত ক্রমশঃ তাঁহার শক্তিবৈচিত্র্যের সন্ধান পাইবে। যদি কেহ সেই পথের শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারে, তবে সে বুঝিতে পারে যে, ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ কি প্রকার এবং তাঁহার সেবায় কি অসীম আনন্দ। সনকাদি ঋষিগণ যখন বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, তাই সানন্দে বলিয়াছিলেন—"কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাৎ, চেতোঽলিবদ্‌ যদি নু তে পদয়ো রমেত। বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্‌ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ, পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ ১৫শ অঃ, ৪৯ শ্লোক) "আমাদের চিত্ত যদি তোমার পাদপদ্মে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে, আর আমাদের বাক্য যদি তোমার চরণবন্দনায় শোভমান হয়, কর্ণরন্ধ্র যদি তোমার গুণগাথায় পূর্ণ হয়, তবে আমরা নরকে গিয়া বাস করিতে হইলে তাহাও স্বচ্ছন্দে বরণ করিয়া লইতে পারি"। যাহা হউক, ধ্রুব এই সকল গভীর তত্ত্ব প্রকাশক ভাষায় ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে শ্রীভগবানের স্তব করিয়া পরিশেষে প্রার্থনা জানাইলেন যে—হে নাথ। যদিও আমি অভিমানে মুগ্ধ হইয়া আপনার পাদপদ্মরূপ পরমপুরুষার্থ না বুঝিয়া সকামচিত্তে আরাধনা করিয়াছি, তথাপি, হে ভগবন্‌। আপনি নিজ বাৎসল্যগুণে আমাকে পরমার্থধনে বঞ্চিত করিবেন না ॥ ১৩—১৭

**অন্বয়ঃ।**—অথ (অনন্তরং) সৎসঙ্কল্পেন (মহান্‌ সঙ্কল্পঃ মনোরথো যস্য তেন) ধীমতা (প্রশস্তমতিনা ধ্রুবেণ) এবং বৈ (প্রাগুক্তপ্রকারেণ) অভিষ্টুতঃ (সম্যক্‌ স্তুতঃ) ভৃত্যানুরক্তঃ (ভক্তবৎসলঃ) ভগবান্‌ (শ্রীহরিঃ) প্রতিনন্দ্য (আনন্দিতো ভূত্বা) ইদং (বক্ষ্যমাণবাক্যম্‌) অব্রবীৎ (কথিতবান্‌) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—সাধুসঙ্কল্প সম্পন্ন প্রশস্তমতি ধ্রুব এইরূপে স্তব করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্‌ আনন্দিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—[হে] রাজন্যবালক। (ক্ষত্রিয়কুমার।) তে (তব) হৃদি (মনসি, স্থিতমিতি যাবৎ) ব্যবসিতম্‌ (অভিপ্রায়ম্‌) অহং বেদ (জানামি) [হে] সুব্রত। (সম্যক্‌ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।) দুরাপমপি (সঙ্কল্পানুসারতত্ত্বয়া দুষ্প্রাপমপি) তৎ ভদ্রং (পারমার্থিকং মঙ্গলং) তে (তুভ্যং) প্রযচ্ছামি (বিদধামি) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—হে ক্ষত্রিয়কুমার। তোমার মনোগত অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি। হে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বালক। যদিও পরমপুরুষার্থরূপ যথার্থ মঙ্গলময় ফল তোমার সঙ্কল্প অনুসারে দুর্লভ বটে, তথাপি তাহা আমি তোমার জন্য বিধান করিতেছি ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—ব্যবসিতং সঙ্কল্পিতম্‌ ॥ ১৯

ধর্ম্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রো মুনযো যে বনৌকসঃ। চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ ॥২১
প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ। ষটত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২
ত্বদ্‌ভ্রাতর্য্যুত্তমে নষ্টে মৃগযাযাস্ত তন্মনাঃ। অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি ॥২৩

অন্বয়ঃ।—[প্রথমতঃ সঙ্কল্পানুরূপং ফলং ব্যবস্থাপযতি] [হে] ভদ্র। যৎ (স্থানম্) অন্যৈঃ (কৈশ্চিদপি) ন অধিষ্ঠিতং, যত্র (যস্মিন্ স্থানে) মেধ্যাং (বন্ধনস্তম্ভে) গোচক্রবৎ (গোসমূহো যথা কেবলং ভ্রমত্যেব, ন তু অপগন্তুং শক্নোতি তথা) গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং (গ্রহনক্ষত্রাদীনাং জ্যোতিষ্কাণাং) চক্রং (সমূহং) ভ্রাজিষ্ণু (দীপ্তিযুক্তং সৎ ভ্রমত্যেবেতি ভাবঃ) কল্পবাসিনাং পরস্তাৎ (অবান্তরকল্পবাসিনাং পরস্তাদপি লোকত্রযনাশেঽপীত্যর্থঃ) স্থাস্নু (স্থিতিশীলম্) [অতএব] ধ্রুবক্ষিতি (ধ্রুবা অবিনশ্বরা ক্ষিতিঃ বাসো যত্র তথাবিধং) তৎ (ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং পদম্) অর্পিতং (ত্বদর্থং ময়া ব্যবস্থাপিতম্)॥ ২০

মূলানুবাদ।—হে ভদ্র ধ্রুব! যে স্থানে অন্য কেহ কখনও অধিষ্ঠান করিতে পারে নাই এবং যে স্থানে গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, ঘূর্ণায়মান গোসমূহ যেমন বন্ধনস্তম্ভে অবস্থান করে,সেইরূপ ভাবে অবিরাম দীপ্তি পাইতেছে এবং যাহা অবান্তর কল্পনাশের পরও বিনষ্ট হইবে না, এইরূপ অবিনশ্বর বাসস্থানস্বরূপ উৎকৃষ্ট পদ আমি তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিলাম ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—তৎ প্রযচ্ছামীত্যুক্তং, কিং তদিত্যপেক্ষাযামাহ নান্যৈরিতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। হে ভদ্র। ধ্রুবা ক্ষিতির্নিবাসো যস্মিন্। আহিতমর্পিতম্। ধান্যাক্রমণায ভ্রাম্যমাণানাং পশূনাং বন্ধনস্তম্ভো মেধী, তস্যাং বলীবর্দ্দসমূহবৎ। অবান্তরকল্পবাসিনাং পরস্তাদপি, স্থাস্নু লোকত্রয়নাশেঽপ্যনশ্বরম্॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[তৎস্থানমেব বর্ণযতি—] ধর্ম্মঃ, অগ্নিঃ, কশ্যপঃ, শক্রঃ, (ইন্দ্রঃ), যে বনৌকসঃ মুনয়ঃ (সপ্তর্ষযঃ তে চ সর্ব্বে) সতারকাঃ (নক্ষত্রৈঃ সহ সম্মিলিতাঃ) ভ্রমন্তঃ (বিচরণশীলাঃ সন্তঃ) যৎ (স্থানং) দক্ষিণীকৃত্য চরন্তি॥ ২১

মূলানুবাদ।—ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র ও সপ্তর্ষি মণ্ডল, ইহারা নক্ষত্রগণসহ ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—ধর্ম্মাগ্ন্যাদয়ো নক্ষত্ররূপাঃ, বনৌকসঃ সপ্তর্ষযো যৎ প্রদক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তশ্চরন্তি॥ ২১

অন্বয়ঃ।—তু (কিন্তু, সম্প্রত্যেব ন তে তৎস্থানপ্রাপ্তিঃ, অপিতু রাজ্যভোগানন্তরমিতি ভাবঃ) পিত্রা (উত্তানপাদেন) গাং দত্ত্বা (তুভ্যং পৃথিবীং সমর্প্য) বনং প্রস্থিতে (বনং প্রতি প্রস্থানে কৃতে সতীত্যর্থঃ) [ত্বং] অব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ (অবিকলেন্দ্রিয়ঃ) ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ (ধর্ম্মপরবশশ্চ সন্) ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং [ব্যাপ্য] রক্ষিতা (পৃথিবীং পালযিষ্যসি)॥ ২২

মূলানুবাদ।—কিন্তু তোমার পিতা উত্তানপাদ তোমার হস্তে পৃথিবীর ভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করিলে তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ ক্রিয়াশীল অবস্থায় ছত্রিশ হাজার বৎসর কাল পৃথিবীকে পালন করিবে॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—এতচ্চ রাজ্যানন্তরং ভবিষ্যতীত্যাহ প্রস্থিত ইতি। তুভ্যং পৃথিবীং দত্ত্বা বনং প্রস্থিতে, ভাবে ক্তঃ বনং প্রতি দীর্ঘগমনে কৃতে সতি। রক্ষিতা রক্ষিষ্যসি॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ত্বদ্‌ভ্রাতরি (তব বৈমাত্রেয়ে) উত্তমে মৃগযাযাং নষ্টে (মৃতে সতি) তন্মনাঃ (উত্তমার্থমত্যন্ত-

ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ ।
ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি ॥ ২৪
ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ।
উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥ ২৫
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।
ইত্যর্চ্চিতঃ স ভগবানতিদিশ্যাত্মনঃ পদম্ ।
বালস্য পশ্যতো ধাম স্বমগাদ্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২৬

ব্যগ্রচিত্তা ) সা মাতা ( উত্তমজননী সুরুচিঃ ) বনং ( গত্বা ) অন্বেষন্তী (অন্বেষণং কুর্ব্বতী সতী ) দাবাগ্নিং প্রবেক্ষ্যতি ( দাবানল মধ্যে প্রবিষ্টা ভবিষ্যতি ) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ** ।—তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া বিনষ্ট হইলে তাহার মাতা সুরুচি বনে গমন করিয়া তন্ময় চিত্তে উত্তমকে অন্বেষণ করিতে করিতে দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করিবেন ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা** ।—ত্বয়া অসঙ্কল্পিতমপি মস্তকস্য তব দ্রোহাদেবং ভবিষ্যতীত্যাহ ত্বদ্ ভ্রাতরিতি। সা সুরুচিঃ দাবাগ্নিং প্রবেক্ষ্যতি ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ** ।—[ত্বং] যজ্ঞহৃদয়ং (যজ্ঞপ্রিয়ং) মাং পুষ্কলদক্ষিণৈঃ (প্রভূতদক্ষিণাসম্পন্নৈঃ) যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা (আরাধ্য) ইহ চ ( ইহলোকে এব চ ) সত্যাঃ ( মৎকৃপাবশাদনর্থরহিতাঃ ) আশিষঃ (কাম্যফলানি) ভুক্ত্বা অন্তে (চরমে বয়সি) মাং সংস্মরিষ্যসি ( পুনঃ সম্যক্ স্মরিষ্যসি ) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ** ।—যজ্ঞ আমার অতি প্রিয়,তুমি প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন বহুপ্রকার যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা পূর্ব্বক ইহলোকেই আমার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে নানাপ্রকার কাম্যফল ভোগ করিবা অন্তকালে আবার আমাকে স্মরণ করিবে ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা** ।—কিঞ্চ ইষ্ট্বা মামিতি। যজ্ঞো হৃদয়ং প্রিয়া মূর্ত্তির্যস্য তম্ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ** ।—ততঃ ( তদনন্তরং ) ত্বং সর্ব্বলোকনমস্কৃতং (সর্ব্বজন-পূজিতম্) ঋষিভ্য উপরিষ্টাৎ (ঋষিলোকাদপি শ্রেষ্ঠং ) মৎস্থানং (শ্রীধ্রুবলোকং) গন্তাসি ( গমিষ্যসি ), যতঃ ( যস্মাৎ স্থানাৎ ) যতিঃ ( সাধকঃ ) ন আবর্ত্ততে ( প্রত্যাবৃত্তো ন ভবতি ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ** ।—অনন্তর তুমি মদীয়স্থানে (শ্রীধ্রুবলোকে) গমন করিবে, ঐস্থান ঋষিলোক হইতেও উত্তম এবং সকল লোকে ঐ স্থানকে নমস্কার করিয়া থাকে, সংযমশীল সাধক সে স্থানে গমন করিয়া আর ফিরিয়া আসেন না ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ** ।—সঃ ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ ( শ্রীহরিঃ ) ইতি ( পূর্ব্বোক্তরূপেণ ) অর্চ্চিতঃ ( ধ্রুবেণারাধিতঃ সন্ ) বালস্য ( বালকস্য তস্য ধ্রুবস্য সম্বন্ধে ) আত্মনঃ পদং ( স্বীয়ধ্রুবলোকাখ্যপদপ্রাপ্তিম্ ) অতিদিশ্য ( ব্যবস্থাপ্য ) পশ্যতঃ ( অবলোকয়তোব তস্মিন্ ) ধাম ( স্বস্থানং ) সমগাৎ ( গতবান্ ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ** ।—মৈত্রেয় বলিলেন—ভগবান্ গরুড়বাহন শ্রীহরি ধ্রুবের আরাধনায় প্রীত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে স্বীয় ধ্রুবলোক নামক পদপ্রাপ্তির অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক ধ্রুবের সমক্ষেই নিজধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা** ।—যতঃ স্থানাৎ ॥ ২৫ ॥ অতিদিশ্য দত্ত্বা ॥ ২৬

সোঽপি সঙ্কল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্।
প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্ব্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্ ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ**। - সোঽপি ( ধ্রুবোঽপি ) বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতং ( পাদসেবয়া চরণারাধনয়া উপসাদিতং সমর্পিতং ) সঙ্কল্পনির্ব্বাণং ( সঙ্কল্পস্য সমাপকং, তদনুরূপমিতি যাবৎ ) সঙ্কল্পজং ( মনোরথং ) প্রাপ্য নাতিপ্রীতঃ ( অনতিতুষ্টঃ সন্ ) পুরং ( পিতৃভবনম্ ) অভ্যগাৎ ( প্রত্যাবৃত্তবান্ ) ॥ ২৭ ॥

**মূলানুবাদ**।—ধ্রুবও শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা-জনিত স্বীয় সঙ্কল্প অনুযায়ী মনোরথ লাভ করিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন তত সন্তুষ্ট হইল না ॥ ২৭ ॥

**শ্রীধরটীকা**।—সঙ্কল্পজং মনোরথ, পাদসেবয়া প্রাপিতম্। সঙ্কল্পস্য নির্ব্বাণং সমাপ্তির্যস্মাৎ ॥ ২৭ ॥

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী**।—পিতার দুর্ব্যবহার এবং বিমাতার দুঃসহ তিরস্কারে ব্যথিত-হইয়া বালক ধ্রুব যদিও সকামভাবে অর্থাৎ অত্যুৎকৃষ্ট পদলাভের জন্য সঙ্কল্প করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি দেবর্ষি নারদ স্বয়ং গুরু হইয়া তাঁহাকে যে সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্যগুণে এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন প্রভাবে বালকের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ভক্তির বীজ এমন ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল যে, তাঁহার আর মান অভিমান কিছুই রহিল না, শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সার বস্তু বলিয়া জ্ঞান হইল। অতঃপর বালক ধ্রুব যেরূপ আকুল প্রাণে স্তব করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ ধ্রুবের পূর্ব্বাপর মনোগতভাব সমস্তই বুঝিয়াছেন, সুতরাং এরূপ ভক্তকে তিনি তাঁহার ভজনানন্দরূপ পরমার্থফলে বঞ্চিত করিয়া কেবল যে তাঁহার কাম্যফল প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, আবার শুধু সেই পরমার্থফল বিধান করিয়াই যে তাঁহাকে কৃতার্থ করিবেন, তাহাও তাঁহার জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করিলেই তদ্দ্বারা অবশ্য অদৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মের অবস্থানুসারে যে পাপ বা পুণ্য জন্মিবে, তাহা ভোগ ব্যতিরেকে কখনও ক্ষয় হয় না, "ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটিশতৈরপি", অথচ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মজনিত পাপপুণ্য প্রভৃতি ভোগাদৃষ্ট ক্ষয় না হইলে জীবভাবের নিবৃত্তি ও পরমভাবের প্রাপ্তি হইবে না। লীলাময়ের এইরূপ নিয়মশৃঙ্খলায় জাগতিকলীলা সাধিত হইতেছে। এক্ষেত্রে ধ্রুব যে উৎকৃষ্টপদ কামনায় সঙ্কল্প করিয়া সাধনা করিয়াছেন, তজ্জন্য যে অদৃষ্ট জন্মিয়াছে, তদনুসারে সেই সঙ্কল্পিতপদ ভোগ করিয়াই সে অদৃষ্ট নষ্ট করিতে হইবে, অথচ সেই ভোগের ক্ষেত্রটী এমন মাহাত্ম্যসম্পন্ন করিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে আর মানসিক বৃত্তি কোনরূপ কাম্যফলের জন্য লালায়িত না হইয়া সর্ব্বদা পরমার্থের প্রতিই দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া ভগবান্ ধ্রুবের সম্বন্ধে ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয় প্রকার মঙ্গলময় ব্যবস্থা করিলেন।

তাই শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ধ্রুবকে সম্বোধন করিলেন—"রাজন্যবালক।" অর্থাৎ হে ক্ষত্রিয়কুমার। এই সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, ক্ষত্রিয়গণ রাজসিক ভাবাপন্ন, সুতরাং মান, ঐশ্বর্য্যস্পৃহা, উচ্চপদাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তোমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব তোমার ন্যায় নিরপরাধ তেজস্বী সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে সে সকল ঐহিক মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, নতুবা লৌকিক দৃষ্টান্তে সতের উপযুক্ত পুরস্কারপ্রাপ্তির আদর্শ থাকিবে কিরূপে? অতএব তোমার সঙ্কল্প অনুযায়ী যদিও ধ্রুবলোক নামে অপূর্ব্ব স্থান তোমার জন্য ব্যবস্থা করিলাম, তথাপি তাহার পূর্ব্বে ঐহিক উন্নতি স্বরূপ তুমি পিতৃদত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ছত্রিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত কর্ম্মক্ষম দেহে তাহা ভোগ করিতে থাকিবে, আর তোমার সেই বিমাতা,—যিনি বিনা অপরাধে তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া গর্ব্বিত তিরস্কার বাক্যে তোমার এবং তোমার মাতার প্রাণে নিদারুণ ব্যথা দিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা কি হইবে

তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহার পুত্র উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া বিনষ্ট হইবে। তিনি দীর্ঘকাল তাহার সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে বনে গিয়া পুত্রের অনুসন্ধানে ফিরিতে থাকিবেন ও অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে দাবানলের মধ্যে গিয়া পড়িবেন ও এই ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। অবশ্য ইহাদের এইরূপ শোচনীয় দশা ধ্রুবের যদিও কিছুমাত্র ঈপ্সিত নহে, তথাপি দুষ্টের সমুচিত দণ্ড প্রদান করাও যে মঙ্গলময়ের সৃষ্ট রাজ্যের একটা প্রধান অঙ্গ, কাজেই তিনি সুরুচির সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। ফল কথা, কর্ম্ম অনুসারে শুভাশুভ ফলভোগের উজ্জ্বল আদর্শ ধ্রুব ও সুরুচির ব্যাপারে যে ভাবে যাহা ঘটিবে, তাহা ধ্রুবকে বুঝাইয়া দিয়া পরে তাহাকে পারত্রিক মঙ্গলের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—হে বৎস! আমি স্বয়ং যজ্ঞমূর্ত্তি যজ্ঞ আমার অতি প্রিয় বস্তু, সুতরাং তুমি রাজ্য-পালন সময়ে বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার প্রীতি সাধন করিতে থাকিবে। এইভাবে যখন তোমার জীবনের শেষদশা উপস্থিত হইবে তখন আবার আমার কথা তোমার মনে পড়িবে। 'আমিই যে পরম পুরুষার্থ' এই ভাবনা আসিয়া তোমার মনকে অধিকার করিবে, ইহাতে সেই ধ্রুবলোকে তোমার গতি হইবে। সে স্থান অতি উত্তম, আমি তাহা নিজের স্থান বলিয়া মনে করি, সে স্থান প্রলয়েও নষ্ট হইবে না। ধ্রুব শব্দের অর্থ অবিনশ্বর, এইজন্য তাহাকে "ধ্রুবলোক" অর্থাৎ অবিনশ্বর ক্ষেত্র বলা যায়, সে স্থানে গমন করিলে আর কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

এই প্রসঙ্গের মূলে শ্রীভগবানের কথিত—"নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্‌ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি, ... মেঢ্যাং গোচক্রবৎ স্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্" এই যে শ্লোকটী আছে, ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকারগণের মধ্যে একটু মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্বামিপাদের টীকায় "কল্পবাসিনাং" শব্দের "অবান্তরকল্পবাসিনাম্" এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে; তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে ধ্রুবলোকটী অবান্তর কল্পনাশের পরেও বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু মহাকল্পনাশের পর আর থাকিবে না, অর্থাৎ মহাকল্পের যখন অবসান হইবে, তখন ধ্রুবলোকেরও বিনাশ হইবে, সুতরাং সে স্থান নিত্য নহে। অতএব "ততো গন্তাহসি মৎস্থানং" এই শ্লোকে "মৎস্থানং"শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতেও মতদ্বৈধ আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ ভগবান্ বলিতেছেন যে—"অতঃপর তুমি আমার স্থান প্রাপ্ত হইবে," "অতঃপর" শব্দে কাহার পর? আর "আমার স্থান" বলিতেই বা কোন্ স্থান? বৈকুণ্ঠধাম? অথবা ধ্রুবলোক? যদি বৈকুণ্ঠধাম অর্থ করা যায়, তবে ঐ "অতঃপর" শব্দে ধ্রুবলোকের নাশের পর অর্থাৎ মহাকল্পের অবসানে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাতে ধ্রুবলোকের অনিত্যতাপক্ষের যে ব্যাখ্যা তাহার সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু মূলের শ্লোক-গুলি পাঠ করিলে "ততো গন্তাহসি মৎস্থানং" এই শ্লোকের মর্ম্মে বেশ স্পষ্টই মনে হয়, ছত্রিশহাজার বৎসর রাজ্য ভোগের পরই মৎস্থান প্রাপ্ত হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ত "মৎস্থান" শব্দে ধ্রুবলোকই অর্থ করিতে হয় এবং তাহাকে নিত্যও বলিতে হয়, কারণ ঐ শ্লোকেই "যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ" এই বিশেষণে স্থানটিকে বিশেষিত করা হইয়াছে। উহাতে বুঝা যায় যে ঐস্থানে গেলে আর বিচ্যুতি ঘটে না; তবে স্থান যদি নশ্বর হয়, তাহা হইলে সে স্থানগত সাধকেরও ত বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। এই সকল আলোচনা নিবন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার যোগ্য কোন-রূপ আভাসই স্বামিপাদের টীকায় বা জীব গোস্বামিপাদের "ক্রমসন্দর্ভে" পাওয়া যায় না, একমাত্র ভাগবতপ্রবর বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর "সারার্থদর্শিনী"তে "যতো নাবর্ত্ততে ইতি নিত্যত্বং ব্যঞ্জিতং" এইরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। উহা অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীভগবানের কথিত মূল শ্লোকের ভাবাগত স্বারসিক অর্থ চিন্তা করিয়া "মৎস্থান" শব্দে ধ্রুবলোক বলিয়াই ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করা হইয়াছে, সুতরাং "পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্" এইস্থলে "মহাকল্পবাসিনামপি পরস্তাৎ" অর্থাৎ নিত্য এইরূপ অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয়। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ধ্রুবের প্রতি সমধিক প্রীতিবশতঃ তাঁহার জন্য যে অনন্যসুলভ উচ্চপদ নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা স্বীয় বৈকুণ্ঠধামের ন্যায় নিত্য আনন্দময় ও

শ্রীবিদুর উবাচ।

সুদুর্লভং যৎ পরমং পদং হরের্মায়াবিনস্তচ্চরণার্চ্চনার্জ্জিতম্।
লব্ধ্বাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা কথং স্বমাত্মানমমন্যতার্থবিৎ॥ ২৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্।
নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং পশ্চাত্তাপমুপেয়িবান্॥ ২৯॥

শ্রীধ্রুব উবাচ।

সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং বিদুঃ সনন্দাদয় ঊর্দ্ধরেতসঃ।
মাসৈরহং ষড়্ভিরমুষ্য পাদয়োশ্ছায়ামুপেত্যাপগতঃ পৃথঙ্মতিঃ॥ ৩০

নিজের লীলাক্ষেত্রস্বরূপ উত্তম স্থান হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আমরা দিক্‌দর্শনার্থ দুই প্রকার ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিলাম, সুধী পাঠকবর্গ গ্রন্থের ভাষার সহিত যেরূপ তাৎপর্য্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিবেন। যাহা হউক, ভগবান্ শ্রীহরি ধ্রুবকে এইরূপে বরদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে ধ্রুব আবার সেই পিতৃভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ১৮—২৭

**অন্বয়ঃ**।—হরেঃ যৎ পরমং পদং (ভগবতঃ স্বস্থানভূতং যদুত্তমং স্থানং) মায়াবিনঃ (সকামস্য সম্বন্ধে) সুদুর্লভং, অর্থবিৎ (সারাসারবিবেকী ধ্রুবঃ) একজন্মনা (একস্মিন্নেব জন্মনীত্যর্থঃ) চরণার্চ্চনার্জ্জিতং (চরণয়োঃ ভগবৎপাদপদ্মযোরর্চ্চনয়া অর্জ্জিতং স্বস্বাস্পদীকৃতং যথা ভবতি তথা) লব্ধ্বাপি কথং স্বম্ (স্বকীয়ম্) আত্মানং (চিত্তম্) অসিদ্ধার্থমিব (অপূর্ণমনোরথমিব) অমন্যত (বিবেচিতবান্)॥ ২৮

**মূলানুবাদ**।—বিদুর বলিলেন—ভগবান্ শ্রীহরির নিজধামস্বরূপ যে পরম-স্থান (ধ্রুবলোক) সকাম ব্যক্তির পক্ষে অতিদুর্লভ, সারাসার বিবেকী ধ্রুব একজন্মেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আরাধনাবলে তাহা নিজ স্বরূপে লাভ করিলেন, তথাপি নিজেকে তিনি অকৃতার্থ বলিয়া মনে করিলেন কেন?॥ ২৮

**অন্বয়ঃ**।—মাতুঃ সপত্ন্যাঃ (বিমাতুঃ সুরুচেঃ) বাগ্‌বাণৈঃ (তিরস্কারবাক্যরূপৈর্বাণৈঃ) হৃদি বিদ্ধঃ [ধ্রুবঃ] তান্ (বাক্যবাণান্) স্মরন্ [স্মরণদশায়াং] মুক্তিপতেঃ (শ্রীভগবতঃ সকাশাৎ) মুক্তিং (ভক্তিমৎপার্ষদত্বং "বিষ্ণোঃ-রনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ" ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ,) ন ঐচ্ছৎ (ন সঙ্কল্পিতবান্) তু (কিন্তু) পশ্চাৎ (ভগবৎসাক্ষাৎকারবশাৎ তৎসকলদুঃখবিগমানন্তরং) তাপং ("হন্ত কথং তুচ্ছপদগৌরবকামনয়া কদর্থিতং ময়া ভগবদারাধনম্" ইতি অনুতাপবিশেষম্) উপেয়িবান্ (প্রাপ্তবান্)॥ ২৯

**মূলানুবাদ**।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—বিমাতার বাক্যবাণে ধ্রুবের হৃদয় যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ থাকা পর্য্যন্ত তিনি মুক্তিপতি শ্রীভগবানের নিকট মুক্তি অর্থাৎ তদীয় অনুচরত্বস্বরূপ পরমার্থ কামনা করেন নাই, কিন্তু পরে (যখন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারলাভে সকল দুঃখ দূর হইল তখন স্বীয় তুচ্ছ কামনার বিষয় ভাবিয়া) অনুতপ্ত হইয়াছিলেন॥ ২৯

অহোবত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত । ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাহযাচে যদন্তবৎ ॥ ৩১
মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ । যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীষমসত্তমঃ ॥ ৩২
দৈবীং মায়ামুপাশ্রিত্য প্রসুপ্ত ইব ভিন্নদৃক্ । তপ্যে দ্বিতীয়েঽসত্যপি ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা ॥৩৩

**শ্রীধরটীকা** ।—মাযাবিনঃ সকামস্য যৎ সুদুর্লভং হরেঃ পদং, তদেকেনৈব জন্মনা লব্ধাপি স্বমাত্মানং মনঃ কথম্ অসিদ্ধার্থম্ অপ্রাপ্তমনোরথমিব অমন্যত ? পুরুষার্থবিদপি ॥ ২৮।২৯

**অন্বয়ঃ** ।—ঊর্দ্ধরেতসঃ (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ) সনন্দাদয়ঃ (সনন্দপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ) নৈকভবেন (অনেকজন্মাভ্যস্তেন) সমাধিনা যৎপদং (যস্য ভগবতঃ শ্রীচরণং) বিদুঃ (অবগচ্ছন্তি) অহং ষড়্ভিঃ মাসৈঃ অমুষ্য (ভগবতঃ) পাদয়োশ্ছায়াম্ উপেত্য (লব্ধ্বাপি) পৃথঙ্মতিঃ (বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তচিত্তঃ সন্) অপগতঃ (অধঃপতিতঃ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ** ।—ধ্রুব বলিলেন,—সনন্দপ্রভৃতি ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষিগণ বহুজন্মের অভ্যস্ত সমাধির ফলে যে ভগবানের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার শ্রীচরণের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াও অন্যবিষয়ের কামনাবশতঃ নিতান্ত অধঃপতিতই রহিলাম ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ** ।—অহোবত (হা কষ্টং !) মন্দভাগ্যস্য মম অনাত্ম্যম্ (অপ্রশস্তচিত্তত্বম্, অজ্ঞত্বমিতি যাবৎ) পশ্যত (হে বিপ্রাঃ ! সর্ব্বে যূয়ম্ অবধারয়ত), যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ভবচ্ছিদঃ (ভবদুঃখবিনাশিনঃ) পাদমূলং (চরণতলং) গত্বা (শরণ লব্ধ্বাপি) অন্তবৎ (উচ্চপদগৌরবাদিকং নশ্বরং ফলং) অযাচে (প্রার্থিতবানস্মি) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ** ।—হায়! আমি অতি হতভাগ্য, আমার কি অজ্ঞতা তাহা দেখুন। যেহেতু আমি ভবদুঃখহারী শ্রীহরির পাদমূলে শরণ লইয়াও তুচ্ছ (উচ্চ পদগৌরব প্রভৃতি) ফল কামনা করিয়াছি ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা** ।—তাপমেবাহ সমাধিনেতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ। নৈকে অনেকে ভবা যস্মিন্, বহুজন্মাভ্যস্তেনত্যর্থঃ ।। প্রণামস্তত্যাদিসময়ে গরুড়াধিরূঢ়স্য হরেঃ পাদ-চ্ছায়ায়াং স্থিতমাত্মানং স্মরন্নাহ ছায়ামুপেত্যেতি। পৃথঙ্মতিঃ ভেদদৃষ্টিঃ সন্। হা কষ্টমিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ অনাত্ম্যং আত্মশূন্যত্বম্ অজ্ঞত্বম্। ভবচ্ছেত্তুর্যদন্তবং তদযাচে যাচিতবানস্মি ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ** ।—[ধ্রুবঃ স্বস্য অজ্ঞতায়াং কারণং সম্ভাবয়তি] যঃ অসত্তমঃ (অত্যন্তম্ অসাধুপ্রকৃতিরহং) তথ্যং (সারগর্ভং) নারদবচঃ ("নাধুনাপ্যবমানং তে" ইত্যাদিকং নারদোপদেশং) ন অগ্রহীষম্ (ন প্রতিপালিতবানস্মি) পতদ্ভিঃ (অধঃপতনং প্রাপ্তবদ্ভিঃ) [অতএব] অসহিষ্ণুভিঃ দেবৈঃ মতিঃ (মদীয়া বুদ্ধিঃ) বিদূষিতা (দুষ্টা কৃতা) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ** ।—আমি এতই অসৎ যে, দেবর্ষি নারদের সারগর্ভ উপদেশ বাক্যগুলি প্রতিপালন করি নাই, (মনে হয়) দেবগণ অধঃপতনযুক্ত হইয়া অসহিষ্ণুচিত্তে আমার বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা** ।—অজ্ঞত্বে কারণং সম্ভাবয়তি মতিরিতি। পতদ্ভির্মদপেক্ষয়া অধঃপ্রাপ্স্যদ্ভিঃ, অতএবাসহনশীলৈঃ, নাধুনাপ্যবমানং তে ইত্যাদি সত্যমপি নারদস্য বচো যো ন গৃহীতবানস্মি তস্য মে মতির্বিদূষিতা ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ** ।—দ্বিতীয়ে অসত্যপি (আত্মদৃষ্ট্যা অহং, স মে ভ্রাতা, অন্যশ্চ জীববর্গঃ, সর্ব্ব এব ভগবতো জীবাখ্যতটস্থশক্তিরূপাঃ, অতো মদব্যতিরিক্তে অবিদ্যমানেঽপি) দৈবীং মায়াং (ভগবতো মায়াশক্তিম্) উপাশ্রিত্য (প্রাপ্য, তদধীনো ভূত্বা ইত্যর্থঃ) ভিন্নদৃক্ (ভেদবুদ্ধিসম্পন্নঃ সন্, অহং) প্রসুপ্ত ইব (বস্তুতো দ্বিতীয়ে অসত্যপি স্বপ্নদর্শী যথা ব্যাঘ্রসর্পাদিভয়েন খিন্নো ভবতি তথা) ভ্রাতৃ ভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা (ভ্রাতা উত্তম এব ভ্রাতৃব্যঃ শত্রুরিতিবুদ্ধ্যা যা হৃদ্রুক্ মনঃপীড়া তয়া) তপ্যে (পরিতপ্তো ভবামি) ॥ ৩৩

মহ্যৈতৎ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্।
ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪
স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—যদিও জগতে বস্তুতঃ কেহই কাহারও অপেক্ষা ভিন্ন নহে, তথাপি শ্রীভগবানের মায়া-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমি, নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদর্শন করে, সেইরূপ ভ্রাতাকে শত্রু জ্ঞান করিয়া বৃথা মনঃপীড়ায় খিন্ন হইয়াছি ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ দৈবীমিতি। প্রসুপ্তঃ স্বপ্নানিব পশ্যন্ দ্বিতীয়ে অসত্যপি ভ্রাতৈব ভ্রাতৃব্যঃ শত্রু-রিতি দৃষ্ট্যা হৃদ্রুজা হৃদয়শোকেন তপো তাপমনুভবামি ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ ( হতভাগ্যঃ ) অহং ভবচ্ছিদং ( সংসারবন্ধননাশকরমপি ভগবন্তং ) ভবং ( সংসারহেতুভূতং ভোগ্যবস্তু ) অযাচে ( প্রার্থিতবানস্মি ), ময়া প্রার্থিতং এতৎ ( ভাগ্যফলং ), দুষ্প্রসাদনং ( দুষ্করং প্রসাদনং প্রসন্নতাসম্পাদনং যস্য তং ) জগদাত্মানং ( বিশ্বান্তর্য্যামিণং ) তপসা প্রসাদ্য (প্রসন্নং কৃত্বা) [স্থিত-স্যাপি মে] গতায়ুষি ( বিগতজীবনে ) চিকিৎসেব ( মৃতং প্রতি চিকিৎসা যথা ব্যর্থা ভবতি তথা ) ব্যর্থম্ ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ সংসারবন্ধন নাশ করিতে সমর্থ, অথচ আমি এমনই হতভাগ্য যে, তাঁহার নিকট সংসারপ্রযোজক ( ভোগবস্তু ) প্রার্থনা করিয়াছি। শ্রীভগবান্ বিশ্বের অন্তর্য্যামী, তাঁহাকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, আমি যদিও তপস্যাপ্রভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছি, তথাপি আমার সেই প্রার্থনা মৃতের চিকিৎসা করার ন্যায় একান্ত ব্যর্থ হইয়াছে ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ ময়া প্রসাদ্য যৎ প্রার্থিতং তদ্ ব্যর্থম্। প্রার্থিতমাহ ভবচ্ছিদমিতি ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—বত ( খেদে অব্যয়ম্ ) অধনঃ ( দরিদ্রঃ ) ঈশ্বরাৎ ( মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সকাশাৎ) ফলীকারান্ ইব ( বুদ্ধিমান্দ্যাৎ সতুষতণ্ডুলকণান্ যথা যাচতে তথা ) ক্ষীণপুণ্যেন ( দুর্ভাগ্যেন ) মে ( ময়া ) স্বারাজ্যং ( নিজা-নন্দং ) যচ্ছতঃ ( অর্পয়তঃ পরমেশ্বরাৎ ) মৌঢ্যাৎ ( অজ্ঞতাবশাৎ ) মানঃ ( অভিমানঃ ) ভিক্ষিতঃ (প্রার্থিতঃ ) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হতভাগ্য দরিদ্র ব্যক্তি যেমন বুদ্ধির দোষে মহারাজচক্রবর্ত্তীর নিকটেও তুষযুক্ত তণ্ডুল-কণাই প্রার্থনা করিয়া থাকে, আমার অবস্থা সেইরূপ ঘটিয়াছে; আমি ভাগ্যদোষে না বুঝিয়া নিজানন্দপ্রদায়ী শ্রীভগবানের নিকট অভিমানময় উচ্চপদাদি প্রার্থনা করিয়াছি ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—এতদেব সদৃষ্টান্তমাহ। স্বারাজ্যং নিজানন্দং প্রযচ্ছতঃ সকাশাৎ অভিমানঃ ক্ষীণপুণ্যেন ময়া ভিক্ষিতঃ যাচিতঃ। ক্ষীণপুণ্যেন ইতি বা দৃষ্টান্ত এব সম্বন্ধঃ। যথা অধন ঈশ্বরাৎ চক্রবর্ত্তিনঃ ফলীকারান্ সতুষতণ্ডুলকণান্ যাচতে তদ্বৎ ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী।—ধ্রুব শ্রীভগবানের নিকট অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া নিজ পিতৃভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, মূলে যে শ্লোকে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার শেষ অংশে কথিত হইয়াছে যে, "নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরং" অর্থাৎ তপস্যায় বর লাভ করিয়া ধ্রুব গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু মনে তত প্রীতি লাভ করিলেন না। মৈত্রেয় মুনির এইরূপ বর্ণনা শ্রবণে সকলের মনেই প্রশ্ন হইতে পারে যে—কত জন্মজন্মান্তর তপস্যা

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ৩৬

করিয়াও যে-ধ্রুবলোকের ন্যায় ভগবৎস্থান লাভ করা সম্ভবপর হয় না, ধ্রুব অতি অল্পদিনের তপস্যায় সেই উত্তম স্থান লাভের অধিকারী হইয়াও যে ততদূর প্রীত হইলেন না, ইহার কারণ কি? মহামতি বিদুরের প্রাণেও এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি মৈত্রেয়ের নিকট তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিদুরের জিজ্ঞাসায় মৈত্রেয় উত্তর দিলেন যে—"মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্‌বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্। নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং পশ্চাত্তাপমুপেয়িবান্॥" অর্থাৎ বিমাতার দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত হইয়া ধ্রুব অভিমানভরে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে আসিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ব্যথা ভুলিতে পারেন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরমার্থের দিকে তাঁহার মন ধাবিত হয় নাই, এজন্য তিনি উচ্চতম পদাভিলাষ সঙ্কল্প করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু ক্রমশঃ তপঃপ্রভাবে শ্রীভগবানের দর্শন স্পর্শনাদি প্রাপ্ত হইয়া যখন পূর্ণবিবেক প্রাপ্ত হইলেন, যখন ভক্তির প্রবল তরঙ্গে হৃদয় হইতে মান-অভিমান প্রভৃতি আবর্জ্জনা সকল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল, তখন তিনি একমাত্র শ্রীভগবৎপাদপদ্মই সার বলিয়া বুঝিলেন, আর কোনও ভোগ্যবস্তুর দিকে স্পৃহা রহিল না, এজন্য তৎকালে তদনুরূপ "ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাম্" ইত্যাদি বাক্যে পরমভক্ত-জনোচিত প্রার্থনাই জানাইয়াছেন, কোনও ভোগ্যবস্তুর প্রার্থনা একবারও প্রকাশ করেন নাই। শ্রীভগবান্‌ও ধ্রুবের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে এমন বর দিলেন, যাহাতে তাঁহার কাম্য যে উচ্চপদ, তাহাও ভোগ করা হইবে, অথচ তাহার মধ্যেই ভক্তের পরমার্থ যে ভগবৎ পাদপদ্মসেবা, তাহাও লাভ হইবে। পরম ভক্ত ধ্রুব শ্রীভগবানের অসাধারণ প্রীতিপ্রদত্ত সেই বরের মর্ম্ম যে বুঝেন নাই, এরূপ নহে, কারণ তিনি "অর্থবিৎ" অর্থাৎ তৎকালে সার অসার সমস্ত তত্ত্বই তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল, তথাপি মানসিক অতৃপ্তির কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আত্মনির্ব্বেদ, অর্থাৎ প্রথমেই যে তিনি বিমুক্তি অর্থাৎ ভক্তোচিত শ্রীভগবৎসেবারূপ পরমার্থের দিকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, অভিমানে মত্ত ও প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা ত সেই পরমদেবতা সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ সকলই বুঝিয়াছেন, নতুবা তিনি "ত্বদ্‌ভ্রাতর্য্যুত্তমে নষ্টে" ইত্যাদি বাক্যে সুরুচি ও তৎপুত্র উত্তমের বিষম পরিণামের কথা উল্লেখ করিবেন কেন? এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই ধ্রুবের চিত্তে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্যই তাঁহার নিজের উপরই নিজের অপ্রীতি জন্মিয়াছে, "সমাধিনা নৈকভবেন" ইত্যাদি ছয়টী শ্লোকে ধ্রুবের স্বগত আত্মগ্লানিবোধক সেই বাক্যই উল্লিখিত হইয়াছে॥২৮—৩৫

**অন্বয়ঃ।**—[হে] তাত! (বৎস বিদুর!) মুকুন্দস্য (ভগবতঃ শ্রীহরেঃ) পদারবিন্দয়োঃ (পাদপদ্মযোঃ) রজোজুষঃ (পরাগরসজ্ঞাঃ) যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ (যদৃচ্ছয়া লব্ধেন অযত্নোপস্থিতেনৈব অবস্থাপারম্পর্য্যেণ মনসঃ সমৃদ্ধিঃ তুষ্টির্যেষাং তে) ভবাদৃশা জনাঃ তদ্দাস্যং (ভগবদস্যচরণত্বম্) ঋতে (বিনা) আত্মনঃ অর্থম্ (অন্যবিধং কমপি পুরুষার্থং) ন বৈ বাঞ্ছন্তি (নৈব অভিলষন্তি)॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—বৎস বিদুর! তোমার ন্যায় যে সকল ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের পরাগের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন, যদৃচ্ছাক্রমে (বিনা চেষ্টায়) যখন যেরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই যাঁহারা আত্মসন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের দাসত্ব ভিন্ন আর কোন বিষয়ই কামনা করেন না॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—এবং নিস্পৃহত্বং তস্য যুক্তমিত্যাহ নেতি। তস্য দাস্যং বিনা অন্যমর্থমাত্মনো নৈব বাঞ্ছন্তি। যদৃচ্ছয়ৈব লব্ধেন মনসঃ সমৃদ্ধির্যেষাং তে॥ ৩৬

আকর্ণ্যাত্মজমায়ান্তং সম্পরেত্য যথাগতম্। রাজা ন শ্রদ্দধে ভদ্রমভদ্রস্য কুতো মম ॥ ৩৭ ॥
শ্রদ্ধায় বাক্যং দেবর্ষের্হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ। বার্ত্তাহর্ত্তুরতিপ্রীতো হারং প্রাদান্মহাধনম্ ॥ ৩৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ঃ**—পূর্ব্ববর্ণিত ধ্রুবের উক্তিসমূহ দ্বারা তাঁহার যেরূপ বিষয়বৈরাগ্য প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা যে ভক্তজনের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে—ইহাই বিদুরকে বুঝাইবার জন্য মৈত্রেয় বলিলেন—বৎস বিদুর। শ্রীভগবানের চরণারবিন্দসেবায় ভক্তগণ যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন, তাহা তোমার অবিদিত নহে, কারণ তুমি নিজে একজন পরমভক্ত। দেখ, তুমি রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপুল ভোগ সমৃদ্ধির মধ্যেই বাল্যাবধি লালিত হইয়াছিলে, বৈষয়িক সুখসম্ভোগের যথেষ্ট সুযোগ তোমার ছিল, অথচ প্রাক্তন কর্ম্মবশে তোমার অন্তরে অবস্থিত ভক্তিবীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ এমনই সফল হইয়াছে যে, সে ফলের মাধুর্য্যে তুমি সমস্ত বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া অকাতরে পথে পথে বনে বনে পর্য্যটন করিতেছ, পরন্তু রাজসমৃদ্ধির প্রতি কিছুমাত্র আসক্ত নও। জগতে সকলেরই একমাত্র কাম্যবস্তু সুখ, ন্যায়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি যে যাহাই আচরণ করে, সকলই সুখের জন্য, কিন্তু সেই সেই সুখ পদার্থটী লৌকিক ভোগবৈচিত্র্যের মধ্যে এমনই রহস্যময়ভাবে অবস্থান করে যে, কেহই তাহার পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, এজন্য সকলে সর্ব্বদাই নিত্য নূতন পথ ধরিয়া তাহারই সন্ধানে উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটিতে থাকে—যখন যতটুকু প্রাপ্ত হয়, তখনই আবার ততোধিক সুখের জন্য লালসা উপস্থিত হয়। অতএব লৌকিক বিষয়ভোগে কিছুতেই পূর্ণভাবে সুখী হওয়া যায় না বলিয়াই আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং চিত্তেরও প্রশান্তি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন সমর্পণ করিতে পারিলে আর কোন ভোগ্যপদার্থের দিকে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, ভগবদিচ্ছায় যখন যে অবস্থায় থাকা যায় তাহাই শান্তিময় বলিয়া মনে হয়। ইহা তুমি নিজেই যেরূপ অনুভব করিতেছ, ধ্রুবেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। সকল আনন্দের মূলাধার সেই নিত্যানন্দময়ের শ্রীচরণারবিন্দই তিনি একমাত্র সার বলিয়া বুঝিয়াছেন, সুতরাং অন্যদিকে মন ধাবিত হইবে কেন? ॥ ৩৬ ॥

**অন্বয়ঃ ঃ**—রাজা (উত্তানপাদঃ) আত্মজং (পুত্রং ধ্রুবম্) আয়ান্তম্ (আগমনকারিণম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সম্পরেত্য (মৃত্বা) আগতং যথা (যঃ প্রাঙ্ মৃতঃ, সোঽধুনা সমাগচ্ছতীতি শ্রুত্বা কোঽপি ন বিশ্বসিতি, তথা) ন শ্রদ্দধে (বিশ্বাসং ন কৃতবান্), অভদ্রস্য (হতভাগ্যস্য) মে (মম) কুতো ভদ্রং (ধ্রুবস্য পুনঃপ্রাপ্তিরূপং মঙ্গলং কুতঃ?) ॥ ৩৭ ॥

**মূলানুবাদ ।**—রাজা উত্তানপাদ শুনিতে পাইলেন যে পুত্র ধ্রুব ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোনও মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিল, ইহা যেরূপ কেহ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ ধ্রুবের আগমনবার্ত্তাও রাজা বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহার মনে হইল—আমার ন্যায় হতভাগ্যের পক্ষে এরূপ ভাগ্যোদয় কি কখনও সম্ভবপর? ॥ ৩৭ ॥

**শ্রীধরটীকা ঃ**—প্রস্তুতমাহ আকর্ণ্যেতি। সম্পরেত্য মৃত্বা আগতমাকর্ণ্য যথা, তথা ন শ্রদ্দধে বিশ্বাসং ন চকার। অভদ্রস্য মে কুতো ভদ্রম্ ইতি মত্বা ॥ ৩৭ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—দেবর্ষেঃ (নারদস্য) বাক্যং (প্রাগুক্তম্"এষ্যত্যচিরতঃ" ইত্যাদিবাক্যং) শ্রদ্ধায় (বিশ্বস্য) হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ (অধীরঃ) বার্ত্তাহর্ত্তুঃ (সংবাদবাহকং প্রতি) অতিপ্রীতঃ (নিতরাং পরিতুষ্টঃ সন্) মহাধনং (বহুমূল্যং) হারং প্রাদাৎ (অর্পিতবান্) ॥ ৩৮ ॥

**মূলানুবাদ ঃ**—দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বকথিত বাক্য—"অচিরেই তোমার পুত্র কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিবে" হঠাৎ রাজার স্মরণ হইল, তাহাতে বিশ্বাসবশতঃ তিনি আনন্দবেগে অধীর হইয়া উঠিলেন ও সংবাদবাহকের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে বহুমূল্য হার অর্পণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

সদশ্বং রথমারুহ্য কার্ত্তস্বরপরিষ্কৃতম্। ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ পর্য্যস্তোঽমাত্যবন্ধুভিঃ ॥ ৩৯
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ বেণুভিঃ। নিশ্চক্রাম পুরাৎ তূর্ণমাত্মজাবেক্ষণোৎসুকঃ ॥ ৪০
সুনীতিঃ সুরুচিশ্চাস্য মহিষ্যৌ রুক্মভূষিতে। আরুহ্য শিবিকাং সার্দ্ধমুত্তমেনাভিজগ্মতুঃ ॥ ৪১
তং দৃষ্ট্বোপবনাভ্যাসে আয়ান্তং তরসা রথাৎ। অবরুহ্য নৃপস্তূর্ণমাসাদ্য প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৪২
পরিরেভেঽঙ্গজং দোর্ভ্যাং দীর্ঘোৎকণ্ঠমনাঃ শ্বসন্। বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শ-হতাশেষাঘবন্ধনম্॥৪৩

**শ্রীধরটীকা।**—এম্ভূত্যচিবত ইতি দেবর্ষের্বাক্যং শ্রদ্ধায় ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।** -[ রাজ্ঞঃ পুত্রপ্রত্যুদ্গমনং যুগেনাহ ] আত্মজাবেক্ষণোৎসুকঃ ( পুত্রদর্শনোৎসুকঃ রাজা ) ব্রাহ্মণৈঃ, কুলবৃদ্ধৈঃ ( স্ববংশীয়ৈঃ প্রাচীনবয়স্কৈঃ ) অমাত্যবন্ধুভিশ্চ ( মন্ত্রিভিঃ সুহৃদ্ভিশ্চ ) পর্য্যস্তঃ ( পরিবৃতঃ সন্ ) কার্ত্তস্বরপরিষ্কৃতং ( স্বর্ণমণ্ডিতং ) সদশ্বম্ ( উত্তমাশ্বযুক্তং ) রথম্ আরুহ্য শঙ্খদুন্দুভিনাদেন, বেণুভিঃ ( বংশীধ্বনিভিঃ ) ব্রহ্মঘোষেণ ( বেদধ্বনিনা চ, এতেষু উপলক্ষণে তৃতীয়া, তথা চ তত্তন্মাঙ্গলিকশব্দৈরুপলক্ষিতঃ সন্নিত্যর্থঃ ) তূর্ণং (সত্বরং) পুরাৎ ( ভবনাৎ ) নিশ্চক্রাম ( নির্গতো বভুব ) ॥ ৩৯।৪০ ॥

**মূলানুবাদ।**—রাজা পুত্রকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ব্রাহ্মণবর্গ, প্রাচীন জ্ঞাতিবর্গ, অমাত্য ও বন্ধুগণ সহ উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সত্বর গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, তাঁহার যাত্রাকালে শঙ্খ, দুন্দুভি ও বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মাঙ্গলিক শব্দ ও বেদধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৩৯।৪০ ॥

**শ্রীধরটীকা।** -ব্রাহ্মণাদিভিঃ পর্য্যস্তঃ পরিবৃতঃ ॥ ৩৯।৪০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—অস্য ( রাজ্ঞ উত্তানপাদস্য ) মহিষ্যৌ সুনীতিঃ ( ধ্রুবমাতা ) সুরুচিশ্চ (উত্তমমাতা) রুক্মভূষিতে ( স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিতে সত্যৌ ) উত্তমেন ( তন্নামকেন সুরুচিপুত্রেণ ) সার্দ্ধং ( সহ ) শিবিকাং ( নরবাহ্যযানবিশেষম্ ) আরুহ্য অভিজগ্মতুঃ ( ধ্রুবং প্রত্যুদ্গতবত্যৌ ) ॥ ৪১ ॥

**মূলানুবাদ।**—সুনীতি ও সুরুচি নামক রাজমহিষীদ্বয় বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া উত্তমকে সঙ্গে লইয়া শিবিকারোহণে ধ্রুবের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—অস্য রাজ্ঞো মহিষ্যৌ মধ্যে উত্তমং নিধায়, একামেব শিবিকাং নরবিমানমারুহ্য ॥ ৪১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—দীর্ঘোৎকণ্ঠমনাঃ ( দীর্ঘা প্রবলা উৎকণ্ঠা যত্র তৎ দীর্ঘোৎকণ্ঠং, তথাবিধং মনো যস্য সঃ ) নৃপঃ ( উত্তানপাদঃ ) বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শহতাশেষাঘবন্ধনং ( বিষ্বক্সেনস্য বিষ্ণোঃ অঙ্ঘ্রিসংস্পর্শেন চরণস্পর্শেন হতং বিনষ্টম্ অশেষং সমগ্রম্ অঘং পাপমেব বন্ধনং যস্য তথাবিধং ) তদ্ অঙ্গজং ( পুত্রং ধ্রুবম্ ) উপবনাভ্যাসে ( উপবন-সমীপে ) আয়ান্তম্ ( আগচ্ছন্তং ) দৃষ্ট্বা তরসা ( বেগেন ) রথাৎ অবরুহ্য ( অবতরণং কৃত্বা ) প্রেমবিহ্বলঃ [ অত-এব ] শ্বসন্ তূর্ণং ( সত্বরম্ ) আসাদ্য ( সমীপং গত্বা ) দোর্ভ্যাং ( বাহুভ্যাম্, বেষ্টয়িত্বেতি যাবৎ ) পরিরেভে ( আলিঙ্গিতবান্ ) ॥ ৪২।৪৩

**মূলানুবাদ।**—অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্ত রাজা উত্তানপাদ, উপবনের নিকটে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীহরির চরণস্পর্শে সমস্ত পাপবন্ধন—বিদূরিত পুত্র ধ্রুব আসিতেছে,—দেখিয়া তিনি বেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রীতিবিহ্বল-চিত্তে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সত্বর নিকটে গিয়া তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বারা বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৪২।৪৩

**শ্রীধরটীকা।**—উপবনস্যাভ্যাসে সমীপে ॥৪২॥ বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শেন হতমশেষমঘং বন্ধনঞ্চ যস্য ॥৪৩

অথাজিঘ্রন্ মুহুর্মূর্দ্ধ্নি শান্তৈর্নয়নবারিভিঃ। স্নপয়ামাস তনয়ং জাতোদ্দামমনোরথম্ ॥ ৪৪

অভিবন্দ্য পিতুঃ পাদাবাশীর্ভিশ্চাভিমন্ত্রিতঃ। ননাম মাতরৌ শীর্ষ্ণা সৎকৃতঃ সজ্জনাগ্রণীঃ ॥৪৫

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্। পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৪৬

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ। তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥ ৪৭

উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চোভাবন্যোন্যং প্রেমবিহ্বলৌ। অঙ্গসঙ্গাদুৎপুলকাবস্রৌঘং মুহুরূহতুঃ ॥ ৪৮

**অন্বয়ঃ**।—অথ (অনন্তরং) জাতোদ্দামমনোরথং (জাতঃ সিদ্ধঃ উদ্দামঃ মহান্ মনোরথো যস্য তম্) তনয়ং (ধ্রুবং) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অজিঘ্রৎ (আঘ্রাতবান্), শান্তৈঃ (আনন্দজনিতৈঃ) নয়নবারিভিঃ (অশ্রুজলৈঃ) স্নপযামাস (প্লাবিতবান্) ॥ ৪৪

**মূলানুবাদ**।—ধ্রুব অত্যুচ্চ মনোবাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আসিয়াছেন, রাজা তাঁহাকে পাইয়া বারংবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং আনন্দজনিত অশ্রুজলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন ॥ ৪৪

**শ্রীধরটীকা**।—জাত উদ্দামো মহান্ মনোরথো যস্য ॥ ৪৪

**অন্বয়ঃ**।—সজ্জনাগ্রণীঃ (সজ্জনেষু মধ্যে অগ্রগণ্যঃ ধ্রুবঃ, এতেন পূর্ব্বং দুর্ব্ব্যবহারকারিণোঽপি সুরুচ্যুত্তান-পাদযোরুপরি বিদ্বেষরাহিত্যং সূচিতং) সৎকৃতঃ (পিত্রা আলিঙ্গনাদিভিরাদৃতঃ সন্) পিতুঃ পাদৌ অভিবন্দ্য (প্রণম্য) আশীর্ভিঃ (আশীর্ব্বাদবাক্যৈঃ) অভিমন্ত্রিতশ্চ (সম্ভাবিতশ্চ সন্) শীর্ষ্ণা (অবনতেন মস্তকেন) মাতরৌ (সুনীতিং সুরুচিঞ্চ) ননাম (প্রণতবান্) ॥ ৪৫

**মূলানুবাদ**।—সজ্জনাগ্রণী ধ্রুব পিতার নিকট এইরূপে আদৃত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং পিতাও আশীর্ব্বাদবাক্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। পরে ধ্রুব নিজমাতা সুনীতিকে এবং বিমাতা সুরুচিকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৫

**অন্বয়ঃ**।—সুরুচিঃ (ধ্রুবস্য বিমাতা) পাদাবনতং (চরণয়োঃ প্রণতং) তম্ অর্ভকং (বালকং তং ধ্রুবং) সমুত্থাপ্য পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) বাষ্পগদ্গদয়া (অশ্রুজড়ীকৃতয়া) গিরা (বাক্যেন) জীব ইতি আহ (কথিত-বতী) ॥ ৪৬

**মূলানুবাদ**।—সুরুচি নিজচরণে প্রণত সেই ধ্রুবকে (হস্তধারণপূর্ব্বক) উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুগদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন—"দীর্ঘজীবী হও" ॥ ৪৬

**শ্রীধরটীকা**।—অভিমন্ত্রিতঃ পিতুরাশীর্ভিঃ সহ তেন কৃতসম্ভাষণঃ ॥ ৪৬

**অন্বয়ঃ**।—[নন্থ পূর্ব্বং বিদ্বেষাতিশয়বত্যা অপি সুরুচেঃ ইদানীং কথমেবং প্রীতিপরায়ণতা ইত্যাশঙ্কায়ামাহ —যস্যেতি] ভগবান্ হরিঃ যস্য (জনস্য) মৈত্র্যাদিভিঃ গুণৈঃ প্রসন্নঃ (পরিতুষ্টো ভবতি) তস্মৈ আপঃ (জলানি) নিম্নমিব (যথা জলানি স্বত এব নিম্নং দেশমভিধাবন্তি তথা) ভূতানি (সর্ব্বে প্রাণিনঃ) স্বয়ং নমন্তি (স্বেচ্ছয়ৈব তদনুবর্ত্তিনো ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৪৭

**মূলানুবাদ**।—জল যেমন স্বয়ংই নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীহরি যাঁহার মৈত্রী প্রভৃতি গুণে প্রসন্ন হন, প্রাণিবর্গ সকলেই আপনা হইতে তাঁহার নিকট নত হইয়া থাকে ॥ ৪৭

**অন্বয়ঃ**।—উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চ উভৌ (ভ্রাতরৌ) অন্যোন্যং (পরস্পরম্) অঙ্গসঙ্গাৎ (দেহসংস্পর্শাৎ) প্রেম-বিহ্বলৌ উৎপুলকৌ (রোমাঞ্চিতকলেবরৌ সন্তৌ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অস্রৌঘং (অশ্রুজলসমূহম্) ঊহতুঃ (গৃহীতবন্তৌ) ॥ ৪৮

সুনীতিরস্য জননী প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতম্ । উপগুহ্য জহাবাধিং তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা ॥ ৪৯

পয়ঃ স্তনাভ্যাং সুস্রাব নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ শিবৈঃ ।
তদাভিষিচ্যমানাভ্যাং বীর বীরসুবো মুহুঃ ॥ ৫০
তাং শশংসুর্জনা রাজ্ঞীং দিষ্ট্যা তে পুত্র আর্ত্তিহা ।
প্রতিলব্ধশ্চিরং নষ্টো রক্ষিতা মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ৫১
অভ্যর্চ্চিতস্ত্বয়া নূনং ভগবান্ প্রণতার্ত্তিহা ।
যদনুধ্যায়িনো ধীরা মৃত্যুং জিগ্যুঃ সুদুর্জ্জয়ম্ ॥ ৫২

**মূলানুবাদ** ।—উত্তম ও ধ্রুব দুই ভ্রাতা পরস্পর দেহসংস্পর্শে প্রেমে আত্মহারা ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া অবিরাম অশ্রুধারা বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

**অন্বয়ঃ** ।—অস্য ( ধ্রুবস্য ) জননী সুনীতিঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতং ( ধ্রুবম্ ) উপগুহ্য ( আলিঙ্গ্য ) তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা ( তস্য পুত্রস্য অঙ্গস্পর্শেন নির্বৃতা শান্তিপ্রাপ্তা সতী ) আধিং ( মনোব্যথাং ) জহৌ ( পরিত্যক্তবতী ) ॥ ৪৯

**মূলানুবাদ** ।—ধ্রুবের জননী সুনীতি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ধ্রুবকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অঙ্গস্পর্শে পরম আনন্দ অনুভব করত মনের সকল দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৯

**শ্রীপ্রবরটীকা** ।—সুরুচ্যাঃ প্রীতির্নাসম্ভাবিতেত্যাহ যস্যেতি, নমন্তি অনুসরন্তি । আপো যথা স্বয়মেব নিম্নং দেশমবতরন্তি ॥ ৪৭ ॥ উহতুর্দধতুঃ ॥ ৪৮।৪৯ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] বীর ! ( বিদুর ! ) তদা ( তস্মিন্ সময়ে ) বীরসুবঃ ( বীরপ্রসূতেঃ সুনীতেঃ ) শিবৈঃ ( আনন্দজনিতৈঃ ) নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ ( অশ্রুজলৈঃ ) মুহুঃ ( বারংবারম্ ) অভিষিচ্যমানাভ্যাম্ ( আপ্লুতাভ্যাং ) স্তনাভ্যাম্ [ অপাদানেঽত্র পঞ্চমী ] পয়ঃ ( দুগ্ধং ) সুস্রাব ( ক্ষরিতং বভূব ) ॥ ৫০ ॥

**মূলানুবাদ** ।—হে বীর বিদুর । তৎকালে বীরপ্রসবিনী সুনীতির আনন্দাশ্রুজলে স্তনদ্বয় সিক্ত হইল এবং তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

**শ্রীপ্রবরটীকা** ।—হে বীর । বীরসুবো ধ্রুবমাতুঃ অভিষিচ্যমানাভ্যাং স্তনাভ্যাং পয়স্তদা সুস্রাব ॥ ৫০ ॥

**অন্বয়ঃ** ।—চিরং ( দীর্ঘকালং ব্যাপ্য ) নষ্টঃ ( দর্শনম্ অপ্রাপ্তঃ ) [ সম্প্রতি ] দিষ্ট্যা ( ভাগ্যেন ) প্রতিলব্ধঃ ( প্রত্যাগতঃ ) তে ( তব ) আর্ত্তিহা ( সকলদুঃখনিবারকঃ ) পুত্রঃ (ধ্রুবঃ) ভুবঃ মণ্ডলং (পৃথিবীং) রক্ষিতা ( পালয়িষ্যতি ), [ ইতি ] জনাঃ ( তত্রত্যাঃ সর্ব্বে ) তাং রাজ্ঞীং ( সুনীতিং ) শশংসুঃ ( কথয়ামাসুঃ ) ॥ ৫১ ॥

**মূলানুবাদ** ।—ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ রাজ্ঞী সুনীতিকে বলিতে লাগিলেন- হে রাজ্ঞি । আপনার এই পুত্র বহু দিন অদর্শনে থাকিবার পর সৌভাগ্যক্রমে আবার ফিরিয়া আসিয়া সকলেরই দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন, ইনিই পৃথিবী প্রতিপালন করিবেন ॥ ৫১ ॥

**অন্বয়ঃ** ।– ধীরাঃ ( জ্ঞানিনঃ ) যদনুধ্যায়িনঃ ( যস্য ভগবতঃ ধ্যানপরায়ণাঃ সন্তঃ ) সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুং জিগ্যুঃ ( পরাজিতবন্তঃ ) প্রণতার্ত্তিহা ( প্রণতানাং দুঃখহারী ) [ সঃ ] ভগবান্ নূনং ( নিশ্চিতং ) ত্বয়া অভ্যর্চ্চিতঃ ( সম্যক্ আরাধিতঃ ) [ কথমন্যথা অবক্ষিতনির্গতমেতং শিশুম্ অক্ষতমেব পুনঃ প্রাপ্নোষি ] ॥ ৫২ ॥

**মূলানুবাদ** ।—জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে-ভগবানের ধ্যানবলে দুর্জ্জয় মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া থাকেন, আপনি অবশ্যই সেই প্রণতজনের দুঃখহারী শ্রীভগবানের যথেষ্ট আরাধনা করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

লাল্যমানং জনৈরেবং ধ্রুবং সভ্রাতরং নৃপঃ।
আরোপ্য করিণীং হৃষ্টঃ স্তূয়মানোঽবিশৎ পুরম্ ॥ ৫৩

তত্র তত্রোপসংক্লৃপ্তৈর্লসন্মকরতোরণৈঃ। সবৃন্তৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ ॥ ৫৪
চূতপল্লববাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ। উপস্কৃতং প্রতিদ্বারমপাং কুম্ভৈঃ সদীপকৈঃ ॥ ৫৫
প্রাকারৈর্গোপুরাগারৈঃ শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ। সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং শ্রীমদ্বিমানশিখরদ্যুভিঃ ॥ ৫৬

**শ্রীধরটীকা।**–চিরং নষ্টঃ দর্শনমপ্রাপ্তঃ। রক্ষিতা রক্ষিষ্যতি ॥ ৫১।৫২

**অন্বয়ঃ।**—হৃষ্টঃ (আনন্দিতঃ) নৃপঃ (উত্তানপাদঃ) এবং লাল্যমানং (তত্রত্যৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রীত্যা এবম্ অভি-নন্দ্যমানং) সভ্রাতরং (উত্তমসহিতং) ধ্রুব করিণীং (হস্তিনীম্) আরোপ্য জনৈঃ (দর্শকৈঃ সর্ব্বৈঃ) স্তূয়মানঃ (প্রশস্যমানঃ সন্) পুরং (স্বভবনম্) অবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৫৩

**মূলানুবাদ।**—তথায় সকলে এইরূপে ধ্রুবের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতে থাকিলে রাজা উত্তানপাদ আনন্দিত মনে ধ্রুব ও উত্তমকে একটী হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নিজপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন সকল লোকে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৫৩

**শ্রীধরটীকা।**—এবমিতি ব্যবহিতং পিত্রাদিলালনং পরামৃশ্যতে ॥ ৫৩

**অন্বয়ঃ।**—[শ্লোকচতুষ্টয়েন পুরং বর্ণয়তি] তত্র তত্র (যথাযোগ্যস্থানেষু) উপসংক্লৃপ্তৈঃ (বিন্যস্তৈঃ) লসন্মকরতোরণৈঃ (লসন্তঃ শোভমানাঃ মকরাকারাঃ তোরণাঃ যৈঃ তথাবিধৈঃ) সবৃন্তৈঃ (ফলমঞ্জরীযুক্তৈঃ) কদলী-স্তম্ভৈঃ (স্তম্ভাকারৈঃ কদলীবৃক্ষৈঃ) তদ্বিধৈঃ (ফলমঞ্জরীযুক্তৈঃ) পূগপোতৈশ্চ (পূগানাং বালবৃক্ষৈশ্চ) ["উপস্কৃতং প্রতিদ্বারম্" ইত্যগ্রেণান্বয়ঃ] ॥ ৫৪

**মূলানুবাদ।**—পুরের প্রতিদ্বারে যথাযোগ্যস্থানে ফলমঞ্জরীযুক্ত স্তম্ভাকৃতি কদলীবৃক্ষ ও তথাবিধ নবীন গুবাক্ বৃক্ষসমূহ এরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল, যাহাতে মকরাকৃতি দ্বারদেশসকল অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ৫৪

**শ্রীধরটীকা।**-পুরং বর্ণয়তি তত্র তত্রেতি চতুর্ভিঃ। সবৃন্তৈঃ ফলমঞ্জরীযুক্তৈঃ। পূগানাং পোতৈঃ বালবৃক্ষৈঃ তদ্বিধৈঃ সবৃন্তৈঃ উপস্কৃতং প্রতিদ্বারমিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫৪

**অন্বয়ঃ।**—চূতপল্লববাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ (চূতপল্লবাঃ আম্রপল্লবাঃ, বাসাংসি নূতনবস্ত্রাণি, স্রজঃ মাল্যানি, মুক্তাদামানি চ মুক্তামালিকাঃ, তেষাং বিশিষ্টো লম্বঃ লম্বিতভাবেনাবস্থানং বিদ্যতে যেষু তৈঃ) সদীপকৈঃ (প্রদীপসহিতৈঃ) অপাং কুম্ভৈঃ (জলপূর্ণৈঃ কলসৈঃ) উপস্কৃতং প্রতিদ্বারং (সজ্জিতং) [পুরম্ অবিশদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ৫৫

**মূলানুবাদ।**—আম্রপল্লব, নূতন বস্ত্র, মাল্য ও মুক্তাসমূহদ্বারা এবং শোভিত প্রদীপযুক্ত জলপূর্ণ কুম্ভ-দ্বারা সেই পুরের প্রত্যেক দ্বারগুলি সুসজ্জিত ছিল ॥ ৫৫

**শ্রীধরটীকা।**—চূতপল্লবাশ্চ বাসাংসি চ স্রজশ্চ মুক্তাদামানি চ তেষাং,বিশিষ্টো লম্বো লম্বনম্ অস্তি যেষু কুম্ভেষু ॥ ৫৫

**অন্বয়ঃ।**—শ্রীমদ্বিমানশিখরদ্যুভিঃ (শ্রীমতাং শোভাশালিনাং বিমানানামিব রথানামিব শিখরাণাং দ্যৌঃ দ্যুতির্যেষাং তৈঃ) শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ (শাতকুম্ভাঃ স্বর্ণময়াঃ পরিচ্ছদাঃ আস্তরণাদিদ্রব্যাণি যেষু তৈঃ) প্রাকারৈঃ

মৃষ্টচত্বররথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চ্চিতম্। লাজাক্ষতৈঃ পুষ্পফলৈস্তণ্ডুলৈর্বলিভির্যুতম্ ॥ ৫৭

ধ্রুবায় পথি দৃষ্টায় তত্র তত্র পুরস্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বু-দূর্ব্বাপুষ্পফলানি চ।
উপজহ্রুঃ প্রযুঞ্জানা বাৎসল্যাদাশিষঃ সতীঃ ॥ ৫৮
শৃণ্বংস্তদ্গুণগীতানি প্রাবিশদ্ভবনং পিতুঃ ॥ ৫৯

মহামণিব্রাতময়ে স তস্মিন্ ভবনোত্তমে। লালিতো নিতরাং পিত্রা ন্যবসদ্দিবি দেববৎ ॥ ৬০

(প্রাচীরৈঃ) গোপুরাগারৈঃ (গোপুরৈঃ বহির্দ্বারৈঃ, আগারৈশ্চ গৃহৈশ্চ ইত্যর্থঃ) সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) অলঙ্কৃতং [পুরম্ অবিশদিতি সম্বন্ধঃ] ॥ ৫৬

**মূলানুবাদ।**—সেই রাজপুরী যে সকল প্রাচীর, বহির্দ্বার ও গৃহসমূহ দ্বারা চারিদিকে অলঙ্কৃত ছিল, তৎসমুদয় স্বর্ণময় পরিচ্ছদে সুশোভিত এবং তাহাদের উপরিস্থিত চূড়াগুলি উত্তম রথের চূড়ার ন্যায় কান্তিসম্পন্ন ছিল ॥ ৫৬

**শ্রীধরটীকা।**—গোপুরৈরাগারৈশ্চ। শাতকুম্ভাঃ স্বর্ণময়াঃ পরিচ্ছদাঃ পরিকরা যেষু। বিমানানামিব শিখরৈর্দ্যোতির্দ্যোতির্যেষাম্ ॥ ৫৬

**অন্বয়ঃ।**—মৃষ্টচত্বররথ্যাট্টমার্গং (মৃষ্টাঃ সংস্কৃতাঃ চত্বরাদয়ো যত্র তৎ), চন্দনচর্চ্চিতং, লাজাক্ষতৈঃ (লাজৈঃ অক্ষতৈশ্চ), পুষ্পফলৈঃ (পুষ্পৈঃ ফলৈশ্চ), তণ্ডুলৈঃ, বলিভিঃ (অন্যৈশ্চ পূজোপহারৈঃ) যুতম্ [পুরমবিশদিতি সম্বন্ধঃ] ॥ ৫৭

**মূলানুবাদ।** সেই পুরে প্রাঙ্গণ, রাজপথ, অট্টালিকা ও সাধারণ পথ, সমস্তই অতি পরিষ্কৃত এবং চন্দনদ্বারা লিপ্ত ছিল। লাজ (খৈ), অক্ষত (যব), পুষ্প, ফল, তণ্ডুল ও অন্যান্য নানাবিধ উপহার সেই পুরী-মধ্যে বিরাজমান ছিল ॥ ৫৭

**শ্রীধরটীকা।**—চত্বরমঙ্গনং, রথ্যা মহামার্গঃ, অট্ট উচ্চস্থোপরি নির্ম্মিতা ভূমিকা, মার্গোঽবান্তরঃ, মৃষ্টাঃ সম্মার্জ্জিতাশ্চত্বরাদয়ো যস্মিন্ ॥ ৫৭

**অন্বয়ঃ।**—সতীঃ (সত্যঃ, "পুরস্ত্রিয়" ইত্যস্য বিশেষণতয়া প্রথমাবহুবচনান্তত্বেঽপি তথা প্রয়োগ আর্ষঃ) পুরস্ত্রিয়ঃ তত্র তত্র (ধ্রুবাগমনমার্গে সমবেতাঃ সত্য ইতি শেষঃ) পথি দৃষ্টায় ধ্রুবায় বাৎসল্যাৎ আশিষঃ প্রযুঞ্জানাঃ (নানাবিধান্ আশীর্ব্বাদান্ কুর্ব্বাণাঃ) সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বুদূর্ব্বাপুষ্পফলানি চ (সিদ্ধার্থাঃ শ্বেতসর্ষপাঃ, অক্ষতাঃ, যবাঃ, তৎপ্রভৃতীনি মাঙ্গলিকদ্রব্যাণি) উপজহ্রুঃ (উপহারস্বরূপেণ অর্পিতবত্যঃ) ॥ ৫৮

**মূলানুবাদ।**—সাধ্বী পুরস্ত্রীগণ ধ্রুবের আগমনপথে সমবেত হইয়া তথায় ধ্রুবকে দেখিয়া বাৎসল্য-বশতঃ নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক শ্বেতসর্ষপ, যব, দধি, জল, দুগ্ধ, পুষ্প, ফল প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

**অন্বয়ঃ।**—তদ্গুণগীতানি (তাভিঃ পুরস্ত্রীভিঃ কৃতানি ধ্রুবস্য গুণগানানি) শৃণ্বন্ [ধ্রুবঃ] পিতুঃ ভবনং (রাজপুরং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৫৯

**মূলানুবাদ।**—সেই পুরস্ত্রীগণ ধ্রুবের গুণগান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে ধ্রুব রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৯

**অন্বয়ঃ।**—সঃ (ধ্রুবঃ) তস্মিন্ (পুরে) মহামণিব্রাতময়ে (অত্যুৎকৃষ্টৈর্মণিসমূহৈঃ সমলঙ্কৃতে) ভবনোত্তমে

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ। আসনানি মহার্হাণি যত্র রৌক্মা উপস্করাঃ ॥ ৬১
যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ। মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥ ৬২
উদ্যানানি চ রম্যাণি বিচিত্রৈরমরদ্রুমৈঃ। কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ॥ ৬৩
বাপ্যো বৈদূর্য্যসোপানাঃ পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ। হংসকারণ্ডবকুলৈর্জুষ্টাশ্চক্রাহ্বসারসৈঃ ॥ ৬৪

( কস্মিংশ্চিদুত্তমে গৃহে ) পিত্রা নিতরাং লালিতঃ ( সমাদৃতঃ সন্ ) দিবি ( স্বর্গে ) দেববৎ ( দেবতা যথা পরমসুখেন নিবসতি তথা ) ন্যবসৎ ( অবস্থানং কৃতবান্ ) ॥ ৬০

**মূলানুবাদ।**—দেবতারা স্বর্গে যেমন অতি সুখে বাস করেন, সেইরূপ ধ্রুব সেই রাজপুরে মহামূল্য মণিসমূহ দ্বারা খচিত উত্তম গৃহে পিতা কর্ত্তৃক অত্যন্ত সমাদৃত হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

**শ্রীধরটীকা।**—সিদ্ধার্থঃ শ্বেতসর্ষপঃ। অক্ষতা যবাঃ। উপজহ্রুঃ ব্যকিরন্। সতীঃ সত্যঃ ॥ ৫৮—৬০

**অন্বয়ঃ।**—যত্র ( যস্মিন্ গৃহে ) দান্তাঃ ( গজদন্তনির্ম্মিতপর্য্যঙ্কোপরি বিরাজমানাঃ ) রুক্মপরিচ্ছদাঃ ( স্বর্ণালঙ্কৃতাঃ ) পয়ঃফেননিভাঃ ( দুগ্ধফেনতুল্যাঃ ) শয্যাঃ, মহার্হাণি (বহুমূল্যানি) আসনানি, রৌক্মাঃ (স্বর্ণময়াঃ) উপস্করাঃ ( গৃহবাসোপকরণদ্রব্যাণি চ, সন্তীতি শেষঃ ) ॥ ৬১

**মূলানুবাদ।**—সেই গৃহে হস্তিদন্তনির্ম্মিত পালঙ্কে স্বর্ণখচিত দুগ্ধফেনতুল্য শয্যা, বহুমূল্য আসন ও অন্যান্য নানাবিধ স্বর্ণময় উপকরণ বিদ্যমান ছিল ॥ ৬১

**অন্বয়ঃ।**—যত্র ( যস্মিন্ গৃহে ) মহামারকতেষু (উৎকৃষ্টমরকত-মণি-ঘটিতেষু) স্ফটিককুড্যেষু (স্ফটিকনির্ম্মিত-ভিত্তিষু) ললনারত্নসংযুতাঃ ( ললনাকারাণি যানি রত্নানি, রত্ননির্ম্মিতাঃ যাঃ স্ত্রীমূর্ত্তয় ইত্যর্থঃ, তত্র সংযুতাঃ সংস্থাপিতাঃ ) মণিপ্রদীপাঃ ( মণিময়াঃ প্রদীপাঃ ) আভান্তি ( শোভন্তে ) ॥ ৬২

**মূলানুবাদ।**—সেই গৃহে উত্তম মরকতমণিখচিত স্ফটিকময় ভিত্তিতে রত্ননির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তির উপর সংস্থাপিত মণিময় প্রদীপসমূহ শোভা পাইতেছিল ॥ ৬২

**অন্বয়ঃ।**—গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ( গায়ন্তঃ গুঞ্জনকারিণো মত্তাঃ মধুব্রতাঃ ভ্রমরাঃ যেষু তৈঃ ) কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈঃ (কূজন্তি শব্দায়মানানি বিহঙ্গমিথুনানি পক্ষিদম্পতিসমূহা যত্র তৈঃ) বিচিত্রৈঃ অমরদ্রুমৈঃ(হরিচন্দনপ্রভৃতিভিঃ স্বর্গীয়-বৃক্ষৈঃ, অত্র বিশেষণে তৃতীয়া, তথা চ তাদৃগ্ বৃক্ষবিশিষ্টানীত্যর্থঃ ) রম্যাণি ( মনোহরাণি ) উদ্যানানি চ [ যত্র আভান্তীত্যন্বয়ঃ ] ॥ ৬৩

**মূলানুবাদ।**—সেই গৃহের নিকট মনোহর উপবন ছিল, তন্মধ্যে বহুতর সুন্দর স্বর্গজাত বৃক্ষ ছিল, সেই সকল বৃক্ষে মধুমত্ত ভ্রমরগণ মধুর গুঞ্জন করিত এবং বহুবিধ পক্ষিদম্পতি মনোহর কলরব করিত ॥ ৬৩

**শ্রীধরটীকা।**—যত্র ভবনোত্তমে ॥ ৬১—৬৩

**অন্বয়ঃ।**—চক্রাহ্বসারসৈঃ ( চক্রাহ্বাঃ চক্রবাকাঃ, তে চ সারসাশ্চ তৈঃ ) হংসকারণ্ডবকুলৈঃ ( হংসাঃ রাজ-হংসাঃ, কারণ্ডবাশ্চ ক্ষুদ্রহংসবিশেষাঃ তেষাং কুলৈঃ সমূহৈঃ ) জুষ্টাঃ ( অধিষ্ঠিতাঃ ) পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ (ইদমপি প্রথমান্তসার্থং পদং, তথা চ পদ্মাদিযুক্তা ইত্যর্থঃ ) বৈদূর্য্যসোপানাঃ ( বৈদূর্য্যময়ানি সোপানানি যত্র তাঃ ) বাপ্যঃ ( দীর্ঘিকাঃ, যত্র আভান্তীতি যাবৎ ) ॥ ৬৪

**মূলানুবাদ।**—তথায় চক্রবাক, সারস, রাজহাঁস, পাতিহাঁস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত অনেক দীঘি শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে অনেক পদ্ম, উৎপল ও কুমুদ পুষ্প বিকসিত ছিল এবং তথাকার সোপানগুলি বৈদূর্য্যমণিদ্বারা নির্ম্মিত ছিল ॥ ৬৪

উত্তানপাদো রাজর্ষিঃ প্রভাবং তনয়স্য তম্ । শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাদ্ভুততমং প্রপেদে বিস্ময়ং পরম্ ॥৬৫
বীক্ষ্যোঢ়বয়সং পুত্রং প্রকৃতীনাঞ্চ সম্মতম্ । অনুরক্তপ্রজং রাজা ধ্রুবং চক্রে ভুবঃ পতিম্ ॥ ৬৬
আত্মানঞ্চ প্রবয়সমাকলয্য বিশাং পতিঃ । বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্ বিমৃশন্নাত্মনো গতিম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—তনয়স্য ( পুত্রস্য ধ্রুবস্য ) অদ্ভুততমম্ ( অত্যাশ্চর্য্যং ) প্রভাবং ( মহিমানং ) শ্রুত্বা ( পূর্ব্বং নারদমুখাৎ "সুদুষ্করং কর্ম্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ" ইত্যাদিবাক্যাৎ অবগত্য, স্থিতঃ ) রাজর্ষিঃ উত্তানপাদঃ তং দৃষ্ট্বা ( তদানীং তাদৃশং প্রভাবাতিশয়ং সাক্ষাদুপলভ্য ) পরম্ ( অত্যন্তং ) বিস্ময়ং প্রপেদে ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ৬৫

**মূলানুবাদ ।**—রাজর্ষি উত্তানপাদ ধ্রুবের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবের কথা ( পূর্ব্বেই নারদের মুখে ) শুনিয়াছিলেন, ( তৎকালে ) সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৬৫

**শ্রীধরটীকা ।**—কুমুৎ কুমুদম্ । পদ্মাদিমত্যো বাপ্যঃ ॥ ৬৪।৬৫

**অন্বয়ঃ ।**—রাজা ( উত্তানপাদঃ ) পুত্রং ধ্রুবম্ উঢ়বয়সং (প্রাপ্তযৌবনং) প্রকৃতীনাং ( প্রজাপুঞ্জানাং ) সম্মতং ( রাজ্যরক্ষণ-সুযোগ্যতয়া তাভিরভিমতং ) অনুরক্তপ্রজঞ্চ ( অনুরক্তাঃ প্রজাঃ যত্র তথাবিধঞ্চ ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) ভুবঃ পতিং ( পৃথিব্যাং পালকং, রাজ-পদাভিষিক্তমিতি যাবৎ ) চক্রে ( কৃতবান্ ) ॥ ৬৬

**মূলানুবাদ ।**—পুত্র ধ্রুব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রজাগণ সকলেই তাহাকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহার প্রতি সকলেই অনুরক্ত, ইহা দেখিয়া রাজা উত্তানপাদ তাহাকে পৃথিবীর অধীশ্বর ( রাজ্যাভিষিক্ত ) করিলেন ॥ ৬৬

**শ্রীধরটীকা ।**—উঢ়বয়সং প্রাপ্তযৌবনম্ । অনুরক্তাঃ প্রজা যস্মিন্ ॥ ৬৬

**অন্বয়ঃ ।**—বিশাংপতিঃ ( নরাণামধিপতিঃ রাজা উত্তানপাদঃ ) আত্মানং ( স্বং ) প্রবয়সং (বৃদ্ধম্) আকলয্য ( বিবিচ্য ) আত্মনো গতিং ( স্বস্য পরিণামং ) বিমৃশন্ ( চিন্তয়ন্ ) বিরক্তঃ ( সংসারং প্রতি বিরক্তঃ সন্ ) বনং প্রাতিষ্ঠৎ ( প্রস্থিতবান্ ) [ পরস্মৈপদপ্রয়োগ আর্ষঃ ] ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৯

**মূলানুবাদ ।**—নরপতি উত্তানপাদ নিজে বৃদ্ধ হইয়াছেন বুঝিয়া পরিণামের শুভগতির চিন্তায় সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া বনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে নবমোধ্যায়ঃ ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা ।**—প্রবয়সং বৃদ্ধম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী ।**—রাজ-অনুচরগণ ধ্রুব আবার পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিতেছেন জানিতে পারিয়া রাজার নিকট আসিয়া সংবাদ দিলে উহা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ রাজার বিশ্বাসই হইল না, কেননা মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়া পাওয়া যেমন সম্ভবপর নহে, সেইরূপ ধ্রুবকে ফিরিয়া পাওয়াও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহার মনে হইল। অন্তঃকরণের দুর্ব্বলতার ইহাই ধর্ম্ম যে, বিশ্বাসযোগ্য বিষয়েও বিশ্বাস করিতে বাধা জন্মায়। তিনি পূর্ব্বে ধ্রুবের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য পরে অন্তরে বড়ই অনুতাপ আসিয়াছে, বুঝিয়াছেন

যে, ধ্রুবের ন্যায় পুত্ররত্নের প্রতি দুর্ব্যবহার করা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের ফল, তাহাতেই সে রত্নে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, সুতরাং তাহাকে ফিরিয়া পাইবেন কিরূপে ? এইরূপ নৈরাশ্যের মধ্যেও দেবর্ষি নারদের কথা তাঁহার মনে পড়িল,—তিনিই ত বলিয়া গিয়াছিলেন যে 'তোমার পুত্র অলৌকিক কর্ম্ম সাধনা করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে'। সুতরাং দেবর্ষির কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, এরূপ বিশ্বাসে পরক্ষণেই রাজার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ও বার্ত্তাবাহকের কথা সত্য বলিয়া মনে হইল। তাহাকে তখন মহামূল্য রত্নহার পারিতোষিক প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবাদি সঙ্গে লইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুত্রকে দেখিবার জন্য তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুনীতি এবং সুরুচি, ইঁহারাও উত্তমকে সঙ্গে লইয়া শিবিকায় আরোহণ করিয়া রাজার অনুসরণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতেই পুত্রকে আসিতে দেখিয়া রাজা দ্রুতবেগে রথ হইতে অবতরণ করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও আনন্দাশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ সিক্ত হইল। ধ্রুবও ক্রমশঃ পিতাকে এবং মাতৃদ্বয়কে প্রণাম করিলেন। বিমাতা সুরুচি ধ্রুবের হাত ধরিয়া উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাষ্প-গদ্‌গদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বৎস দীর্ঘজীবী হও"। মাত্র ছয় মাস পূর্ব্বে যে সুরুচি ধ্রুবের প্রতি অমানুষিক বিদ্বেষপরায়ণা ছিলেন, কেন আজ তাঁহার এ পরিবর্ত্তন ও কে তাঁহার কঠিন হৃদয়ে এমন কোমলতার সৃষ্টি করিল—এই প্রশ্নের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে, যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করে, তাঁহার নিকট সকলেই নত হইয়া পড়ে ও শুধু মানুষ কেন, কোনও জীবই আর তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না। সুতরাংবুঝিতে হইবে যে ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে যে মহিমান্বিত করিয়াছেন, সেই মহিমাবশতঃই সুরুচির এই পরিবর্ত্তন।

যাহা হউক, পথিমধ্যে ধ্রুবের সহিত রাজা, সুরুচি, সুনীতি, উত্তম ও সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের যথোচিত আনন্দপূর্ণ শিষ্টব্যবহার সম্পন্ন হইলে রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নিজ ভবনে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন ও সকলেই ধ্রুবকে সমুচিত আশীর্ব্বাদ ও উপহারাদি প্রদান করিলেন। রাজভবন মধ্যে নানাবিধ সুরম্য ভোগ-সামগ্রী-পূর্ণ বাসস্থানে ধ্রুব বাস করিতে লাগিলেন ও পিতার ঐকান্তিক সমাদরে পরমসুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ ধ্রুব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রজাপুঞ্জ সকলেই ধ্রুবের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইল। এদিকে রাজা উত্তানপাদ বৃদ্ধ হইয়াছেন, পরিণামের সদ্‌গতির চিন্তা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং সংসারের প্রতি আর তাঁহার আসক্তি নাই, এজন্য অমাত্য ও প্রজাপুঞ্জ প্রভৃতি সকলের সম্মতি অনুসারে ধ্রুবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি বনে প্রস্থান করিলেন॥ ৩৭ - ৬৭

ইতি-শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

———(:*:)———

## দশমোঽধ্যায়ঃ।

——(:*:)——

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবঃ। উপযেমে ভ্রমিং নাম তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ ॥ ১
ইলায়ামপি ভার্য্যায়াং বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ। পুত্রমুৎকলনামানং যোষিদ্রত্নমজীজনৎ ॥ ২
উত্তমস্ত্বকৃতোদ্বাহো মৃগয়ায়াং বলীয়সা। হতঃ পুণ্যজনেনাদ্রৌ তন্মাতাস্য গতিং গতা ॥ ৩
ধ্রুবো ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচার্পিতঃ। জৈত্রং স্যন্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনালয়ম্ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—ধ্রুবঃ প্রজাপতেঃ শিশুমারস্য দুহিতরং ভ্রমিং নাম বৈ ('নাম বৈ'শব্দৌ বাক্যালঙ্কারে) উপযেমে (পরিণীতবান্) তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ (তস্যাঃ ভ্রমেঃ কল্প-বৎসর নামকৌ দ্বৌ পুত্রৌ অভূতাম্) ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—প্রজাপতি শিশুমারের ভ্রমি নাম্নী কন্যাকে ধ্রুব বিবাহ করিলেন, তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুইটি পুত্র জন্মিল ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—মহাবলঃ (প্রবলপরাক্রমশালী ধ্রুবঃ) বায়োঃ পুত্র্যাং (বায়ুকন্যায়াম্) ইলায়াং ভার্য্যায়ামপি (ইলানাম্ন্যাং পত্ন্যামপি) উৎকলনামানং পুত্রং যোষিদ্রত্নং (যোষিৎসু রমণীষু মধ্যে রত্নমিব অতিমনোজ্ঞাং কন্যাঞ্চ ইত্যর্থঃ) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ২

**মূলানুবাদ।**—মহাবলসম্পন্ন ধ্রুব বায়ুকন্যা ইলাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই পত্নীর গর্ভেও উৎকল নামে একটি পুত্র ও একটি কন্যারত্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ২

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

দশমে ভ্রাতৃহন্তৄণাং যক্ষাণামকরোদ্বধম্। এক এবালকাং গত্বেত্যস্য বিক্রম উচ্যতে ॥
যোষিতাং রত্নমিবাতিমনোহরং কন্যারত্নঞ্চেতি বা ॥ ১।২

**অন্বয়ঃ।**—অকৃতোদ্বাহঃ (অকৃতবিবাহঃ) উত্তমস্তু অদ্রৌ (পর্ব্বতে) মৃগয়ায়াং (মৃগয়াক্ষেত্রে বনমধ্যে) বলীয়সা (অত্যন্তবলশালিনা) পুণ্যজনেন (কেনাপি যক্ষেণ) হতঃ, তন্মাতা (সুরুচিঃ) অস্য (উত্তমস্যৈব) গতিম্ (অবস্থাম্, পুত্রানুসন্ধানার্থং গত্বা অরণ্যে এব মৃত্যুং) গতা (প্রাপ্তা) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—উত্তম অবিবাহিত অবস্থাতেই একদা পার্ব্বত্য বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া প্রবল এক যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হন। উত্তমের মাতা সুরুচিও (পুত্রের সন্ধানে গিয়া) পুত্রের ন্যায় অবস্থাই প্রাপ্ত হইলেন, (অর্থাৎ বনমধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন) ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—যক্ষেণাদ্রৌ হিমবতি হতঃ। আজাবিতি পাঠে যুদ্ধে। অস্য গতিং গতা, মৃতেত্যর্থঃ ॥ ৩

গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্। দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসঙ্কুলাম্ ॥ ৫

দধ্মৌ শঙ্খং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চানুনাদয়ন্। যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্ ভৃশম্ ॥ ৬

ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ। অসহন্তস্তন্নিনাদমভিপেতুরুদায়ুধাঃ ॥ ৭

স তানাপততো বীরানুগ্রধন্বা মহারথঃ। একৈকং যুগপৎ সর্ব্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।** ধ্রুবঃ ভ্রাতৃবধং (ভ্রাতুঃ উত্তমস্য মরণং) শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচা (কোপশ্চ অমর্ষশ্চ শুক্ চ তেষাং সমাহারঃ কোপামর্ষশুক্, তেন ক্রোধাক্ষমাশোকেন) অর্পিতঃ (ব্যাপ্তঃ সন্) জৈত্রং (জয়শীলং) স্যন্দনং (রথম্) আস্থায় (আরুহ্য) পুণ্যজনালয়ং (পুণ্যজনানাং যক্ষাণাম্ আলয়ং আবাসস্থানম্ অলকামিতি যাবৎ) গতঃ ॥ ৪ ॥

**মূলানুবাদ।**—ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ধ্রুব ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা ও শোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া জয়শীল রথে আরোহণ পূর্ব্বক যক্ষগণের আবাসভূমি অলকাপুরীতে যাত্রা করিলেন ॥ ৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—কোপামর্ষশুচাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। তেনার্পিতো ব্যাপ্তঃ। জৈত্রং জয়হেতুম্। পুণ্যজনালয়মলকাম্ ॥ ৪ ॥

**অন্বয়ঃ।** রাজা (ধ্রুবঃ) রুদ্রানুচরসেবিতাং (রুদ্রানুচরাঃ ভূতাদয়ঃ তৈঃ সেবিতাম্ অধিষ্ঠিতাম্) উদীচীং দিশম্ (উত্তরাং দিশং) গত্বা হিমবদ্দ্রোণ্যাং (হিমালয়স্য উপত্যকায়াং) গুহ্যকসঙ্কুলাং (যক্ষপরিব্যাপ্তাং) পুরীম্ (অলকাং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ৫ ॥

**মূলানুবাদ।**—রাজা ধ্রুব উত্তরদিকে গমন করিয়া রুদ্রানুচরগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হিমালয়ের উপত্যকায় যক্ষগণে পরিব্যাপ্ত অলকাপুরী দেখিতে পাইলেন ॥ ৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ক্ষত্তঃ! (বিদুর!) বৃহদ্বাহুঃ (মহাভুজঃ, বিপুলবাহুবলশালীতি যাবৎ) [ধ্রুবঃ] খম্ (আকাশং) দিশশ্চ (দিঙ্মণ্ডলানি চ) অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিতং কুর্ব্বন্) শঙ্খং দধ্মৌ (বাদয়ামাস), যেন (শঙ্খবাদনেন) উপদেব্যঃ (যক্ষস্ত্রিয়ঃ) উদ্বিগ্নদৃশঃ (শঙ্কাকুলদৃষ্টয়ঃ সত্যঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অত্রসন্ (ভীতিং প্রাপ্তবত্যঃ) ॥ ৬ ॥

**মূলানুবাদ।**—বৎস বিদুর! বিপুলবাহুবলশালী ধ্রুব আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, তাহাতে যক্ষপত্নীগণ উদ্বিগ্নমনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—ততঃ (তদনন্তরং) বলিনঃ (বলবন্তঃ) উপদেবমহাভটাঃ (যক্ষবীরাঃ) তন্নিনাদং (ধ্রুবস্য শঙ্খনাদম্) অসহন্তঃ (সোঢ়ুমসমর্থাঃ) [অতএব] উদায়ুধাঃ (অস্ত্রধারিণঃ সন্তঃ) নিষ্ক্রম্য (স্বস্বভবনাৎ নির্গত্য) অভিপেতুঃ (ধ্রুবং প্রতি ধাবিতবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর প্রবলপরাক্রমশালী যক্ষবীরগণ সেই শঙ্খনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ধ্রুবের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৭ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—রুদ্রানুচরা ভূতাদয়ঃ ॥ ৫ ॥ দধ্মৌ বাদিতবান্। যেন শঙ্খবাদনেন। হে ক্ষত্তঃ! উপদেব্যো যক্ষ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬।৭ ॥

**অন্বয়ঃ।**—উগ্রধন্বা (উগ্রং ভয়ঙ্করং ধনুর্যস্য সঃ) মহারথঃ সঃ (ধ্রুবঃ) আপততঃ (আগচ্ছতঃ) তান্ বীরান্ (যক্ষবীরান্) একৈকং (প্রত্যেকং প্রতি) ত্রিভিস্ত্রিভিঃ বাণৈঃ যুগপৎ (একস্মিন্নেব সময়ে) সর্ব্বান্ অহন্ (বিনাশয়ামাস) ॥ ৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধারী মহারথ ধ্রুব সেই সকল বীরগণকে আসিতে দেখিয়া এক এক জনের প্রতি তিন তিনটী বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এককালে সকলকে নিহত করিলেন ॥ ৮ ॥

তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষুভিঃ সর্ব্ব এব হি । মত্বা নিরস্তমাত্মানমাশংসন্ কর্ম্ম তস্য তৎ ॥ ৯
তেঽপি চামুমমৃষ্যন্তঃ পাদস্পর্শমিবোরগাঃ । শরৈরবিধ্যন্ যুগপদ্ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ ॥ ১০
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ । শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি ॥ ১১
অভ্যবর্ষন্ প্রকুপিতাঃ সরথং সহসারথিম্ । ইচ্ছন্তস্তৎ প্রতীকর্ত্তুমযুতানাং ত্রয়োদশ ॥ ১২
ঔত্তানপাদিঃ স তদা শস্ত্রবর্ষেণ ভূরিণা । নো এবাদৃশ্যতাচ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা ।**—একৈকং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ইত্যেবং সর্ব্বান্ ত্রয়োদশাযুতানি যক্ষান্ যুগপৎ অহন্ জঘান ॥৮

**অন্বয়ঃ ।**—তে বৈ সর্ব্বে এব ( যক্ষবীরাঃ ) ললাটলগ্নৈঃ ( স্বস্বললাটস্থলে বিদ্ধৈঃ ) তৈঃ ইষুভিঃ ( ধ্রুবস্য বাণৈঃ ) আত্মানং ( স্বং ) নিরস্তং হি মত্বা ( পরাজিতমেব বিবিচ্য ) তস্য ( ধ্রুবস্য ) তৎ কর্ম্ম ( তাদৃগ্ যুদ্ধম্ ) আশংসন্ ( প্রশংসিতবন্তঃ ) ॥ ৯ ॥

**মূলানুবাদ ।**—নিজ নিজ ললাটে ধ্রুবের সেই বাণগুলি বিদ্ধ হওয়ায় সেই সমস্ত যক্ষবীরগণ নিজেকে পরাজিত স্বীকার করিয়া ধ্রুবের সেই যুদ্ধকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

**শ্রীধরটীকা ।**—নিরস্তং পরাজিতম্ । তস্য ধ্রুবস্য তৎ কর্ম্ম আশংসন্ তুষ্টুবুঃ ॥ ৯ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—উরগাঃ ( সর্পাঃ ) পাদস্পর্শমিব ( সর্পাঃ যথা কস্যাপি পদদলনং ন সহন্তে তথা ) তেঽপি চ যক্ষবীরাঃ অমৃষ্যন্তঃ (ধ্রুববীর্য্যমসহমানাঃ) [অতএব] দ্বিগুণং (যথা স্যাৎ তথা) প্রচিকীর্ষবঃ (প্রতিবিধাতুমভিলাষিণঃ সন্তঃ ) যুগপৎ ( একদৈব ) [ সর্ব্বে ] শরৈঃ (ষড্ভিঃ ষড্ভিঃ বাণৈঃ) অমুং (ধ্রুবম্) অবিধ্যন্ (বিদ্ধং কৃতবন্তঃ) ॥১০

**মূলানুবাদ ।**—সর্পগণ যেমন কাহারও চরণস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ সেই যক্ষবীরগণও ধ্রুবের বীরত্ব সহ্য করিতে পারিল না, সুতরাং তাহারা দ্বিগুণ প্রতিবিধানের ইচ্ছায় একসঙ্গে সকলে ( ছয় ছয়টী ) বাণদ্বারা ধ্রুবকে বিদ্ধ করিল ॥ ১০ ॥

**শ্রীধরটীকা**—তেঽপি তৎ কর্ম্মাসহমানা অমুমবিধ্যন্ । দ্বিগুণং যথা ভবতি এবং ষড্ভিঃ ষড্ভিঃ প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছবঃ ॥ ১০ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—ততঃ ( অনন্তরং ) তৎ ( ধ্রুবস্য কর্ম্ম ) প্রতিকর্ত্তুম্ ( প্রতিবিধাতুম্ ) ইচ্ছন্তঃ অযুতানাং ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশাযুতসঙ্খ্যকা যক্ষসৈনিকাঃ ) প্রকুপিতাঃ ( অতীব ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ) পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ, প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ, শক্ত্যৃষ্টিভিঃ ( শক্তিভিঃ ঋষ্টিভিশ্চ ) ভুশুণ্ডীভিঃ, চিত্রবাজৈঃ ( বিচিত্রপক্ষসম্পন্নৈঃ ) শরৈরপি সরথং সহসারথিং ( রথসারথিসহিতং তং ধ্রুবম্ ) অভ্যবর্ষন্ ( বর্ষাধারাভিরিব আচ্ছাদয়ামাসুঃ ) ॥ ১১।১২ ॥

**মূলানুবাদ ।**—অনন্তর ত্রয়োদশ অযুত যক্ষবীর অত্যন্ত কুপিত হইয়া ধ্রুবের সেই অদ্ভুত কর্ম্মের প্রতি-বিধান করিবার ইচ্ছায় পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাস, শূল, কুঠার, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুণ্ডী ও বিচিত্র পক্ষশোভিত বাণ দ্বারা রথ ও সারথি সহ ধ্রুবকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ১১।১২ ॥

**অন্বয়ঃ ।**—তদা ( তস্মিন্ সময়ে ) স ঔত্তানপাদিঃ ( উত্তানপাদস্য অপত্যং পুমানিতি ইণ্ প্রত্যয়ঃ, উত্তানপাদপুত্রঃ ধ্রুব ইত্যর্থঃ ) ভূরিণা ( বহুলেন ) শস্ত্রবর্ষেণ ছন্নঃ ( আচ্ছন্নঃ ) আসারেণ (বৃষ্টিধারাসম্পাতেন) গিরিঃ ইব ( পর্ব্বতো যথা আচ্ছন্নঃ সন্ দ্রষ্টুং ন শক্যতে তথা ) নো এব ( "নো"ইতি ওকারান্তঃ নিষেধার্থকঃ অব্যযশব্দঃ, তস্য সন্ধিনিষেধ আনুশাসনিক এব ) অদৃশ্যত ॥ ১৩ ॥

**মূলানুবাদ ।**—উত্তানপাদ নন্দন ধ্রুব তখন বহুল শরবর্ষণে আচ্ছন্ন হওয়ায় বিপুলবর্ষাধারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের

হাহাকারস্তদৈবাসীৎ সিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাম্।
হতোঽয়ং মানবঃ সূর্য্যো মগ্নঃ পুণ্যজনার্ণবে ॥ ১৪

নদৎসু যাতুধানেষু জয়কাশিম্বথো মৃধে। উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥ ১৫
ধনুর্বিস্ফূর্জ্জয়ন্নুগ্রং দ্বিষতাং খেদমুদ্বহন্। অস্ত্রৌঘং ব্যধমদ্বাণৈর্ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ১৬
তস্য তে চাপনির্ম্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্ম্মাণি রক্ষসাম্। কায়ানাবিবিশুস্তিগ্মা গিরীনশনয়ো যথা ॥ ১৭

ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন,[বিপক্ষের বাণসমূহ ধ্রুবকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিতেই পাওয়া যায় নাই ] ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—চিত্রবাজৈশ্চিত্রপক্ষৈঃ ॥ ১১।১২ ॥ ধারাসম্পাতেনাচ্ছন্নো গিরিরিব নৈবাদৃশ্যত ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—দিবি ( অন্তরীক্ষে স্থিত্বা ) পশ্যতাং ( যুদ্ধদর্শনকারিণাং ) সিদ্ধানাং তদৈব হাহাকারঃ ( বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ সোদ্বেগকোলাহলঃ ) আসীৎ, অয়ং মানবঃ সূর্য্যঃ ( সূর্য্য ইবাতিতেজস্বী মনুবংশধরোঽয়ং ধ্রুবঃ ( পুণ্যজনার্ণবে ( পুণ্যজনাঃ যক্ষা এব অর্ণবঃ সমুদ্রঃ, তত্র ) মগ্নঃ [ সন্ ] হতঃ ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—সিদ্ধগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, ধ্রুবের প্রতি ঐরূপ বাণবর্ষণ দেখিয়া তাঁহারা হাহাকার করিতে লাগিলেন—হায়। সূর্য্যের ন্যায় অতিতেজস্বী এই মনুবংশধর ধ্রুব যক্ষসৈন্যসাগরে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইল। ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—সূর্য্যতুল্যঃ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—অথো (অনন্তরং) মৃধে ( যুদ্ধক্ষেত্রে ) যাতুধানেষু (রাক্ষসেষু, দৈত্যদানবয়োরিব যক্ষরাক্ষসয়োরপি তুল্যজাতীয়ত্বমিতি বিবক্ষয়া "যাতুধান" শব্দপ্রয়োগঃ ) জয়কাশিষু ( জিতং জিতমস্মাভিরিতি স্বপক্ষজয়প্রকাশকেষু সৎসু ) নদৎসু (সিংহনাদং কুর্ব্বৎসু চ) নীহারাৎ (তুষাররাশিমতিক্রম্য ) ভাস্কর ইব (সূর্য্যো যথা উদেতি তথা) তস্য ( ধ্রুবস্য ) রথঃ উদতিষ্ঠৎ ( বিপক্ষীয়সৈন্যসাগরমতিক্রম্য স্বপ্রভাবং প্রকটিতবান্ ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে "আমরা জয় করিলাম" "আমরা জয় করিলাম" বলিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে,তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া সূর্য্যদেব যেরূপ উদিত হইয়া থাকেন,সেইরূপ বিপক্ষীয় সৈন্যদল অতিক্রম করিয়া ধ্রুবের রথ উদিত হইল ॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—যাতুধানেষু রাক্ষসেষু জয়কাশিষু জিতং জিতমিতি জয়প্রকাশকেষু সৎসু ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—উগ্রং ( ভয়ঙ্করং ) ধনুঃ বিস্ফূর্জ্জয়ন্ ( টঙ্কারযুক্তং কুর্ব্বন্ ) দ্বিষতাং ( শত্রূণাং ) খেদং ( দুঃখম্ ) উদ্বহন্ ( উৎপাদয়ন্ ) [ ধ্রুবঃ ] অনিলঃ ( বায়ুঃ ) ঘনানীকম্ ইব (ঘনঃ মেঘঃ, স এব অনীকঃ সৈনিকঃ, তং বায়ুর্যথা সঞ্চূর্ণয়তি তথা ) বাণৈঃ অস্ত্রৌঘং ( বিপক্ষীয়াণামস্ত্রসমূহং ) ব্যধমৎ ( সঞ্চূর্ণয়ামাস ) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুব স্বীয় ভয়ঙ্কর ধনুতে টঙ্কারশব্দ করিয়া শত্রুদিগের দুঃখ উৎপাদন পূর্ব্বক, বায়ু যেরূপ মেঘবৃন্দকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ শত্রুদিগের অস্ত্রসমূহকে নিজ বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ।**—তস্য ( ধ্রুবস্য ) চাপনির্ম্মুক্তাঃ ( চাপাৎ ধনুষঃ নির্ম্মুক্তাঃ বিনির্গতাঃ ) তিগ্মাঃ ( তীক্ষ্ণাঃ ) তে ( বাণা ) রক্ষসাং ( রাক্ষসাদীনাং ) বর্ম্মাণি ( কবচানি ) ভিত্ত্বা ( বিদার্য্য ) অশনয়ঃ (বজ্রাণি ) গিরীন্ যথা (পর্ব্বতানিব ) কায়ান্ ( বর্ম্মধারিণাং তেষাং দেহান্ ) আবিবিশুঃ ( প্রবিষ্টবন্তঃ ॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুবের ধনু হইতে নির্গত তীক্ষ্ণবাণগুলি রাক্ষস প্রভৃতির বর্ম্ম ভেদ করিয়া, বজ্র যেরূপ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ শত্রুদিগের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৭

ভল্লৈঃ সংছিদ্যমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ। উরুভির্হেমতালাভৈর্দোর্ভির্বলয়বল্গুভিঃ ॥ ১৮
হারকেয়ূরমুকুটৈরুষ্ণীষৈশ্চ মহাধনৈঃ। আস্তৃতাস্তা রণভুবো রেজুর্বীরমনোহরাঃ ॥ ১৯
হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরাদ্রক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বর্য্যসায়কৈঃ।
প্রায়ো বিবৃক্ণাবয়বা বিদুদ্রুবুর্মৃগেন্দ্রবিক্রীড়িতযূথপা ইব ॥ ২০
অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং মহামৃধে কঞ্চন মানবোত্তমঃ।
পুরীং দিদৃক্ষন্নপি নাবিশদ্দ্বিষাং ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ ॥ ২১
ইতি ব্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ।
শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং নভস্বতো দিক্ষু রজোঽন্বদৃশ্যত ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—ব্যধমৎ সংচূর্ণয়ামাস ॥ ১৬ ॥ বর্ম্মাণি কবচানি ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—ভল্লৈঃ ( অস্ত্রবিশেষৈঃ ) সংছিদ্যমানানাং (খণ্ডিতানাং শত্রূণাং ) চারুকুণ্ডলৈঃ (মনোজ্ঞকুণ্ডলালঙ্কৃতৈঃ ) শিরোভিঃ (মস্তকৈঃ) হেমতালাভৈঃ ( স্বর্ণময়তালবৃক্ষতুল্যৈঃ ) উরুভিঃ, বলয়বল্গুভিঃ (বলয়সম্পর্কাৎ মনোহরৈঃ) দোর্ভিঃ ( বাহুভিঃ ) মহাধনৈঃ (বহুমূল্যৈঃ) হারকেয়ূরমুকুটৈঃ উষ্ণীষৈশ্চ আস্তৃতাঃ (পরিব্যাপ্তাঃ,) তাঃ রণভুবঃ (যুদ্ধস্থানানি) বীরমনোহরাঃ ( বীরাণাং মনোহারিণ্যঃ সত্যঃ ) রেজুঃ ( বিরাজমানা বভূবুঃ ) ॥ ১৮।১৯

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুবের ভল্লনামক অস্ত্রদ্বারা শত্রুগণ খণ্ডিত হওয়ায় তাহাদের কুণ্ডলশোভিত মস্তক, স্বর্ণময় তালবৃক্ষ সদৃশ উরু, বলয়ভূষিত বাহু এবং বহুমূল্য হার, কেয়ূর, মুকুট, উষ্ণীষ প্রভৃতি দ্বারা সেই রণক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সেই স্থান বীরগণের মনোরঞ্জক হইয়াই শোভা পাইতেছিল ॥ ১৮।১৯

**শ্রীধরটীকা।**—শিরঃপ্রভৃতিভিরাস্তৃতাঃ প্রকীর্ণা রেজুরিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮।১৯

**অন্বয়ঃ।**—ক্ষত্রিয়বর্য্যসায়কৈঃ ( ক্ষত্রিয়বর্য্যস্য ধ্রুবস্য সায়কৈর্বাণৈঃ ) প্রায়ো বিবৃক্ণাবয়বাঃ ( বাহুল্যেন ছিন্নভিন্নদেহাঃ) হতাবশিষ্টা ইতরে রক্ষোগণাঃ মৃগেন্দ্রবিক্রীড়িতযূথপা ইব ( সিংহবিতাড়িতা হস্তিন ইব ) রণাজিরাৎ ( যুদ্ধক্ষেত্রাৎ ) বিদুদ্রুবুঃ ( পলায়িতা বভূবুঃ ) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধ্রুবের বাণে প্রায় সকলেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, হতাবশিষ্ট যে সকল যক্ষবীর অবস্থিত ছিল, তাহারা সিংহকর্ত্তৃক তাড়িত হস্তীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—প্রায়ো বাহুল্যেন বিবৃক্ণাঃ সংছিন্না অবয়বা যেষাম্ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—মানবোত্তমঃ (মনুষ্যশ্রেষ্ঠঃ ) সঃ ( ধ্রুবঃ ) তদা ( তস্মিন্ সময়ে ) মহামৃধে ( মহাযুদ্ধে ) কঞ্চন আততায়িনং ( কমপি শস্ত্রপাণিং শত্রুম্ ) অপশ্যমানঃ ( ন পশ্যন্ ) দ্বিষাং পুরীং ( শত্রূণাং ভবনং ) দিদৃক্ষন্নপি (দ্রষ্টুমিচ্ছন্নপি ) ন অবিশৎ ( তত্র ন প্রবিষ্টবান্ ), [ তথা হি ], জনঃ ( কোঽপি মানবঃ ) মায়িনাং ( মায়াবিনাং ) চিকীর্ষিতং ( ইচ্ছাবিষয়ং ) ন বেদ ( ন জ্ঞাতুং শক্নোতি , ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—মানবশ্রেষ্ঠ ধ্রুব তৎকালে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষীয় কোনও অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, শত্রুদিগের পুরীতে অনুসন্ধান করেন, কিন্তু মায়াবীদিগের ইচ্ছার বিষয় যে কিরূপ, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এজন্য তথায় প্রবেশ করিলেন না ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—আততায়িনং শস্ত্রপাণিম্ ॥ ২১

ক্ষণেনাচ্ছাদিতং ব্যোম ঘনানীকেন সর্ব্বতঃ। বিস্ফূরত্তড়িতা দিক্ষু ত্রাসয়ৎস্তনয়িত্নুনা ॥ ২৩
ববৃষু রুধিরৌঘাসৃক-পূযবিণ্মূত্রমেদসঃ। নিপেতুর্গগনাদস্য কবন্ধান্যগ্রতোঽনঘ ॥ ২৪
ততঃ খেঽদৃশ্যত গিরির্নিপেতুঃ সর্ব্বতো দিশম্। গদাপরিঘনিস্ত্রিংশ-মুষলাঃ সাশ্মবর্ষিণঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—চিত্ররথঃ ( বিচিত্ররথসম্পন্নঃ ধ্রুবঃ ) স্বসারথিম্ ইতি ( "ন মায়িনাং বেদ" ইত্যাদিকং প্রাগুক্তং বাক্যং ) ব্রুবন্ ( কথয়ন্ ) পরেষাং ( শত্রূণাং ) প্রতিযোগশঙ্কিতঃ (পুনরাক্রমণশঙ্কাযুক্তঃ সন্) যত্তঃ (যত্নবান, সোদ্যোগ এবাসীদিত্যর্থঃ ), [ অত্রান্তরে ] জলধেঃ ( সমুদ্রস্য ) ঈরিতম্ ইব ( গর্জ্জনমিব ) শব্দং শুশ্রাব, নভস্বতঃ ( বায়ুবশাৎ, হেত্বর্থে পঞ্চমী) দিক্ষু ( দিঙ্মণ্ডলেষু ) রজঃ ( ধূলিরাশিঃ ) অন্বদৃশ্যত (অবলোকিতঃ, ধ্রুবেণেতি শেষঃ ) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—বিচিত্ররথ-সম্পন্ন ধ্রুব নিজের সারথির নিকট "মায়াবীদিগের মনোভাব কেহই বুঝিতে পারে না" এই কথা বলিয়া, শত্রুগণ আবারও আক্রমণ করিতে পারে এই আশঙ্কায় যত্নবান রহিলেন; ইতিমধ্যে তিনি সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং প্রবল বায়ুবশতঃ চারিদিকে ধূলি উড়িতেছে দেখিতে পাইলেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—ইতি ব্রুবন্নিত্যত্রাপি ন মায়িনামিত্যাদেরনুষঙ্গঃ। চিত্ররথো ধ্রুবঃ। যত্তঃ যত্নবান্, প্রতিযোগঃ পুনরুদ্যোগঃ, তস্মাচ্ছঙ্কিতঃ। নভস্বতো বায়োর্হেতোঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ক্ষণেন ( ক্ষণকালমধ্যেনৈব ) সর্ব্বতঃ দিক্ষু ( সর্ব্বাসু দিক্ষু ) বিস্ফুরত্তড়িতা ( বিস্ফুরন্ত্যঃ দীপ্যমানাঃ তড়িতঃ বিদ্যুৎসমূহা যত্র তেন ) ত্রাসয়ৎস্তনয়িত্নুনা ( ত্রাসয়ন্তঃ ভীতিজনকাঃ স্তনয়িত্নবঃ অশনিনির্ঘোষা যত্র তেন ) ঘনানীকেন ( মেঘপুঞ্জেন ) ব্যোম ( গগনম্ ) আচ্ছাদিতম্ ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—ক্ষণকালমধ্যে চারিদিকে মেঘ উঠিয়া আকাশ আচ্ছাদিত করিল, ঐ মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছিল এবং ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইতেছিল ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—বিস্ফুরন্ত্যস্তড়িতো যস্মিন্ তেন। ত্রাসয়ন্তঃ স্তনয়িত্নবোঽশনযো যস্মিন্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[ হে ] অনঘ। ( নিষ্পাপ বিদুর। ) অস্য (ধ্রুবস্য) অগ্রতঃ (সম্মুখে) গগনাৎ রুধিরৌঘাসৃকপূযবিণ্মূত্রমেদসঃ (রুধিরৌঘঃ রক্তসমূহঃ, অসৃক্শব্দোঽত্র শ্লেষ্মাদিতাৎপর্য্যকঃ, পূযং"পূঁয" ইতি যস্য ভাষা, বিট্ বিষ্ঠা, মূত্রং, মেদঃ মাংসার্থকঃ ক্লীবলিঙ্গশব্দঃ, অত্র তু পুংস্ত্বেন প্রয়োগ আর্ষঃ, এতানি ) ববৃষুঃ ( নিপাতয়ামাসুঃ, মেঘা ইতি শেষঃ ) কবন্ধানি ( মস্তকহীনদেহাশ্চ ) নিপেতুঃ ( পতিতা আসন্ ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে নিষ্পাপ বিদুর। ধ্রুবের সম্মুখে আকাশ হইতে রক্ত, শ্লেষ্মা, পূঁয, বিষ্ঠা, মূত্র, মাংস প্রভৃতি বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং কবন্ধ অর্থাৎ মস্তকহীন দেহ নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—ববৃষুর্নিপেতুরিত্যর্থঃ। ন সৃজতি শরীরমিত্যসৃগিহ শ্লেষ্মাদি। মেদসঃ পুংস্ত্বমার্ষম্। মেদাংসি অস্যাগ্রতো নিপেতুঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ততঃ ( তদনন্তরং ) খে (আকাশে) গিরিঃ ( কশ্চিৎ পর্ব্বতঃ ) অদৃশ্যত, সর্ব্বতো দিশং (সর্ব্বত ইতি দ্বিতীয়ান্তং "দিশ"মিত্যস্য বিশেষণং, তথাচ সর্ব্বাং দিশং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) সাশ্মবর্ষিণঃ (সপ্রস্তরবর্ষাধারাসহিতাঃ) গদাপরিঘনিস্ত্রিংশমুষলাঃ ( গদাদ্যস্ত্রবিশেষাঃ ) নিপেতুঃ ( পতিতা আসন্ ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—অনন্তর আকাশে একটি পর্ব্বত পরিলক্ষিত হইল এবং চারিদিক্ ব্যাপিয়া প্রস্তরবর্ষণসহ গদা, পরিঘ, খড়্গ, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ ( বর্ষাধারার ন্যায় ) পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৫

অহয়োঽশনিনিশ্বাসা বমন্তোঽগ্নিং রুষাক্ষিভিঃ ।
অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ ॥ ২৬
সমুদ্র ঊর্ম্মিভির্ভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্ব্বতো ভুবম্ । আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্পান্ত ইব ভীষণঃ ॥ ২৭
এবংবিধান্যনেকানি ত্রাসনান্যমনস্বিনম্ । সসৃজুস্তিগ্মগতয় আসুর্য্যা মায়য়াসুরাঃ ॥ ২৮
ধ্রুবে প্রযুক্তামসুরৈস্তাং মায়ামতিদুস্তরাম্ ।
নিশম্য তস্য মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা।**—সাশ্মবর্ষিণঃ অশ্মসহিতং বর্ষং তদ্বন্তঃ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—রুষা (ক্রোধেন) অক্ষিভিঃ (নয়নৈঃ) অগ্নিং বমন্তঃ (প্রকাশয়ন্তঃ) অশনিনিশ্বাসাঃ (বজ্রস্ফোটবদ্ভয়ঙ্করনিশ্বাসশব্দাঃ) অহয়ঃ (সর্পাঃ) মত্তাঃ গজাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ (দলবদ্ধভাবেন) অভ্যধাবন্ (বিচরণং চক্রুঃ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—ক্রোধবশতঃ যাহাদের নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং বজ্রগম্ভীর শব্দে যাহাদের শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ সর্পগণ, মত্ত হস্তিগণ এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—ভীষণঃ কল্পান্ত ইব (প্রলয়কাল ইব) মহাহ্রাদঃ (বিপুলগর্জ্জনসম্পন্নঃ) ঊর্ম্মিভিঃ (তরঙ্গৈঃ) সর্ব্বতো ভুবং (সর্ব্বং ভূমণ্ডলম্) প্লাবয়ন্ ভীমঃ (ভয়ঙ্করঃ) সমুদ্রঃ আসসাদ (ধ্রুবস্য সমীপে উপস্থিতো বভূব) ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—ভীষণ প্রলয়কালের ন্যায় মহাগর্জ্জনশীল ভয়ঙ্কর সমুদ্র তরঙ্গদ্বারা সমগ্র ভূমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ধ্রুবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—অশনিবন্নিশ্বাসো যেষাম্ ॥ ২৬।২৭

**অন্বয়ঃ।**—তিগ্মগতয়ঃ (ক্রুরবুদ্ধয়ঃ) অসুরাঃ (যক্ষরাক্ষসাদয়ঃ) আসুর্য্যা (অসুরজাত্যুচিতয়া) মায়য়া অমনস্বিনাং (শৌর্য্যশূন্যানাং) ত্রাসনানি (ভীতিজনকানি) এবংবিধানি (পূর্ব্বোক্তরূপাণি) অনেকানি (নানাবিধান্ উৎপাতান্) সসৃজুঃ (উৎপাদয়ামাসুঃ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—ক্রুরবুদ্ধি সম্পন্ন অসুরগণ (যক্ষরাক্ষসপ্রভৃতি) স্বজাতি-সুলভ মায়াদ্বারা অল্পবীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ভীতিজনক পূর্ব্বোক্তরূপ নানাবিধ উৎপাত সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—ত্রাসনানি ভয়ঙ্করাণি। তিগ্মা ক্রূরা গতিঃ প্রবৃত্তির্যেষাম্। অসুররাক্ষসাদিশব্দৈরবান্তরত্বেন যক্ষা এবোচ্যন্তে ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—ধ্রুবে (ধ্রুবং প্রতি) অসুরৈঃ (যক্ষাদিভিঃ) প্রযুক্তাং (বিহিতাম্) অতিদুস্তরাং তাং মায়াং নিশম্য (শ্রুত্বা) মুনয়ঃ সমাগতাঃ [সন্তঃ] তস্য (ধ্রুবস্য) শং (কল্যাণম্) আশংসন্ (প্রার্থিতবন্তঃ) ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুবের প্রতি অসুরগণ এইরূপ অতিদুস্তর মায়া বিস্তার করিয়াছে শুনিয়া, মুনিগণ তথায় আগমন করিয়া ধ্রুবের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা।**—তস্য শং কল্যাণম্ আশংসন্ প্রার্থিতবন্তঃ ॥ ২৯

শ্রীমুনয় ঊচুঃ।

ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা দেবঃ ক্ষিণোত্ববনতার্ত্তিহরো বিপক্ষান্।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য বাদ্ধা লোকোঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ মৃত্যুম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে যক্ষগাযাধানং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

**অন্বয়ঃ।**—[ হে। ] অঙ্গ ঔত্তানপাদ। ( হে উত্তানপাদপুত্র ধ্রুব। ` লোকঃ ( জনঃ ) অদ্ধা ( যথার্থরূপেণ ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারেণ ইতি ভাবঃ ) যন্নামধেয়ং ( যস্য ভগবতো নাম ) অভিধায় ( কীর্ত্তয়িত্বা ) নিশম্য বা ( শ্রুত্বা বা) দুস্তরাং ( দুরতিক্রমং ) মৃত্যুং ( মরণমপি ) অঞ্জসা ( অনায়াসেন ) তরতি (অতিক্রামতি) [সঃ] দেবঃ অবনতার্ত্তিহরঃ ( প্রণতদুঃখহারী ) ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বা ( শার্ঙ্গং ধনুর্যস্য সঃ শ্রীহরিরিত্যর্থঃ ) তব বিপক্ষান্ ( শত্রূন্ ) ক্ষিণোতু ( নাশয়তু ) ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—মুনিগণ বলিলেন, হে উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব। লোকে যথার্থ ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহার নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিয়া অনায়াসে দুস্তর মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হয়, প্রণতজনের দুঃখহারী সেই ভগবান্ শ্রীহরি তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করুন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে দশমোধ্যায়ঃ ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—তব বিপক্ষান্ শত্রূন্ নাশয়তু। অদ্ধা সাক্ষাৎ, অঞ্জসা সুখেনৈব মৃত্যুং তরতি ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে যেস্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধ্রুবকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া পিতা উত্তানপাদ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন, তথায় ধ্রুবের বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে কথিত হইয়াছে—"প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবঃ। উপযেমে ভ্রমিং নাম ·" ইত্যাদি; অর্থাৎ ধ্রুব শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে—"ইলায়ামপি ভার্য্যায়াং পুত্ত্রমুৎকলনামানম্ ·" অর্থাৎ ইলানাম্নী পত্নীর গর্ভে উৎকল নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন, ইত্যাদি। এই দুইটী শ্লোকের ভাষার তারতম্য অর্থাৎ প্রথম শ্লোকে বিবাহ বোধক "উপযেমে" ক্রিয়াপদ কথিত হওয়ায়, আর দ্বিতীয় শ্লোকে বিবাহের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া একেবারে ইলানাম্নী ভার্য্যার কথা উল্লেখ করায় মনে হয় যে, উত্তানপাদ বনে যাইবার পূর্ব্বেই ইলার সহিত ধ্রুবের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন। সেইরূপ করা স্বাভাবিকও বটে, কারণ পুত্রকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া তাঁহাকে যদি রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেই বাসনা হইল, তবে সেরূপ সুযোগ্য পুত্রকে বিবাহ-সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক আনন্দানুভব করিতেই বা প্রবৃত্তি না হইবে কেন? এ অবস্থায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত মনে হয় যে—উত্তানপাদ ইলার সহিত ধ্রুবের বিবাহ দিয়া বনে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সন্তান না হওয়ায় পিতার বনগমনের পর ধ্রুব আবার ভ্রমিকে বিবাহ করেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যোগ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ কিছুই নাই। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় এবিষয়ের কোন আলোচনাই নাই;

কেবল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার 'ক্রমসন্দর্ভে' প্রথম শ্লোকের টীকায় "অস্মাদুদ্বাহতঃ পূর্ব্বমেবোত্তানপাদবন-গমনমিতি গম্যতে" "এই ভ্রমিকে বিবাহ করার পূর্ব্বেই উত্তানপাদ বনে গিয়াছেন" এইকথা, আর দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় "ইলায়াং পূর্ব্বমেব পরিণীতায়াং" "ইলা পূর্ব্বেই বিবাহিতা" একথার উল্লেখ ভিন্ন ধ্রুবের এই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের কারণ কোথাও কিছু উল্লিখিত দেখা যায় না, তবে যথাকালে ইলার সন্তান না হওয়াই যে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের কারণ এবিষয়ে মূলের সন্তান উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় ক্রমিক বর্ণনাই একমাত্র সাধন-প্রমাণ। যাহা হউক, ধ্রুব স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমের তখনও বিবাহ হয় নাই, এই অবস্থায় একদা উত্তম মৃগয়া করিবার জন্য বনে গমন করিয়া তথায় প্রবল বলশালী এক যক্ষের আক্রমণে নিহত হন। এদিকে সময়মত উত্তম রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করায় তদীয় মাতা সুরুচি উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থ ব্যাকুলচিত্তে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দাবানলের মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলেন। ধ্রুব উত্তমের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কোপাবিষ্টচিত্তে যক্ষপুরীতে গমনপূর্ব্বক যেরূপ যুদ্ধ করিলেন এবং যক্ষগণ মায়াবিস্তারপূর্ব্বক যেরূপে তাঁহাকে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহা এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধবর্ণনা অংশে আলোচনা করিবার যোগ্য বিশেষ কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য্য নাই, তবে প্রবল পরাক্রমশালী মায়াপরায়ণ অসংখ্য যক্ষবীরের সহিত একাকী ধ্রুব যেরূপ নির্ভীক ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না, ইহাই এস্থলে বক্তব্য ॥ ১—৩০

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

---

## একাদশোঽধ্যায়ঃ।

---

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নিশম্য গদতামেবমৃষীণাং ধনুষি ধ্রুবঃ। সন্দধেঽস্ত্রমুপস্পৃশ্য যন্নারায়ণনির্ম্মিতম্ ॥ ১

সন্ধীয়মান এতস্মিন্ মায়া গুহ্যকনির্ম্মিতাঃ। ক্ষিপ্রং বিনেশুর্বিদুর ক্লেশা জ্ঞানোদয়ে যথা ॥ ২

তস্যার্ষাস্ত্রং ধনুষি প্রযুঞ্জতঃ সুবর্ণপুঙ্খাঃ কলহংসবাসসঃ।
বিনিঃসৃতা আবিবিশুর্দ্বিষদ্বলং যথা বনং ভীমরবাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ**।—ধ্রুবঃ এবং গদতাং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং কথয়তাম্) ঋষীণাং নিশম্য (উপদেশমিব আশীর্ব্বাদ-বাক্যং শ্রুত্বা) উপস্পৃশ্য (আচম্য) যৎ নারায়ণনির্ম্মিতং (ভগবতা নারায়ণেন যৎ অস্ত্রং সৃষ্টং তৎ) অস্ত্রং (নারায়ণাস্ত্রং) ধনুষি সন্দধে (যোজয়ামাস) ॥ ১

**মূলানুবাদ**।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—সমাগত ঋষিগণের মুখে ধ্রুব ঐরূপ উপদেশতুল্য আশীর্ব্বাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া আচমন পূর্ব্বক নিজ ধনুকে নারায়ণের নির্ম্মিত নারায়ণাস্ত্র যোজনা করিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**।—

একাদশে তু যক্ষাণাং ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা মনুঃ স্বয়ম্। আগত্য বারয়ামাস ধ্রুবং তত্ত্বোপদেশতঃ ॥

এবং গদতাং বচনমুপদেশমিব নিশম্য। উপস্পৃশ্য আচম্য। যন্নারায়ণনির্ম্মিতং নারায়ণাস্ত্রং তৎ সন্দধে ॥ ১

**অন্বয়ঃ**।—[হে] বিদুর! এতস্মিন্ (নারায়ণাস্ত্রে) সন্ধীয়মানে (ধ্রুবেণ স্বধনুষি আরোপ্যমাণে সতি) জ্ঞানোদয়ে (তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তৌ সত্যাং) ক্লেশা যথা (অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশরূপাঃ পাতঞ্জলোক্তাঃ পঞ্চক্লেশা যথা বিনশ্যন্তি তথা) গুহ্যকনির্ম্মিতাঃ (যক্ষগণৈরুৎপাদিতাঃ) মায়াঃ (রুধিরবর্ষণাদিরূপকাপটিকভয়হেতবঃ) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) বিনেশুঃ (বিনষ্টা বভূবুঃ) ॥ ২

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর! তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ যেরূপ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধ্রুবের ধনুকে নারায়ণাস্ত্র যোজিত হওয়া মাত্রই, যক্ষগণের উৎপাদিত মায়াসকল অচিরেই বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ২

**শ্রীধরটীকা**।—ক্লেশা রাগাদয়ো যথা ॥ ২

**অন্বয়ঃ**।—তস্য (ধ্রুবস্য) ধনুষি আর্ষাস্ত্রম্ (ঋষের্নারায়ণাৎ সমুদ্ভূতম্ অস্ত্রং) প্রযুঞ্জতঃ (যোজয়তঃ সতঃ) সুবর্ণপুঙ্খাঃ (সুবর্ণময়াঃ স্বর্ণালঙ্কৃতাঃ পুঙ্খাঃ মূলপ্রান্তভাগা যেষাং তে) কলহংসবাসসঃ (কলহংসানাং বাসাংসি পক্ষা এব বাসাংসি যেষাং তে, হংসপক্ষঘটিতমূলদেশা ইতি যাবৎ) [ শিলীমুখা ইতি বিশেষ্যপদমত্র বক্ষ্যমাণশ্লোক-গতশিলীমুখশব্দস্বরসাদধ্যাহারেণ যোজ্যং ] বিনিঃসৃতাঃ (নারায়ণাস্ত্রাদ্ বিনির্গতাঃ সন্তঃ) ভীমরবাঃ (ভয়ঙ্কর-

তৈস্তিগ্মধারৈঃ প্রধনে শিলীমুখৈ-রিতস্ততঃ পুণ্যজনা উপদ্রুতাঃ।
তমভ্যধাবন্ কুপিতা উদায়ুধাঃ সুপর্ণমুন্নদ্ধফণা ইবাহয়ঃ॥ ৪
স তান্ পৃষৎকৈরভিধাবতো মৃধে নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্।
নিনায় লোকং পরমর্কমণ্ডলং ব্রজন্তি নির্ভিদ্য যমূর্দ্ধরেতসঃ॥ ৫

চীৎকারপরায়ণাঃ) শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) যথা বনং (বনং যথা প্রবিশন্তি তথা) দ্বিষদ্বলং (শত্রুসৈন্যম্) আবিবিশুঃ (প্রবিষ্টবন্তঃ)॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুবের ধনুকে সেই নারায়ণাস্ত্র যোজিত হইলে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক বাণ নির্গত হইয়া, ময়ূরগণ যেরূপ ভয়ে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই সকল বাণের মূলদেশ স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত এবং কলহংসগণের পক্ষসমূহে বিন্যস্ত ছিল॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ তস্যার্ষাস্ত্রম্ ধবের্নারায়ণাদ্ভুতমস্ত্রং প্রযুঞ্জতঃ সন্দধতঃ সতঃ। সুবর্ণময়াঃ পুঙ্খা মূলপ্রান্তা যেষাং, কলহংসানাং বাসাংসি পক্ষা যেষাং, তে শরা বিনিঃসৃতাঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্, উপরিষ্টাৎ শিলীমুখগ্রহণাৎ॥৩

**অন্বয়ঃ।**—প্রধনে (যুদ্ধক্ষেত্রে) তিগ্মধারৈঃ (তীক্ষ্ণধারান্বিতৈঃ) তৈঃ শিলীমুখৈঃ-(বাণৈঃ) ইতস্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) উপদ্রুতাঃ (উৎপীড়িতাঃ সন্তঃ) পুণ্যজনাঃ (যক্ষাঃ) কুপিতাঃ উদায়ুধাঃ (উদ্যতানি আয়ুধানি যৈঃ তে তথাবিধাঃ সন্তঃ) উন্নদ্ধফণাঃ (উন্নমিতফণদেশাঃ) অহয়ঃ (সর্পাঃ) সুপর্ণমিব (গরুড়াভিমুখং যথা ধাবন্তি তথা) [অনয়া উপময়া গরুড়মভিধাবতং সর্পাণাং যথা মৃত্যুরেব পরিণামো ভবতি, ধ্রুবমভিধাবতাং যক্ষাণামপি তথৈব স্যাদিতি ভবিষ্যৎফলসূচনং] তং (ধ্রুবং) অভ্যধাবন্ (তদভিমুখং ধাবিতবন্তঃ)॥ ৪ -

**মূলানুবাদ।**—যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্রুবের সেই তীক্ষ্ণধার বাণের আঘাতে যক্ষগণ সর্ব্বতোভাবে প্রপীড়িত হইয়া ক্রোধবশে স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক, সর্পগণ যেরূপ ফণা উন্নত করিয়া গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ ধ্রুবের অভিমুখে ধাবিত হইল॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—প্রধনে যুদ্ধে। উন্নদ্ধাঃ উচ্ছ্রিতাঃ ফণা যেষাং তে সর্পাঃ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—সঃ (ধ্রুবঃ) মৃধে (যুদ্ধক্ষেত্রে) অভিধাবতঃ (স্বং লক্ষীকৃত্য সবেগং সমাগচ্ছতঃ) তান্ (যক্ষান্) পৃষৎকৈঃ (বাণৈঃ) নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্ (শিরোধরা গ্রীবা, নিকৃত্তানি বাহূরুশিরোধরোদরাণি যেষাং তান্ তথাবিধান্ কৃত্বেতি শেষঃ) ঊর্দ্ধরেতসঃ (নৈষ্ঠিকাঃ, অর্কমণ্ডলং নির্ভিদ্য (সূর্য্যমণ্ডলং সমুল্লঙ্ঘ্য) যং (লোকং) ব্রজন্তি [তং] পরং লোকং (সত্যলোকং) নিনায় (প্রাপয়ামাস)॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—যক্ষগণ যখন ধ্রুবের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, তখন ধ্রুব বাণদ্বারা তাহাদের বাহু, ঊরু, গ্রীবা, উদর প্রভৃতি ছেদন করিয়া, ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসিগণ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া যে লোকে গমন করিয়া থাকেন, সেই সত্যলোকে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—পৃষৎকৈর্বাণৈঃ, নিকৃত্তা বাহ্বাদয়ো যেষাং তান্, পরলোকং নিনায়। কথম্ভূতম্? ঊর্দ্ধরেতসঃ সন্ন্যাসিনোঽর্কমণ্ডলং নির্ভিদ্য যং ব্রজন্তি তম্॥ ৫

**শ্রীভাগবতভাবাম্বুবর্ষিণী।**— পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধ্রুবের প্রতি যক্ষ প্রভৃতি অসুরগণ যেরূপ মায়াবিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, তাহার প্রতিবিধান একান্ত দুঃসাধ্য বুঝিয়া ঋষিগণ তথায় উপস্থিত

তান্ হন্যমানানভিবীক্ষ্য গুহ্যকাননাগসশ্চিত্ররথেন ভূরিশঃ।
ঔত্তানপাদিং কৃপয়া পিতামহো মনুর্জগাদোপগতঃ সহর্ষিভিঃ ॥ ৬

শ্রীমনুরুবাচ।

অলং বৎসাতিরোষেণ তমোদ্বারেণ পাপ্মনা। যেন পুণ্যজনানেতানবধীস্ত্বমনাগসঃ ॥ ৭
নাস্মৎকুলোচিতং তাত কর্ম্মৈতৎ সদ্বিগর্হিতম্। বধো যদুপদেবানামারব্ধস্তেঽকৃতৈনসাম্ ॥ ৮

হইলেন ও ধ্রুবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, ভগবান্ শ্রীহরি তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করুন। সেই আশীর্ব্বাদের ফল এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে। মুনিগণের আশীর্বাদে অতিসঙ্কট সময়েও ধ্রুবের মনে নারায়ণাস্ত্রের কথা স্মরণ হইলে অমনি ধ্রুব সেই অস্ত্র ধনুকে যোজনা করিলেন। নারায়ণাস্ত্রের অপূর্ব্ব শক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শত্রুদিগের মায়া সকল অন্তর্হিত হইল, ক্রমশঃ সেই অস্ত্র হইতে নানাপ্রকার সুতীক্ষ্ণ বাণ নির্গত হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল ও বাণের আঘাতে শত্রুগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। সম্মুখসমরে হত হইলে হত ব্যক্তি যে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় ইহা বহ্নিপুরাণে যুদ্ধপ্রশংসাপ্রস্তাবে—"সম্মুখো ম্রিয়তে রাজংস্তস্য স্বর্গো ন সংশয়ঃ" ইত্যাদি বহু শ্লোকে যুদ্ধে মৃতব্যাক্তির সদ্গতি-প্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য ইহা সাধারণ যে কোনও যুদ্ধের কথা, কিন্তু ধ্রুবের ন্যায় মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহারই হস্তে যক্ষগণ নিহত হইল, সুতরাং তাহারা সপ্তলোকের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সত্যলোকই লাভ করিল। ফল কথা, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় মুনিগণের আশীর্ব্বাদে সাধু-ব্যক্তির মর্য্যাদা রক্ষা হইল, ধ্রুব জয়ী হইলেন, যক্ষগণ প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিল ॥ ১—৫

**অন্বয়ঃ।**—অনাগসং (নিরপরাধান্) ভূরিশঃ (বহুসংখ্যাবান্) তান্ গুহ্যকান্ (যক্ষান্) চিত্ররথেন (বিচিত্ররথশালিনা ধ্রুবেণ) হন্যমানান্ অভিবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পিতামহঃ মনুঃ কৃপয়া (দয়াবশেন) ঋষিভিঃ সহ উপগতঃ (তত্র সমাগতঃ সন্) ঔত্তানপাদিং (উত্তানপাদিতনয়ং ধ্রুবং) জগাদ (কথিতবান্) ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—বিচিত্ররথ-সম্পন্ন ধ্রুব বহু নিরপরাধ যক্ষকে বধ করিতেছেন দেখিয়া পিতামহ মনু দয়াপূর্ব্বক ঋষিগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া উত্তানপাদনন্দন ধ্রুবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বৎস। (ধ্রুব।) যেন (অতিরোষেণ) ত্বম্ অনাগসঃ (নিরপরাধান্) এতান্ পুণ্যজনান্ (যক্ষান্) অবধীঃ (বিনাশিতবানসি) [তেন] পাপ্মনা (পাপস্বরূপেণ, "কাম এষ ক্রোধ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্" ইতি শ্রীভগবদ্গীতোক্তেঃ) তমোদ্বারেণ (নরক-দ্বারস্বরূপেণ) অতিরোষে' (ক্রোধাতিশয়েন) অলম্ ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমনু বলিলেন—বৎস ধ্রুব। তুমি যে ক্রোধের বশে এই সকল নিরপরাধ যক্ষদিগকে বিনষ্ট করিলে এরূপ ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইহা-অতি পাপপূর্ণ ও নরকের দ্বার স্বরূপ ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—[হে] তাত। (বৎস ধ্রুব।) তে (ত্বয়া) অকৃতৈনসাং (নিরপরাধানাম্) উপদেবানাং (যক্ষাণাং) যৎ বধঃ আরব্ধঃ, সদ্বিগর্হিতং (সজ্জনবিনিন্দিতম্) এতৎ কর্ম্ম অস্মৎকুলোচিতম্ (অস্মাকং বংশানুরূপং) ন ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—হে বৎস। তুমি যে এই নিরপরাধ যক্ষদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, এরূপ সজ্জনবিগর্হিত কার্য্য আমাদের বংশের উপযুক্ত নহে ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—অনাগসো নিরপরাধান্ ॥ ৬ ॥ তমসো নরকস্য দ্বারেণ। যেন রোষেণ ॥ ৭। ৮

নন্বেকস্যাপরাধেন তৎসঙ্গাদ্বহবো হতাঃ । ভ্রাতুর্বধাভিতপ্তেন ত্বয়াঙ্গ ভ্রাতৃবৎসল ॥ ৯
নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্ত্তিনাম্ । যদাত্মানং পরাগ্ গৃহ্য পশুবদ্ ভূতবৈশসম্ ॥ ১০
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্ । আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্ ॥ ১১
স ত্বং হরেরনুধ্যাতস্তৎপুংসামপি সম্মতঃ । কথন্ত্ববদ্যং কৃতবাননুশিক্ষন্ সতাং ব্রতম্ ॥ ১২
তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু । সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—[ হে ] অঙ্গ ! ভ্রাতৃবৎসল ! ভ্রাতুঃ ( উত্তমস্য ) বধাভিতপ্তেন (বিনাশদুঃখিতেন) ত্বয়া নম্ব ( নিশ্চিতম্ ) একস্য ( কস্যাপি যক্ষস্য ) অপরাধেন তৎসঙ্গাৎ (তস্য ভ্রাতৃহন্তুঃ সঙ্গং সম্পর্কং বিবিচ্য ইতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী ) বহবঃ ( যক্ষাঃ ) হতাঃ ( বিনাশিতাঃ ) ॥ ৯

মূলানুবাদ ।—হে ভ্রাতৃবৎসল ! তুমি ভ্রাতৃবিনাশে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একের অপরাধেই তৎসম্পর্কিত বহু যক্ষের বিনাশ সাধন করিতেছ ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ।—নম্ব মদ্ভ্রাতৃহন্তারঃ কথমকৃতৈনসঃ ? অত আহ—নম্বিতি ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—আত্মানং পরাগ্ গৃহ্য ( প্রত্যগ্ভূতদেহস্বরূপং মত্বা ) পশুবৎ ( পশবো যথা দেহাভিমানাৎ পরস্পরং হিংসন্তি তথা ) যৎ ভূতবৈশসং ( প্রাণিহিংসনং ), হৃষীকেশানুবর্ত্তিনাং ( ভগবৎসেবিনাং ) সাধূনাম্ অয়ং মার্গঃ ( ঈদৃক্ পদ্ধতিঃ ) নহি ( নৈব অবলম্বনীয়ঃ ) ॥ ১০

মূলানুবাদ ।—আত্মাকে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জড়দেহস্বরূপ মনে করিয়া পশুর ন্যায় যে প্রাণিহিংসা ( আরম্ভ করিয়াছ ), ইহা ভগবৎসেবী সাধুজনের পক্ষে সমুচিত পথ নহে ॥ ১০

শ্রীধরটীকা ।—সত্যপ্যপরাধে তবৈতদুচিতং ন ভবতীত্যাহ—নায়মিতি । পরাগ্ গৃহ্য পরাগ্ভূতং দেহমাত্মানং গৃহীত্বা পশবো যথা দেহাভিমানাদন্যোন্যং ঘ্নন্তি তথা ভূতানাং বৈশসং হিংসেতি যৎ ॥ ১০

অন্বয়ঃ ।—ভবান্ সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ( সর্ব্বপ্রাণিষু আত্মতুল্যতাবোধেন ) ভূতাবাসং (সর্ব্বভূতানাং মূলায়তনস্বরূপং ) হরিম্ আরাধ্য বিষ্ণোঃ ( ভগবতঃ ) দুরারাধ্যং ( আরাধনয়াপি দুর্লভং ) তৎ ( প্রসিদ্ধং ) পরমং পদম্ আপ ( প্রাপ্তবানসি ) ॥ ১১

মূলানুবাদ ।—তুমি সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান করিয়া সর্ব্বভূতময় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তাঁহার সেই পরম পদ, যাহা অতি দুর্ল্লভ বস্তু, তাহা লাভ করিয়াছ ॥ ১১

শ্রীধরটীকা ।—তঞ্চ বাল্যে সাধুঃ সন্নিদানীং কথমন্যথা কৃতবানিত্যাহ—সর্ব্বভূতাত্মভাবেনেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—সঃ ত্বং হরেঃ অনুধ্যাতঃ ( পরমপ্রিয়ত্বেন হৃদি অবধারিতঃ ) তৎপুংসাম্ অপি ( হরিভক্তজনানামপি ) সম্মতঃ ( সমাদরপাত্রম্ অসি ) সতাং ব্রতং ( সাধুজনাচারম্ ) অনুশিক্ষন্ ( অভ্যস্যন্ ) ত্বং কথং তু অবদ্যং (গর্হিতং কর্ম্ম) কৃতবান্ ? ॥ ১২

মূলানুবাদ ।—তুমি শ্রীভগবানের সেবাকারী এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দেরও আদরের পাত্র এবং তুমি সজ্জনোচিত আচরণও অভ্যাস করিয়াছ, এ অবস্থায় কিরূপে তুমি এইরূপ গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে ? ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—অনুধ্যাতঃ হরের্হৃদি স্থিতঃ বিজ্ঞাতো বা । তৎপুংসাং হরিদাসানামপি সাধুত্বেন সম্মতঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—তিতিক্ষয়া ( মহৎসু সহনশীলতয়া ) করুণয়া ( নীচজনান্ প্রতি দয়য়া ) মৈত্র্যা ( সমেষু সৌহার্দ্দেন) অখিলজন্তুষু (সর্ব্বপ্রাণিষু ) সমত্বেন চ ( তুল্যব্যবহারেণ চ ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) ভগবান্ সংপ্রসীদতি ( সম্যক্ প্রসন্নো ভবতি ) ॥ ১৩

সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—মহতের প্রতি তিতিক্ষা অর্থাৎ তাঁহারা প্রতিকূল আচরণ করিলেও তাহা সহ্য করা, নীচজনের প্রতি দয়া, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রতা এবং সকল প্রাণীর প্রতি সমদর্শিতা, এই সকল গুণে অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—সতাং ব্রতমেবাহ। মহৎসু তিতিক্ষয়া, নীচেষু করুণয়া, সমেষু মৈত্র্যা, অখিলজন্তুষু সমত্বেন চ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—ভগবতি (পরমেশ্বরে) সংপ্রসন্নে (সম্যক্ প্রসন্নে সতি) পুরুষঃ প্রাকৃতৈঃ (প্রকৃতিজনিতৈঃ) গুণৈঃ (অহঙ্কারাদিভিঃ) বিমুক্তঃ [অতএব] জীবনির্ম্মুক্তঃ (জীবেন লিঙ্গশরীরেণ নির্ম্মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সন্) নির্ব্বাণং ব্রহ্ম (পরমাং শান্তিম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে পুরুষ প্রকৃতি-জনিত অহঙ্কারাদি হইতে মুক্ত হয়, অতএব তখন আর তাহাকে সূক্ষ্মদেহেও বদ্ধ থাকিতে হয় না, মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—ততঃ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ। সম্প্রসন্নে সতি গুণৈর্বিমুক্তঃ, অতএব তৎকার্য্যেণ জীবেন লিঙ্গশরীরেণ নির্ম্মুক্তঃ সন্ নির্ব্বাণং সুখাত্মকং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

**শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী।**—ধ্রুব যুদ্ধ করিয়া বহুসঙ্খ্যক্ যক্ষসৈন্য বিনা অপরাধে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার পিতামহ মনুর প্রাণে বড়ই দয়া হইল ও তিনি ঋষিতয় মহর্ষিকে সঙ্গে করিয়া ধ্রুবের নিকট আগমন করিয়া নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, এরূপভাবে যক্ষবীরগণের ধ্বংসসাধন করা নিতান্ত অনুচিত হইতেছে। উত্তমকে যে কে বধ করিয়াছে তাহা যখন স্থির নাই, এ অবস্থায় কাহাকেও অপরাধী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না, সুতরাং কে অপরাধ করিয়াছে ইহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত বহুলোকের প্রাণ নষ্ট করা নিতান্ত নিরর্থক এবং উহা লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ সর্ব্বতোভাবেই নিন্দনীয়।

এস্থলে ধ্রুবের পক্ষ হইতে আপত্তি হইতে পারে যে—উত্তমকে যে যক্ষ বধ করিয়াছে, তাহার সহিত যখন অন্যান্য যক্ষগণ সংশ্লিষ্ট আছে, অর্থাৎ স্বজাতি রূপেই হউক বা কোনরূপ আত্মীয়তা সূত্রেই হউক, সকল যক্ষই যখন তাহার পক্ষভুক্ত, তখন তাহারা একেবারে নিরপরাধ বলিয়া স্বীকার করিব কিরূপে? অন্যায কর্ম্ম সাক্ষাৎ আচরণ করিলেও যেরূপ অপরাধ হয়, সেইরূপ সেই মূল দোষীর পক্ষভুক্ত হওয়াও দোষের কারণ, ইহা ত শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত, অতএব ভ্রাতৃবৎসল ধ্রুব সমগ্র যক্ষের প্রতি কুপিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কি দোষ হইল? এই জাতীয় তর্ক উঠিতে পারে ভাবিয়াই মহাপ্রাজ্ঞ মনু বলিলেন,—হে ভ্রাতৃবৎসল ধ্রুব। একের অপরাধে তাহার সম্পর্কিত সকলকেই অপরাধী গণ্য করিয়া বিনাশ করা, ইহা আমাদের কুলধর্ম্ম নহে, বিশেষতঃ তুমি ভগবৎসেবী, অতি শৈশবকালেই তুমি সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা প্রভৃতি ভক্তজনোচিত সদ্গুণের প্রভাবে শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ, এ অবস্থায় তোমার পক্ষে এরূপ কার্য্য শোভা পায় না। যাহারা পশুর ন্যায় বৃথা দেহাভিমানে মত্ত হইয়া থাকে, জীবতত্ত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহারাই এরূপ হিংসাব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়; ভক্তগণ কখনও সেদিকে প্রবৃত্ত হন না, ক্ষমা, দয়া, মিত্রতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি সাধুজনোচিত গুণেই তাঁহারা ভূষিত হইয়া থাকেন ও তাহাতেই শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে তাঁহারা ক্রমশঃ জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হন।

মনু এই সকল যুক্তিপূর্ণ উপদেশচ্ছলে ধ্রুবকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই হিংসাময় ব্যাপারে লিপ্ত

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎ পুরুষ এব হি। তয়োর্ব্যবায়াৎ সম্ভূতির্যোষিৎ পুরুষয়োরিহ ॥ ১৫
এবং প্রবর্ত্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ। গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়াঃ পরমাত্মনঃ ॥ ১৬
নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ। ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লৌহবৎ ॥ ১৭

থাকিলে তাঁহার প্রতি আর শ্রীভগবানের তেমন প্রসন্নতা থাকিবে না। যে সকল সদ্গুণের আকর্ষণে তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহার যদি ব্যতিক্রম ঘটে, তবে তাঁহার প্রসন্নতা স্থায়ী হইবে কিরূপে? তিনি যদি প্রসন্ন না থাকেন, তবে সেই ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ পারমার্থিক শান্তিই বা কিরূপে ঘটিবে? সুতরাং হে ধ্রুব! তুমি যুদ্ধে বিরত হও, আর হিংসাদি কুকর্ম্ম করিও না ॥ ৬—১৪

**অন্বয়ঃ**।—[ বস্তুতত্ত্বে বিচার্য্যমাণে তু ন কোঽপি কস্যাপি হন্তা বধ্যো বেতি দশভিঃ শ্লোকৈস্তদেবং বোধয়তি ] পঞ্চভির্ভূতৈঃ ( পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশরূপৈঃ ) আরব্ধৈঃ দেহাদ্যাকারেণ পরিণতৈঃ) যোষিৎ ( স্ত্রী ) পুরুষ এব হি ( পুরুষশ্চ, উৎপদ্যেতে ইতি শেষঃ ) তয়োঃ ( স্ত্রীপুরুষয়োঃ ) ব্যবায়াৎ ( মৈথুনাৎ ) ইহ ( সংসারে ) যোষিৎপুরুষয়োঃ ( অন্যয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ ) সম্ভূতিঃ ( উৎপত্তিঃ, ভবতীতি শেষঃ ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত দেহাদিরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ হয়, আবার তাহাদের অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের সহযোগে অপর স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি হয় ॥ ১৫

**শ্রীপ্রভটীকা**।—ভ্রাতৃহন্তৃত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তম্, ইদানীন্তু নাত্মনো ভ্রাতৃপুত্রাদিসম্বন্ধঃ, ন চান্যোন্যং হন্তৃত্বাদিকমপীত্যাহ—ভূতৈরিতি দশভিঃ। ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈঃ দেহাদ্যাকারেণ পরিণতৈঃ যোষিৎ পুরুষশ্চেতি প্রসিদ্ধিঃ। তয়োর্ব্যবায়াৎ মৈথুনাৎ সম্ভূতিরন্যয়োর্যোষিৎ-পুরুষয়োরিহ সংসারে ভবতি ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ**।—এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) সর্গঃ ( সৃষ্টির্যথা প্রবর্ত্ততে তথা ) স্থিতিঃ ( পালনং ), সংযম এব চ ( নাশশ্চ ) প্রবর্ত্ততে ( সম্পদ্যতে ) [ তে চ সর্গাদয়ঃ ন স্বতঃ ইত্যাহ ] রাজন্! ( হে ধ্রুব! ) পরমাত্মনঃ (ভগবতঃ) মায়য়াঃ ( ত্রিগুণাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেঃ ) গুণব্যতিকরাৎ ( গুণানাং সত্ত্বাদীনাং, ব্যতিকরাৎ পরিণামবিশেষাৎ ) [ সর্গাদয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ ] ॥ ১৬

**মূলানুবাদ**।—মহারাজ ধ্রুব! শ্রীভগবানের মায়াশক্তিগত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিভিন্ন পরিণাম অনুসারে পঞ্চভূতের দ্বারা যেমন সৃষ্টি হয়, ঐ প্রকারেই পালন এবং লয়ও সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৬

**শ্রীপ্রভটীকা**।—এবং তাবৎ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে, এবং পালকাকারেণ পরিণতৈর্ভূতৈরেব স্থিতিঃ, হন্তৃদেহাকারপরিণতৈঃ সংযমঃ সংহারঃ। স চ পরমাত্মনো মায়য়া গুণানাং ব্যতিকরাৎ, ন তু স্বতঃ ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**।—[ ননু ভূতানাং গুণানাঞ্চ জড়তয়া কথং তেভ্যঃ সৃষ্ট্যাদিসম্ভব ইত্যত আহ ] তত্র ( সৃষ্ট্যাদিবিষয়ে ) নির্গুণঃ ( গুণাতীতঃ ) পুরুষর্ষভঃ ( পুরুষশ্রেষ্ঠঃ ঈশ্বরঃ ) নিমিত্তমাত্রং ( কেবলম্ অধিষ্ঠাতৃস্বরূপঃ ) আসীৎ ( অস্তীত্যর্থঃ, অত্র অতীতকালার্থকাখ্যাতপ্রয়োগ আর্ষঃ ), যত্র ( যস্মিন্নীশ্বরে নিমিত্তে সতি ) ব্যক্তাব্যক্তং ( কার্য্যকারণাত্মকম্ ইদং বিশ্বং ( নিখিলং জগৎ ) লৌহবৎ ( অয়স্কান্তসান্নিধ্যে সতি লৌহং যথা ভ্রমতি তথা ) ভ্রমতি ( পরিবর্ত্ততে ) ॥ ১৭

**মূলানুবাদ**।—এই সৃষ্টিপ্রভৃতি ব্যাপারে নির্গুণ পুরুষপ্রধান পরমেশ্বর নিমিত্তরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি নিমিত্ত থাকাতেই অয়স্কান্ত সন্নিধানে লৌহ যেরূপ ক্রিয়াশীল হয়, সেইরূপ সমগ্র বিশ্ব ক্রিয়াশীলতা লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭

**শ্রীপ্রভটীকা**।—ননু জড়ানাং দেহানাং গুণানাং বা কথং সর্গাদিহেতুত্বম্? তত্রাহ। নিমিত্তমাত্রং

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্ব্বিভাব্যা॥ ১৮
সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্॥ ১৯
ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ॥ ২০

পুরুষর্ষভঃ ঈশ্বরঃ। যত্র যস্মিন্ নিমিত্তে সতি কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং ভ্রমতি পরিবর্ত্ততে, যথা অয়স্কান্তে নিমিত্তে সতি লৌহং পরিবর্ত্ততে তদ্বৎ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—কালশক্ত্যা (স্বীয়কালাখ্যশক্তিপ্রভাবেণ) গুণপ্রবাহেণ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং প্রবাহঃ ক্রমিক-ক্ষোভবিশেষঃ, তেন) বিভক্তবীর্য্যঃ (বিভক্তং পৃথগ্ভূতং বীর্য্যং সৃষ্ট্যাদিসামর্থ্যং যস্য সঃ) স খলু ভগবান্ (স ভগবান্ শ্রীহরিরেব) অকর্ত্তৈব (সাক্ষিমাত্রত্বেন স্বয়ং কার্য্যকারিত্বশূন্যোঽপি) ইদং (বিশ্বং) করোতি (সৃজতি), অহন্তা (বস্তুতঃ স্বয়ং হননাকর্ত্তাপি) নিহন্তি (বিনাশয়তি) [ভগবতঃ কালমায়াজীবাখ্যশক্তিভিরেব বিশ্বেষাং সৃষ্ট্যাদিকং সাধ্যতে, অতঃ স্বয়মসৌ অকর্ত্তাপি অহন্তাপি চ শক্তীনাং স্বাভিন্নতয়া তাসাং কর্ত্তৃত্বহন্তৃত্বাদিতঃ "করোতি" "হন্তি" ইত্যেবং ব্যপদিশ্যতে ইতি ভাবঃ], বিভূম্নঃ (বিশিষ্টো ভূমা বহুরূপত্বং যস্য স বিভূমা, তস্য বিশ্বরূপস্য ইতি যাবৎ) চেষ্টা (কালশক্তিঃ) দুর্বিভাব্যা (অচিন্ত্যনীয়া) খলু (নিশ্চয়ার্থে অব্যয়ম্)॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—কালশক্তি-প্রভাবে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের ক্রমিক বিভিন্ন প্রকার অবস্থা হয়, তাহাতে শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদিশক্তিও পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে পরিণত হয়, তদনুসারে তিনি স্বয়ং কর্ত্তা না হইলেও বিশ্বরচনা করিয়া থাকেন, এবং স্বয়ং হননকারী না হইলেও বিশ্বের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকেন। বিশ্বরূপী শ্রীভগবানের কালশক্তি অতি দুর্জ্ঞেয়॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—নন্থ স চেন্নিমিত্তং তর্হি তস্যাবিশেষাৎ যুগপদেব সর্গাদিত্রয়ং ভবেৎ? অত আহ—স খল্বিতি। কালশক্ত্যা ক্রমেণ গুণানাং প্রবাহঃ ক্ষোভস্তেন বিভক্তং সৃষ্ট্যাদিবিষয়ং বীর্য্যং শক্তির্যস্য। নন্থ কালোঽপি গুণান্ যুগপদেব ক্ষোভয়তু? তত্রাহ। চেষ্টা কালশক্তিঃ দুর্ব্বিভাব্যা অচিন্ত্যা॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—অব্যয়ঃ (নিত্যঃ) সঃ (ভগবান্) অনাদিঃ (স্বয়ং জন্মরহিতঃ, অথচ) জনেন (পিত্রাদিনা) জনং (পুত্রাদিকং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) আদিকৃৎ (সৃষ্টিকর্ত্তা ভবতি), অনন্তঃ (স্বয়ং বিনাশরহিতঃ, অথচ) মৃত্যুনা (যমেন) অন্তকং (চৌরাদিকং) মারয়ন্ (নাশয়ন্) অন্তকরঃ (বিনাশকারী ভবতীতি শেষঃ)॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—নিত্যপুরুষ শ্রীভগবান্ স্বয়ং অনাদি এবং অনন্ত হইলেও পিত্রাদি দ্বারা পুত্রাদিকে জন্মাইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ঘাতকদ্বারা চৌর প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া নাশক হইয়া থাকেন॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—নন্থ পিত্রাদিঃ সৃজতি, পালয়তি রাজাদিঃ, নিহন্তি চ চৌরাদিঃ, নতু ঈশ্বরঃ। তত্রাহ—স ইতি। জনেন পিত্রাদিনা জনং পুত্রাদিং জনয়ন্নাদিকৃৎ, অন্তকং চৌরাদিকং তস্মৃত্যুহেতুনা মারয়ন্নন্তকরঃ। স্বয়ন্তু অনন্তঃ, অনাদিঃ, অব্যয়ঃ অক্ষীণশক্তিশ্চ। অয়ং ভাবঃ—পিত্রাদয়ঃ অন্যত উৎপত্ত্যাদিমন্তঃ, ন স্বাতন্ত্র্যেণ কারণং, কিন্ত্বীশ্বর এব তন্নিয়ন্তা সর্ব্বকারণমিতি॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—মৃত্যোঃ (মৃত্যুস্বরূপস্য) সমং (তুল্যং যথা ভবতি তথা) প্রজাঃ (জনান্) বিশতঃ (আশ্রয়তঃ) পরস্য (পরমপুরুষস্য) অস্য (ভগবতঃ) স্বপক্ষঃ বিপক্ষ এব বা ন বৈ (নৈব অস্তি), রজাংসি (ধূলয়ঃ) ধাবমানম

আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ।
উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ ॥ ২১
কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ। একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ॥ ২২
অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ। ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥ ২৩

অনিলং (বায়ুং) যথা অনুধাবন্তি, [তথা] অনীশাঃ (অস্বতন্ত্রাঃ, কর্ম্মাধীনা ইতি যাবৎ) ভূতসংঘাঃ (প্রাণিবর্গাঃ) তং (ভগবন্তম্) অনুধাবন্তি (অনুগচ্ছন্তি) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—মৃত্যুরূপী এই পরমেশ্বরের আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই, তিনি তুল্যভাবেই সকল ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে জীবগণ কর্ম্মাধীন, সুতরাং ধূলিসমূহ যেমন প্রবহমান বায়ুর অনুগামী হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবসমূহও শ্রীভগবানের অনুগামী হইয়া থাকে ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—নচৈবং কুর্ব্বতোঽপি বৈষম্যপ্রসক্তিঃ পক্ষপাতাভাবাদিত্যাহ—ন বা ইতি দ্বাভ্যাম্। মৃত্যুরূপস্য সমং যথা ভবতি তথা প্রজাঃ কর্ম্মভূতা বিশতঃ। তস্য সাম্যেঽপি ভূতেষু ফলবৈষম্যং তৎকর্ম্মণস্তথাত্বাদিতি সদৃষ্টান্তমাহ। তং ধাবন্তমনু অনীশাঃ কর্ম্মাধীনা ভূতসঙ্ঘা ধাবন্তি, অনিলং ধাবন্তমনু রজাংসীব। তত্র যথা রজসাং তমঃপ্রকাশজলাগ্ন্যাদিপ্রবেশেঽপি নানিলস্য বৈষম্যম্, এবমীশ্বরস্যাপীতি ভাবঃ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—উভাভ্যাম্ (অপচযোপচযাভ্যাং) রহিতঃ (শূন্যঃ) [অতএব] স্বস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) অসৌ বিভুঃ (ভগবান্) দুঃস্থস্য (কর্ম্মাধীনস্য) জন্তোঃ (জীবস্য) আয়ুষঃ অপচয়ং (হ্রাসং) তথৈব উপচয়ং (বৃদ্ধিং) বিদধাতি (সম্পাদয়তি) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবানের হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই—তিনি নির্ব্বিকার, জীবগণ কর্ম্মধীন, তদনুসারে তিনি তাহাদের আয়ুর হ্রাস ও বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—অপচয়ম্ অকালমৃত্যুম্, উপচয়ং কালমৃত্যোরপি রক্ষাম্। যদ্বা অপচয়ং মশকাদৌ, উপচয়ং দেবাদৌ। স্বস্থত্বাদুপচযাপচয়াভ্যাং রহিতোঽসৌ বিভুর্দুঃস্থস্য কর্ম্মাধীনস্য বিদধাতি ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—[হে] নৃপ! (রাজন্ ধ্রুব!) এনম্ (ঈশ্বরং) কেচিৎ কর্ম্ম বদন্তি (মীমাংসকাঃ কর্ম্মৈব সুখদুঃখপ্রদং বদন্তি, তদতিরিক্তমীশ্বরং ন স্বীকুর্ব্বন্তি) অপরে (লোকায়তিকাঃ চার্ব্বাকাদয়ঃ) স্বভাবম্ [ঈশ্বরস্থানীয়ং বদন্তি], একে (ব্যবহারিকাঃ) কালং (কালমেব ঈশ্বরং বদন্তি) পরে (জ্যোতিষিকাঃ) দৈবং (দৈবমিতি স্বার্থে ষ্ণঃ, তথাচ গ্রহাদিরূপাং দেবতামেব ঈশ্বরং বদন্তীত্যর্থঃ) উত (অপিচ) অপরে পুংসঃ (বাৎস্যায়নাদয়ঃ) কামং (কামস্বরূপমেব এনং বদন্তীত্যর্থঃ) ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্ ধ্রুব! ঈশ্বরকে কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) কর্ম্মস্বরূপ বলিয়া থাকেন, কেহ (চার্ব্বাকপ্রভৃতি) স্বভাবনামে স্বীকার করেন, কেহ (ব্যবহারিকসম্প্রদায়) কালনামে, কেহ (জ্যোতিষিকগণ) গ্রহাদি দেবতারূপে, আর কেহ বা (বাৎস্যায়নপ্রভৃতি) কামস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—এবম্ভূতশ্চেশ্বরঃ সর্ব্ববাদিসম্মতঃ, বিবাদস্তু নামমাত্র ইত্যাহ—কেচিদিতি। পুংসঃ কামং বাৎস্যায়নাদয়ঃ। শ্রুতিশ্চ—কামোঽকার্ষীৎ কামঃ করোতি কামঃ কর্ত্তা কামঃ কারয়িতেত্যাদি ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—[হে] তাত! (বৎস ধ্রুব!) অব্যক্তস্য (ইন্দ্রিয়াদ্যগোচরস্য) [অতএব] অপ্রমেয়স্য (অভ্রান্তরূপেণ নিশ্চেতুমযোগ্যস্য) [ননু যদ্যসৌ ন ব্যক্তঃ, ন বা প্রমেয়ঃ, তর্হি তদস্তিত্বে কিং প্রমাণমিত্যত আহ]

ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ। বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্ ॥ ২৪

নানাশক্ত্যুদয়স্য চ ( নানাবিধানাং শক্তীনাং কালমায়াদীনাম্ উদয়ঃ প্রকাশো যস্মাৎ তস্য )[এতেন ঈশ্বরস্য অস্তিত্বং প্রতি অনুমানং প্রমাণং দর্শিতম্,"অনুভবসিদ্ধাঃ কালাদিশক্তয়ঃ কেনচিৎ চেতনেনাধিষ্ঠিতাঃ জড়ত্বেঽপি কার্য্যজনকত্বাৎ" ইত্যাদ্যনুমানরীত্যা পারিশেষ্যাৎ ঈশ্বরস্যৈব স্বীকর্ত্তব্যত্বাৎ] অস্য (ঈশ্বরস্য) চিকীর্ষিতং বৈ (অভিপ্রেতমেব) ন ( কোঽপি ন বেত্তীতি তাৎপর্য্যম্ ), অথ স্বসম্ভবং ( স্বস্য উৎপত্তিকারণম্ ঈশ্বরং ) কো বেদ ? ( ন কোঽপি জানাতীতি ভাবঃ ) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—বৎস ধ্রুব। ঈশ্বর অব্যক্ত ( ইন্দ্রিয়াদির অবিষয় ), অপ্রমেয় অর্থাৎ যথার্থরূপে অনুভব করিবার অযোগ্য এবং কালপ্রভৃতি নানাবিধ শক্তির প্রকাশক ( ইন্দ্রিয়াদির অবিষয় বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র ), তাঁহার কি করিতে ইচ্ছা, তাহাই কেহ অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং নিজ ঈপ্সিত কার্য্যের মূলকারণস্বরূপ ঈশ্বরকে যথার্থরূপে কে জানিতে পারিবে ? ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—ননু কর্ম্মাদীনাং জড়ত্বাদিনা স্বরূপতোঽপি ভিন্নত্বাৎ কথমৈকমত্যমিত্যাহ। অব্যক্তস্য অতএব অপ্রমেয়স্য। তথাপি সর্ব্বে হেতুঃ—নানাশক্তীনাং মহদাদীনাম্ উদয়ো যস্মাৎ। চিকীর্ষিতমেব তাবৎ কোঽপি ন বেদ, অথ স্বস্য সম্ভবো যস্মাৎ তমীশ্বরং কো বেদ ? ন কোঽপি। অদ্ধেতি পাঠে সাক্ষাৎ। অতস্তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ বিশেষাংশে বিবাদ ইত্যর্থঃ। অথাচ শ্রুতিঃ—কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আযাতা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথা কো বেদ যত আবভূবেত্যাদি ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] পুত্রক। ( বাৎসল্যভাজন। ) এতে ধনদানুগাঃ ( ধনদস্য কুবেরস্য অনুগাঃ অনুচরাঃ যক্ষা ইত্যর্থঃ ) ন চ ( ন হি ) ভ্রাতুঃ ( উত্তমস্য ) হন্তারঃ ( বিনাশকর্ত্তারঃ ), তাত। ( হে বৎস। ) পুংসঃ (জীবস্য) বিসর্গাদানযোঃ ( সৃষ্টিসংহারযোঃ সম্বন্ধে ) দৈবং হি ( দেব ঈশ্বর এব ) কারণং ( ভবতীতি শেষঃ ) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—স্নেহাস্পদ বৎস ধ্রুব। এই কুবেরানুচর যক্ষগণ তোমার ভ্রাতৃহন্তা নহে, জীবের সৃষ্টি ও নাশসম্বন্ধে একমাত্র ঈশ্বরই কারণ ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা।**—ঈশ্বরবাদস্য প্রকৃতোপযোগমাহ। ন চৈতে ভ্রাতুর্হন্তারঃ। উক্তমেব হেতুমনুবদতি। বিসর্গাদানযোঃ মৃত্যুজন্মনোঃ। যদ্বা বিসর্গঃ সৃষ্টিঃ, আদানং সংহারঃ। দৈবমীশ্বর এব হি কারণম্ ॥ ২৪

**শ্রীভাগবতভাবতরঙ্গিণী।**—ইতিপূর্ব্বে পিতামহ মনু সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশে ধ্রুবকে বুঝাইয়াছেন যে, যক্ষগণের মধ্যে কে তোমার ভ্রাতাকে বধ করিয়াছে, তাহা যখন স্থির নাই, এই অবস্থায় নিরর্থক যক্ষগণের বিনাশ করিতে যাওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের রহস্য একটু ভালভাবে বুঝিতে গেলে বুঝা যাইবে যে, ঐ সকল ব্যাপার সমস্তই লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হইতেছে, জীবের মধ্যে কেহই কাহারও সৃষ্টি বা সংহার করিতে পারে না, সুতরাং কোনও যক্ষকে ভ্রাতৃহন্তা ভাবিয়া কুপিত হওয়া ধ্রুবের মত সাধকের পক্ষে সমুচিত নহে। এক্ষণেও এই মর্ম্মে মনু আবার ধ্রুবকে বুঝাইতেছেন যে শ্রীভগবানের যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি, তাহাই কালপ্রভাবে বিভিন্ন প্রকার পরিণাম অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্যপ্রাপ্তি পূর্ব্বক ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতকে দেহাদিরূপে পরিণত করে, তাহাতেই প্রথমতঃ স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি হয়, পরে তাহা হইতে অন্য স্ত্রীপুরুষ, তাহা হইতে আবার অন্য, এইরূপে ক্রমিক সৃষ্টিবিস্তার হইতে থাকে। এখন দেখিতে হইবে যে, উল্লিখিত সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক মায়া, পঞ্চভূত ও তাহার পরিণামস্বরূপ দেহাদি, সমস্তই জড় পদার্থ, সুতরাং উহাদের কর্ত্তৃত্বে সৃষ্ট্যাদি-নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে ? কেবল জড়ের ত কখনও কার্য্যকারিত্ব শক্তি থাকে না, অতএব বুঝিতে হইবে যে অবশ্যই সেই চৈতন্যরূপী শ্রীভগবানের যোগ তাহাদের

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ॥ ২৫

মূলে আছে। যদিও শ্রীভগবান্ স্বয়ং নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষিরূপে বিরাজমান, তথাপি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জড় লৌহপিণ্ড যেমন ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার চৈতন্যশক্তির সম্পর্কে জড়ের মধ্যেও কার্য্য-কারিত্ব শক্তি উপস্থিত হয়, সেই কার্য্যকারিত্ববলেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, সুতরাং শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু না করিলেও বস্তুগত্যা তিনিই সর্ব্বকারণকারণ, তিনিই সকলের মূল।

উপরোক্ত "তিনিই সকলের মূল" এই কথায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, জগতে কেহ দীর্ঘজীবী হইয়া প্রচুর ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ প্রভৃতি ভোগ করিতেছে, আর কেহ বা অকাল মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইয়া সমস্ত সুখে বঞ্চিত হইতেছে ইত্যাদি যে বহুপ্রকার বৈষম্য সংঘটিত হয় ইহাতে কি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব আছে? ইহার সমাধান অভিপ্রায়ে মনু উপদেশ দিতেছেন—"ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের নিকটে আত্মীয় বা পর কোনও প্রভেদ নাই, তিনি সকলের প্রতিই সমান, তথাপি কর্ম্মপথের পার্থক্য অনুযায়ী জীবের পক্ষে ফলের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এস্থলে মহামুনি মৈত্রেয় সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"যথা রজাংস্যনিল" ইত্যাদি। বায়ু সকলের প্রতিই সমান, কাহারও প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব নাই, সমানভাবেই প্রবাহিত হইতেছে, এ অবস্থায় যে ধূলিকণাগুলি আকাশে উড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে কতকগুলি হয় ত জলে গিয়া পড়ে, কতকগুলি বা অগ্নিতে, আবার কতকগুলি হয় ত বৃক্ষের শাখায় গিয়া পড়িয়া থাকে। এই যে ধূলিকণাগুলির ফলভেদ ঘটিল, ইহাতে বায়ুর কি কোনও দোষ আছে? কিছুই না—বায়ু ত সকল ধূলিকেই সমানভাবে পরিচালিত করিয়াছে, তবে কাহার বৈষম্যে তাহাদের ঐ ফলভেদ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের আশ্রিত পথের বৈষম্যে তাহাদের ঐ ফলভেদ ঘটিয়াছে। ধূলি উড়িবার সময় যেগুলি যেরূপ পথে গিয়াছে, সেই পথে জল, অগ্নি বা বৃক্ষ, যাহা তাহার পক্ষে প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতেই তাহার বিশ্রাম ঘটিয়াছে। জীবের ফলভোগ-ব্যাপারেও শ্রীভগবানের পরিচালনা ঠিক সমান। সকলেই তদনুসারে কর্ম্মপথে চলিতেছে, তবে কর্ম্মপথের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে যাঁহার যাহা প্রাপ্য হইতেছে, তিনি তাহাই ভোগ করিতেছেন। ইহাতে শ্রীভগবানের কোনও দোষ বা পক্ষপাতিত্ব নাই।

জীবের এই সকল অবস্থাভেদ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানারূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যেমন ঈশ্বরকেই সকল বিষয়ের মূল বলি, অনেক শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের কোন কথাই নাই—যেমন মীমাংসাদর্শন। তাহাতে কর্ম্মকেই সকল বৈচিত্র্যের মূল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, কর্ম্ম ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া কোনও পৃথক্ পদার্থ সিদ্ধান্তিত হয় নাই। আবার চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের মতে স্বভাবই সমস্ত ব্যাপারের মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই যে সিদ্ধান্ত সকল, ইহাতে কিন্তু বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। কর্ম্মই হউক, আর স্বভাবই হউক, সকল বস্তুর উপর কর্তৃত্ব করে এমন একটী পদার্থ সকলের মতেই স্বীকৃত হইয়াছে, তবে তাহার নাম আমরা ঈশ্বর বলি, কেহ কেহ অন্যান্য প্রকার বলিয়া থাকেন, ইহা শুধু নামগত পার্থক্য, বস্তুগত পার্থক্য নহে। যাহা হউক, এই সকল তত্ত্ব পর্য্যালোচনার ফলে প্রকৃত বিষয়ের কি বুঝিতে হইবে, উপসংহারে মনু ধ্রুবকে তাহাই বলিলেন—"নচৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ" ইত্যাদি, "বৎস ধ্রুব! এই যক্ষগণ তোমার ভ্রাতাকে বধ করে নাই"। তাহার স্বীয় কর্ম্মানুসারে ঐ প্রকারে দেহবিচ্যুতি হওয়া শ্রীভগবানেরই নিয়মিত ফল, সুতরাং সে জন্য যক্ষকে অপরাধী বলিয়া মনে করা ভ্রান্তি মাত্র॥ ১৫—২৪

এব ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশ ভূতভাবনঃ। স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ ॥ ২৬

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং সর্ব্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্।

যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি গাবো যথোতা নসি দামযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭

যঃ পঞ্চবর্ষো জননীং ত্বং বিহায় মাতুঃ সপত্ন্যা বচসাভিন্নমর্ম্মা।

বনং গতস্তপসা প্রত্যগক্ষমারাধ্য লেভে মূর্দ্ধ্নি পদং ত্রিলোক্যাঃ ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—স এব ( ভগবানেব ) বিশ্বং সৃজতি, স এব অবতি (রক্ষতি), হন্তি চ (বিনাশয়ত্যপি) তথাপি ( সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেঽপি ) অনহঙ্কারঃ ( অনহঙ্কার ইতি হেতুগর্ভবিশেষণম্, তথা চ যতঃ সঃ অহঙ্কারশূন্য অতএব ) গুণ-কর্ম্মভিঃ নাজ্যতে ( ন লিপ্যতে ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—যদিও শ্রীভগবান্‌ই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কিছুমাত্র অহঙ্কার না থাকায় তিনি গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—তত্রাপি নির্লেপতামাহ—স এবেতি ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—[ ভগবতো নিরহঙ্কারত্বে হেতুমাহ ] ভূতাত্মা ( সর্ব্বভূতানামন্তর্য্যামী ) ভূতেশঃ ( সর্ব্বভূতানাং নিয়ন্তা ) ভূতভাবনঃ ( ভূতানামুৎপাদকঃ ) এষঃ ( ভগবান্ ) স্বশক্ত্যা ( স্বকীয়বহিরঙ্গশক্তিস্বরূপয়া ) মায়য়া যুক্তঃ ( তামধিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ ) সৃজতি, পাতি চ ( রক্ষতি চ ) অত্তি চ ( আত্মনি তেষাং লয়ঞ্চ করোতি ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের উৎপাদক এই ভগবান্ স্বকীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—অনহঙ্কারত্বে হেতুমাহ—এষ ইতি ২৬

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] তাত। বিশ্বসৃজঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাপতয়ঃ) নসি (নাসিকায়াম্, অত্রাবচ্ছেদে সপ্তমী) উতাঃ ( বদ্ধাঃ ) গাবো যথা ( গাব ইব ) দামযন্ত্রিতাঃ (দাম্না নামরূপয়া রজ্জ্বা যন্ত্রিতাঃ আকৃষ্টাঃ সন্তঃ) যস্মৈ (ভগবতে) বলিং ( পূজোপহারাদিকং ) হরন্তি ( অর্পয়ন্তি ), মৃত্যুম্ ( অভক্তানাং মৃত্যুস্বরূপমপি ) অমৃতং (ভক্তানামমৃতস্বরূপং পরম-শান্তিবিধায়কমিতি যাবৎ ) জগৎপরায়ণং ( জগতঃ বিশ্বস্য পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্ অয়নম্ আশ্রয়স্বরূপং) তমেব দৈবং (দেব এব দৈবঃ, স্বার্থে ষ্ণঃ, তং দেবং ভগবন্তমেবেত্যর্থঃ ) সর্ব্বাত্মনা ( সর্ব্বতোভাবেন) উপেহি ( শরণং গচ্ছ ইত্যর্থঃ, অত্র সন্ধৌ অকারলোপাভাব আর্ষঃ ) ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—বৎস ধ্রুব। যাঁহার নামগুণে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণ নাসাবদ্ধ গোসমূহের ন্যায় যাঁহাকে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবান্ অভক্তগণের প্রতি যমস্বরূপ হইলেও ভক্তগণের পক্ষে অমৃততুল্য, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্বরূপ সেই পরমদেবতাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা কর ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—সত্যমীশ্বর এব কর্ত্তা, তথাপ্যহঙ্কারাদি ময়া ত্যক্তুং ন শক্যমিতি চেৎ, অত আহ—তমেবেতি চতুর্ভিঃ। মৃত্যুমভক্তানাং, ভক্তানান্তু অমৃতম্, উপেহি শরণং গচ্ছ। তমেবেত্যবধারণে হেতুঃ - যস্মৈ নসি নাসি-কায়াম উতা দামভির্ব্বদ্ধাঃ গাব ইব বিশ্বসৃজোঽপি নামভির্যন্ত্রিতা বদ্ধাঃ সন্তো বলিং হরন্তি, তৎকারিতং কর্ম্ম-কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—[ভগবদারাধনং তব ন দুষ্করমিত্যাহ] যঃ ( ভবান্ ) পঞ্চবর্ষঃ মাতুঃ সপত্ন্যাঃ (বিমাতুঃ সুরুচেঃ) বচসা ( বাক্যবাণেন ) ভিন্নমর্ম্মা ( ভিন্নং বিদীর্ণপ্রায়ং মর্ম্ম যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্ ) জননীং (সুনীতিং) বিহায় (পরি-ত্যজ্য) বনং গতঃ [সন্] তপসা প্রত্যগক্ষং (প্রত্যঞ্চি আত্মদর্শনরতানি অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি যস্মাৎ তং, সাধকস্য ইন্দ্রিয়া-

তমেনমঙ্গাত্মনি মুক্তবিগ্রহে ব্যপাশ্রিতং নির্গুণমেকমক্ষরম্।
আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগ্ যস্মিন্নিদংভেদমসৎ প্রতীযতে॥ ২৯
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্রউপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥ ৩০
সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্। শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্॥ ৩১

মাত্মাভিমুখতাসম্পাদকমীশ্বরমিত্যর্থঃ) আরাধ্য ত্রিলোক্যাঃ মূর্দ্ধ্নি (সর্ব্বোত্তমপ্রদেশে) পদং (স্থানং) লেভে (প্রাপ্তবান্) [এবম্ভূতঃ] ত্বং ["তমেব দৈবম্ উপেহি" ইতি পূর্ব্ববাক্যেনান্বয়ঃ]॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—যে তুমি পাঁচবৎসরমাত্র বয়সে বিমাতার বাক্যে ব্যথিত হইয়া নিজ জননী সুনীতিকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বনগমন পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা, সাধকের ইন্দ্রিয়সকল যাঁহার কৃপায় আত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া ত্রিজগতের মস্তকোপরি অর্থাৎ সর্ব্বোত্তমলোকে স্থানলাভে অধিকারী হইয়াছ, সেই তুমি আবার শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় কর (তোমার পক্ষে সাধনা কিছুমাত্র কষ্টকর নহে)॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—তদারাধনঞ্চ তব সুশক্যমিত্যাহ। যঃ পঞ্চবর্ষঃ, স ত্বং যমারাধ্য ত্রিলোক্যা মূর্দ্ধ্নি পদং লেভে লব্ধবানসি, ইদানীং তমেবান্বিচ্ছ অবলোকয়েত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রত্যঞ্চি অঙ্গানি যস্মিন্, ক্রিয়াবিশেষণং বা॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গ। (হে ধ্রুব।) [ত্বম্] আত্মদৃক্ (আত্মদৃষ্টিপরায়ণঃ সন্) মুক্তবিগ্রহে (বিরোধশূন্যে) আত্মনি (স্বীয়চিত্তে) ব্যপাশ্রিতং (বাৎসল্যবশাৎ বিশেষেণ অবস্থিতং) নির্গুণং (গুণাতীতম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) অক্ষরং (নিত্যং) বিমুক্তং (স্বভাবত এব মুক্তস্বরূপং) তম্ এনম্ আত্মানম্ (ঈশ্বরমেব) অন্বিচ্ছ (প্রাপ্তুং যতস্ব), যস্মিন্ (ভগবতি প্রাপ্তে সতি) ইদংভেদং (কৃতসমাসমেতৎপদম্, ইমে শত্রুমিত্রাদিরূপা ভেদা যত্র তৎ তথাবিধং জগৎ ইত্যর্থঃ) অসৎ (অবিদ্যমানমিব) প্রতীযতে॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—হে ধ্রুব। যে-ভগবানকে লাভ করিতে পারিলে এই শত্রুমিত্রাদিভেদ সঙ্কুল জগৎ নিতান্ত অবিদ্যমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তুমি আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া সেই নির্গুণ নিত্যমুক্তস্বরূপ অদ্বিতীয় শ্রীভগবান্‌কেই আশ্রয় কর, তোমার অন্তরে যখন কোনও বিরোধ ছিল না, তখন অতিশয় বাৎসল্যবশতঃ তিনি তাহাতে বিশেষ রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা।**—হরিং ধ্যায়ন্তং প্রত্যাহ। হে অঙ্গ ধ্রুব। মুক্তবিরোধে আত্মনি মনসি ব্যপাশ্রিতম্ অবস্থিতম্। আত্মদৃক্ প্রত্যগ্দৃষ্টিঃ সন্। অয়ং ভেদো যস্মিন্ তদিদংভেদম্ অসদেব বিশ্বং যস্মিন্ প্রতীযতে তম্॥ ২৯

**অন্বয়ঃ।**—প্রত্যগাত্মনি (সর্ব্বান্তর্য্যামিনি) আনন্দমাত্রে (শুদ্ধানন্দস্বরূপে) উপপন্নসমস্তশক্তৌ (উপপন্না অধিগতাঃ সমস্তাঃ শক্তয়ো যেন তস্মিন্) ভগবতি অনন্তে (শ্রীহরৌ) পরমাং ভক্তিং বিধায় তদা (তস্মিন্নেব সময়ে) ত্বং "মম" "অহম্" ইতি প্ররূঢ়ম্ (অহঙ্কারমমকারাদিরূপেণ প্রকাশমানম্) অবিদ্যাগ্রন্থিং (মোহবন্ধনং) শনকৈঃ (ক্রমেণ) বিভেৎস্যসি (ছেৎস্যসি)॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—সর্ব্বান্তর্য্যামী শুদ্ধ আনন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি করিলে তুমি তখনই "আমি" "আমার" ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত মোহবন্ধনকে ক্রমে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—তদন্বেষণফলমাহ— ত্বমিতি। তদা অন্বেষণকাল এব॥ ৩০

**অন্বয়ঃ।**—[হে] রাজন্। (ধ্রুব।) অগদেন (ঔষধেন) আময়ং যথা (রোগং যথা প্রশময়তি তথা) ভূয়সা

যেনোপসৃষ্টাৎ পুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভৃশম্। ন বুধস্তদ্বশং গচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাত্মনঃ ॥ ৩২
হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্। যজ্জঘ্নিবান্ পুণ্যজনান্ ভ্রাতৃঘ্নানিত্যমর্ষিতঃ ॥ ৩৩
তং প্রসাদয় বৎসাশু সন্নত্যা প্রণয়োক্তিভিঃ। ন যাবন্মহতাং তেজঃ কুলং নোঽভিভবিষ্যতি ॥৩৪
এবং স্বায়ম্ভুবং পৌত্রমনুশাস্য মনুর্ধ্রুবম্।
তেনাভিবন্দিতঃ সাকমৃষিভিঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে মনুবাক্যং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

( বহুলেন ) শ্রুতেন ( মদুপদেশবাক্যেন ) শ্রেয়সাং ( মঙ্গলানাম্ ) পরং প্রতীপং ( অত্যন্তপ্রতিকূলং ) রোষং ( ক্রোধং ) সংযচ্ছ ( সংযতং কুরু ), তে ( তব ) ভদ্রং ( মঙ্গলম্, অস্ত্বিতি শেষঃ ) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ**।—হে ধ্রুব! লোক যেমন ঔষধ দ্বারা রোগ প্রশমিত করে, সেইরূপ তুমিও এই যে বহুপ্রকার উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে তদনুসারে স্বীয় ক্রোধ সংযত কর, যেহেতু ক্রোধ মঙ্গলের বড়ই প্রতিকূল; তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা**।—উপদেশসারমাহ—সংযচ্ছেতি দ্বাভ্যাম্। প্রতীপং প্রতিকূলম্। অগদেন ঔষধেন যথা লোকো রোগং নিযচ্ছতি ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ**।—যেন ( ক্রোধেন ) উপসৃষ্টাৎ ( পরিব্যাপ্তাৎ ) পুরুষাৎ লোকঃ ভৃশম্ ( অত্যন্তম্ ) উদ্বিজতে ( উদ্বিগ্নো ভবতি ), আত্মনঃ ( স্বস্য ) অভয়ম্ ( মঙ্গলম্ ) ইচ্ছন্ বুধঃ ( পণ্ডিতঃ ) তদ্বশং ( ক্রোধপারতন্ত্র্যং ) ন গচ্ছেৎ ( ক্রোধেন বিচলিতো ন ভবেদিত্যর্থঃ ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ**।—ক্রোধে পরিব্যাপ্ত ব্যক্তিকে লোক অত্যন্ত ভয় করে, অতএব যে ব্যক্তি "আমা হইতে যেন কাহাকেও ভীত হইতে না হয়" এরূপ নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, সেরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির ক্রোধ-পরবশ হওয়া সমুচিত নহে ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা**।—যেন রোষেণ উপসৃষ্টাৎ ব্যাপ্তাৎ ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ**।—ত্বয়া গিরিশভ্রাতুঃ [ ব্রহ্মণঃ পুত্রৌ দক্ষঃ পুলস্ত্যশ্চ, তয়োর্মধ্যে দক্ষস্য কন্যা অদিতিঃ, পুলস্ত্যস্য চ পুত্রঃ বিশ্রবাঃ, অদিতেঃ সর্ব্বং দেবকুলং পুত্ররূপেণোৎপন্নম্, অতঃ গিরিশো মহাদেবোঽপি অদিতেঃ পুত্র এব, বিশ্রবসঃ পুত্রো হি ধনদঃ কুবেরঃ, অতঃ পর্য্যায়ক্রমেণ গিরিশ-ধনদয়োর্ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধঃ ] ধনদস্য ( কুবেরস্য ) হেলনম্ ( অবমাননং ) কৃতং, যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) [ ত্বং ] পুণ্যজনান্ ( যক্ষান্ ) ভ্রাতৃঘ্নান্ ইতি [ চিন্তয়িত্বা ] অমর্ষিতঃ ( কুপিতঃ সন্ ) জঘ্নিবান্ ( বিনাশিতবানসি ) ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ**।—তুমি শিবভ্রাতা কুবেরের অবজ্ঞা করিয়াছ, যেহেতু যক্ষসম্প্রদায়কে ভ্রাতৃহন্তা মনে করিয়া ক্রোধবশতঃ তাহাদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] বৎস! [ ত্বম্ ] আশু ( শীঘ্রং ) সন্নত্যা ( সম্যক্ নতিস্বীকারেণ ) প্রণয়োক্তিভিঃ ( প্রীতিপূর্ণবাক্যৈশ্চ ) তং ( কুবেরং ) প্রসাদয় ( সন্তোষয় ), যাবৎ ( যাবতা প্রসাদনেন ) মহতাং ( বলীয়সাং তেষাং কুবেরাদীনাং ) তেজঃ নঃ ( অস্মাকং ) কুলং ( বংশং ) ন অভিভবিষ্যতি ( হানিযুক্তং ন করিষ্যতি ) ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ**।—বৎস! তুমি সত্বর ( কুবেরের নিকট উপস্থিত হইয়া ) সম্যক্ প্রকারে নতি স্বীকার ও

প্রীতিসম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন কর, যাহাতে সেই মহাপুরুষদিগের তেজ আমাদের বংশকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না করে॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ পৌত্রং ধ্রুবম্ এবং (পূর্ব্বোক্তরূপম্) অনুশাস্য (উপদিশ্য) তেন (ধ্রুবেণ) অভিনন্দিতঃ (অভ্যর্থিতঃ সন্) ঋষিভিঃ সাকং (সহাগতৈঃ মুনিভিঃ সহ) স্বপুরং (নিজভবনং) যযৌ (গতবান্)॥৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১১

**মূলানুবাদ**।—স্বায়ম্ভুব মনু পৌত্র ধ্রুবকে এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ধ্রুব-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মুনিগণসহ নিজভবনে প্রস্থান করিলেন॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোধ্যায়ঃ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা**।—অন্যচ্চ ত্বয়া কার্য্যমিত্যাহ—হেলনমিতি দ্বাভ্যাম্। যদ্ যতো জঘ্নিবান্ ঘাতিতবান্॥ ৩৩—৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১

**শ্রীভাগবতাম্বৃতবর্ষিণী**।—"বিসর্গাদানযোস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণং" "জীবের সৃষ্টি ও সংহারাদি বিষয়ে শ্রীভগবান্ই একমাত্র কারণ" এই পর্য্যন্ত মনুর যে উপদেশগুলি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, শ্রীভগবান্ যদি সৃষ্ট্যাদি সমস্ত ব্যাপারের কারণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্মলিপ্ত বলিতে পারা যায় এবং যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি" "আমি কোনও কর্ম্মে লিপ্ত হই না," ইত্যাদি বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে কি প্রকারে? এই আশঙ্কায় মনু স্বয়ংই সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন—" তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম করিলেই যে তাহাতে লিপ্ত হইতে হয়, একপ নহে, কেননা কর্ম্মলিপ্ত শব্দের অর্থ—কর্ম্মজনিত শুভ বা অশুভ অদৃষ্টে যুক্ত হওয়া। কর্ম্মমাত্রই অদৃষ্ট জন্মায় সত্য, কিন্তু সকল অবস্থায় নহে। যাহারা "আমি" "আমার" ইত্যাদি বৃথা অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞানে অক্ষমতা-নিবন্ধন মিথ্যাজ্ঞানের বশে ফলকামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের সেই কর্ম্মগুলিই অদৃষ্ট জন্মায় এবং অদৃষ্টই জীবকে সংসারপথে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু যাঁহাদের অহঙ্কার নাই, কর্ম্মে আসক্তি নাই, মিথ্যা মোহের বশে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির জন্য আশঙ্কা নাই, শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকেন, তাঁহাদের সে কর্ম্ম হইতে কোনরূপ অদৃষ্ট জন্মে না, সুতরাং তাহাদ্বারা কর্ত্তার কোনও ভাবান্তর উৎপাদিত হয় না, অতএব সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানকে নির্লিপ্ত বলা হয়। শ্রীভগবান্ সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠাতা, তাঁহার কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই, ফল-কামনা নাই; সুতরাং যদিও তাঁহার কর্ত্তৃত্বে তাঁহারই শক্তিদ্বারা বিশ্বের সকল ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, তথাপি তিনি নির্লিপ্ত। তাঁহার বহিরঙ্গস্বরূপা মায়াশক্তিই নিজগুণের পরিণামদ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি কেবল সেই মায়ার কার্য্যকারিত্ব-জনক চৈতন্যশক্তির মূলাধার, সুতরাং মূলকর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে অবস্থিত থাকিলেও কর্ম্মবন্ধনে তিনি আবদ্ধ নহেন।

এই সকল যুক্তিদ্বারা মনু শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব বুঝাইয়া তাঁহার শরণ লইবার জন্য ধ্রুবকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। যে ধ্রুব পাঁচবৎসরমাত্র বয়সে শ্রীভগবানের অপার করুণা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ধ্রুব আবার যত্ন করিলে অনায়াসেই তাঁহার কৃপায় সকল মায়া-মমতা অতিক্রম করিতে পারিবেন ও ভ্রাতৃশোকের আবেগে মুগ্ধ হইয়া আর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহা তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়া উপসংহারে মনু বলিলেন যে—তুমি যক্ষসমূহের উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যক্ষাধিপতি কুবেরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ। কুবের সামান্য ব্যক্তি নহেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁহার সহায়, কারণ মহাদেব ও কুবের

পরস্পর ভ্রাতৃসম্পর্ক-যুক্ত; সুতরাং কুবের কুপিত হইয়া যদি শিবের সহায়তা গ্রহণপূর্ব্বক চেষ্টা করেন, তবে আমাদের বংশকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না, অতএব শীঘ্র কুবেরকে প্রসন্ন করা তোমার কর্ত্তব্য।

মনুর এই উক্তিতে কুবেরকে যে মহাদেবের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, এবিষয়ে একটু লক্ষ্য করা আবশ্যক। সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহাঁদিগের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ কোন প্রমাণেই নিরূপণ করা যায় না, শাস্ত্র বাক্যের দ্বারাই উহাঁদিগের ভ্রাতৃসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্র-পাঠে অবগত হওযা যায় যে, ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য, তাঁহার পুত্র বিশ্রবা, তাঁহাব পুত্র কুবের, আব—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ, দক্ষের কন্যা অদিতি, অদিতির গর্ভে দেবকুল জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং মহাদেবও অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন বলিয়াই ক্রমিক পর্য্যায় অনুসারে কুবেরকে মহাদেবের ভ্রাতা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, মনু তাঁহার পৌত্র ধ্রুবকে যথেষ্ট উপদেশ প্রদান করিলে ধ্রুব সেই যক্ষদিগের বধে বিরত হইয়া পিতামহ মনুকে অভিবাদন করিলে অতঃপর মনু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ২৫—৩৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে একাদশোধ্যায়ঃ॥ ১১

---

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

—:*:—

## দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

—০:*:০—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ধ্রুবং নিবৃত্তং প্রতিবুধ্য বৈশসাদপেতমন্যুং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ ।
তত্রাগতশ্চারণযক্ষকিন্নরৈঃ সংস্তূয়মানো ন্যবদৎ কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ১

শ্রীধনদ উবাচ ।

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ । যৎ ত্বং পিতামহাদেশাদ্বৈরং দুস্ত্যজমত্যজঃ ॥২
ন ভবানবধীদ্ যক্ষান্ ন যক্ষা ভ্রাতরং তব । কাল এব হি ভূতানাং প্রভুরপ্যয়ভাবয়োঃ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ ।**—ভগবান্ ধনেশ্বরঃ ( কুবেরঃ ) ধ্রুবম্ অপেতমন্যুং ( পরিত্যক্তক্রোধং সন্তং ) বৈশসাৎ ( যক্ষবধ ব্যাপারাৎ ) নিবৃত্তং ( বিরতং ) প্রতিবুধ্য ( অবগত্য ) চারণযক্ষকিন্নরৈঃ সংস্তূয়মানঃ ( চারণাদীনাং স্তুতিবাক্যৈঃ সম্যক্ অভিনন্দ্যমানঃ) তত্র (ধ্রুবসমীপে) আগতঃ (উপস্থিতঃ সন্) কৃতাঞ্জলিং [ধ্রুবং] ন্যবদৎ (কথিতবান্) ॥ ১

**মূলানুবাদ ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—অসীম ঐশ্বর্য্যশালী কুবের শুনিতে পাইলেন যে, ধ্রুব ক্রোধপরিত্যাগপূর্ব্বক যক্ষদিগের বধব্যাপারে বিরত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া তিনি ধ্রুবের নিকটে আগমন করিলেন, তৎকালে চারণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ কুবেরের বিশেষভাবে স্তুতি করিতেছিলেন । ধ্রুব কৃতাঞ্জলিপুটে রহিলেন, কুবের তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।**—

দ্বাদশে ধনদেনাভিনন্দিতঃ পুরমাগতঃ । যজ্ঞৈরিষ্ট্বা হরেঃ স্থানমারুরোহেতি কীর্ত্তাতে ॥

বৈশসাৎ বধান্নিবৃত্তং জ্ঞাত্বা ॥ ১

**অন্বয়ঃ ।**—ভো ভোঃ অনঘ । ( নিষ্পাপ । ) ক্ষত্রিয়দায়াদ । (ক্ষত্রিয়বংশজ ।) যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) ত্বং পিতামহাদেশাৎ ( পিতামহস্য মনোঃ আদেশাৎ ) দুস্ত্যজং ( প্রবলং ) বৈরং ( শত্রুত্বম্ ) অত্যজঃ (পরিত্যক্তবানসি) [ অতঃ ] তে ( তব সম্বন্ধে, ত্বাং প্রতীত্যর্থঃ ) পরিতুষ্টোঽস্মি ॥ ২

**মূলানুবাদ ।**—শ্রীকুবের বলিলেন,—হে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয়কুমার ! তুমি যে পিতামহ মনুর আদেশে প্রবল বৈরভাব ত্যাগ করিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম ॥ ২

**শ্রীধরটীকা ।**—হে ক্ষত্রিয়দায়াদ ! ক্ষত্রিয়পুত্র ! অত্যজঃ ত্যক্তবানসি ॥ ২

**অন্বয়ঃ ।**—ভবান্ যক্ষান্ ন অবধীৎ ( ন বিনাশিতবান্ ), যক্ষাঃ [ চ ] তব ভ্রাতরং ন ( ন বিনা-

অহং ত্বমিত্যপার্থা ধী-রজ্ঞানাৎ পুরুষস্য হি। স্বাপ্নীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্ যয়া বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥৪

তদ্গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং তে ভগবন্তমধোক্ষজম্। সর্ব্বভূতাত্মভাবেন সর্ব্বভূতাত্মবিগ্রহম্ ॥ ৫

ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্। যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

বৃণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং মত্তস্ত্বমৌত্তানপদেঽবিশঙ্কিতঃ।

বরং বরার্হোঽম্বুজনাভপাদয়োরনন্তরং ত্বাং বযমঙ্গ শুশ্রুম ॥ ৭

শিতবন্ত ইত্যর্থঃ), হি (যস্মাৎ) কাল এব ভূতানাং (প্রাণিনাম্) অপ্যয়-ভাবয়োঃ (মৃত্যু-জন্মনোঃ) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) ॥ ৩

**মূলানুবাদ**।—আপনি যক্ষগণকে বধ করেন নাই, যক্ষেরাও আপনার ভ্রাতাকে বধ করে নাই, যেহেতু কালই প্রাণীদিগের মৃত্যু ও জন্মের বিধানকর্ত্তা ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা**।—ন চ বৈরস্য কারণমস্তীত্যাহ—ন ভবানীতি। অপ্যযভাবয়োর্মৃত্যুজন্মনোঃ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ**।—যয়া (ভ্রমাত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) অতদ্ধ্যানাৎ (দেহানুসন্ধানাৎ) পুরুষস্য (জীবস্য) বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (বন্ধঃ সংসারঃ, বিপর্য্যয়শ্চ দুঃখাদিঃ, তৌ ভবতঃ), অজ্ঞানাৎ হি (মোহাদেব) [সা] "অহং" "ত্বম্" ইতি (ইত্যাকারিকা) স্বাপ্নীব (স্বপ্নকালীনা বুদ্ধির্যথা অসন্তমপি বিষয়মবগাহমানা জায়তে তথা) অপার্থা (মিথ্যাবিষয়া) ধীঃ (জ্ঞানম্) আভাতি (জায়তে) ॥ ৪

**মূলানুবাদ**।—যে ভ্রমাত্মক-জ্ঞানবশতঃ দেহের প্রতি মমতায় জীবের সংসারবন্ধন ও দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, সেই যে "আমি" "তুমি" ইত্যাদিরূপ জ্ঞান, তাহা স্বপ্নকালীন জ্ঞানের ন্যায় বিষয়াংশে মিথ্যা হইলেও মোহ-প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা**।—কথং তর্হি অহং হন্তেতি বুদ্ধিঃ, তত্রাহ—অহং ত্বমিতি। আভাতি প্রকাশতে, জায়তে ইত্যর্থঃ। অতদ্ধ্যানাৎ দেহানুসন্ধানাৎ। যয়া ধিয়া বন্ধঃ, বিপর্যযো দুঃখাদিঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ**।—[হে] ধ্রুব। তৎ (তস্মাৎ) গচ্ছ, তে (তব) ভদ্রং (কল্যাণম্ অস্তু ইতি শেষঃ) সর্ব্বভূতাত্ম-বিগ্রহং (সর্ব্বভূতাত্মা বিগ্রহো যস্য তং, সর্ব্বজীবময়মূর্ত্তি-সম্পন্নমিত্যর্থঃ) ভজনীয়াঙ্ঘ্রিং (সেবনীয়পাদপদ্মং) ভবচ্ছিদং (সংসারদুঃখহারিণং) গুণময্যা (ত্রিগুণাত্মিকয়া) আত্মমায়যা শক্ত্যা যুক্তং বিরহিতং (সগুণাবস্থায়াং তয়া মায়াশক্ত্যা যুক্তং, নির্গুণাবস্থায়াঞ্চ তয়া বিরহিতমিতি ভাবঃ) ভগবন্তম্ অধোক্ষজং (শ্রীহরিম্) অভবায় (মোক্ষায়) সর্ব্বভূতাত্মভাবেন (সর্ব্বজীবসমদর্শিত্বেন) ভজস্ব ॥ ৫।৬

**মূলানুবাদ**।—অতএব হে ধ্রুব! তুমি যাও, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বজীবে সমদর্শিরূপে, সংসারবন্ধন ছেদনকারী সেই বিশ্বরূপী ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা কর, তিনি সগুণ অবস্থায় ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তি যুক্ত, আর নির্গুণ অবস্থায় তাহার অতীত, অতএব তাঁহার পাদপদ্ম সকলেরই সেবনীয় ॥ ৫।৬

**শ্রীধরটীকা**।—তৎ তস্মাৎ গচ্ছ, গত্বা চ ভগবন্তং ভজস্বেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মকো বিগ্রহো যস্য ॥ ৫ ॥ ভজনীয়াবঙ্ঘ্রী যস্য তম্। গুণময্যা শক্ত্যা যুক্তম্। কিং তত্ত্বতঃ? ন। আত্মমায়য়া অতস্তত্ত্বতস্তয়া বিরহিতম্। যদ্বা মায়যা যুক্তং বিরহিতঞ্চ সগুণনির্গুণভেদেন ॥ ৬

**অন্বয়ঃ**।—[হে] অঙ্গ। নৃপ! ঔত্তানপদে! (উত্তানপদস্য অপত্যং পুমানিতি ঔত্তানপাদিঃ ধ্রুবঃ, তৎ-

## শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স রাজরাজেন বরায় চোদিতো ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ ।
হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ ॥ ৮

সম্বোধনে "ঔত্তানপাদে" ইতি বক্তব্যে "ঔত্তানপদে" ইতিপ্রয়োগ আর্ষঃ ) বয়ং ত্বাম্ অম্বুজনাভপাদয়োঃ (অম্বুজনাভঃ পদ্মনাভঃ শ্রীহরিঃ, তস্য পাদয়োঃ শ্রীচরণয়োঃ ) অনন্তরম্ ( অতিসন্নিহিতং ) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ ), [তথাচ ত্বং] বরার্হঃ ( বরগ্রহণবিষয়ে সুযোগ্যোঽসি ) [ অতঃ ] মনোগতং যৎ [ তিষ্ঠতি, তদ্বিষয়ে ] অবিশঙ্কিতঃ ( নিঃশঙ্কঃ সন্) কামম্ ( অসঙ্কোচং যথা স্যাৎ তথা ) বরং বৃণীহি ( প্রার্থয়স্ব ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ ।**—হে উত্তানপাদনন্দন মহারাজ ধ্রুব ! আমরা শুনিয়াছি, আপনি ভগবান্ শ্রীহরির চরণ-যুগলের অতি নিকটে স্থান পাইয়াছেন , সুতরাং আপনি বরগ্রহণের অতি সুযোগ্য পাত্র; অতএব আপনার অন্তরে যে কামনা থাকে, তদ্বিষয়ে কোনও শঙ্কা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে আপনি বর প্রার্থনা করুন ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা ।**—কামমসঙ্কোচেন, অবিশঙ্কিতঃ নির্ভয়ঃ। অনন্তরম্ অতিনিকটম্ ॥ ৭

**অন্বয়ঃ ।**—মহাভাগবতঃ (ভগবতঃ পরমভক্তঃ) মহামতিঃ (প্রাজ্ঞঃ) সঃ ধ্রুবঃ রাজরাজেন (রাজসু রাজতে ইতি রাজরাজঃ রাজশ্রেষ্ঠঃ কুবেরঃ, তেন ) বরায় ( বরপ্রার্থনায়ৈ ) চোদিতঃ প্রেরিতঃ সমুৎসাহিতঃ ইতি যাবৎ) সঃ (ধ্রুব) হরৌ ( শ্রীহরিবিষয়ে ) যয়া ( অচলয়া স্মৃত্যা ) অযত্নেন ( অনায়াসেন ) দুরত্যযং ( দুস্তরং ) তমঃ ( সংসারং ) তরতি, ( তথাবিধাম্ ) অচলিতাং স্মৃতিম্ ( অবিরামং স্মরণং ) বব্রে ( প্রার্থিতবান্ ) ॥ ৮ ॥

**মূলানুবাদ ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—সেই পরমভাগবত মহামতি ধ্রুবকে রাজশ্রেষ্ঠ কুবের বরগ্রহণের জন্য উৎসাহিতকরিলে ধ্রুব প্রার্থনা করিলেন যে, শ্রীহরির প্রতি যেন আমার অচলা স্মৃতি থাকে, কারণ, তাঁহার স্মৃতিদ্বারা অনায়াসে দুস্তর সংসারসমুদ্র পার হওয়া যায় ॥ ৮

**শ্রীভাগবতভাম্বভবম্বিনী ।**—ধ্রুবকে যক্ষবধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সমুচিত যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মনু স্বস্থানে প্রস্থান করিলে ধ্রুবের ক্রোধবেগ প্রশমিত হইল, তিনি যুদ্ধে বিরত হইলেন। যক্ষাধিপতি কুবের ইহা শুনিতে পাইয়া ধ্রুবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে ধ্রুব তাঁহাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষত্রিয়গণ স্বভাবতঃই রজোগুণ-প্রধান , সুতরাং ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি তাহাদের অতি প্রবল। কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে যতক্ষণ তাহার পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ লওয়া না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই তাহারা নিবৃত্ত হয় না , এই প্রকারই অধিকাংশস্থলে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ধ্রুব সেরূপ নহেন ; তিনি ক্ষত্রিয়সন্তান হইলেও সত্ত্বগুণের অবস্থান তাঁহাতে অল্প নহে—তবে প্রিয়তম ভ্রাতার শোকে সাময়িক মোহাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধব্যাপারে যদিও যক্ষগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি পিতামহ মনুর উপদেশমাত্রেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, নিরর্থক প্রাণিহত্যা পাপজনক বুঝিয়া তখনই তাহা হইতে বিরত হইয়াছেন। ইহাতে কুবের অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধ্রুবকে প্রথমতঃ "ক্ষত্রিয়কুমার" বলিয়া সম্বোধন করিয়াই আবার "অনঘ" অর্থাৎ নিষ্পাপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহাতে [illegible] হইল যে, ধ্রুব রজঃগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও পুণ্যময় সত্ত্বগুণা-বলম্বী। মহামতি কু[illegible]ৎপর্য্যে বিশেষ প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার সত্ত্বগুণোচিত কর্ত্তব্যপথ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বুঝাইয়া বলি[illegible]—"ন ভবানবধীদ্ যক্ষান্ ন যক্ষা ভ্রাতরং তব"—আপনি যক্ষগণকে বিনাশ করেন নাই এবং য[illegible] ভ্রাতাকে বিনাশ করে নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—একজন অপরকে

তস্য প্রীতেন মনসা তাং দত্ত্বৈলবিলস্ততঃ। পশ্যতোঽন্তর্দধে সোঽপি স্বপুরং প্রত্যপদ্যত ॥ ৯
অথাযজত যজ্ঞেশং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ। দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কর্ম্মকর্ম্মফলপ্রদম্ ॥ ১০
সর্ব্বাত্মন্যচ্যুতেঽসর্ব্বে তীব্রৌঘাং ভক্তিমুদ্বহন্। দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুম্ ॥ ১১

বধ করিতেছে এবং একজন অপরকে সৃষ্টি করিতেছে, এইরূপ যাহা আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে অনুভব করি, ইহাই যথার্থ নহে। জগতে কেহই কাহারও হন্তা বা স্রষ্টা নহে, শ্রীভগবানের কালশক্তিই সৃষ্ট্যাদিব্যাপারের প্রধান কারণ, সুতরাং যক্ষ উত্তমকে বধ করিয়াছে বলিয়া, কিংবা ধ্রুব যক্ষগণকে বধ করিয়াছেন বলিয়া যে কেহ অপরাধী হইয়াছেন এরূপ নহে। শ্রীভগবানেরই ব্যবস্থায় সমস্ত হইতেছে, যক্ষ বা ধ্রুব কেবল নিমিত্ত মাত্র, সুতরাং কাহারও মনে কোনরূপ ক্ষোভ করা উচিত নহে, অর্থাৎ কোনও যক্ষ আপনার ভ্রাতা উত্তমকে বধ করিয়াছে বলিয়া আপনি মনে দুঃখ করিবেন না, আর আপনি যে যক্ষগণকে বধ করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোনও দুঃখের কারণ নাই। আমি শুনিয়াছি, আপনি শ্রীভগবানের একজন প্রিয়তম ভক্ত, সুতরাং আমি সানন্দে আপনার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত আছি; আপনি ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ করিতে পারেন। কুবেরের এই সকল কথায় ধ্রুবের মন আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল ও আবার তাঁহার অন্তরে ভগবদ্‌ভাব পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। তিনি তখন আর অন্য কোনও বর না চাহিয়া অপারভবজলধির একমাত্র কাণ্ডারী সেই শ্রীভগবানের চিন্তা যাহাতে অন্তরে সতত অবিচলভাবে অবস্থান করে, এইরূপ বরই প্রার্থনা করিলেন। ধ্রুব একবার সেই পথে প্রবৃত্ত হইয়া যে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, বিষয়পথে পড়িয়া যদিও তাহাতে ক্ষণকালের জন্য একটু বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল, কিন্তু আবার যখন তাহা মনে জাগিয়াছে, তখন কি আর সেই পথ ছাড়িতে পারেন? ॥ ১—৮

**অন্বয়ঃ।**—ততঃ (অন্তরম্) এলবিলঃ (কুবেরঃ) প্রীতেন মনসা তাং (অচলাং ভগবৎস্মৃতিং) দত্ত্বা (ধ্রুবায় অর্পয়িত্বা) পশ্যতঃ তস্য (পশ্যত্যেব ধ্রুবে) অন্তর্দধে (অন্তর্হিতো বভূব) সোঽপি (ধ্রুবোঽপি) স্বপুরং (স্বভবনং) প্রত্যপদ্যত (গতবান্) ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর কুবের সন্তুষ্টচিত্তে ধ্রুবকে সেই বর প্রদান করিয়া ধ্রুবের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন, অতঃপর ধ্রুবও নিজপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—স বরায় চোদিত ইত্যনুবাদরূপং পৃথগ্বাক্যম্। অতঃ স এব বব্রে ইতি তচ্ছব্দস্য অপৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৮।৯

**অন্বয়ঃ।**—অথ (অনন্তরং) দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং [সম্বন্ধে] কর্ম্মকর্ম্মফলপ্রদং (কর্ম্ম চ কর্ম্মফলঞ্চ প্রদদাতি যঃ তং) [যজ্ঞেশঃ শ্রীভগবানের কর্ম্ম তৎফলঞ্চ সম্পাদয়তীতি ভাবঃ] যজ্ঞেশং (শ্রীহরিং) ভূরিদক্ষিণৈঃ (প্রচুর-দক্ষিণাযুক্তৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) অযজত (আরাধিতবান্) ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর ধ্রুব প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা দ্রব্যক্রিয়া এবং দেবতাসম্বন্ধীয় কর্ম্ম ও তাহার ফল সম্পাদনকারী যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কর্ম্মসাধ্যং ফলরূপং, কর্ম্মফলপ্রদঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—সর্ব্বাত্মনি (সর্ব্বেষামন্তর্যামিস্বরূপে) অসর্ব্বে (সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতে) অচ্যুতে (শ্রীহরৌ) তীব্রৌঘাম্ (অতিপ্রবলবেগাং) ভক্তিম্ উদ্বহন্ (কুর্ব্বন্) [ধ্রুবঃ] আত্মনি ভূতেষু (অন্যেষু চ সর্ব্বেষু জীবেষু) তমেব বিভুং (হরিম্) অবস্থিতং (বিরাজমানং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ১১

তমেব শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলম্ । গোপ্তারং ধর্ম্মসেতূনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ ॥ ১২
ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্ । ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ম্ ॥ ১৩
এবং বহুসবং কালং মহাত্মাঽবিচলেন্দ্রিয়ঃ । ত্রিবর্গৌপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদান্নৃপাসনম্ ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—সকল উপাধিশূন্য সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরির প্রতি প্রবল ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্রুব স্বীয় অন্তরে এবং সকল জীবে সেই শ্রীভগবান্‌কেই বিরাজমান দেখিতে লাগিলেন ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—প্রজাঃ শীলসম্পন্নং ( সাধুস্বভাবং) ব্রহ্মণ্যং (পরব্রহ্মরূপে ভগবতি রতং) দীনবৎসলং (দীনজনান্ প্রতি কৃপাপরায়ণং ) ধর্ম্মসেতূনাং গোপ্তারং ( ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষকং ) তমেব ( ধ্রুবমেব ) পিতরং মেনিরে ( সস্নেহ-প্রতিপালনাদিভিরত্যন্তমনুগতাঃ সর্ব্বা এব প্রজাঃ ধ্রুবং পিতরমিব বিবেচিতবন্ত ইতি ভাবঃ ) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—সৎস্বভাব সম্পন্ন, ভগবৎপরায়ণ, দরিদ্রবৎসল, ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষক ধ্রুবকে প্রজাপুঞ্জ পিতার ন্যায় মনে করিত ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—সর্ব্বস্থাত্মনি। অসর্ব্বে সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতে ॥ ১১।১২

অন্বয়ঃ।—ভোগৈঃ ( বিষয়োপভোগৈঃ ) পুণ্যক্ষয়ং ( পূর্ব্বসঞ্চিতানাং শুভাদৃষ্টানাং নাশম্ ), অভোগৈঃ ( যজ্ঞব্রতনিয়মাদিভিঃ ) অশুভক্ষয়ং ( সঞ্চিতদুরদৃষ্টানাং নাশঞ্চ ) কুর্ব্বন্ [ ধ্রুবঃ ] ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং [ ব্যাপ্য ] ক্ষিতিমণ্ডলং ( ভূমণ্ডলং ) শশাস ( শাসনপূর্ব্বকং সংরক্ষিতবান্ ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—ধ্রুব বিষয় উপভোগের দ্বারা প্রাক্তন শুভাদৃষ্টসমূহ এবং যজ্ঞাদিদ্বারা দুরদৃষ্টসমূহ ক্ষয় করত ছত্রিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—ভোগৈঃ ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ, অভোগৈর্যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানৈঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—অবিচলেন্দ্রিয়ঃ (সংযতেন্দ্রিয়ঃ) মহাত্মা (ধ্রুবঃ) ত্রিবর্গৌপয়িকং (ধর্ম্মার্থকামসাধনোপযোগিনং) বহুসবং ( বহবঃ সবা বৎসরা যত্র তং, বহুবৎসরাত্মকমিতি যাবৎ ) কালম্ এবং ( ভোগৈরভোগৈশ্চ প্রাক্তনাদৃষ্টক্ষয়-সাধনেন ) নীত্বা ( যাপয়িত্বা ) পুত্রায় নৃপাসনং ( রাজসিংহাসনম্ ) অদাৎ ( দত্তবান্, তং রাজ্যে অভিষিক্ত-বানিত্যর্থঃ ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা ধ্রুব ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গসাধনের যোগ্য বহুবৎসর পরিমিত কাল এইরূপে যাপন করিয়া পুত্রকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—বহবঃ সবা যাগাঃ সংবৎসরা বা যস্মিন্ তং কালং, ত্রিবর্গস্য সাধনং, নীত্বা। অবিচলানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য ॥ ১৪

শ্রীভাগবতভাবভবর্দ্ধিনী।—ধ্রুবের প্রার্থনা অনুযায়ী বর প্রদান করিয়া কুবের যথাস্থানে চলিয়া গেলে ধ্রুবও স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেই পূর্ব্বকথিত—"ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ। ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি। ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥" "তুমি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি আমার আরাধনা করিয়া ইহলোকে স্বচ্ছন্দে সুখসমৃদ্ধি ভোগপূর্ব্বক অন্তে আবার আমাকে স্মরণ করিবে, তাহার পর তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মদীয় ধামে অর্থাৎ ধ্রুবলোকে গমন করিবে" সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া সেইরূপ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধ্রুবের পবিত্র অন্তঃকরণে ভক্তিভাব এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, অন্তরে কি বাহিরে জগতের কুত্রাপি শ্রীভগবান্ ভিন্ন আর অন্য কিছুই তাঁহার ধারণার বিষয় রহিল না। তিনি যাহা কিছু করিতেন সকলই শ্রীভগবানের

মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি।
অবিদ্যারচিতস্বপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরোপমম্ ॥ ১৫

আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদো বলমৃদ্ধকোষমন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।
ভূমণ্ডলং জলধিমেখলমাকলয্য কালোপসৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাম্ ॥ ১৬

তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য বদ্ধাসনং জিতমরুন্মনসাহৃতাক্ষঃ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপএতদ্ ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ ॥ ১৭

উদ্দেশ্যে ; তদ্‌ভিন্ন দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল না। এইরূপ পবিত্রভাবে রাজধর্ম্ম অনুষ্ঠান করায় প্রজাগণ ধ্রুবের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, সকলেই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। এইরূপে ধ্রুব মহারাজ ছত্রিশহাজার বৎসর-কাল যে রাজ্য প্রতিপালন করিলেন তাহাতে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকলই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কোন কর্ম্মেই শ্রীভগবৎপ্রীতি ভিন্ন অন্য কোনরূপ ফলাকাজ্ক্ষা না থাকায় তাঁহার প্রাক্তন শুভাশুভ সকল প্রকার অদৃষ্টই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর নূতন কোনও অদৃষ্ট তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। যদিও সাধারণতঃ কর্ম্ম করিলেই তদ্দ্বারা অদৃষ্ট অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য জন্মিয়া থাকে, তথাপি কর্ম্মযোগ অবলম্বনে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে তাহাতে আর অদৃষ্টবন্ধন ভোগ করিতে হয় না, ইহা সকল দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ইহা অতি বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং ইতঃপূর্ব্বে এই শ্রীগ্রন্থের দুই এক প্রবন্ধেও এতাদৃশ সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, মহাত্মা ধ্রুব এই সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গকেই জিতেন্দ্রিয়ভাবে অনাসক্ত-চিত্তে সেবা করিয়া কালক্রমে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন ॥ ৯—১৪

**অন্বয়ঃ**।–ইদং বিশ্বম্ অবিদ্যারচিতস্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরোপমং ( স্বপ্নকালে অবিদ্যাবশাৎ গন্ধর্ব্বনগরাদিকং দৃশ্যতে তত্তু পরমার্থতো যথা অসৎ তথা ) মায়ারচিতং ( মায়য়ৈব কেবলং প্রত্যায্যমানং বস্তুতস্তু অসদেবেতি ) আত্মনি ( মনসি ) মন্যমানঃ ( বিবেচয়ন্ ) সঃ ( ধ্রুবঃ ) আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদঃ (আত্মানং, স্ত্রিয়ম্, অপত্যানি, সুহৃদশ্চ), বলং ( হস্ত্যশ্বাদিকম্ ), ঋদ্ধকোষং ( পরিপুষ্টং ধনাগারম্ ), অন্তঃপুরং, রম্যাঃ বিহারভুবঃ ( উপবনাদীনি ), জলধি-মেখলং ( সাগরবেষ্টিতং ) ভূমণ্ডলং কালোপসৃষ্টম্ ( কালেন গ্রস্তম্, অনিত্যমিতি যাবৎ) ইতি আকলয্য (চিন্তয়িত্বা) বিশালাং ( বদরিকাশ্রমং ) প্রযযৌ ( গতবান্ ॥ ১৫।১৬

**মূলানুবাদ**।—স্বপ্নে যে গন্ধর্ব্বনগর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেমন স্বীয় অবিদ্যাবশেই রচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বিশ্বও মায়া দ্বারাই রচিত—ধ্রুব মনে মনে এইরূপ ধারণা করিয়া দেহ, স্ত্রী, সন্তান, সুহৃদ্, বল ( হস্তি, অশ্ব প্রভৃতি ), পরিপূর্ণ ধনাগার, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহারভূমি, সসাগরা পৃথিবী এই সকলই অনিত্য বিবেচনাপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১৫।১৬

**শ্রীধরটীকা**।—ইদং দেহাদি ভগবন্মায়য়া আত্মনি স্বস্মিন্ রচিতং মন্যমানঃ। অত্র অবিদ্যাসৃষ্টিং দৃষ্টান্তয়তি—অবিদ্যারচিতেতি ॥ ১৫ ॥ আত্মা দেহঃ। আত্মাদি মায়িকমপি পুনঃ কালেনোপসৃষ্টমনিত্যম্ আলকয্য বিশালাং বদরিকাশ্রমম্ ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**।—তস্যাং ( বিশালায়াং বদরিকাশ্রমে ইত্যর্থঃ ) শিববাঃ ( শিবং বিশুদ্ধং বাঃ জলং ) বিগাহ্য ( প্রবিশ্য, তত্র স্নাত্বা ইতি ভাবঃ ) বিশুদ্ধকরণঃ ( বিশুদ্ধানি সংযতানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ ধ্রুবঃ ) আসনং বদ্ধা ( বীরাসনাদিক্রমেণোপবিশ্য ) জিতমরুৎ ( প্রাণায়ামেন বশীকৃতপ্রাণবায়ুঃ ) মনসা আহৃতাক্ষঃ ( আহৃতানি

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্রমানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ ॥ ১৮

বিষয়েভ্য আকৃষ্য অন্তর্ম্মুখীকৃতানি অক্ষাণি যেন সঃ তথাবিধঃ সন্) স্থূলে ভগবৎপ্রতিরূপে (ভগবতো বিরাট্-স্বরূপে) এতৎ (মনঃ) দধার (ধারণাবদ্ধমকরোৎ) [ততঃ] ধ্যায়ন্ (স্থূলরূপং চিন্তয়ন্) অব্যবহিতঃ (ধ্যেয়াৎ অব্যবহিতঃ ধ্যাতৃধ্যেয়ভেদশূন্যঃ সন্) সমাধৌ [স্থিতঃ সঃ ধ্রুবঃ] তৎ (স্থূলরূপং) ব্যসৃজৎ (পরিত্যক্তবান্) [শ্লোকেনানেন নিয়ম-যমাসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপাণি অষ্টবিধযোগাঙ্গানি বর্ণিতানি]॥১৭

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুব বদরিকাশ্রমের বিশুদ্ধজলে অবগাহনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বর্গকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ সংযত করিলেন, পরে যথাবিহিত আসন রচনাপূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে বশীভূত করিলেন এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখে নিবিষ্ট করিলেন, ইহার পর শ্রীভগবানের বিরাট্ মূর্ত্তি মনোমধ্যে ধ্যান করিতে করিতে সেই ভগবানের সহিত তাঁহার নিজের আর কোনরূপ পার্থক্যবোধ রহিল না, ধ্রুব এই প্রকারে সমাধিস্থ হইয়া সেই স্থূলরূপের ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—তত্র তৎকৃতমষ্টাঙ্গযোগমাহ। তস্মাৎ শিবং বাঃ শুদ্ধমুদকং বিগাহ্য প্রবিশ্য ইতি স্নানাদিনিয়মা উক্তাঃ, বিশুদ্ধকরণ ইতি শমাদয়োঃ যমাঃ। আসনাদীনি স্ফুটমেবোক্তানি। জিতো মরুৎ প্রাণো যেন, আহৃতান্যক্ষাণি যেন। ভগবতঃ প্রতিরূপভূতে স্থূলে বিরাড্রূপে এতন্মনো দধার। ধ্যায়ন্নব্যবহিতো ধ্যাতৃধ্যেয়ভেদশূন্যঃ সন্ সমাধৌ স্থিতঃ তৎ স্থূলং ব্যসৃজৎ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—ভগবতি হরৌ অজস্রং (সততং) ভক্তিং প্রবহন্ (কুর্ব্বন্) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) আনন্দবাষ্প-কলয়া (আনন্দাশ্রুবিন্দুসম্পর্কেণ) অর্দ্দ্যমানঃ (অভিভূয়মানঃ) বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ (দ্রবীভূতচিত্তঃ) পুলকাচিতাঙ্গঃ (রোমাঞ্চ পরিব্যাপ্তদেহঃ) [অতঃ] মুক্তলিঙ্গঃ (পরিত্যক্তদেহাভিমানঃ) ইতি (অস্মাদ্ধেতোঃ (ধ্রুবঃ) আত্মানং (স্বং) ন অস্মরৎ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তিধারা বহন করিতে করিতে ধ্রুব মুহুর্ম্মুহুঃ আনন্দাশ্রুপ্রবাহে অভিভূত হইতে লাগিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, চিত্ত দ্রবীভূত হইল, সুতরাং দেহাভিমান দূরীভূত হইয়া গেল, এজন্য তাঁহার আর "আমি" বলিয়া চিন্তা রহিল না॥ ১৮

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী।**—নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহা প্রতিপালন করাই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকল বর্ণের জন্যই বিহিত হইয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান জানিয়া তদনুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা সকল বর্ণেরই কর্ত্তব্য। বর্ণ বা আশ্রম-ভেদে কর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার বিধান দেখিয়া কাহারও মনে করা উচিত নহে যে—কোনও সম্প্রদায়ের কর্ম্ম ভাল, আর কোনও সম্প্রদায়ের কর্ম্ম মন্দ, ইহার মধ্যে ভাল মন্দ কিছুই নাই। যেমন—জ্বরের ঔষধ মন্দ, আর কাসের ঔষধ ভাল, ইহা মনে করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, কারণ যে যে প্রকারের রোগী, তাহার পক্ষে তদুপযোগী ঔষধই ভাল, তাহাতেই তাহার রোগ প্রশমিত হয়, অন্য ঔষধ তদপেক্ষা সুস্বাদু হইলেও তাহা হইতে রোগ নিবৃত্ত হয় না, সুতরাং ঔষধের ভাল মন্দ ভাবনা করিতে যাওয়া যেরূপ বৃথা, সেইরূপ যে ব্যক্তি বর্ণ ও আশ্রমানুসারে যে প্রকার কর্ম্মের অধিকারী, তাহার পক্ষে তদুপযোগী যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য, তাহা হইতেই জীব সংসারবন্ধনরূপ ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। শ্রীশ্রীগীতাগ্রন্থে শ্রীভগবান্ "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ইহাই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলির

স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোঽবতরদ্ ধ্রুবঃ। বিভ্রাজয়দ্দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতম্ ॥ ১৯

তত্রানু দেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ শ্যামৌ কিশোরাবরুণাম্বুজেক্ষণৌ।
স্থিতাববষ্টভ্য গদাং সুবাসসৌ কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ ॥ ২০

মধ্যে অন্য কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যদি তাহা অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাকেই কর্ম্মযোগ বলা হয়। এই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিলে যে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহা শাস্ত্রানুরক্ত ভক্তপাঠকবর্গের অবিদিত নহে।

যাহা হউক, ধ্রুব বহুবৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়োচিত ও গৃহস্থাশ্রম-অনুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মযোগের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছেন। গেহ, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ের প্রতি তাঁহার অসারতা জ্ঞান জন্মিয়াছে। তাঁহার ভক্তিপূত অন্তঃকরণে বিশ্বের তত্ত্ব সমস্তই জাগিয়া উঠিয়াছে ও তিনি বুঝিয়াছেন যে, এ সকলই লীলাময়ের মায়ার খেলামাত্র। ইহা অবগত হইয়া তিনি ঐ সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে আবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য, বদ্ধাসনং জিতমরুন্মনসাহৃতাক্ষঃ। স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্, ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ" ॥—এই শ্লোকে ধ্রুবের অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, "বিশুদ্ধকরণঃ" এই বিশেষণে ইন্দ্রিয়-সংযম, "শিববার্বিগাহ্য" অর্থাৎ "পবিত্রজলে স্নান" ইহাতে তাঁহার নিয়ম-তৎপরতা, "বদ্ধাসনং" ইহা দ্বারা "আসন", জিতমরুৎ" ইহা দ্বারা প্রাণায়াম-সিদ্ধি, "মনসাহৃতাক্ষঃ" এই কথায় "প্রত্যাহার", "স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপে" ইহা দ্বারা ধারণা এবং "ধ্যায়ন্" ইহা দ্বারা "ধ্যান" বর্ণনা করিয়া শেষভাগে "সমাধি" বর্ণিত হইয়াছে।

সমাধি দুই প্রকার, সবীজ ও নির্বীজ। যতক্ষণ ধ্যানকর্ত্তা ধ্যান, ধ্যেয় ও নিজের পার্থক্যবোধ দূর করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে সমাধি তাহা সবীজ সমাধি, আর যখন ঐরূপ পার্থক্যবোধ থাকে না, কেবল ধ্যেয় পদার্থই ধ্যানে ভাসমান হন, তখন যে সমাধি তাহা নির্বীজ সমাধি। এই সমাধিদ্বয় মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনে যথাক্রমে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে কথিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সবীজ সমাধিই অগ্রে জন্মে, পরে চিত্তের পরম একাগ্রতায় অর্থাৎ সবীজ সমাধির নিরোধ পূর্ব্বক যাবতীয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাই নির্বীজ সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা যোগশাস্ত্রে অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধ্রুবেরও যে ক্রমিক ঐ চরম সমাধি পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহা "তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ" এই শ্লোকাংশে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবে সমাধিমগ্ন হওয়ায় যখন একমাত্র সেই শ্রীহরি ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার জ্ঞানের বিষয় রহিল না, তখন ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রাণ গলিয়া গেল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল, ধ্রুব প্রেমাসন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন ॥ ১৫—১৮

**অন্বয়ঃ**।—সঃ ধ্রুবঃ উদিতং রাকাপতিমিব (চন্দ্রমিব) দশ দিশঃ বিভ্রাজয়ৎ (প্রদীপয়ৎ) বিমানাগ্র্যং (রথশ্রেষ্ঠং) নভসঃ (আকাশাৎ) অবতরৎ (নিম্নাভিমুখমাগচ্ছৎ) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ**।—ধ্রুব দেখিতে পাইলেন—আকাশ হইতে একখানি উত্তম রথ নিম্নদিকে নামিয়া আসিতেছে ও চন্দ্র উদিত হইলে যেমন দশদিক্ আলোকিত হয়, সেইরূপ ঐ রথের প্রভায় দশদিক্ আলোকিত হইতেছে ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা**।—এবমজস্রং নিত্যং হরৌ ভক্তিং প্রকর্ষেণ বহন্ অসৌ ধ্রুবোঽহমিত্যাত্মানং ন সস্মার। যতো মুক্তলিঙ্গস্ত্যক্তশরীরাভিমানঃ, অত্র হেতবঃ—আনন্দবাষ্পস্য কলয়া বিন্দুপ্রবাহেণ অভিভূয়মানঃ, বিক্লিদ্যমানং দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য, পুলকৈর্ব্যাপ্তাঙ্গঃ ॥ ১৮।১৯

বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করাবভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ ।
ননাম নামানি গৃণন্ মধুদ্বিষঃ পার্ষৎপ্রধানাদিতি সংহতাঞ্জলিঃ ॥ ২১
তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরম্ ।
সুনন্দনন্দাবুপসৃত্য সস্মিতং প্রীত্যোচতুঃ পুষ্করনাভসম্মতৌ ॥ ২২

শ্রীসুনন্দনন্দাবূচতুঃ ।

ভো ভো রাজন্ সুভদ্রং তে বাচো নোঽবহিতঃ শৃণু ।
যং পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্ দেবমতীতৃপৎ ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ**।—অনু ( অনন্তরং ) [ ধ্রুবঃ ] তত্র ( তস্মিন্ রথে ) চতুর্ভুজৌ শ্যামৌ ( শ্যামলবর্ণৌ ) কিশোরৌ ( তরুণবয়স্কৌ ) অরুণাম্বুজেক্ষণৌ ( অরুণে রক্তবর্ণে অম্বুজে পদ্মে ইব ঈক্ষণে নেত্রে যয়োঃ তৌ ) গদাম্ অবষ্টভ্য ( অবলম্ব্য ) স্থিতৌ সুবাসসৌ ( উত্তমবস্ত্রসম্পন্নৌ ) কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ ( কিরীটাদিমনোরমালঙ্কারভূষিতৌ ) দেবপ্রবরৌ ( দেবশ্রেষ্ঠৌ, দদর্শেতি শেষঃ ) ॥ ২০

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর ( ধ্রুব ) দেখিতে পাইলেন যে, সেই রথে দুইজন শ্রেষ্ঠ দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ এবং তরুণবয়স্ক, রক্তবর্ণপদ্মের ন্যায় তাঁহাদের নয়ন-যুগল, উভয়েই গদা অবলম্বন করিয়াছেন এবং দুইজনেই উত্তম বস্ত্র, মুকুট, হার, অঙ্গদ ( অনন্ত ) ও কুণ্ডল দ্বারা সুসজ্জিত ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা**।—অনু অনন্তরং দেবপ্রবরৌ দদর্শেত্যনুষঙ্গঃ। গদামবষ্টভ্য স্থিতৌ। কিরীটাদিভিঃ সহিতে চারুণী কুণ্ডলে যয়োঃ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ**।—তৌ ( দেবপ্রবরৌ ) উত্তমগায়কিঙ্করৌ ( উত্তমগায়স্য পুণ্যশ্লোকস্য ভগবতঃ কিঙ্করৌ ভৃত্যৌ ) পার্ষৎপ্রধানৌ ( শ্রেষ্ঠৌ পারিষদৌ ) ইতি বিজ্ঞায় অভ্যুত্থিতঃ ( দণ্ডায়মানঃ সন্ ) সংহতাঞ্জলিঃ ( কৃতাঞ্জলিঃ ধ্রুবঃ ) সাধ্বস-বিস্মৃতক্রমঃ ( সাধ্বসেন সম্ভ্রমেণ বিস্মৃতঃ ক্রমঃ পূজাক্রমো যেন তথাবিধঃ সন্ ) মধুদ্বিষঃ ( ভগবতঃ ) নামানি গৃণন্ ( "জয় গোবিন্দ" "জয় নারায়ণ" ইত্যাদিপ্রকারেণ নামানি উচ্চারয়ন্ ) ননাম ( প্রণামং কৃতবান্ ) ॥ ২১

**মূলানুবাদ**।—এই দেবতাদ্বয় পুণ্যশ্লোক শ্রীভগবানেরই ভৃত্য ও প্রধান পারিষদ, ইহা বুঝিয়া ধ্রুব সত্বর কৃতাঞ্জলিপুটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, কিরূপে তাঁহাদের পূজা করিবেন তাহা যেন তিনি বিস্মৃত হইলেন, সুতরাং কেবল শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ২১

**অন্বয়ঃ**।—পুষ্করনাভসম্মতৌ ( পুষ্করনাভস্য পদ্মনাভস্য শ্রীহরেঃ সম্মতৌ প্রিয়ৌ ) সুনন্দনন্দৌ ( সুনন্দ-নন্দ-নামকৌ তৌ দেবৌ ) কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং ( কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ অভিনিবিষ্টম্ অত্যন্তমেকাগ্রং চেতঃ মনঃ যস্য তং ) বদ্ধাঞ্জলিং ( কৃতাঞ্জলিং ) প্রশ্রয়নম্রকন্ধরং ( প্রশ্রয়েণ বিনয়েন নম্রা অবনতা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং ) তং ( ধ্রুবম্ ) উপসৃত্য ( তস্য সমীপং গত্বেত্যর্থঃ ) প্রীত্যা সস্মিতং ( সহাস্যম্ ) ঊচতুঃ ( কথিতবন্তৌ ) ॥ ২২

**মূলানুবাদ**। ভগবান্ শ্রীহরির অতি প্রিয়পাত্র সুনন্দ ও নন্দ নামক সেই দেবতাদ্বয় ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্তে অবনতস্কন্ধে অবস্থিত দেখিয়া প্রীতিবশতঃ সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা**।—উত্তমগায়ঃ পুণ্যশ্লোকঃ, তস্য কিঙ্করৌ তৌ বিজ্ঞায়, মধুদ্বিষঃ পার্ষৎপ্রধানাবিতি হেতোঃ, সাধ্বসেন সম্ভ্রমেণ বিস্মৃতঃ পূজাক্রমো যেন, কেবলং তস্য নামানি গৃণন্ ননাম ॥ ২১।২২

তস্যাখিলজগদ্ধাতুরাবাং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। পার্ষদাবিহ সম্প্রাপ্তৌ নেতুং ত্বাং ভগবৎপদম্ ॥ ২৪

সুদুর্জ্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং ত্বয়া যৎ সূরয়োঽপ্রাপ্য বিচক্ষতে পরম্।
আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্রদিবাকরাদয়ো গ্রহর্ক্ষতারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণম্ ॥ ২৫

অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ।
আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২৬

এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমঃশ্লোকমৌলিনা।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—ভো ভো রাজন্। [ ধ্রুবং প্রতি অত্যুদারভাবেন সম্বোধনমিদং ] তে ( তব ) সুভদ্রং ( সম্যক্ মঙ্গলম্, উপস্থিতমিতি শেষঃ ) অবহিতঃ ( মনোযোগী সন্ ) নঃ ( অস্মাকং ) বাচঃ ( বাক্যানি ) শৃণু, পঞ্চবর্ষঃ (পঞ্চবর্ষমাত্রবয়স্কঃ ) ভবান্ তপসা ( আরাধনয়া ) যং দেবম্ অতীতৃপৎ ( সন্তোষিতবান্ ) অখিলজগদ্ধাতুঃ ( সর্ব্বজগৎপালকস্য ) তস্য দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ( শ্রীহরেঃ ) পার্ষদৌ ( অনুচরৌ ) আবাং ত্বাং ভগবৎপদং ( শ্রীহরেঃ স্থানবিশেষং ) নেতুম্ ইহ ( অত্র স্থানে ) সংপ্রাপ্তৌ ( উপস্থিতৌ ) ॥ ২৩।২৪

**মূলানুবাদ।**—শ্রীসুনন্দ ও নন্দ বলিলেন—হে রাজন্। আপনার অত্যন্ত মঙ্গল উপস্থিত, মনোযোগী হইয়া আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন, আপনি পাঁচ বৎসরমাত্র বয়সে তপস্যাদ্বারা যাঁহাকে পরম সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজগৎ-পরিপালক ভগবান্ শ্রীহরির আমরা অনুচর,আপনাকে ভগবানের স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি ॥ ২৩।২৪

**শ্রীধরটীকা।**—সুভদ্রং ত ইতি সশরীরস্যৈব বিষ্ণুপদারোহণাভিপ্রায়ম্। অতীতৃপৎ তর্পিতবান্ ॥ ২৩ ॥ আবাং তস্য পার্ষদৌ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—সূরয়ঃ ( জ্ঞানিপ্রবরাঃ সপ্তর্ষয়োঽপি ) যৎ ( স্থানম্ ) অপ্রাপ্য ( লব্ধুমসমর্থাঃ সন্তঃ ) পরং ( কেবলং ) বিচক্ষতে ( পশ্যন্ত্যেব ) [ যচ্চ ] চন্দ্রদিবাকরাদয়ঃ ( চন্দ্রসূর্য্যপ্রভৃতয়ঃ ) গ্রহর্ক্ষতারাঃ ( গ্রহনক্ষত্রবর্গাঃ ) দক্ষিণং পরিযন্তি ( প্রদক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তি), ত্বয়া তৎ সুদুর্জ্জয়ং (অতিদুষ্প্রাপ্যমিত্যর্থঃ) বিষ্ণুপদং (ভগবৎস্থানং) জিতম্ ( অধিকৃতং, প্রাপ্তমিতি যাবৎ ) [ অতঃ ] আতিষ্ঠ ( তৎস্থানম্ আগচ্ছ ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—মহাপ্রাজ্ঞ সপ্তর্ষিগণ পর্য্যন্ত যে স্থান লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিম্নদেশ হইতে কেবল অবলোকন করিয়া থাকেন এবং চন্দ্রসূর্য্যপ্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রগণ যে স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করেন, সেই দুর্জ্জয় ভগবৎস্থান আপনি জয় করিয়াছেন, অতএব সেই স্থানে চলুন ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গ। (হে ধ্রুব।) তে (তব) পিতৃভিঃ (পূর্ব্বপুরুষৈঃ) অন্যৈরপি কর্হিচিৎ (কদাপি) অনাস্থিতম্ (অপ্রাপ্তং) জগতাং (বিশ্বেষাং) বন্দ্যং (পূজ্যং) বিষ্ণোঃ তৎ পরমং পদম্ (স্থানং) আতিষ্ঠ (অধিগচ্ছ)॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্। আপনার পিতৃপুরুষগণ কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিগণ, কেহই কখনও যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই এবং যাহা সকলের পূজ্য, ভগবানের সেই উত্তম স্থানে আপনি আগমন করুন ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—সুদুর্জ্জয়ত্বে হেতুঃ—সূরয়ঃ সপ্তর্ষয়োঽপি যদপ্রাপ্য কেবলমধঃস্থিতাঃ পশ্যন্তি, যচ্চ চন্দ্রাদয়ঃ প্রদক্ষিণং যথা ভবতি তথা পরিক্রামন্তি, তদাতিষ্ঠ অধিতিষ্ঠ ॥ ২৫।২৬

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] আয়ুষ্মন্। ( সুদীর্ঘজীবিন্। ) [ এতেন তৎকালেঽপি তস্য আয়ুঃসত্ত্বাৎ সশরীরস্যৈব ধ্রুবলোকগমনযোগ্যতা সূচিতা ] উত্তমঃশ্লোকমৌলিনা ( উত্তমঃশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়ঃ, তেষাং মৌলিরিব চূড়ামণি-

রিব যঃ, তেন ভগবতা) উপস্থাপিতং (প্রেরিতম্) এতদ্বিমানপ্রবরং (ইমং শ্রেষ্ঠং রথং) ত্বম্ আরোঢ়ুম্ অর্হসি॥ ২৭

**মূলানুবাদ**।—হে আয়ুষ্মন্! পুণ্যশ্লোকগণের চূড়ামণিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি এই উত্তম রথখানি প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব আপনি ইহাতে আরোহণ করুন॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা**।—আয়ুষ্মন্নিত্যপি সশরীরস্যৈবাভিপ্রায়মেব॥ ২৭

### শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুখ্যযোর্মধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ।
কৃতাভিষেকঃ কৃতনিত্যমঙ্গলো মুনীন্ প্রণম্যাশিষমভ্যবাদয়ৎ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ**।- উরুক্রমপ্রিয়ঃ (উরুক্রমস্য ভগবতঃ প্রিয়ঃ ধ্রুবঃ) বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুখ্যযোঃ (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীহরেঃ যে নিযোজ্যাঃ কিঙ্করাঃ, তেষু মুখ্যয়োঃ প্রধানযোঃ উপস্থিতয়োর্দেবযোঃ) মধুচ্যুতং (মধুবর্ষিণীং, বাচং (কথাং নিশম্য (শ্রুত্বা) কৃতাভিষেকঃ (কৃতস্নানঃ) কৃতনিত্যমঙ্গলঃ (কৃতং সম্পাদিতং নিত্যং সন্ধ্যাবন্দনাদিকং, মঙ্গলঞ্চ অলঙ্করণাদিকং যেন তথাবিধঃ সন্) মুনীন্ প্রণম্য আশিষম্ (আশীর্ব্বাদম্) অভ্যবাদয়ৎ (প্রয়োজয়ামাস, গৃহীতবানিত্যর্থঃ)॥ ২৮

**মূলানুবাদ**।- শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র ধ্রুব, বৈকুণ্ঠনাথের সেই প্রধান ভৃত্যদ্বয়ের মধুবর্ষিণী কথা শ্রবণ করিয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক মাঙ্গলিক অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া মুনিগণকে প্রণাম করত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা**।—মধু চ্যবতে স্রবতীতি মধুচ্যুৎ তাম্। মধুচ্যুতামিতি পাঠে মধু চ্যুতং যস্যাস্তাম্, অমৃতস্রাবিণীমিত্যর্থঃ। কৃতং নিত্যং কর্ম্ম মঙ্গলঞ্চালঙ্করণং যেন। অভ্যবাদয়ৎ বাচয়ামাস॥ ২৮

পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্॥ ২৯ *

**অন্বয়ঃ**।—ধিষ্ণ্যাগ্র্যং (যানপ্রধানং তদ্ বিমানং) পরীত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) অভ্যর্চ্চ্য (গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্পূজ্য চ) পার্ষদৌ (তৌ ভগবৎকিঙ্করৌ) অভিবন্দ্য চ তৎ রূপং (স্বকীয়মেব স্বরূপং) হিরণ্ময়ং (স্বর্ণবৎ অত্যুজ্জ্বলং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্ সন্) অধিষ্ঠাতুং (রথমারোঢ়ুম্) ইয়েষ (অভিলষিতবান্)॥ ২৯

---

* ক্বচিদিতোঽগ্রে সটীকঃ শ্লোকোঽয়মধিকো দৃশ্যতে—

"তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্। মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥"

অন্বয়ঃ।—তদা (বিমানারোহণসময়ে) উত্তানপদঃ (উত্তানপাদস্য) পুত্রঃ (ধ্রুবঃ) অন্তকং (মৃত্যুম্) আগতং (তত্র সমুপস্থিতং) দদর্শ (দৃষ্টবান্), [ততঃ] মৃত্যোঃ মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) পদং দত্ত্বা [এতেন তস্য সশরীরস্যৈব ধ্রুবলোকগমনং সূচিতম্] অদ্ভুতং (শ্রেষ্ঠং) গৃহং (তদ্ বিমানম্) আরুরোহ (আরূঢবান্)॥

মূলানুবাদ।—সেই সময়ে উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব মৃত্যুকে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মস্তকে নিজের পদদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক সেই উত্তম বিমানে আরোহণ করিলেন॥

শ্রীধরটীকা।—"গৃহং বিমানম্। অয়ং ভাবঃ—যদা ধ্রুবো বিমানমারোঢুমৈচ্ছৎ তদা মৃত্যুরাগত্য প্রণম্যোবাচ,হে

তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্ম্মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ।
গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ॥ ৩০
স চ স্বর্লোকমারোক্ষ্যন্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ।
অন্বস্মরদগং হিত্বা দীনাং যাস্যে ত্রিপিষ্টপম্॥ ৩১
ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ।
দর্শয়ামাসতুর্দেবীং পুরো যানেন গচ্ছতীম্॥ ৩২
তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ।
অবকীর্য্যমাণো দদৃশে কুসুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুব সেই উত্তম রথখানিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া শ্রীভগবানের সেই ভৃত্যদ্বয়কে অভিবাদন করত রথে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইলেন, তৎকালে তাঁহার স্বীয় রূপ স্বর্ণের ন্যায় অতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল॥ ২৯

**অন্বয়ঃ।**—তদা (ধ্রুবস্য রথারোহণসময়ে) দুন্দুভয়ঃ মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ (তত্তন্নামপ্রসিদ্ধা বাদ্যযন্ত্রবিশেষাঃ) নেদুঃ (শব্দায়মানা বভূবুঃ), গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ (শ্রেষ্ঠগন্ধর্ব্বসমূহাঃ) প্রজগুঃ (গানং কৃতবন্তঃ), কুসুমবৃষ্টয়ঃ পেতুঃ (পতিতা বভূবুঃ)॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—সেই সময়ে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিয়া উঠিল, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং (আকাশ হইতে) পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—তদেব রূপং হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলং বিভ্রৎ সন্ ইয়েব ঐচ্ছৎ॥ ২৯।৩০

**অন্বয়ঃ।**—স চ ধ্রুবঃ স্বর্লোকং (স্বর্গম্) আরোক্ষ্যন্ (আরোঢ়ুমুদ্যতঃ সন্) দীনাং (কাতরাং) জননীং সুনীতিং (নিজমাতরম্) হিত্বা (পরিত্যজ্য) অগং (সর্ব্বৈর্গন্তুমশক্যং) ত্রিপিষ্টপং (স্বর্গং) যাস্যে (গমিষ্যামি) [ইতি] অন্বস্মরৎ (স্মৃতবান্)॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—যখন ধ্রুব স্বর্গলোকে যাইতে উদ্যোগী হইলেন তখন তাঁহার নিজ মাতা সুনীতির কথা স্মরণ হইল, মনে হইতে লাগিল যে—কাতরা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া আমি সাধারণের অগম্য স্বর্গলোকে যাইব॥৩১

**শ্রীধরটীকা।**—দীনাং হিত্বা অগং দুর্গমং ত্রিপিষ্টপং যাস্যামীত্যন্বস্মরৎ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**-সুরোত্তমৌ (ধ্রুবং নেতুমাগতৌ তৌ ভগবৎপার্ষদৌ) তস্য (ধ্রুবস্য, ইতি ব্যবসিতং (প্রাগুক্ত-মনোভাবং) ব্যবসায় (জ্ঞাত্বা) পুরঃ (অগ্রে) যানেন (রথেন) গচ্ছতীং (গচ্ছন্তীং) দেবীং (সুনীতিং) দর্শয়ামাসতুঃ (পশ্য, ইয়ং তে মাতাপি অগ্রত এব ভগবৎপদং গচ্ছতীতি ধ্রুবং প্রদর্শিতবন্তৌ)॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—সেই দেবশ্রেষ্ঠ ভগবৎকিঙ্করদ্বয় ধ্রুবের সেইরূপ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন যে, সুনীতি দেবীও রথারোহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রেই যাইতেছেন॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—তত্র তত্র পথি (গন্তব্যেষু মার্গেষু) [ধ্রুবঃ] প্রশংসদ্ভিঃ (প্রশংসাকারিভিঃ) বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ (বিমানচারিভির্দেবৈঃ) কুসুমৈঃ অবকীর্য্যমাণঃ (পুষ্পবর্ষণৈরভিনন্দ্যমানঃ সন্) ক্রমশঃ গ্রহান্ দদৃশে (দৃষ্টবান্)॥ ৩৩

---

মহারাজ। মামঙ্গীকুরু। উবাচ ধ্রুবঃ, স্বাগতং তে, ক্ষণং তাবদুপবিশ। এবমুক্ত্বা ধ্রুবো বিষ্ণোঃ স্মরণং কৃত্বা মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা বিমানাগ্রমারুরোহ" ইতি। (সং)

ত্রিলোকীং দেববানেন সোঽতিব্রজ্য মুনীনপি। পরস্তাদ্ যদ্ ধ্রুবগতির্বিষ্ণোঃ পদমথাভ্যগাৎ॥৩৪

যদ্ ভ্রাজমানং স্বরুচৈব সর্ব্বতো লোকাস্ত্রয়ো হ্যনু বিভ্রাজন্ত এতে।
যন্নাব্রজন্ জন্তুষু যেঽননুগ্রহা ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি যেঽনিশম্ ॥ ৩৫

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ। যান্ত্যঞ্জসাঽচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥ ৩৬

ইত্যুত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ। অভূৎ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—সেই সেই গন্তব্য পথে বিমানচারী দেবগণ ধ্রুবকে প্রশংসা করিতেছিলেন ও পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। ধ্রুব (তদবস্থায় অগ্রসর হইতে হইতে) ক্রমশঃ গ্রহগণকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৩

**শ্রীধরটীকা।**—ব্যবসিতমভিপ্রায়ং, ব্যবসায় জ্ঞাত্বা ॥ ৩১।৩৩

**অন্বয়ঃ।**—ধ্রুবগতি ( ধ্রুবা অবিনশ্বরা গতির্যস্য সঃ ) সঃ ( ধ্রুবঃ ) দেবযানেন ( দেবরথেন ) ত্রিলোকীং ( ত্রিভুবনং ) মুনীনপি ( সপ্তর্ষীনপি ) অতিব্রজ্য ( অতিক্রম্য ) অথ (অনন্তরং) বিষ্ণোঃ যৎ পরস্তাৎ পদং ( শ্রেষ্ঠতরং স্থানং ) [ তৎ ] অভ্যগাৎ ( গতবান্ ) ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুব দেবরথে আরোহণ করিয়া ত্রিজগৎ এবং সপ্তর্ষি মণ্ডল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া অনন্তর শ্রীভগবানের সেই অত্যুত্তম স্থানে গমন করিলেন, ধ্রুব এই যে গতি লাভ করিলেন, ইহা অবিনশ্বর, ইহার আর কথনও ধ্বংস নাই ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—দেবযানেন দেবমার্গেণ, বিমানেনেতি বা। মুনীন্ সপ্তর্ষীনপি। ততঃ পরস্তাৎ যদ্বিষ্ণোঃ পদং তদভ্যগাৎ। ধ্রুবা গতির্যস্য সঃ ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ।**—স্বরুচৈব ( স্বীয়প্রভয়ৈব ) সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বস্মিন্ কালে ) ভ্রাজমানং ( দীপ্যমানং) যৎ অনু (যৎ-স্থানম্ অনুকৃত্য, যস্য স্থানস্য প্রভাং প্রাপ্নোতি যাবৎ ) এতে ত্রয়ো লোকাঃ ( স্বর্গ-মর্ত্ত্যরসাতলাত্মকানি ত্রীণি ভুবনানি ) বিভ্রাজন্তে ( শোভন্তে ) জন্তুষু ( জীবেষু, সর্ব্বজীবান্ প্রতি ইত্যর্থঃ ) যে অননুগ্রহাঃ (দয়াশূন্যাঃ ) [তে] যৎ ( স্থানং ) ন অব্রজন্ ( ন গতবন্তঃ ), যে অনিশং ( সর্ব্বদা ) ভদ্রাণি ( সৎকর্ম্মাণি ) চরন্তি, [ তে ] ব্রজন্তি ( যৎ স্থানং প্রাপ্তুং প্রভবন্তি ) [ ধ্রুবঃ তথাবিধং স্থানং অভ্যগাদিতি সম্বন্ধঃ ] ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ।**—সেই স্থান স্বীয় প্রভাদ্বারাই সর্ব্বদা দীপ্তিমান্ এবং তাহার প্রভাদ্বারাই এই ত্রিভুবন শোভা পাইতেছে, যাহারা জীবের প্রতি নির্দ্দয়, তাহারা কদাচ ঐ স্থান লাভ করিতে পারে না, যাঁহারা নিয়ত সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই সে স্থান লাভ করিতে সমর্থ ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা।**- যদ্ভ্রাজমানমনু যস্য রুচা লোকাঃ বিভ্রাজন্তে। জন্তুষু যে অননুগ্রহাঃ নিষ্কৃপাঃ, তে যন্নাব্রজন্ ন গতবন্তঃ ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—শান্তাঃ ( শমগুণাবলম্বিনঃ ) সমদৃশঃ ( সর্ব্বভূতেষু আত্মতুল্যদর্শিনঃ ) শুদ্ধাঃ ( পবিত্রস্বভাবাঃ ) সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ ( সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ব্যবহারিণঃ ) অচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ( অচ্যুতঃ শ্রীভগবানেব প্রিয়ঃ বান্ধবো যেষাং তে ) অঞ্জসা ( অনায়াসেন ) অচ্যুতপদং ( ভগবৎস্থানং ) যান্তি ( লভন্তে ) ॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—যাঁহারা শমগুণশালী, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, পবিত্রস্বভাব-সম্পন্ন, সকল জীবের প্রতি প্রিয় আচরণকারী এবং একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই পরম বান্ধব বলিয়া মনে করেন, এইরূপ ব্যক্তিরাই অনায়াসে শ্রীভগবানের স্থান লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৬

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ধ্রুবস্য চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনম্। সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ ॥৬
স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ। দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥ ৭
আত্মানং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহম্। অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৮
অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মমলাশয়ঃ। স্বরূপমবরুন্ধানো নাত্মনোঽন্যৎ তদৈক্ষত ॥ ৯

যাহা হউক, বিদুরের উদ্দেশ্য এই যে প্রচেতাগণের যজ্ঞস্থলে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত থাকিয়া যখন শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন এই প্রচেতাগণ নিশ্চয়ই ভগবৎসেবানুরক্ত, অতএব তাঁহাদের বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনায় শ্রীভগবানের নামগুণাদি মধুরবিষয় সমধিক আস্বাদন করা যাইবে। দেবর্ষি নারদ যে পরমভগবত এবং তিনি যে "নারদীয় পঞ্চরাত্র" নামে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নদ্বারা জগতে ভগবদ্ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভক্তজনমাত্রেরই সুবিদিত। সেই দেবর্ষি নারদ উক্ত যজ্ঞ সভায় যে প্রকারে ভগবদ্‌গুণগান করিয়াছিলেন, তাহা শুনিবার জন্যও বিদুরের অভিলাষ হইয়াছে ; এজন্য তিনি সে সমুদয় বিষয় বর্ণনা করিবার জন্য মুনিবর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করিলেন। বিদুরের এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে মৈত্রেয় বিরক্ত হইবেন না, ইহা বিদুর জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহাকে সেই জন্য "সুব্রত।" সম্বোধন করিয়াছেন—অর্থাৎ হে গুরো। ভগবৎকথা আপনার জীবনের প্রধান ব্রত, তখন অকাতরে বিস্তৃতভাবে তাহা কীর্ত্তন করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না, এই পর্য্যালোচনাই যখন বিশ্বাসেই আমি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি, ইহাই সুব্রত সম্বোধনের তাৎপর্য্য। ১—৫

**অন্বয়ঃ।**—ধ্রুবস্য পুত্রঃ উৎকলশ্চ পিতরি ( ধ্রুবে ) বনং প্রস্থিতে ( গতে সতি ) পিতুঃ সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং ( সাম্রাজ্যলক্ষ্মীম্ ) অধিরাজাসনং ( রাজসিংহাসনঞ্চ ) ন ঐচ্ছৎ ( অধিকারাগতমপি উপেক্ষিতবানিত্যর্থঃ )। ৬

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—পিতা ( ধ্রুব ) বনে গমন করিলে ধ্রুবের পুত্র উৎকল তদীয় রাজ্য-সম্পৎ ও রাজসিংহাসন ( অধিকারানুসারে প্রাপ্য হইলেও ) উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ৬

**অন্বয়ঃ।**—[ উপেক্ষায়াং হেতুং বর্ণয়তি শ্লোকচতুষ্টয়েন ] সঃ ( উৎকলঃ ) জন্মনা ( জন্মন আরভ্যেব ইত্যর্থঃ ) উপশান্তাত্মা ( উপশান্তঃ শমগুণরতঃ আত্মা অন্তকরণং যস্য তথাবিধঃ ) নিঃসঙ্গঃ ( আসক্তিশূন্যঃ ) সমদর্শনঃ ( সর্ব্বজীবেষু সমদর্শী সন্ ) আত্মানং ( স্বং ) লোকে বিততং ( সর্ব্বভূতেষু অবস্থিতং ), [ তথা ] লোকং (সর্ব্বভূতঞ্চ) আত্মনি ( স্বস্মিন্, বিততমিতি সম্বন্ধঃ ) দদর্শ ( জ্ঞাতবান্ ), [ ভগবদ্গীতায়াং "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" ইতি সমদর্শিনঃ সমাহিতচিত্তস্য যাদৃগবস্থা বর্ণিতা তাদৃগবস্থাযুক্ত স আসীদিতি ভাবঃ ]। ৭

**মূলানুবাদ।**—ধ্রুবের পুত্র উৎকল জন্মাবধিই শমগুণাবলম্বী, আসক্তিশূন্য ও সমদর্শী ছিলেন ; তিনি নিজ আত্মাকে সর্ব্বভূতে বিরাজমান এবং সর্ব্বজীবের আত্মাই নিজেতে অবস্থিত মনে করিতেন। ৭

**শ্রীধরটীকা।**—ধ্রুবস্য বংশে জাতা ইতি বক্তুং ধ্রুবস্য বংশমনুক্রামতি ধ্রুবস্যেত্যাদিনা। পিতুঃ সার্ব্ব-ভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছৎ, অধিরাজাসনঞ্চ। ৬। অনিচ্ছায়াং হেতুমাহ - স ইতি চতুর্ভিঃ। ৭

**অন্বয়ঃ।**—অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মমলাশয়ঃ ( অব্যবচ্ছিন্নেন নিরন্তরেণ যোগরূপেণ অগ্নিনা দগ্ধং কর্ম্ম-মলং বাসনা যস্য, তথাবিধ আশয়ঃ অন্তকরণং যস্য, এবম্ভূতঃ স উৎকলঃ ) অববোধরসৈকাত্ম্যম্ ( অববোধো জ্ঞানং, স এব রসঃ, তেন ঐকাত্ম্যম্ অভিন্নরূপত্বং যস্য তং ) নির্ব্বাণং ( শান্তং ) প্রত্যস্তমিতবিগ্রহং ( প্রত্যস্তমিতো বিগ্রহো

জড়ান্ধবধিরোন্মত্ত-মূকাকৃতিরতন্মতিঃ। লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চ্চিরিবানলঃ॥ ১০
মত্বা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমন্ত্রিণঃ। বৎসরং ভূপতিং চক্রুর্যবীযাংসং ভ্রমেঃ সুতম্॥ ১১
স্বর্বীথী বৎসরস্যেষ্টা ভার্য্যাঽসূত ষড়াত্মজান্। পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুঞ্চ ইষমূর্জ্জং বসুং জয়ম্॥ ১২

বিগ্রহঃ ভেদবুদ্ধির্যস্মাৎ তথাবিধং) স্বরূপম্ আত্মানং (স্বস্বরূপং জীবম্) অন্বসন্ততং (সর্ব্বত্রাচ্ছন্তং, সর্ব্বব্যাপক-মিত্যর্থঃ), আনন্দং ব্রহ্ম (আনন্দরূপপরব্রহ্মস্বরূপম্) অবরুন্ধানঃ (জানন্) তদা আত্মনঃ (স্বস্মাৎ) অন্যৎ (ভিন্নং কিমপি) ন ঐক্ষত (ন অবগতবান্)॥ ৮।৯

**মূলানুবাদ।**—সেই উৎকল অবিচ্ছিন্ন যোগরূপ অনলদ্বারা অন্তঃকরণের বাসনারূপ মল দগ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তাঁহার আত্মা নির্ম্মল জ্ঞানরসের সহিত একরূপতা লাভ করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থিত ছিল, তাহাতে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি ছিল না, অতএব তিনি সেই নিজস্বরূপ জীবাত্মাকে সর্ব্বব্যাপী আনন্দময় পরম ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিয়া বিশ্বের কোন জীবকেই নিজ হইতে ভিন্ন মনে করেন নাই॥ ৮।৯

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মানং স্বরূপভূতং ব্রহ্ম অবরুন্ধানঃ, আপ্নুবন্ জানন্। আত্মনো নান্যৎ তদৈক্ষত। স্বয়ন্তু সর্ব্বস্মাদন্যঃ সন্। কথম্ভূতং ব্রহ্ম? নির্ব্বাণং শান্তং, প্রত্যস্তমিতঃ শান্তো বিগ্রহো ভেদো যস্মিন্। অববোধরসেনৈকাত্ম্যং যস্য। কথম্ভূতঃ? অব্যবচ্ছিন্নো যো যোগঃ স এবাগ্নিঃ, তেন দগ্ধঃ কর্ম্মমল আশযো বাসনা চ যস্য॥ ৮।৯

**অন্বয়ঃ।**—পথি (সাধারণস্থলে) বালানাম্ (অনভিজ্ঞানাং সমীপে) [সঃ] জড়ান্ধবধিরোন্মত্তমূকাকৃতিঃ (জড়াঃ কর্ম্মশক্তিরহিতাঃ, অন্ধবধিরোন্মত্তাঃ সুপ্রসিদ্ধাঃ, মূকাশ্চ বাক্‌শক্তিশূন্যাঃ তেষামাকৃতিরিব আকৃতির্যস্য সঃ তথাবিধঃ) লক্ষিতঃ [বস্তুতস্তু] অতন্মতিঃ (ন তেষাং জড়াদীনামিব মতির্যস্য সঃ) প্রশান্তার্চ্চিঃ (অপ্রদীপ্তশিখঃ) অনল ইব (অগ্নিরিব, আসীদিতি শেষঃ)॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—সাধারণস্থলে বালকপ্রভৃতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার মূর্ত্তিটি জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত কিম্বা মূক (বোবা) ব্যক্তির ন্যায় পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ঐসকল ব্যক্তির ন্যায় ছিল না, অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত না থাকিলে সে অগ্নিকে লোকে যেমন অকর্ম্মণ্য মনে করে, তিনি সেইরূপ ভাবে থাকিতেন॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—জড়াদীনামিবাকৃতির্যস্য তথাভূতো লক্ষিতঃ। অতন্মতিঃ ন তেষামিব মতির্যস্য, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। প্রশান্তানি অর্চ্চীংষি জ্বালা যস্যানলস্য তদ্বৎ স্থিতঃ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—সমন্ত্রিণঃ (মন্ত্রিবর্গসহিতাঃ) কুলবৃদ্ধাঃ তম্ (উৎকলং) জড়ম্ উন্মত্তং [বা] মত্বা (বিবিচ্য) ভ্রমেঃ সুতং (ধ্রুবস্য ভ্রমিনাম্ন্যাঃ পত্ন্যাঃ গর্ভজাতং) যবীযাংসম্ (উৎকলাৎ অল্পবয়স্কমপি) বৎসরং (তন্নামকং ধ্রুবনন্দনং) ভূপতিং (রাজানং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—বংশের বৃদ্ধগণ ও মন্ত্রিবর্গ উৎকলকে জড় কিম্বা উন্মত্ত মনে করিয়া, উৎকলের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রমির গর্ভজাত বৎসরকেই রাজা করিলেন॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—যবীযাংসম্ উৎকলাৎ কনিষ্ঠম্॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—বৎসরস্য ইষ্টা ভার্য্যা (প্রিয়া পত্নী) স্বর্বীথি পুষ্পার্ণং, তিগ্মকেতুম্, ইষম্, ঊর্জ্জং, বসুং, জয়ঞ্চ (এতন্নামকান্) ষট্ আত্মজান্ (পুত্রান্) অসূত (প্রসূতবতী)॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—বৎসরের প্রিয়া পত্নী স্বর্বীথী পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, ঊর্জ্জ, বসু ও জয় নামক ছয়টী পুত্র প্রসব করিলেন॥ ১২

পুষ্পার্ণস্য প্রভা ভার্য্যা দোষা চ দ্বে বভূবতুঃ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়মিতি হ্যাসন্ প্রভাসুতাঃ॥ ১৩
প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।
ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে॥ ১৪
স চক্ষুঃ সুতমাকূত্যাং পত্ন্যাং মনুমবাপ হ।
মনোবসূত মহিষী বিরজান্ নড্‌লা সুতান্॥ ১৫
পুরুং কুৎস্নমৃতং দ্যুম্নং সত্যবন্তং ঋতং ব্রতম্।*
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবিমুল্মুকম্॥ ১৬
উল্মুকোঽজনয়ৎ পুত্রান্ পুষ্করিণ্যাং ষড়ুত্তমান্।
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—পুষ্পার্ণস্য (বৎসরস্য পুত্রাণাং মধ্যে প্রথমস্য) প্রভা (তন্নাম্নী) ভার্য্যা, দোষা চ (দোষা নাম্নী চ ভার্য্যা) [ইতি] দ্বে (ভার্য্যে) বভূবতুঃ, প্রাতঃ মধ্যন্দিনং সায়ম্, ইতি হি (ত্রয়ঃ) প্রভাসুতাঃ (প্রভাগর্ভে জাতা পুত্রাঃ) আসন্ (বভূবুঃ)॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—পুষ্পার্ণের দোষা ও প্রভা নামে দুই পত্নী ছিল, তন্মধ্যে প্রভার গর্ভে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন এবং সায়ং নামে তিনটি পুত্র জন্মে॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—ইষ্টা প্রিয়া ভার্য্যা॥ ১২।১৩

**অন্বয়ঃ।**—প্রদোষঃ, নিশিথঃ, (নিশীথঃ, হ্রস্বেকারপ্রয়োগস্তু ছন্দোঽনুরোধাৎ) ব্যুষ্টঃ ইতি ত্রয়ঃ দোষাসুতাঃ (দোষায়া গর্ভে সমুৎপন্নাঃ পুত্রাঃ) [আসন্] ব্যুষ্টঃ পুষ্করিণ্যাং (তন্নামকস্বভার্য্যায়াং) সর্ব্বতেজসং সুতং (সর্ব্বতেজো-নামকং পুত্রম্) আদধে (জনয়ামাস)॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—দোষার গর্ভে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট নামক তিনটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে ব্যুষ্ট পুষ্করিণী নাম্নী নিজ পত্নীতে সর্ব্বতেজা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—নিশিথো নিশীথঃ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—সঃ (সর্ব্বতেজাঃ) চক্ষুঃ (কালক্রমেণ চক্ষুরিতিসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ সন্) আকূত্যাং পত্ন্যাং মনুং (চাক্ষুষ ইতি প্রসিদ্ধং ষষ্ঠং মনুং) সুতং (পুত্রম্) অবাপ (প্রাপ্তবান্) হ (পাদপূরণে অব্যয়মেতৎ), মনোঃ (তস্য চাক্ষুষস্য) মহিষী (প্রধানা পত্নী) নড্‌লা পুরুং, কুৎস্নম্, ঋতং, দ্যুম্নং, সত্যবন্তং, ঋতং, ব্রতম্, অগ্নিষ্টোমম্, অতীরাত্রং, প্রদ্যুম্নং, শিবিম্, উল্মুকম্ (এতান্ দ্বাদশসংখ্যকান্) বিরজান্ (বিশুদ্ধস্বভাবান্) সুতান্ অসূত॥ ১৫।১৬

**মূলানুবাদ।**—সেই সর্ব্বতেজাই কালক্রমে চক্ষুঃ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং তিনি আকূতি নাম্নী নিজ পত্নীতে চাক্ষুষমনু নামে একটি পুত্র লাভ করেন, এই চাক্ষুমনুর মহিষী নড্‌লা পুরু, কুৎস্ন, ঋত, দ্যুম্ন সত্যবান্, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক, নামক দ্বাদশটি বিশুদ্ধস্বভাব-সম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন॥ ১৫।১৬

**অন্বয়ঃ।**—উল্মুকঃ পুষ্করিণ্যাং (তন্নাম্ন্যাং পত্ন্যাম্) অঙ্গং, সুমনসং, খ্যাতিং, ক্রতুম্, অঙ্গিরসং, গয়ম্, (এতান্) উত্তমান্ ষট্ পুত্রান্ অজনয়ৎ॥ ১৭

---

*কুৎস্নমিত্যত্র কুৎসম্, ঋতমিত্যত্র ত্রিতং, ঋতমিত্যত্র চ ঋতমিতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ। (সং)

সুনীথাঙ্গস্য যা পত্নী সুষুবে বেণমুল্বণম্।
যদ্দৌঃশীল্যাৎ স রাজর্ষির্নির্ব্বিণ্ণো নিরগাৎ পুরাৎ ॥ ১৮

যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাগ্বজ্রা মুনয়ঃ কিল।
গতাসোস্তস্য ভূয়স্তে মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ১৯

অরাজকে তদা লোকে দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ।
জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—উল্মুক নিজপত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামক ছয়টি উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গস্য পত্নী যা সুনীথা [ সা ] উল্বণম্ ( উগ্রস্বভাবং ) বেণং ( বেণনামকং পুত্রং ) সুষুবে ( প্রসূতবতী ), যদ্দৌঃশীল্যাৎ ( যস্য বেণস্য দুঃশীলতাবশাৎ ) স রাজর্ষিঃ ( অঙ্গঃ ) নির্ব্বিণ্ণঃ ( খিন্নঃ সন্ ) পুরাৎ ( স্বভবনাৎ ) নিরগাৎ ( পুরং পরিত্যজ্য স্থানান্তরং গতবান্ ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—অঙ্গের পত্নী সুনীথা অতি উগ্রস্বভাব-সম্পন্ন বেণনামক একটি পুত্র প্রসব করেন, রাজর্ষি অঙ্গ এই বেণের দুঃশীলতায় নিতান্ত খিন্ন হইয়া নিজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন ॥ ১৮

**শ্রীপ্রবর্টীকা।**—স সর্ব্বতেজাশ্চক্ষুঃসংজ্ঞঃ মনুং সুতমবাপ। মনোর্মহিষী নড্বলা বিরজান্ শুদ্ধান্ পুরু-প্রমুখান্ দ্বাদশসুতানসূত ॥ ১৫—১৮

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গ! ( হে বিদুর! ) বাগ্‌বজ্রাঃ ( অব্যর্থবাক্যাঃ ) মুনয়ঃ কুপিতাঃ [ সন্তঃ ] যং ( বেণং ) শেপুঃ ( অভিশপ্তবন্তঃ ) কিল ( ইতি প্রসিদ্ধিঃ ), তস্য ( বেণস্য ) গতাসোঃ ( মৃতস্য সতঃ ) তদা লোকে অরাজকে ( রাজ-শূন্যে সতি ) প্রজাঃ দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ [ ভবিষ্যন্তীতি বিচিন্ত্য ] তে ( মুনয়ঃ ) ভূয়ঃ ( পুনঃ ) তস্য ( মৃতস্য বেণস্য ) দক্ষিণং করং মমন্থুঃ, ( মথিতবন্তঃ ) [তেন চ] নারায়ণাংশেন (অত্রাভেদে তৃতীয়া, তথাচ নারায়ণাংশস্বরূপ ইত্যর্থঃ ) আদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ পৃথুঃ [ পৃথুনৈব গ্রামনগরাদিবিধানেন প্রথমতো রাজ্যশৃঙ্খলা সুসম্পাদিতা ইতি তস্য "আদ্যঃ ক্ষিতীশ্বর" ইতি বিশেষণং দত্তং ] জাতঃ ( মৃতস্য বেণস্য মথ্যমানাৎ দক্ষিণকরাদুৎপন্নঃ ) ॥ ১৯।২০

**মূলানুবাদ।**—হে বিদুর! অব্যর্থবাক্যশালী মুনিগণ কুপিত হইয়া বেণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তৎকালে ভূমণ্ডল নৃপতিশূন্য হইল, সুতরাং প্রজাপুঞ্জ দস্যুগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হইবে, ইহা মনে করিয়া আবার সেই মুনিগণ মৃত বেণের দক্ষিণহস্ত মন্থন করিলেন, তাঁহার সেই মথিত হস্ত হইতে শ্রীশ্রীনারায়ণের অংশে আদি রাজা পৃথু জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৯।২০

**শ্রীপ্রবর্টীকা।**—অঙ্গ হে বিদুর! বাগেব বজ্রং যেষাম্ ॥ ১৯ ॥ মথনে হেতুঃ—অরাজক ইতি। আদ্যঃ পুরগ্রামাদীনাং তেন রচিতত্বাৎ ॥ ২০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—প্রচেতাগণ কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বিদুর জানিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বংশ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করাই আবশ্যক বিবেচনা করিয়া মৈত্রেয়মুনি ধ্রুব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নিম্নতন বংশধারা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ এই ধ্রুবেরই বংশে পৃথুরাজের জন্ম হয়। তাঁহার প্রপৌত্র প্রাচীনবর্হি, সেই প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণ, (ইহা পরে ক্রমিক-বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।) ধ্রুবের যে উৎকল, বৎসর ও কল্প নামে তিনটি পুত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত

শ্রীবিদুর উবাচ।

তস্য শীলনিধেঃ সাধোর্ব্রহ্মণ্যস্য মহাত্মনঃ। রাজ্ঞঃ কথমভূদ্ দুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ ॥ ২১
কিংবাংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযূযুজন্। দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ ॥ ২২

হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উৎকল ইলার গর্ভে এবং বৎসর ও কল্প ভ্রমির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও ইতি-পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। উৎকল ধ্রুবের প্রথম পুত্র, সুতরাং ন্যায্য অধিকার সূত্রে পিতার পর তাঁহারই রাজা হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি জন্মাবধিই সংসার-বন্ধন হইতে দূরে অবস্থিত থাকিতেন, অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার মন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিয়োজিত, অভিমান মোহ প্রভৃতি মলিন আবরণে তাঁহার চিত্ত সমাচ্ছন্ন ছিল না, সুতরাং কোনও প্রকার আসক্তি তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ও ভেদবুদ্ধিহীন ভাবে পরমাত্মরূপী শ্রীভগবানের প্রতি সর্ব্বদা এমন প্রগাঢ় সমাধিগ্রস্ত হইয়া থাকিতেন যে, তাঁহার বাহ্যজগতের কার্য্যকলাপের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, এজন্য তিনি রাজৈশ্বর্য্য সকলই উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং ধ্রুবের ভ্রমিগর্ভজাত পুত্র বৎসরই রাজপদে অভিষিক্ত হন। উৎকল বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশধারাও বিস্তৃতিলাভ করে নাই। বৎসরের বংশে প্রচেতাগণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ পৃথুরাজ জন্মগ্রহণ করেন। (বৎসর হইতে পৃথু পর্য্যন্ত উৎপত্তিক্রমে যাহা মূলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অন্বয় ও অনুবাদেই স্পষ্টভাবে জ্ঞাপিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, ধ্রুবের অধস্তন সপ্তম পুরুষ অঙ্গ, তাঁহার পুত্র বেণ।) বেণ অতি দুষ্টপ্রকৃতি ছিলেন, এজন্য ব্রহ্মশাপে তাঁহার মৃত্যু হয়, পরে বংশরক্ষা ও অরাজক রাজ্যশাসনের জন্য মুনিগণ মৃত বেণের দক্ষিণহস্ত মন্থন করায় তাহা হইতে স্বয়ং ভগবানের অংশে পৃথু জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রভাবেই গ্রাম, নগর প্রভৃতি বিভাগক্রমে রাজ্যশৃঙ্খলা সম্পাদিত হয়, এজন্য ইঁহাকে "আদ্যঃ ক্ষিতিশ্বরঃ" অর্থাৎ "আদিরাজ" বলিয়া মূলে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পৃথু চরিত্র বহুবিধ বিশিষ্ট ঘটনায় পরিপূর্ণ, সুতরাং মৈত্রেয়মুনি অতঃপর এগারটী অধ্যায়ে ইঁহার চরিত্রকথা বর্ণনা করিবেন। বক্তা মৈত্রেয় এবং শ্রোতা বিদুর, উভয়েই পরমভাগবত, সুতরাং যে চরিত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য যত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত, তাঁহারা তাহার পর্য্যালোচনা তত অধিক পরিমাণে সম্পাদন করিয়া নিজ নিজ কৃতার্থতার সহিত ভক্ত সম্প্রদায়ের পরম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন ॥ ৬—২০

**অন্বয়ঃ।**—শীলনিধেঃ ( সাধুতমস্বভাবস্য ) ব্রহ্মণ্যস্য ( ব্রাহ্মণানুরক্তস্য ) সাধোঃ ( সদাশয়স্য ) মহাত্মনঃ তস্য রাজ্ঞঃ ( অঙ্গরাজস্য ) প্রজা ( সন্ততিঃ পুত্র ইতি যাবৎ ) কথং দুষ্টা অভূৎ? যৎ ( যস্যা দুষ্টতায়া হেতোঃ ) [ অঙ্গরাজঃ ] বিমনাঃ ( দুঃখিতচিত্তঃ সন্ ) যযৌ ( পুরং পরিত্যজ্য গতবান্ ) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীবিদুর বলিলেন—অত্যন্ত সৎস্বভাবসম্পন্ন সদাশয় ব্রাহ্মণানুরক্ত মহাত্মা সেই অঙ্গ-রাজের সন্তান কিরূপে এত দুষ্ট হইল, যাহাতে (অঙ্গরাজ) দুঃখিত হইয়া নিজপুর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন? ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—যৎ যস্যাঃ প্রজায়া হেতোর্বিমনাঃ সন্ যযৌ ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—ধর্ম্মকোবিদাঃ ( ধর্ম্মপরায়ণাঃ ) মুনয়ঃ দণ্ডব্রতধরে ( রাজদণ্ডপরিচালনাপরায়ণে ) রাজ্ঞি বেণে কিংবা অংহঃ ( পাপম্ ) উদ্দিশ্য ( লক্ষ্যীকৃত্য ) ব্রহ্মদণ্ডং ( ব্রহ্মশাপম্ ) অযূযুজন্ ( প্রযুক্তবন্তঃ )? ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ রাজদণ্ডধারী বেণের কি পাপ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মশাপ প্রদান করিয়াছিলেন? ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ অংহঃ অপরাধং বেণে উদ্দিশ্য আলক্ষ্য ॥ ২২

নাবধ্যেয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি । যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্ত্যোজঃ স্বতেজসা ॥ ২৩
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাত্মজচেষ্টিতম্ । শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ২৪

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

অঙ্গোঽশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুম্ । নাজগ্মুর্দ্দেবতাস্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৫
ত ঊচুর্বিস্মিতাস্তাত যজমানমথর্ত্বিজঃ । হবীংষি হূয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥ ২৬
রাজন্ হবীংষ্যদুষ্টানি শ্রদ্ধয়াসাদিতানি তে । ছন্দাংস্যযাতযামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ** ।—প্রজাপালঃ ( রাজা ) অঘবানপি ( অধর্ম্মপরায়ণোঽপি ) প্রজাভিঃ ন অবধ্যেয়ঃ (ন অবজ্ঞেয়ঃ) যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) অসৌ (রাজা) স্বতেজসা ( নিজপ্রভাবেণ ) লোকপালানাম্ ( ইন্দ্রাদীনাম্ ) ওজঃ ( মহিমানং) বিভর্ত্তি ( ধারয়তি ) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ** ।—রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করা প্রজাগণের কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তিনি নিজপ্রভাবে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের মহিমা ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা** ।—যতোঽয়মধর্ম্ম ইত্যত্রাহ । নাবধেয়ঃ অবজ্ঞেয়োঽপি ন ভবতি ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] ব্রহ্মন্ ! ( মুনে ! ) ত্বং পরাবরবিত্তমঃ (পরং পরমব্রহ্ম, অবরঞ্চ সোপাধিকং জীবাদিরূপং বিদন্তি জানন্তি যে তে পরাবরবিদঃ, তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽসি ), [ অতঃ ] শ্রদ্দধানায় ( শ্রদ্ধাযুক্তায় ) ভক্তায় মে ( মহ্যম্ ) এতৎ সুনীথাত্মজচেষ্টিতং ( সুনীথা অঙ্গপত্নী, তস্যা আত্মজঃ বেণঃ, তস্য চেষ্টিতং বৃত্তান্তং ) আখ্যাহি ( কথয় ) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ** ।—হে মুনিবর ! আপনি পর ও অপর অর্থাৎ নিরুপাধিক ও সোপাধিক দ্বিবিধ ব্রহ্ম-জ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর আমিও ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে সেই সুনীথাপুত্র বেণের উপাখ্যান শুনিতে চাহিতেছি , সুতরাং আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা** ।—পরাবরবিদাং মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠঃ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ** ।—রাজর্ষিঃ ( রাজাসৌ ঋষিরিব ধার্ম্মিক ইত্যর্থঃ ) অঙ্গঃ ( বেণস্য পিতা , অশ্বমেধং ( তন্নামকং ) মহাক্রতুং ( মহাযজ্ঞম্ ) আজহার ( অনুষ্ঠিতবান্ ), তস্মিন্ ( মহাযজ্ঞে ) ব্রহ্মবাদিভিঃ ( বেদজ্ঞৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ ) আহূতাঃ ( অবাহনমন্ত্রাদিভিরামন্ত্রিতা অপি ) দেবতাঃ ( যজ্ঞভাগিনো দেবাঃ ) ন আজগ্মুঃ (আগমনং ন চক্রুঃ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ** ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বেদজ্ঞ পুরোহিতগণ যথাবিধি আহ্বান করিলেও দেবতারা আসিলেন না ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] তাত ! ( বৎস বিদুর ! ) অথ ( অনন্তরং ) তে ঋত্বিজঃ ( পুরোহিতাঃ ) বিস্মিতাঃ [ সন্তঃ ] যজমানম্ ( অঙ্গম্ ) ঊচুঃ ( কথিতবন্তঃ ),—[ হে রাজন্ ! ] হূয়মানানি ( আহুতিরূপেণ প্রদত্তানি ) তে ( তব ) হবীংষি ( ঘৃতাদীনি ) দেবতাঃ ন গৃহ্ণন্তি ॥ ২৬

**মূলানুবাদ** ।—বৎস বিদুর ! অতঃপর সেই পুরোহিতগণ বিস্মিত হইয়া যজমান অঙ্গকে বলিলেন যে যজ্ঞে আহুতিরূপে আপনার ঘৃতাদি যাহা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা দেবতারা গ্রহণ করিতেছেন না ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা** ।—অভাবী পুত্রঃ কাম্যকর্ম্মণা বলাদাপাদিতো ন সুখায় ভবেদিতি দ্যোতয়ন্নঙ্গস্য পুত্রোৎপত্তিক্রমমাহ—অঙ্গ ইত্যাদিনা ॥ ২৫।২৬

ন বিদামেহ দেবানাং হেলনং বয়মণ্বপি। যন্ন গৃহ্ণন্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ॥ ২৮

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা যজমানাঃ সুদুর্ম্মনঃ। তং প্রষ্টুং ব্যসৃজদ্বাচং সদস্যাংস্তদনুজ্ঞয়া॥ ২৯

নাগচ্ছন্ত্যাহুতা দেবা ন গৃহ্ণন্তি গ্রহানিহ। সদসস্পতয়ো ব্রূত কিমবদ্যং ময়া কৃতম্॥ ৩০

শ্রীসদসস্পতয় ঊচুঃ।

নরদেবেহ ভবতো নাঘং তাবন্মনাক্ স্থিতম্।
অস্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজঃ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—[ হে ] রাজন্। ( অঙ্গ। ) তে ( ত্বয়া ) শ্রদ্ধয়া স দিতানি ( অর্পিতানি ) হবীংষি ( হবনীয়দ্রব্যাণি ঘৃতাদীনি ) অদুষ্টানি ( দোষবর্জ্জিতানি ), ধৃতব্রতৈঃ ( নিয়মপরায়ণৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিরস্মাভিঃ ) যোজিতানি ( প্রযুক্তানি ) ছন্দাংসি ( মন্ত্রাঃ ) অযাতযামানি ( অক্ষীণবীর্য্যাণি ) ২৭

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ। আপনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে সকল হোমীয় দ্রব্য আহরণ করিয়াছেন, তাহার কোনটীই মন্দ নহে এবং আমরা নিয়মপরায়ণ হইয়া যে সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাও শক্তিহীন নহে॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—ইহ ( অস্মিন্ যজ্ঞে ) বয়ম্ অণ্বপি ( বিন্দুমাত্রমপি ) দেবানাং হেলনং (দেবান্ প্রতি অবজ্ঞানং) ন বিদাম ( ন অনুভবামঃ, "বিদ্ম" ইতি বক্তব্যে "বিদাম" ইতিপ্রয়োগ আর্ষঃ ), যৎ ( যৈঃ কারণৈঃ ) কর্ম্মসাক্ষিণঃ ( কর্ম্মণঃ সুষ্ঠুতাদিপর্য্যবেক্ষকাঃ ) যে দেবাঃ, [ তে ] স্বান্ ভাগান্ ন গৃহ্ণন্তি॥ ২৮

মূলানুবাদ।—আমরা এই যজ্ঞে দেবতাদির কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও অবহেলা অনুভব করিতে পারিতেছি না, যাহাতে কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ দেবগণ স্বীয় ভাগ গ্রহণ করিতে না পারেন॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—অযাতযামানি অগতবীর্য্যাণি॥ ২৭।২৮

অন্বয়ঃ।—যজমানঃ অঙ্গঃ দ্বিজবচঃ ( পুরোহিতানাং তথাবিধং বাক্যং ) শ্রুত্বা সুদুর্ম্মনাঃ ( অত্যন্তমুদ্বিগ্নচিত্তঃ সন্ ) সদস্যান্ তৎ প্রষ্টুং ( দেবানামনুপস্থিতিকারণং জিজ্ঞাসয়িতুং ) [ যজ্ঞে মৌনব্রতাবলম্বী সন্নপি ] তদনুজ্ঞয়া (সদস্যানামনুমত্যনুসারেণ) বাচং ব্যসৃজৎ ( বক্তু মারেভে )॥ ২৯

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন – যজমান অঙ্গ পুরোহিতগণের সেই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্‌বিগ্নচিত্তে সদস্যবর্গের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের অনুমতি লইয়া বাক্য প্রয়োগ করিলেন॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—যজ্ঞে গৃহীতমৌনোঽপি বাচং ব্যসৃজৎ প্রাযুঙ্‌ক্ত॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[ হে ] সদসস্পতয়ঃ। ( সদস্যমহোদয়াঃ। ) আহুতাঃ ( হোমেন আরাধিতা অপীত্যর্থঃ, অথবা উকারস্য হ্রস্বত্বামার্ষং বিবিচ্য "আহুতা" ইত্যেবার্থঃ ) দেবাঃ ইহ (যজ্ঞক্ষেত্রে) ন আগচ্ছন্তি, গ্রহান্ ( সোমপাত্রাণি ) ন গৃহ্ণন্তি, ময়া কিম্ অবদ্যং ( কিম্ অন্যায্যং ) কৃতং ? [ তৎ ] ব্রূত ( যূয়ং কথয়ত )॥ ৩০

মূলানুবাদ।—হে সদস্যমহোদয়গণ। এই যজ্ঞে যথাবিধি আহ্বান করা সত্ত্বেও দেবতারা আসিতেছেন না এবং সোমরসপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিতেছেন না, আমি কি অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনারা বলুন॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—আহুতাঃ আহূতাঃ, গ্রহান্ সোমপাত্রাণি, ইহ যজ্ঞে ন গৃহ্ণন্তি॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[ হে ] নরদেব। ( রাজন্। ) ইহ ( অস্মিন্ জন্মনি ) ভবতঃ মনাক্ তাবৎ ( ঈষদপি ) অঘং ( পাপং ) ন স্থিতং ( বর্ত্তমানং নাস্তি, কদাচিৎ কথঞ্চিৎ জাতে পাপে তদৈব প্রায়শ্চিত্তাদিভিস্তৎক্ষালনাদিতি ভাবঃ )

তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ। ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্ ॥৩২

তথা স্বভাগধেয়ানি গ্রহীষ্যন্তি দিবৌকসঃ। যদ্ যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরির্বৃতঃ ॥ ৩৩

তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥ ৩৪

প্রাক্তনং ( জন্মান্তরীণম্ ) একম্ অঘং ( পাপম্ ) অস্তি, যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) ঈদৃক্ ( সর্ব্বগুণসম্পন্নোঽপি ) ত্বম্ অপ্রজঃ ( অপত্যশূন্যঃ ) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ**।—সদস্যগণ বলিলেন—হে মহারাজ। এজন্মে আপনার কিছুমাত্র পাপ নাই, তবে জন্মান্তরীয় একটী পাপ আছে, যাহার ফলে আপনি এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও সন্তান লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা**।—ইহ জন্মনি তাবন্মনাগপি ঈষদপি অঘং ন স্থিতং, কথঞ্চিজ্জাতস্যাঘস্য সদ্য এব প্রায়শ্চিত্তৈঃ ক্ষালনাৎ। কিন্তু প্রাক্তনমেকমঘমস্তি। যদ্ যস্মাৎ ঈদৃক্ গুণাধিকোঽপি ত্বং প্রজারহিতঃ ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] নৃপ। ( অঙ্গ। ) [ ত্বং ] আত্মানং ( স্বং ) সুপ্রজং ( সুসন্ততিযুক্তং ) সাধয় (সম্পাদয়), তথা ( আত্মনঃ সুপ্রজত্বে সাধিতে সতি ) তে ( তব ) ভদ্রং ( মঙ্গলং, যজ্ঞে দেবতানামুপস্থিত্যাদিরূপমিতি যাবৎ, ভবিষ্যতীতি শেষঃ ), যজ্ঞভুক্ ( যজ্ঞেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ ) ইষ্টঃ ( পুত্রকামনয়া যাগাদিভিরারাধিতঃ সন্ ) পুত্রকামস্য ( পুত্রার্থিনঃ ) তে পুত্রং দাস্যতি ॥ ৩২

**মূলানুবাদ**।—মহারাজ। আপনি নিজকে সুসন্তানযুক্ত করুন ( অর্থাৎ যাহাতে আপনার সুসন্তান জন্মে সেইরূপ চেষ্টা করুন ) তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি আপনাকে পুত্র প্রদান করিবেন ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা**।—অতো যথা দেবা হবির্গৃহ্ণন্তি তথা আত্মানং সুপ্রজং সাধয়। কথং সাধনীয়ং তত্রাহ—ইষ্ট ইতি ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ**।—তথা ( পুত্রার্থং যজ্ঞে সমারব্ধে সতি ) দিবৌকসঃ ( দেবাঃ ) স্বভাগধেয়ানি ( স্বান্ স্বান্ অংশান্ ) গ্রহীষ্যন্তি, যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) অপত্যায় ( সন্তাননিমিত্তং ) যজ্ঞপুরুষঃ হরিঃ সাক্ষাৎ বৃতঃ ( প্রার্থিতঃ স্যাৎ, তথাচ তেন সহ অন্যেঽপি দেবাঃ সমাগত্য স্বং ভাগং গ্রহীষ্যন্তীতি ভাবঃ ) ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ**।—আপনি পুত্রের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবগণ আসিয়া নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিবেন, যেহেতু সেই যজ্ঞে সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি আরাধিত হইয়া উপস্থিত হইবেন ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা**।—তথা সতি স্বভাগান্ গ্রহীষ্যন্তি। যৎ যতো হরিঃ সাক্ষাৎ বৃতঃ স্যাৎ। অতস্তেন সহ সর্ব্বে দেবা আগমিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ**।—জনঃ ( ভগবৎসেবী জনঃ ) যান্ যান্ কামান্ ( বিষয়ান্ ) কাময়তে ( অভিলষতি ), হরিঃ তান্ তান্ ( কাম্যবিষয়ান্ ) দদ্যাৎ, এষঃ ( হরিঃ ) যথৈব ( যাদৃক্ ফলকামনয়ৈব ) আরাধিতঃ ( সেবিতো ভবতি), পুংসাং ( সেবকানাং ) তথা ফলোদয়ঃ ( ভবতীতি শেষঃ ) ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ**।—লোক যাহা যাহা কামনা করে, শ্রীহরি সেই সেই বিষয়ই প্রদান করেন, তাঁহাকে যেরূপ কামনায় আরাধনা করা যায়, তদনুসারেই লোকের ফলোদয় হইয়া থাকে ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা**।—ননু তিতুচ্ছান্ কামান্ হরিঃ কথং দদ্যাৎ? তত্রাহ—তাংস্তানিতি ॥ ৩৪

ইতি ব্যবসিতা বিপ্রাস্তস্য রাজ্ঞ প্রজাতয়ে।
পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ৩৫

তস্মাৎ পুরুষ উত্তস্থৌ হেমমাল্যমলাম্বরঃ। হিরন্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সম্ ॥ ৩৬

স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহীত্বাঞ্জলিনৌদনম্। অবঘ্রায় মুদাযুক্তঃ প্রাদাৎ পত্ন্যা উদারধীঃ ॥৩৭

সা তৎ পুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে।
গর্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবেঽপ্রজাঃ ॥ ৩৮

স বাল এব পুরুষো মাতামহমনুব্রতঃ। অধর্ম্মাংশোদ্ভবং মৃত্যুং তেনাভবদধার্ম্মিকঃ ॥ ৩৯

**অন্বয়ঃ।**—বিপ্রাঃ (ঋত্বিজো ব্রাহ্মণাঃ) ইতি (সদস্পতীনামিত্যেবং বাক্যৈঃ) ব্যবসিতাঃ (জনিতোদ্যমাঃ সন্তঃ) তস্য রাজ্ঞঃ (অঙ্গস্য) প্রজাতয়ে (পুত্রোৎপত্তিনিমিত্তং) শিপিবিষ্টায় (শিপিষু পশুষু, বিষ্টায় যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায) বিষ্ণবে (বিষ্ণুমুদ্দিশ্য) পুরোডাশং (হবির্বিশেষং) নিরবপন্ (আহুতবন্তঃ) ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ।**—পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ সদস্যবর্গের পূর্ব্বোক্ত বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সেই অঙ্গ নামক রাজার পুত্রোৎপত্তির জন্য "শিপিবিষ্ট" অর্থাৎ যজ্ঞরূপে পশুগণের মনে প্রবিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুরোডাশ নামক হোমীয় বস্তু আহুতি প্রদান করিলেন ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা।**—প্রজাতয়ে পুত্রোৎপত্তয়ে। শিপিবিষ্টায় শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়। তথা চ শ্রুতিঃ—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপির্যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতীতি ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—তস্মাৎ (হূয়মানাৎ অগ্নেঃ) হেমমালী (স্বর্ণমাল্যধারী) অমলাম্বরঃ (বিমলবসনাবলম্বী) পুরুষঃ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (স্বর্ণপাত্রেণ) সিদ্ধং (পক্কং) পায়সম্ আদায় (গৃহীত্বা) উত্তস্থৌ (সমুত্থিতবান্) ৩৬

**মূলানুবাদ।**—আহুতি প্রাপ্ত সেই অগ্নি হইতে একটি পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার গলে স্বর্ণমাল্য, পরিধানে বিমল বস্ত্র, হস্তে স্বর্ণপাত্রমধ্যে পক্ক পায়স বিদ্যমান ছিল ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—উদারধীঃ (উদারা প্রশস্তা ধীঃ বুদ্ধির্যস্য সঃ) সঃ রাজা (অঙ্গঃ) বিপ্রানুমতঃ (ব্রাহ্মণৈঃ আদিষ্টঃ সন্) অঞ্জলিনা (যুক্তহস্তদ্বয়েন) ওদনং (পায়সান্নং) গৃহীত্বা অবঘ্রায় (আঘ্রাণেন ভোজনানুকল্পং কৃত্বা) মুদা-যুক্তঃ (আনন্দিতঃ সন্) পত্ন্যৈ (সুনীথায়ৈ) প্রাদাৎ (প্রদত্তবান্) ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—উদারবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা অঙ্গ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি অনুসারে দুইহস্তে অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক সেই পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ স্বয়ং আঘ্রাণ করিলেন, পরে আনন্দিত মনে পত্নীকে অর্পণ করিলেন ॥৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মাদিতি যোগ্যতয়া অগ্নেঃ ॥ ৩৬ ॥ পত্ন্যৈ প্রাদাৎ ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ।**—অপ্রজাঃ (ন বিদ্যতে প্রজা সন্ততির্যস্যাঃ সা অনপত্যা ইত্যর্থঃ) সা রাজ্ঞী (সুনীথা) পুংসবনং (পুমান্ সূয়তে অনেনেতি পুংসবনং পুত্রোৎপত্তিহেতুভূতং) তৎ (পায়সান্নং) প্রাশ্য বৈ (ভুক্ত্বৈব) পত্যুঃ (অঙ্গস্য সকাশাৎ) গর্ভম্ আদধে (ধৃতবতী), কালে উপাবৃত্তে (যোগ্যসময়ে উপস্থিতে সতি) কুমারং (পুত্রং) সুষুবে (প্রসূতবতী) ॥ ৩৮

**মূলানুবাদ।**—সন্তানহীনা অঙ্গপত্নী রাজ্ঞী সুনীথা পুত্রসন্তানোৎপাদক সেই পায়স ভক্ষণ করিয়াই স্বামী হইতে গর্ভ গ্রহণ করিলেন এবং উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—পুমাংসং সূতেঽনেনেতি তথা তৎ প্রাশ্য পত্যুঃ সকাশাৎ গর্ভমাদধে। অপ্রজা সতী ॥৩৮

স শরাসনমুদ্যম্য মৃগয়ুর্বনগোচরঃ।
হন্ত্যসাধুর্মৃগান্ দীনান্ বেণোঽসাবিত্যরৌজ্জনঃ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ**।—সঃ পুরুষঃ ( উৎপন্নঃ কুমারঃ ) বাল এব ( বালকাবস্থায়ামেব ) অধর্মাংশোদ্ভবং মাতামহম্ মৃত্যুম্ ( "অধর্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ" ইতি অস্মিন্নেব গ্রন্থে তৃতীয়স্কন্ধস্য দ্বাদশাধ্যায় সৃষ্টিপ্রস্তাবে নিরূপিতম্ ) অনুব্রতঃ ( তদনুবর্ত্তী, আসীদিতি শেষঃ ) তেন ( হেতুনা ) [সঃ] অধার্ম্মিকঃ অভবৎ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ**।—সেই পুত্র বালক অবস্থা হইতেই মাতামহের অনুবর্ত্তী হইল, মাতামহ মৃত্যু অধর্ম্মের অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য এই পুত্রও অধার্ম্মিক হইয়াছিল॥ ৩৯

**শ্রীধরটীকা**—মাতামহং মৃত্যুম্। মৃত্যোর্হি পুত্রী সুনীথা॥ ৩৯

**শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী**।—মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরের প্রশ্নানুসারে প্রচেতাগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ ধ্রুব হইতে পৃথু পর্য্যন্ত নয় পুরুষের যে ক্রমিক উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অঙ্গের যে বেণ নামক পুত্র জন্মিয়াছিল, সে অতি দুর্বৃত্ত বলিয়া তাহার স্বভাবে বিরক্ত হইয়া অঙ্গ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন ও পরে ঐ বেণ ব্রহ্মশাপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই সকল কথা শুনিয়া বিদুর বিস্মিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর। মহারাজ অঙ্গ অতি সৎস্বভাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, অথচ তাঁহার পুত্র এরূপ দুষ্টস্বভাব সম্পন্ন হইল কেন? আর সে এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে, ধর্ম্মপ্রাণ মুনিগণ তাহাকে দারুণ অভিশাপে বিনাশিত করিলেন? আপনি অসাধারণ জ্ঞানী পুরুষ, সুতরাং আপনার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব এই রহস্যময় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। বিদুর অতি ভক্ত, নিতান্ত শ্রদ্ধা সহকারে মৈত্রেয়ের বর্ণনা শুনিতেছেন, এজন্য মৈত্রেয়মুনি সানন্দে তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী বেণের উৎপত্তি ও চরিত্র বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ও বেণের উৎপত্তির যে বিবরণ দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, জন্মান্তরীণ সুকৃতি ব্যতীত কেবল ঐহিক সুকৃতিবলেই উত্তম পুত্র লাভ করা যায় না। রাজর্ষি অঙ্গ ইহজন্মে যদিও সর্ব্বাংশে সুকৃতি-শালী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জন্মান্তরীণ এমন কোনও দুষ্কৃতি ছিল, যাহাতে তাঁহার পুত্রলাভই সম্ভবপর ছিল না। শুধু ইহজন্মে যাগযজ্ঞাদি প্রভৃত কাম্য-কর্ম্মের সাধনাবলে তিনি সে দুষ্কৃতি খণ্ডন করিয়া পুত্রলাভোপ-যোগী অদৃষ্ট জন্মাইয়া লইয়াছেন। ভগবান্ কাহারও কোনও সাধনা ব্যর্থ করেন না, সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফল দিয়া থাকেন, কিন্তু সকল বিষয়ে কেবল এক জন্মের কর্ম্মে পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ঐহিক সুকৃতির সহিত উত্তম প্রাক্তনেরও যোগ থাকা চাই। রাজর্ষি অঙ্গের পুত্রসুখোপযোগী প্রাক্তন অদৃষ্ট ভাল ছিল না, সুতরাং যদিও ঐহিক সাধনায় তাঁহার পুত্র জন্মিল, তথাপি তাহা সুখের কারণ হইল না, পুত্র তাহার মাতামহের অনুবর্ত্তী হইল। তাহার মাতামহ মৃত্যু। মৃত্যুর অধর্ম্ম হইতে জন্ম হইয়াছে, ইহা এই শ্রীগ্রন্থেরই তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ পুলস্ত্যমুনির বংশধর হইলেও যেমন "মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশাননঃ" "মাতামহের দোষে দশানন রাক্ষস হইয়াছিল", এস্থলে বেণের অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইল, মাতামহের ধারা অনুসারে অধর্ম্মবৃত্তি আসিয়া তাহাতে সংক্রামিত হইল, সুতরাং তাহার স্বভাব এমন দুষ্ট হইয়াছিল যে—পিতা গৃহত্যাগী হইলেন, মুনিগণ পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপে বিনাশ করিতে বাধ্য হইলেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, কিরূপ সূত্রে কোথায় কোন্‌টী উপনীত হয়, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর, এজন্য মৈত্রেয়মুনির তুল্য মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত একাগ্রমনে পুরাণতত্ত্ব আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য, ইহাতে প্রভূত জ্ঞানোদয় অবশ্যম্ভাবী॥ ২১—৩৯

**অন্বয়ঃ**।—অসাধুঃ (দুর্বৃত্তঃ) সঃ (বেণঃ) শরাসনম্ (ধনুঃ) উদ্যম্য ( উদ্ধতভাবেন গৃহীত্বা ) মৃগয়ুঃ (ওপম্য-

আক্রীড়ে ক্রীড়তো বালান্ বয়স্যানতিদারুণঃ। প্রসহ্য নিরনুক্রোশঃ পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৪১

তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্বিবিধৈর্নৃপঃ।
যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎ সুদুর্ম্মনাঃ ॥ ৪২

প্রায়েণাভ্যর্চ্চিতো দেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ।
কদপত্যভৃতং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি দুর্ভরম্ ॥ ৪৩

যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তিরধর্ম্মশ্চ মহান্ নৃণাম্।
যতো বিরোধঃ সর্ব্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥ ৪৪

কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ। পণ্ডিতো বহু মন্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥ ৪৫

গর্ভোঽয়ং প্রযোগঃ, তথাচ ব্যাধ ইবেত্যর্থঃ) বনগোচরঃ (বনগামী সন্) দীনান্ (কাতরান্) মৃগান্ (পশূন্) হন্তি (বিনাশয়তি), [অতঃ তং দৃষ্ট্বা] জনঃ "অসৌ বেণঃ ইতি অরৌৎ (চুক্রোশ) ॥ ৪০

**মূলানুবাদ।**—সেই দুর্বৃত্ত বেণ তীর ধনুক লইয়া ব্যাধের ন্যায় বনে বনে বিচরণপূর্ব্বক নিরীহ পশুগুলিকে হত্যা করিত, ইহাতে লোক (তাহাকে দেখিলেই) "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত ॥ ৪০

**শ্রীধরটীকা।** মৃগয়ুর্লুব্ধকঃ সন্। তং দৃষ্ট্বা বেণোঽসাবাগচ্ছতীতি জনঃ সর্ব্বোঽপ্যরৌৎ চুক্রোশ ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ।** অতিদারুণঃ (অত্যন্তকঠোরপ্রকৃতিঃ) নিরনুক্রোশঃ (নির্দ্দয়ঃ, স বেণঃ) আক্রীড়ে (ক্রীড়াস্থানে) ক্রীড়তঃ (ক্রীড়াকারিণঃ) বয়স্যান্ (সমানবয়স্কান্) বালান্ (বালকান্) প্রসহ্য (বলাৎ) পশুমারম্ অমারয়ৎ (পশূনিব মারিতবান্) ॥ ৪১

**মূলানুবাদ।**—অতি কঠোরপ্রকৃতি বেণ ক্রীড়াস্থানে সমবয়স্ক ক্রীড়াকারী বালকদিগকে বলপূর্ব্বক নির্দ্দয়ভাবে পশুর ন্যায় হত্যা করিত ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা।**— আক্রীড়ে ক্রীড়াস্থানে বালান্ পশূনিব অমারয়ৎ ॥ ৪১

**অন্বয়ঃ।** নৃপঃ (মহারাজঃ অঙ্গঃ) তং পুত্রং (বেণং) খলং (দুষ্টং) বিচক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিবিধৈঃ (নানাপ্রকারৈঃ) শাসনৈঃ যদা শাসিতুং ন কল্প (ন সমর্থঃ) [তদা] ভৃশং সুদুর্ম্মনাঃ (অত্যন্তং বিষণ্ণচিত্তঃ) আসীৎ ॥ ৪২

**মূলানুবাদ।**—মহারাজ অঙ্গ সেই পুত্রকে একান্ত খলপ্রকৃতি দেখিয়া নানাপ্রকার শাসনেও যখন দমন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ৪২

**শ্রীধরটীকা।**—বিচক্ষ্য দৃষ্ট্বা ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ।**—[দুর্ম্মনসস্তস্য কদপত্যবিষয়ে ভাবনাপ্রকারমাহ] যে গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থাঃ) অপ্রজাঃ (সন্তানশূন্যাঃ) [তৈঃ] প্রায়েণ (বাহুল্যেন দেবঃ (ভগবান্) অভ্যর্চ্চিতঃ (আরাধিতো ভবতীতি শেষঃ), যে কদপত্যভৃতং (কদপত্যৈঃ কুৎসিতৈঃ সন্তানৈঃ আভৃতম্ উপাদিতং) দুর্ভরং (দুর্ব্বহং) দুঃখং ন বিন্দন্তি (ন লভন্তে) ॥ ৪৩

**মূলানুবাদ।**—যে সকল গৃহস্থগণ নিঃসন্তান, তাঁহারা নিশ্চয়ই বহুল পরিমাণে দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছেন, কারণ কুসন্তানের দ্বারা উৎপাদিত অসহনীয় দুঃখ তাঁহাদের লাভ করিতে হয় নাই ॥ ৪৩

**শ্রীধরটীকা।**—দুর্ম্মনসস্তস্য কুপুত্রনিন্দাবাক্যান্যাহ—প্রায়েণেতি ত্রিভিঃ। অপ্রজা যে, তৈরভ্যর্চ্চিতঃ। তত্র হেতুঃ—কুৎসিতৈরপত্যৈঃ সংভৃতং দুর্ভরং ধারয়িতুমশক্যং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি ॥ ৪৩

**অন্বয়ঃ।**—যতঃ (যস্মাৎ কুপুত্রাৎ) নৃণাং (লোকানাং) কীর্ত্তিঃ পাপীয়সী (কলুষিতা), মহান্ অধর্ম্মশ্চ,

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ।
নির্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্ত্যো যৎ ক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥৪৬

এবং স নির্বিণ্ণমনা নৃপো গৃহান্নিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ।
অলব্ধনিদ্রোঽনুপলক্ষিতো নৃভির্হিত্বা গতো বেণসুবং প্রসুপ্তাম্‌ ॥ ৪৭

বিজ্ঞায় নির্বিদ্য গতং পতিং প্রজাঃ পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্গণাদয়ঃ।
বিচিক্যুরুর্ব্যামতিশোককাতরা যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ ॥ ৪৮

[ ভবতীতি শেষঃ ] যতঃ ( কুপুত্রাৎ ) সর্ব্বেষাং ( সর্বৈঃ সহ ) বিরোধঃ, যতঃ অনন্তকঃ ( অশেষপ্রকারঃ ) আধিঃ ( মনোব্যথা ), যদর্থাঃ ( যন্নিমিত্তাঃ ) গৃহাঃ ক্লেশদাঃ ( দুঃখকরাঃ, ভবন্তীতি শেষঃ ), প্রজাপদেশং ( সন্তাননামকম্‌ ) আত্মনঃ মোহবন্ধনং তং ( কেবলং নামত এবাসৌ সন্তানঃ, কার্য্যতস্তু সঃ পিত্রোঃ মোহবন্ধনরূপ এবেতি তথাবিধং পুত্রং ) কো বৈ পণ্ডিতঃ ( ক এব বিচক্ষণঃ ) বহু মন্যেত ( আদ্রিয়েত, ন কোঽপি ইতি ভাবঃ ) ॥ ৪৪।৪৫

**মূলানুবাদ** ।—যে কুপুত্র হইতে লোকের যশ কলুষিত, বিপুল অধর্ম্ম, সকলের সহিত বিরোধ ও নানা প্রকার মনোব্যথা উৎপন্ন হয় এবং যাহার জন্য গৃহ দুঃখকর হইয়া উঠে, এরূপ পুত্র কেবল আত্মার মোহবন্ধন স্বরূপই হইযা থাকে, অতএব সেরূপ পুত্রকে কোন্‌ বিচক্ষণ ব্যক্তি সমাদর করিযা থাকেন ? ॥ ৪৪।৪৫

**শ্রীধরটীকা** ।—সর্ব্বেষাং সর্বৈঃ সহ। আধির্মানসী ব্যথা ॥৪৪॥ প্রজাপদেশং পুত্রনামমাত্রমপি আত্মনো মোহেন বন্ধনম্‌। যদর্থা যন্নিমিত্তাঃ ক্লেশদা গৃহা ভবন্তি ॥ ৪৫

**অন্বয়ঃ** ।-[কদপত্যং বিনিন্দ্য পুনরিদানীং নির্ব্বেদহেতুত্বেন তস্যৈব শ্রেষ্ঠতাং প্রতিপাদয়তি—] শুচাং ( নানাবিধশোকদুঃখানাং ) পদাৎ ( স্থানভূতাৎ ) সদপত্যাৎ ( সুসন্তানমপেক্ষ্য ) কদপত্যং (কুৎসিতমেব সন্তানঃ) বরং ( শ্রেষ্ঠং ) মন্যে, [যতঃ] মর্ত্ত্যঃ ( মানবঃ ) গৃহাৎ নির্ব্বিদ্যেত ( নির্ব্বেদং প্রাপ্নুযাৎ ), যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) গৃহাঃ ক্লেশনিবহাঃ ( দুঃখসঙ্কুলা, ভবন্তি কদপত্যব্যবহারেণ, অতো নির্ব্বেদোঽবশ্যম্ভাবীতি ভাবঃ ) ॥ ৪৬

**মূলানুবাদ** ।—(অথবা) সুসন্তান নানাপ্রকার শোকের কারণ হয ; সুতরাং তাহা অপেক্ষা কুসন্তানই ভাল মনে করি, যেহেতু কুসন্তান হইলে মানব গৃহ হইতে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কারণ তাহার দ্বারা গৃহ অতি অশান্তিকর হইযা উঠে ॥ ৪৬

**শ্রীধরটীকা**।—ইদানীং নির্ব্বেদহেতুত্বেন কুৎসিতমেবাপত্যমভিনন্দতি—কদপত্যমিতি। শুচাং পদাৎ শোকানাং স্থানাৎ। বরত্বে হেতুঃ—নির্ব্বিদ্যেতেতি। তৎ কুতঃ ? যদ্‌ যতঃ কদপত্যাৎ গৃহাঃ ক্লেশনিবহা ভবন্তি ॥৪৬

**অন্বয়ঃ** ।—এবং নির্ব্বিণ্ণমনাঃ (বিরক্তচিত্তঃ) স নৃপঃ ( অঙ্গঃ ) অলব্ধনিদ্রঃ ( নিদ্রামপ্রাপ্তঃ সন্‌ ) নিশীথে ( অর্দ্ধরাত্রে ) উত্থায় প্রসুপ্তাং ( সুনিদ্রিতাং ) বেণসুবং ( যা বেণং সূতে স্ম তাং বেণজননীং সুনীথাং ) হিত্বা ( পরিত্যজ্য ) নৃভিঃ ( জনৈঃ ) অনুপলক্ষিতঃ ( অবিজ্ঞাতঃ সন্‌ ) মহোদযোদয়াৎ ( মহতাম্‌ উদয়ানাং সমৃদ্ধীনাম্‌ উদয়ো বিদ্যমানতা যত্র তস্মাৎ, মহাসমৃদ্ধিযুক্তাদিত্যর্থঃ ) গৃহাৎ গতঃ ( পুরং পরিত্যজ্য গতবান্‌ ) ॥ ৪৭

**মূলানুবাদ** ।—নরপতি অঙ্গ এইরূপ বৈরাগ্যযুক্তচিত্তে একদা নিদ্রিত না হইয়া গভীর রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিযা বেণজননী সুনীথাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনগণের অলক্ষ্যে সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রাজগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন ॥ ৪৭

**শ্রীধরটীকা** ।—মহতামুদয়ানাং বিভূতীনাম্‌ উদয়ো যস্মিন্‌ তস্মাৎ গৃহাৎ গতঃ। যা বেণং সূতে স্ম তাম্‌ ॥ ৪৭

অলক্ষয়ন্তঃ পদবীং প্রজাপতের্হতোদ্যমাঃ প্রত্যুপসৃত্য তে পুরীম্।
ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাশ্রবো ন্যবেদয়ন্ কৌরব ভর্তৃবিপ্লবম্ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধেঽঙ্গপ্রব্রজ্যা নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

**অন্বয়ঃ**।—পতিং ( রাজানং ) গতং ( কুত্রাপি প্রস্থিতং ) বিজ্ঞায় পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্‌গণাদয়ঃ প্রজাঃ অতিশোককাতরাঃ ( অত্যন্তশোকাকুলাঃ সত্যঃ ) কুযোগিনঃ (প্রকৃতং যোগমার্গমনধিগতা জনাঃ) নিগূঢ়ং (স্বস্মিন্নেব অন্তর্য্যামিতয়া অবস্থিতং ) পুরুষং ( পরমাত্মস্বরূপং ভগবন্তং ) যথা (বহির্বিচিন্বন্তি তথা) উর্ব্ব্যাং (ভূমণ্ডলে) বিচিক্যুঃ ( অনুসন্দধুঃ ) ॥ ৪৮

**মূলানুবাদ**।—রাজা কোথাও চলিয়া গিয়াছেন জানিয়া পুরোহিত, মন্ত্রী, বন্ধুবর্গপ্রভৃতিও প্রজাগণ সকলেই অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া, যোগপথে অসিদ্ধ সাধকগণ যেমন নিজের অন্তর্য্যামী পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে না বুঝিয়া অন্যত্র অনুসন্ধান করে, সেইরূপ ভূমণ্ডলে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

**শ্রীধরটীকা**।—প্রজাঃ পুরোহিতাদয়শ্চ বিচিক্যুঃ অন্বেষিতবন্তঃ। তস্য তত্রৈব সন্তমপি নাপশ্যন্নিতি দৃষ্টান্তেনাহ- যথেতি ॥ ৪৮

**অন্বয়ঃ**।–[ হে ] কৌরব। ( বিদুর। ) তে (পুরোহিতাদয়ঃ) প্রজাপতেঃ ( প্রজাপালকস্য তস্য রাজর্ষেঃ অঙ্গস্য ) পদবীং ( গমনমার্গম্ ) অলক্ষয়ন্তঃ ( নির্ণেতুমশক্নুবন্তঃ ) [ অতএব ] হতোদ্যমাঃ ( নিরুৎসাহাঃ সন্তঃ ) প্রত্যুপসৃত্য ( প্রত্যাবৃত্য ) সমেতান্ ঋষীন্ ( তত্র সমাগতান্ মুনীন্ ) অভিবন্দ্য ( নমস্য ) সাশ্রবঃ ( অশ্রুজলাপ্লুত-নেত্রাঃ ) ভর্তৃবিপ্লবং ( ভর্তুঃ রাজ্ঞঃ অঙ্গস্য বিপ্লবম্ অনুদ্দেশং ) ন্যবেদয়ন্ ( নিবেদিতবন্তঃ ) ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৩

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর। পুরোহিত, মন্ত্রী প্রভৃতি প্রজাবর্গ প্রজাপালক অঙ্গের গমনপথ স্থির করিতে না পারিয়া একান্ত উৎসাহহীন চিত্তে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় সমবেত মুনিগণকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে রাজার নিরুদ্দেশবার্ত্তা নিবেদন করিলেন ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা**।—সাশ্রবঃ রুদন্তঃ। ভর্তুর্বিপ্লবং নাশম্ অদর্শনমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—অঙ্গরাজের গৃহত্যাগ বর্ণন প্রসঙ্গে মৈত্রেয় মুনি বলিতে লাগিলেন যে অঙ্গপুত্র বেণ ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুর্বৃত্ততা অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে অনেক সময় ব্যাধের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক উদ্ধতভাবে বনে প্রবেশ করিয়া নিরীহ পশুগণকে হত্যা করিত; কখন কখনও সমানবয়স্ক বালকদের লইয়া খেলিতে খেলিতে অকারণে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া পশুর ন্যায় বিনাশ করিত। তাহার এইরূপ নৃশংস আচরণে লোকের মনে এমন একটা আতঙ্ক হইয়াছিল যে—তাহাকে দেখিলেই লোক ভয়ে "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। ইহতে অঙ্গ বিরক্ত হইয়া পুত্রের স্বভাব সংশোধনের জন্য নানাপ্রকার শাসন করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহার দুর্বৃত্ততা কিছুমাত্র কমিল না, বরং দিন দিন বাড়িতে লাগিল, কেননা "উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে" "মূর্খকে ভাল উপদেশ দিলে তাহাতে সে শান্ত হয় না, বরং আরও কুপিত হইয়া

উঠে"। মহারাজ অঙ্গ বহু চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল মনোরথ হইলেন, তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত খেদ উপস্থিত হইল, ভাবিতে লাগিলেন যে—অসৎ সন্তান লাভ করা অপেক্ষা নিঃসন্তান থাকাই বোধ হয় অধিকতর দৈবানুগ্রহের ফল, কারণ কুসন্তান জন্মিলে পদে পদে যে অশান্তি ভোগ করিতে হয়, নিঃসন্তানের পক্ষে সে অশান্তি নাই। অথবা শুধু কুসন্তান কেন,—সন্তান মাত্রই অশান্তির কারণ, বরং সুসন্তান লাভ অধিক অশান্তিজনক, কারণ তাহার প্রতি প্রগাঢ় মমতাবন্ধনে হৃদয় এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, তাহার কোন প্রকার দুঃখ দেখিলে পিতার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। কিসে পুত্রকে সুখে রাখা যাইবে, কিসে তাহার দুঃখ নিবৃত্তি হইবে ইত্যাদি বিষম ব্যাকুলতায় কালযাপন করিতে হয়। আবার দৈবাৎ যদি তাহার রোগ বা মৃত্যু ঘটে, তবে ত প্রাণান্তকর শোক আসিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলে, সুতরাং সুসন্তানেই বা সুখ কি? বরং এ সকল অশান্তি অসৎপুত্রের জন্য কম ভোগ করিতে হয়। অধিকন্তু তাহার দুর্ব্যবহারে ক্রমশঃ মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, আর বৃথা মমতায় দিন যাপনের প্রবৃত্তি থাকে না, সুতরাং তখন শ্রীভগবানের সেবায় মনোনিবেশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

সুসন্তান অপেক্ষা কুসন্তানই অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর, অর্থাৎ "বৈরাগ্য জন্মায় বলিয়া কুসন্তানই ভাল" এই প্রকার ধারণাটুকু যে অঙ্গের প্রাণে আসিল, ইহা তাঁহার সাধনার ফল বুঝিতে হইবে, কেননা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত বৈরাগ্য-জনক বিষয়কে কেহ ভাল মনে করে না। যে ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্যপথে থাকিয়া শ্রীভগবানের প্রীতিভাজন হইতে পারে, শ্রীভগবান্ তাহাকে প্রকৃত মঙ্গলময় পথেই অবশ্য টানিয়া লন, লৌকিক দৃষ্টিতে তাহা অশান্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা অশান্তিকর নহে। আমরা মুগ্ধ মানব, মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে আমাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত, কিন্তু মহারাজ অঙ্গ পুণ্যবলে চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন ও প্রকৃত পথ বুঝিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং প্রথমতঃ পুত্রের অভাবে ও পরে পুত্রের দৌরাত্ম্যে ক্ষণিক ব্যাকুলতা আসিলেও শ্রীভগবানের কৃপায় আবার অচিরেই তাঁহার ব্যাকুলতা কাটিয়া গেল, সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে—এ সকলই শ্রীভগবানের খেলা মাত্র, তিনি কৃপা করিয়া যেভাবে চালাইতেছেন, ইহা মঙ্গলের জন্যই। বিরূপ বিবেকের বশে মহারাজ অঙ্গ রাজ্য, সম্পৎ, পত্নী প্রভৃতি সকল বিষয় উপেক্ষা পূর্ব্বক গভীর রজনীতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া, গেলেন কিন্তু তিনি কোথায় গেলেন কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতি প্রজাবৃন্দ তখন ব্যাকুল হইয়া মুনিগণের নিকট শরণাপন্ন হইয়া রাজার নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন॥ ৪০—৪৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ॥ ১৩

---

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

— —০*০——

## চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ। গোপ্তর্য্যসতি বৈ নৃণাং পশ্যন্তঃ পশুসাম্যতাম্ ॥ ১
বীর মাতরমাহূয় সুনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ। প্রকৃত্যসম্মতং বেণমভ্যষিঞ্চন্ পতিং ভুবঃ ॥ ২
শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেণমত্যুগ্রশাসনম্। নিলিল্যুর্দস্যবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ ॥ ৩
স আরূঢ়নৃপস্থান উন্নদ্ধোঽষ্টবিভূতিভিঃ। অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বীর। (বিদুর।) তে (প্রাগুল্লিখিতাঃ) ভৃগ্বাদয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ) ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদবক্তারঃ) লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ (মঙ্গলানুধ্যানপরায়ণাঃ) মুনয়ঃ গোপ্তরি (রক্ষকে, রাজনীতি যাবৎ) অসতি (অবিদ্যমানে) নৃণাং (লোকানাং) পশুসাম্যতাং (পশুভিঃ সাম্যং যেষাং তে পশুসাম্যাঃ, তেষাং ভাবস্তাং পশুতুল্যতামিত্যর্থঃ) পশ্যন্তঃ (বিবেচয়ন্তঃ সন্তঃ) মাতরং (বেণজননীং) সুনীথাম্ আহূয় (তৎসম্মতিং গৃহীত্বেতি শেষঃ) প্রকৃত্যসম্মতং (প্রকৃতীনাং মন্ত্রিপ্রভৃতীনাং প্রজাপুঞ্জানাম্ অসম্মতম্ অনভিপ্রেতমপি) বেণং ভুবঃ পতিং (রাজানম্) অভ্যষিঞ্চন্ (রাজপদে অভিষিক্তবন্তঃ) ॥ ১।২

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—হে বীর বিদুর। প্রাগুক্ত সেই সকল ভৃগু প্রভৃতি বেদবক্তা ঋষিগণ সর্ব্বদাই লোকের মঙ্গল চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন, সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে - রক্ষক না থাকিলে মানুষও পশুতুল্য হইয়া থাকে, অতএব বেণের মাতা সুনীথাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রিপ্রভৃতি প্রজাপুঞ্জের সম্মতি না থাকিলেও তাঁহারা বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১।২

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

চতুর্দ্দশে তু দুষ্পুত্র-ভর্ত্রাদঙ্গে গতে দ্বিজৈঃ। অভিষিক্তস্য বেণস্য রোষার্ত্তৈর্ব্বধ উচ্যতে ॥

ক্ষেমদর্শিনঃ ক্ষেমচিন্তকাঃ। পশুসমানরূপতাং পশ্যন্তঃ ॥ ১ ॥ অমাত্যাদীনাং প্রকৃতীনাম্ অসম্মতমপি। প্রকৃত্যা সম্মতমিতি পাঠান্তরে প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈবাসম্মতম্ ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—অত্যুগ্রশাসনম্ (অত্যুগ্রম্ অতিকঠোরং শাসনং যস্য তং) বেণং নৃপাসনগতং (রাজসিংহাসনাধিষ্ঠিতং) শ্রুত্বা দস্যবঃ সর্পত্রস্তাঃ (সর্পভীতাঃ) আখব ইব (মূষিকা ইব) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) নিলিল্যুঃ (পলায়িতা বভূবুঃ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—অতি কঠোর শাসনকারী বেণ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনিয়া, মূষিক যেমন সর্পভয়ে পলায়ন করে সেইরূপ দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ একেবারে পলায়ন করিল ॥ ৩

এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ। পর্য্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ৫
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ। ইতি ন্যবারয়দ্ধর্ম্মং ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—গৌরাঃ লীনা বভূবুঃ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—আরূঢ়নৃপস্থানঃ (আরূঢ়ং প্রাপ্তং নৃপস্থানং রাজপদং যেন সঃ) অষ্টবিভূতিভিঃ (অষ্টানাং লোকপালানাং বিভূতিভিঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ) [যো রাজা ভবতি তত্র লোকপালাঃ সর্ব্বে স্বশক্তিকলাং যোজয়ন্তি ইতি প্রসিদ্ধেঃ বেণোঽপি তাং প্রাপ ইতি বোধ্যম্] উন্নদ্ধঃ (পরিব্যাপ্তঃ) স্তব্ধঃ (গর্ব্বান্বিতঃ) সঃ (বেণঃ) স্বতঃ (আত্মনৈব) সম্ভাবিতঃ (শূরোঽহং পণ্ডিতোঽহমিত্যাত্মাভিমানশালী সন্) মহাভাগান্ (মহতোঽপি জনান্) অবমেনে (অবজ্ঞাতবান্) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—রাজপদে আরোহণ করিয়া বেণ অষ্টলোকপালের ঐশ্বর্য্যকলা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইল, "আমি খুব বীর" "আমি অত্যন্ত জ্ঞানী" ইত্যাদি অভিমানে নিজেই নিজেকে বড় মনে করিয়া মহৎ ব্যক্তিদিগেরও অপমান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) মদান্ধঃ (মদেন অভিমানেন অন্ধঃ অপহৃতবিবেকঃ) [অতএব] উৎসিক্তঃ (অত্যন্তগর্ব্বান্বিতঃ) [সঃ] রথম্ আস্থায় (রথম্ আরুহ্য) নিরঙ্কুশঃ (অনিয়ন্ত্রিতঃ) দ্বিপ ইব (হস্তীব) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) কম্পয়ন্নিব পর্য্যটন্ (বিচরন্), দ্বিজাঃ! (হে ব্রাহ্মণাঃ!) ক্বচিৎ (কদাপি) ন যষ্টব্যং (যাগো ন কর্ত্তব্যঃ) ন দাতব্যং (দানং ন কর্ত্তব্যং) ন হোতব্যং (হোমো ন কর্ত্তব্যঃ) ইতি (এবম্প্রকারেণ) সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) ভেরীঘোষেণ (বাদ্যবিশেষধ্বনিসহকারেণ) ধর্ম্মং ন্যবারয়ৎ (নিবারিতবান্) ॥ ৫।৬

**মূলানুবাদ।**—(বেণ) এইরূপ অভিমানে মত্ত হইয়া অত্যন্ত গর্ব্বভরে রথে আরোহণপূর্ব্বক অঙ্কুশহীন অর্থাৎ চালকশূন্য হস্তীর ন্যায় যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল এবং "হে ব্রাহ্মণগণ! কদাচ দান, যাগ, হোম প্রভৃতি আচরণ করিও না," এই ভাবে চতুর্দ্দিকে ভেরীবাদ্য সহকারে ধর্ম্মকার্য্য সকল নিষেধ করিতে লাগিল ॥ ৫।৬

**শ্রীধরটীকা।**—আরূঢ়ং নৃপস্থানং রাজাসনং যেন। অষ্টবিভূতিভিঃ লোকপালৈশ্বর্য্যৈঃ ॥ ৪—৬

**শ্রীভাগবতভাবতর্ষিণী।**—অসৎপুত্রের একান্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে মহারাজ অঙ্গ সংসারের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর মন্ত্রিপ্রভৃতি প্রজাপুঞ্জ মুনিদিগের নিকট শরণাপন্ন হইয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বদা বিশ্বের মঙ্গল চিন্তা করা মুনিগণের একটী প্রধান ব্রত, অতএব সেই ভৃগুপ্রভৃতি মুনিবর্গ অঙ্গের নিরুদ্দেশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াই মনে করিলেন যে, অবিলম্বেই একজনকে রাজা করা আবশ্যক, নতুবা রাজ্যরক্ষা করিবে কে? রাজ্যের যদি কেহ রক্ষক না থাকে, তবে প্রজাবর্গের মধ্যে পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া মহা অনর্থ ঘটাইবে। এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক বেণের মাতা সুনীথাকে ডাকিয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেণ রাজা হইল বটে, কিন্তু প্রজাপুঞ্জের ইহাতে একান্ত অসম্মতি ছিল, কারণ তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত অসৎ ছিল। বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাহার সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির চরম পরিণাম অর্থাৎ দুর্বৃত্ততাদোষে দারুণ ব্রহ্মশাপে তাহার যে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে। বেণ বাল্যাবধিই দুর্বৃত্ত, তাহার উপর আবার রাজ্য হাতে পাইয়া তাহার দুর্বৃত্ততা যেরূপ ভীষণ ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল সম্প্রতি তাহাই বর্ণিত হইতেছে। "যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্" ॥ "যৌবন, ধনসম্পৎ, প্রভুত্ব ও বিবেকশূন্যতা, ইহার প্রত্যেকটীই অনর্থের

বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্ব্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতম্। বিমৃশ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ ॥ ৭
অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকস্য ব্যসনং মহৎ। দারুণ্যুভয়তো দীপ্ত ইব তস্করপালয়োঃ ॥ ৮
অরাজকভয়াদেষ কৃতো রাজাঽতদর্হণঃ। ততোঽপ্যাসীদ্ভয়ন্ত্বদ্য কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাম্ ॥ ৯

কারণ, আর যে-ব্যক্তিতে এই চারিটীই মিলিত হয়, তাহার অনর্থের কথা আর কি বলিব।" পরম প্রাজ্ঞ বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ গ্রন্থের এই বাক্যটি যে কিরূপ সার্থক, তাহা এই বেণের চরিত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝা যায়। ইহার কার্য্যকলাপ মূলে এবং অন্বয়ে ও অনুবাদে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মূল ও অনুবাদাদি পাঠ করিয়াই পাঠক মহোদয়গণ বেণের চরিত্র সম্যক্ বুঝিতে সমর্থ হইবেন ও "কিং বাংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযুযুজন্। দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ॥" 'বেণ রাজা হইয়া রাজদণ্ড পরিচালনা আরম্ভ করিলে ধর্ম্মানুরক্ত মুনিগণ তাহার কি অপরাধ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—বিদুরের এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রাণ মুনিগণেরও ধৈর্য্যলোপকারী কোনও অপরাধ বেণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা এবং ঐ প্রকার অপরাধে তাহাকে অভিসম্পাতে বিনষ্ট করাই মুনিদিগের পক্ষে সুসঙ্গত কিনা—ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, জগতের প্রত্যেক ব্যাপারে শ্রীভগবানের ব্যবস্থা কি সুন্দর। ॥ ১—৬

**অন্বয়ঃ।**—মুনয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ) দুর্ব্বৃত্তস্য বেণস্য বিচেষ্টিতম্ (আচরণম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) লোকব্যসনং (লোকানাং প্রজাপুঞ্জানাং ব্যসনং বিপদং) বিমৃশ্য (বিচিন্ত্য) কৃপয়া সত্রিণঃ (সত্রিত্বাবস্থায়াং পরস্পরং মিলনং ভবতীতি তদাপি তথা মিলিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) উচুঃ স্ম (পরস্পরং পর্য্যালোচয়ন্তি স্ম) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—দুর্ব্বৃত্ত বেণের এই প্রকার অসদাচরণ দেখিয়া মুনিগণ বিবেচনা করিলেন যে লোকের মহা বিপদ উপস্থিত, এজন্য তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥৭

**শ্রীধরটীকা।**—সত্রিণঃ মিলিতাঃ সন্তঃ ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—অহো। (খেদে অব্যয়ং) দারুণি (কাষ্ঠে) উভয়তঃ (মূলতঃ অগ্রতশ্চ) দীপ্তে ইব (প্রজ্বলিতে সতি তদাশ্রিতানাং কীটাদীনামিব) লোকস্য (এতদ্রাজাশ্রিতস্য প্রজাপুঞ্জস্য) তস্করপালয়োঃ (অত্র পঞ্চম্যাং প্রাপ্তায়াং ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ, তথাচ তস্করেভ্যঃ পালকাচ্চ ইত্যর্থঃ, উভয়তঃ (উভয়েভ্যঃ) মহৎ ব্যসনং (মহতী বিপৎ) প্রাপ্তং (উপস্থিতম্) ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—হায়। বৃক্ষের মূল ও অগ্র উভয়স্থান হইতেই যদি অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তবে সেই বৃক্ষস্থ পিপীলিকাদির যেমন বিষম বিপদ উপস্থিত হয়, সেইরূপ এই বেণের অধীন প্রজাবর্গেরও, দস্যু এবং রাজা এই উভয় হইতেই দারুণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—মূলতশ্চাগ্রতশ্চ দীপ্তে জ্বলিতে কাষ্ঠে তন্মধ্যবর্ত্তিনাং পিপীলিকাদীনাং যথা উভয়তো ব্যসনম এবং তস্করেভ্যঃ পালকাচ্চ দুঃখং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—অতদর্হণঃ (রাজপদং প্রাপ্তুমযোগ্যোঽপি) এষঃ (বেণঃ) অরাজকভয়াৎ (লোকে রাজশূন্যে সতি নানাবিধা বিপদঃ সম্ভবেয়ুরিত্যাশঙ্কা) রাজা কৃতঃ (অস্মাভিরয়ং রাজ্যে অভিষিক্তঃ), তু (কিন্তু) অদ্য (সম্প্রতি) ততোঽপি (তস্মাদ্ রাজ্ঞ এব) ভয়ম্ আসীৎ (সঞ্জাতম্), [তথা চ] দেহিনাং (প্রাণিনাং) কথং (কেন প্রকারেণ) স্বস্তি (মঙ্গলং) স্যাৎ ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—বেণ রাজা হইবার উপযুক্ত নহে, কেবল অরাজক ভয়ে আমরা ইহাকে রাজা করিয়াছি, কিন্তু এখন তাহা হইতেই ভয় উৎপন্ন হইল, ইহাতে প্রাণীদিগের মঙ্গল হইবে কিরূপে? ॥ ৯

অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্যাপ্যনর্থভৃৎ।
বেণঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ।
নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ॥ ১০
তথাপি সান্ত্বয়েমামুং নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ।
তদ্বিদ্বদ্ভিরসদ্বৃত্তো বেণোঽস্মাভিঃ কৃতো নৃপঃ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—তদেবাহুঃ—অরাজকভয়াদিতি। অতদর্হণঃ রাজ্যানর্হঃ॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—প্রকৃত্যা এব (স্বভাবেনৈব) খলঃ (দুষ্টঃ) সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ (সুনীথাগর্ভজাতঃ) বেণঃ প্রজাপালঃ নিরূপিতঃ (অস্মাভিঃ প্রজাভিরেব রাজরূপেণ নির্ব্বাচিতঃ), [কিন্তু] অহেঃ (সর্পস্য) পয়ঃপোষঃ (দুগ্ধেন পোষণং) পোষকস্যাপি অনর্থভৃৎ ইব (পালকস্যাপি যথা অনিষ্টকারী ভবতি তথা) সঃ বৈ (সঃ রাজা এব) প্রজাঃ জিঘাংসতি (হন্তুমিচ্ছতি, তাসামনর্থায় কল্পতে ইত্যর্থঃ)॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—সুনীথার গর্ভজাত বেণ স্বভাবতঃই খল, আমরা প্রজাবর্গ ইহাকে প্রজাপালকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছি, কিন্তু সর্পকে দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিলে তাহা যেমন পালকেরও অনর্থ ঘটায়, সেইরূপ বেণও এখন প্রজাদিগকেই বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—অস্মাকমপ্যনিষ্টং জাতমিত্যাহুঃ। অহের্যথা পয়ঃপোষঃ ক্ষীরেণ পোষণং পোষকস্যাপ্যনর্থং বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি। তদেবাহুর্বেণ ইতি। নিরূপিতো নিযুক্তোঽস্মাভিঃ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—তথাপি (তস্য দুরাচারত্বেঽপি) অসদ্বৃত্তঃ (দুর্বৃত্তঃ) বেণঃ তদ্বিদ্বদ্ভিঃ (তস্য দুর্বৃত্ততাং জানদ্ভিরেব) অস্মাভিঃ নৃপঃ কৃতঃ [অতঃ] তৎপাতকং (তেন কৃতং পাপং) অস্মান্ ন স্পৃশেৎ (শাসনাধিকার-ব্যবস্থাপকতয়া প্রযোজকত্বানুসারেণ অস্মাস্বপি যথা তৎপাপং নাপততি তদর্থমিতি ভাবঃ), অমুং (বেণং) সান্ত্বয়েম (যুক্ত্যুপদেশাদিভিঃ সৎপথমানেতুং প্রার্থয়িষ্যামঃ)॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—সে যাহাই হউক, বেণ যে অতি দুর্বৃত্ত, ইহা জানিয়াই আমরা তাহাকে রাজা করিয়াছি, এ অবস্থায় তাহার পাপ যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে এজন্য তাহাকে যুক্তি ও অনুনয় সহকারে প্রার্থনা করিয়া দেখিব॥ ১১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—বেণ যেরূপ উদ্ধতভাবে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতিকূল আজ্ঞা প্রচার করিয়া অধর্ম্মের পথ উন্মুক্ত করিয়া বেড়াইতেছে, ইহাতে নিরীহ প্রজাবর্গের বড়ই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া দয়ালু মুনিগণ একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে—এই বেণ যে অতি অসৎ, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম বটে, কিন্তু রাজ্যে একেবারে শাসক না থাকা অপেক্ষা অন্ততঃ ইহাকে শাসনকর্ত্তা করিয়া লইলে ভাল হইবে মনে করিয়াই আমরা ইহাকে শাসনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এখন ইহার দ্বারা শৃঙ্খলা রক্ষা ত দূরে থাকুক, সর্ব্বনাশের পথ আরও উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মঙ্গলের জন্য যাহাকে রাজা করিয়া লইলাম, সে নিজেই প্রজাদের পরম অনিষ্ট সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। অসতের স্বভাব কখনও ফিরে না, কুক্কুরকে রাজ-ভোগে রাখিলেও ছিন্ন চর্ম্মপাদুকা-ভক্ষণের স্বভাব তাহার দূর হয় না, সর্পকে দুগ্ধ খাওয়াইয়া যত আদর করিয়াই পোষণ কর না কেন, সুযোগ পাইলে সে পোষণকর্ত্তাকে দংশন করিতে ক্রটী করে না, খলের স্বভাবই এইরূপ। পূর্ব্বে এতটা বিবেচনা না করিয়া ইহার হস্তে যে শাসনাধিকার সমর্পণ করিয়াছি, ইহাতে প্রজাপুঞ্জের এই অনর্থ

সান্ত্বিতো যদি নো বাচং ন গ্রহীষ্যত্যধর্ম্মকৃৎ। লোকধিক্কারসন্দগ্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা ॥ ১২
এবমধ্যবসায়ৈনং মুনয়ো গূঢ়মন্যবঃ। উপব্রজ্যাব্রুবন্ বেণং সান্ত্বয়িত্বাথ সামভিঃ ॥ ১৩

শ্রীমুনয় উচুঃ।

নৃপবর্য্য নিবোধৈতদ্ যৎ তে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ।
আয়ুঃশ্রীবলকীর্ত্তীনাং তব তাত বিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৪

সংঘটনের প্রতি পরম্পরায় আমরাই প্রযোজক অর্থাৎ ইহার এই পাপবিস্তারের প্রতি আমরাই সহায়ক, কারণ ইহাকে রাজা করিয়া ইহার স্বাধীন আচরণের সুযোগ আমাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। এখন যদি ইহাকে প্রশমিত করিবার জন্য যথাযোগ্য যত্ন না করি, তবে রাজ্যের ধর্ম্মহানি-নিবন্ধন পাপ ইহারও যেরূপ হইবে সেরূপ আমাদেরও যে কিছু না হইবে এমন নহে, বিশেষতঃ প্রজাবর্গের অনর্থই বা দূর হইবে কিরূপে? সুতরাং অনুনয় করিয়া বা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যেরূপেই হউক তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে আমাদের আর পাপের আশঙ্কা থাকিবে না, কারণ আমরা ত পাপের প্রতিকূলতাই করিলাম, তাহাকে রাজধর্ম্মের উপযুক্ত পথে চলিবার জন্যই ত অনুরোধ করিলাম, সুতরাং আমাদের আর অপরাধ থাকিবে কেন? ॥ ৭—১১

**অন্বয়ঃ।**—অধর্ম্মকৃৎ (পাপকারী এষঃ) সান্ত্বিতঃ (অনুনয়োপদেশাদিভিঃ পাপপরিত্যাগার্থং প্রার্থিতোঽপি) যদি নঃ (অস্মাকং) বাচং (কথাং) ন গ্রহীষ্যতি [তর্হি] লোকধিক্কারসন্দগ্ধং (লোকানাম্ অবজ্ঞানলেন দগ্ধপ্রায়ম্ এনং) স্বতেজসা (ব্রহ্মতেজসা) দহিষ্যামঃ (দক্ষ্যামঃ, বিনাশয়িষ্যাম ইত্যর্থঃ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—আমরা বুঝাইয়া বলিলেও সেই অধার্ম্মিক রাজা যদি আমাদের কথা না শুনে, তাহা হইলে একে ত সে লোকের ধিক্কারানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া আছে, আমরাও আবার স্বীয় তেজঃপ্রভাবে তাহাকে দগ্ধ করিব ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা।**—সান্ত্বয়েম অমুম্ উপপত্তিভিঃ প্রার্থয়িষ্যামঃ। তস্য পাতকম্। তৎপাতকস্পর্শে হেতুঃ—তৎ পাতকং বিদন্তিঃ ॥ ১১।১২

**অন্বয়ঃ।**—অথ (অনন্তরম্) মুনয়ঃ এবম্ অধ্যবসায় (উক্তপ্রকারং পর্য্যালোচ্য) গূঢ়মন্যবঃ (প্রচ্ছাদিতকোপাঃ সন্তঃ) এনং (তং) বেণম্ উপব্রজ্য (বেণসমীপং গত্বা) সামভিঃ (প্রিয়বাক্যৈঃ) সান্ত্বয়িত্বা (প্রার্থয়িত্বা) অব্রুবন্ (কথয়িতুমারব্ধবন্তঃ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর মুনিগণ ঐরূপ স্থির করিয়া ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক সেই বেণের নিকট গমন করিয়া নানাবিধ প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।** ভোঃ তাত নৃপবর্য্য! (হে স্নেহাস্পদ মহারাজ!) তব আয়ুঃশ্রীবলকীর্ত্তীনাং যৎ তে বিজ্ঞাপয়াম (অত্রপ্রাপ্তকালে লোট্, তথাচ সময়ানুসারেণ তব আয়ুরাদিবর্দ্ধকং যদস্মাভিঃ তৎসমীপে কথিতং ভবেৎ ইত্যর্থঃ) এতৎ নিবোধ (অবধানপূর্ব্বকং শৃণু) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমুনিগণ বলিলেন,—হে স্নেহাস্পদ মহারাজ! তোমার আয়ু, সম্পদ্, শক্তি ও যশ বৃদ্ধিকারী যাহা কিছু আমরা তোমার নিকট বলিব, তাহা তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—গূঢ়া মন্যবো যেষাম্। সামভিঃ প্রিয়োক্তিভিঃ ॥ ১৩।১৪

ধর্ম্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়শুদ্ধিভিঃ।
লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্॥ ১৫

স তে মা বিনশেদ্বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ। যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্য্যাদবরোহতি॥ ১৬

রাজন্নসাধ্বমাত্যেভ্যশ্চৌরাদিভ্যঃ প্রজা নৃপঃ।
রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্ণন্নিহ প্রেত্য চ মোদতে॥ ১৭

যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ। ইজ্যতে স্বেন ধর্ম্মেণ জনৈর্বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ॥ ১৮

তস্য রাজ্ঞো মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ। পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—পুংসাং বাঙ্‌মনঃকায়শুদ্ধিভিঃ (বাক্ চ মনশ্চ কায়শ্চ বাঙ্‌মনঃকায়াঃ, তেষাং শুদ্ধিভিঃ) আচরিতঃ ধর্ম্মঃ বিশোকান্ লোকান্ (শোকদুঃখাদিশূন্যান্ লোকান্) বিতরতি (অর্পয়তি) অসঙ্গিনাং (নিষ্কামাণাম্) আনন্ত্যমপি (মোক্ষমপি) [বিতরতীতি শেষঃ]॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—লোকের বাক্য, মন ও কায় শোধন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম আচরিত হয়, তাহাতে শোক-দুঃখাদিশূন্য লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের ঐ প্রকার ধর্ম্মে মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—নিষ্কামাণাম্ আনন্ত্যং মোক্ষমপি॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বীর! তে (তব) প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ (মঙ্গলস্বরূপঃ) সঃ (ধর্ম্মঃ) মা বিনশেৎ (ন বিনশ্যতু) যস্মিন্ (ধর্ম্মে) বিনষ্টে [সতি] নৃপতিঃ (রাজা) ঐশ্বর্য্যাৎ অবরোহতি (সম্পদ্বিচ্যুতো ভবতি)॥১৬

**মূলানুবাদ।**—হে বীর! তোমার প্রজাবর্গের মঙ্গলস্বরূপ সেই ধর্ম্ম যেন বিনষ্ট না হয়, ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে রাজা সম্পদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা।**—মা বিনশেৎ মা বিনশ্যতু॥ ১৬

**অন্বয়ঃ।**—[হে] রাজন্! অসাধ্বমাত্যেভ্যঃ (দুষ্টেভ্যো মন্ত্রিভ্যঃ) চৌরাদিভ্যঃ (দস্যুতস্করাদিভ্যশ্চ) প্রজাঃ রক্ষন্ নৃপঃ (রাজা) যথা ইহ (ইহলোকে) বলিম্ (উপহারাদিকং) গৃহ্নন্ মোদতে (পরিতৃপ্তো ভবতি) [তথা] প্রেত্য চ (মৃত্যোঃ পরমপি, পরলোকে চ ইত্যর্থঃ) [মোদতে ইতি শেষঃ]॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—হে নৃপ! যে রাজা অসৎ মন্ত্রী ও চৌরাদি হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন, তিনি ইহকালেও যেরূপ নানারূপ উপহারাদি প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইতে পারেন, সেইরূপ পরলোকেও তাঁহার সুখ হইয়া থাকে॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—যস্য (রাজ্ঞঃ) রাষ্ট্রে (রাজ্যমধ্যে) পুরে চৈব (স্বীয়ভবনে চৈব) বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ (বর্ণাশ্রমেষু আত্মা মনো যেষাং তৈঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরক্তচিত্তৈরিত্যর্থঃ) জনৈঃ স্বেন ধর্ম্মেণ (স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতধর্ম্মেণ) ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ (যজ্ঞেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ) ইজ্যতে (আরাধ্যতে) [হে] মহারাজ! (বেণ!) নিজশাসনে (ভগবতঃ স্বকীয়াদেশে) তিষ্ঠতঃ (বর্ত্তমানস্য, তদাদেশং প্রতিপালয়ত ইত্যর্থঃ) তস্য রাজ্ঞঃ (তাদৃশং রাজানং প্রতি ইত্যর্থঃ) বিশ্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) ভগবান্ ভূতভাবনঃ (সর্ব্বভূতপালকঃ শ্রীহরিঃ) পরিতুষ্যতি (সন্তুষ্টো ভবতি)॥ ১৮।১৯

**মূলানুবাদ।**—যে রাজার রাজ্যে এবং নিজ পুরে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বধর্ম্ম আচরণ দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, হে মহারাজ! সেই রাজা শ্রীভগবানের নিজ শাসনানুবর্ত্তী বলিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বভূতপালক ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন॥ ১৮,১৯

তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে।
লোকাঃ সপালা হ্যেতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতাঃ ॥ ২০

তং সর্ব্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ম্।
যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্যজতো ভবায় তে রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধুমর্হসি ॥ ২১

যজ্ঞেন যুষ্মদ্বিষয়ে দ্বিজাতিভির্বিতায়মানেন সুরাঃ কলা হরেঃ।
স্বিষ্টাঃ সুতুষ্টাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং তদ্ধেলনং নার্হসি বীর চেষ্টিতুম্ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ**।—জগতাং ( সর্ব্বলোকানাম্ ) ঈশ্বরেশ্বরে ( ঈশ্বরাণামপি ঈশ্বরে, সর্ব্বলোকপালানামপি নিয়ন্তরি ইত্যর্থঃ ) তস্মিন্ ( ভগবতি ) তুষ্টে [ সতি ] কিম্ অপ্রাপ্যং ? [ ন কিমপি দুর্লভং তিষ্ঠতীতি ভাবঃ ], হি (যস্মাৎ) সপালাঃ লোকাঃ ( লোকপালবর্গসহিতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ ) আদৃতাঃ ( আদরান্বিতাঃ সন্তঃ ) এতস্মৈ ( ভগবতে ) বলিং ( পূজোপহারং ) হরন্তি ( অর্পয়ন্তি ) ॥ ২০

**মূলানুবাদ**।—ইন্দ্রাদিলোকপালগণ সর্ব্বলোকের অধিপতি, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদিগেরও নিয়ন্তা, লোকপালবর্গসহিত সমস্ত লোক সাদরে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং সেই ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে জগতে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকিতে পারে ? ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা**।—অসাধবো যে অমাত্যাঃ তেভ্যঃ। যথা যথাশাস্ত্রম্ ॥ ১৭–২০

**অন্বয়ঃ**।—[হে] রাজন্! তে (তব) ভবায় (সমৃদ্ধয়ে, ত্বদীয়রাজ্যস্যৈব মঙ্গলায় ইতি ভাবঃ ) সর্ব্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং ( সর্ব্বান্ লোকান্, তৎপালকান্ অমরাংশ্চ ইন্দ্রাদীন্, তৎপ্রীতিকরান্ যজ্ঞাংশ্চ সংগৃহ্লাতি নিয়মেন পরিচালয়তি যঃ তং, লোকতৎপাল-যজ্ঞাদীনাং নিয়ন্তারং ) ত্রয়ীময়ং (বেদস্বরূপং ) দ্রব্যময়ং (দ্রব্যস্বরূপং) তপোময়ং ( তপঃস্বরূপঞ্চ ) তং ভগবন্তং বিচিত্রৈঃ ( নানাবিধৈঃ ) যজ্ঞৈঃ যজতঃ ( আরাধয়তঃ ) স্বদেশান্ ( নিজরাজ্যবাসিনো জনান্ ) অনুরোদ্ধুম্ ( অনুবর্ত্তিতুম্ ) অর্হসি ( যোগ্যো ভবসি ) ॥ ২১

**মূলানুবাদ**।—মহারাজ! ভগবান্ সমস্ত লোক, লোকপাল ও যজ্ঞের নিয়ন্তা এবং বেদ, দ্রব্য ও তপঃস্বরূপ, যাঁহারা তোমারই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা সেই ভগবানের আরাধনা করেন, সেই স্বদেশবাসীদিগের অনুবর্ত্তন করা তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা**।—সর্ব্বান্ লোকাংশ্চ, তৎপালান্ অমরাংশ্চ, তৎপ্রাপকান্ যজ্ঞাংশ্চ সংগৃহ্লাতি নিযচ্ছতীতি তম্ বিচিত্রৈর্যজ্ঞদ্রব্যাদিভিঃ। ভবায় সমৃদ্ধয়ে। স্বদেশান্ তদ্বাসিনো জনান্ অনুরোদ্ধুম্ অনুবর্ত্তিতুম্ ॥ ২১

**অন্বয়ঃ**।—দ্বিজাতিভিঃ ( ব্রাহ্মণৈঃ ) যুষ্মদ্বিষয়ে ( ত্বদীয়ে দেশে ) বিতায়মানেন (অনুষ্ঠীয়মানেন) যজ্ঞেন হরেঃ কলাঃ ( অংশভূতাঃ ) সুরাঃ (ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ) স্বিষ্টাঃ ( সম্যগারাধিতাঃ ) সুতুষ্টাঃ ( সন্তুষ্টাঃ সন্তঃ ) বাঞ্ছিতম্ ( অভিপ্রেতার্থসিদ্ধিং ) প্রদিশন্তি ( সম্পাদয়ন্তি ), [ হে ] বীর! [ ত্বং ] তদ্ধেলনং ( তেষু যজ্ঞাদিতৎপরেষু হেলনম্ অবজ্ঞাং ) চেষ্টিতুং ( কর্ত্তুং ) ন অর্হসি ॥ ২২

**মূলানুবাদ**।—ব্রাহ্মণগণ তোমার রাজ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ দেবগণের সম্যক্ আরাধনা করায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব হে বীর! সেই যজ্ঞাদিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবহেলা করা তোমার পক্ষে সমুচিত নহে ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা**।—যুষ্মদ্বিষয়ে ত্বদ্দেশে। হরেঃ কলাঃ অংশাঃ সুরাঃ। তেষাং সুরাণাং হেলনমবজ্ঞাম্ ॥ ২২

শ্রীবেণ উবাচ।

বালিশা বত যূয়ং বা অধর্ম্মে ধর্ম্মমানিনঃ। যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে ॥ ২৩
অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্। নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৪

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্ত্তিনী**।—জগতের কল্যাণকামী মুনিগণ কোন প্রকার স্বার্থের জন্য লালায়িত নহেন, কেননা সকলেই যাহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক আত্মোন্নতি লাভ করিয়া শান্তিপথে বিচরণ করিতে পারে, এতাদৃশ ব্যবস্থাই তাঁহাদের নিষ্কাম জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাহার জন্য তাঁহারা অজ্ঞকে উপদেশ দিতে ও অলসকে উৎসাহ দিতে কখনও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু যদি এমন কেহ পাষণ্ড থাকে, যাহাকে উপদেশ বা উৎসাহ প্রভৃতি দ্বারা কোন প্রকারেই প্রকৃতপথে আনয়ন করা সম্ভবপর না হয় এবং সে যদি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে জগতের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে, তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রে কঠোর নিগ্রহপথ অবলম্বনেও সেই পাষণ্ডের উচ্ছেদ সাধন করা আবশ্যক হইয়া থাকে। বেণকে অসৎপথ হইতে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে মুনিগণ যখন তাহাকে উপদেশ দিতে যাইবেন স্থির করিলেন, তখনই তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, কোন প্রকারেই যদি তাহাকে বাধ্য করিতে না পারা যায়, তবে অন্ততঃ তাহাকে বিনষ্ট করিয়াও লোকের ও ধর্ম্মের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে। যাহা হউক, তাঁহারা বেণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—হে মহারাজ! তোমার রাজ্য মধ্যে প্রজাগণ যজ্ঞ, দান প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে এবং যে ভাবে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে, তাহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু যাহাতে সকলে নিরাপদে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে, সে বিষয়েই তোমার বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক, কারণ ধর্ম্ম রক্ষিত হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন ও তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে কিসের অভাব? জগতে এমন কি আছে যাহা তাঁহার কৃপায় না হইতে পারে? তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর অর্থাৎ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি যে সকল দিক্পালগণ বিশ্বের আবশ্যকীয় সম্পৎসমূহের অধিপতি, তাঁহারা সকলেই ত সেই পরমেশ্বরের অধীন, সুতরাং তিনি প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন হন, অতএব সমস্ত প্রকার সম্পৎ লাভ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। এই জন্য প্রজাবর্গের ধর্ম্মরক্ষা করা রাজার পক্ষে অসাধারণ কর্ত্তব্য এবং যাহাতে প্রজাগণ নিরাপদে বাস করিতে পারে, কোনও রাজকর্ম্মচারীর অবিচারে অথবা দস্যু তস্করাদির উপদ্রবে তাহারা প্রপীড়িত না হয়, এইরূপ ভাবে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাজধর্ম্ম। অতএব আমরা প্রার্থনা করি, তুমি কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া প্রজাগণের কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। প্রজাই রাজ্যের জীবন, তাহাদের সমৃদ্ধিতেই রাজ্যের উন্নতি, সুতরাং তুমি তাহাদের ধর্ম্মপথের কোনরূপ প্রতিকূলতাচরণ করিও না, তাহা হইলেই সকল দেবতা ও স্বয়ং ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন ॥ ১২—২২

**অন্বয়ঃ**।—বত! (বিস্ময়ে অব্যয়ম্) অধর্ম্মে (রাজ্ঞঃ সেবাং পরিত্যজ্য ঈশ্বরস্য সেবায়াং) ধর্ম্মমানিনঃ (ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্নাঃ) যূয়ং বৈ বালিশাঃ (মূর্খা এব যূয়মিত্যর্থঃ) যে বৃত্তিদম্ (অন্নাদিপ্রদং) পতিং (রাজানং) হিত্বা (উপেক্ষ্য) জারম্ (উপপতিতুল্যং) পতিম্ (ঈশ্বরাদিকং) উপাসতে (সেবন্তে) অমী মূঢ়াঃ নৃপরূপিণম্ ঈশ্বরম্ অবজানন্তি, তে (মূঢ়াঃ) ইহ লোকে পরত্র চ (পরলোকে চ) ভদ্রং (মঙ্গলং) নানুবিন্দন্তি (ন লভন্তে) ॥ ২৩। ২৪

**মূলানুবাদ**।—বেণ বলিল—কি আশ্চর্য্য! তোমরা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে কর, সুতরাং

কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী। ভর্ত্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্ ॥ ২৫
বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ। পর্জ্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ ॥২৬
এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ। দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২৭
তস্মান্মাং কর্ম্মভির্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ। বলিঞ্চ মহ্যং হরত মত্তোঽন্যঃ কোঽগ্রভুক্ পুমান্ ॥২৮

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥ ২৯

তোমরা নিতান্ত মূর্খ, যাহারা অন্নাদিদাতা পতিস্বরূপ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া উপপতির ন্যায় অন্যের সেবা করে, সেই সকল মূর্খেরা মূর্তিমান ঈশ্বরস্বরূপ রাজাকে অবজ্ঞা করে বলিয়া ইহকাল ও পরকালে মঙ্গলপ্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩ ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা।**—বালিশা অজ্ঞাঃ। বৃত্তিদমন্নাদিপ্রদং মাং হিত্বা ॥ ২৩। ২৪

**অন্বয়ঃ।**—ভর্ত্তৃস্নেহবিদূরাণাং (পত্যৌ প্রীতিপরাঙ্মুখীনাং) কুযোষিতাং (দুষ্টানাং স্ত্রীণাং) যথা জারে (উপপতৌ ইব) যত্র (যজ্ঞপুরুষে) বঃ (যুষ্মাকম্) ঈদৃশী ভক্তিঃ, [অসৌ] যজ্ঞপুরুষো নাম কঃ? ॥২৫

**মূলানুবাদ।**—দুষ্টা স্ত্রীগণ যেরূপ স্বামীর প্রতি প্রণয়শূন্য হইয়া উপপতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ তোমরা যাহার প্রতি এত ভক্তি করিতেছ, সেই যজ্ঞপুরুষ কে? ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—বিষ্ণুঃ, বিরিঞ্চিঃ, (ব্রহ্মা), গিরিশঃ (শিবঃ), ইন্দ্রঃ, বায়ুঃ, যমঃ, রবিঃ, পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) ধনদঃ (কুবেরঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ), ক্ষিতিঃ (পৃথিবী), অগ্নিঃ, অপাংপতিঃ (বরুণঃ), এতে চ অন্যে চ বরশাপয়োঃ প্রভবঃ (বরদানে শাপপ্রদানে চ সমর্থাঃ) বিবুধাঃ (দেবাঃ) নৃপতেঃ দেহে ভবন্তি (তিষ্ঠন্তি) [অতঃ] নৃপঃ সর্ব্বদেবময়ঃ (নৃপ এব ঈশ্বরঃ, দেবস্তু তস্যৈব অংশরূপা ইতি অভিপ্রায়ঃ) ॥ ২৬। ২৭

**মূলানুবাদ।**—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, মেঘ, কুবের, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ, এই সকল দেবতাগণ এবং আরও যাঁহারা বর ও শাপ প্রদানে সমর্থ, এইরূপ দেবতাবর্গ সকলেই রাজার দেহে অবস্থিত, সুতরাং রাজাই সকল দেবতাস্বরূপ ॥ ২৬। ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—ভর্ত্তৃস্নেহো বিদূরে যেষাম্ ॥ ২৫।২৬॥ যতো দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ। অতো নৃপতিরেবেশ্বরঃ, ইতরে তদংশা ইতি ভাবঃ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বিপ্রাঃ। তস্মাৎ (যতো রাজাঽহং সর্ব্বদেবময়ঃ তস্মাদ্ধেতোঃ) গতমৎসরাঃ (বিদ্বেষশূন্যাঃ সন্তঃ) কর্ম্মভিঃ (মত্তুষ্টিকরৈঃ কার্য্যৈঃ) মাং যজধ্বং (সেবধ্বং), বলিঞ্চ (পূজোপহারাদিকঞ্চ) মহ্যং হরত (অর্পয়ত), মত্তঃ অন্যঃ (মদ্ভিন্নঃ) কঃ পুমান্ অগ্রভুক্? (আরাধ্যঃ?) [মদ্ভিন্নঃ কোঽপি আরাধ্যো ভবিতুং নার্হতীতি ভাবঃ] ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—অতএব হে ব্রাহ্মণগণ। তোমরা বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মদ্বারা আমারই আরাধনা কর এবং আমাকেই উপহারাদি প্রদান কর, আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি আরাধ্য আছে ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—উৎপথং গতঃ (অসৎপথাবলম্বী) পাপীয়ান্ (অত্যন্তপাপপরায়ণঃ) ভ্রষ্টমঙ্গলঃ (কল্যাণপথভ্রষ্টঃ) [স বেণঃ] ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ (উক্তপ্রকারেণ বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্নঃ সন্) অনুনীয়মানঃ (মুনিভিস্তথা সান্ত্বনয়ং

ইতি তেঽসৎকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা । ভগ্নায়াং ভব্যযাচ্ঞায়াং তস্মৈ বিদুর চুক্রুধুঃ ॥৩০
হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ । জীবন্ জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩১
নায়মর্হত্যসদ্বৃত্তো নরদেববরাসনম্ । যোঽধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ ॥ ৩২
কো বৈনং পরিচক্ষীত বেণমেকমৃতেঽশুভম্ । প্রাপ্ত ঈদৃশমৈশ্বর্য্যং যদনুগ্রহভাজনঃ ॥ ৩৩

প্রার্থিতোঽপি ) তদ্‌যাচ্ঞাং ( তেষাং প্রার্থনাং ) ন চক্রে ( ন পূরয়ামাস, প্রার্থনানুসারেণ কার্য্যং ন চকার ইত্যর্থঃ ) ॥ ২৯

**মূলানুবাদ** ।—মৈত্রেয় বলিলেন—কুপথাবলম্বী অত্যন্ত পাপপরায়ণ বেণ মঙ্গলময়পথ হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার ঐরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সুতরাং মুনিগণ অনুনয় পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপে প্রার্থনা করিলেও সে তদনুসারে কার্য্য করিল না ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা** । বলিঞ্চ করাদিকম্ । অগ্রভুক্ আবাধ্যঃ ॥ ২৮ । ২৯

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] বিদুর । পণ্ডিতমানিনা ( পণ্ডিতম্ আত্মানং মন্যতে যঃ স পণ্ডিতমানী, তেন ) তেন ( বেণেন ) ইতি ( প্রাগুক্তরূপেণ ) অসৎকৃতাঃ ( অপমানিতাঃ ) তে দ্বিজাঃ ( ভৃগুপ্রভৃতয়ো মুনয়ঃ ) ভব্যযাচ্ঞায়াং ( মাঙ্গলিকপ্রার্থনায়াং ) ভগ্নায়াম্ ( উপেক্ষিতায়াং সত্যাং ) তস্মৈ ( বেণায় ) চুক্রুধুঃ ( কুপিতা বভূবুঃ ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ** ।—পণ্ডিতাভিমানী বেণ ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণকে এইরূপে অপমান করিল, তাঁহারা যে কল্যাণকর প্রার্থনা করিলেন তাহাও উপেক্ষা করিল, ইহাতে মুনিগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ** । প্রকৃতিদারুণঃ (প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব দারুণঃ, নৃশংসপ্রকৃতিরিত্যর্থঃ) পাপঃ ( পাপঃ অস্যাস্তীতি পাপঃ, অধর্ম্মনিরতঃ ইত্যর্থঃ ) এষঃ (বেণঃ) জীবন্ [ সন্ ] ধ্রুবং ( নিশ্চিতম্ ) আশু ( শীঘ্রং ) জগৎ ভস্মসাৎ কুরুতে ( অত্র ভবিষ্যৎসামীপ্যে লট্ তথাচ করিষ্যতীত্যর্থঃ ) [ অতঃ ] হন্যতাম্ [ অত্র ক্রোধে দ্বিরুক্তিঃ ] ॥ ৩১

**মূলানুবাদ** ।—অতি নৃশংসপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ এই বেণ বাঁচিয়া থাকিলে অচিরকালমধ্যে নিশ্চয় এই জগৎ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে ; সুতরাং ইহাকে বধ কর - বধ কর ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ** । - অনপত্রপঃ (ন বিদ্যতে অপত্রপা লজ্জা যস্য সঃ, নির্লজ্জ ইত্যর্থঃ ) যঃ বেণঃ অধিযজ্ঞপতিং (যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং ) বিনিন্দতি, অয়ম্ অসদ্বৃত্তঃ ( দুর্বৃত্তঃ ) নরদেববরাসনং ( নরদেবস্য রাজ্ঞঃ বরং শ্রেষ্ঠম্ আসনং সিংহাসনং ) ন অর্হতি ( প্রাপ্তুং ন যোগ্যো ভবতি ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ** ।—যে নির্লজ্জ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির নিন্দা করে, সেই দুর্বৃত্ত বেণ রাজসিংহাসনলাভে কখনই যোগ্য নহে ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা** ।—তেন অসৎকৃতাঃ । ভগ্নায়াং ভব্যায়াং যাচ্ঞায়াম্ ॥ ৩০—৩২

**অন্বয়ঃ** । যদনুগ্রহভাজনঃ ( যস্য ভগবতঃ অনুগ্রহবিষয়ঃ সন্, ভাজনশব্দস্য 'নিত্যক্লীবলিঙ্গতেতি চ বোধ্যং ) ঈদৃশম্ ঐশ্বর্য্যং ( রাজসম্পদং ) প্রাপ্তঃ এনং ( ভগবন্তম্ ) অশুভং ( কৃতঘ্নম্ ) একং বেণম্ ঋতে ( বিনা ) কো বা পরিচক্ষীত ( নিন্দেৎ ) ? ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ** ।- বেণ শ্রীভগবানের অনুগ্রহবশতঃই এইরূপ রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে, শ্রীভগবানের নিন্দা একমাত্র এই কৃতঘ্ন বেণ ব্যতিরেকে আর কে করিবে ? ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা** ।—পরিচক্ষীত নিন্দেৎ, অশুভং বেণং বিনা । কৃতঘ্নতামাহ । যদনুগ্রহবিষয়ঃ সন্ ঈদৃশম্ ঐশ্বর্য্যং যঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩৩

ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুমৃষয়ো রূঢ়মন্যবঃ। নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া ॥ ৩৪
ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরম্। সুনীথা পালয়ামাস বিদ্যাযোগেন শোচতী ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—রূঢ়মন্যবঃ (প্রচ্ছাদিতকোপাঃ) ঋষয়ঃ হন্তুং (বেণং বিনাশয়িতুম্) ইত্থং ("নায়মর্হত্যসদ্বৃত্তঃ" ইত্যাদিরূপেণ) ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয়াঃ সন্তঃ) অচ্যুতনিন্দয়া (অচ্যুতস্য শ্রীহরের্নিন্দয়া) হতং (প্রাগেব বিনষ্ট-প্রায়ং) বেণং হুঙ্কৃতৈঃ (হুঙ্কারশব্দৈঃ) নিজঘ্নুঃ (বিনাশিতবন্তঃ) ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ।**—মুনিগণ পূর্ব্বে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি 'এ ব্যক্তি রাজসিংহাসনের যোগ্য নহে, ইহাকে বধ করিতে হইবে' এইরূপ স্থির করিয়া ক্রোধজনিত হুঙ্কার ধ্বনিতে ভগবানের নিন্দা করায় পূর্ব্বেই নিহতপ্রায় বেণকে নিহত করিলেন ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—পূর্ব্বং গূঢ়মন্যবঃ, ইদানিং রূঢ়মন্যবঃ প্রকটকোপাঃ। হুঙ্কৃতৈঃ হুঙ্কারৈঃ ॥ ৩৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**—"উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে" "মূর্খকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহাতে তাহার ক্রোধই বৃদ্ধি পায়, শান্তভাব কিছুমাত্রই জন্মে না" এই প্রাচীনোক্তি বেণের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মুনিগণ কত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, কত অনুনয় করিয়া বেণকে উপদেশ দিলেন, কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না, তাহাতে সে শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, শতগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিল। সে দুর্ব্বাক্যে শুধু মুনিগণকেই নিন্দা করা হয় নাই; উপরন্তু তাঁহাদের সাধনার একমাত্র লক্ষ্য পরমারাধ্য শ্রীভগবানের প্রতিও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে, এমন কি, যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি যে সর্ব্বশক্তিমান্, এই সিদ্ধান্তের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া বেণ নিজেকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। মুনিগণ শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই কেন সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করেন না—ইত্যাদি বাক্যে বেণ তাঁহাদিকে ভ্রষ্টা রমণীর সহিত তুলনা দিয়া অবাচ্য ভাষায় তিরস্কার করিয়া নীচতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। মুনিগণ তাহার দুর্ব্যবহারে পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত কুপিত হইয়া রহিয়াছেন, কেবল সত্ত্বগুণের প্রভাবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই ক্রোধোবেগ সংযত করিয়া পাপিষ্ঠকে সৎপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; কিন্তু আর কতক্ষণ সহ্য করিবেন? পাপিষ্ঠ বেণ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের সেই প্রচ্ছন্ন ক্রোধানল আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, প্রচণ্ড হুঙ্কারে তাহাকে তাঁহারা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। বেণের ন্যায় দুর্বৃত্ত রাজা আর অধিক দিন জীবিত থাকিলে পাপানলের প্রবলগ্রাসে বিশ্ব ছারখার হইয়া যাইত, সুতরাং তাহাকে বিনষ্ট করা মঙ্গলময় শ্রীভগবানেরই অভিপ্রেত। যখন হইতে সে শ্রীভগবানের প্রতি অবজ্ঞাপরবশ হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে ব্রতী হইয়াছে, দুষ্টদলনকারী শ্রীভগবান্ তখনই তাহার বিনাশ করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল লৌকিক একটা উপলক্ষ মাত্র বাকী ছিল। গীতায় শ্রীভগবান্ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনকে নিজমুখেই বলিয়াছেন—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" "হে অর্জ্জুন! ইহারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত হইয়া রহিয়াছে, তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও"। সেইরূপ এস্থলেও মুনিগণের ক্রোধের উদ্দীপনাই সেই উপলক্ষ অর্থাৎ নিমিত্তমাত্র। শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী, তাঁহার সূক্ষ্মবিচারের মর্ম্ম অবগত হওয়া কাহারও সাধ্য নহে, সুতরাং তাঁহার রাজ্যে স্বেচ্ছাচারিতা চলিবে না, সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই সকলকে চলিতে হইবে, অন্যথায় এইরূপ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী ॥ ২৩—৩৪

**অন্বয়ঃ।**—ঋষিভিঃ (তৈঃ ভৃগুপ্রভৃতিভির্মুনিভিঃ) স্বাশ্রমপদং [প্রতি] গতে (গমনে কৃতে সতি) শোচতী

একদা মুনয়স্তে তু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ। হুতাগ্নীন্ সৎকথাশ্চক্রুরুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে ॥ ৩৬
বীক্ষ্যোত্থিতান্ তদোৎপাতানাহুর্লোকভয়ঙ্করান্। অপ্যভদ্রমনাথায়া দস্যুভ্যো ন ভবেদ্ভুবঃ ॥ ৩৭
এবং মৃশন্ত ঋষয়ো ধাবতাং সর্ব্বতো দিশম্। পাংশুঃ সমুত্থিতো ভূরিশ্চৌরাণামভিলুম্পতাম্ ॥৩৮
তদুপদ্রবমাজ্ঞায় লোকস্য বসু লুম্পতাম্। ভর্ত্তর্য্যুপরতে তস্মিন্নন্যোন্যঞ্চ জিঘাংসতাম্ ॥ ৩৯
চৌরপ্রায়ং জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকম্। লোকান্ নাবারয়ন্ শক্তা অপি তদ্দোষদর্শিনঃ ॥ ৪০

( হুমাগমাভাব আর্ষঃ, শোকং কুর্ব্বাণা ) সুনীথা ( বেণস্য মাতা ) বিদ্যাযোগেন ( বিদ্যা মন্ত্রঃ, তৎসহকৃতেন যোগেন তৈলসংযোগাদ্যুপায়েন ) পুত্রকলেবরং ( বেণস্য শবদেহং ) পালয়ামাস ( রক্ষিতবতী ) ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ।**—ঋষিগণ নিজনিজ আশ্রমে গমন করিলে বেণের মাতা সুনীথা শোকাকুলচিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তৈলসংযোগাদি উপায় দ্বারা বেণের সেই মৃতদেহটী রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা।** স্বাশ্রমপদং প্রতি ঋষিভির্গতে গমনে কৃতে সতি বিদ্যাযোগেন মন্ত্রসহিতয়া যুক্ত্যা পালয়ামাস ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—একদা তু তে মুনয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ) সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ (সরস্বত্যাঃ জলে স্নাতাঃ, পুংবদ্ভাবপ্রয়োগ আর্ষঃ) অগ্নীন্ (আহবনীয গার্হপত্য-দক্ষিণাগ্নীতি ত্রিবিধান্ অগ্নীন্) হুত্বা সরিত্তটে (সরস্বত্যা নদ্যাস্তীরে) উপবিষ্টাঃ [ সন্তঃ ] সৎকথাঃ ( সদালাপান্ ) চক্রুঃ ( কৃতবন্তঃ ) ॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—একদা সেই ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ সরস্বতী নদীর জলে স্নান করিয়া অগ্নিতে হোমকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক সেই নদীর তীরে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার সৎকথা আলোচনা করিতেছিলেন ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—পুংবদ্ভাব আর্ষঃ। সরস্বত্যাঃ সলিলে আপ্লুতাঃ কৃতস্নানাঃ বিষ্ণুকথাশ্চক্রুঃ ॥ ৩৬

**অন্বয়ঃ।**—তদা (তস্মিন্ সময়ে) লোকভয়ঙ্করান্ (লোকানাং ভয়জনকান্) উৎপাতান্ (উল্কাপাতাদিরূপান্ শাস্ত্রপরিভাষিতান্ উপদ্রববিশেষান্) উত্থিতান্ ( প্রাদুর্ভূতান্ ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) আহুঃ (মুনয়ঃ কথয়ামাসুঃ), অনাথায়াঃ (রাজশূন্যায়াঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) দস্যুভ্যঃ অভদ্রম্ (অমঙ্গলং) ন ভবেৎ অপি? (ন ভবেৎ কিম্?) ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—সেই সময়ে লোকের ভয়জনক নানারূপ উৎপাতচিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল দেখিয়া মুনিগণ বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর কেহ রাজা নাই, এজন্য দস্যু হইতে পৃথিবীর কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিতেছে না ত? ॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—তদা উত্থিতানুৎপাতান্ বীক্ষ্য ভুবোঽভদ্রং ন ভবেৎ কিমিত্যাহুঃ ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ।**—ঋষয়ঃ এবং ( উক্তরূপং ) মৃশন্তঃ ( বিচারয়ন্তঃ যাবৎ স্থিতাঃ তাবদেব ইতি শেষঃ ) সর্ব্বতো দিশং ধাবতাং ( চতুর্দ্দিক্ষু ধাবনকারিণাম্ ) অভিলুম্পতাং ( ধনাদ্যপহারকাণাং ) চৌরাণাং ভূরিঃ ( প্রচুরঃ ) পাংশুঃ ( ধূলিঃ ) সমুত্থিতঃ ॥ ৩৮

**মূলানুবাদ।**—মুনিগণ বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় প্রচুর ধূলি উত্থিত করিয়া চৌরগণ ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছিল, ॥ ৩৮

**শ্রীধরটীকা।**—এবং মৃশন্তস্তর্কয়ন্ত ঋষয়ঃ স্থিতাঃ। তদা ধাবতাং চৌরাণাং ভূরিঃ পাংশুঃ সমুত্থিতঃ ॥৩৮

**অন্বয়ঃ।**—তৎ (তদা) তস্মিন্ ভর্ত্তরি (রাজনি বেণে) উপরতে (মৃতে সতি) লোকস্য বসু (ধনং লুম্পতাম্ ( অপহরতাম্ ) অন্যোন্যং ( পরস্পরং ) জিঘাংসতানাঞ্চ ( হন্তুমুদ্যতানাঞ্চ চৌরাণাম্ ) উপদ্রবম্ আজ্ঞায ( সম্যক্

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ। স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা ॥৪১
নাঙ্গস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্থাতুমর্হতি। অমোঘবীর্য্যা হি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ ॥৪২
বিনিশ্চিত্যৈবমৃষযো বিপন্নস্য মহীপতেঃ। মমন্থুরূরুকং তরসা তত্রাসীদ্বাহুকো নরঃ ॥ ৪৩

জ্ঞাত্বা) অরাজকং (রাজশূন্যং) হীনসত্ত্বং (দুর্ব্বলং) জনপদং (নগরং) চৌরপ্রায়ং (বহুলৈশ্চৌরৈঃ পরিব্যাপ্তম্) [ আজ্ঞায় চ ] তদ্দোষদর্শিনঃ ( তং দোষং তথাবিধং চৌরোপদ্রবং পশ্যন্তি যে তে ) শক্তা অপি ( সমর্থা অপি জনাঃ ) লোকান্ ( তস্করাদীন্ ) ন অবারযন্ ( ন নিবারিতবন্তঃ ) ॥ ৩৯।৪০

**মূলানুবাদ।** তৎকালে রাজা বেণ নিহত হওযায দস্যুগণ লোকের ধনরত্ন অপহরণ করিতেছিল, পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল এবং রাজশূন্য দুর্ব্বল নগর চৌরগণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিযা সেই সকল উপদ্রব সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রতিকার সাধনে সমর্থ ব্যক্তিরা সেই দুষ্টলোকদিগকে নিবারণ করে নাই ॥ ৩৯।৪০

**শ্রীধরটীকা।** তৎ তদা তেষাং লোকস্য ধনং লুম্পতাং জিঘাংসতাঞ্চ উপদ্রবমাজ্ঞায, তদা চৌরপ্রায়ম্ অরাজকং হীনসত্ত্বঞ্চ জনপদমাজ্ঞায়, শক্তা অপি, অবারণে দোষদর্শিনোঽপি জনা লুম্পতো লোকান্ নাবারয়ন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯।৪০

**অন্বয়ঃ।**—[ তাদৃগ্ দুষ্টোপদ্রবপ্রতিকারার্থং যত্নাকরণে সর্ব্বেষামেব মহান্ দোষ ইত্যাহ] সমদৃক্ (সমদর্শী) শান্তঃ ( শমগুণপরায়ণঃ ) ব্রাহ্মণঃ ( বিপ্রোঽপি ) [যদি] দীনানাং (কাতরাণাং) সমুপেক্ষকঃ (উপেক্ষাকারী ভবতি) [ তদা ] ভিন্নভাণ্ডাৎ ( সচ্ছিদ্রপাত্রাৎ ) পয়ো যথা ( দুগ্ধং জলং বা যথা ক্ষরতি তথা ) তস্যাপি (তাদৃশব্রাহ্মণস্যাপি) ব্রহ্ম ( তপঃ ) স্রবতে ( ক্ষরতি, হ্রস্বতাং প্রাপ্নোতি ইতি যাবৎ ) [ অতঃ রক্ষাবৃত্তিপরায়ণাঃ সমর্থাঃ ক্ষত্রিয়া যদি তাদৃশমুপদ্রবম্ উপেক্ষন্তে তর্হি তেষান্তু সুতরামেব দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ ] ॥ ৪১

**মূলানুবাদ।**—সমদর্শী শান্ত ব্রাহ্মণও যদি দীন ব্যক্তির দুঃখে উপেক্ষা করেন, তবে ভগ্নপাত্র হইতে দুগ্ধ ( অথবা জল ) যেমন ক্ষরিত হইযা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই ব্রাহ্মণেরও তপস্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা।**—শক্তানাং ক্ষত্রিযাণামবারণে দোষ ইতি কিং বক্তব্যম্, সমদৃগপি শান্তোঽপি ব্রাহ্মণোঽপি যদি দীনানাং সমুপেক্ষকো ভবেৎ তর্হি তস্যাপি ব্রহ্ম তপঃ স্রবতি ॥ ৪১

**অন্বয়ঃ।**—রাজর্ষেঃ অঙ্গস্য এষ বংশঃ সংস্থাতুং ( বিনষ্টো ভবিতুং ) ন অর্হতি, হি ( যস্মাৎ ) অস্মিন্ বংশে অমোঘবীর্য্যাঃ ( অব্যর্থবীর্য্যাঃ ) কেশবাশ্রয়াঃ ( ভগবৎপরায়ণাঃ ) নৃপাঃ (বহবো রাজানঃ, সঞ্জাতা ইতি শেষঃ) ॥ ৪২

**মূলানুবাদ।**—রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ কখনও বিনষ্ট হইতে পাবে না, কারণ এই বংশে অব্যর্থ বীর্য্যশালী ভগবৎপরায়ণ বহু রাজা জন্মগ্রহণ করিযাছেন ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ।**—ঋষয়ঃ ( তে মুনয়ঃ ) এবং (উক্তরূপং) বিনিশ্চিত্য তরসা (বেগেন) বিপন্নস্য মহীপতেঃ (মৃতস্য বেণস্য ) ঊরুং মমন্থুঃ ( মথিতবন্তঃ ), তত্র ( ঊরুদেশে ) বাহুকঃ ( খর্ব্বঃ ) নরঃ আসীৎ ( উৎপন্নো বভূব ) ॥ ৪৩

**মূলানুবাদ।**—মুনিগণ এই প্রকার স্থির করিয়া সেই মৃত বেণের ঊরুদেশ বেগে মথিত করিলেন, তাহাতে একটী খর্ব্বকায় পুরুষ উৎপন্ন হইল ॥ ৪৩

**শ্রীধরটীকা।**—অত উপেক্ষাদোষপরিহারায় নাঙ্গস্যেত্যাদি বিনিশ্চিত্য মহীপতেরূরুং তরসা মমন্থুরিত্যন্বয়ঃ। সংস্থাতুং নাশং গন্তুম্। * যদ্বা ঋষয এব লুম্পতো লোকান্ নাবারয়ন্। কথম্ভূতাঃ ? হুঙ্কারৈরেব তান্ নিবারয়িতুং শক্তা

* যদ্বেত্যাদি-দোষদর্শিন ইত্যন্তটীকাকৃৎসন্দর্ভঃ মুদ্রিতেষু গ্রন্থেষু পরিলক্ষ্যতে। সন্দর্ভোঽয়ং "চৌরপ্রায়মি"-ত্যাদিশ্লোকস্যেতি মন্যামহে। ( সং )

কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ । হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ ॥ ৪৪
তন্তু তেঽবনতং দীনং কিং করোমীতিবাদিনম্ । নিষীদেত্যব্রুবংস্তাত স নিষাদস্ততোঽভবৎ ॥ ৪৫
তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা গিরিকাননগোচরাঃ । যেনাহরজ্জায়মানো বেণকল্মষমুল্বণম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে নিষাদোৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অপি । তৎ কিম্ ? তস্মিন্ নিবারণে তন্মরণাদিদোষদর্শিনঃ । ন চোদাসত, চৌরোপক্রতদীনোপেক্ষায়াং তপোহানি-প্রসঙ্গাৎ । ন চান্যং তন্নিবারকং রাজানমকুর্ব্বন্ অঙ্গবংশোচ্ছেদস্যানর্হত্বাৎ । অতো বেণস্যৈব দেহং মমন্থুরিতি যোজ্যম্ । বাহুকো বামনঃ ॥ ৪২ । ৪৩

**অন্বয়ঃ ।**—[ তমেব পুরুষং বর্ণয়তি ] কাককৃষ্ণঃ (কাক ইব কৃষ্ণবর্ণঃ ) অতিহ্রস্বাঙ্গঃ হ্রস্ববাহুঃ (ক্ষুদ্রবাহুঃ) মহাহনুঃ ( মহত্যৌ হনূ কপোলপ্রান্তভাগৌ যস্য সঃ ) হ্রস্বপাৎ ( ক্ষুদ্রচরণঃ ) নিম্ননাসাগ্রঃ রক্তাক্ষঃ ( রক্তলোচনঃ ) তাম্রমূর্দ্ধজঃ ( তাম্রাঃ আরক্তাঃ মূর্দ্ধজাঃ কেশা যস্য সঃ ) [ নর আসীদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ] ॥ ৪৪

**মূলানুবাদ ।**—সেই পুরুষ কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি, তাহার বাহুদ্বয় ও চরণযুগল অতি ক্ষুদ্র, গণ্ডস্থলের দুই প্রান্তভাগ বৃহৎ, নাসিকার অগ্রভাগ অনুন্নত, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ এবং কেশগুলি তাম্রবর্ণ ॥ ৪৪

**অন্বয়ঃ ।**—[ হে ] তাত ! ( বৎস বিদুর ! ) অবনতং ( প্রণতং ) দীনং ( কাতরং যথা স্যাৎ তথা ) কিং করোমি ইতি বাদিনং তু তং ( নরং ) তে ( মুনয়ঃ ) নিষীদ ( উপবিশ ) ইতি অব্রুবন্ ( কথিতবন্তঃ ), ততঃ ( তস্মাদ্ধেতোঃ ) সঃ নিষাদঃ অভবৎ ( নিষাদনাম্না খ্যাতো বভুব ) ॥ ৪৫

**মূলানুবাদ ।**—বৎস বিদুর ! সেই খর্ব্বাকৃতি পুরুষ (জন্মিয়াই) মুনিগণকে প্রণাম করিয়া কাতরভাবে কহিল—আমায় কি করিতে হইবে ? মুনিগণ কহিলেন—"নিষীদ" অর্থাৎ বসিয়া থাক, ইহাতে সে নিষাদ নামে খ্যাত হইল ॥ ৪৫

**শ্রীধরটীকা ।**—তমেবাহ । কাক ইব কৃষ্ণঃ । মহত্যৌ হনূ কপোলপ্রান্তৌ যস্য । হ্রস্বৌ পাদৌ যস্য ॥ ৪৪।৪৫

**অন্বয়ঃ ।**—তস্য বংশ্যাস্তু ( বংশধরাস্তু ) নৈষাদাঃ ( নৈষাদনাম্না খ্যাতাঃ সন্তঃ ) গিরিকাননগোচরাঃ (বন-পর্ব্বতাদিসমাশ্রয়াঃ, বভুবুরিতি শেষঃ ) যেন ( যতঃ ) জায়মানঃ ( জন্মগ্রহণকালীন এবাসৌ ) উল্বণম্ ( অত্যুগ্রং ) বেণকল্মষং ( বেণস্য পাপভারম্ ) অহরৎ ( গৃহীতবান্ ) ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৪

**মূলানুবাদ ।**—তাহার বংশধরগণ নৈষাদনামে খ্যাত হইয়া বন ও পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় লইয়াছিল, যেহেতু সে জন্মগ্রহণ করিয়াই বেণের অতি উগ্র পাপরাশি গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা ।**—গিরিঃ কাননঞ্চ গোচর আশ্রয়ঃ, ন তু পুরাদিপ্রবেশো যেষাং তে । তত্র হেতুঃ—যেন কারণেন অসাবহরৎ, ততস্তস্য বংশ্যাস্তথাভূতাঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—বেণের মৃত্যুবিবরণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া মহামুনি মৈত্রেয় বলিতে লাগিলেন যে মুনিগণ হুঙ্কারধ্বনিতে বেণকে নিহত করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে বেণের মাতা সুনীথা পুত্রশোকে একান্ত বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ সন্তান না হওয়ায় যজ্ঞাদি করিয়া এই একটীমাত্র পুত্র তিনি লাভ করিয়াছেন, তারপর স্বামী অঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতে এই একমাত্র পুত্রকে লইয়াই সংসারে রহিয়াছেন। পুত্র যতই অসৎ হউক, মাতা পিতার কাছে সে যে পরম স্নেহের পাত্র, ইহা সুনিশ্চিত। তাহার মধ্যেও পিতা অপেক্ষা মাতাই পুত্রের প্রতি অধিক মমতাযুক্ত হইয়া থাকেন, কারণ লালন পালনাদির জন্য বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার এবং স্ত্রীজাতিসুলভ স্নেহপ্রবণতা প্রভৃতি নিবন্ধন সংসারের সকল বস্তু অপেক্ষা সন্তানই মাতার কাছে অতি যত্নের ধন বলিয়া বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় সুনীথার পুত্রটি ব্রহ্মকোপে বিনষ্ট হওয়ায় যে তিনি একান্ত ব্যাকুল হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং সুনীথা মমতার বশে পুত্রের মৃতদেহ সৎকার করিতে না দিয়া মন্ত্রপূত তৈলাদি লেপন পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই মুনিগণ একদিন সরস্বতী নদীর তীরে সমবেত হইয়া নানা সৎকথা আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে নানাবিধ উৎপাত অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় (ভূকম্প, উল্কাপাতপ্রভৃতি বহুপ্রকার উৎপাত শাস্ত্রে নিরূপিত আছে) দর্শন করিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে—সম্প্রতি পৃথিবীতে কেহ রাজা নাই, অতএব দস্যু, তস্কর প্রভৃতি সুযোগ পাইয়া প্রবল অত্যাচারে পৃথিবীকে প্রপীড়িত করিতেছে কি? শাস্ত্রে যে সকল ব্যাপারগুলিকে উৎপাত বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহারা সমস্তই অত্যন্ত অমঙ্গল সূচক, সুতরাং না জানি এই অরাজক রাজ্যে কিরূপ অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইবে।

মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একদল দস্যু নগর লুণ্ঠন করিয়া লোকের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করিয়া নানাদিকে ধাবিত হইতেছিল, তাহাদের গমনবেগে বিপুল ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া মুনিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—চতুর্দ্দিকে প্রবল অত্যাচার আরম্ভ হওয়ায়, নিরীহ প্রজাপুঞ্জ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, অথচ যাহারা রক্ষা কার্য্যে সমর্থ, তাহারা ত কোনও প্রতিবিধান করিতেছে বলিয়া মনে হয় না, অচিরে ইহার প্রতিবিধান না করিয়া উপেক্ষা করিলে মহা-পাপ হইবে। যদিও ক্ষত্রিয় জাতিই রক্ষাকার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহ রাজা নাই বলিয়া বোধ হয় সকলেই উপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু আমরা ইহা কিরূপে সহ্য করি? কাতরের দুঃখ দেখিয়াও যদি তাহা উপেক্ষা করা যায়, তবে ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মের ত কথাই নাই, মাদৃশ শমগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণেরও অধর্ম্ম হইবে, তপোবল নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং উপায় বিধান করা আবশ্যক। উপযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া লইলে সমুচিত উপায় হইতে পারে বটে, কিন্তু কাহাকে রাজা করা যায়? রাজর্ষি অঙ্গের ত বংশধর কেহ নাই, অন্য কাহাকেও রাজা করিলে এই পবিত্র ধার্ম্মিক বংশ চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাও বড় কষ্টের কথা। হায়! যে বংশে কত ভগবৎসেবী রাজা জন্মিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা লুপ্ত হইবে।

এই সকল চিন্তা করিয়া মুনিগণ তখন অঙ্গেরই বংশ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সেই বেণের মৃতদেহ অবলম্বন করিয়া তাহার উরুদেশ মন্থন করিতে লাগিলেন। মুনিগণের অব্যর্থ তপোবীর্য্যে মৃতের উরুতেই একটী পুত্র জন্মিল বটে, কিন্তু এ পুত্র রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত হইল না, কেননা বেণের পাপরাশি লইয়াই ইহার জন্ম হইল, অর্থাৎ জন্মিবার সময়েই সে তাহার পিতার সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়া জন্মিল বলিয়া ইহাতে তাহার মূর্ত্তি অতি কদর্য্য হইল। যদিও সেতৎক্ষণাৎ অতি বিনীত ভাবে মুনিগণের নিকট "কি আজ্ঞা হয়" বলিয়া কার্য্যভার প্রার্থনা করিল, তথাপি প্রাজ্ঞ মুনিগণ এই পাপময় পুত্রকে সেই রাজ্য রক্ষার অনুপযোগী বুঝিয়া তাহাকে "নিষীদ" অর্থাৎ

বসিয়া থাক বলিয়া উপদেশ করায় সে নিষাদ নামে খ্যাত হইল। কালক্রমে তাহারই বংশধরগণ নৈষাদ নামে একরূপ সম্প্রদায় হইয়া বনেপর্ব্বতে বাস করিতে লাগিল এবং পাপময় সন্তান বলিয়া তাহারা পিতৃভবনে স্থান পাইল না।

জন্মগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সর্ব্বত্রই স্ব স্ব সম্প্রদায় ভেদে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, রহস্য না বুঝিয়া আমরা বিবাদ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ সুপ্রশস্ত করিতে প্রবৃত্ত হই, পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না, তখন যে যাহার উপযুক্ত অধিকার লইয়া থাকাই কর্ত্তব্য মনে করিত, সুতরাং বেণের সেই ঊরুজাত পুত্র এবং তাহার বংশধরগণ কেহই পিতৃসম্পদ্ লাভের প্রয়াসী হয় নাই, আনত মস্তকে মুনিগণের নির্দ্দেশই মানিয়া লইয়াছে ॥ ৩৫—৪৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪

---

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

——( :*: )——

## পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

——( :*: )——

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতে। বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ১

তদ্দৃষ্ট্বা মিথুনং জাতমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। ঊচুঃ পরমসন্তুষ্টা বিদিত্বা ভগবৎকলাম্ ॥ ২

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

এষ বিষ্ণোর্ভগবতঃ কলা ভুবনপাবনী।

ইয়ঞ্চ লক্ষ্ম্যাঃ সম্ভূতিঃ পুরুষস্যানপায়িনী ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অথ ( অনন্তরং ) বিপ্রৈঃ ( মুনিভিঃ ) অপুত্রস্য ( রাজ্যরক্ষাযোগ্যপুত্ররহিতস্য ) তস্য (মৃতস্য) মহীপতেঃ ( বেণস্য ) পুনঃ মথ্যমানাভ্যাং বাহুভ্যাং মিথুনং ( কাচিৎ স্ত্রী কশ্চিচ্চ পুরুষ ইতি দ্বয়ং ) সমপদ্যত ( সঞ্জাতম্ ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—অনন্তর মুনিগণ দেখিলেন, বেণের রাজ্যরক্ষার যোগ্য কোনও পুত্র রহিল না ; সুতরাং তাঁহারা আবার তাহার বাহুদ্বয় মথিত করিলেন, তাহাতে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ উৎপন্ন হইল ॥ ১

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদবক্তারঃ) ঋষয়ঃ ( তে মুনয়ঃ ) জাতং (বেণবাহুসমুৎপন্নং) তৎ মিথুনং ( স্ত্রী-পুংসৌ ) দৃষ্ট্বা ভগবৎকলাং বিদিত্বা ( ইমৌ স্ত্রীপুংসৌ ভগবত এবাংশভূতৌ ইতি জ্ঞাত্বা ) পরমসন্তুষ্টাঃ ( অত্যন্তমানন্দিতাঃ সন্তঃ ) ঊচুঃ ( কথিতবন্তঃ ) ॥ ২

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বেণবাহু-সমুৎপন্ন সেই স্ত্রী ও পুরুষকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ বুঝিয়া অতি আনন্দিত মনে বলিলেন ॥ ২

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

ততঃ পঞ্চদশে বিপ্রৈর্মথনাদ্বেণবাহুতঃ। জাতস্য তু পৃথোরুক্তমভিষেকার্হণাদিকম্ ॥ ১।২

অন্বয়ঃ। -এষঃ (পুরুষঃ) ভগবতঃ বিষ্ণোঃ ভুবনপাবনী কলা, ইয়ঞ্চ (স্ত্রী) পুরুষস্য ( বিষ্ণোরেব সম্বন্ধিনী) অনপায়িনী ( স্থিরা ) লক্ষ্মীসম্ভূতিঃ ( লক্ষ্ম্যাঃ কলা ) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—মুনিগণ কহিলেন—এই পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ভুবনপাবন অংশ, আর এই স্ত্রী শ্রীভগবানেরই স্থিরশক্তিস্বরূপা লক্ষ্মীর অংশ ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—কিমূচুরিত্যত আহ—এষ ইতি চতুর্ভিঃ। লক্ষ্ম্যাঃ সম্ভূতিঃ কলা ॥ ৩

অত্র যঃ প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথিতয়া যশঃ। পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ ॥ ৪
ইয়ঞ্চ দেবী সুদতী গুণভূষণভূষণম্। অর্চ্চিনাম ববাবোহা পৃথুমেবাবরুন্ধতী ॥ ৫
এষ সাক্ষাদ্ধবেবংশো জাতো লোকবিবক্ষয়া। ইয়ঞ্চ তৎপবা হি শ্রীবনুজজ্ঞেঽনপায়িনী ॥ ৬

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রশংসন্তি স্ম তং বিপ্রা গন্ধর্ব্বপ্রবরা জগুঃ। মুমুচুঃ সুমনোধাবাঃ সিদ্ধা নৃত্যন্তি স্বঃস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭
শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি। তত্র সর্ব্ব উপাজগ্মুর্দেবর্ষিপিতৃণাং গণাঃ ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—অত্র ( অনযোর্মধ্যে ) যঃ পুমান্ ( পুরুষঃ ) [সঃ] রাজ্ঞাং প্রথমঃ ( অগ্রগণ্যঃ ) যশঃ প্রথযিতা ( যশোবিস্তারকাবী চ ) পৃথুশ্রবাঃ ( মহাযশাঃ ) পৃথুর্নাম মহাবাজঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—এই দুইজনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি বাজাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য যশোবিস্তারকারী মহাকীর্ত্তি-সম্পন্ন পৃথু নামক মহাবাজ হইবেন ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—অত্র যঃ পুমান, স তু মহাবাজো ভবিষ্যতি ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—সুদতী (শোভনদন্তশালিনী) গুণভূষণভূষণং (গুণানাং ভূষণানাঞ্চ ভূষণস্বরূপা, অতীব গুণবতী সুরূপা চ ইতি ভাবঃ ) অর্চ্চিনাম (অর্চ্চিরিতি নাম্না বিখ্যাতা ) ইয়ঞ্চ বরারোহা ( উত্তমা রমণী ) পৃথুমেব অবরুন্ধতী ( স্বামিরূপেণ ভজন্তী সতী ) দেবী ( রাজমহিষী ) [ ভবিষ্যতীতি শেষঃ ] ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—সুন্দর দন্তশালিনী অত্যন্ত গুণবতী সুরূপা অর্চ্চিনাম্নী এই রমণী পৃথুকেই স্বামিরূপে ভজনা করিয়া তাঁহার প্রধানা মহিষী হইবেন ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—সুদতী শোভনদন্তী। গুণানাং ভূষণানাঞ্চ ভূষণরূপা, অবরুন্ধতী ভর্তৃত্বেন ভজন্তী ভবিষ্যতি ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—[ননু কথমেতৌ যুগপদ্ জাতৌ কথং বা দাম্পত্যং গৃহীতবন্তৌ ইত্যত্র হেতুমাহ] সাক্ষাৎ হরেঃ অংশঃ এষঃ ( পুরুষঃ ) লোকরিবক্ষয়া ( ভুবনস্য রক্ষার্থং ) জাতঃ, ইয়ম্ অনপায়িনী ( স্থিরা ) শ্রীশ্চ ( লক্ষ্মীশ্চ ) তৎপরা হি ( তস্মিন্ ভগবতি একান্তানুরক্তৈব ) অনুজজ্ঞে ( অংশরূপেণ জাতবতী ) ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশ এই পুরুষ লোকরক্ষাব জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আব স্থিরা লক্ষ্মী ভগবানেব প্রতি একান্ত অনুরক্তা এই রমণী ইঁহার সহিত অংশরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—অত্র হেতুঃ—এষ ইতি। লোকস্য রিরক্ষয়া রিরক্ষিষয়া ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—তং ( পৃথুং ) বিপ্রাঃ ( ব্রাহ্মণাঃ ) প্রশংসন্তি স্ম, ( গন্ধর্ব্বপ্রববাঃ ) গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠাঃ জগুঃ ( তদীযযশোগানং চক্রুঃ ), সিদ্ধাঃ সুমনোধারাঃ ( পুষ্পবর্ষণানি ) মুমুচুঃ ( নিক্ষিপ্তবন্তঃ ), স্বঃস্ত্রিয়ঃ ( সুররমণ্য অপ্সরস ইত্যর্থঃ ) নৃত্যন্তি ( অত্রাপি "স্ম" ইত্যস্য যোজনয়া নৃত্যং চক্রুবিত্যর্থঃ ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ**—শ্রীমৈত্রেয কহিলেন,—ব্রাহ্মণগণ পৃথুর প্রশংসা কবিতে লাগিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার যশোগান কবিতে লাগিল, সিদ্ধগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য আবম্ভ করিল ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—দিবি ( স্বর্গে ) শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাদ্যাঃ দুন্দুভযশ্চ (বাদ্যবিশেষাঃ ) নেদুঃ ( বাদিতা বভূবুঃ ), দেবর্ষিপিতৃণাং গণাঃ ( দেবগণাঃ ঋষিগণাঃ পিতৃগণাশ্চ ) সর্ব্বে তত্র ( পৃথুসমীপে ) উপাজগ্মুঃ ( আগতবন্তঃ ) ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—স্বর্গে শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে লাগিল; দেবগণ, মুনিগণ ও পিতৃলোকগণ সকলে পৃথুব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাসৃত্য সুরেশ্বরৈঃ। বৈণ্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বা চিহ্নং গদাভৃতঃ ॥ ৯
পাদয়োররবিন্দঞ্চ তং বৈ মেনে হরেঃ কলাম্। যস্যাপ্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা**।—স্বঃস্ত্রিয়ঃ অপ্সরসা নৃত্যন্তি স্ম ॥ ৭।৮

**অন্বয়ঃ**।—জগদ্গুরুঃ ব্রহ্মা দেবৈঃ সুরেশ্বরৈঃ (ইন্দ্রাদিভিশ্চ) সহ আসৃত্য (আগত্য) বৈণ্যস্য (পৃথোঃ) দক্ষিণে হস্তে গদাভৃতঃ (গদাধারিণঃ শ্রীহরেঃ) চিহ্নং (রেখাত্মকং চক্রং) পাদয়োঃ (চরণয়োঃ) অরবিন্দং (রেখাত্মকং পদ্মচিহ্নঞ্চ) দৃষ্ট্বা তং (পৃথুং) হরেঃ কলাং বৈ (ভগবত এবাংশস্বরূপং) মেনে (বিজ্ঞাতবান্), [তথাহি] যস্য (জনস্য) অপ্রতিহতম্ (অন্যয়া রেখয়া অখণ্ডিতং) চক্রং (চক্রাকারচিহ্নং, তিষ্ঠতীতি শেষঃ), সঃ পরমেষ্ঠিনঃ (পরমেশ্বরস্য শ্রীহরেঃ) অংশঃ (অংশস্বরূপো বোধ্যঃ) ॥ ৯।১০

**মূলানুবাদ**।—জগদ্গুরু ব্রহ্মা, দেবগণ ও দেবাধিপতিগণকে সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পৃথুর দক্ষিণহস্তে শ্রীহরির চক্রাকৃতি চিহ্ন এবং চরণদ্বয়ে পদ্মতুল্য রেখা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবানেরই অংশ বলিয়া মনে করিলেন, কারণ, যাহার হস্তে অন্যরেখা দ্বারা অখণ্ডিত চক্রাকৃতি রেখা থাকে, সে শ্রীভগবানেরই অংশ ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৯।১০

**শ্রীধরটীকা**।—দেবৈঃ সহ আসৃত্য আগত্য। বৈণ্যস্য পৃথোঃ চিহ্নং রেখাত্মকং চক্রম্ ॥৯॥ অপ্রতিহতং রেখান্তরৈরভিন্নং চক্রং চিহ্নং যস্য স পরমেশ্বরস্যাংশঃ ॥ ১০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে বেণের মৃত্যুতে পবিত্র অঙ্গবংশ বিলুপ্ত হইতে চলিল দেখিয়া ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গবংশ রক্ষার জন্য বেণের উরুদেশ মন্থন করিয়া যে সন্তান সৃষ্টি করিলেন, সে সন্তান পবিত্র অঙ্গবংশ রক্ষায় উপযুক্ত হইল না, কারণ, সে জন্মিয়াই পিতার সকল পাপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া একান্ত পাপময় হইল। তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি সকলই পাপে পরিপূর্ণ থাকায় এরূপ ব্যক্তি কখনও রাজ্য-পরিচালনার যোগ্য নহে বুঝিয়া মুনিগণ তাহাকে নিরস্ত করিলেন। অতএব সকলেই জানিতে পারিয়াছেন যে, মুনিগণের অভিপ্রায় অর্থাৎ রাজ্যরক্ষার উপযোগী বেণের একটী পুত্রোৎপাদনের চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অপর একটী ধার্ম্মিক পুত্রের একান্ত প্রয়োজন। ইহা মনে করিয়া মুনিগণ আবার বেণের হস্তদ্বয় মন্থন করিলে, তাহাতে একটী স্ত্রী ও একটি পুরুষ উৎপন্ন হইল।

কোনও উত্তম উদ্দেশ্য লইয়া ঐকান্তিক চেষ্টা করিলে শ্রীভগবান্ তাহার সে চেষ্টা সফল করেন। বিশেষতঃ মুনিগণ নিঃস্বার্থভাবে শুধু জগতের মঙ্গলের জন্য অভিলাষী এবং আজীবন শ্রীভগবানেরই সেবায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সদিচ্ছা যে ভগবান্ পূর্ণ করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ মুনিগণের মনোভাব বুঝিয়া স্বয়ংই লোকরক্ষার জন্য অংশরূপে আসিয়া বেণের বাহুতে পুরুষ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন, আর তাঁহার মহাশক্তি লক্ষ্মীদেবীও তৎসঙ্গে স্বীয় অংশে একটী স্ত্রী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তপঃসিদ্ধ মুনিগণ সেই যুগল সন্তানের উৎপত্তি দর্শন করিয়াই তাঁহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিলেন; সুতরাং হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পুরুষটীর নাম পৃথু ও স্ত্রীটির নাম অর্চ্চি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ ও তদীয় মহাশক্তি লক্ষ্মীদেবী অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াতে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সরাপ্রভৃতি সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। দেব, ঋষি ও পিতৃলোক সহ ব্রহ্মা তখন তথায় আগমন করিয়া পৃথুর দক্ষিণহস্তে ভগবানের সুদর্শন চক্রের অনুরূপ এবং চরণদ্বয়ে পদ্মাকৃতি রেখা দেখিয়া প্রত্যক্ষমূলক সেই যুগল মূর্ত্তির স্বরূপ অবগত হইলেন।

তস্যাভিষেক আরব্ধো ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ । আভিষেচনিকান্যস্মা আজহ্রুঃ সর্ব্বতো জনাঃ ॥১১
সরিৎ সমুদ্রা গিরয়ো নাগা গাবঃ খগা মৃগাঃ । দ্যৌঃ ক্ষিতিঃ সর্ব্বভূতানি সমাজহ্রুরুপায়নম্ ॥১২
সোঽভিষিক্তো মহারাজঃ সুবাসাঃ সাধ্বলঙ্কৃতঃ । পত্ন্যার্চ্চিষালঙ্কৃতয়া বিরেজেঽগ্নিরিবাপরঃ ॥১৩
তস্মৈ জহার ধনদো হৈমং বীর বরাসনম্ । বরুণঃ সলিলস্রাবমাতপত্রং শশিপ্রভম্ ॥ ১৪

মুনিগণ এক বেণেরই মৃতদেহ দুইবার মন্থন করিয়া যে দুইপ্রকার সন্তান সৃষ্টি করিলেন, তাহার মধ্যে কত বৈষম্য যে প্রথমটি নিতান্ত পাপমূর্ত্তি নিষাদ, আর দ্বিতীয়টি হইল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-বিষ্ণুর অংশস্বরূপ স্ত্রীপুরুষদ্বয়। এই বৈষম্যের বিষয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিলে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, জনকের যতক্ষণ পাপ থাকিবে, ততক্ষণ তাহার সন্তানেও সেই পাপ সংক্রামিত হইবে। বেণের দেহ পাপকর্ম্মের মহাকেন্দ্রস্বরূপ ছিল; তাহা হইতে প্রথম সন্তান যখন জন্মিল, তখন তাহাতে জনকদেহের পাপময় গুণগুলি সংক্রামিত না হইবে কেন? তবে তপঃসিদ্ধ মুনিগণের প্রচেষ্টায় এইটুকু শুভফল হইল যে, প্রথম সন্তানই পিতার সকল পাপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ সুফলের উপযোগী করিয়া রাখিল, সেই জন্য মুনিগণ দ্বিতীয়বারের মন্থনে আশানুরূপ সন্তান লাভ করিতে পারিলেন। অতএব মনে রাখিতে হইবে যে, সুসন্তান লাভ করিতে হইলে তদনুরূপ আত্মগঠনেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে ॥ ১—১০

**অন্বয়ঃ ।**—ব্রহ্মবাদিভিঃ ( ব্রহ্মজ্ঞৈঃ ) ব্রাহ্মণৈঃ ( মুনিভিঃ ) তস্য পৃথোঃ অভিষেকঃ আরব্ধঃ, জনাঃ ( প্রজাঃ ) সর্ব্বতঃ ( নানাস্থানেভ্যঃ ) অস্মৈ ( পৃথবে ) আভিষেচনিকানি ( অভিষেকোপযোগিদ্রব্যাণি ) আজহ্রুঃ ( সংগৃহীতবন্তঃ ) ॥ ১১

**মূলানুবাদ।** ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার উদ্যোগ করিলেন। প্রজাগণ নানাস্থান হইতে পৃথুর জন্য নানাবিধ অভিষেক দ্রব্য আনয়ন করিতে লাগিল ॥ ১১

**অন্বয়ঃ ।**—সরিৎ ( নদী ), সমুদ্রাঃ, গিরয়ঃ ( পর্ব্বতাঃ ), নাগাঃ (সর্পাঃ ), গাবঃ, খগাঃ (পক্ষিণঃ), মৃগাঃ, দ্যৌঃ ( আকাশঃ ), ক্ষিতিঃ ( পৃথিবী ) সর্ব্বভূতানি উপায়নম্ ( উপহারং ) সমাজহ্রুঃ ( আনয়ামাসুঃ ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ ।**—নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, সর্প, গো, পক্ষী, মৃগ, আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য প্রাণিবর্গ সকলেই ( পৃথুর জন্য ) উপহার আনয়ন করিয়াছিল ॥ ১২

**অন্বয়ঃ ।**—সুবাসাঃ ( শোভনং বাসঃ যস্য সঃ ) সাধ্বলঙ্কৃতঃ ( বিচিত্রৈরাভরণৈঃ সম্যগ্ ভূষিতঃ ) সঃ মহারাজঃ ( পৃথুঃ ) অভিষিক্তঃ [ সন্ ] অলঙ্কৃতয়া পত্ন্যা অর্চ্চিষা [ সহ ] অপরঃ অগ্নিরিব বিরেজে ( দীপ্তিমান্ আসীৎ ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ ।**—মহারাজ পৃথু সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং বিচিত্র আভরণে সুসজ্জিত হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, তৎকালে তিনি তাঁহার সেই অর্চ্চিনাম্নী সুসজ্জিত পত্নীসহ অপর অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা ।**—অভিষেচনিকানি অভিষেচনিকসাধনানি ॥ ১.—১৩

**অন্বয়ঃ ।**-[ হে ] বীর ! ( বিদুর ! ) তস্মৈ ( পৃথবে ) ধনদঃ ( কুবেরঃ ) হৈমং (স্বর্ণনির্ম্মিতং) বরাসনং (শ্রেষ্ঠমাসনং) জহার (উপহৃতবান্), বরুণঃ সলিলস্রাবং (সলিলানাং জলানাং স্রাবঃ ক্ষরণং যস্মাৎ তথাবিধং, সর্ব্বদা জলবর্ষণকারীতি যাবৎ ) শশিপ্রভং ( চন্দ্রবৎ ধবলবর্ণম্ ) আতপত্রং ( ছত্রং ) [ তস্মৈ জহারেতি সম্বন্ধঃ ] ॥ ১৪

বায়ুশ্চ বালব্যজনে ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিময়ীং স্রজম্। ইন্দ্রঃ কিরীটমুৎকৃষ্টং দণ্ডং সংযমনং যমঃ॥ ১৫
ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং বর্ম্ম ভারতী হারমুত্তমম্। হরিঃ সুদর্শনং চক্রং তৎপত্ন্যব্যাহতাং শ্রিয়ম্॥ ১৬
দশচন্দ্রমসিং রুদ্রঃ শতচন্দ্রং তথাম্বিকা। সোমোঽমৃতময়ানশ্বাংস্ত্বষ্টা রূপাশ্রয়ং রথম্॥ ১৭
অগ্নিরাজগবং চাপং সূর্য্যো রশ্মিময়ানিষূন্।
ভূঃ পাদুকে যোগময্যৌ দ্যৌঃ পুষ্পাবলিমন্বহম্॥ ১৮

মূলানুবাদ।—হে বীর বিদুর। কুবের পৃথুকে স্বর্ণনির্ম্মিত একখানি শ্রেষ্ঠ আসন উপহাররূপে অর্পণ করিলেন ও বরুণ একটী ছত্র দিলেন, এই ছত্রটী চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রপ্রভা-সম্পন্ন এবং উহা হইতে সর্ব্বদা জল ক্ষরিত হয়॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—হে বীর। বরমাসনম্ উত্তমাসনম্। সলিলস্য স্রাবো যস্মাৎ॥ ১৪

অন্বয়ঃ। বায়ুশ্চ বালব্যজনে (দ্বে চামরে), ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিময়ীং স্রজং (মালাম্), ইন্দ্রঃ উৎকৃষ্টং কিরীটং (মুকুটং), যমঃ সংযমনং (লোকদমনকারিণং) দণ্ডং (দণ্ডনামকমস্ত্রং, জহারেতি প্রাগুক্তক্রিয়য়া অন্বয়ঃ, এবমুত্তরত্র শ্লোকচতুষ্টয়েঽপি বোধ্যম্)॥ ১৫

মূলানুবাদ।—বায়ু দুইটী চামর, ধর্ম্ম যশস্কর মালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট মুকুট এবং যম লোকদমনকারী দণ্ড, (তাঁহাকে উপহার দিলেন)॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—দ্বে বালব্যজনে॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং (বেদময়ং) বর্ম্ম (কবচং), ভারতী (সরস্বতী) উত্তমং হারং, হরিঃ সুদর্শনং চক্রং, তৎপত্নী (হরেঃ পত্নী লক্ষ্মীঃ) অব্যাহতাম্ (অক্ষয়াং) শ্রিয়ং (সম্পদং, জহারেতি শেষঃ)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা তাঁহাকে বেদময় কবচ, সরস্বতীদেবী উৎকৃষ্ট হার, ভগবান্ শ্রীহরি সুদর্শন চক্র এবং লক্ষ্মী দেবী অক্ষয় সম্পদ্ (তাঁহাকে উপহার দিলেন)॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মময়ম্ বেদময়ং। বর্ম্ম কবচম্। তৎপত্নী শ্রীঃ। শ্রিয়ং সম্পদম্॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—রুদ্রঃ দশচন্দ্রং (চন্দ্রাকারৈর্দশভিশ্চিহ্নৈরঙ্কিতম্) অসিং (খড়্গং), তথা অম্বিকা (মহাদেবী) শতচন্দ্রং (চন্দ্রাকারশতচিহ্নবিশিষ্টং চর্ম্ম), সোমঃ (চন্দ্রঃ) অমৃতময়ান্ অশ্বান্, ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) রূপাশ্রয়ম্ (অতি সুন্দরং) রথং (জহারেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—রুদ্র তাঁহাকে চন্দ্রের ন্যায় দশটী চিহ্ন যুক্ত একখানি অসি উপহার দিলেন, ভগবতী দুর্গা একখানি চর্ম্ম উপহার দিলেন, তাহাতেও একশত চন্দ্রাকার চিহ্ন ছিল, চন্দ্র কতকগুলি অমৃতময় অশ্ব এবং বিশ্বকর্ম্মা একখানি অতি সুন্দর রথ (উপহার দিলেন)॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—দশচন্দ্রাকারাণি বিম্বানি কোশে যস্য তম্ অসিং খড়্গম্। শতচন্দ্রং চর্ম্ম। রূপাশ্রয়ং অতি সুন্দরম্॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অগ্নিঃ আজগবম্ (অজস্য গোশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং নির্ম্মিতং) চাপং (ধনুঃ), সূর্য্যঃ রশ্মিময়ান্ ইষূন্ (বাণান্), ভূঃ (পৃথিবী) যোগময্যৌ (চরণস্পর্শমাত্রেণ অভীষ্টস্থানপ্রাপ্তিজনিকে) পাদুকে (পাদুকাদ্বয়ং), দ্যৌঃ (আকাশঃ) অন্বহং (সর্ব্বদা) পুষ্পাবলিং (পুষ্পসমূহং) [জহারেতি শেষঃ]॥ ১৮

মূলানুবাদ।—অগ্নি, ছাগ ও গোশৃঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত একখানি ধনু দান করিলেন, সূর্য্য অনেকগুলি

নাট্যং সুগীতং বাদিত্রমন্তর্দ্ধানঞ্চ খেচরাঃ। ঋষয়শ্চাশিষঃ সত্যাঃ সমুদ্রঃ শঙ্খমাত্মজম্ ॥ ১৯
সিন্ধবঃ পর্ব্বতা নদ্যো রথবীথীর্মহাত্মনঃ। সূতোঽথ মাগধো বন্দী তং স্তোতুমুপতস্থিরে ॥ ২০
স্তাবকাংস্তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্। মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২১

ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্য বন্দিন্ লোকোঽধুনাস্পষ্টগুণস্য মে স্যাৎ।
কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ যোজ্যতাং মা ময্যভূবন্ বিতথা গিরো বঃ ॥ ২২

তেজঃসম্পন্ন বাণ এবং পৃথিবী যোগময় পাদুকাযুগল ( ইহা চরণে দেওয়ামাত্র অভিপ্রেত স্থানে লইয়া যায় ) প্রদান করিলেন, আর আকাশ সর্ব্বদাই পুষ্পসমূহ প্রদান করিতেন ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—অজস্য গোশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং নির্ম্মিতং চাপম্। যোগময্যৌ পাদস্পর্শমাত্রেণাভীষ্টদেশপ্রাপিকে ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—খেচরাঃ (গগনচারিণঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ নাট্যং, সুগীতং (শোভনং গানং), বাদিত্রং (বাদ্যম্), অন্তর্দ্ধানঞ্চ ( অদর্শনবিদ্যাং, নাট্যাদৌ সর্ব্বত্রৈব "তত্তদ্‌বিদ্যাম্" ইত্যর্থো বোধ্যঃ ), ঋষয়শ্চ সত্যাঃ আশিষঃ ( আশীর্ব্বাদান্, ) সমুদ্রঃ আত্মজং ( স্বোৎপন্নং ) শঙ্খং ( জহাবেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—গগনবিহারী সিদ্ধ বিদ্যাধর প্রভৃতি ( তাঁহাকে ) নাট্য, সঙ্গীত, বাদ্য ও অন্তর্দ্ধানবিদ্যা দান করিলেন, ঋষিগণ অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন এবং সমুদ্র স্বীয় জলমধ্যে উৎপন্ন শঙ্খ অর্পণ করিলেন ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—নাট্যাদি কৌশলং খেচরাঃ। আত্মজং স্বভবম্ ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—মহাত্মনঃ (অত্র ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ, মহাত্মনে পৃথবে ইত্যর্থঃ ), সিন্ধবঃ, পর্ব্বতাঃ নদ্যশ্চ রথবীথীঃ (অবাধরথগমনমার্গান্, অর্পযামাসুরিতি শেষঃ )। অথ ( অনন্তরং ) সূতঃ মাগধঃ বন্দী [ চ ] তং ( পৃথুং ) স্তোতুম্ উপতস্থিরে ( উপস্থিতা বভূবুঃ ) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—সিন্ধু, পর্ব্বত ও নদীগণ মহাত্মা পৃথুকে অবাধে রথ পরিচালনের পথ অর্পণ করিলেন। অনন্তর সূত, মাগধ ও বৈতালিকগণ তাঁহাকে স্তব করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—তং স্তোতুমুপস্থিতাঃ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—প্রতাপবান্ ( প্রভাবশালী ) বৈণ্যঃ ( বেণপুত্রঃ ) পৃথুঃ তান্ ( সূতাদীন্ ) স্তাবকান্ (স্তোতুমুদ্যতান্ ) অভিপ্রেত্য ( জ্ঞাত্বা ) প্রহসন্ ( হাস্যং কুর্ব্বন্ ) মেঘনির্হ্রাদয়া ( মেঘধ্বনিবদ্ গম্ভীরয়া ) বাচা ( বাক্যেন ) ইদং ( বক্ষ্যমাণম্ ) অব্রবীৎ ( কথয়ামাস ) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—মহাপ্রভাবশালী বেণপুত্র পৃথু সেই সূত প্রভৃতিকে স্তব করিতে উদ্যত বুঝিয়া হাস্যপূর্ব্বক মেঘগম্ভীরস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—স্তাবকান্ স্তোতুমুদ্যতান্। অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—ভোঃ সূত। হে মাগধ। সৌম্য বন্দিন্। অধুনা ( সম্প্রতি ) লোকে ( জগতি ) অস্পষ্টগুণস্য ( অপ্রখ্যাতগুণস্য ) মে ( মম ) কিমাশ্রয়ং স্তবঃ স্যাৎ ? (কিং বিষয়মুল্লিখ্য স্তুতিঃ সঙ্গচ্ছেত ?) [ অতঃ ] এষঃ (স্তবঃ) অন্যে ( মদন্যস্য কস্যাপি যোগ্যজনস্য সম্বন্ধে ) যোজ্যতাং ( ব্যবহ্রিয়তাং ), ময়ি ( মাং প্রতি ) বঃ ( যুষ্মাকং ) গিরঃ ( স্তুতিবাক্যানি ) বিতথাঃ ( মিথ্যাভূতাঃ ) মা অভূবন্ ( অত্র মাশব্দযোগেঽপি ধাতোঃ প্রাক্ অডাগম আর্ষঃ, ন ভবন্তু ইত্যর্থঃ ) ॥ ২২

তস্মাৎ পরোক্ষেঽস্মদুপশ্রুতান্যলং করিষ্যথ স্তোত্রমপীচ্যবাচঃ।
সত্যুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদে জুগুপ্সিতং ন স্তবয়ন্তি সভ্যাঃ॥ ২৩
মহদ্গুণানাত্মনি কর্ত্তুমীশঃ কঃ স্তাবকৈঃ স্তাবয়তেঽসতোঽপি।
তেঽস্যাভবিষ্যন্নিতি বিপ্রলব্ধো জনাবহাসং কুমতির্ন বেদ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—পৃথু বলিলেন—হে সূত! হে মাগধ! হে বন্দিমহোদয়গণ! এখনও জগতে আমার কোনও গুণ প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং তোমরা আমার সম্বন্ধে কি উল্লেখ করিয়া স্তব করিবে? অতএব অন্য কোনও যোগ্যব্যক্তির প্রতি এই স্তুতিবাক্য প্রয়োগ কর, আমার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া তোমাদের বাক্যগুলি যেন মিথ্যা না হয়॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—লোকে স্পষ্টগুণস্য সতো মে স্তুতিঃ স্যাৎ, অধুনা তু কিমাশ্রয়ো মে স্তবো যোজ্যতাম্? অতো বো গিরোঽধুনা মযি বিতথা মা ভূবন্। যদ্বা লোকেঽধুনা অস্পষ্টগুণস্য মে কিমাশ্রয়ঃ স্তবঃ স্যাৎ? অত এব ক্রিয়মাণঃ স্তবঃ অন্যে মদন্যস্য যোজ্যতাং, ন তু মে বিতথাভিধানাপত্তেরিত্যর্থঃ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—অপীচ্যবাচঃ। (অপীচ্যা মধুরা বাগ্ যেষাং তে, হে মধুরভাষিণঃ সূতাদয়ঃ!) তস্মাৎ (মদুক্তকারণাৎ) পরোক্ষে (কালান্তরে, যদা মদ্গুণাঃ প্রখ্যাতা ভবিষ্যন্তি তদা ইত্যর্থঃ) অস্মদুপশ্রুতানি (মদ্গতানি যশাংসি লক্ষ্যীকৃত্য ইত্যর্থঃ) অলং (পর্য্যাপ্তং) স্তোত্রং করিষ্যথ, [নন্থ মহতাং প্রেরণয়ৈব বয়ং সম্প্রত্যেব ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামঃ ইতি চেৎ তত্রাহ—] উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদে সতি (ভগবদ্গুণকীর্ত্তনরূপে কর্ত্তব্যে সতি) সভ্যাঃ (শিষ্টাঃ) জুগুপ্সিতম্ (অর্ব্বাচীনং মাদৃশং) ন স্তবযন্তি (কেনাপি স্তবং ন কুর্ব্বন্তি)॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—হে মধুরভাষি স্তাবকগণ! আমার বাক্যানুসারে তোমরা সময়ান্তরে আমার যশ লক্ষ্য করিয়া যত ইচ্ছা স্তব করিও, পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনরূপ কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে মাদৃশ অর্ব্বাচীনের স্তব করা কোনও শিষ্টজনের অনুমোদিত হইতে পারে না॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মাৎ পরোক্ষে কালান্তরে স্পষ্টেষু গুণেষু সৎসু অস্মাকমুপশ্রুতানি যশাংসি প্রতি স্তোত্রমলমত্যর্থং করিষ্যথ। হে অপীচ্যবাচঃ! মধুরগিরঃ! সভ্যৈঃ প্রেরিতা বয়ং ত্বামেব স্তুম ইতি চেৎ, তত্রাহ। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবাদে কার্য্যে সতি জুগুপ্সিতমর্ব্বাচীনং ন স্তাবযন্তি॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—আত্মনি (স্বস্মিন্) মহদ্গুণান্ (মহতাং গুণান্) কর্ত্তুং (প্রকটয়িতুম্) ঈশঃ (সমর্থঃ) কঃ অসতোঽপি (বর্ত্তমানদশায়াম্ অপ্রকটিতানপি গুণানুদ্দিশ্য ইতি যাবৎ) স্তাবকৈঃ স্তাবযতে? (বুদ্ধিমান্ কোঽপি তথা ন করোতীতি ভাবঃ), অস্য তে অভবিষ্যন্ (যদ্যয়ং শাস্ত্রাভ্যাসমকরিষ্যৎ তদা অস্য মহান্তো গুণাঃ অভবিষ্যন্) ইতি বিপ্রলব্ধঃ (ইত্থমুপহাসেন বিষয়ীকৃতঃ) কুমতিঃ (মন্দবুদ্ধিরেব জনঃ) জনাবহাসং (লোকস্য তাদৃশমুপহাসং) ন বেদ (ন বুধ্যতে)॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—যে কখনও নিজেতে মহতের গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে এমন কোন ব্যক্তি সেই গুণ প্রকাশ করিতে না পারা পর্য্যন্ত স্তাবকের দ্বারা নিজের মিথ্যা প্রশংসা করাইয়া থাকে? 'এ ব্যক্তি যদি শাস্ত্র অভ্যাস করিত তবে ইহার খুব বিদ্যা হইত" ইত্যাদিরূপে উপহসিত হইয়াও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরাই লোকের সেই উপহাস বুঝিতে পারে না॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা।**—নন্থ সম্ভাবিতৈরেব গুণৈরাত্মানং জনঃ স্তাবয়তীতি চেৎ, তত্রাহ। মহতাং গুণানাত্মনি সম্পাদয়িতুং শক্তোঽপি অসতো গুণান্ সম্ভাবনামাত্রেণ কঃ স্তাবয়তে? যদ্বা আদাবেব সতোঽপি কঃ স্তাবয়তে?

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥ ২৫
বয়ন্ত্ববিদিতা লোকে সূতাদ্যাপি বরীমভিঃ।
কর্ম্মভিঃ কথমাত্মানং গাপয়িষ্যাম বালবৎ ॥ ২৬
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

স্বত এব প্রখ্যাতিসিদ্ধেঃ। অন্যস্তু মিথ্যাগুণস্তুতিশ্লাঘী মন্দ ইত্যাহ—ত ইতি। যত্ত্বয়ং শাস্ত্রাভ্যাসাদিকমকরিষ্যৎ, তর্হি তে অস্য বিদ্যাদয়ো গুণা অভবিষ্যন্নিতি ক্রিয়াতিপত্ত্যা বিপ্রলব্ধো জনানামবহাসং ন বেদ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—পরমোদারাঃ (প্রশস্তচেতসো জনাঃ) প্রভবঃ (সমর্থা অপি) বিশ্রুতা অপি (বিখ্যাতা অপি) হ্রীমন্তঃ (লজ্জান্বিতাঃ সন্তঃ) আত্মনঃ স্তোত্রং (স্বস্য প্রশংসাং) বিগর্হিতং পৌরুষং বা (ব্রহ্মহত্যাদিরূপং নিন্দিতং পুরুষকারমিব) জুগুপ্সন্তি হি (নিন্দন্ত্যেব) ২৫

**মূলানুবাদ।**—অত্যন্ত উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ ক্ষমতাশালী এবং খ্যাতিসম্পন্ন হইলেও নিজের প্রশংসা-বাদকে নিন্দিত পুরুষকারের ন্যায় অতি লজ্জিত মনে নিন্দাই করিয়া থাকেন ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ প্রভবোঽপি বিশ্রুতা অপি হ্রীমন্তো জুগুপ্সন্তি। বেতি দৃষ্টান্তে। যথা অতিস্তুতে ক্রিয়মাণায়াং বিগর্হিতং ব্রাহ্মণবধাদি পৌরুষং নিন্দন্তি তথা উচিতামপি স্তুতিং ন সহন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—[হে] সূত! বয়ং তু অদ্যাপি লোকে (জগতি) বরীমভিঃ (অত্র ইকারস্য দীর্ঘত্বমার্ষং, ধর্ম্মিপ্রধানশ্চায়ং প্রয়োগঃ, তথাচ শ্রেষ্ঠত্ববদ্ভিরিত্যর্থঃ) কর্ম্মভিঃ অবিদিতাঃ (খ্যাতিং ন প্রাপ্তাঃ), [অতঃ] বালবৎ (অজ্ঞ ইব) কথম্ আত্মানং গাপয়িষ্যাম। অত্রবিসর্গাভাবশ্ছা/সঃ, মিথ্যাস্তবৈঃ কথং প্রশংসয়িষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥ ২৬
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—হে সূত! আমি এখনও কোন প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মদ্বারা জগতে খ্যাত হইতে পারি নাই, অতএব অনভিজ্ঞের ন্যায় কিরূপে আত্মপ্রশংসা কীর্ত্তন করাইব? ॥ ২৬
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—বরীমভিরিতি দীর্ঘত্বমার্ষম্। ভবিতৃপ্রধানশ্চায়ং নির্দ্দেশঃ। বরিষ্ঠৈঃ কর্ম্মভিরবিদিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে পৃথু রাজধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় প্রভাবগুণে অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার প্রতি বিপুল অনুগ্রহসম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনোজ্ঞ আভরণপ্রদানে, কেহ কেহ বা উত্তম অস্ত্র শস্ত্র প্রদানে পৃথুকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরপ্রভৃতি গগনচারীগণ তাঁহাকে নৃত্য, গীত, বাদ্যপ্রভৃতি নানাবিধ কলাবিদ্যা প্রদান করিলেন। ফলকথা দৈবানুগ্রহে পৃথু সকল প্রকার সম্পদে বিভূষিত হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন বৈতালিক আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে উদ্যত হইল। ইহারা

সমৃদ্ধিশালীব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদের প্রকৃত গুণ থাকুক বা না থাকুক, বর্ণনার ছটায় তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া বৃত্তি পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহাই তাহাদের চিরপ্রসিদ্ধ কার্য্য। এইরূপ স্তুতিবাদে যদিও অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তথাপি সকলে সেরূপ নহেন। যাঁহারা আত্মমর্য্যাদায় অভিজ্ঞ ও তেজস্বী, তাঁহারা প্রায়ই বিনীত হইয়া থাকেন, বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজের গৌরব খ্যাপনে অভিলাষী হ'ন না, আরোপিত প্রশংসাবাদকে নিতান্তই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। মহারাজ পৃথু এই প্রকৃতির লোক ছিলেন, সুতরাং বৈতালিকগণের ভাব বুঝিয়াই তাহাদিগকে তিনি নিষেধ করিলেন এবং কথার ভঙ্গীতে প্রকাশ করিলেন যে, মানবের স্তুতিবাদ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই, কারণ যে ব্যক্তি প্রকৃত গুণবান্ হইতে পারিবে, তাহার খ্যাতি স্বতঃই বিস্তৃত হইবে, তাহার জন্য বৈতালিকের বর্ণনার আবশ্যক হয় না। আর যাঁহারা বর্ণনাকারী তাঁহাদেরই বা মানুষের গুণাগুণ লইয়া বর্ণনায় কতটুকু উপকার হইবে? যিনি সর্ব্বগুণের আকর, সকল মঙ্গলের অধিপতি, সেই বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করাই প্রকৃত কর্ত্তব্য, তাহাতে সত্য রক্ষিত হইবে ও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। অতএব হে বৈতালিক মহোদয়গণ। আমি প্রার্থনা করি, সম্প্রতি আপনারা আমার গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইবেন না, কারণ অদ্যাপি আমি জগতে এমন কোনও কীর্ত্তি প্রদর্শন করিতে পারি নাই, যাহাতে আমি তেমন প্রশংসনীয় হইতে পারি, এ অবস্থায় আপনারা আমার গুণকীর্ত্তন করিলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইব॥ ১১—২৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ॥ ১৫

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

———( :*: )———

## ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

———( :*: )———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং গায়কা মুনিচোদিতাঃ ।

তুষ্টুবুস্তুষ্টমনসস্তদ্বাগমৃতসেবয়া ॥ ১

নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে যো দেববর্য্যোঽবততার মায়য়া ।

বেণাঙ্গজাতস্য চ পৌরুষাণি তে বাচস্পতীনামপি বভ্রমুর্ধিয়ঃ ॥ ২

অথাপ্যুদারশ্রবসঃ পৃথোর্হরেঃ কলাবতারস্য কথামৃতাদৃতাঃ ।

যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ শ্লাঘ্যানি কর্ম্মাণি বয়ং বিতন্মহি ॥ ৩

**অন্বয়ঃ ।**—ইতি ব্রুবাণং ( পূর্ব্বোক্তবাক্যবাদিনং ) নৃপতিং ( পৃথুং ) তদ্বাগমৃতসেবয়া ( তস্য পৃথোঃ বাগেব অমৃতং সেবয়া রসাস্বাদনেন ) তুষ্টমনসঃ ( সন্তুষ্টচিত্তাঃ ) গায়কাঃ ( সূতাদয়ঃ ) মুনিচোদিতাঃ ( মুনিভিঃ প্রেরিতাঃ সন্তঃ ) তুষ্টুবুঃ ( স্তুতবন্তঃ ) ॥ ১

**মূলানুবাদ ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—পৃথু এইপ্রকার বলিলেও বৈতালিকগণ তাঁহার বাক্যরূপ অমৃতসেবনে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহারা মুনিগণের প্রেরণায় স্তব করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১

**অন্বয়ঃ ।**—দেববর্য্যঃ ( দেবশ্রেষ্ঠঃ ) যঃ ( ভবান্ ) মায়য়া অবততার, [ তস্য ] তে ( তব ) মহিমানুবর্ণনে (মাহাত্মকীর্ত্তনে ) বয়ং ন অলং ( ন সমর্থাঃ ), বেণাঙ্গজাতস্য চ ( বেণপুত্রস্যাপি ) তে (তব) পৌরুষাণি (মহিমানঃ) বাচস্পতীনামপি ( বৃহস্পতিপ্রমুখানামপি ) ধিয়ঃ ( বুদ্ধয়ঃ ) বভ্রমুঃ ( ভ্রান্তা বভূবুঃ ) ॥ ২

**মূলানুবাদ ।**—আপনি দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্, মায়াপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিতে আমরা সমর্থ নহি, আপনি যদিও বেণের পুত্র, তাহা হইলেও আপনার এমন অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য যে, তাহা দেখিয়া বৃহস্পতিপ্রভৃতির বুদ্ধিও ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ২

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।**—

ষোড়শে সর্ব্বলোকেশৈঃ সৎকৃতং ভার্য্যায়া যুতম্ । মুনিপ্রযুক্তাঃ সূতাদ্যাঃ স্তুবন্তি স্মেতি বর্ণ্যতে ॥

গায়কাঃ সূতাদয়ঃ ॥ ১ ॥ নালং ন সমর্থাঃ । যো ভবান্ । অবতারেষ্বপ্যস্যাধিক্যমাহুঃ । বেণস্যাঙ্গাজ্জাতস্য তে পৌরুষাণি প্রতি অবিতর্কতয়া ব্রহ্মাদীনামপি ধিয়ো বভ্রমুঃ, কুতঃ পুনর্ব্বয়ং তদ্বর্ণনে সমর্থা ভবেম ? ॥ ২

**অন্বয়ঃ ।**—অথাপি ( অস্মাকং সামর্থ্যাভাবেঽপি ) উদারশ্রবসঃ ( বিপুলকীর্ত্তেঃ ) হরেঃ কলাবতারস্য (অংশাবতারস্বরূপস্য) পৃথোঃ কথামৃতাদৃতাঃ (কথা গুণকথনং, সৈব অমৃতং, তত্র আদৃতাঃ বয়ং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ

এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো লোকং ধর্ম্মেঽনুবর্ত্তয়ন্।
গোপ্তা চ ধর্ম্মসেতূনাং শাস্তা তৎপরিপন্থিনাম্॥ ৪
এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্ত্ত্যেকস্তনৌ তনূঃ।
কালে কালে যথাভাগং লোকযোরুভয়োর্হিতম্॥ ৫

( প্রেরিতাঃ সন্তঃ ) যথোপদেশং ( মুনিগণোপদেশান্ অনতিক্রম্য ) শ্লাঘ্যানি কর্ম্মাণি ( পৃথোঃ প্রশংসনীয়ানি কার্য্যাণি ) বিতন্মহি ( বর্ণনয়া বিস্তারয়ামঃ ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—যদিও আমরা স্তবে অসমর্থ, তথাপি উদারকীর্ত্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবানের অংশাবতারস্বরূপ যে পৃথু, তাঁহার গুণকথারূপ অমৃতের প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ মুনিগণের উপদেশ অনুসারে তদীয় উত্তম কার্য্য-কলাপ বর্ণনা করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—এষঃ ( পৃথুঃ ) ধর্ম্মভৃতাং ( ধার্ম্মিকানাং ) শ্রেষ্ঠঃ, লোকং ধর্ম্মে অনুবর্ত্তয়ন্ ( প্রবর্ত্তয়ন্ ) ধর্ম্ম-সেতূনাং ( ধর্ম্মমর্য্যাদানাং ) গোপ্তা ( রক্ষকঃ ) তৎপরিপন্থিনাং ( ধর্ম্মবিরোধিনাং ) শাস্তা চ ( শাসনকর্ত্তা চ ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—ইনি ( মহারাজ পৃথু ) ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং লোকদিগকে ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন, ইনি ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষক এবং ধর্ম্মবিরোধী ব্যক্তিগণের শাসনকর্ত্তা ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—অথাপি যথাবৎ বর্ণয়িতুমশক্তা অপি কথামৃতে সাদরাঃ, মুনিভিঃ কৃত উপদেশো যোগবলেন হৃদি প্রকাশনং, তমনতিক্রম্য, বিতন্মহি বিস্তারয়ামঃ ॥ ৩।৪

**অন্বয়ঃ।**—এষঃ একো বৈ ( অয়মেক এব ) কালে কালে ( প্রয়োজনানুযায়িসময়ে ) যথাভাগং ( পালনানুরঞ্জনাদিকার্য্যানুসারেণ ) উভয়োর্লোকয়োঃ ( স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ ) হিতং ( যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তনেন বৃষ্ট্যাদিবর্ষণেন চ মঙ্গলং যথা স্যাৎ তথা ) তনৌ ( স্বদেহে ) লোকপালানাম্ ( ইন্দ্রাদীনাং ) তনূঃ ( মূর্ত্তীঃ ) বিভর্ত্তি ( অত্র বর্ত্তমান-সামীপ্যভবিষ্যদর্থে বর্ত্তমানকালপ্রয়োগঃ, তথা চ ধারয়িষ্যতীত্যর্থঃ ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—ইনি এক হইলেও সময়ে সময়ে আবশ্যক মত পালন ও অনুরঞ্জনাদি কার্য্যানুসারে নিজদেহে লোকপালগণের মূর্ত্তি এমনভাবে ধারণ করিবেন, যাহাতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোকের মঙ্গল হইতে পারে ॥ ৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—সূত-মাগধাদি বৈতালিকগণ মহারাজ পৃথুর গুণবাদ কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। যদিও পৃথু স্বীয় অসাধারণ নম্রতাগুণে আত্মপ্রশংসায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, তথাপি তাঁহার মধুর বাক্যালাপে বৈতালিকগণ এতই পরিতৃপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের মনোগত স্তুতির আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু মুনিগণও পৃথুর গুণকীর্ত্তনের জন্য তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা এই মহাপুরুষের স্তব না করিয়া বিরত থাকিতে পারিল না, অন্তরের আবেগে বলিতে আরম্ভ করিল—"মহারাজ! আপনার যে অলৌকিক মহিমা, তাহা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই অংশ, যদিও নিজমায়াপ্রভাবে বেণের অঙ্গে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি আপনার মধ্যে যে অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বিদ্যমান, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা মাদৃশ ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, বৃহস্পতি প্রমুখ দেবগণের পক্ষেও সম্ভবপর নহে। তবে যে আমরা আপনার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কারণ এই যে, আপনার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব অমৃতের ন্যায় প্রীতিকর,

বস্বু কাল উপাদত্তে কালে চায়ং বিমুঞ্চতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রতপন্ সূর্য্যবদ্বিভুঃ ॥ ৬
তিতিক্ষত্যক্রমং বৈণ্য উপর্য্যাক্রামতামপি। ভূতানাং করুণঃ শশ্বদার্ত্তানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্ ॥ ৭
দেবেঽবর্ষত্যসৌ দেবো নরদেববপুর্হরিঃ। কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ প্রজা হ্যেষ রক্ষিষ্যত্যঞ্জসেন্দ্রবৎ ॥ ৮

সে বিষয়ে মুণিগণের নিকট যাহা উপদেশ পাইয়াছি, তদনুসারেই কিছু কীর্ত্তন করিব।" এইরূপ বিনীত মধুর বাক্যে বৈতালিকগণ প্রথমতঃ যে আন্তরিক ভাব বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহাতে পৃথুর নিষেধসত্ত্বেও তাহাদের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোন প্রকার দোষের কারণ রহিল না।

বৈতালিকগণের স্তুতিপ্রকার যাহা মৈত্রেয়মুনি বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই বর্ত্তমান কালবোধক ক্রিয়াপদ আছে, যথা—"এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্ত্ত্যেকস্তনৌ তনূঃ", এখানে "বিভর্ত্তি" এই ক্রিয়া-পদের অর্থ "ধারণ করেন" ইহাই আপাততঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, তবে ক্রমশঃ রাজ্যপ্রতি-পালন করিতে করিতে আবশ্যক অনুসারে সময়ে সময়ে লোকপালগণের মূর্ত্তি "ধারণ করিবেন" অর্থাৎ ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি লোকপালবর্গ যেরূপ বিধান সহকারে বিশ্বের সংরক্ষণ করিয়া থাকেন, পৃথুও আবশ্যক বুঝিয়া সেইরূপ বিধান সহকারে সংরক্ষণ করিবেন, এইরূপ অর্থ হইলেই ভাবের সামঞ্জস্য হয়। সুতরাং মূলের সেই "বিভর্ত্তি" প্রভৃতি ক্রিয়াপদে বুঝিতে হইবে যে, এসকল স্থলে অদূর ভবিষ্যৎকাল অর্থে বর্ত্তমানকাল বোধক বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব ইহাতে এই বুঝা গেল যে—অচিরেই ইনি রাজ্যরক্ষার্থ সেইরূপ বিধান করিবেন। ইহাই স্তুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ১—৫

**অন্বয়ঃ।**—বিভুঃ ( মহিমান্বিতঃ ) অযং (পৃথুঃ) সূর্য্যবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ ( তুল্যব্যবহারী সন্ ) প্রতপন্ ( প্রভাবং বিস্তারযন্ ) কালে বসু উপাদত্তে ( সূর্য্যো যথা শরৎপ্রভৃতিষু ঋতুষু জলম্ আকর্ষয়তি, তথা পৃথুরপি প্রজানাং করপ্রদানসময়ে ধনং গ্রহীষ্যতি ) কালে চ বিমুঞ্চতি ( সূর্য্যো যথা বর্ষাসু পুনর্জলং বৃষ্ট্যাদিরূপেণ প্রত্যর্প-যতি তথা অয়মপি দুর্ভিক্ষাদিকালে প্রজানামুপকারার্থং ধনং সমর্পয়িষ্যতি ) [ পৃথুপক্ষে বর্ত্তমানবিভক্তিপ্রয়োগঃ পূর্ব্ববদ্ ভবিষ্যদর্থে বোধ্যঃ এবম্ উত্তরত্রাপি জ্ঞেযম্ ] ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—অলৌকিক মহিমান্বিত মহারাজ পৃথু সূর্য্যদেবের ন্যায় সকলের প্রতি তুল্যভাবে প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক সময়ে ধন গ্রহণ করিবেন, আবার প্রয়োজন অনুসারে সময়ে তাহা দানও করিবেন ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—সূর্য্যাদিতনুধারণমেবাহ অষ্টভিঃ। বসু ধনং করাদানকালে আদত্তে, দুর্ভিক্ষাদিকালে বিমুঞ্চতি চ। অষ্টৌ মাসান্ সূর্য্যো যথা বসু জলমাদত্তে, বিমুঞ্চতি বর্ষাসু, তদ্বৎ ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—করুণঃ ( করুণাপূর্ণঃ ) বৈণ্যঃ ( পৃথুঃ ) উপরি ( স্বদেহোপরি ) আক্রামতামপি ( যথেচ্ছং চরতামপি ) আর্ত্তানাং ভূতানাং ( দীনানাং জনানাং সম্বন্ধে ) ক্ষিতিবৃত্তিমান্ ( সর্ব্বসহশীলঃ সন্ ) অক্রমং ( তৎকৃতং মর্য্যাদাতিক্রমং ) শশ্বৎ ( সর্ব্বদা ) তিতিক্ষতি ( সহিষ্যতে ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—পৃথু অত্যন্ত দয়ালু; কোন দীন ব্যক্তিও যদি ইহার দেহের উপরও অত্যাচার করে, তবে তাহাতেও ইনি পৃথিবীর ন্যায় সহনশীল হইয়া তাহাদের সেই অত্যাচার সর্ব্বদা সহ্য করিবেন ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা।**—মস্তকে পাদেনাক্রমতামপি আর্ত্তানাং ভূতানাম্ অতিক্রমং সহিষ্যতে। ক্ষিতের্বৃত্তিঃ সর্ব্বসহনং সা বৃত্তির্যস্যাস্তি স তথা ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—এষঃ (পৃথুঃ) পর্জ্জন্যে দেবে অবর্ষতি (বৃষ্টিম্ অকুর্ব্বতি সতি) কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ (কষ্টপ্রাপ্তচিত্তাঃ) প্রজাঃ (জনান্) অঞ্জসা হি ( শীঘ্রমেব ) ইন্দ্রবৎ ( ইন্দ্র ইব ইন্দ্রো যথা বর্ষণং সম্পাদয়তি তথা স্বয়মেব বৃষ্ট্যাদিকং সম্পাদয়ন্ )

আপ্যায়য়ত্যসৌ লোকং বদনামৃতমূর্ত্তিনা। সানুরাগাবলোকেন বিশদস্মিতচারুণা ॥ ৯

অব্যক্তবর্ত্মৈষ নিগূঢ়কার্য্যো গম্ভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ।

অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংবৃতাত্মা ॥ ১০

দুরাসদো দুর্ব্বিষহ আসন্নোঽপি বিদূরবৎ। নৈবাভিভবিতুং শক্যো বেণারণ্যুত্থিতোঽনলঃ ॥ ১১

প্রজাঃ রক্ষিষ্যতি, [ নন্থ মানবোঽপি কথমযং বৃষ্ট্যাদিকং কর্ত্তুং প্রভবেৎ ইত্যত্রাহ ] দেবঃ হরিঃ অসৌ নরদেববপুঃ ( পৃথুরূপরাজমূর্ত্তিসম্পন্নঃ ) ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—দেবতারা বর্ষণ না করিলে যদি প্রজাগণ কষ্টে জীবন ধারণ করিতে থাকে, তবে এই পৃথু অতিশীঘ্রই ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ংই বৃষ্টি সম্পাদন করিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, কারণ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরিই এই রাজমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—দেবে অবর্ষতি এষ কৃচ্ছ্রং গতাঃ প্রাণা যাসাং তাঃ প্রজাঃ স্বয়ং বৃষ্টিং কৃত্বা রক্ষিষ্যতি। তত্র হেতুঃ—অসৌ নরদেববপুর্হরিরিতি ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—অসৌ (পৃথুঃ) সানুরাগাবলোকেন (সপ্রেমদৃষ্টিসম্পন্নেন) বিশদস্মিতচারুণা (বিশদং নির্ম্মলং যৎ স্মিতং মৃদুহাস্যং তেন চারুণা মনোজ্ঞেন) বদনামৃতমূর্ত্তিনা (বদনং মুখমেব অমৃতমূর্ত্তিশ্চন্দ্রঃ তেন,চন্দ্রবৎ আনন্দজনকেন মুখেন ইত্যর্থঃ) লোকং ( বিশ্বম্ ) আপ্যায়যতি ( আনন্দয়িষ্যতি ) ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—ইহাঁর মুখমণ্ডলে প্রীতিপূর্ণ নয়নযুগল ও নির্ম্মল মৃদুহাস্য বিরাজমান, ইনি এই চন্দ্রতুল্য মুখমণ্ডল দ্বারা জগৎ আনন্দিত করিবেন ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—বদনমেবামৃতমূর্ত্তিশ্চন্দ্রস্তেন। সানুরাগোঽবলোকো যস্মিন্ তেন, বিশদং যৎ স্মিতং তেন চারুণা। অত্র চ ক্বচিদ্বর্ত্তমাননির্দ্দেশো বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি, ভূতনির্দ্দেশশ্চাশংসায়াং ভূতবচ্চেতি দ্রষ্টব্যঃ॥৯

**অন্বয়ঃ।**—অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা (অনন্তং মাহাত্ম্যং যস্য সঃ অনন্তমাহাত্ম্যঃ ভগবান্,তস্য গুণৈঃ একং মুখ্যং ধাম তেজো যস্য সঃ,ভগবদ্‌গুণসম্পর্কাৎ সাতিশয়প্রভাবশীল ইত্যর্থঃ) এষ পৃথুঃ প্রচেতা ইব (বরুণ ইব)অব্যক্তবর্ত্মা (ন ব্যক্তং বর্ত্ম পন্থা যস্য সঃ,বরুণঃ কেন পথা জলাদাগচ্ছতি কেন বা তত্র গচ্ছতি এতদ্ যথা ন সুব্যক্তং, তথা অয়ং পৃথুরপি কেন পথা জনানামন্তঃ প্রবেক্ষ্যতি কেন বা ততো নির্গমিষ্যতীতি ন সুব্যক্তং ) নিগূঢ়কার্য্য ( নিগূঢ়ম্ অন্যৈরবিজ্ঞাতং কার্য্যং যস্য সঃ) গম্ভীরবেধাঃ (গম্ভীরং যথা স্যাত্তথা বিধত্তে কর্ম্মাণি সম্পাদযতি যঃ সঃ) উপগুপ্তবিত্তঃ ( উপগুপ্তং সুরক্ষিতং বিত্তং ধনাদিকং যস্য সঃ ) সংবৃতাত্মা ( সংযতচিত্তশ্চ, ভবিষ্যতীতি শেষঃ ) ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—অপার মহিমান্বিত শ্রীভগবানের গুণ ইহাঁতে সংক্রামিত থাকায় ইনি বরুণের ন্যায় বিরাজমান থাকিবেন। ইনি কোন্ পথে লোকের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবেন এবং কোন্ পথে তথা হইতে বহির্গত হইবেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না, ইহাঁর কার্য্যকলাপ সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা কেহ জানিতে পারিবে না। সকল কার্য্যই ইনি গম্ভীরভাবে বিধান করিবেন। ইহার বিত্ত সুরক্ষিত হইবে ও মন অত্যন্ত সংযত হইবে ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—ন ব্যক্তং বর্ত্ম প্রবেশনির্গময়োর্মার্গো যস্য। নিগূঢ়ং নিষ্পত্তেঃ পূর্ব্বমবিজ্ঞাতং কার্য্যং যস্য। তচ্চ কার্য্যং গম্ভীরং কিমর্থমেতৎ কৃতমিতি অন্যৈরজ্ঞাতাভিপ্রায়ং বিধত্ত ইতি তথা। উপগুপ্তং সুরক্ষিতং বিত্তং যস্য। অনন্তমাহাত্ম্যশ্চাসৌ গুণানামেকং ধাম বিস্ফূর্যস্মিন্ সঃ। অনন্তমাহাত্ম্যোপেতা গুণা এব একং ধাম স্থানং যস্যেতি বা। সংবৃতাত্মা সংযতমূর্ত্তিঃ। সমুদ্রচরত্বেন বরুণস্যাপ্যেতে গুণা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ১০

অন্তর্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্ম্মাণি চারণৈঃ । উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্ ॥ ১২
নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেব সুতমাত্মদ্বিষামপি । দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্ম্মপথে স্থিতঃ ॥ ১৩
অস্যাপ্রতিহতং চক্রং পৃথোরামানসাচলাৎ । বর্ত্ততে ভগবানর্কো যাবৎ তপতি গোগণৈঃ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—দুরাসদঃ (দুর্ব্বলৈঃ শত্রুভির্মনসাপি প্রাপ্তুমশক্যঃ) দুর্ব্বিষহঃ (প্রবলৈরপি শত্রুভিঃ সোঢ়ুম্ শক্যঃ) আসন্নোঽপি (সমীপস্থোঽপি) বিদূরবৎ (দূরস্থো যথা নাভিভবিতুং শক্যঃ, অবং সমীপস্থোঽপি তথা ইত্যর্থঃ) বেণারণ্যুত্থিতঃ (বেণ এব অরণিঃ অগ্নিপ্রজ্বালক-কাষ্ঠবিশেষঃ, তস্মাদুত্থিতঃ, তদঙ্গমথনাজ্জাতঃ) অনলঃ (অগ্নিস্বরূপ এব পৃথুঃ) অভিভবিতুং নৈব শক্যঃ ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—অরণি-কাষ্ঠ মথিত করিলে যেমন অনল আবির্ভূত হয়, সেইরূপ বেণের অঙ্গ মথিত করায় অনলস্বরূপ এই পৃথু আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি শত্রুগণের পক্ষে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দুঃসহ, ইঁনি শত্রুদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেও দূরস্থিতের ন্যায় কেহই ইঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—দুরাসদঃ শত্রোর্মনসাপি প্রাপ্তুমশক্যঃ। দুর্ব্বিষহঃ শত্রুভিঃ সোঢ়ুমশক্যঃ, বিদূরবৎ দৌর-বেণাপ্যভিভবিতুমশক্যঃ। বেণ এবারণিস্তস্মাদুত্থিতঃ ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—ভূতানাং (স্বপক্ষপরপক্ষাদীনাং লোকানাং) অন্তর্বহিশ্চ কর্ম্মাণি (গুপ্তাসর্ব্ববিচেষ্টিতানি) চারণৈঃ (গুপ্তচরৈঃ) পশ্যন্ (পর্য্যবেক্ষমাণঃ) [এবঃ] দেহিনাং (প্রাণিনাম্) আত্মা (অন্তর্গতঃ) অধ্যক্ষো বায়ুরিব (সূত্রাত্মস্বরূপো বায়ুরিব) উদাসীন ইব (অনাসক্ত ইব) [স্থাস্যতীতি শেষঃ] ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—ইঁনি গুপ্তচরদ্বারা লোকের অপ্রকাশ্য সকল প্রকার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও প্রাণি-বর্গের অন্তর্গত সূত্রাত্মা নামক বায়ুর ন্যায় উদাসীন অর্থাৎ নির্লিপ্ত ভাবেই অবস্থান করিবেন ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা।**—চারণৈর্গুপ্তভৃত্যৈঃ পশ্যন্নপি স্বস্তুতিনিন্দাদাবুদাসীন ইব বর্ত্তিষ্যতে। যথা দেহিনামধ্যক্ষোঽ-ধিকৃত আত্মভূতো বায়ুঃ সূত্রাত্মা তদ্বৎ ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—ধর্ম্মপথে স্থিতঃ এবঃ (পৃথুঃ) অদণ্ড্যং (দণ্ডদানাযোগ্যম্) আত্মদ্বিষাং সুতমপি (নিজশত্রূণাং পুত্রমপি) ন দণ্ডয়তি (ন দণ্ডয়িষ্যতি) দণ্ড্যং (দণ্ডপ্রদানযোগ্যম্ অপরাধিনমিত্যর্থঃ) আত্মজমপি (স্বপুত্রমপি) দণ্ডয়তি (সমুচিতং দণ্ডয়িষ্যতি) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—ইঁনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে অবস্থান করিবেন। ইঁহার শত্রুপুত্রও যদি দণ্ড পাইবার যোগ্য অপরাধী না হয়, তবে তাহাকে দণ্ড প্রদান করিবেন না, আর নিজের পুত্রও যদি দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য অপরাধ করে তবে তাহাকেও সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মদ্বিষাং সুতমিতি সুতগ্রহণং স্বাত্মজসাম্যার্থম্। ধর্ম্মপথে যমস্য বৃত্তে স্থিতঃ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ অর্কঃ (সূর্য্যঃ) আমানসাচলাৎ (মানসসরোবরসন্নিহিতঃ অচলঃ মানসাচলঃ কৈলাসাদিঃ তম্ অভিব্যাপ্য) যাবৎ (যাবদ্দূরপর্য্যন্তং) গোগণৈঃ (রশ্মিসমূহৈঃ) তপতি (তাপযুক্তং করোতি) [তাবদ্দূরপর্য্যন্তং] অস্য পৃথোঃ চক্রং (রথচক্রম্ আজ্ঞা বা) অপ্রতিহতম্ (অবাধং) বর্ত্ততে (ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী কৈলাসাদি পর্ব্বত ব্যাপিয়া যতদূর পর্য্যন্ত ভগবান্ সূর্য্যদেব নিজরশ্মি দ্বারা তাপ দিয়া থাকেন, এই পৃথুর রথচক্র (অথবা আদেশ) ততদূর পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে স্থান লাভ করিবে ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—চক্রম্ আজ্ঞা, সেনা বা, রথস্য বা চক্রং, মানসাচলমভিব্যাপ্য বর্ত্ততে। কিং পর্য্যন্তমিত্যাহ অর্কো রশ্মিগণৈর্যাবৎ তপতি তাবৎ ॥ ১৪

রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ। অথামুমাহু রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ॥ ১৫

দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ। শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ॥ ১৬

মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামর্দ্ধ ইবাত্মনঃ। প্রজাসু পিতৃবৎ স্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১৭

দেহিনামাত্মবৎ প্রেষ্ঠঃ সুহৃদাং নন্দিবর্দ্ধনঃ। মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গোঽয়ং দণ্ডপাণিরসাধুষু॥ ১৮

অয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ কূটস্থ আত্মা কলয়াবতীর্ণঃ।
যস্মিন্নবিদ্যারচিতং নিরর্থকং পশ্যন্তি নানাত্বমপি প্রতীতম্॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—যৎ (যতঃ) অয়ং (পৃথুঃ) মনোরঞ্জনকৈঃ আত্মবিচেষ্টিতৈঃ (স্বীয়ব্যবহারৈঃ) লোকং রঞ্জয়িষ্যতি (সন্তোষয়িষ্যতি) অথ (তস্মাদ্ধেতোঃ) প্রজাঃ (জনাঃ) অমুং (পৃথুং) রাজানাম্ আহুঃ ("রাজা" ইতি সার্থকনামানং কথয়িষ্যন্তি)॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—যেহেতু ইনি মনোরঞ্জনকারী ব্যবহারগুণে লোকদিগকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিবেন, এজন্য প্রজাগণ ইঁহাকে "রাজা" এই সার্থক নামে অভিহিত করিবেন॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—দৃঢ়ব্রতঃ (কর্ম্মসু অচলাধ্যবসায়সম্পন্নঃ), সত্যসন্ধঃ (সত্যপ্রতিজ্ঞঃ) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণসেবী), বৃদ্ধসেবকঃ (বৃদ্ধানাং সেবাতৎপরঃ), সর্ব্বভূতানাং শরণ্যঃ (আশ্রয়দাতা), মানদঃ (সম্মানকারী চ), দীনবৎসলঃ, [এবংবিধঃ অয়ং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ]॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—ইনি কার্য্যে অটল অধ্যবসায়ী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-ভক্ত, বৃদ্ধজনের সেবাকারী, শরণাগতবৎসল, সর্ব্বলোকের সম্মানবৃদ্ধিকারী ও দীনজনের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইবেন॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা।**—যদ্যস্মাৎ রঞ্জয়িষ্যতি, অথ তস্মান্মনোরঞ্জনৈর্হেতুভিঃ অমুং রাজানমাহুঃ। মনোরঞ্জনকৈরিতি চেষ্টিতবিশেষণং বা॥ ১৫।১৬

**অন্বয়ঃ।**—পরস্ত্রীষু মাতৃভক্তিঃ (মাতরীব ভক্তির্যস্য সঃ), পত্ন্যাং (ভার্য্যায়াম্) আত্মনঃ অর্দ্ধে ইব (প্রীতিমান্ ইতি শেষঃ), প্রজাসু পিতৃবৎ স্নিগ্ধঃ (স্নেহপরায়ণঃ) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদজ্ঞানাং) কিঙ্করঃ (ভৃত্যবৎ সেবাতৎপরঃ, ভবিষ্যতীতি শেষঃ)॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—ইনি পরস্ত্রীর প্রতি মাতার ন্যায় ভক্তি করিবেন, নিজ পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গের ন্যায় ভালবাসিবেন, প্রজাগণের প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহপরায়ণ ও বেদবাদী ব্যক্তিগণের প্রতি ভৃত্যের ন্যায় সেবাতৎপর হইবেন॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—মাতরীব ভক্তির্ভজনং যস্য। আত্মনো দেহস্যার্দ্ধ ইব পত্ন্যাং প্রীতিমান্॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—অয়ং (পৃথুঃ) দেহিনাং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্) আত্মবৎ প্রেষ্ঠঃ (অয়মেষামতিশয়েন প্রিয় ইতি প্রিয়শব্দাৎ "ইষ্ঠ"প্রত্যয়ঃ, প্রিয়তম ইতি তদর্থঃ), সুহৃদাং (বান্ধবানাং) নন্দিবর্দ্ধনঃ (সুখবর্দ্ধনঃ), মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গঃ (মুক্তঃ বিগতঃ সঙ্গঃ বিষয়াসক্তিঃ যেষাং তে মুক্তসঙ্গাঃ বিষয়াসক্তিশূন্যাঃ বিরাগিণ ইত্যর্থঃ, তেষু প্রসঙ্গো যস্য সঃ, বিরাগিজনসঙ্গপরায়ণঃ) অসাধুষু (দুষ্টেষু) দণ্ডপাণিঃ (দণ্ডবিধানকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি শেষঃ)॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—সকল প্রাণী ইঁহাকে প্রাণের ন্যায় ভালবাসিবে, ইঁহার দ্বারা আত্মীয় বান্ধবেরা অত্যন্ত সুখী হইবেন, ইনি সর্ব্বদা বিষয়াসক্তিশূন্য ব্যক্তিগণের সংসর্গ ভালবাসিবেন এবং দুষ্টের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করিবেন॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—নন্দিং সুখং বর্দ্ধয়তীতি তথা। মুক্তসঙ্গেষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যস্য। দণ্ডপাণিরিত্যপরাধানুপেক্ষণমুচ্যতে। নাদণ্ড্যমিত্যত্র তু পক্ষপাতাভাব উক্তঃ॥ ১৮

অয়ং ভুবো মণ্ডলমোদয়াদ্রে-র্গোপ্তৈকবীরো নরদেবনাথঃ।
আস্থায় জৈত্রং রথমাত্তচাপঃ পর্য্যস্যতে দক্ষিণতো যথার্কঃ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—অযং তু ত্র্যধীশঃ ( ত্রয়াণাং গুণানাম্ অধীশঃ ) কূটস্থঃ ( নির্ব্বিকারঃ ) আত্মা (পরমাত্মস্বরূপঃ) ভগবান্ ( শ্রীহরিরেব ) কলয়া ( অংশেন ) অবতীর্ণঃ, যস্মিন্ ( পরমাত্মনি ) সাক্ষাৎ ( প্রত্যক্ষীকৃতে সতি ) অবিদ্যা-রচিতং ( জীবানামজ্ঞানকল্পিতং ) প্রতীতম্ ( অনুভূতমপি ) নানাত্বং ( দেবত্বমনুষ্যত্বাদিপ্রকারভেদং ) নিরর্থকম্ ( অবাস্তবং ) পশ্যন্তি ( জ্ঞানিন ইতি শেষঃ ) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অধীশ্বর নির্ব্বিকার পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরিই স্বীয় অংশদ্বারা এই পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইযাছেন। অজ্ঞানবশতঃ যদিও ইহাঁতে দেবত্ব, মনুষ্যত্বাদি নানাপ্রকার পার্থক্য প্রতীয়মান হয, তথাপি যাঁহারা এই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই সকল জ্ঞানিগণ এই পার্থক্যকে নিতান্ত অপ্রাকৃত বলিযা বুঝিতে পারেন ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—অবস্থিতি তু-শব্দেন নিরুপমত্বং দর্শযতি। কোঽসাবাত্মা, তমাহ। যস্মিন্ প্রতীতমপি নানাত্বমর্থশূন্যং পশ্যন্তি ॥ ১৯

**শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিনী।**—মৈত্রেযমুনি সূত-মাগধাদি বৈতালিকগণের স্তুতিবাদ বর্ণনা দ্বারাই এই অধ্যায শেষ করিযাছেন, তন্মধ্যে কতক অংশ পূর্ব্বপ্রবন্ধে আলোচিত হইযাছে। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে পৃথু লোকরক্ষার্থ কখনও ইন্দ্রের, কখনও চন্দ্রের, কখনও বাযুর, কখনও বরুণের, এইরূপ আবশ্যক অনুযাযী এক এক সমযে এক এক লোকপালের বৃত্তি অর্থাৎ তত্তুল্য কার্য্যকারিত্ব গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি "বহু কাল উপাদত্তে" ইত্যাদি আটটী শ্লোকে ক্রমিক সূর্য্য, ক্ষিতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ও ধর্ম্মরাজের তুল্য কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিযা সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শিত হইযাছে। তারপর ক্রমশঃ পৃথুর অপ্রতিহত প্রভাব, প্রজারঞ্জনোচিত সকলপ্রকার সদ্গুণ, সংযত স্বভাব এবং ইহাঁর প্রতি সকলেই যে প্রাণের ন্যায ভালবাসাযুক্ত হইবে, এই সকল কথা বর্ণিত হইযাছে। বর্ণনাদ্বারা পৃথুর যেরূপ উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইযাছে, তাহা সাধারণ রাজাতে দুর্লভ, সুতরাং পাঠকবর্গের আশঙ্কা হইতে পারে যে, বৈতালিকগণের স্তুতিবাদে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহা যে মিথ্যা হইবে না অর্থাৎ সত্য সত্যই যে পৃথু তাদৃশ অলৌকিক উৎকর্ষযুক্ত হইবেন, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ কি? এজন্য "অযং তু সাক্ষাদ্ ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ" এই শ্লোকাংশে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবানের পূর্ণাবতার, অংশাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি নানাবিধ অবতার আছে। যে অবতারে ভগবান্ স্বীয সর্ব্বশক্তি প্রকাশ করিযা থাকেন, তাহাই পূর্ণাবতার, যেমন শ্রীকৃষ্ণ। আর যে অবতারে শক্তির আংশিক প্রকাশ, তাহা অংশাবতার, যেমন কপিল, পৃথু ইত্যাদি। এই অনাদি অনন্ত বিরাট্ বিশ্বমধ্যে লীলাময ভগবানের লীলারও ইযত্তা নাই, অবতারেরও ইযত্তা নাই, যখন যতটুকু আবশ্যক, তখন ভগবান্ ততটুকু ভাব লইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহার অবতার গ্রহণ (এ সম্বন্ধে এই শ্রীগ্রন্থেরই প্রথম স্কন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা হইযাছে।) যাহা হউক, পৃথু শ্রীভগবানেরই অংশাবতার, সুতরাং তাঁহাতে সেরূপে উৎকর্ষ থাকা সম্ভব না হইবে কেন? ভগবান্ কখনও মনুষ্যরূপে, কখনও বা দেবরূপে, অথবা আবশ্যক মত অন্যান্য কতরূপে অবতার গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নশক্তি-সম্পন্ন নানা, ইহা মনে করিলে চলিবে না। সাধারণ জীব অবিদ্যাবশে যাহাই মনে করুক না কেন, তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ নির্ব্বিকার এক নিত্য পরমাত্মস্বরূপ, ইহা সাধকগণের অবিদিত নহে। সাধনার প্রভাবে যখন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায, তখন আর কোন প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না, বুঝা যায় যে—তিনিই

অস্মৈ নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র বলিং হরিষ্যন্তি সলোকপালাঃ।
মংস্যন্ত এষাং স্ত্রিয় আদিরাজং চক্রায়ুধং তদ্‌যশ উদ্ধরন্ত্যঃ॥ ২১
অয়ং মহীং গাং দুদুহেঽধিরাজঃ প্রজাপতির্বৃত্তিকরঃ প্রজানাম্।
যো লীলযাদ্রীন্ স্বশরাসকোট্যা ভিন্দন্ সমাং গামকরোদ্ যথেন্দ্রঃ॥ ২২
বিস্ফূর্জ্জয়ন্নাজগবং ধনুঃ স্বয়ং যদাচরৎ ক্ষামবিষহ্য আজৌ।
তদা নিলিল্যুর্দিশিদিশ্যসন্তো লাঙ্গূলমুদ্যম্য যথা মৃগেন্দ্রঃ॥ ২৩

সকল, তাঁহার অনন্ত শক্তি, সুতরাং সেই শক্তির আংশিক প্রকাশেও বৈতালিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী উৎকর্ষ কিছুমাত্র অসম্ভব নহে॥ ৬—১৯

**অন্বয়ঃ।**—একবীরঃ ( অদ্বিতীয়বীরঃ ) অয়ং নবদেবনাথঃ (রাজাধিরাজঃ পৃথুঃ) উদয়াদ্রেঃ আ (উদয়াচল পর্য্যন্তং ) ভুবো মণ্ডলং ( ভূমণ্ডলং ) গোপ্তা ( পালয়িষ্যতি ), আত্তচাপঃ ( ধনুর্ধারী সন্ ) জৈত্রং ( জয়শীলং ) রথম্ আস্থায় ( আরুহ্য ) অর্কো যথা ( সূর্য্য ইব ) দক্ষিণতঃ পর্য্যেষ্যতে ( প্রদক্ষিণী করিষ্যতি )॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—এই পৃথু অদ্বিতীয় বীর ও রাজাধিরাজ হইয়া উদয়াচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমণ্ডল রক্ষা করিবেন এবং ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক জয়শীলরথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যদেবের ন্যায় সকল স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইবেন॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—আ উদয়াদ্রেঃ তৎপর্য্যন্তং গোপ্তা গোপায়িষ্যতি। তদর্থং পর্য্যেষ্যতে পর্য্যটিষ্যতি, প্রদক্ষিণীকরিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—অস্মৈ ( তাদৃকপ্রদক্ষিণকারিণে পৃথবে ) তত্র তত্র (যত্রযত্র অয়ং যাস্যতি সর্ব্বেষু তত্তৎস্থানেষু) সলোকপালাঃ (লোকপালবৃন্দৈঃ সহিতাঃ) নৃপালাঃ (রাজানঃ) বলিম্ ( নানাবিধমুপহারং ) হরিষ্যন্তি ( অর্পয়িষ্যন্তি ), এষাং ( তত্তন্নৃপসমূহানাং ) স্ত্রিয়ঃ [ অপি ] তদ্‌যশঃ ( তস্য তাদৃক্‌মহিমশালিনঃ অস্য যশঃ ) উদ্ধরন্ত্যঃ ( কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ সত্যঃ ) আদিরাজম্ ( ইমং পৃথুং ) চক্রায়ুধং ( চক্রধারিণং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমেব ) মংস্যন্তে ( বিবেচয়িষ্যন্তি )॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—ইনি সেই ভাবে পৃথিবী প্রদক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া যেখানে যাইবেন, সেই প্রদেশেই নরপতিগণ লোকপালবর্গ সহ আসিয়া ইহাঁকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিবেন এবং সেই সকল রাজাদিগের পত্নীরাও ইহাঁর যশঃ কীর্ত্তন করিয়া এই আদিরাজ পৃথুকে সাক্ষাৎ চক্রধারী শ্রীহরি বলিয়া মনে করিবেন॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—অধিরাজ ( মহারাজঃ ) প্রজাপতিঃ ( প্রজাপালনরতঃ ) অয়ং ( পৃথুঃ ) প্রজানাং বৃত্তিকরঃ ( জীবিকাসম্পাদনতৎপরঃ সন্ ) গাং ( গোরূপাং ) মহীং ( পৃথিবীং ) দুদুহে (ধোক্ষ্যতি, অত্র "আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং কচিৎ" ইত্যুক্তরীত্যা আত্মনেপদং বোধ্যম্, "আশংসায়াং ভূতবচ্চ" ইত্যনুশাসনবলাচ্চ ভবিষ্যদর্থেঽপি অতীতবদ্‌বিভক্তিপ্রয়োগঃ, বক্ষ্যমাণশ্লোকদ্বয়ং যাবদনয়ৈব রীত্যা অতীতবদ্‌বিভক্তিপ্রয়োগো বোধ্যঃ ) যঃ ( অয়ং ) ইন্দ্রো যথা ( ইন্দ্র ইব ) লীলয়া ( অনায়াসেন ) স্বশরাসকোট্যা ( স্বীয়ধনুরগ্রভাগেন ) অদ্রীন্ ( পর্ব্বতান্ ) ভিন্দন্ ( বিদারয়ন্ ) গাং ( মহীং ) সমাং (বন্ধুরতাশূন্যাম্ ) অকরোৎ ( করিষ্যতি )॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—ইনি প্রজাপালনতৎপর রাজাধিরাজ হইয়া প্রজাদের জীবিকাবিধানার্থ গোরূপধারিণী পৃথিবীকে দোহন করিবেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে নিজ ধনুকের অগ্রভাগদ্বারা পর্ব্বত সকল ভগ্ন করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিয়া দিবেন॥ ২২

এষোঽশ্বমেধান্ শতমাজহার সরস্বতী প্রাদুরভাবি যত্র।
অহারষীদ্ যস্য হয়ং পুরন্দরঃ শতক্রতুশ্চরমে বর্ত্তমানে ॥ ২৪
এষ স্বসদ্মোপবনে সমেত্য সনৎকুমারং ভগবন্তমেকম্।
আরাধ্য ভক্ত্যালভতামলং তজ্‌জ্ঞানং যতো ব্রহ্ম পরং বিদন্তি ॥ ২৫
তত্র তত্র গিরস্তাস্তা ইতি বিশ্রুতবিক্রমঃ।
শ্রোষ্যত্যাত্মাশ্রিতা গাথাঃ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—অংশ তথা প্রদক্ষিণং কুর্ব্বতে। সংস্যন্ত জ্ঞাস্যন্তি। তস্য যশ উদ্ধরন্ত্যঃ উদাহরন্ত্যঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ ॥ ২১ ॥ ইন্দ্র ইব অদ্রীন্ ভিন্দন্ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—লাঙ্গূলম্ উদ্যম্য) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) যথা (চরতি, তথা ইতি শেষঃ) স্বয়ম্ (অসৌ পৃথুঃ) যদা (যস্মিন্ সময়ে) আজগবং ধনুঃ (অজশ্চ গৌশ্চ তয়োঃ অস্থিশিরাপ্রভৃতিভিঃ কৃতং ধনুঃ) বিস্ফূর্জ্জয়ন্ (টঙ্কারয়ন্) ক্ষ্মাং (পৃথিবীম্) অচরৎ (বিচরিষ্যতি) তদা অসন্তঃ (অসাধুলোকাঃ) আজৌ (যুদ্ধে) অবিষহ্য (অস্য তেজঃ সোঢ়ুমসমর্থাঃ সন্তঃ) দিশি দিশি নিলিল্যুঃ (নিলীনা ভবিষ্যন্তি, পলায়িষ্যন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—সিংহ যেমন লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ ইনিও যখন আজগব ধনু (ছাগল ও গরুর অস্থি, শিরা প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মিত ধনু) শব্দান্বিত করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন, তখন দুষ্টলোকেরা যুদ্ধে ইহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে থাকিবে ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—লাঙ্গূলমুদ্যম্য উন্নময্য যথা মৃগেন্দ্রশ্চরতি তথা ধনুর্বিস্ফূর্জ্জয়ন্ যদা ক্ষ্মামচরৎ ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—এষঃ (পৃথুঃ) শতম্ অশ্বমেধান্ আজহার (অনুষ্ঠাস্যতি) যত্র (যস্মিন্নশ্বমেধযজ্ঞে) সরস্বতী প্রাদুরভাবি (অনেনৈব প্রাদুর্ভাবিতা ভবিষ্যতি), চরমে (অন্তিমে যজ্ঞে) বর্ত্তমানে (প্রবর্ত্তমানে সতি) শতক্রতুঃ (এতেন শতাশ্বমেধসম্পাদনে তৎপদাধিকারশঙ্কা সূচিতা) পুরন্দরঃ (ইন্দ্রঃ) যস্য (অমুষ্য পৃথোঃ) হয়ং (যজ্ঞীয়ম্ অশ্বম্) অহারষীৎ (অত্র "র"কারস্য অকারান্তত্বেন পাঠঃ ছান্দসঃ অহার্ষীৎ-হরিষ্যতীতি তদর্থঃ) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—ইনি শত সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন এবং সেই যজ্ঞে সরস্বতী দেবীকে আবির্ভূত করিবেন। সেই যজ্ঞের শেষটী যখন প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন ইন্দ্র ইহার অশ্ব অপহরণ করিবেন ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—এষঃ (তথাপহৃতযজ্ঞীয়াশ্বঃ অয়ং পৃথুঃ) স্বসদ্মোপবনে (স্বস্য সদ্ম ভবনং, তৎসন্নিহিতং যদুপবনং তত্র) সমেত্য (গত্বা) একং (কেবলং) ভগবন্তং সনৎকুমারম্ ভক্ত্যা আরাধ্য তজ্‌জ্ঞানং (তথাবিধং জ্ঞানম্) অলং (পর্য্যাপ্তং) লভতাং (লপ্স্যতে, অত্র লোট্‌প্রয়োগ আর্ষঃ) যতঃ (যস্মাজ্‌জ্ঞানাৎ) পরং ব্রহ্ম বিদন্তি (জানন্তি) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—(অনন্তর) ইনি নিজবাটীর নিকটবর্ত্তী উপবনে গমন করিয়া ভক্তিভরে একমাত্র ভগবান্ সনৎকুমারের আরাধনা করিয়া এমন প্রভূত জ্ঞান লাভ করিবেন, যে-জ্ঞানবলে সাধকেরা পরব্রহ্ম অবগত হইয়া থাকেন ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—সরস্বতী যত্র প্রাদুরভাবি প্রাদুর্ভূতা, কর্ম্মকর্ত্তরি চিণ্, তত্রাহার্ষীৎ ॥ ২৪।২৫

**অন্বয়ঃ।**—পৃথুপরাক্রমঃ (প্রবলপরাক্রমশালী) পৃথুঃ ইতি (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) বিশ্রুতবিক্রমঃ (বিখ্যাত-প্রভাবঃ সন্) তত্র তত্র (নানাদিগ্‌দেশেষু) তাস্তাঃ গিরঃ (জনৈঃ কথিতানি প্রশংসাবাক্যানি) আত্মাশ্রিতাঃ গাথাঃ স্বসম্বন্ধিনঃ (গৌরবপ্রবন্ধাদীংশ্চ) শ্রোষ্যতি (আকর্ণয়িষ্যতি) ॥ ২৬

দিশো বিজিত্যাপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ স্বতেজসোৎপাটিতলোকশল্যঃ।
সুরাসুরেন্দ্রৈরুপগীযমানমহানুভাবো ভবিতা পতির্ভুবঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পৃথুস্তবো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

**মূলানুবাদ।**—প্রবলপরাক্রমশালী পৃথুর প্রভাব এইরূপে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলে ইঁনি নানাস্থানে লোকমুখে স্বীয় প্রশংসাবাদ ও কীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করিবেন ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—বিশ্রুতা বিক্রমা যস্য। গাথাশ্চ প্রবন্ধান্ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—অপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ ( অব্যাহতাজ্ঞঃ, অবাধরথচক্রো বা ) [অযং পৃথুঃ] স্বতেজসা (নিজপ্রভাবেণ) দিশো বিজিত্য ( দিঙ্মণ্ডলানি জিত্বা ) উৎপাটিতলোকশল্যঃ ( দূরীকৃতসকললোকদুঃখঃ সন্ ) সুরাসুরেন্দ্রৈঃ (দেবশ্রেষ্ঠৈঃ দানবশ্রেষ্ঠৈশ্চ ) উপগীযমানমহানুভাবঃ ( উপগীযমাণঃ কীর্ত্ত্যমানঃ মহান্ অনুভাবঃ মহিমা যস্য সঃ তথাবিধঃ) ভুবঃ পতিঃ ( পৃথিব্যাঃ পালকঃ, রাজেতি যাবৎ ) ভবিতা ( ভবিষ্যতি ) ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে ষোডশোঽধ্যাযঃ ॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—ইঁহার আদেশ বা রথচক্র কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হইবে না, ইনি নিজপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল জয় করিয়া লোকের সকল প্রকার দুঃখরূপ শল্য দূর করিয়া এমন উত্তম নরপতি হইবেন যে, প্রধান প্রধান দেবতা ও দানবগণ সকলেই ইহার বিপুল মহিমা কীর্ত্তন করিবে ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে ষোডশোধ্যাযঃ ॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা।**—উপগীযমানো মহানুভাবো যস্য ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকাযাং চতুর্থস্কন্ধে ষোডশোঽধ্যাযঃ ॥ ১৬

**শ্রীভাগবতভাষ্যভবর্দ্ধিনী।**—সূতমাগধ প্রভৃতি বৈতালিকগণ কর্ত্তৃক পৃথুর স্তুতিবাদেই মৈত্রেয়মুনি বর্ত্তমান অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। স্তুতিবাদের প্রারম্ভেই বৈতালিকগণ বলিলেন,—"নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে" "মহারাজ। আমরা আপনার মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি", তবে "যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাং, শ্লাঘ্যানি কর্ম্মাণি বয়ং বিতন্মহি" "মুনিগণের নিকট যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তদনুসারে আপনার প্রশংসনীয় কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি"। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে ত্রিকালদর্শী মুনিগণ ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে পৃথুর যেরূপ গুণগৌরবময় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাই বৈতালিকগণকে উপদেশ দিযা তাহাদের দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, সুতরাং পৃথু যে শ্রীভগবানের অংশাবতার বলিয়া পূর্ব্বপ্রবন্ধে আলোচনা করা হইযাছে এবং ভবিষ্যতে তিনি যেরূপ প্রভাব বিস্তার ও যাগাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ অসাধারণ খ্যাতিশালী রাজা হইবেন বলিয়া বৈতালিকগণ স্তব করিলেন, তাহা সমস্তই মুনিগণের যোগজ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষীকৃত, অতএব ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত বা বৈতালিক-বৃত্তিসুলভ কল্পনাপ্রসূত কিছুই নাই। পৃথুর সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইযাছে, তাহার সকলই ধ্রুব সত্য বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। এই প্রাচীনতম শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি পৃথুর কীর্ত্তিকলাপ পরম সমাদরে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রজাপালনের জন্য পৃথু যে পৃথিবীদোহন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিযাছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অতি আশ্চর্য্য, এ

সকল বিষয় বর্ত্তমান অধ্যায়ে বৈতালিকগণের স্তুতিপ্রসঙ্গে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, ইহার পর আবার বিদুরের প্রশ্নক্রমে কয়েকটী অধ্যায়ে মৈত্রেয়মুনি ইহা বিশেষভাবে বর্ণনা করিবেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বিষয়গুলি সেই সেই স্থলেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে ॥ ২০—২৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—:•:—

## সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং স ভগবান্ বৈণ্যঃ খ্যাপিতো গুণকর্ম্মভিঃ।
ছন্দযামাস তান্ কামৈঃ প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১
ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্ ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ।
পৌরান্ জানপদান্ শ্রেণীঃ প্রকৃতীঃ সমপূজয়ৎ ॥ ২

**অন্বয়ঃ**।—স ভগবান্ বৈণ্যঃ (বেণাঙ্গজঃ পৃথুঃ) এবং (প্রাগুক্তরূপেন) গুণকর্ম্মভিঃ খ্যাপিতঃ (খ্যাতিং প্রাপিতঃ সন্) তান্ (স্তাবকান্ সূতমাগধাদীন্) প্রতিপূজ্য অভিনন্দ্য চ কামৈঃ (তেষামাশানুরূপপুরস্কারাদিপ্রদানৈঃ) ছন্দয়ামাস (সন্তোষযামাস) ॥ ১

**মূলানুবাদ**।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—বেণপুত্র ভগবান্ পৃথু এইরূপে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা প্রশংসিত হইয়া সেই সূত-মাগধাদি স্তাবকগণকে সমুচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের আশানুরূপ পারিতোষিকাদি দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**।—

ততঃ সপ্তদশে লোক ক্ষুধাং প্রশময়ন্ পৃথুঃ। গ্রস্তবীজাং মহীং হন্তুং যত্তো ভীত্যা তয়া স্তুতঃ ॥

ছন্দয়ামাস তোষিতবান্ ॥ ১

**অন্বয়ঃ**।—ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্, ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ (ভৃত্যান্, মন্ত্রিণঃ, পুরোহিতাংশ্চ), পৌরান্ (পুরবাসিনো জনান্), জানপদান্ (জনপদবাসিনঃ), শ্রেণীঃ (তৈলিক-তাম্বুলিকাদীন্) প্রকৃতীঃ (আজ্ঞানুবর্ত্তিনো জনাংশ্চ) [ পৃথুঃ ] সমপূজয়ৎ (যথোচিতদানসম্ভাষণাদিভিরভিনন্দিতবান্) ॥ ২

**মূলানুবাদ**।—(এবং) ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়, ভৃত্য, মন্ত্রী, পুরোহিত, পুরবাসী, নগরবাসী, তৈলিক-তাম্বূলিক প্রভৃতি ও অন্যান্য আজ্ঞানুবর্ত্তী লোক, সকলকেই তিনি (যথোচিত পুরস্কারাদি দ্বারা) অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ॥ ২

**শ্রীধরটীকা**।—ভৃত্যান্ অমাত্যান্ পুরোধসঃ পুরোহিতাংশ্চ। শ্রেণীঃ তৈলিকতাম্বূলিকাদীন্ পৌরবিশেষান্। প্রকৃতীর্নিয়োগিনঃ ॥ ২

শ্রীবিদুর উবাচ।

কস্মাদ্দধার গোরূপং ধরিত্রী বহুরূপিণী। যাং দুদোহ পৃথুস্তত্র কো বৎসো দোহনঞ্চ কিম্ ॥ ৩
প্রকৃত্যা বিষমা দেবী কৃতা তেন সমা কথম্। তস্য মেধ্যং হয়ং দেবঃ কস্য হেতোরপাহরৎ ॥ ৪
সনৎকুমারাদ্ভগবতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ। লব্ধ্বা জ্ঞানং সবিজ্ঞানং রাজর্ষিঃ কাং গতিং গতঃ ॥৫
যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবেদ্ভগবতঃ প্রভোঃ। শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্ব্বদেহকথাশ্রয়ম্ ॥ ৬
ভক্তায় মেঽনুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ। বক্তুমর্হসি যোঽদুহ্যদ্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—বহুরূপিণী (নানারূপধারণসমর্থা) ধরিত্রী (পৃথিবী) কস্মাৎ (কুতঃ কারণাৎ) গোরূপং দধার? যাং (গোরূপধারিণীং) পৃথুঃ দুদোহ, তত্র (দোহনকর্ম্মণি) বৎসঃ কঃ? দোহনঞ্চ (পাত্রঞ্চ) কিং (বভূব ইতি শেষঃ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—শ্রীবিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—যাঁহাকে পৃথু দোহন করিয়াছিলেন, নানাপ্রকার মূর্ত্তিধারণে সমর্থা সেই পৃথিবী 'গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন কেন? আর সেই দোহনব্যাপারে কে বৎস হইয়াছিল এবং দোহনের পাত্রই বা কি হইয়াছিল? ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—দেবী (পৃথিবী) প্রকৃত্যা (স্বভাবত এব) বিষমা (উন্নতাবনতা), তেন (পৃথুনা) কথং সমা কৃতা? দেবঃ (ইন্দ্রঃ) তস্য (পৃথোঃ) মেধ্যং (যজ্ঞীয়ং) হয়ম্ (অশ্বং) কস্য হেতোঃ (কথম্) উপাহরৎ (অপহৃতবান্?) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—পৃথিবীদেবী স্বভাবতঃই উন্নতবানতা, পৃথু তাঁহাকে কিরূপে সমান করিলেন? আর তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বই বা ইন্দ্র অপহরণ করিয়াছিলেন কেন? ৪

**শ্রীধরটীকা।**—দোহনং পাত্রম্ ॥ ৩ ॥ মেধ্যং যজ্ঞার্হম্ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ব্রহ্মন্! (ব্রহ্মজ্ঞ মৈত্রেয়!) ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ (ব্রহ্মবিৎসু ব্রহ্মজ্ঞেষু মধ্যে উত্তমাৎ শ্রেষ্ঠাৎ) ভগবতঃ সনৎকুমারাৎ সবিজ্ঞানং জ্ঞানং লব্ধ্বা (সাক্ষাৎকারাত্মকেশ্বরজ্ঞানেন সহ তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্য) রাজর্ষিঃ (পৃথুঃ) কাং গতিং গতঃ (কীদৃশীং পরিণতিং লব্ধবান্?) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—হে ব্রহ্মজ্ঞ মুনিবর! ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট হইতে জ্ঞান ও ঈশ্বরানুভূতি লাভ করিয়া রাজর্ষি পৃথু কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ৫

**শ্রীধরটীকা।**—সবিজ্ঞানম্ অপরোক্ষজ্ঞানসহিতম্ ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—যঃ (ভগবান্) বৈণ্যরূপেণ (পৃথুরূপেণ) ইমাং গাং (পৃথিবীম্) অদুহৎ (আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ, দুগ্ধবানিত্যর্থঃ) [তস্য] সুশ্রবসঃ (পুণ্যকীর্ত্তেঃ) প্রভোঃ (প্রভাবশালিনঃ) ভগবতঃ কৃষ্ণস্য পূর্ব্বদেহ-কথাশ্রয়ং (পূর্ব্বদেহঃ পৃথ্বতারঃ, তৎকথাশ্রয়ং তদীয়বৃত্তান্তসম্বন্ধীয়ম্) অন্যচ্চাপি যৎ পুণ্যং (পবিত্রং) শ্রবঃ (যশঃ) ভবেৎ, [তৎ সর্ব্বং] তব চ অধোক্ষজস্য চ (শ্রীকৃষ্ণস্য চ) ভক্তায় অনুরক্তায় চ [মহ্যং] বক্তুম্ অর্হসি ॥ ৬।৭

**মূলানুবাদ।**—যে ভগবান্ পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথু-অবতার সম্বন্ধীয় আরও যে সকল পবিত্র কীর্ত্তিকথা আছে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন, আমি আপনার ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তি ও অনুরাগ সম্পন্ন ॥ ৬।৭

**শ্রীধরটীকা।**—পূর্ব্বদেহঃ পৃথ্বতারঃ, তৎকথাশ্রয়ম্। শ্রবো যশঃ ॥ ৬ ॥ অদুহৎ দুগ্ধবান্ ॥ ৭।৮

শ্রীসূত উবাচ।

চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি।
প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

যদাভিষিক্তঃ পৃথুরঙ্গ বিপ্রৈরামন্ত্রিতো জনতায়াশ্চ পালঃ।
প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্ ॥৯

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহামুনি মৈত্রেয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে সূত-মাগধাদির স্তুতিবাদ অবলম্বনে পৃথুর যে সকল বৃত্তান্ত বিদুরের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এবং এই অধ্যায়ের প্রথম দুইটি শ্লোকে পৃথুর যে সার্ব্বজনীন অভ্যর্থনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, এই সকল বিষয় বিদুর মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছেন। পৃথু ভগবানের অংশাবতার, তাঁহার উপাখ্যানে শ্রীভগবানেরই অপূর্ব্ব লীলারহস্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আবার মৈত্রেয়ের ন্যায় মহাপ্রজ্ঞ উদার বক্তা, ইহাতে বিদুরের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না। তিনি যত শুনিতেছেন, ততই শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িতেছে, বিশেষতঃ ভক্তের প্রাণে ভগবানের কথাসম্পর্কে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সকল তথ্য ভাল করিয়া না বুঝা পর্য্যন্ত শান্তি হইতে পারে না, এইজন্য পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের মধ্যে বিদুর আবার কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিবর। পৃথিবীদেবী গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন কেন? আর তিনি ত নানাবিধ পর্ব্বত ও খাত প্রভৃতি দ্বারা কোথাও উন্নত কোথাও বা অবনত, ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক স্বরূপ, অথচ পৃথু যে তাঁহাকে সম অবস্থায় পরিণত করিয়াছিলেন, ইহা কোন্ প্রয়োজনে বা কিরূপে সাধিত হইয়াছিল? ইন্দ্র পৃথুর যজ্ঞীয় অশ্ব যে হরণ করিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি? আর সনৎকুমারের আরাধনা করিয়া পৃথু যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বা তাঁহার কিরূপ ফলোদয় হইয়াছিল? এই সকল বিষয় এবং ইহা ছাড়াও পৃথু-অবতারে আরও যে সকল পবিত্র কীর্ত্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় আমার নিকট বর্ণনা করুন, আমি শ্রীভগবানের প্রতি এবং আপনার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনার মুখে ভগবৎকথা-রহস্য শুনিলে প্রাণে বড়ই শান্তি পাইব" ॥ ১—৭

**অন্বয়ঃ।**—বিদুরেণ বাসুদেবকথাং প্রতি (ভগবৎকথাবিষয়ে) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) চোদিতঃ (তদীয়রহস্যকীর্ত্তনায় ব্যাপারিতঃ) মৈত্রেয়ঃ প্রীতমনাঃ (আনন্দিতচিত্তঃ সন্) তং (বিদুরং) প্রশস্য (ত্বয়া সাধু জিজ্ঞাসিতমিত্যাদিরূপেণ অভিনন্দ্য) প্রত্যভাষত (প্রত্যুত্তরং দত্তবান্) ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—শ্রীসূত কহিলেন—ভগবৎকথাসম্বন্ধে বিদুর এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় মৈত্রেয় অতি আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—অঙ্গ। (হে বিদুর।) যদা (যস্মিন্ সময়ে) পৃথুঃ বিপ্রৈঃ (মুনিভিঃ) অভিষিক্তঃ (রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিতঃ) জনতায়াঃ পালঃ (ত্বং জনসমূহস্য পালক ইতি) আমন্ত্রিতশ্চ (বিজ্ঞাপিতশ্চ), [তদা] নিরন্নে (দুর্ভিক্ষময়ে) ক্ষিতিপৃষ্ঠে (পৃথিবীমণ্ডলে) ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ (ক্ষুধাকাতরশরীরাঃ) প্রজাঃ এত্য (পৃথোঃ সমীপে আগত্য) পতিং (পৃথুম্) অভ্যবোচন্ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—বৎস বিদুর। মুনিগণ যখন পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন যে, তুমিই এই জনগণকে প্রতিপালন করিবে, তখন ভূমণ্ডলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় প্রজাগণ ক্ষুধায় কাতর দেহে আসিয়া পৃথুকে বলিল— ॥ ৯

বয়ং রাজন্ জাঠরেণাভিতপ্তা যথাগ্নিনা কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ ।
ত্বামদ্য যাতাঃ শরণং শরণ্যং যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতির্নঃ ॥ ১০

তন্নো ভবানীহতু রাতবেঽন্নং ক্ষুধার্দ্দিতানাং নরদেবদেব ।
যাবন্ন নঙ্ক্ষ্যামহ উজ্‌ঝিতোর্জ্জা বার্ত্তাপতিস্ত্বং কিল লোকপালঃ ॥ ১১

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

পৃথুঃ প্রজানাং করুণং নিশম্য পরিদেবিতম্ ।
দীর্ঘং দধ্যৌ কুরুশ্রেষ্ঠ নিমিত্তং সোঽন্বপদ্যত ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা ।**—জনতায়াস্থং পাল ইত্যামন্ত্রিতো নিযুক্তঃ । তদা নিরন্নে ক্ষিতিতলে সতি, ক্ষুধা ক্ষামা ক্ষীণা দেহা যাসাং তাঃ প্রজা এত্য পতিং পৃথুমব্রুবন্ ॥ ৯

**অন্বয়ঃ ।**—[ হে ] রাজন্ ! বৃক্ষাঃ কোটরস্থেন অগ্নিনা যথা অভিতপ্তাঃ ( সন্তপ্তা ভবন্তি, তথা ) বয়ং জাঠরেণ ( জঠরানলেন ) অভিতপ্তাঃ ( দগ্ধপ্রায়াঃ সন্তঃ ) অদ্য ( সম্প্রতি ) শরণ্যং ( শরণাগতপালকং ) ত্বাং শরণং যাতাঃ ( রক্ষাকর্ত্তারমুপস্থিতাঃ ) যঃ ( ত্বং ) নঃ ( অস্মাকং ) বৃত্তিকরঃ ( জীবিকাসম্পাদকঃ ) পতিঃ ( পালকং ) সাধিতঃ ( মুনিভিঃ বেণাঙ্গমথনেনোৎপাদিতঃ ) ॥ ১০

**মূলানুবাদ ।**—হে মহারাজ ! কোটরস্থ অগ্নিদ্বারা বৃক্ষগণ যেমন দগ্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ জঠরানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সম্প্রতি আপনার নিকট শরণাগত হইতেছি । আপনি শরণাগতবৎসল এবং মুনিগণ আমাদের জীবিকাদি ব্যবস্থার জন্য আপনাকেই বেণরাজার দেহ মন্থন করিয়া পালকরূপে উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা ।**—জাঠরেণাগ্নিনাভিতপ্তাঃ । যঃ সাধিতঃ বিপ্রৈর্মন্থনেন সম্পাদিতঃ, তং ত্বাং শরণং যাতাঃ ॥ ১০

**অন্বয়ঃ ।**—[ হে ] নরদেবদেব ! ( নরপতিশ্রেষ্ঠ ! ) তৎ ( তস্মাদ্ধেতোঃ ) উজ্‌ঝিতোর্জ্জাঃ ( নিরন্নাঃ, ভক্ষ্যসংস্থানশূন্যা ইতি যাবৎ ) [ বয়ং ] যাবৎ ন নঙ্ক্ষ্যামহে ( বিনাশং ন প্রাপ্স্যামঃ ) [ তাবৎ ] ভবান্ ক্ষুধার্দ্দিতানাং ( ক্ষুধাকাতরাণাং ) নঃ ( অস্মাকং সম্বন্ধে ) অন্নং রাতবে ( দাতুম্ ) ঈহতু ( পরিশ্রমদর্শং, যত্নং করোতু ), লোকপালঃ ( রাজ্যপ্রতিপালকঃ ) ত্বং কিল ( ত্বমেব ) বার্ত্তাপতিঃ ( প্রজানাং জীবিকাকর্ত্তা ) ॥ ১১

**মূলানুবাদ ।**—অতএব মহারাজ ! আমরা নিরন্ন হইয়া যাবৎ মৃত্যুমুখে পতিত না হই, তাবৎকাল মধ্যে আপনি এই ক্ষুধার্ত্ত আমাদিগের জন্য অন্নপ্রদান করিতে চেষ্টা করুন । আপনিই রাজ্যের রক্ষক এবং আমাদের জীবিকা সম্পাদনের কর্ত্তা ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা ।**—তৎ তস্মাৎ নোঽস্মাকম্ অন্নং রাতবে রাতুং দাতুম্ ঈহতাং যত্নং করোতু । উজ্‌ঝিতোর্জ্জাস্ত্যক্তান্নাঃ সন্তঃ । বার্ত্তায়াঃ জীবিকায়াঃ পতিঃ ॥ ১১

**অন্বয়ঃ ।**—[ হে ] কুরুশ্রেষ্ঠ ! বিদুর ! ) পৃথুঃ প্রজানাং করুণং ( কাতরতাপূর্ণং ) পরিদেবিতং (বিলাপং) নিশম্য ( শ্রুত্বা ) দীর্ঘং ( সুচিরং ) দধ্যৌ ( চিন্তিতবান্ ), সঃ ( তাদৃক্‌চিন্তাপরায়ণঃ সন্ ) নিমিত্তং ( প্রজানাং তথাবিধদুঃখস্য কারণম্ ) অন্বপদ্যত ( জ্ঞাতবান্ ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন— হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর ! পৃথু প্রজাদিগের এইরূপ কাতর বিলাপ শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, তাহাতে তিনি উহার ( প্রজাদিগের তাদৃশ দুঃখের ) কারণ অবগত হইতে পারিলেন ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা ।**—পরিদেবিতং বিলাপম্ । নিমিত্তং হেতুম্ অন্বপদ্যত জ্ঞাতবান্ ॥ ১২

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা প্রগৃহীতশরাসনঃ। সন্দধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা ॥ ১৩
প্রবেপমানা ধরণী নিশাম্যোদায়ুধঞ্চ তম্। গৌঃ সত্যপাদ্রবদ্ভীতা মৃগীব মৃগয়ুদ্রুতা ॥ ১৪
তামন্বধাবৎ তদ্বৈণ্যঃ কুপিতোঽত্যরুণেক্ষণঃ। শরং ধনুষি সন্ধায় যত্র যত্র পলায়তে ॥ ১৫

সা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ।
ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শানূদ্যতায়ুধম্ ॥ ১৬
লোকে নাবিন্দত ত্রাণং বৈণ্যান্মৃত্যোরিব প্রজাঃ।
ত্রস্তা তদা নিবৃবৃতে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ**।—বুদ্ধ্যা ( ধ্যানপূর্ব্বক নিমিত্তজ্ঞানেন ) ইতি ব্যবসিতঃ (পৃথিব্যা এব ওষধিবীজানি গ্রস্তানীতি-শস্যসমৃদ্ধেরভাবাৎ প্রজানামিয়ং দুরবস্থা জাতেতি নিশ্চিতবান্ ) [ পৃথুঃ ] ভূমেঃ (ভূমিং প্রতি) ক্রুদ্ধঃ (কথং মমাপি রাজত্বে পৃথিবী এবং করোতীতি কুপিতঃ সন্ ) ত্রিপুরহা যথা ( ত্রিপুরারিরিব ) প্রগৃহীতশরাসনঃ ( ধনুর্দ্ধারী সন্ ) বিশিখং ( বাণং ) সন্দধে ( যোজিতবান্ ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ**।—পৃথু ধ্যানবলে কারণ জানিতে পারায় স্থির করিলেন যে—পৃথিবীই সকল শস্যাদির বীজ গ্রাস করিয়াছেন, এইজন্য শস্য উৎপন্ন হইতে না পারায় প্রজাদের দুর্দ্দশা উপস্থিত, সুতরাং তিনি পৃথিবীর প্রতি কুপিত হইয়া ত্রিপুরারি মহাদেবের ন্যায় ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহাতে বাণ যোজনা করিলেন ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা**।—পৃথিব্যা ওষধিবীজানি গ্রস্তানি ইতি ব্যবসিতো নিশ্চিতবান্ সন্ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ**।—ধরণী চ ( পৃথ্বী দেবী চ ) তং ( পৃথুম্ ) উদায়ুধম্ ( উদ্যতম্ আয়ুধং ধনুঃ যেন তং তথাবিধং ) নিশাম্য ( দৃষ্ট্বা ) ভীতা গৌঃ সতী ( গোরূপা সতী ) মৃগয়ুদ্রুতাঃ ( ব্যাধানুগতা ) মৃগীব প্রবেপমানা ( কম্পান্বিত-কলেবরা ) অপাদ্রবৎ ( পলায়নতৎপরা বভূব ) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ**।—পৃথু ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া পৃথিবীদেবীও ভীত হইয়া গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্যাধ কর্তৃক তাড়িত হরিণীর ন্যায় কম্পিতকলেবরে পলায়নতৎপরা হইলেন ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ**।—তৎ ( তদা ) বৈণ্যঃ ( পৃথুঃ ) কুপিতঃ ( ক্রুদ্ধঃ ) অত্যরুণেক্ষণঃ (আরক্তচক্ষুঃ সন্ ) ধনুষি শরং সন্ধায় ( যোজয়িত্বা ) যত্র যত্র পলায়তে ( গোরূপা পৃথ্বী পলায়নার্থং যত্র যত্র গচ্ছতি, তত্র তত্রৈব ) তাং ( পৃথ্বীম্ ) অন্বধাবৎ ( পশ্চাৎ ধাবিতবান্ ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—তখন পৃথু ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া পৃথিবী যেখানে যেখানে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেখানে সেখানেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা**।—মৃগয়ুণা দ্রুতা অনুগতা মৃগীব ॥ ১৪ । ১৫

**অন্বয়ঃ**।—সা দেবী ( পৃথিবী ) দিশঃ ( পূর্ব্বাদিদিঙ্মণ্ডলানি ) বিদিশঃ ( অগ্ন্যাদিকোণসমূহান্ ) রোদসী ( দ্যাবাপৃথিব্যৌ ) তয়োরন্তরঞ্চ ( দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালম্ অন্তরীক্ষঞ্চ, সর্ব্বত্র "ব্যাপ্য" ইতি অন্তর্ভূতক্রিয়াযোগাৎ দ্বিতীয়া ) ধাবন্তী তত্র তত্র ( সর্ব্বস্মিন্ স্থানে ) অনু ( পশ্চাৎ পশ্চাৎ ) উদ্যতায়ুধং ( ধৃতধনুর্ব্বাণম্ ) এনং ( পৃথুং ) দদর্শ ( দৃষ্টবতী ) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ**।—পৃথিবীদেবী দিক্, বিদিক্, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, প্রভৃতি যেখানে যেখানে দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই পৃথু ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন দেখিতে পাইলেন ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**।—প্রজাঃ ( জনাঃ ) মৃত্যোরিব ( কুত্রাপি যথা মরণাৎ ত্রাণং ন লভন্তে তথা ) [ পৃথিবী ] লোকে

উবাচ চ মহাভাগং ধর্ম্মজ্ঞাপন্নবৎসল।
ত্রাহি মামপি ভূতানাং পালনেঽবস্থিতো ভবান্॥ ১৮
স ত্বং জিঘাংসসে কস্মাদ্দীনামকৃতকিল্বিষাম্।
অহনিষ্যৎ কথং যোষাং ধর্ম্মজ্ঞ ইতি যো মতঃ॥ ১৯
প্রহরন্তি ন বৈ স্ত্রীষু কৃতাগঃস্বপি জন্তবঃ।
কিমুত ত্বদ্বিধা রাজন্ করুণা দীনবৎসলাঃ॥ ২০
মাং বিপাট্যাজরাং নাবং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
আত্মানঞ্চ প্রজাশ্চেমাঃ কথমম্ভসি ধাস্যসি॥ ২১

( জগতি কুত্রাপি ) বৈণ্যাৎ ( পৃথোঃ সকাশাৎ ) ত্রাণং ন অবিন্দত ( রক্ষাং ন প্রাপ্তবতী ) তদা (তৎকালে ) ত্রস্তা ( একান্তভীতা সতী ) বিদূয়তা ( দুঃখিতেন )হৃদয়েন নিববৃতে ( নিবৃত্তা বভূব )॥ ১৭

**মূলানুবাদ**।—মৃত্যুর নিকট হইতে লোক যেমন কুত্রাপি পরিত্রাণ পায় না, সেইরূপ পৃথিবীও পৃথুর নিকট হইতে জগতে কোথাও পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন একান্তভীত হইয়া তিনি দুঃখিতচিত্তে নিবৃত্ত হইলেন॥ ১৭

**অন্বয়ঃ**।—উবাচ চ ( পৃথ্বীদেবী কথিতবতী চ ) [ হে ] ধর্ম্মজ্ঞ। আপন্নবৎসল। ( বিপন্নজনসহায়। ) মহাভাগ। ( মহাত্মন্ পৃথো। ) ভবান্ ভূতানাং (প্রাণিনাং ) পালনে অবস্থিতঃ ( পালনবিষয়ে ব্যাপৃতঃ ), [অতঃ] মামপি ত্রাহি ( রক্ষ )॥ ১৮

**মূলানুবাদ**।—এবং পৃথিবী বলিতে লাগিলেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ বিপন্নবৎসল মহাত্মন্। আপনি প্রাণীদিগের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, সুতরাং আমাকেও আপনি রক্ষা করুন॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা**।—রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ,তয়োরন্তরমন্তরিক্ষঞ্চ। অনু পৃষ্ঠতঃ,উদ্যতম্ আয়ুধং যেন তম্॥১৬-১৮

**অন্বয়ঃ**।—সঃ ত্বং ( রক্ষাব্রতপরায়ণস্ত্বং ) দীনাং ( নিঃসহায়াম্ ) অকৃতকিল্বিষাং ( নিরপরাধাং ) [ মাং ] কস্মাৎ ( কুতঃ কারণাৎ ) জিঘাংসসে ( হন্তুমিচ্ছসি, আত্মনেপদপ্রয়োগ আর্ষঃ ), যঃ (ভবান্) ধর্ম্মজ্ঞ ইতি মতঃ ( খ্যাতঃ ) [ স ভবান্ ] কথং যোষাং ( স্ত্রিয়ং মাং ) অহনিষ্যৎ ( হনিষ্যসি, ক্রিয়াতিপত্তিবৎপ্রয়োগ আর্ষঃ )॥ ১৯

**মূলানুবাদ**।—আমি অতি দীনা, কোনও অপরাধ করি নাই, তবে আপনি রক্ষক হইয়াও কেন আমাকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন? বিশেষতঃ আপনি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, অথচ আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আপনি কিরূপে বধ করিবেন?॥ ১৯

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] রাজন্। স্ত্রীষু কৃতাগঃস্বপি ( কৃতম্ আগঃ অপরাধো যাভিঃ তথাবিধাস্ব অপি ) জন্তবঃ ( জীবাঃ ) ন বৈ প্রহরন্তি ( দণ্ডবিধানং নৈব কুর্ব্বন্তি ), ত্বদ্বিধাঃ ( ভবাদৃশাঃ ) করুণাঃ ( কারুণ্যপূর্ণাঃ ) দীনবৎসলাঃ কিমুত? ( প্রহর্ত্তুং নৈব প্রবৃত্তা ভবন্তি )॥ ২০

**মূলানুবাদ**।—হে মহারাজ। স্ত্রীলোকেরা অপরাধ করিলেও সাধারণ প্রাণিগণও তাহাতে কোনও দণ্ডবিধান করে না, বিশেষতঃ আপনি দীনজনের প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ এবং দয়ালু, অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তির কথা আর কি বলিব?॥ ২০

**শ্রীধরটীকা**।—যো ধর্ম্মজ্ঞ ইতি মতঃ, স ভবান্ যোষাং মাং কথমহনিষ্যৎ॥ ১৯।২০

**অন্বয়ঃ**।—যত্র ( ময়ি ) বিশ্বম্ ( এতৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ ) প্রতিষ্ঠিতং ( নির্ভরীকৃত্য স্থিতম্ )

[ এবম্ভূতাম্ ] অজরাং ( দৃঢ়াং ) নাবং ( নৌকাস্বরূপাং ) মাং বিপাট্য ( বিনাশ্য ) অপ্সু ( জলমধ্যে ) আত্মানঞ্চ ইমাঃ প্রজাশ্চ কথং ধাস্যসি ( কেন প্রকারেণ ধারয়িষ্যসি ? ) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—এই বিশ্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, সুতরাং আমি ( বিশ্বের অবস্থিতিপক্ষে ) দৃঢ় নৌকাস্বরূপ, আমাকে বিনিষ্ট করিলে জলরাশিমধ্যে আপনি নিজেকে এবং এই প্রজাবর্গকে কিরূপে ধারণ করিবেন ? ২১

**শ্রীধরটীকা।**—অজরাং দৃঢ়াম্। ধাস্যসি ধারয়িষ্যসি ॥ ২১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;**—বক্তা কোনও বিষয় বুঝাইতে আরম্ভ করিলে শ্রোতা যদি অবসর মত সুযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করেন, তবে উত্তমশ্রেণীর বক্তা তাহাতে বড়ই প্রীতিলাভ করেন, কারণ তাহাতে তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার সুযোগ ঘটে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ অংশ বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিলে শ্রোতার সন্দেহ মিটিবে ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারায় শ্রোতার মনোরঞ্জনকর উক্তি বাছিয়া লইতে কোনও প্রয়াস পাইতে হয় না। যোগ্যতর প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারা ইহাও প্রকাশ পায় যে, শ্রোতা নিবিষ্টভাবে কথাগুলি শুনিয়া তাহার মধ্যে বেশ প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছেন, সুতরাং বক্তার পরিশ্রম সার্থক হইতেছে। এস্থলে মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয় মুনি উত্তম বক্তা, আর পরম শ্রদ্ধাবান্ বিদুর শ্রোতা, তিনি পৃথুর উপাখ্যান বিশদভাবে বুঝিয়া লইবার জন্য এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে "কস্মাদ্দধার গোরূপম্" ইত্যাদি যে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাতে মৈত্রেয় বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন, কারণ এই প্রশ্ন কয়টীর উত্তর দিতে হইলে পৃথু-অবতারে শ্রীভগবানের যে সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার সমুদয়ই আলোচিত হইবে। ইহা পরমভাগবত মৈত্রেয়ের নিকট বড়ই আনন্দের বিষয়। আর বিদুর যে সেই সকল ভগবৎপ্রসঙ্গ লক্ষ্য করিয়াই প্রকৃত বক্তব্যপথের অনুকূলে জিজ্ঞাসু, অন্য কোনও ব্যর্থবিষয়ে তাঁহার জিজ্ঞাসা হয় নাই, ইহাতে তিনিও যথেষ্ট প্রশংসার পাত্র, সুতরাং মৈত্রেয় সানন্দে বিদুরকে প্রশংসা করিয়া আবার তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ পৃথিবীর গোরূপ ধারণের প্রস্তাব বর্ণনা করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন—পৃথু রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেই রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, অন্নাভাবে কাতর হইয়া প্রজাগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া পৃথুর কোমলপ্রাণে বড় দয়া হইল, তিনি ধ্যানমুদ্রিতলোচনে এরূপ দুর্ভিক্ষের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর ধ্যানযোগে বুঝিলেন যে, পৃথিবী সকল শস্যের বীজ গ্রাস করিয়াছেন অর্থাৎ বীজগুলির অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য শস্য উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, ইহা জানিতে পারিয়া পৃথিবীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল, ইচ্ছা হইল পৃথিবীকে ইহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন। এজন্য তিনি ধনুক ধারণ করিয়া তাহাতে বাণ যোজনা করিলেন। ইহা দেখিয়া পৃথিবী অত্যন্ত ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য একটী গাভীর ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিলেন, পৃথুও ধনুর্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, যেখানে যাইতেছেন, পৃথুকে তাঁহার পশ্চাতেই ধাবমান হইতে দেখিয়া পৃথিবীর অত্যন্ত ভয় হইল, বুঝিলেন যে, ইহাঁর হাতে আর নিষ্কৃতি নাই। তখন কাতরভাবে পৃথুর নিকট যে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন সেই প্রার্থনা বাক্যে পৃথিবীর বক্তব্য বিষয় এই যে—আমাকে বধ করা কোন প্রকারেই আপনার কর্ত্তব্য নহে, এপক্ষে সাধক যুক্তি এই যে, আপনি ধার্ম্মিক রাজা, আশ্রিতকে পালন করাই আপনার ধর্ম্ম, আমিও আপনার আশ্রিত, বিশেষতঃ আমি স্ত্রীজাতি এবং নিরাপরাধা, স্ত্রীলোক অপরাধ করিলে সাধারণের নিকটেও সে ক্ষমাই পায়, আপনি ত

শ্রীপৃথুরুবাচ।

বসুধে ত্বাং বধিষ্যামি মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্।
ভাগং বর্হিষি যা বৃঙ্ক্তে ন তনোতি চ নো বসু ॥ ২২

যবসং জগ্ধ্যনুদিনং নৈব দোগ্ধ্যৌধসং পয়ঃ। তস্যামেবং হি দুষ্টায়াং দণ্ডো নাত্র ন শস্যতে ॥২৩

ত্বং খল্বোষধিবীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা। ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ ॥ ২৪

অমূষাং ক্ষুৎপরীতানামার্ত্তানাং পরিদেবিতম্। শময়িষ্যামি মদ্বাণৈর্ভিন্নায়াস্তব মেদসা ॥ ২৫

দয়ালু, ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাকে কিরূপে বধ করিবেন? এইরূপে আত্মরক্ষার পক্ষে যে সাধক অর্থাৎ অনুকূল যুক্তিও প্রদর্শন করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—যদিও আপনি ধর্ম্মবুদ্ধি বা আমার প্রতি দয়া না করেন, তথাপি দেখুন—আমাকে বধ করিলে আপনারও অনুপায়, কারণ এই সমগ্র বিশ্ব আমার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, আমাকে বিধ্বস্ত করিলে কেবল জলরাশি থাকিবে, সুতরাং আপনার আত্মরক্ষা এবং এই প্রজাপুঞ্জের রক্ষা, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? অতএব সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করাই আপনার কর্ত্তব্য। এই মর্ম্মে পৃথুর নিকটে সেই গোরূপা পৃথিবীদেবী প্রার্থনা জানাইলেন ॥ ৮—২১

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] বসুধে। ( পৃথিবি। ) মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীং ( মদীয়রাজ্যপালনবিরুদ্ধাচারিণীং ) ত্বাং বধিষ্যামি, যা ( ভবতী ) বর্হিষি ( যজ্ঞে ) ভাগং বৃঙ্ক্তে ( দেবতারূপেণ অংশং গৃহ্ণাতি ), নঃ ( অস্মন্নিমিত্তং ) বসু চ ( ধান্যাদিকঞ্চ ) ন তনোতি ( ন উৎপাদয়তি ) ॥ ২২

**মূলানুবাদ**।—শ্রীপৃথু বলিলেন—হে পৃথিবি। আমার রাজ্যশাসন বিষয়ে তুমি বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ, কারণ যজ্ঞানুষ্ঠানে তুমি দেবতারূপে তাহার ভাগ লইয়া থাক, কিন্তু আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন কর না, অতএব তোমাকে বধ করিব ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা**।—বর্হিষি যজ্ঞে যা ভবতী দেবতারূপেণ ভাগং বৃঙ্ক্তে ভজতে। বসু ধান্যাদিকম্ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ**।—[ যা গোরূপা সতী ] অনুদিনং ( সর্ব্বদা ) যবসং ( ঘাসং ) জগ্ধি ( ভক্ষয়তি ) ঔধসং পয়ঃ (স্তন্যং দুগ্ধং) নৈব দোগ্ধি ( ন অর্পয়তি ) অত্র ( এতাদৃশে অপরাধে সতি ) তস্যাং দুষ্টায়াং ( গোরূপায়াং ) দণ্ডো ন শস্যতে ( ন সমুচিতো ভবতি ) ইতি নৈব হি ( ইত্থং কদাপি ভবিতুং নার্হতি ) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ**।—ইহা কখনই হইতে পারে না যে, যে গাভী হইয়া সর্ব্বদা ঘাস খায়, কিন্তু কিছুমাত্র স্তন্যদুগ্ধ দান করে না, এই অপরাধে সেই দুষ্টা গাভীকে দণ্ড প্রদান করা অনুচিত ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা**।—যা গোরূপেণ যবসং তৃণং জগ্ধি অত্তীত্যর্থঃ। পয়স্তু নৈব দোগ্ধি দুগ্ধং ন স্রবতি। অস্মিন্ অপরাধে ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ**।—স্বয়ম্ভুবা ( ব্রহ্মণা ) প্রাক্ ( পূর্ব্বং ) সৃষ্টানি ওষধিবীজানি 'ধান্যাদীনি' আত্মরুদ্ধানি (আত্মনি ত্বদীয়ে স্বীয়দেহে রুদ্ধানি স্তম্ভিতা'নি ), মন্দধীঃ ( অল্পবুদ্ধিসম্পন্না ) ত্বং মাম্ অবজ্ঞায় ন মুঞ্চসি ( শস্যোৎপত্তয়ে ন ব্যাপারয়সি ) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ**।—ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে সকল শস্যবীজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুমি নিজদেহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে সকল পরিত্যাগ করিতেছ না, তোমার বুদ্ধি নিতান্ত মন্দ ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা**।—আত্মনি দেহে রুদ্ধানি ॥ ২৪

পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ॥ ২৬
ত্বাং স্তব্ধাং দুর্ম্মদাং নীত্বা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ॥ ২৭
এবং মন্যুময়ীং মূর্ত্তিং কৃতান্তমিব বিভ্রতম্।
প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মহী সঞ্জাতবেপথুঃ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—মদ্‌বাণৈঃ ভিন্নায়াঃ ( বিদারিতায়াঃ ) তব মেদসা (মাংসেন) ক্ষুৎপরীতানাং ( ক্ষুধাক্লিষ্টানাম্ ) আর্ত্তানাং ( কাতরাণাং ) অমুষাং ( প্রজানাং ) পরিদেবিতং ( বিলাপং ) শময়িষ্যামি ( নিবর্ত্তয়িষ্যামি )॥ ২৫

মূলানুবাদ।—আমি তোমাকে বাণদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া তোমারই মাংসদ্বারা এই ক্ষুধার্ত্ত প্রজাপুঞ্জের বিলাপ প্রশমিত করিব॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—ত্বদ্বধে সর্ব্বথা অন্নং ন স্যাদিতি চেৎ অত আহ। অমূষাং প্রজানাম্। মেদসা মাংসেন॥২৫

অন্বয়ঃ।—["অহনিষ্যৎ কথং যোষাম্" ইত্যাদিকং যৎ পৃথিব্যা কথিতং তদুত্তরমাহ] [যঃ] আত্মসম্ভাবন ( আত্মানমেব সম্যগ্ ভাবয়তি নত্বন্যম্, আত্মম্ভরিরিত্যর্থঃ ) অধমঃ ভূতেষু (প্রাণিবর্গং প্রতি) নিরনুক্রোশঃ (নির্দ্দয়ঃ) [ সঃ ] পুমান্ ( পুরুষঃ ) যোষিৎ ( স্ত্রী ) উত ( অথবা ) ক্লীবঃ ( যাদৃগেব ভবতু ) নৃপাণাং ( রাজ্ঞাং, কর্ত্তরি ষষ্ঠীঃ ) তদ্বধঃ ( তথাবিধস্যাধমস্য হননম্ ) অবধঃ ( হিংসামধ্যে ন ধর্ত্তব্য এব, তেন বধেন প্রাণিহত্যাজনিতং পাপং ন স্যাদেবেতি অভিপ্রায়ঃ )॥ ২৬

মূলানুবাদ।—যে অধমব্যক্তি কেবল আত্মপোষণে তৎপর, অন্য প্রাণীর প্রতি যাহার দয়া নাই, সে পুরুষ, স্ত্রী, অথবা ক্লীব যাহাই হউক না কেন, রাজারা তাহাকে বধ করিলে সে বধ বধ বলিয়াই গণ্য নহে অর্থাৎ তাহাতে কোনও পাপ হইবে না॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—যদুক্তং যোষাং কথং হনিষ্যতীতি, তত্রাহ পুমানিতি। তস্য বধোঽবধ এব॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—[ "কথমপ্সু ধাস্যসি" ইত্যুক্তেরুত্তরমাহ ] স্তব্ধাং ( মদীয়মর্য্যাদানভিজ্ঞাং ) দুর্ম্মদাং ( বৃথাভিমানগর্ব্বিতাং ) মায়াগাং ( কপটগোরূপধারিণীং ) ত্বাং শরৈঃ তিলশঃ ( তিলপ্রমাণখণ্ডাবস্থাং ) নীত্বা ( প্রাপয্য খণ্ড-খণ্ডরূপেণ পরিণময্য ইত্যর্থঃ ) অহম্ আত্মযোগবলেন ( স্বীয়যোগপ্রভাবেণ ) ইমাঃ প্রজাঃ ধারয়িষ্যামি॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—তুমি আমার মর্য্যাদা জ্ঞান কর নাই, বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া কপট গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, আমি বাণদ্বারা তোমাকে তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিব, পরে স্বীয় যোগবলে এই প্রজাপুঞ্জকে ধারণ করিয়া রাখিব॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—যচ্চোক্তং কথমপ্সু ধাস্যসীতি, তত্রাহ ত্বামিতি। তিলশঃ তিলপ্রমাণানি খণ্ডানীত্যেবম্ভূতামবস্থাং নীত্বা॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—এবম্ ( এতাদৃগুক্তিসহকারেণ ) মন্যুময়ীং মূর্ত্তিং ( ক্রোধময়ীং মূর্ত্তিং ) বিভ্রতং ( ধারয়ন্তং ) [ তথা চ ] কৃতান্তমিব ( যমমিব ভীতিজনকং তং পৃথুং ) সঞ্জাতবেপথুঃ ( কম্পমানদেহা ) প্রাঞ্জলিঃ ( যুক্তপাণিঃ ) মহী ( পৃথিবী ) প্রণতা ( প্রণামকারিণী সতী ) প্রাহ ( কথিতবতী )॥ ২৮

মূলানুবাদ।—পৃথু এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রোধময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যমের ন্যায় ভীতিজনক হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন পৃথিবী কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৮

শ্রীপৃথিব্যুবাচ।

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া বিন্যস্তনানাতনবে গুণাত্মনে।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্দ্ধুতদ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোর্ম্ময়ে ॥ ২৯
যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্ম্মিতা ধাত্রা যতোঽয়ং গুণসর্গসংগ্রহঃ।
স এব মাং হন্তুমুদায়ুধঃ স্বরাডুপস্থিতোঽন্যং শরণং কমাশ্রয়ে ॥ ৩০
য এতাদাদাবসৃজচ্চরাচরং স্বমায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া।
তয়ৈব সোঽয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ কথং নু মাং ধর্ম্মপরো জিঘাংসতি ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—মনুষ্যময়ীং মূর্ত্তিং বিভ্রতঃ কৃতান্ততুল্যত্বমুচ্যতে, ন তু কৃতান্তস্য মনুষ্যময়ী মূর্ত্তিরিতি।
শুদ্ধসত্ত্বতনুং দেবমকস্মাদতিদারুণম্। বীক্ষমাণা পৃথুং পৃথ্বী তুষ্টাব করুণোক্তিভিঃ ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—মায়য়া বিন্যস্তনানাতনবে ( স্বকীয়মায়াপ্রভাবেণ বিন্যস্তাঃ বিরচিতাঃ নানাবিধাঃ শান্তঘোরাদি রূপাঃ তনবো মূর্ত্তয়ো যেন তস্মৈ ) [ অতএব ] গুণাত্মনে ( গুণময়ত্বেন প্রতীয়মানায় ), [ পরমার্থতস্তু ]—স্বরূপানুভবেন ( স্বাত্মরূপপরমানন্দসাক্ষাৎকারেণ ) নির্দ্ধুতদ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোর্ম্ময়ে (নির্দ্ধুতাঃ বিগতাঃ দ্রব্যক্রিয়াকারকেষু অধিভূতাধ্যাত্মাধিদেবেষু বিভ্রমঃ অহঙ্কারঃ তজ্জন্যা উর্ম্ময়ো রাগদ্বেষাদয়শ্চ যস্য তস্মৈ, মায়াং বিহায় স্বরূপমাত্রপর্য্যবসানে তু অহঙ্কাররাগদ্বেষাদিশূন্যায় ইত্যর্থঃ ) পরস্মৈ পুরুষায় ( ভগবতে তুভ্যং ) নমো নমঃ ( ভূয়ো ভূয়ো নমস্করোমি ) ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীপৃথিবী বলিলেন—যে-পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ নিজমায়াপ্রভাবে নানাপ্রকার মূর্ত্তি সম্পাদন করিয়া গুণময়রূপে প্রতীয়মান হন, ( কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ) যিনি স্বীয় পরমানন্দময় স্বরূপের অনুভূতিতে অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব প্রভৃতি সকল বিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া রাগদ্বেষাদিমুক্ত অবস্থায় বিরাজমান, সেই ভগবৎস্বরূপ আপনাকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা।**—মায়য়া বিন্যস্তা রচিতা নানা ঘোরাদিতনবো যেন। গুণাত্মনে গুণময়ত্বেন প্রতীয়মানায় বস্তুতস্তু নির্দ্ধুতাঃ নিরস্তাঃ দ্রব্যক্রিয়াকারকেষু অধিভূতাধ্যাত্মাধিদেবেষু বিভ্রমোঽহঙ্কারঃ তন্নিমিত্তা উর্ম্ময়ো রাগদ্বেষাদয়শ্চ যস্মিন্ তস্মৈ ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ।**—[ স্বয়মেব সর্ব্বজীবাশ্রয়ত্বেন মাং সৃষ্ট্বা পুনঃ স্বয়মেব মাং কথং বিনাশয়িতুমিচ্ছসি ইত্যাহ] যেন ধাত্রা ( বিধাতৃস্বরূপেণ ত্বয়া ) অহম্ আত্মায়তনম্ ( আত্মনাং সর্ব্বজীবানামাশ্রয়স্বরূপা ) বিনির্ম্মিতা, যতঃ ( যস্যাং ময়ি ) অয়ং গুণসর্গসংগ্রহঃ ( গুণসর্গস্য গুণাধীনঃ সত্ত্বাদিগুণত্রয়নিমিত্তকঃ সর্গঃ সৃষ্টির্যস্য তস্য জরায়ুজাদিচতুর্ব্বিধভূতবর্গস্য সংগ্রহঃ ধারণং ) স্বরাট্ ( স্বতন্ত্রেচ্ছঃ ) স এব ( ভগবানেব ) উদায়ুধঃ ( অস্ত্রোদ্যমকারী সন্ ) [ যদি ] মাং হন্তুম্ উপস্থিতঃ [ তর্হি ] অন্যং কং শরণম্ আশ্রয়ে ? ॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—যে-আপনি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ জীবের ধারণক্রিয়া আমাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন সেই আপনিই যদি অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক আমাকে বধ করিতে উপস্থিত হন, তবে আমি আর কাহার নিকট শরণ লইব ? ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—অহো সর্ব্বজীবাশ্রয়ত্বেন সৃষ্টাং মাং কথং হন্তুং প্রবর্ত্তস ইত্যাহ। যেন বিধাত্রা আত্মনাং

নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈস্তন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়াকৃতাত্মভিঃ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্ যোঽনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ ॥ ৩২
সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভির্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ৩৩

জীবানামায়তনম্ অহং বিনির্ম্মিতা। যতো যস্যাং ময়ি গুণসর্গস্য চতুর্ব্বিধভূতগ্রামস্য সংগ্রহো ধারণম্। স্বরাট্ স্বতন্ত্রঃ ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ।**—[ নন্বু যথাহং সৃষ্টেঃ কর্ত্তা তথা সংহারস্যাপি ইতি চেৎ তথাপি পালনধর্ম্মরতস্য রাজমূর্ত্তেস্তব মদ্বধো নোচিত ইত্যাহ—] যঃ ( ভবান্ ) আত্মাশ্রয়য়া ( জীববিষয়িণ্যা ) অবিতর্ক্যয়া ( অচিন্ত্যয়া ) স্বমায়য়া আদৌ এতৎ চরাচরং ( স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বিশ্বম্ ) অসৃজৎ, সোঽয়ং ( ভবান্ ) তয়ৈব ( অচিন্ত্যমায়য়ৈব ) ধর্ম্মপরঃ ( সন্ ) গোপ্তুং ( রক্ষিতুং ) উদ্যতঃ কিল ( প্রবৃত্তঃ সন্নপি ) কথং নু মাং জিঘাংসতি ( হন্তুমিচ্ছতি ) ? ॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—যে-আপনি জীবসম্বন্ধীয় অচিন্ত্য মায়াশক্তি দ্বারা অগ্রে এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আপনি, সেই মায়ার প্রভাবেই ধর্ম্মপরায়ণচিত্তে পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও কিরূপে আমাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ? ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—সৃষ্টিসংহারাবেককর্ত্তৃকাবিতি চেৎ তথাপি প্রজাপালনে প্রবৃত্তস্য মদ্বধোঽনুচিত এবেত্যাহ য এতদিতি। আত্মাশ্রয়য়া জীববিষয়িণ্যা ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**—যস্তু ( ভগবান্ ) একঃ ( পরমার্থতঃ অদ্বিতীয়ঃ ) পরতশ্চ ( মায়য়া চ ) অনেকঃ ( নানামূর্ত্তি-সম্পন্নঃ ) যঃ ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ (স্বয়মেব) অকরোৎ ( ব্রহ্মাণম্ অসৃজৎ ) অকারয়ৎ ( তেন ব্রহ্মণা নিখিলং বিশ্বং কারয়ামাস ) [তথাবিধস্য] ঈশস্য ( ভগবতঃ ) সমীহিতং ( চেষ্টিতং ) দুর্জ্জয়য়া ( অলঙ্ঘ্যয়া ) তন্মায়য়া ( তস্য মায়াবশেন ) অকৃতাত্মভিঃ ( বিক্ষিপ্তচিত্তৈঃ ) জনৈঃ নূনং ( নিশ্চিতং ) ন লক্ষ্যতে বত ( হন্ত ন কিঞ্চিদপি অবগম্যতে ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—যে ভগবান্ বস্তুতঃ এক হইলেও মায়ার অধিষ্ঠানে অনেক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন এবং যিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করাইয়াছেন, সেই ভগবানের চেষ্টা অর্থাৎ আচরণ কিরূপ, তাহা তদীয় অলঙ্ঘ্য মায়া দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবগণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা।**—অতো দুর্জ্জ্ঞেয়মীশ্বরচেষ্টিতমিত্যাহ নূনমিতি। অকৃতাত্মভিঃ বিক্ষিপ্তচিত্তৈঃ। য ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ অকরোৎ ব্রহ্মাণম্। পরত ইতি তেন ব্রহ্মণা চরাচরমকারয়ৎ যশ্চ স্বতঃ একঃ, পরতো মায়য়া অনেকঃ ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—যঃ ( ভগবান্ ) অস্য ( নিজস্ব ) দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ ( মহাভূতেন্দ্রিয়তদ্ধিদেবতাবুদ্ধ্যহঙ্কারাদিভিঃ ) শক্তিভিঃ সর্গাদি ( সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপং কার্য্যম্ ) অনুরুণদ্ধি ( সম্পাদয়তি ), সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে ( সমুন্নদ্ধাঃ প্রবলাঃ নিরুদ্ধাঃ স্বস্বরূপজ্ঞানবিরোধিন্যঃ শক্তয়ো যস্য তস্মৈ, যস্য স্বীয়শক্তয় এবং জীবানাং তৎস্বরূপবোধং প্রতিবধ্নন্তি এবম্ভূতায় ইত্যর্থঃ ) পরস্মৈ পুরুষায় ( পরমপুরুষরূপায় ) তস্মৈ বেধসে ( ভগবতে ) নমঃ ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—যে-ভগবান্ মহাভূত, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গণের অধিদেবতা, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি স্বীয়শক্তি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদন করেন এবং যাঁহার নিজের শক্তিসমূহই জীবের তৎস্বরূপবোধের প্রতিকূল, এবম্ভূত সেই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মা অচিন্ত্যশক্তয়ে কেবলং নম ইত্যাহ। সর্গাদি জন্মস্থিতিভঙ্গম্ অস্য জগতঃ অনুরুণদ্ধি

স বৈ ভবানাত্মবিনির্ম্মিতং জগদ্ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো ।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং রসাতলাদভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিশূকরঃ ॥ ৩৪
অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল ।
স বীরমূর্ত্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি ॥ ৩৫
নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণামস্মদ্বিধৈস্তদ্গুণসর্গমায়য়া ।
ন জ্ঞায়তে মোহিতচিত্তবর্ত্মভিস্তেভ্যো নমো বীরযশস্করেভ্যঃ ॥ ৩৬
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে ধরানিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবর্ত্ততে করোতি। দ্রব্যাণি মহাভূতানি, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াণি, কারকা দেবাঃ, চেতনা বুদ্ধিঃ, আত্মা অহঙ্কারঃ, তৈঃ স্বশক্তিস্বরূপৈঃ। সমুন্নদ্ধঃ সমুৎকটাঃ নিরুদ্ধাঃ শক্তয়ো যস্য ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে ] বিভো । (প্রভো ।) অজ । (নিত্যপুরুষ ।) স বৈ ভবান্ (বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্) আত্মবিনির্ম্মিতং (স্বনির্ম্মিতং) ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং (চরাচরং সর্ব্বং) জগৎ সংস্থাপয়িষ্যন্ (সুস্থিতং কর্ত্তুমভিলষন্) আদিশূকরঃ (আদিবরাহমূর্ত্তিঃ সন্) অম্ভসঃ (জলমধ্যবর্ত্তিনঃ) রসাতলাৎ মাম্ অভ্যুজ্জহার (সমুদ্ধৃতবান্) ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ** ।—হে প্রভু নিত্যপুরুষ ! সেই বিশ্ববিধাতা আপনি নিজের নির্ম্মিত চরাচর বিশ্ব সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আদিবরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জলমধ্যবর্ত্তী রসাতল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা** ।—প্রাণিনাং ধারণার্থং মাং রসাতলাদুদ্ধৃত্য ইদানীং প্রজারক্ষণে প্রবৃত্তস্য মদ্বধো ন যুক্ত ইতি সকরুণমাহ দ্বাভ্যাম্। হে অজ ! যঃ সৃষ্টবান্ স এব ভবান্ স্বনির্ম্মিতং চরাচরং জগৎ সম্যক্ স্থাপয়িতুম্ আদিশূকরঃ সন্ মামভ্যুজ্জহার ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ** ।—যঃ ভবান্ পয়সি (জলমধ্যে) ধরাধরঃ (ধরায়া মম উদ্ধারকর্ত্তা) সমভূৎ, সঃ কিল (স এব ত্বং) অপাং (জলানাম্) উপস্থে (উপরি) নাবি (নৌরূপায়াম্, আশ্রয়ভূতায়ামিতি যাবৎ) ময়ি অবস্থিতাঃ প্রজাঃ রিরক্ষিষুঃ (রক্ষিতুমিচ্ছুঃ) অদ্য (সম্প্রতি) উগ্রশরঃ (প্রচণ্ডবাণধারী) বীরমূর্ত্তিঃ (সন্) মাং জিঘাংসসি (হন্তুমিচ্ছসি) ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ** ।—যে আপনি (একদা) জলমধ্য হইতে আমার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, সেই আপনিই সম্প্রতি জলের উপরিভাগে নৌকার ন্যায় আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া বীরমূর্ত্তিতে প্রচণ্ড বাণ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা** । স এব ধরাধরো বরাহঃ অদ্য অপামুপস্থে উপরি ময়ি নাবি আধারভূতায়ামবস্থিতাঃ প্রজা রক্ষিতুমিচ্ছুঃ বীরমূর্ত্তিঃ পৃথুরূপঃ সমভূৎ। য এবম্ভূতঃ স তু ত্বং পয়সি নিমিত্তে মাং জিঘাংসসীতি চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ** ।—তদ্গুণসর্গমায়য়া (গুণৈঃ সর্গঃ সৃষ্টিবিস্তারো যস্যাঃ, অর্থাৎ যস্যা মায়যা গুণৈঃ মহত্তত্ত্বাদিভিঃ সৃষ্টিঃ সম্পাদ্যতে সা গুণসর্গা, সা চাসৌ মায়া চেতি গুণসর্গমায়া, তস্য ভগবতঃ যা গুণসর্গমায়া তয়া, স্বগুণৈর্বিশ্বসৃষ্টিকারিণ্যা ভগবন্মায়য়া ইত্যর্থঃ) মোহিতচিত্তবর্ত্মভিঃ (মোহিতং চিত্তরূপং বর্ত্ম পন্থাঃ যেষাং তৈঃ) অস্মদ্বিধৈঃ জনৈঃ নূনং (নিশ্চিতম্) ঈশ্বরাণাম্ (অত্র বহুবচনপ্রয়োগাৎ ঈশ্বরশব্দেন ন ভগবানভিপ্রেতঃ, অপি তু তদ্ভক্তাঃ সাধকা এব ইতি বোধ্যং) ঈহিতং (চেষ্টিতং) ন জ্ঞায়তে (ভক্তানাং চেষ্টিতমপি অস্মাদৃশৈর্ন বুধ্যতে কিমুত ভগবত ইতি

ভাবঃ), বীরযশস্করেভ্যঃ (বীরজনোচিতং যদ্ যশঃ অনৌদ্ধত্যাদিকং তৎসম্পন্নেভ্যঃ) তেভ্যঃ (ভক্তেভ্যোঽপি) নমঃ, [বীরযশস্করেভ্য ইত্যনেন সত্যপি সামর্থ্যে ঔদ্ধত্যাদিকমকৃত্বা ক্ষমা-সহিষ্ণুতাদিকম্ আশ্রয়তামেব যশো ভবতি, তাদৃশা এব চ নমস্যা ভবন্তি, অতো ভবতাপি মাং প্রতি ক্ষমাং বিধায় যশো রক্ষণীয়মিতি তাৎপর্য্যং সূচিতম্] ॥৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবানের যে-মায়াশক্তি নিজগুণে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই মায়ার প্রভাবে মাদৃশ-ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ একান্ত মোহিত, সুতরাং আমাদের পক্ষে (ভগবানের কথা দূরে থাকুক) ভক্তসাধকগণের পর্য্যন্ত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে, ভক্তগণ ইন্দ্রিয়সংযমাদি সহকারে বীরোচিত যশ রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশধ্যায়ঃ ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মাদীশ্বরচেষ্টিতং দুর্জ্ঞেয়মিতি কৈমুত্যন্যায়েনোপসংহরতি নূনমিতি। তস্যেশ্বরস্য গুণ-সর্গরূপয়া মায়য়া মোহিতং চিত্তমেববর্ত্ম যেষাং, মোহিতানি যেষামিতি বা, তৈর্জনৈরীশ্বরাণাং হরিভক্তানামেব তাব-দীহিতং ন জ্ঞায়তে, কিং পুনস্তস্য পরমেশ্বরস্য। অতঃ পরমেশ্বরবৎ তেভ্যোঽপি নম এব কেবলম্। বীরাণাং জিতেন্দ্রিয়াণাং যশঃ কুর্ব্বন্তি যে তেভ্যঃ। যথা বীরাণাং যশো বর্দ্ধেত, তথা চেষ্টতাং, ন তু যথেষ্টমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

**শ্রীভাগবতভাবভবর্দ্ধিনী।**—পৃথুর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রাণপণে ছুটাছুটি করিয়াও যখন কুত্রাপি নিস্তার পাইলেন না, তখন নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পৃথুর নিকট স্বীয় অবধ্যতা প্রতিপাদন করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে সকল যুক্তি পূর্ব্বপ্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রথমতঃ পৃথু তাঁহার সকল যুক্তি খণ্ডন পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহাকে বধ করাই পৃথুর একান্ত কর্ত্তব্য। পৃথিবী যুক্তি দিয়াছিলেন যে—তিনি নিরপরাধা এবং অবলা, সুতরাং তাহাকে বধ করা প্রজাপালনতৎপর ধার্ম্মিক রাজার পক্ষে সমুচিত নহে। তদুত্তরে পৃথুর বক্তব্য এই যে—তিনি অবলা সত্য, কিন্তু নিরপরাধা নহেন, তাঁহার অপরাধ অতিগুরুতর, কারণ ধর্ম্মপরায়ণ পৃথু রাজ্যের মঙ্গলার্থ যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে পৃথিবীর উদ্দেশ্যেও আহুতি দেওয়া হয়, পৃথিবী তাহা অকাতরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ শস্যোন্নতি সাধন করেন না। শস্যের উন্নতি ত দূরে থাকুক, স্বয়ং ব্রহ্মা প্রজাদের রক্ষার্থ যে সকল শস্যবীজ পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া আছেন, একটি বীজেও অঙ্কুর পর্য্যন্ত জন্মিবার শক্তি রাখেন নাই। নিজ প্রভাবে সমস্ত তিনি ব্যর্থ বীজ করিয়াছেন, ইহাতে খাদ্যাভাবে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের প্রাণনাশের উপক্রম হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রজাপুঞ্জের এইরূপ ক্লেশদায়ক, সে স্ত্রীলোক বা পুরুষ যাহাই হউক্ না কেন, ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা কখনও সে ক্লেশের উপশমার্থ তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান না করিয়া পারেন না। এরূপ স্থলে দণ্ড না দেওয়াও পাপ, সুতরাং তিনি পৃথিবীকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছেন। পৃথিবী আর এক যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বধ করিলে প্রজাপুঞ্জ ও পৃথু আশ্রয়হীন হইবেন, জলের উপর তাঁহারা থাকিবেন কি প্রকারে? হায়! পৃথিবীর কি ধৃষ্টতা। স্বয়ং ভগবানের অবতার পৃথু, তিনি কি ঐ সকল কথায় ভয় পাইবার পাত্র? তিনি সতেজে উত্তর দিলেন—"ত্বাং স্তব্ধাং দুর্ম্মদাং নীত্বা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ। আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ॥" "তোমাকে বাণের দ্বারা তিল তিল করিয়া খণ্ড করিয়া ফেলিব, তারপর আমার স্বীয় যোগবলে (জলের উপরই) প্রজাপুঞ্জকে ধারণ করিয়া রাখিব"। পৃথিবীও বড় চতুর, যেমন কথায়, তেমনি কার্য্যে—আত্মরক্ষার জন্য কথাগুলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমন চাতুর্য্যপূর্ণ, আবার দৌড়াইয়া পলাইবার জন্য যে মূর্ত্তিটী ধারণ করিয়াছেন,

তাহাতেও বিশেষ চতুরতা আছে। তিনি গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য—ধার্ম্মিক পৃথু গোমাতার দেহে অস্ত্রক্ষেপ করিতে ধর্ম্মহানি মনে করিবেন। কিন্তু সে দুষ্টাভিপ্রায় পৃথুর নিকট গোপন রহিল না, তিনি তাহা বুঝিয়াই উল্লিখিত শ্লোকে "মায়াগাং" বলিয়াছেন। পৃথু বলিয়াছেন—তোমার এই গোমূর্ত্তি ত কপটমূর্ত্তি, প্রকৃত গো নহে, সুতরাং ইহাতে অস্ত্রক্ষেপ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না, ইহাই তাৎপর্য্য। ফলকথা, পৃথুর তীব্র প্রত্যুত্তরে পৃথিবী বেশ বুঝিলেন যে, এখন বৃথা কথায় কোনও কাজ হইবে না, শরণাগতবৎসল ভগবানই এই পৃথু, সুতরাং ঐকান্তিক কাতরতা সহকারে ইহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই, অতএব পৃথিবী নিতান্ত নম্রভাবে পুনঃ পুনঃ নমস্কার পূর্ব্বক পৃথুর স্তব করিলেন ও স্তুতিবাক্যে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেন যে, হে প্রভো। আমি প্রলয়জলমগ্না হইলে আপনার কৃপাবলেই উদ্ধার পাইয়াছি, এক্ষণেও আপনার কৃপা ব্যতিরেকে আমার আর গতি নাই। হে করুণাময়। বিপুল জলরাশি হইতে যখন আমাকে উদ্ধার করিয়া রাখিয়াছেন, তখন এই অপরাধেও আমাকে ধ্বংস করিবেন না, ক্ষমা করুন, আমি আপনার চরণে অসংখ্য নমস্কার করি॥ ২২—৩৬

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা-কৃতায়াং-শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্য
সমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—•*•—

## অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

### শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্থং পৃথুমভিষ্টূয় রুষা প্রস্ফুরিতাধরম্। পুনরাহাবনির্ভীতা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১

সন্নিযচ্ছাভিভো মন্যুং নিবোধ শ্রাবিতঞ্চ মে। সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ ॥ ২

অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—ভীতা অবনিঃ ( পৃথিবী ) রুষা প্রস্ফুরিতাধরং ( ক্রোধেন কম্পিতাধরং ) পৃথুম্ ইত্থম্ ( উক্ত-প্রকারেণ ) অভিষ্টূয় ( স্তুত্বা ) আত্মনা ( স্বয়মেব ) আত্মানং সংস্তভ্য ( স্থিরীকৃত্য ) পুনঃ আহ ( কথিতবতী ) ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ক্রোধে পৃথুর অধর কম্পিত হইতেছে দেখিয়া পৃথিবী ভীতভাবে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্তব করিয়া নিজেই নিজ অন্তঃকরণের সুস্থতা সম্পাদন পূর্ব্বক আবার বলিতে লাগিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

অষ্টাদশে মহীবাক্যাদ্বৎসপাত্রাদিভেদতঃ। পৃথ্বাদিভিস্তু ক্রমশঃ সা চ দুগ্ধা ইতীর্য্যতে ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—অভিভো। ( হে প্রভো। ) মন্যুং ( ক্রোধং ) সংনিযচ্ছ ( সংহর ), মে ( মম ) শ্রাবিতঞ্চ ( নিবেদনঞ্চ ) নিবোধ ( শৃণু ), [যদ্যপি মদ্বাক্যে অসারমপি কিঞ্চিৎ তিষ্ঠেৎ, তথাপি তৎ নোপেক্ষণীয়মিত্যাহ] বুধঃ ( প্রাজ্ঞো জনঃ ) মধুকরো যথা ( ভ্রমর ইব ) সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বস্মাদেব বিষয়াৎ ) সারম্ আদত্তে ( গৃহ্লাতি ) ॥ ২

**মূলানুবাদ।**—হে প্রভো। ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রমরের ন্যায় সকল বিষয় হইতেই সার গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২

**শ্রীধরটীকা।**—হে অভিভো। প্রভো। যদ্বা ভো দেব। অভি অভয়ং যথা ভবতি এবং মন্যুং সংনিযচ্ছ। শ্রাবিতং বিজ্ঞাপিতম্। ন মদ্বাক্যেঽনাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ। বুধো হি সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে ॥ ২

**অন্বয়ঃ।** তত্ত্বদর্শিভিঃ ( যথার্থজ্ঞানশালিভিঃ ) মুনিভিঃ পুংসাং (জনানাং) শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে (মঙ্গললাভায়) অস্মিন্ লোকে ( ইহলোকে, কৃষ্যাদিরূপা ইতি শেষঃ ) অথবা অমুষ্মিন্ ( পরলোকে, অগ্নিহোত্রাদিরূপাঃ ) যোগাঃ ( উপায়াঃ ) দৃষ্টাঃ ( অবগতাঃ ) প্রযুক্তাশ্চ ( অনুষ্ঠিতাশ্চ ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—তত্ত্বদর্শী মুনিগণ লোকের মঙ্গলের জন্য ইহলোকের পক্ষে কৃষিকর্ম্মাদি এবং পরলোকের পক্ষে অগ্নিহোত্র যাগাদি উপায়রূপে স্থির করিয়াছেন এবং তাহার অনুষ্ঠানও করিয়াছেন ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—ময়ি জীর্ণা ওষধীরূপা যেন গৃহাণেতি বক্তুম্ উপায়েন সর্ব্বং সিধ্যতি, নান্যথেত্যাহ

তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা ॥৪

তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫

পুরা সৃষ্টা হ্যোষধয়ো ব্রহ্মণা যা বিশাম্পতে। ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসদ্ভিরধৃতব্রতৈঃ ॥ ৬

অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভির্লোকপালকৈঃ।

চৌরীভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ ॥ ৭

অস্মিন্নিতি ত্রিভিঃ। পুংসাং শ্রেয়সঃ পুরুষার্থস্য প্রসিদ্ধয়ে অস্মিন্ লোকে কৃষ্যাদয়ঃ, অমুষ্মিংশ্চ লোকেঽগ্নিহোত্রাদয়ঃ যোগা উপায়া দৃষ্টাঃ, প্রযুক্তা অনুষ্ঠিতাশ্চ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—যঃ শ্রদ্ধয়া উপেতঃ ( শ্রদ্ধান্বিতঃ সন্ ) পূর্ব্বদর্শিতান্ (পূর্ব্বৈঃ মুনিভিঃ দর্শিতান্) তান্ উপায়ান্ ( কৃষ্যাদীন্ ) সম্যক্ আতিষ্ঠতি ( অনুতিষ্ঠতি ) [ সঃ ] অবরঃ ( অর্ব্বাচীনোঽপি ) অঞ্জসা ( অনায়াসেন ) উপেয়ান্ ( সাধনীয়ফলানি ) বিন্দতে ( লভতে ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রাচীন মুনিগণের প্রদর্শিত সেই সকল উপায় সম্যক্ অনুষ্ঠান করে, সে অর্ব্বাচীন হইলেও অনায়াসে সাধনীয় ফল লাভ করিতে পারে ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—পূর্ব্বৈর্দর্শিতান্। অবরোঽর্ব্বাচীনঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।** যঃ তান্ ( উপায়ান্ ) অনাদৃত্য স্বয়ম্ অর্থান্ আরভতে ( বিষয়ান্ অনুতিষ্ঠতি ) [ সঃ ] বিদ্বান্ (যদ্যপি প্রাজ্ঞোঽপি ভবতি তথাপি) তস্য (তথাবিধস্য অনুষ্ঠাতুঃ) পুনঃ পুনঃ আরব্ধাশ্চ (বারংবারমনুষ্ঠিতাশ্চ) অর্থাঃ ( বিষয়াঃ ) ব্যভিচরন্তি ( ফলপ্রদা ন ভবন্তি ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি সেই উপায়গুলিতে অনাদর করিয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে যদি বিজ্ঞও হয়, তথাপি সে যতবারই কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমুদয়ই বৃথা হইয়া যায়, ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—অবিদ্বান্, বিদ্বানপীতি বা। ব্যভিচরন্তি ন সিধ্যন্তি ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] বিশাম্পতে। ( বিশাং মানবানাং পতে। অধিস্বামিন্। হে নরপতে ইত্যর্থঃ ) পুরা ( পূর্ব্বস্মিন্ কালে ) ব্রহ্মণা যা হি ওষধয়ঃ সৃষ্টাঃ ( যানি শস্যাদীনি নির্ম্মিতানি) ময়া, অধৃতব্রতৈঃ (বৈধানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখৈঃ ) অসদ্ভিঃ ( দুষ্টলোকৈরেব ) [ তা ] ভুজ্যমানা দৃষ্টা ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—হে মহারাজ। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে সকল শস্যবীজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম বৈধ আচার-নিয়মহীন অসৎলোকই তাহা ভোগ করিতেছে ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—সহেতুকমুপায়নাশং পুরেতি ষড্‌ভিঃ ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।** অহং ভবদ্ভিঃ ( ভবাদৃশৈঃ, রাজপদাধিষ্ঠিতৈরিতি যাবৎ ) লোকপালকৈঃ ( রাজ্যরক্ষকৈঃ ) অপালিতা ( চৌরাদিভ্যো ন পরিরক্ষিতা ) অনাদৃতা চ ( যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তনাভাবাৎ ন আদৃতা চ ), অথ ( অনন্তরং ) লোকে (বহুলপরিমিতে এব জনে ) চৌরীভূতে [ সতি ] যজ্ঞার্থে ( ভাবিযজ্ঞানুষ্ঠানার্থম্ ) [ অহম্ ] ওষধীঃ ( তানি শস্যবীজানি ) অগ্রসম্ ( প্রচ্ছাদ্য রক্ষিতবতী ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—আপনার ন্যায় রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত নরপতিবর্গ কেহই আমাকে চৌরাদি হইতে রক্ষা করেন নাই এবং যজ্ঞাদি দ্বারাও সমাদর করেন নাই; অনন্তর লোকসমূহ প্রায়ই চোর হইয়া উঠিতে লাগিল, অতএব ভবিষ্যতে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য আমি সেই শস্যবীজগুলিকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭

নূনং তা বীরুধঃ ক্ষীণা ময়ি কালেন ভূয়সা। তত্র দৃষ্টেন যোগেন ভবানাদাতুমর্হতি ॥ ৮

**অন্বয়ঃ** ।—তাঃ বীরুধঃ ( ওষধয়ঃ ) ভূয়সা কালেন ( বহুলেন সময়েন ) নূনং ( নিশ্চিতং ) ময়ি ক্ষীণাঃ ( জীর্ণাঃ ), তত্র ( ঐহিকশস্যাদিফলবিষয়ে ) দৃষ্টেন যোগেন ( মুনিভিরবধারিতেন উপায়েন ) ভবান্ অদাতুম্ ( আবশ্যকীয়ফলানি প্রাপ্তুম্ ) অর্হতি ( যোগ্যো ভবতি ) ॥ ৮

**মূলানুবাদ** ।—সেই সকল ওষধি ( শস্যবীজ ) এই সুদীর্ঘ কালক্রমে নিশ্চয়ই আমাতে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব আপনি মুনিপ্রদর্শিত উপায়ে আবার তাহা পাইবার চেষ্টা করুন ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা** —ভবদ্ভিরিতি রাজসামান্যাভিপ্রায়েণ, বেণাদিভিরিতি বা। অপালিতা চৌরাগুনিবারণাৎ অনাদৃতা চ যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তনাভাবাৎ। যজ্ঞার্থে অগ্রসং গিলিতবতী। অন্যথা অধৃতব্রতৈর্ভুক্তা ন প্ররোহ্যন্তে, ততশ্চ যজ্ঞাদয়ো ন সিধ্যেরন্নিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষীণা জীর্ণাঃ ॥ ৮

**শ্রীভাগবতানুভবর্ষিণী** ।—এত স্তুতি-মিনতি সত্ত্বেও পৃথুর ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হইল না দেখিয়া পৃথিবী বুঝিলেন যে, কেবল কথায় কোনও কার্য্য হইবে না,রাজধর্ম্মপরায়ণ পৃথু প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণের উপায় করিতে না পারা পর্য্যন্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না, সুতরাং এখন আমার প্রকৃত রহস্য অর্থাৎ কি কারণে আমি বীজ গ্রাস করিয়াছি এবং কি উপায়েই বা আবার শস্য-সম্পদ্ উৎপন্ন হইতে পারিবে—এই সমস্ত বিষয় নিবেদন করাই আবশ্যক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া পৃথিবী যে সমস্ত বিবৃত করিলেন তদনুসারে সকল রহস্য অবগত হইয়া পৃথু, দেবগণ, মুনিগণ প্রভৃতি অনেকে যে যে প্রকার উপায় অবলম্বনে পৃথিবীকে দোহন করিয়া যেরূপে সারসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাই এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ পৃথিবীর উক্তি, তিনি বলিলেন—"মহারাজ ক্রোধ সংবরণ করিয়া আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমি কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে বীজ গ্রাস করি নাই। শ্রীভগবানের এই বিচিত্র সৃষ্টিরাজ্যে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলময় ফলসিদ্ধির জন্য কতকগুলি উপায় সেই বিশ্বনিয়ন্তাই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ সাধনাবলে সেই সকল উপায় অবগত হইয়া তাহা শাস্ত্ররূপে বিধিবদ্ধ করিয়া রাখেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই সকল বিধিব্যবস্থা জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে উপযুক্ত ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু মহারাজ। "অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভির্লোকপালকৈঃ। চৌরীভূতেঽথ লোকেঽস্মিন্ যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ ॥" "আপনারা রাজ্যপালনে ব্রতী, অথচ আমাকে সম্যক্ পালন ও পোষণ করেন নাই, এইজন্য রাজ্যের মধ্যে প্রায় লোকই নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, যাগ-হোমাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল, ( উক্তশ্লোকে "ভবদ্ভি" এই যে শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য পৃথুর পিতা বেণ, কিন্তু পুত্রের নিকট পিতার নিন্দা না করিয়া পৃথুকেই আপাততঃ লক্ষ্য করা হইয়াছে )। যাহা হউক, দেবতার অনুগ্রহে তাহারা সম্পদ লাভ করে, অথচ কেহ দেবতার উদ্দেশ্যে তাহার কণামাত্রও অর্পণ করে না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ" "দেবতার দত্ত বস্তু তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চৌর"। এরূপ চৌরের সংখ্যাই রাজ্যে অধিক হইয়া উঠিল, এই সকল কারণে আমি মনে করিলাম—ইহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক, অতএব যাহাতে এই সকল শস্যাদি অসাধুলোকে ভোগ করিতে না পারে, যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য যদি সম্প্রতি আমি ইহা গ্রাস করিয়া অর্থাৎ নিজদেহে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখি, তাহা হইলে লোকের ভক্ষ্যসংস্থানের অভাব ঘটিবে, তবেই তাহারা তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা কর্ত্তব্যপথের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি বীজগ্রাস করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ভবাদৃশ মহাপুরুষ যখন রাজ্যরক্ষায় ব্যাপৃত, তখন

বৎসং কল্পয় মে বীর যেনাহং বৎসলা তব। ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামানমুরূপঞ্চ দোহনম্ ॥ ৯

দোগ্ধারঞ্চ মহাবাহো ভূতানাং ভূতভাবন। অন্নমীপ্সিতমূর্জ্জস্বদ্ভগবান্ বাঞ্ছতে যদি ॥ ১০

সমাঞ্চ কুরু মাং রাজন্ দেববৃষ্টং যথা পয়ঃ।

অপর্ত্তাবপি ভদ্রং তে উপাবর্ত্তেত মে বিভো ॥ ১১

ইতি প্রিয়হিতং বাক্যং ভুব আদায় ভূপতিঃ। বৎসং কৃত্বা মনুং পাণাবদুহৎ সকলৌষধীঃ ॥ ১২

অবশ্য যথাবিধি সকল কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইবে, অতএব আর আমার বীজগ্রাসের প্রয়োজন নাই। তবে যে সকল পূর্ব্বতন বীজ আমি নিজদেহে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় এত দীর্ঘকালে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনি আবার সমুচিত উপায় অবলম্বনে আমা হইতে আবশ্যকীয় সার আহরণ করিয়া লউন" ॥ ১—৮

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] ভূতভাবন। ( লোকপালক। ) মহাবাহো। বীর। ভগবান্ ( ভবান্ ) যদি ভূতানাম্ ঈপ্সিতম্ উর্জ্জস্বৎ ( বলপ্রদম্ ) অন্নং বাঞ্ছতে ( অভিলষিত, তদা ) মে (মম) অনুরূপম্ ( উপযুক্তং ) বৎসং দোহনঞ্চ ( দুহ্যতে অস্মিন্নিতি অধিকরণে অনট্ তথা চ দোহনপাত্যমিত্র্যঃ ) দোগ্ধারঞ্চ ( দোহনকর্ত্তারঞ্চ ) কল্পয় ( স্থিরীকুরু ) অহং ক্ষীরময়ান্ ( দুগ্ধস্বরূপান্ ) কামান্ ( অভিলষিতফলানি ) ধোক্ষ্যে ( প্রদাস্যামি ), যেন ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) অহং তব ( ত্বাং প্রতি ) বৎসলা ( স্নেহময়ী, সঞ্জাতাস্মীতি শেষঃ ) ॥ ৯।১০

**মূলানুবাদ।**—হে লোকপাল মহাবাহুবলসম্পন্ন বীর। প্রাণীদিগের অভিপ্রেত বলকর অন্ন যদি আপনি ( পাইতে ) ইচ্ছা করেন, তবে আমার উপযুক্ত বৎস, দোহনপাত্র ও দোহনকর্ত্তা স্থির করুন; আমি দুগ্ধ রূপে সকল কাম্যবস্তু দান করিব, কারণ আপনার প্রতি আমি সাতিশয় বাৎসল্যযুক্ত হইয়াছি ॥ ৯।১০

**শ্রীধরটীকা।**—বৎসং, দোহনং দোহপাত্রং, দোগ্ধারঞ্চ উপকল্পয়। ধোক্ষ্যে প্রপূরয়িষ্যামি। ভূতানামভীপ্সিতমন্নং, উর্জ্জস্বৎ বলপ্রদম্ ॥ ৯।১০

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] বিভো। রাজন। দেববৃষ্টং ( দেবৈর্বর্ষিতং ) পয়ঃ ( জলং ) যথা ( যেন রূপেণ ) অপর্ত্তাবপি ( অপগতেঽপি বর্ষাসময়ে ) মে ( ময়ি ) উপাবর্ত্তেত ( সর্ব্বতস্তিষ্ঠেৎ ) [ তথা ] মাং সমাঞ্চ ( সমতলাঞ্চ ) কুরু, [ তথা সতি ] তে ( তুভ্যং ) ভদ্রং ( কুশলং, ভবেদিতি শেষঃ ) ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—প্রভো। মহারাজ। দেবগণ কর্ত্তৃক বর্ষিত জলসমূহ যাহাতে বর্ষাকাল চলিয়া গেলেও আমাতে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে, এরূপ ভাবে আপনি আমাকে সমান করিয়া লউন, তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—অপগতেঽপি বর্ষর্তৌ দেববৃষ্টমুদকং যথা মে ময়ি সর্ব্বতো বর্ত্ততে ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—ভূপতিঃ ( পৃথুঃ ) ভুবঃ ( পৃথিব্যাঃ ) ইতি ( প্রাগুক্তং ) প্রিয়হিতং ( প্রিয়ঞ্চ তৎ হিতঞ্চেতি ) বাক্যম্ আদায় ( যুক্তিযুক্ততয়া গৃহীত্বা ) মনুং বৎসং কৃত্বা পাণৌ ( স্বীয়হস্তরূপে এব পাত্রে ) সকলৌষধীঃ ( সর্ব্বশস্যানাং বীজময়ানি দুগ্ধানি ) অদুহৎ ( দোহয়ামাস ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—নরপতি পৃথু পৃথিবীর ঐ সকল প্রিয় ও হিতকর বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইলেন, অতএব মনুকে-বৎস করিয়া ( তাঁহার সাহায্যে ) নিজ হস্তরূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে সকল প্রকার শস্যের বীজরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লইলেন। ১২

**শ্রীধরটীকা।**—মনুং স্বায়ম্ভুবম্। ওষধীর্ব্রীহ্যাদীঃ ॥ ১২

তথাপরে চ সর্ব্বত্র সারমাদদতে বুধাঃ। ততোহন্যে চ যথাকামং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥ ১৩
ঋষয়ো দুদুহুর্দেবীমিন্দ্রিয়েষ্বথ সত্তমাঃ। বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্ছন্দোময়ং শুচি ॥ ১৪
কৃত্বা বৎসং সুরগণা ইন্দ্রং সোমমদূদুহন্। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ বীর্য্যমোজো বলং পয়ঃ ॥ ১৫
দৈতেয়া দানবা বৎসং প্রহ্লাদমসুরর্ষভম্। বিধায় দুদুহুঃ ক্ষীরময়ঃপাত্রে সুরাসবম্ ॥ ১৬
গন্ধর্ব্বাপ্সরসোহধুক্ষন্ পাত্রে পদ্মময়ে পয়ঃ।
বৎসং বিশ্বাবসুং কৃত্বা গন্ধং মধু সসৌভগম্ ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—তথা ( যথা পৃথুঃ পৃথিব্যা বাক্যে সারং জগ্রাহ তথা ) অপরে চ বুধাঃ ( অন্যেহপি প্রাজ্ঞাঃ ) সর্বত্র ( সর্ব্বেষাং সর্ব্ববাক্যেষু ) সারম্ আদদতে ( গৃহ্ণন্তীতি নীতিকথনং ), ততঃ ( তস্মাদ্ধেতোঃ ) অন্যে চ ( মুনি-প্রভৃতয়ঃ ) পৃথুভাবিতাং ( পৃথুনা বশীকৃতাং পৃথিবীং ) যথাকামম্ ( ইচ্ছানুরূপং ) দুদুহুঃ ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—পৃথু যেমন পৃথিবীর বাক্যের সারগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যান্য বিজ্ঞগণও সকল প্রকার বাক্যেরই সারগ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, সুতরাং মুনিগণ প্রভৃতি আরও অনেক ব্যক্তি সেই পৃথুর প্রভাবে বশীকৃত পৃথিবী হইতে ইচ্ছানুরূপ বস্তু দোহন করিয়া লইয়াছিলেন ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—প্রসঙ্গাদর্থান্তরমাহ তথেতি। যথা পৃথুঃ এবং সর্ব্বত্র বাক্যে অপরেহপি সারমাদদতে। প্রস্তুতমনুবর্ণয়তি। ততোহন্যে চ ঋষ্যাদয়ঃ পঞ্চদশ দুদুহুঃ। পৃথুনা ভাবিতাং বশীকৃতাম্ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—[ ইদানীমন্যেষাং দোহনং বিশেষেণ বর্ণয়তি ] অথ ( অনন্তরং ) সত্তমাঃ ( সাধুস্বভাবাঃ ) ঋষয়ঃ বৃহস্পতিং বৎসং কৃত্বা ইন্দ্রিয়েষু ( বাঙ্‌মনঃশ্রোত্ররূপেষু পাত্রেষু ) দেবীং ( পৃথিবীং ) শুচি ( পবিত্রং ) ছন্দোময়ং ( বেদাত্মকং ) পয়ঃ ( দুগ্ধং ) দুদুহুঃ ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর অত্যন্তসাধুপ্রকৃতি মুনিগণ বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া বাক্য, মন ও শ্রোত্র, এই সকল ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পবিত্র বেদময় দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।** - দেবীং পৃথ্বীম্। বাঙ্মনঃশ্রবণৈর্বেদগ্রহণাদিন্দ্রিয়াণাং পাত্রত্বম্ ॥ ১৪

**অন্বয়।**—সুরগণাঃ ( দেবাঃ ) ইন্দ্রং বৎসং কৃত্বা হিরণ্ময়েন পাত্রেণ ( স্বর্ণপাত্রেণ ) সোমম্ ( অমৃতং ) বীর্য্যং ( মনঃশক্তিম্ ) ওজঃ ( ইন্দ্রিয়শক্তিং ) বলং (দেহশক্তিং) পয়ঃ (উক্তসমুদায়াত্মকং দুগ্ধম্) অদূদুহন্ (দুদুহুঃ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**- দেবতারা ইন্দ্রকে বৎস করিয়া স্বর্ণময় পাত্রে অমৃত, মানসিকশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি ও দৈহিক-শক্তিরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—সোমমমৃতং, বীর্য্যং মনঃশক্তিম্, ওজ ইন্দ্রিয়শক্তিং, বলং দেহশক্তিঞ্চ, তদেব পয়ঃ ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—দৈতেয়াঃ ( দৈত্যাঃ ) দানবাশ্চ অসুরর্ষভং ( দৈত্যশ্রেষ্ঠং ) প্রহ্লাদং ( প্রহ্লাদ ইতি প্রসিদ্ধং ) বৎসং বিধায় অয়ঃপাত্রে (লৌহপাত্রে) সুরাসবং ( সুরাম্ আসবঞ্চ নানাবিধমদ্যস্বরূপমিত্যর্থঃ) পয়ঃ (দুগ্ধং) দুদুহুঃ ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—দৈত্য ও দানবগণ দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস করিয়া লৌহপাত্রে সুরা, আসব প্রভৃতি নানাবিধ মদ্যস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা।**—সুরাম্ আসবঞ্চ তালাদিমদ্যম্ ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ।**—গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ ( গন্ধর্ব্বাশ্চ অপ্সরসশ্চ ) বিশ্বাবসুং ( তন্নামানং দেবযোনিং ) বৎসং কৃত্বা সসৌভগং ( সৌন্দর্য্যসহিতং ) মধু ( বাঙ্‌মাধুর্য্যং ) গন্ধং ( সৌরভঞ্চ ) পয়ঃ ( সৌন্দর্য্যাদিরূপং দুগ্ধমিত্যর্থঃ ) পদ্মময়ে পাত্রে অধুক্ষন্ ( দুদুহুঃ ) ॥ ১৭

বৎসেন পিতরোঽর্য্যম্না কব্যং ক্ষীরমধুক্ষত। আমপাত্রে মহাভাগ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদেবতা ॥ ১৮
প্রকল্প্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সঙ্কল্পনাময়ীম্। সিদ্ধিং নভসি বিদ্যাঞ্চ যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ১৯
অন্যে চ মায়িনো মায়ামন্তর্দ্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্। ময়ং প্রকল্প্য বৎসন্তে দুদুহুর্ধারণাময়ীম্ ॥ ২০
যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ। ভূতেশবৎসা দুদুহুঃ কপালে ক্ষতজাসবম্ ॥ ২১

মূলানুবাদ।—গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বিশ্বাবসুকে বৎস করিয়া সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও বাঙ্মাধুর্য্যস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—মধু বাঙ্মাধুর্য্যম্। সৌভগং সৌন্দর্য্যং, তৎসহিতম্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—[ হে ] মহাভাগ! ( বিদুর! ) শ্রাদ্ধদেবতাঃ ( প্রাপ্তপিতৃলোকান্ যানুদ্দিশ্য শ্রাদ্ধমনুষ্ঠীয়তে তে এব শ্রাদ্ধস্য দেবতাস্বরূপাঃ ) পিতরঃ অর্য্যম্না ( পিতৃলোকপ্রধানেন অর্য্যমনাম্না, "পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি" ইতি গীতায়াং ভগবদুক্তেঃ ) বৎসেন আমপাত্রে ( অপক্বমৃৎপাত্রে ) শ্রদ্ধয়া কব্যং ( পিতৃপ্রদেয়ান্নাদিস্বরূপং ) ক্ষীরং (দুগ্ধম্) অধুক্ষত ॥ ১৮

মূলানুবাদ। হে বিদুর! শ্রাদ্ধের অধিদেবতা পিতৃগণ অর্য্যমাকে বৎস করিয়া অপক্ব মৃত্তিকাপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় অন্নাদিরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—কব্যং পিতৄণামন্নম্ আমপাত্রে অপক্বে মৃন্ময়ে অধুক্ষত দুদুহুঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ। সিদ্ধাঃ ( দেবযোনিবিশেষাঃ ) কপিলং ( সাঙ্খ্যপ্রবর্ত্তকং মহামুনিং ) বৎসং প্রকল্প্য নভসি ( আকাশরূপে পাত্রে ) সঙ্কল্পনাময়ীং ( সঙ্কল্পমাত্রগম্যাম্ অণিমাদিরূপাং ) সিদ্ধিং, যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ ( দেবযোনয়ঃ, তে চ ) [ তমেব বৎসং প্রকল্প্য তস্মিন্নেব পাত্রে ] বিদ্যাং গগনচারিত্বাদিরূপাং বিদ্যাং) [ দুদুহুরিতি ক্রিয়ান্বয়ঃ ] ॥১৯

মূলানুবাদ।—সিদ্ধগণ কপিলকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া আকাশরূপ পাত্রে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন এবং বিদ্যাধর প্রভৃতিরাও সেই কপিলকেই বৎস করিয়া আকাশরূপ পাত্রেই গগনচারিত্ব প্রভৃতি বিদ্যা দোহন করিলেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—সঙ্কল্পনাময়ীম্ অণিমাদিসিদ্ধিম্। যে বিদ্যাধরাদয়ঃ তে চ তমেব বৎসং প্রকল্প্য নভস্যেব পাত্রে খেচরত্বাদিরূপাং বিদ্যাং দুদুহুঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—অন্যে চ মায়িনঃ ( কিন্নরাদয়ঃ ) ময়ং ( ময়নামকং দানবং ) বৎসত্বে প্রকল্প্য ধারণাময়ীং (সঙ্কল্পমাত্রপ্রভবাম্) অন্তর্দ্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্ (অন্তর্দ্ধানেন অদ্ভুত আত্মা যেষাং তেষাং সম্বন্ধিনীং) মায়াম্ ( অদৃশ্যত্বাদিবিদ্যাং ) দুদুহুঃ ॥ ২০

মূলানুবাদ।—আর কিন্নর প্রভৃতি অন্যান্য মায়াবিগণ ময়নামক দানবকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া, যাঁহারা অন্তর্দ্ধান ক্রিয়ায় অতি অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন তাঁহাদিগের যে মায়া অর্থাৎ অদৃশ্য হইবার যে বিদ্যা, যাহা সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন হয়, তাহা দোহন করিয়াছিলেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা। অন্যে চ কিম্পুরুষাদয়ঃ অন্তর্দ্ধানেনাদ্ভুতাত্মনাং সম্বন্ধিনীং মায়াং ধারণাময়ীং সঙ্কল্পমাত্রপ্রভবাম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যক্ষরক্ষাংসি ( যক্ষাঃ রাক্ষসাশ্চ ), ভূতানি, পিশাচাঃ, ( এতে সর্ব্বে ) পিশিতাশনাঃ ( মাংসাশিনঃ ) ভূতেশবৎসাঃ (ভূতেশঃ রুদ্রঃ, স এব বৎসো যেষাং তথাবিধাঃ সন্তঃ, রুদ্রমেব বৎসং প্রকল্প্য ইত্যর্থঃ) কপালে ( নরকপালরূপে পাত্রে ) ক্ষতজাসবং ( ক্ষতজং রুধিরং তদেব আসবং মদ্যং ) দুদুহুঃ ॥ ২১

তথাহয়ো দন্দশূকাঃ সর্পা নাগাশ্চ তক্ষকম্। বিধায় বৎসং দুদুহুর্বিলপাত্রে বিষং পয়ঃ ॥ ২২

পশবো যবসং ক্ষীরং বৎসং কৃত্বা চ গোবৃষম্। অরণ্যপাত্রে চাধুক্ষন্ মৃগেন্দ্রেণ চ দংষ্ট্রিণঃ ॥২৩

ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুদুহুঃ স্বকলেবরে। সুপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরঞ্চাচরমেব চ ॥ ২৪

বটবৎসাশ্চ তরবঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ। গিরয়ো হিমবদ্বৎসা নানা ধাতূন্ স্বসানুষু ॥ ২৫

সর্ব্বে স্বমুখ্যবৎসেন স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ।
সর্ব্বকালদুঘাং পৃথ্বীং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি মাংসাশিগণ রুদ্রদেবকে বৎস করিয়া কপালরূপ পাত্রে (মানুষের মস্তকের খুলিতে) রুধিররূপ মদ্য দোহন করিয়াছিল ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—ভূতেশো রুদ্রঃ, স এব বৎসো যেষাম্। ক্ষতজং রুধিরং, তদেবাসবম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—তথা অহয়ঃ (সর্পাঃ) দন্দশূকাঃ (বৃশ্চিকাদয়ঃ) সর্পাঃ (পূর্ব্বম্ অহয় ইতি উল্লিখ্যাপি পুনঃ সর্পা ইতি কথনং সফণত্ব-নিষ্ফণত্বাভ্যাং বিভিন্নজাতীয়সর্পাভিপ্রায়েণ বোধ্যং) নাগাশ্চ (সর্পাণাং মধ্যে এব কদ্রু-সন্ততিজাতাঃ) তক্ষকং (নাগবিশেষং) বৎসং বিধায় বিলপাত্রে (মুখবিবরে) বিষং পয়ঃ (বিষরূপং দুগ্ধং) দুদুহুঃ ॥ ২২

মূলানুবাদ।—ফণাযুক্ত ও ফণাহীন সকল প্রকার সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি এবং নাগগণ, তক্ষককে বৎস করিয়া মুখরূপ পাত্রে বিষরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—অহয়ো নিষ্ফণাঃ। দন্দশূকা বৃশ্চিকাদয়ঃ। সর্পাঃ সফণাঃ, ত এব কদ্রুসন্ততিভূ নাগাঃ। বিলপাত্রে মুখে ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—পশবশ্চ গোবৃষং (রুদ্রবাহনং বৃষং) বৎসং কৃত্বা অরণ্যপাত্রে যবসং (ঘাসরূপং) ক্ষীরম্ অধুক্ষন্, দংষ্ট্রিণঃ (দন্তাযুধাঃ) ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ (মাংসভোজিনঃ ব্যাঘ্রাদয়ো জীবাঃ) মৃগেন্দ্রেণ (সিংহেন, বৎসী-কৃতেনেতি শেষঃ) স্বকলেবরে (নিজদেহে) ক্রব্যং (মাংসং), বিহগাঃ (পক্ষিণশ্চ) সুপর্ণবৎসাঃ (সুপর্ণো গরুড়ঃ, তং বৎসং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) চরং (কীটাদিকম্) অচরমেব চ (ফলাদিকং) দুদুহুঃ ॥ ২৩।২৪

মূলানুবাদ।—পশুগণ, রুদ্রের বাহন বৃষকে বৎস করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণাদিরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল, আর দংষ্ট্রী অর্থাৎ দন্তই যাহাদের প্রধান অস্ত্র, এইরূপ মাংসাশী জীবগণ সিংহকে বৎস করিয়া নিজ নিজ দেহরূপ পাত্রে মাংসরূপ দুগ্ধ এবং পক্ষিগণ গরুড়কে বৎস করিয়া কীট প্রভৃতি ও ফলাদিরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল ॥ ২৩।২৪

শ্রীধরটীকা।—যবসং তৃণম্। গোবৃষং রুদ্রবাহনং বৃষভম্। মৃগেন্দ্রেণেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—তরবশ্চ বটবৎসাঃ (বটো বৎসো যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তঃ, বটং বৎসং কৃত্বেতি যাবৎ) পৃথগ্রসময়ং (নানাবিধরসরূপং) পয়ঃ (দুগ্ধং), গিরয়ঃ (পর্ব্বতাশ্চ) হিমবদ্বৎসাঃ (হিমালয়ং বৎসং কৃত্বা) স্বসানুষু (স্ব-স্ব-সমতল প্রদেশবিশেষেষু) নানাধাতূন্ (দুদুহুরিতি ক্রিয়াসম্বন্ধঃ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—বৃক্ষগণ বটবৃক্ষকে বৎস করিয়া বিভিন্ন প্রকার রসরূপ দুগ্ধ এবং পর্ব্বতগণ হিমালয়কে বৎস করিয়া নিজ নিজ সানুদেশে বহুপ্রকার ধাতুদ্রব্যরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—ক্রব্যং মাংসম্। চরং কীটাদি, অচরং ফলাদি ॥ ২৪।২৫

এবং পৃথ্বাদয়ঃ পৃথ্বীমন্নাদাঃ স্বন্নমাত্মনঃ। দোহবৎসাদিভেদেন ক্ষীরভেদং কুরূদ্বহ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—সর্বে ( সর্বশ্রেণীষা দোগ্ধারঃ ) স্বমুখ্যবৎসেন ( স্বসম্প্রদায়গতো যো মুখ্যঃ প্রধানঃ, তদ্রূপেণ বৎসেন) স্বে স্বে পাত্রে পৃথুভাবিতাং (পৃথুপ্রভাবেণাযত্তীকৃতাং ) সর্ব্বকামদুঘাং ( সর্বাভীষ্টপ্রদাং ) পৃথ্বীং দুদুহুঃ ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—সকল শ্রেণীর দোগ্ধাই, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বৎস করিয়া এই পৃথুর প্রভাবে বশীকৃত পৃথিবী হইতে নিজ নিজ পাত্রে ইচ্ছানুরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছিলেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—অনুক্তসংগ্রহার্থমাহ। সর্বে স্বজাতৌ যো মুখ্যস্তেন বৎসেন ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—[ হে ] কুরূদ্বহ ! ( কুরুকুলধুরন্ধর ! বিদুর ! ) অন্নাদাঃ ( অন্নভোজিনঃ ) পৃথ্বাদয়ঃ ( পৃথুপ্রভৃতয়ঃ ) এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) দোহনবৎসাদিভেদেন ( বিভিন্নপ্রকারদোহনপাত্রবৎসাদিকল্পনেন ) আত্মনঃ স্বন্নম্ ( অভীষ্টমন্নং ) ক্ষীরভেদং ( নানাবিধান্নরূপং দুগ্ধং ) [ দুদুহুরিতি শেষঃ ] ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! অন্নভোজী পৃথু প্রভৃতি এই প্রকারে বিভিন্ন প্রকার বৎস ও পাত্র অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভিপ্রেত খাদ্যস্বরূপ নানাবিধ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—উপসংহরতি এবমিতি। স্বন্নম্ অভীষ্টমন্নম্। তমেব ক্ষীরভেদং দুদুহুঃ। দোহঃ পাত্রম্ ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্বে যে পৃথিবী পৃথুকে বলিয়াছেন—"তত্র দৃষ্টেন যোগেন ভবানাদাতুমর্হতি" "আপনি যথোচিত উপায় অবলম্বনে আবার আমা হইতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন", এ কথার মধ্যে যে "যথোচিত উপায়" কথাটী উল্লিখিত হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ কিরূপ উপায় অবলম্বনীয় ইহা বুঝিয়া লইতে পৃথুর যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, এজন্য পৃথিবী স্বয়ংই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। রাজ্যরক্ষাবিষয়ে পৃথুর ঐকান্তিকতা ও প্রজাবর্গের দুঃখে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়া পৃথিবী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা হইয়াছেন, সুতরাং সেই গোমূর্ত্তিতেই দুগ্ধরূপে পৃথুর সকল কাম্যবস্তু দান করিতে অভিলাষিণী হইয়া তিনি বলিলেন—"বৎস! তুমি উপযুক্ত বৎস ও দোহনপাত্র স্থির করিয়া আমাকে দোহন কর, তোমার যাহা কিছু অভিপ্রেত, আমি দুগ্ধরূপে তৎসমুদয়ই প্রদান করিব"। পৃথিবীর এই হিতকর বাক্য শুনিয়া পৃথুর অত্যন্ত আনন্দ হইল, তিনি মনুকে বৎসরূপে ও স্বীয় হস্তই পাত্ররূপে প্রয়োগ করিয়া গোরূপা পৃথিবী হইতে সকল শস্যবীজ দোহন করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ মুনিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতগণ পর্য্যন্ত যিনি যে প্রকারে যাহা দোহন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই মূলানুবাদে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে, তবে এখানে বুঝিবার বিষয় এই যে—পৃথিবীর এই দোহন ব্যাপারটা কিরূপ? লৌকিক গোদোহন ব্যাপারে দোহনকর্ত্তা যেরূপে গোবৎস ও পাত্রের সাহায্যে গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করে, এস্থলেও কি ঠিক তদ্রূপ? অর্থাৎ অগ্রে মনু গোবৎসের ন্যায় সেই গোরূপা পৃথিবীর স্তন পান করিয়া দোহ্য বস্তুর সঞ্চার করিয়া দিলেন, আর পৃথু এক হাত পাতিয়া অপর হস্তে সেই গোমূর্ত্তির স্তন হইতে ঠিক লৌকিক দোহনের ন্যায় ব্যাপার বিধান পূর্ব্বক সকল শস্যবীজ নির্গত করিয়া লইলেন, ইহাই কি প্রকৃত মর্ম্ম, অথবা অন্যরূপ? শ্রীধরস্বামীপাদের টীকায় এসম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। অবশ্য এই বিচিত্র সংসারে শ্রীভগবানের অনন্তলীলা প্রকটিত হইতেছে, তাহাতে কোন প্রকার ঘটনাই অসম্ভব নহে, সুতরাং লৌকিক গোদোহনের অনুরূপ ভাবেই এই পৃথিবীর দোহনব্যাপার সাধিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও কোনরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ দেখি না। আবার একূপ সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীকে দোহন করা রূপকমাত্র, অর্থাৎ দুগ্ধপ্রার্থী লোক যেমন বৎসের সাহায্যে দোহন ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক গাভী হইতে

ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্ব্বকামদুঘাং পৃথুঃ। দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণা দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ২৮

দুগ্ধ লাভ করে, সেইরূপ মহারাজ পৃথু প্রভৃতিও বৎসস্থানীয় মনু প্রভৃতির সহায়তায় সমুচিত কৃষিকর্ম্মাদিরূপ উপায় বিধান পূর্ব্বক পৃথিবীর অঙ্গ হইতে আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন। গাভীর স্তনে দুগ্ধ থাকিলেও তাহা লাভ করিতে হইলে যেমন দোহন ভিন্ন অন্যপ্রকারে তাহা সম্ভবপর নহে,তেমনই পৃথিবীর দেহে সে সকল বস্তু থাকিলেও তাহা লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত উপায় বিধান ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। যখন লোক সেই উপযুক্ত উপায় উৎপাদনে উপেক্ষাশীল বা অসমর্থ হইয়াছিল, তখনই পৃথিবী হইতে কাম্যবস্তু পাওয়া যায় নাই, সুতরাং লোকের সাতিশয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু যখন মহারাজ পৃথু ও তদীয় মতানুসরণকারী মুনি, দেবতা প্রভৃতি সকলেই সমুচিত উপায় অবলম্বন করিলেন, তখন পৃথিবী হইতে সকলেই আবশ্যকীয় ফল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সাদৃশ্য নিবন্ধনই পৃথিবীর দোহন বলিয়া মূলে কথিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীবগোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এ বিষয়ে আলোচনা আছে, যে—"যথা পৃথ্ব্যা গোরূপত্বং তথা পয়সোঽপি সাক্ষাদ্দুগ্ধত্বমেব তস্য ছন্দোময়ত্বঞ্চ তদুপলম্ভমাত্রেণ ছন্দসাং সহসা প্রাদুর্ভাবাৎ, তৎপ্রাদুর্ভাবযোগ্যানি তু বাঙ্‌মনঃশ্রবণরূপাণি ইন্দ্রিয়াণি, তেষাং পাত্রত্বং তত্তদ্গোলকে সেকেন তৎপ্রাদুর্ভাবাৎ"ইত্যাদি (ক্রমসন্দর্ভ টীকা)। ইহার অর্থ—পৃথিবী যেমন সাক্ষাৎ গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,তেমন তাঁহার দোহনেও দুগ্ধই নির্গত হইয়াছিল,তবে (দেবতাদের দোহনকালে) তাহা যে বেদময় হইয়াছিল, ইহা সেই দুগ্ধস্পর্শমাত্রে তৎক্ষণাৎ বেদগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, বেদগণের আবির্ভাবের উপযুক্ত ক্ষেত্র—বাক্য, মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়, সেই সকল স্থানে ঐ দুগ্ধ সেক করায় বেদ আবির্ভূত হন বলিয়া এই স্থানগুলিকেই পাত্র বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে—পৃথুর প্রভাবে পৃথিবী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক সেই গোমূর্ত্তি অবস্থাতেই রাজ্যের কল্যাণার্থ প্রচুর দুগ্ধধারা বর্ষণ করেন, উহা মনু প্রভৃতি (যাঁহারা বৎস বলিয়া মূলে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারা) গ্রহণ করিয়া মূলোক্ত তত্তৎপাত্রে প্রক্ষেপ করায় সেই দুগ্ধের শক্তিতে তথাকথিত ফল উৎপন্ন হয়। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা যায় যে জগতের প্রত্যেক মন্বন্তরেই সৃষ্টিবিস্তারের মূল ব্যক্তি মনু; সুতরাং পৃথু সেই মনুকেই অগ্রবর্ত্তী করিয়া গোরূপা পৃথিবীর স্তন্যদুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক প্রথমতঃ মনুকে দিলেন, মনু তাহা স্পর্শ করিয়া পৃথুর হস্তে প্রক্ষেপ করামাত্র শস্যবীজ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাতে মনুই বীজগুলির প্রাদুর্ভাবের প্রথম সহায় বলিয়া তাঁহাকে বৎস বলা হইয়াছে, আর দুগ্ধের শক্তিতেই শস্যবীজ প্রাদুর্ভূত হইল বলিয়া সেগুলিকে দুগ্ধ বলা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাবে বৎস, দুগ্ধ প্রভৃতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এই সমাধান প্রণালীই অধিক উপাদেয় বলিয়া মনে হয়। আর একটী কথা এই যে—"দৈত্যেয়া দানবা বৎসং প্রহ্রাদমসুরর্ষভম্" এই শ্লোকে যে প্রহ্লাদকে বৎসরূপে কল্পনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ একটু অসামঞ্জস্য মনে হইতে পারে, কারণ এই পৃথুর বৃত্তান্তের অনেক পরবর্ত্তী কালে প্রহ্লাদের জন্ম, সুতরাং ঐ সময়ে দৈত্যদানবগণ তাঁহাকে বৎস কল্পনা করিবে কিরূপে? এ বিষয়েও ক্রমসন্দর্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। শ্রীজীব উহাতে লিখিয়াছেন—"প্রহ্লাদস্য ভাবিত্বেঽপি পৃথিব্যুপদেশেন সোঽয়ং প্রহ্লাদো দৈত্যানাং ভাবনামযো জ্ঞেয়ঃ" অর্থাৎ যদিও তৎকালে প্রহ্লাদের জন্ম হয় নাই, তথাপি সেই দৈত্যবংশীয় ভাবিমহাপুরুষের কথা পৃথিবীদেবীর অবিজ্ঞাত ছিল না, তিনি দৈবদৃষ্টিতে ভূত, ভবিষ্যৎ সকলই দেখিতেছিলেন, তিনিই প্রহ্লাদকে দৈত্যগণের মধ্যে প্রধান পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করায় দৈত্য ও দানবগণ কল্পনাবলে তাঁহাকে বৎস বলিয়া নির্ব্বাচন করে। এ স্থলে এইরূপ সামঞ্জস্য করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না ॥ ৯—২৭

চূর্ণয়ংশ্চ ধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্। ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ ॥ ২৯

অথাস্মিন্ ভগবান্ বৈণ্যঃ প্রজানাং বৃত্তিদঃ পিতা।
নিবাসান্ কল্পয়াঞ্চক্রে তত্র তত্র যথার্হতঃ ॥ ৩০

গ্রামান্ পুরঃ পত্তনানি দুর্গাণি বিবিধানি চ।
ঘোষান্ ব্রজান্ সশিবিরানাকরান্ খেটখর্ব্বটান্ ॥ ৩১

প্রাক্ পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা। যথাসুখং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভয়াঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পৃথ্বীদোহো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ** ।—ততঃ ( অনন্তরং ) প্রীতঃ ( সন্তুষ্টচিত্তঃ ) মহীপতিঃ পৃথুঃ দুহিতৃবৎসলঃ ( দুহিতরীব বৎসলঃ, পৃথিবীং প্রতি কন্যায়ামিব বাৎসল্যপরায়ণঃ সন্ ) সর্ব্বকামদুঘাং ( সর্ব্বেষামভিপ্রেতফলদাত্রীম্ ) ইমাং ( পৃথিবীং ) প্রেম্ণা ( প্রিয়তয়া ) দুহিতৃত্বে চকার ( নিজকন্যাস্থানীয়াং বিবেচিতবান্ ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ** ।—অনন্তর সন্তুষ্টচিত্ত রাজা পৃথু পৃথিবীর প্রতি নিজ সন্তানোচিত বাৎসল্যপরায়ণ হইয়া সকলের কাম্যফলদাত্রী পৃথিবীকে স্নেহপূর্ব্বক স্বীয় কন্যার ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা** ।—ইমাং পৃথ্বীম্ ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ** ।—বিভুঃ ( প্রভুঃ ) রাজরাট্ ( রাজাধিরাজঃ ) বৈণ্যঃ ( পৃথুঃ ) ধনুষ্কোট্যা ( ধনুষঃ প্রান্তভাগেন ) গিরিকূটানি ( পর্ব্বতশৃঙ্গাণি ) চূর্ণয়ন্ ইদং ভূমণ্ডলং প্রায়ঃ সমং চক্রে ॥ ২৯

**মূলানুবাদ** ।—রাজাধিরাজ প্রভু পৃথু ধনুকের অগ্র ভাগ দ্বারা পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলি চূর্ণ করিয়া এই ভূমণ্ডল প্রায় সমতল করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ** ।—প্রজানাং বৃত্তিদঃ ( জীবিকাসংস্থানকারী ) পিতা ( পিতৃতুল্য ) ভগবান্ বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) অস্মিন্ ( ভূমণ্ডলে ) তত্র তত্র ( সমীকৃতেষু স্থানেষু ) যথার্হতঃ ( উপযুক্ততানুসারেণ ) প্রজানাং নিবাসং ( বাসস্থানং ) কল্পয়াঞ্চক্রে ( ব্যবস্থাপিতবান্ ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ** ।—প্রজাদিগের জীবিকাসম্পাদনকারী পিতৃতুল্য ভগবান্ পৃথু এই ভূমণ্ডলে যে স্থান যাহার উপযুক্ত, তদনুসারে প্রজাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা** ।—ধনুষোঽগ্রেণ গিরিশৃঙ্গাণি চূর্ণয়ন্। রাজরাট্ রাজ্ঞাং রাজা সর্ব্বেষামাজীবিকাদানাৎ ॥ ২৯।৩০

**অন্বয়ঃ** ।—গ্রামান্, পুরঃ, পত্তনানি ( মহতীঃ পুরঃ ) বিবিধানি ( ঔদক-পার্ব্বতাদিরূপাণি অনেক-প্রকারাণি ) দুর্গাণি, ঘোষান্ ( গোপপল্লীঃ ) ব্রজান্ ( গবাং বাসস্থানানি ) সশিবিরান্ আকরান্ ( সেনানিবাসান্ স্বর্ণাদ্যুৎপত্তিস্থানানি চ ) খেট-খর্ব্বটান্ ( কর্ষকগ্রামান্ পর্ব্বতপ্রান্তস্থ-গ্রামাংশ্চ ) [ কল্পয়াঞ্চক্রে ইত্যন্বয়ঃ ] ৩১

**মূলানুবাদ** ।—গ্রাম, পুর, নগর, নানাবিধ দুর্গ, গোপপল্লী, গোবাসস্থান, শিবির, আকর, কৃষকদিগের গ্রাম, পার্ব্বত্য গ্রাম প্রভৃতি ( সকলই পৃথু নির্দ্দিষ্ট করিলেন ) ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ** ।—পৃথোঃ প্রাক্ ( পূর্ব্বম্ ) এষা (উক্তপ্রকারা ) পুরগ্রামাদিকল্পনা নৈব (ন আসীদেব), তত্র তত্র

( নির্দ্দিষ্টস্থানেষু ) অকুতোভয়াঃ ( ন বিদ্যতে কুতোঽপি ভয়ং যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তঃ ) যথাসুখং ( সুখেন ) বসন্তি স্ম [ প্রজা ইতি কর্তৃকারকান্বয়ো বোধ্যঃ ] ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—পৃথুর পূর্ব্বে এই প্রকার পুর, গ্রাম প্রভৃতি বিভাগ ছিল না, ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার স্থান নির্ব্বাচিত হওয়ায় প্রজাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে সুখে বাস করিতে লাগিল ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ঃ ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—গ্রামা হট্টাদিশূন্যাঃ। পুরো হট্টাদিমত্যঃ, তা এব মহত্যঃ পত্তনানি। দুর্গাণি বিবিধানি। যথাহ বৃহস্পতিঃ—ঔদকং পার্ব্বতং বার্ক্ষং মৈরিণং ধান্বনং তথেতি। ঘোষান্ আভীরাণাং নিবাসান্, ব্রজান্ গবাং নিবাসান্, শিবিরং সেনানিবাসস্থানং, তৎসহিতান্ আকরান্ স্বর্ণাদিস্থানানি। খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ, খর্ব্বটাঃ পর্ব্বতপ্রান্তগ্রামাঃ, তাংশ্চ তাংশ্চ ॥ ৩১।৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—রাজাকে "মহীপতি" "ভূপতি" ইত্যাদি নামে যে অভিহিত করা হয়, তাহার কারণ "পা" ধাতুর অর্থ পালন, আর "ডতি"প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব, ঐ উভয়ের যোগে"পতি" শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহার অর্থ "পালনকর্তা"। স্বামী যেরূপ স্ত্রীকে পালন করেন, পুত্র মাতাকে পালন করে, আবার পিতা কন্যাকে পালন করেন, তদ্রূপ রাজা মহীকে অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যভূমিকে পালন করেন বলিযাই তাঁহাকে মহীপতি বলে। তবে পতি শব্দের যোগার্থ যদিও ঐরূপ বটে, তথাপি "স্বামী" অর্থেই উহা অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের প্রস্তাবিত মহারাজ পৃথুও "মহীপতি", তিনিও তাঁহার রাজ্যভূমির সম্যক্ পালনে তৎপর, কিন্তু এই পালনের মধ্যে ও "মহীপতি" শব্দের মধ্যে একটু অন্যরূপ ভাব প্রকাশের অভিপ্রায়ে মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয় পৃথু-কর্তৃক পৃথিবীর দোহন বৃত্তান্ত বর্ণনার উপসংহারে বলিলেন—"দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণা দুহিতৃবৎসলঃ" "কন্যার প্রতি পিতার যেরূপ বাৎসল্য থাকে, পৃথিবীর প্রতিও পৃথুর সেইরূপ বাৎসল্য উপস্থিত হইল, সুতরাং তিনি পৃথিবীকে নিজকন্যা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন"। পৃথু গোরূপা পৃথিবী হইতে স্তন্যদুগ্ধরূপে যে সকল শস্যবীজ আহরণ করিলেন, তাহাই তাঁহাদের অন্নসংস্থানের মূল, সুতরাং পৃথিবীর প্রতি পৃথুর পত্নীভাবে ভালবাসা লোকবিরুদ্ধ, আবার প্রথমতঃ রুষ্ট হইয়া পৃথিবীকে তিনি যেরূপ দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি মাতৃভাবের সিদ্ধান্তও ঘটনাবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু কন্যাতে আবশ্যকমত শাসনবৃত্তি, আবার স্তন্যদায়িনী মাতা বলিয়া জ্ঞান করা, অর্থাৎ মাতৃভাব অবলম্বনে তদুচিত প্রতিপালনাদি করা, কোনপ্রকারেই বিরুদ্ধ নহে। পৃথু পৃথিবীকে কন্যাভাবে ভালবাসিয়া তদনুসারেই যথাবিধি প্রতিপালন করিয়াছেন এবং এই পালনকর্তৃত্বরূপ যোগার্থ অনুসারেই তাঁহার "মহীপতি" নামের সার্থকতা, এই নূতন রকমের মাধুর্য্যময় ভাবটুকু প্রকাশ করাই মৈত্রেয় মুনির উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। যাহা হউক, পৃথিবী হইতে উক্ত প্রকারে আবশ্যকীয় বীজাদি দোহনের পর পৃথু আবার পৃথিবীর "সমাঞ্চ কুরু মাং রাজন্" এই উপদেশ অনুসারে ধনুকের সাহায্যে পর্ব্বতাদি ভগ্ন করিয়া যথাযথভাবে তাহাকে সমান করিয়া লইলেন ও গ্রাম, নগর, হাট, বাজার প্রভৃতি নানাবিধ শ্রেণীবিভাগ করিয়া রাজ্যমধ্যে বাস করিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সকল ব্যবস্থা পৃথুর কর্তৃত্বেই প্রথম সম্পাদিত হইল, এইজন্যই তাঁহাকে "আদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ" বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ॥ ২৮—৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ে শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্যানুবাদঃ ॥ ১৮

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—:*:—

## একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অথাদীক্ষত রাজর্ষির্হয়মেধশতেন সঃ। ব্রহ্মাবর্ত্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ১

তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্ম্মাতিশয়মাত্মনঃ। শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবম্ ॥ ২

যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অন্বভূয়ত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥ ৩

অন্বিতো ব্রহ্মশর্ব্বাভ্যাং লোকপালৈঃ সহানুগৈঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ**।—অথ ( অনন্তরং ) সঃ রাজর্ষিঃ ( পৃথুঃ ) ব্রহ্মাবর্ত্তে ( এতন্নামকে ) মনোঃ ক্ষেত্রে ( মর্ত্ত্যপ্রদেশবিশেষে ) যত্র ( যস্মিন্ স্থানে ) প্রাচী ( পূর্ব্বভাগপ্রবহমানা ) সরস্বতী ( এতন্নাম্নী নদী ) [অস্তীতি শেষঃ ] [ তত্র ] হয়মেধশতেন ( শতাশ্বমেধযজ্ঞনিমিত্তম্ ) অদীক্ষত ( দীক্ষিতো বভূব ) ॥ ১

**মূলানুবাদ**।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—অনন্তর যে দেশের পূর্ব্বভাগে সরস্বতীনদী প্রবাহিতা, মনুর ক্ষেত্র সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক দেশে, রাজর্ষি পৃথু শতাশ্বমেধযজ্ঞ করিবার জন্য দীক্ষিত হইলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**।—

উনবিংশেঽশ্বমেধাশ্ব হয়াপহরণাৎ পৃথোঃ। ইন্দ্রং হন্তুং প্রবৃত্তস্য ধাত্রা বারণমুচ্যতে ॥

হয়মেধশতেন নিমিত্তেন অদীক্ষত দীক্ষিতোঽভূৎ, শতাশ্বমেধসঙ্কল্পমকরোদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মাবর্ত্তে—সরস্বতীদৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ইত্যুক্তলক্ষণে ॥ ১

**অন্বয়ঃ**।—ভগবান্ শতক্রতুঃ ( ইন্দ্রঃ ) পৃথোঃ তৎ ( তদিতি অব্যয়ং তমিতি তদর্থঃ ) যজ্ঞমহোৎসবম্, আত্মনঃ কর্ম্মাতিশয়ং ( স্বীয়কর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রামকম্ ) অভিপ্রেত্য ( মত্বা ) ন মমৃষে ( ন সোঢবান্ ) ॥ ২

**মূলানুবাদ**।—ভগবান্ ইন্দ্র পৃথুর সেই যজ্ঞোৎসব দেখিয়া মনে করিলেন যে, ইহা ত আমার কর্ম্মকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২

**শ্রীধরটীকা**।—আত্মনঃ স্বস্য কর্ম্ম অতিশেত ইত্যাতিশয়ম্ অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা, তদিতি তং পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবং ন মমৃষে ন সেহে ॥ ২

**অন্বয়ঃ**।—[ পৃথোঃ কর্ম্মণি যৎ ইন্দ্রকর্ম্মাতিশায়িত্বং তদেব প্রতিপাদয়তি সপ্তভিঃ— ] যত্র ( পৃথোর্যজ্ঞকর্ম্মণি ) সর্ব্বাত্মা ( অখিলান্তর্য্যামী ) সর্ব্বলোকগুরুঃ, প্রভুঃ ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ) ঈশ্বরঃ ( জগৎকর্ত্তা ) হরিঃ যজ্ঞপতিঃ ( যজ্ঞেশ্বরতয়া বিদ্যমানঃ ) সাক্ষাৎ অন্বভূয়ত ( প্রত্যক্ষতোঽদৃশ্যত ) ॥ ৩

সিদ্ধা বিদ্যাধরা দৈত্যা দানবা গুহ্যকাদয়ঃ। সুনন্দনন্দপ্রমুখাঃ পার্ষদপ্রবরা হরেঃ ॥ ৫
কপিলো নারদো দত্তো যোগেশাঃ সনকাদয়ঃ। তমন্বীয়ুর্ভাগবতা যে চ তৎসেবনোৎসুকাঃ ॥ ৬
যত্র ধর্ম্মদুঘা ভূমিঃ সর্ব্বকামদুঘা সতী। দোগ্ধি স্মাভীপ্সিতানর্থান্ যজমানস্য ভারত ॥ ৭
ঊহুঃ সর্ব্বরসান্ নদ্যঃ ক্ষীরদধ্যন্নগোরসান্। তরবো ভূমিবর্ষ্মাণঃ প্রাসূয়ন্ত মধুচ্যুতঃ ॥ ৮

**মূলানুবাদ**।- সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বলোকপূজ্য জগৎকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীহরি যে-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বররূপে সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন ॥ ৩

**অন্বয়ঃ**।—[ হরিরসৌ ন কেবলমেকাকীত্যাহ ] ব্রহ্ম-শর্ব্বাভ্যাম্ (ব্রহ্মণা, মহেশ্বরেণ চ ) অন্বিতঃ (যুক্তঃ) সহানুগৈঃ (সানুচরৈঃ) লোকপালৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ ), গন্ধর্ব্বৈঃ, মুনিভিঃ, অপ্সরোগণৈশ্চ উপগীয়মানঃ (স্তুতিগানৈরভিনন্দ্যমানঃ ) [ হরিঃ সাক্ষাদন্বভূয়ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ] ॥ ৪

**মূলানুবাদ**।—তাঁহার সহিত ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরও তথায় প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান ছিলেন এবং লোকপালগণ, গন্ধর্ব্ববৃন্দ, মুনিবর্গ ও অপ্সরাগণ স্ব স্ব অনুচরবর্গ সহ তথায় তাঁহার ( শ্রীহরির ) যশোগানাদিপূর্ব্বক স্তব করিতেছিলেন ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা**।– অতিশয়মেব দর্শয়তি যত্রেতি সপ্তভিঃ। যত্র ক্রতৌ সাক্ষাদন্বভূয়ত প্রত্যক্ষেণাদৃশ্যত ॥৩।৪

**অন্বয়ঃ**। - সিদ্ধাঃ, বিদ্যাধরাঃ, দৈত্যাঃ, দানবাঃ, গুহ্যকাদয়ঃ (যক্ষপ্রভৃতয়ঃ), হরেঃ পার্ষদপ্রবরাঃ (অনুচরশ্রেষ্ঠাঃ ) সুনন্দনন্দপ্রমুখাঃ (সুনন্দনন্দপ্রভৃতয়ঃ, কপিলঃ, নারদঃ, দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ, যোগেশাঃ, আজন্মযোগসিদ্ধাঃ ) সনকাদয়ঃ ( সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারাঃ ), যে তৎসেবনোৎসুকাঃ ( শ্রীহরিসেবানুরক্তাঃ ) ভাগবতাঃ (ভক্তাঃ) [ তে চ ], তং ( শ্রীহরিম্ ) অন্বীয়ুঃ ( অনুগতবন্তঃ ) ॥ ৫। ৬

**মূলানুবাদ**।—সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব, যক্ষ প্রভৃতি ও সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি প্রধান অনুচরগণ, কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয়, যোগসিদ্ধ সনকাদি কুমারগণ এবং অন্যান্য যে সকল ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিতে অভিলাষী, ইঁহারা সকলেই শ্রীহরির অনুগামী হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৫। ৬

**শ্রীধরটীকা**।—সিদ্ধাদয়শ্চ তং হরিমন্বীয়ুরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫। ৬

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] ভারত। ( বিদুর। ) যত্র ( যস্মিন্ যজ্ঞে ) সর্ব্বকামদুঘা ( সর্ব্বপ্রকারান্ কামান্ অভিলষিতফলানি দোগ্ধি অর্পয়তি যা সা ) ভূমিঃ ( পৃথিবী ) ধর্ম্মদুঘা সতী ( হবিঃপ্রদাত্রী ধেনুঃ সতী ) যজমানস্য ( যজ্ঞকর্ত্তুঃ পৃথোঃ ) অভীপ্সিতান্ অর্থান্ ( বাঞ্ছিতান্ পদার্থান্ ) দোগ্ধি স্ম ( স্বদেহাদেব অর্পয়তি স্ম ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর। সেই যজ্ঞে সকলবাঞ্ছিতফলদাত্রী পৃথিবী হবিঃপ্রদাত্রী ধেনুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞকর্ত্তা পৃথুর সমস্ত অভিলষিত বস্তু নিজদেহ হইতে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা**।—ধর্ম্মদুঘা হবির্দোগ্ধ্রী ধেনুঃ সতী ॥ ৭

**অন্বয়ঃ**।—নদ্যঃ সর্ব্বরসান্ ( ইক্ষুদ্রাক্ষাদিরসান্ ) ঊহুঃ ( বহন্তি স্ম ), ভূমিবর্ষ্মাণঃ ( বিস্তৃতদেহপ্রমাণাঃ ) তরবঃ ( বৃক্ষাঃ ) মধুচ্যুতঃ ( মধুবর্ষিণঃ সন্তঃ ) ক্ষীরদধ্যন্নগোরসান্ ( ক্ষীরং দুগ্ধম্, দধি, অন্নঞ্চ ভক্তাদিকং, গোরসাশ্চ অত্র ঘৃততক্রাদয়ো বোধ্যাঃ তান্ ) প্রাসূয়ন্ত ( স্বদেহাদুৎপাদ্য দদুঃ ) ॥ ৮

**মূলানুবাদ**।– নদীগণ ইক্ষুদ্রাক্ষা প্রভৃতির ন্যায় নানাবিধ রস বহন করিয়াছিল এবং বড় বড় বৃক্ষগণ মধুবর্ষণশীল হইয়া দুগ্ধ, দধি, অন্ন, ঘৃত, তক্র প্রভৃতি নানাবিধ উপচার প্রদান করিয়াছিল ॥ ৮

সিন্ধবো রত্ননিকরান্ গিরয়োঽন্নং চতুর্ব্বিধম্। উপায়নমুপাজহ্রুঃ সর্ব্বলোকাঃ সপালকাঃ ॥ ৯
ইতি চাধোক্ষজেশস্য পৃথোস্তৎ পরমোদয়ম্। অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতিঘাতমচীকরৎ ॥ ১০
চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্। বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্দ্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—উহুঃ বহন্তি স্ম,সর্ব্বরসান্ ইক্ষুদ্রাক্ষাদিরসান্। ক্ষীরঞ্চ দধি চ অন্নঞ্চ পানকাদি গোরসা ঘৃতং তক্রঞ্চ তাংশ্চ। ভূরীণি বিস্তৃতানি বর্ষ্মাণি শরীরাণি যেষাং তে ফলানি প্রাস্থবন্ত। মধুচ্যুতঃ মধুস্রাবিণঃ সন্তঃ ॥৮

**অন্বয়ঃ।**—সিন্ধবঃ (সমুদ্রাঃ) রত্ননিকরান্ (রত্নসমূহান্), গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) চতুর্ব্বিধং (চর্ব্ব্যং চোষ্যং লেহ্যং পেয়ঞ্চ) অন্নং, সপালকাঃ সর্ব্বলোকাঃ (সর্ব্বে লোকা লোকপালাশ্চ) উপায়নং (নানাবিধম্ উপহারদ্রব্যম্) উপাজহ্রুঃ (উপহৃতবন্তঃ) ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—সমুদ্রগণ রত্নসমূহ, পর্ব্বতগণ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্বিধ অন্ন এবং সকল লোক ও লোকপালগণ নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—চতুর্ব্বিধং ভক্ষ্যং ভোজ্যং চোষ্যং লেহ্যঞ্চ ॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ ইন্দ্রঃ অধোক্ষজেশস্য (শ্রীহরিসহায়স্য) পৃথোঃ ইতি (প্রাগুক্তপ্রকারেণ) পরমোদয়ং (সাতিশয়শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্নং) তৎ (যজ্ঞরূপং কর্ম্ম) অসূয়ন্ (ঈর্ষ্যয়া পশ্যন্) প্রতীঘাতং (বিঘ্নম্) অচীকরৎ (অত্র-ণ্যর্থোঽবিবক্ষিতঃ, তথা চ চকারেতি তদর্থঃ) ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—শ্রীহরির সহায়তায় পৃথুর যজ্ঞানুষ্ঠান উক্তরূপে অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হইয়াছিল, স্বর্গরাজ ইন্দ্র তাহাতে অসূয়াপরবশ হইয়া বিঘ্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—অধোক্ষজ ঈশো নাথো যস্য। পরম উদয়োঽভিবৃদ্ধির্যস্মিন্ তৎ কর্ম্ম অসূয়ন্ অসহমানঃ প্রতিঘাতং বিঘ্নং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—বৈণ্যে (পৃথৌ) চরমেণ (শতপূরণীভূতেন) অশ্বমেধেন (যজ্ঞেন) যজুষ্পতিং (যজ্ঞেশ্বরং শ্রীহরিং) যজমানে (অর্চ্চয়তি সতি, স্পর্দ্ধন্ (ঈর্ষ্যান্বিতঃ ইন্দ্রঃ) তিরোহিতঃ (তস্মাৎ স্থানাদন্তর্হিতঃ সন্) যজ্ঞপশুম্ (অশ্বম্) অপোবাহ (অপহৃতবান্) ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—পৃথু যখন চরম (সর্ব্বশেষ) অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইন্দ্র, একান্ত ঈর্ষ্যান্বিতচিত্তে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অপহরণ করিলেন ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—বৈণ্যে যজুষ্পতিং বিষ্ণুং যজমানে সতি স্পর্দ্ধমানইন্দ্রস্তিরোহিতঃসন্ অশ্বমপহৃতবান্॥১১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—শাস্ত্রে কথিত আছে—"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেব-নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" "যে দেশের পূর্ব্বভাগে সরস্বতী ও পশ্চিমে দৃষদ্বতী নাম্নী নদী প্রবাহিতা, সেই দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক জনপদ বলে"। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত অতি পবিত্র স্থান, ভগবান্ মনু এই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশেই বর্হিষ্মতী নাম্নী পুরীতে বাস করিতেন। যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ স্থান অতি উপাদেয়, এজন্য মহারাজ পৃথু সেই ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে শতাশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি,—ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও স্বীয় প্রধান প্রধান পারিষদবর্গ সহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া পৃথুর যজ্ঞকার্য্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছিলেন। পৃথিবী স্বয়ং কামধেনুরূপে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞীয় হবি প্রভৃতি আবশ্যকীয় সকল বস্তু সম্পাদন করিতেছিলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় দেব,দানব,যক্ষ,রাক্ষস,গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,এমন কি নদী,পর্ব্বত,বৃক্ষ,লতা প্রভৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে

তমত্রির্ভগবানৈক্ষৎ ত্বরমাণং বিহায়সা। আমুক্তমিব পাষণ্ডং যোঽধর্ম্মে ধর্ম্মবিভ্রমঃ॥ ১২

অত্রিণা চোদিতো হন্তুং পৃথুপুত্রো মহারথঃ। অন্বধাবত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ১৩

তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য মেনে ধর্ম্মং শরীরিণম্।
জটিলং ভস্মনাচ্ছন্নং তস্মৈ বাণং ন মুঞ্চতি॥ ১৪

সেই যজ্ঞোৎসবের অনুকূলতা করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে পৃথুর নিরানব্বইটী যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে অতিসুচারুরূপে সম্পন্ন হইযা গেলে যখন তিনি শেষ যজ্ঞটী আরম্ভ করিলেন ও বিধি অনুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল—তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাহা আর সহ্য করিতে পারিলেন না,তিনি দেখিলেন যে,তাঁহার গৌরব বুঝি শেষ হইয়া যায়। এই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পুরুষোত্তম বলিলে যেমন একমাত্র শ্রীহরিকেই বুঝায় এবং মহেশ্বর বলিলে যেমন একমাত্র শিবকেই বুঝায়, সেইরূপ "শতক্রতু"বলিলেও একমাত্র ইন্দ্রকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এখন পৃথু যদি শতাশ্বমেধযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারেন, তবে ইন্দ্রের সেই অনন্যসাধারণ "শতক্রতু"খ্যাতি পৃথুও লাভ করিযা বসিবেন এবং শতাশ্বমেধের অপূর্ব্ব পুণ্যপ্রভাবে হয়ত বা স্বর্গরাজ্যের আধিপত্যও লাভ করিতে পারেন। ইহা ইন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত অগৌরবের বিষয়, এজন্য তিনি অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশচিত্তে সেই যজ্ঞস্থল হইতে অন্তর্হিত হইযা পৃথুর সেই শেষ যজ্ঞের অশ্বটী অপহরণ করিলেন—উদ্দেশ্য এই যে, এই মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় অশ্ব না পাইলে যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে পারিবে না, সুতরাং তাঁহার নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণই থাকিবে। মৈত্রেয় মুনি এইরূপে পৃথুর যজ্ঞ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক তদীয় অশ্ব-হরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথুর বহুপ্রকার বীরত্ব, ইন্দ্রের নানাবিধ কৌশল, ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য পৃথুর উদ্যম ও ঋত্বিকগণের ক্রোধ এবং তদ্বিষয়ে ব্রহ্মার বাধাপ্রদান প্রভৃতি অনেক বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে অশ্বহরণ পর্য্যন্ত আলোচিত হইল, ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়গুলি যথাযথ স্থানে আলোচিত হইবে। বিদুরের জিজ্ঞাসায় মৈত্রেয়মুনি যেরূপ বিস্তৃতভাবে উত্তর প্রদান করিতেছেন, তাহাতে আর কোনও বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিবে না॥ ১–১১

**অন্বয়ঃ।**—যঃ (পাষণ্ডবেশঃ) অধর্ম্মে (পাপকর্ম্মাচরণেঽপি) ধর্ম্মবিভ্রমঃ (অযং ধর্ম্মমেব করোতীতি ভ্রান্তিজনকঃ) তং পাষণ্ডং (পাষণ্ডবেশম্) আমুক্তমিব (কবচমিব ধারয়ন্তং) বিহায়সা (গগনমার্গেন) ত্বরমাণং (দ্রুতং পলায়মানং তমিন্দ্রং) ভগবান্ অত্রিঃ ঐক্ষৎ (দৃষ্টবান্)॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—যে পাষণ্ডবেশ, পাপ কার্য্য করা সত্ত্বেও 'এ ব্যক্তি ধর্ম্মই করিতেছে' বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইযা দেয, সেই পাষণ্ডবেশকে বর্ম্মের ন্যায় ধারণ করিয়া ইন্দ্র আকাশপথে দ্রুত পলায়ন করিতেছিলেন, মুনিবর অত্রি তাহা দেখিতে পাইলেন॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—অত্রিণা চোদিতঃ (অযমিন্দ্রঃ তব পিতুর্যজ্ঞীযাশ্বমপহৃত্য পলাযতে,ত্বমেনং নিগৃহাণ ইত্যেবংরূপেণ প্রণোদিতঃ) মহারথঃ পৃথুপুত্রঃ সংক্রুদ্ধঃ (প্রকুপিতঃ সন্) হন্তুম্ (ইন্দ্রং বিনাশয়িতুম্) অন্বধাবত (তৎপশ্চাদ্ধাবিতবান্), তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি অব্রবীচ্চ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—মহাবলশালী পৃথু-পুত্র অত্রির বাক্যে প্রণোদিত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং "পলাইও না", "পলাইও না" এইরূপ বলিতে লাগিলেন॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—ত্বরমাণং ধাবন্তম্। আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ। সন্নদ্ধো বর্ম্মিতঃ সজ্জো দংশিত ইত্যমরঃ। পাষণ্ডবেশং কবচমিব গৃহীতবন্তমিত্যর্থঃ। অধর্ম্মে ধর্ম্মবিভ্রমো ধর্ম্মোঽযমিতি ভ্রান্তিকরো যঃ॥ ১২।১৩

বধান্নিবৃত্তং তং ভূয়ো হন্তবেঽত্রিরচোদয়ৎ। জহি যজ্ঞহনং তাত মহেন্দ্রং বিবুধাধমম্॥ ১৫
এবং বৈণ্যসুতঃ প্রোক্তস্ত্বরমাণং বিহায়সা। অন্বদ্রবদতিক্রুদ্ধো গৃধ্ররাড়িব রাবণম্॥ ১৬
সোঽশ্বং রূপঞ্চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্। বীরঃ স্বপশুমাদায় পিতুর্যজ্ঞমুপেয়িবান্॥ ১৭
তৎ তস্য চাদ্ভুতং কর্ম্ম বিচক্ষ্য পরমর্ষয়ঃ। নামধেয়ং দদুস্তস্মৈ বিজিতাশ্ব ইতি প্রভো॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—জটিলং (জটাধারিণং) ভস্মনা আচ্ছন্নং (ভস্মানুলিপ্তসর্বাঙ্গং তম্ (ইন্দ্রং) তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) [পৃথোঃ পুত্রঃ] শরীরিণং (মূর্ত্তিমন্তং) ধর্ম্মং মেনে (অযং সাক্ষাদ্ধর্ম্ম এবেতি বিবেচিতবান্), [অতঃ] তস্মৈ (ইন্দ্রং প্রতি) বাণং ন মুঞ্চতি (ন নিক্ষিপ্তবান্)॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—ইন্দ্র মস্তকে জটাধারণ ও সর্বাঙ্গে ভস্মলেপন পূর্ব্বক পলাইতেছিলেন, পৃথুর পুত্র তাঁহার ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার প্রতি বাণক্ষেপ করিলেন না॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—বধাৎ নিবৃত্তং (ইন্দ্রবধাদ্বিরতং) [তং পৃথুপুত্রং] হন্তবে (ইন্দ্রস্য হননায) অত্রিঃ ভূয়ঃ (পুনরপি) অচোদয়ৎ (প্রেরিতবান্) [হে] তাত! (বৎস!) যজ্ঞহনং (ত্বৎপিতৃযজ্ঞবিনাশকং) বিবুধাধমং (দেবাপসদং) মহেন্দ্রং জহি (নাশয)॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—পৃথুর পুত্র ইন্দ্রকে বধ না করিয়াই নিবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অত্রি আবার উৎসাহিত করিলেন, বলিলেন—বৎস! এই দেবাধম ইন্দ্র তোমার পিতৃযজ্ঞ নষ্ট করিতেছে, ইহাকে সংহার কর॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—ন মুঞ্চতি স্ম॥ ১৪॥ হন্তবে হন্তুম্। যজ্ঞহনং যজ্ঞং হতবন্তম্॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—বৈণ্যসুতঃ (বৈণ্যস্য পৃথোঃ সুতঃ পুত্রঃ) এবং প্রোক্তঃ (অত্রিণা এবং কথিতঃ) অতিক্রুদ্ধঃ [সন্] বিহায়সা (গগনমার্গেণ) ত্বরমানং (পলায়মানং) [তম্ ইন্দ্রং] গৃধ্ররাট্ (জটায়ুঃ) রাবণম্ ইব অন্বধাবৎ (তৎপশ্চাদ্ধাবিতবান্)॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—অত্রি এইরূপ বলিলে পৃথুতনয় অতিকুপিত হইয়া, জটায়ু যেমন রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আকাশপথে দ্রুতপলায়নতৎপর ইন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**—সঃ স্বারাট্ (স্বরাট্ ইতি বক্তব্যে "স্বরাট্" ইত্যেবং প্রয়োগঃ ছন্দোঽনুরোধাদার্ষ, স্বর্গরাজ ইতি তদর্থঃ)। তস্মৈ (পৃথুপুত্রায) অশ্বং হিত্বা (প্রত্যর্প্য) তৎ রূপঞ্চ (কপটবেশঞ্চ, হিত্বেতি শেষঃ) অন্তর্হিতঃ (তিরোহিতঃ বভূব) বীরঃ (পৃথুপুত্রঃ) স্বপশুং (স্বপিতৃযজ্ঞীয়াশ্বম্) আদায (গৃহীত্বা) পিতুর্যজ্ঞম্ উপেয়িবান্ (সমাগতবান্)॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—স্বর্গরাজ ইন্দ্র পৃথুতনয়কে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া এবং সেই কপটবেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বীর পৃথুতনয় অশ্ব লইয়া পিতার যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসিলেন॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—(হে) প্রভো! (প্রভাবশালিন্ বিদুর!) তস্য (পৃথুপুত্রস্য) তৎ (ইন্দ্রসকাশাৎ অশ্বপ্রত্যানয়নরূপম্) অদ্ভুতং কর্ম্ম বিচক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পরমর্ষয়ঃ (মহর্ষয়ঃ অত্রিপ্রভৃতয়ঃ) তস্মৈ (পৃথুপুত্রায) বিজিতাশ্ব ইতি নামধেয়ং দদুঃ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—হে বীর বিদুর! পৃথুতনয়ের সেই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে "বিজিতাশ্ব" এই নাম দিলেন॥ ১৮

উপসৃজ্য তমস্তীব্রং জহাবাশ্বং পুনর্হরিঃ। চষালযূপতশ্ছন্নো হিরণ্যরশনং বিভুঃ ॥ ১৯

অত্রিঃ সন্দর্শয়ামাস ত্বরমাণং বিহায়সা। কপালখট্বাঙ্গধরং বীরো নৈনমধাবত ॥ ২০

অত্রিণা চোদিতস্তস্মৈ সন্দধে বিশিখং রুষা। সোঽশ্বং রূপঞ্চ তদ্ধিত্বা তস্থাবন্তর্হিতঃ স্বরাট্॥২১

বীরশ্চাশ্বমুপাদায় পিতুর্যজ্ঞমথাব্রজৎ। তদবদ্যং হরে রূপং জগৃহুর্জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ ॥২২

যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া। তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—গৃধ্ররাট্ জটায়ুঃ ॥ ১৬ ॥ তস্মৈ হিত্বা তদর্থমুৎসৃজ্য ॥ ১৭ ॥ বিচক্ষ্য দৃষ্ট্বা ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—বিভুঃ (শক্তিমান্) হরিঃ (ইন্দ্রঃ) তীব্রং তমঃ (ঘোরম্ অন্ধকারম্) উপসৃজ্য (উৎপাদ্য) ছন্নঃ (তেনান্ধকারেণ আচ্ছন্নঃ সন্) চষালযূপতঃ (কাষ্ঠকটকশোভিতাৎ যূপকাষ্ঠাৎ) হিরণ্যরশনং (স্বর্ণগ্রৈবেয়সহিতম্) অশ্বং পুনঃ জহার (অপহৃতবান্) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—নানাবিধ শক্তিশালী ইন্দ্র ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহা দ্বারা আপন শরীর আচ্ছন্ন করিয়া কাষ্ঠকটকে শোভিত যূপকাষ্ঠ হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত সেই অশ্বটীকে আবার অপহরণ করিলেন ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—বিহায়সা (আকাশপথেন) ত্বরমাণং (দ্রুতং পলায়মানং) কপালখট্বাঙ্গধরং (কপালং পাত্রবিশেষঃ খট্বাঙ্গঞ্চ অস্ত্রবিশেষঃ, তদুভয়ধারিণম্ ইন্দ্রমিতি শেষঃ) অত্রিঃ সন্দর্শয়ামাস, [কিন্তু] বীরঃ (পৃথুপুত্রো বিজিতাশ্বঃ) এনম্ (ইন্দ্রং) ন অধাবত (অস্য পশ্চাৎ ন ধাবিতবান্) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—কপাল ও খট্বাঙ্গধারী ইন্দ্র আকাশপথে দ্রুত পলায়ন করিতেছিলেন, অত্রি তাহা দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু বীর পৃথুনন্দন বিজিতাশ্ব এবার আর তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন না ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—অত্রিণা চোদিতঃ (প্রণোদিতঃ সন্) রুষা (ক্রোধেন) তস্মৈ (ইন্দ্রায়) বিশিখং (বাণং) সন্দধে (যোজিতবান্), সঃ স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ) তস্মৈ (পৃথুপুত্রায়) অশ্বং হিত্বা (পরিত্যজ্য) তৎরূপঞ্চ (কপালাদিভূষিতাং কপটমূর্ত্তিঞ্চ পরিত্যজ্যেতি শেষঃ) অন্তর্হিতঃ (অদৃশ্যো বভূব) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—বিজিতাশ্ব অত্রিকর্তৃক প্রণোদিত হইয়া ক্রোধভরে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বাণ যোজনা করিলেন, স্বর্গরাজ ইন্দ্র আবার সেই অশ্ব বিজিতাশ্বকে দিয়া এবং কপটমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—উপসৃজ্য সৃষ্ট্বা, তেন ছন্নঃ সন্। চষালো যূপাগ্রে নিক্ষিপ্তঃ কাষ্ঠকটকঃ, তদ্যুক্তাৎ যূপাৎ। হিরণ্যনির্ম্মিতা রশনা যস্য তম্। রশনায়া দৃঢত্বেন ছেদাশক্ত্যা রশনাসহিতমেবোদ্ধৃত্য যূপাগ্রান্নীতবানিত্যর্থঃ। বিভুঃ সমর্থঃ ॥ ১৯—২১

**অন্বয়ঃ।**—অথ (অনন্তরং) বীরশ্চ (বিজিতাশ্বশ্চ) অশ্বম্ উপাদায় (গৃহীত্বা) পিতুর্যজ্ঞং (পৃথোর্যজ্ঞস্থানম্) অব্রজৎ (গতবান্), হরেঃ (ইন্দ্রস্য) তৎ অবদ্যঃ রূপং (কপটতয়া গৃহীতং নিন্দিতং রূপং যৎ পরিত্যক্তং তৎ) জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ (অজ্ঞাঃ পাপবুদ্ধয় ইতি যাবৎ) জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—বীর বিজিতাশ্ব অশ্ব লইয়া পিতার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের পরিত্যক্ত সেই সকল গর্হিত কপট রূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরা গ্রহণ করিল ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—অবদ্যং নিন্দিতং রূপং মন্দপ্রজ্ঞা জগৃহুঃ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—ইন্দ্রঃ হয়জিহীর্ষয়া (অশ্বহরণেচ্ছয়া) যানি রূপাণি জগৃহে (গৃহীতবান্) তানি পাপস্য খণ্ডানি (চিহ্নানি), ইহ (অস্মিন্ স্থলে) লিঙ্গং (চিহ্নমেব) খণ্ডম্ উচ্যতে (খণ্ডশব্দেন চিহ্নপার্থঃ প্রতিপাদ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩

এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া। তদ্‌গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতির্নৃণাম্ ॥ ২৪
ধর্ম্ম ইত্যুপধর্ম্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু। প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥ ২৫

**মূলানুবাদ** ।—ইন্দ্র অশ্বহরণের ইচ্ছায় যে সকল কপটরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় পাপের খণ্ড, এস্থলে খণ্ড শব্দে চিহ্নরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা**।—তদেব পাষণ্ডনামনিরুক্ত্যা দর্শয়তি যানীতি। বহুবচনেন নানান্যপি গৃহীতানীত্যুক্তম্। ২৩

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—দেবরাজ ইন্দ্র যখন পৃথুর যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কেহ দেখিলেও যেন তাহাকে চিনিতে না পারে, অথবা এইরূপ বেশধারী ব্যক্তি কখনই অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, এইরূপ ভ্রম যাহাতে লোকের মনে উৎপন্ন হয়, এই অভিসন্ধিতে পাষণ্ডজনোচিত বেশ-ভূষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমপ্রাজ্ঞ মুনিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করা এবং ভ্রান্তি জন্মান বড় সহজ নহে। মহর্ষি অত্রি দেখিবামাত্রেই বুঝিলেন যে, ইন্দ্র কপটমূর্ত্তিতে যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পৃথুর পুত্রকে উহার প্রতিবিধানের জন্য উৎসাহিত করিলেন। পৃথুর পুত্র একজন মহাপ্রভাবসম্পন্ন, ব্যক্তি তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পলাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্রের সেই কপটমূর্ত্তি দেখিয়া পৃথুনন্দন তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিলেন। মস্তকে জটা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম-মাখা, এরূপ ব্যক্তি কখনও চৌর্য্য আচরণ করিতে পারে না, এই ধারণায় তিনি ইন্দ্রের প্রতি বাণক্ষেপে বিরত হইলেন। ইহা দেখিয়া অত্রি তাঁহাকে আবার উত্তেজিত করিয়া বলিলেন - বৎস। এই ইন্দ্র তোমার পিতার যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাকে বধ কর। অত্রির এই প্রকার বাক্যে পৃথুতনয় একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন, তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া কপটবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন ও পৃথুর পুত্র অশ্ব লইয়া পিতার যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া অশ্ব লইয়া আসিয়াছেন, এজন্য অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে "বিজিতাশ্ব" নামে অভিহিত করিলেন। ইন্দ্রের দুরভিসন্ধি মিটে নাই, তিনি মায়াবলে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া কপটমূর্ত্তিতে সেই অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আবার অশ্বটী লইয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন, আবার অত্রি তাহা দেখিলেন এবং পৃথুর সুযোগ্য পুত্র বিজিতাশ্বকে ইঙ্গিত করিলে বিজিতাশ্ব তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন, দেখিয়া ইন্দ্রের মনে ভয় হইল, তিনি এবারও অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া কপটবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন ও বিজিতাশ্ব অশ্ব লইয়া আবার যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। ইন্দ্র অশ্বহরণের ইচ্ছায় যে সকল কপটবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই পাপের চিহ্ন, সুতরাং নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা অজ্ঞ, ঐরূপ পাষণ্ডবেশের দোষগুণ বিচারে সমর্থ নহে, তাহারা ধর্ম্মচিহ্ন ভ্রমে ঐ পাপের চিহ্নস্বরূপ কপটবেশগুলি গ্রহণ করিল। যাহারা গ্রহণ করিল, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও পাপময় হইয়া উঠিল, তাহারা পাষণ্ডাচারী হইয়া কতিপয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করিল। যাহারা বেদের বিরুদ্ধ আচরণ করে, তাহাদিগকেই পাষণ্ড বলা হয়। "পাপ" শব্দের 'পা' এবং চিহ্নার্থক "খণ্ড" শব্দ এই উভয়ের যোগে পাষণ্ড কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ১২—২৩

**অন্বয়ঃ** ।—বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া (বৈণ্যস্য পৃথোঃ যজ্ঞং হন্তুমিচ্ছয়া) ইন্দ্রে এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) অশ্বং হরতি (অশ্বহরণ-প্রযাসে কৃতে সতি) নগ্নরক্তপটাদিষু (নগ্নাঃ জৈনাঃ, রক্তপটাঃ বৌদ্ধাঃ, আদিশব্দেন কাপালিকাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ, তেষু) পেশলেষু (আপাততোরমণীয়েষু) বাগ্মিষু (হেতুবাদ-চতুরেষু নাস্তিকেষু ইতি যাবৎ, অত্র অধিকরণে সপ্তমী, তদর্থশ্চ "তদ্‌গৃহীতবিসৃষ্টেষু" ইত্যত্র বিসর্গপদার্থে অন্বেতি, তথা চ ইন্দ্রেণ যানি পাষণ্ডচিহ্নানি পরিত্যক্তানি

তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ। ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্ম্মুকঃ ॥ ২৬
তমৃত্বিজঃ শক্রবধাভিসন্ধিতং বিচক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমসহ্যরংহসম্।
নিবারয়ামাসুরহো মহামতে ন যুজ্যতেঽত্রান্যবধঃ প্রচোদিতাৎ ॥ ২৭
বয়ং মরুত্বন্তমিহার্থনাশনং হ্বয়ামহে ত্বচ্ছ্রবসা হতত্বিষম্।
অযাতযামোপহবৈরনন্তরং প্রসহ্য রাজন্ জুহবাম তেঽহিতম্ ॥ ২৮

তেষামাধারভূতাঃ এতে নগ্নপটাদয় ইতি তাৎপর্য্যম্) তদ্গৃহীতবিসৃষ্টেষু (তেন ইন্দ্রেন আদৌ গৃহীতেষু পশ্চাৎ জৈনবৌদ্ধাদীন্ প্রতি নিক্ষিপ্তেষু ইত্যর্থঃ) উপধর্ম্মেষু (ধর্ম্মবৎ প্রতীয়মানেষু) পাষণ্ডেষু (তথাবিধপাপচিহ্নাদিষু) নৃণাং মতিঃ (লোকানাং বুদ্ধিঃ) প্রায়েণ (বাহুল্যেন) ধর্ম্ম ইতি সজ্জতে (আকৃষ্টমভূৎ) ॥ ২৪।২৫

**মূলানুবাদ**।—যখন ইন্দ্র পৃথুর যজ্ঞ নষ্ট করিবার ইচ্ছায় উল্লিখিত প্রকারে অশ্বহরণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি যে সকল পাষণ্ডাচার গ্রহণ করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাহা জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক ও নাস্তিক প্রভৃতি নানাসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, সেই দিকেই অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি ধর্ম্মভ্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ২৪।২৫

**অন্বয়ঃ**।—পৃথুপরাক্রমঃ (প্রবলপ্রতাপান্বিতঃ) ভগবান্ পৃথুঃ তৎ অভিজ্ঞায় (লোকানাং তাদৃক্ অধঃপতনং জ্ঞাত্বা) ইন্দ্রায় কুপিতঃ উদ্যতকার্ম্মুকঃ (ধনুর্দ্ধারণকারী সন) বাণম্ আদত্ত (যোজয়ামাস) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ**।—প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজ পৃথু লোকের ঐরূপ অধঃপতন হইতেছে জানিয়া ইন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহাতে বাণযোজনা করিলেন ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা**।—তৎপ্রভৃতি পাষণ্ডমার্গাঃ প্রবৃত্তা ইত্যাহ এবমিতি। তেন গৃহীতেষু পুনর্বিসৃষ্টেষু। নগ্না জৈনাঃ, রক্তপটা বৌদ্ধাঃ, আদিশব্দেন কাপালিকাদয়শ্চ, তেষু উপধর্ম্মেষু ধর্ম্মোপমেষু ধর্ম্ম এবায়মিতি মতিঃ সজ্জত ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। পেশলেষু আপাততো রম্যেষু। বাগ্মিষু হেতুক্তিচতুরেষু ॥ ২৪—২৬

**অন্বয়ঃ**।—ঋত্বিজঃ (পুরোহিতাঃ) শক্রবধাভিসন্ধিতং (ইন্দ্রং বিনাশয়িতুমুদ্যতম্) অসহ্যরংহসম্ (অসহ্যং রংহঃ বেগো যস্য তং) দুষ্প্রেক্ষ্যং (দর্শনেঽপি ভীতিজনকং) তং (পৃথুং) বিচক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অহো মহামতে। (হে মহাপ্রাজ্ঞ পৃথো।) অত্র (অস্মিন্ যজ্ঞসময়ে) প্রচোদিতাৎ (যজ্ঞাঙ্গতয়া শাস্ত্রবিহিতাৎ) অন্যবধঃ (অন্যস্য হিংসনং) ন যুজ্যতে (ন সমুচিতং ভবতীতি) নিবারয়ামাসুঃ ॥ ২৭

**মূলানুবাদ**।—পৃথু শক্রবধের জন্য প্রবল আবেগশালী হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়, ইহা দেখিয়া পুরোহিতগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—হে মহামতি নৃপবর! এ সময়ে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাঙ্গ পশুবধ ব্যতিরেকে অন্যপ্রকার কিছু বধ করা আপনার পক্ষে সমুচিত নহে ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা**।—শক্রবধে অভিসন্ধিতং কৃতাভিপ্রায়ম্। প্রচোদিতাৎ পশোর্বধাৎ অন্যস্য বধস্তব ন যুজ্যতে ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ**।—[হে] রাজন্! (পৃথো!) বয়ম্ অর্থনাশনং (যজ্ঞনাশোদ্যতং) ত্বচ্ছ্রবসা (তবনামশ্রবণেন) হতত্বিষং (হতপ্রভং) মরুত্বন্তম্ (ইন্দ্রম্) অযাতযামোপহবৈঃ (অযাতযামৈঃ অক্ষুণ্ণবীর্য্যৈরুপহবৈঃ আহ্বানমন্ত্রৈঃ) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) হ্বয়ামহে (আহ্বয়ামঃ) [ততশ্চ] তে (তব) অহিতং (শত্রুং) তম্ (ইন্দ্রং) প্রসহ্য (বলাৎ) অগ্নয়ে জুহবাম (প্রাপ্তকালে লোট, হোষ্যাম ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ**।—মহারাজ! আপনার যজ্ঞনাশোদ্যত ইন্দ্র আপনার নাম শুনিলেই হতপ্রভ হইয়া পড়েন

ইত্যামন্ত্র্য ক্রতুপতিং বিদুরাস্যর্ত্বিজো রুষা।
স্রুগ্ঘস্তান্ জুহ্বতোঽভ্যেত্য স্বয়ম্ভূঃ প্রত্যষেধত ॥ ২৯

ন বধ্যো ভবতামিন্দ্রো যদ্‌যজ্ঞো ভগবত্তনুঃ। যং জিঘাংসথ যজ্ঞেন যস্যেষ্টাস্তনবঃ সুরাঃ ॥ ৩০

তদিদং পশ্যত মহদ্ধর্ম্মব্যতিকরং দ্বিজাঃ। ইন্দ্রেণানুষ্ঠিতং রাজ্ঞঃ কর্ম্মৈতদ্বিজিঘাংসতা ॥ ৩১

আমরা অক্ষুণ্ণশক্তিশালী আহ্বান-মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে এই স্থানে আহ্বান করি, পরে আপনার সেই শত্রুকে বলপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিব ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা**।—তদ্বধঞ্চ বয়ং করিষ্যাম ইত্যাহুঃ বয়মিতি। অর্থনাশনং যজ্ঞনাশকং ত্বৎকীর্ত্তের্হত-প্রভমিন্দ্রম্ আহ্বয়ামহে। কৈঃ? অযাতযামৈঃ অগতবীর্য্যৈঃ আহ্বানমন্ত্রৈঃ। অনন্তরঞ্চ তে তব অহিতং জুহবাম হোষ্যামঃ ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ**।—[হে] বিদুর। ইতি (উক্তরূপেণ পৃথুং সান্ত্বয়িত্বা) রুষা (ক্রোধভরেণ) ক্রতুপতিম্ (ইন্দ্রম্) আমন্ত্র্য (সম্বোধ্য) স্রুগ্ঘস্তান্ (স্রুক্ হস্তে যেষাং তান্) জুহ্বতঃ (আহুতিং সমর্পয়তঃ) অস্য ঋত্বিজঃ (পৃথোঃ যজ্ঞকারিণঃ পুরোহিতান্) অভ্যেত্য (তেষাং সমীপমাগত্য) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) প্রত্যষেধত (নিবারিতবান্) ॥ ২৯

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর। উক্তপ্রকারে পৃথুকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার পুরোহিতগণ ক্রোধভরে স্রুক্ হস্তে লইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা**।—অস্য পৃথোঃ। স্রুক্ হস্তে যেষাং তান্ ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ**।—[ব্রহ্মকর্তৃকনিষেধপ্রকারমাহ] যজ্ঞেন যম্ (ইন্দ্রং) জিঘাংসথ (যূয়ং হন্তুমিচ্ছথ), সুরাঃ (দেবাঃ) যস্য তনবঃ (শরীরভূতাঃ), [সঃ] ইন্দ্রঃ ভবতাং ন বধ্যঃ (যুষ্মাভির্ন হন্তব্যঃ), যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) যজ্ঞঃ (যজ্ঞনামকঃ অয়মিন্দ্রঃ) ভগবত্তনুঃ (ভগবত এবাবতারবিশেষঃ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ**।—(ব্রহ্মা বলিলেন—) তোমরা যজ্ঞবলে যাঁহাকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তোমাদের যজ্ঞে আরাধিত সমস্ত দেবগণ যাহার অঙ্গস্থানীয়, সেই ইন্দ্রকে বধ করা তোমাদিগের উচিত নহে, কারণ এই যজ্ঞ নামক ইন্দ্র শ্রীভগবানেরই অবতার-বিশেষ ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা**।—যমিন্দ্রং যজ্ঞেন জিঘাংসথ, যজ্ঞেনেষ্টাঃ সর্ব্বে সুরাঃ যস্য তনবঃ, স ইন্দ্রো ভবতাং বধার্হো ন ভবতি। যৎ যস্মাৎ যজ্ঞো নামায়মিন্দ্রো ভগবতস্তনুঃ অবতারঃ, ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত। স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরমিত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ**।—[হে] দ্বিজাঃ। (ঋত্বিজঃ।) রাজ্ঞঃ (পৃথোঃ) এতৎ কর্ম্ম (যজ্ঞরূপং কর্ম্ম) বিজিঘাংসতা (বিনাশয়িতুমিচ্ছতা) ইন্দ্রেণ অনুষ্ঠিতং তদিদং (পাষণ্ডপথবিস্তাররূপং) মহৎ ধর্ম্মব্যতিকরং (মহান্তং ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ং) পশ্যত ॥ ৩১

**মূলানুবাদ**।—হে ব্রাহ্মণগণ। ইন্দ্র পৃথুর যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় যেরূপ মহা অধর্ম্মপথের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখ, (তাহার সহিত আর অধিক বিরোধিতায় কি সুফল হইবে?) ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা**। অতো বলীয়সানেন সখ্যমেব কর্ত্তব্যম্, অন্যথা ভূয়ঃ পাষণ্ডং স্রক্ষ্যতীত্যাশয়েনাহ। তদিদমিন্দ্রেণানুষ্ঠিতং মহদন্যায্যং পশ্যত। কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ। ধর্ম্মস্য ব্যতিকরং বিপর্য্যয়ং পাষণ্ডপথম্ ॥ ৩১

পৃথুকীর্ত্তেঃ পৃথোভূ যাৎ তর্হ্যেকোনশতক্রতুঃ।
অলং তে ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈর্যদ্ভবান্ মোক্ষধর্ম্মবিৎ ॥ ৩২

নৈবাত্মনে মহেন্দ্রায় রোষমাহর্ত্তুমর্হসি। উভাবপি হি ভদ্রং ত উত্তমঃশ্লোকবিগ্রহৌ ॥ ৩৩

মাস্মিন্ মহারাজ কৃথাঃ স্ম চিন্তাং নিশাময়াস্মদ্বচ আদৃতাত্মা।
যদ্ধ্যায়তো দৈবহতং নু কর্ত্তুং মনোঽতিরুষ্টং বিশতে তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৪

ক্রতুর্বিরমতামেষ দেবেষু দুরবগ্রহঃ। ধর্ম্মব্যতিকরো যত্র পাষণ্ডৈরিন্দ্রনির্ম্মিতৈঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—তর্হি পৃথুকীর্ত্তেঃ (বিপুলযশসঃ) পৃথোঃ একোনশতক্রতুঃ (একেনন্যূন এব শতাশ্বমেধযজ্ঞঃ) ভূয়াৎ [পুরোহিতান্ প্রতি ইত্থমুক্ত্বা সম্প্রতি পৃথুং প্রত্যাহ] তে (তব) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) স্বিষ্টৈঃ (সুসম্পূর্ণীকৃতৈঃ) অলং (কিমপি প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ), যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ভবান্ মোক্ষধর্ম্মবিৎ (মোক্ষধর্ম্মে অভিজ্ঞঃ) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—অতএব বিপুলকীর্ত্তিশালী পৃথুর একটী যজ্ঞ অসম্পূর্ণই থাকুক, অর্থাৎ যে নিরানব্বইটী যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে, সেই পর্য্যন্তই থাকুক, (অতঃপর পৃথুকে বলিলেন) হে রাজন্! তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু তুমি মোক্ষধর্ম্মে অভিজ্ঞ ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—তর্হি কিমত্র যুক্তমিত্যত আহ পৃথুকীর্ত্তেরিতি। একেনোনং শতং যস্মিংস্তাদৃশঃ ক্রতুঃ ক্রতুপ্রয়োগঃ পৃথো র্ভূয়াৎ। পৃথুরিতি পাঠে একোনশতং ক্রতবো যস্য তাদৃশোঽপি মহেন্দ্রাৎ পৃথুকীর্ত্তিভূ্যাদিত্যর্থঃ। তদেবমৃত্বিজঃ প্রত্যুক্ত্বা পৃথুং প্রত্যেবাহ অলমিতি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—তে (তুভ্যং) ভদ্রং (মঙ্গলম্ অস্ত্বিতি শেষঃ) আত্মনা (স্বয়ং) মহেন্দ্রায় (আত্মভূতায়ৈব দেবরাজায়) রোষং (ক্রোধম্) আহর্ত্তুং (কর্ত্তুং) নৈব অর্হসি, হি (যস্মাৎ) উভাবপি (ত্বঞ্চ ইন্দ্রশ্চ এতৌ দ্বাবপি) উত্তমঃশ্লোকবিগ্রহৌ (ভগবতঃ অবতারস্বরূপৌ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—তোমার মঙ্গল হউক, ইন্দ্র তোমার আত্মতুল্য, তাহার প্রতি তোমার ক্রোধ করা উচিত নহে, যেহেতু তোমরা উভয়েই এক ভগবানেরই অংশ ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—আত্মনৈবাত্মনে মহেন্দ্রায় রোষং কর্ত্তুং নার্হসি, তত্র হেতুঃ—উভাবপীতি ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—[হে] মহারাজ! [ত্বম্] আদৃতাত্মা (অবহিতচিত্তঃ সন্) অস্মদ্বচঃ (মদীয়ং বাক্যং) নিশাময় (শৃণু), অস্মিন্ (যজ্ঞবিষয়ে) চিন্তাং মা স্ম কৃথাঃ (ন কুরু), যৎ (যতঃ) দৈবহতং (দৈবেন প্রভাবেন বিঘ্নিতং কর্ম্ম) কর্ত্তুং ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তো জনস্য) নু (নিশ্চিতং) মনঃ অতিরুষ্টং (সাতিশয়খিন্নং সৎ) অন্ধংতমঃ (মোহং) বিশতে (প্রাপ্নোতি, শান্তিং তু নৈব লভতে ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—মহারাজ! তুমি মনোযোগপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই যজ্ঞ বিষয়ে কোনও চিন্তা করিও না, কারণ, যে কার্য্য দৈবপ্রভাবে বিঘ্নপ্রাপ্ত হয়, সেই কার্য্য সম্বন্ধে যে ব্যক্তি চিন্তা করে, তাহার মন অবশ্য নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—তথাপি ক্রতুসমাপ্তিমেব ধ্যায়ন্তং প্রত্যাহ। অস্মিন্ যজ্ঞবিঘ্নে চিন্তাং মাস্ম কৃথাঃ। যদ্যস্মাৎ দৈবহতং কার্য্যং কর্ত্তুং ধ্যায়তো মনঃ নু নিশ্চিতম্ অতিরুষ্টং সৎ অন্ধংতমো মোহং বিশতি, ন তু শান্তিং লভতে ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—যত্র (যস্মিন্ ত্বদীয়ে যজ্ঞে, যং যজ্ঞমুপলক্ষ্যীকৃত্য ইত্যর্থঃ) ইন্দ্রনির্ম্মিতৈঃ পাষণ্ডৈঃ (পাপাচরণ-বিশেষৈঃ) ধর্ম্মব্যতিকরঃ (ধর্ম্মবিপর্য্যয় সঞ্জাতঃ) এষ ক্রতুঃ (সোঽয়ং ত্বদীয়ো যজ্ঞঃ) বিরমতাং (নিবর্ত্ততু,

এভিরিন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ পাষণ্ডৈর্হারিভির্জনম্। হ্রিয়মাণং বিচক্ষ্বৈনং যস্তে যজ্ঞধ্রুগশ্বমুট্ ॥ ৩৬
ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো ধর্ম্মং জনানাং সময়ানুরূপম্।
বেণাপচারাদবলুপ্তমদ্য তদ্দেহতো বিষ্ণুকলাসি বৈণ্য ॥ ৩৭
স ত্বং বিমৃশ্যাস্য ভবং প্রজাপতে সঙ্কল্পনং বিশ্বসৃজাং পিপীপৃহি।
ঐন্দ্রীঞ্চ মায়ামুপধর্ম্মমাতরং প্রচণ্ডপাষণ্ডপথং প্রভো জহি ॥ ৩৮

আত্মনেপদ ব্যবহার আর্ষঃ), [ নন্থ মদীযযজ্ঞবিরতিমন্থপদিশ্য ইন্দ্র এব কথং ন নিবার্য্যতে ইত্যত্রাহ ] দেবেষু দুরবগ্রহঃ ( ইন্দ্রস্তাবৎ দেবেষু মধ্যে অত্যন্তং দুরাগ্রহসম্পন্নঃ, [ অতঃ স নিবারিতোঽপি ন বিরমেদিতি ভাবঃ ]॥ ৩৫

**মূলানুবাদ**।—যে-যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্র নানাপ্রকার পাষণ্ডাচার সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাতে বহুবিধ ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, সেই যে তোমার যজ্ঞ, ইহা হইতে তুমি বিরত হও, কারণ দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র বড়ই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন, [ তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তিনি ক্ষান্ত হইবেন না ] ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা**।—অতএব তব ক্রতুর্বিরমতু। নন্থ ইন্দ্রঃ কিং ন নিবার্য্যতে? অত আহ। যতো দেবেষু দুরবগ্রহো ভবতীতি। যত্র ক্রতৌ ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ**। - যঃ ( ইন্দ্রঃ ) তে ( তব ) অশ্বমুট্ ( অশ্বহরণকারী সন্ ) যজ্ঞধ্রুগ্ ( যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্ত্তা আসীৎ ) ইন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ ( তেন ইন্দ্রেণ নির্ম্মিতৈঃ ) হারিভিঃ ( আপাততোমনোরমৈঃ ) এভিঃ পাষণ্ডৈঃ ( পাষণ্ডাচারৈঃ ) এনং জনং ( প্রজাবর্গেষু বহুলং জনং ) হ্রিয়মাণম্ ( আকৃষ্যমাণং ) বিচক্ষ ( পশ্য ) ॥ ৩৬

**মূলানুবাদ**।—যে-ইন্দ্র তোমার অশ্ব হরণ করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছিলেন, তাঁহার রচিত আপাততঃ মনোহর এই সকল পাষণ্ডাচারে অনেক লোক আকৃষ্ট হইতেছে দেখ ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা**।—ইন্দ্রদুরবগ্রহকৃতমনর্থং পশ্যেত্যাহ। এভিরিন্দ্রেণোপসংসৃষ্টৈঃ অধিষ্ঠিতৈঃ, হারিভিশ্চিত্তাকর্ষকৈঃ। য ইন্দ্রঃ তেঽশ্বং মুষ্ণাতীতি তথা, যজ্ঞায় দ্রুহ্যতীতি তথা, তেনোপসৃষ্টৈঃ ॥ ৩৬

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] বৈণ্য ! ( পৃথো ! ) বেণাপচারাৎ ( বেণস্য ত্বৎপিতুঃ অপচারাৎ নিন্দিতাচরণাৎ ) অবলুপ্তং ( বিলুপ্তপ্রায়ং ) নানাসময়ানুরূপং ( সাঙ্খ্যযোগাদিনানাসিদ্ধান্তানুরূপং ) ধর্ম্মং পরিত্রাতুং ( রক্ষিতুং ) অদ্য (সম্প্রতি) বিষ্ণুকলা ( বিষ্ণোরংশস্বরূপঃ ) ভবান্ তদ্দেহতঃ (বেণস্য অঙ্গাৎ) ইহ ( মর্ত্ত্যভূমৌ ) অবতীর্ণঃ অসি ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ**।—হে পৃথু! তোমার পিতা বেণ একান্ত নিন্দিতাচারপরায়ণ হইয়াছিলেন বলিয়া সাঙ্খ্যযোগাদি নানাদর্শনসম্মত ধর্ম্ম সকল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা রক্ষা করিবার জন্যই সম্প্রতি ভগবানের অংশস্বরূপ তুমি সেই বেণের অঙ্গ হইতে এই মর্ত্তধামে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা**।—ততো মম কিমিতি চেৎ, তত্রাহ ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। সাংখ্যযোগাদিনানাসিদ্ধান্তানুরূপং ধর্ম্মং বেণস্যান্যায়াদবলুপ্তং পরিত্রাতুং তদ্দেহাদ্বিষ্ণোঃ কলৈব ত্বমবতীর্ণোঽসি ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] প্রজাপতে ( প্রজাপালক মহারাজ ! ) সঃ ত্বং ( ভগবদংশভূতস্ত্বম্ ) অস্য ( বিশ্বস্য ) ভবং ( স্থিতিং ) বিমৃশ্য ( যেনোপায়েন অস্য সুস্থিতিঃ সম্ভবেৎ তথা বিবিচ্য ) বিশ্বসৃজাং ( বিশ্বকল্যাণপরৈর্যৈর্মহর্ষিভিরুৎপাদিতোঽসি তেষাং ) সংকল্পনাং ( সংকল্পং ) পিপীপৃহি ( আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ পূরয় ইত্যর্থঃ ), [ হে ] প্রভো ! ( প্রভাবশালিন্ নৃপ ! ) উপধর্ম্মমাতরং ( অধর্ম্মজননীম্ ) ঐন্দ্রীং মায়াং ( ইন্দ্রকৃতমায়াস্বরূপং ) প্রচণ্ডপাষণ্ডপথঞ্চ ( ভয়াবহপাষণ্ডপদ্ধতিঞ্চ ) জহি ( বিনাশয় ) ॥ ৩৮

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্থং স লোকগুরুণা সমাদিষ্টো বিশাম্পতিঃ। তথা চ কৃত্বা বাৎসল্যং মঘোনাপি চ সন্দধে॥৩৯

কৃতাবভৃথস্নানায় পৃথবে ভূরিকর্ম্মণে। বরান্ দদুস্তে বরদা যে তদ্বর্হিষি তর্পিতাঃ॥ ৪০

বিপ্রাঃ সত্যাশিষস্তুষ্টাঃ শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ। আশিষো যুযুজুঃ ক্ষত্তরাদিরাজায় সৎকৃতাঃ॥ ৪১

ত্বয়াহূতা মহাবাহো সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। পূজিতা দাননামাভ্যাং পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে পৃথুবিজয়ে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—হে প্রজাপালক। শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ তুমি এই বিশ্বের স্থিতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া যে সকল মহর্ষিদিগের প্রযত্নে উৎপন্ন হইয়াছ, তাঁহাদের সংকল্প পূর্ণ কর। হে প্রভাবসম্পন্ন মহারাজ! অধর্ম্মের জননীস্বরূপ এই যে ভয়াবহ পাষণ্ডপদ্ধতি, ইহা ইন্দ্রেরই মায়াস্বরূপ, ইহা তুমি বিনষ্ট কর। ৩৮

**শ্রীধরটীকা।**—হে প্রজাপতে। অস্য বিশ্বস্য উদ্ভবং বিচার্য্য, যৈরুৎপাদিতোঽসি তেষাং বিশ্বসৃজাং সঙ্কল্পং পিপীপৃহি, আর্ষঃ প্রয়োগঃ, পূরয়েত্যর্থঃ, প্রচণ্ডো যঃ পাষণ্ডমার্গঃ সৈব ঐন্দ্রী মায়া উপধর্ম্মজননী, তাং জহি॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।** বিশাম্পতিঃ ( নরপতিঃ ) সঃ ( পৃথুঃ ) লোকগুরুণা ( ব্রহ্মণা ) ইত্থম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) সমাদিষ্টঃ তথা কৃত্বা ( যজ্ঞসমাপ্তিস্পৃহাং পরিত্যজ্য ) বাৎসল্যঞ্চ ( ইন্দ্রং প্রতি প্রীতিঞ্চ, কৃত্বেতি শেষঃ ) মঘোনা ( ইন্দ্রেন সহ ) সন্দধে ( সন্ধিং কৃতবান্, বিরোধং পরিহৃতবানিত্যর্থঃ )॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—লোকগুরু ব্রহ্মার আদেশে নরপতি পৃথু যজ্ঞসমাপ্তির আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া প্রীতিপূর্ণমনে ইন্দ্রের সহিত সন্ধি করিলেন॥ ৩৯

**শ্রীধরটীকা।**—তথা চ কৃত্বা যজ্ঞাগ্রহঞ্চ হিত্বা, বাৎসল্যং স্নেহঞ্চ কৃত্বা ইন্দ্রেণ সহ সন্ধানঞ্চ কৃতবান্॥৩৯

**অন্বয়ঃ।**—যে বরদাঃ ( বরদাতারঃ দেবপিত্রর্ষিপ্রভৃতয়ঃ ) তদ্বর্হিষি ( পৃথোর্যজ্ঞে ) তর্পিতাঃ ( অর্চ্চনয়া সন্তোষিতাঃ ) তে কৃতাবভৃথস্নানায ( অবভৃথস্নানং যজ্ঞসমাপ্তেঃ পরং বৈধং স্নানং তৎ কৃতং যেন তস্মৈ ) ভূরিকর্ম্মণে ( জগতো বহূপকারকায় ) পৃথবে বরান্ দদুঃ॥ ৪০

**মূলানুবাদ।**—বহুল কার্য্যদক্ষ পৃথু যজ্ঞের সমাপ্তিসূচক স্নানক্রিয়া সমাধা করিলে যে সকল দেবতা, ঋষি প্রভৃতি তদীয় যজ্ঞে সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথুকে বরপ্রদান করিলেন। ৪০

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] ক্ষত্তঃ। ( বিদুর। ) সত্যাশিষঃ ( সত্যা আশিষো যেষাং তে, অব্যর্থাশীর্ব্বাদাঃ ) বিপ্রাঃ ( যজ্ঞব্যাপৃতা ব্রাহ্মণাঃ ) শ্রদ্ধয়া সৎকৃতাঃ (অর্চ্চিতাঃ ) লব্ধদক্ষিণাঃ ( লব্ধা দক্ষিণা যৈঃ তে ) তুষ্টাঃ ( সন্তুষ্টাঃ সন্তঃ ) আদিরাজায় ( পৃথবে ) আশিষঃ ( আশীর্ব্বাদান্ ) যুযুজুঃ ( কৃতবন্তঃ )। ৪১

**মূলানুবাদ।**—হে বিদুর। যাঁহাদের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, এইরূপ ব্রাহ্মণগণ পৃথু কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চিত হইয়া এবং দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে পৃথুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ৪১

**শ্রীধরটীকা।**—কৃতমবভৃথসম্বন্ধি স্নানং যেন স তস্মৈ॥ ৪০। ৪১

**অন্বয়ঃ।**—[ তুষ্টানাং তেষাং সপ্রীতিবাক্যং বর্ণয়তি—] [ হে ] মহাবাহো। ত্বয়া আহূতাঃ পিতৃদেবর্ষি-

মানবাঃ ( পিতরো দেবা ঋষয়ো মানবাশ্চ ) সর্ব্বে এব সমাগতাঃ, দানমানাভ্যাং পূজিতাঃ ( ত্বৎকৃতেন দানেন সম্মানেন চ সম্যক্ আরাধিতাশ্চ ) ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—[ উক্ত বিপ্রগণ সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন— ] হে মহারাজ। আপনি যে সকল পিতৃপুরুষ, দেবতা, ঋষি ও মানবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আপনার দান ও সম্মান বিধানে সকলেই উত্তমরূপে পূজিত হইয়াছেন ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে একোনবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।** —তুষ্টানাং বাক্যং মঘেতি ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—দেবরাজ ইন্দ্র পৃথুর যজ্ঞীয়অশ্ব হরণ করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কপট-বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে না পাবায় একে একে সেই সমুদায় কপটবেশই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, উহার এক এক প্রকার বেশ অবলম্বনে জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক ও নাস্তিক প্রভৃতি নানাবিধ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি বক্তব্য এই যে, উক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রত্যেকেরই এক এক প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, কিন্তু উহার কোনটীই সম্পূর্ণরূপে বেদের অবিরোধী নহে। ঐ সকল সম্প্রদায়ের "ধর্ম্ম" বলিয়া যে মতবাদ প্রচলিত আছে, এবং সেই মতাবলম্বী যাহারা অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন, তৎসমুদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা বেদানুগত নহে, সুতরাং তাহাদের ঐ সকল ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায় না, এজন্য শাস্ত্রে উহা পাষণ্ডাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলকথা ইন্দ্রের কপটতায় ঐরূপ নানাবিধ পাষণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়ার পর তাহাদের আপাতমধুর আচারপদ্ধতি ও যুক্তি-তর্কে অনেকেরই মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল ও পৃথুর রাজ্যমধ্যে অনেকেই সেই সকল পথে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে পৃথু ইন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ ইন্দ্রই ত এই ধর্ম্মবিপ্লবের মূল। এজন্য তিনি ইন্দ্রকে সমুচিত দণ্ড দিবার অভি-প্রায়ে ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। ইহা দেখিয়া পৃথুর পুরোহিতগণ তাঁহাকে বলিলেন—হে মহারাজ। আপনি এখন যজ্ঞে ব্রতী, আপনার পক্ষে এই যজ্ঞের অঙ্গ যে হিংসা বিহিত আছে, তদ্ব্যতিরেকে অন্য প্রকার হিংসা করা এখন কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং আপনি ক্ষান্ত হউন, আমরাই মন্ত্রবলে ইন্দ্রকে এস্থানে আনয়ন করিয়া তাহাকে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব। এই কথা বলিয়া পুরোহিতগণ যথাবিধি মন্ত্রাদি প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া সকলকে বাধা দিলেন ও বলিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ। ইন্দ্রকে বধ করা উচিত নহে, কারণ তোমরা যজ্ঞ করিয়া যে দেবগণকে সন্তুষ্ট করিতে অভিলাষী, ইন্দ্র সেই সমুদয় দেবমণ্ডলীর অধিপতি এবং শ্রীভগবানেরই অবতারবিশেষ, "ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত" "সপ্তম মন্বন্তরে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞরূপী ইন্দ্র শ্রীভগবানের অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন" ইহা এই শ্রীমদ্ভাগবতেরই কথা, অতএব ইন্দ্রকে বধ করিলে শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষ করা হইবে, তাহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পৃথুর শতাশ্বমেধ যজ্ঞের একটী বরং অপূর্ণই থাকিল, তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অযশ হইবে না, বিশেষতঃ পৃথু মোক্ষধর্ম্মে অভিজ্ঞ, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গই যে মোক্ষের কারণ, তাহা পৃথু বিশেষভাবে অবগত আছেন, সুতরাং এই সকাম যজ্ঞকর্ম্মের পরিপূর্ণতার জন্য তাঁহার বিশেষ ব্যাকুল হওয়া সম্ভব নহে। তবে তিনি রাজধর্ম্মে দীক্ষিত, যাহাতে রাজ্যের মঙ্গল হয়, প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্ম রক্ষা হয়, ইহা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য সিদ্ধির পক্ষেও ইন্দ্রের সহিত বিরোধিতায়

বরং কুফলেরই সম্ভাবনা, কারণ ইন্দ্র স্বীয় প্রভাবে হয়ত আরও কত ধর্ম্মগ্লানি সৃষ্টি করিবেন। সুতরাং অবশিষ্ট যজ্ঞটী বন্ধ করিয়া ইন্দ্রের সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক এই পাষণ্ডাচার হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করাই একান্ত যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মার এইরূপ হিতকর উপদেশে পৃথু সম্মত হইলেন ও যজ্ঞ সমাপ্তির আগ্রহ ত্যাগ করিয়া প্রীতিপূর্ণ অন্তঃকরণে ইন্দ্রের সহিত সন্ধি করিলেন। ইন্দ্র, পৃথু ও মুনিগণ কর্ম্মমার্গের স্বাভাবিক মোহে যদিও কিয়ৎকাল আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ব্রহ্মার উপদেশে সকলের চিত্তই আবার প্রকৃতিস্থ হইল। পৃথুর যজ্ঞে আরাধিত দেবগণ পৃথুকে বর প্রদান করিলেন এবং অব্যর্থ-আশীর্ব্বাদপরায়ণ সমাগত ব্রাহ্মণগণ পৃথুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন॥ ২৪—৪২

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্য সমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

——( :*: )——

## বিংশোঽধ্যায়ঃ।

——( :*: )——

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ সাকং মঘবতা বিভুঃ। যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিস্তুষ্টো যজ্ঞভুক্ তমভাষত॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—যজ্ঞৈঃ ( পৃথোরেকোনশতসংখ্যৈঃ কৃতৈঃ যজ্ঞৈঃ ) তুষ্টঃ ( সম্যক্ পরিতুষ্টঃ ) যজ্ঞপতিঃ ( যজ্ঞফল-প্রদাতা ) যজ্ঞভুক্ ( যজ্ঞাংশভাগী ) বিভুঃ ( সর্ব্বদেবপ্রভুঃ ) ভগবান্ বৈকুণ্ঠঃ অপি ( শ্রীহরিরপি ) মঘবতা সাকম্ ( ইন্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ সন্ ) তং ( পৃথুম্ ) অভাষত ( কথিতবান্ )॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—যজ্ঞের অংশভাগী ও যজ্ঞফলদাতা সর্ব্বদেবপ্রভু ভগবান্ শ্রীহরি, পৃথুর নিরানব্বইটী যজ্ঞের দ্বারাই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিও ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পৃথুকে বলিতে লাগিলেন॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

বিংশে তু বিষ্ণুনা সাক্ষাৎ পৃথোর্যজ্ঞেঽনুশাসনম্। বরদানপ্রসঙ্গেন প্রীতিশ্চাত্রোপবর্ণ্যতে॥

মঘবতা সাকম্ ইন্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ॥ ১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্ব-অধ্যায়ের শেষভাগে ব্রহ্মা যে বলিয়াছেন—"উভাবপি হি ভদ্রন্তে উত্তমঃশ্লোকবিগ্রহৌ" ইহাতে জানা গিয়াছে যে, ইন্দ্র এবং পৃথু উভয়েই এক শ্রীহরির অংশ। সুতরাং এস্থলে আমাদের মনে হইতে পারে যে—উভয়েই যদি শ্রীহরির অংশ, তবে তন্মধ্যে ইন্দ্রের উপদ্রবে পৃথুর যজ্ঞসমাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিল, পৃথু এবং তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রকে দণ্ড দিতে উদ্যোগী হইলেও ব্রহ্মা আসিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেন, পৃথুর যজ্ঞটী পূর্ণ হইবার আর কোনও পথ হইল না—ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি তথায় উপস্থিত থাকিয়াও কিরূপে অনুমোদন করিলেন? উভয়েই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্, অথচ একজনকে প্রবল রাখিয়া অপরকে আরব্ধযজ্ঞের সাফল্যে বঞ্চিত করা কি ভগবানের পক্ষে সমুচিত কার্য্য হইল? তিনি কি ইন্দ্রকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিলেন না? ভগবানের প্রতি এইরূপ নানাপ্রকার অনুযোগ উত্থাপিত করা আমাদের ন্যায় অতত্ত্বদর্শীর পক্ষে স্বাভাবিক, যখন ভগবত্তত্ত্বে সম্যক্ অভিজ্ঞতা জন্মে, তখন ভগবানের সমস্ত প্রকার ব্যবহার মধ্যেই কি যে মঙ্গলময় রহস্য নিহিত, ইহা বোধগম্য হয়, সুতরাং জাগতিক কোন চিত্র দেখিয়া তত্ত্বদর্শীর বুদ্ধি আর কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, কিন্তু তত্ত্বদর্শনের অভাবে যাহাদের চিত্ত দুর্ব্বল, তাহারা ত একটু বিসদৃশ দেখিলেই বিচলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই বিচলিত ভাব প্রসারিত করা শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে। তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আদর্শ ঠিক রাখিবার জন্য বহু উপদেশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ-জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" "কর্ম্মমার্গের লোকদিগের যাহাতে বুদ্ধি বিচলিত হইতে পারে, তাহা কখনও করিবে না" অর্থাৎ তাহারা যে সকল আদর্শ মানিয়া চলিবে, তাহার মধ্যে যেন কোন প্রকার অসামঞ্জস্য না থাকে, ইহাই ভগবানের ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রেও তিনি পৃথুর নিকট ইন্দ্রকে লইয়া গিয়া তাঁহার দ্বারা স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া যেরূপে পৃথুর গৌরবরক্ষা হয়, তদীয় ধর্ম্ম-প্রবলতার মহিমা কিছুমাত্র ন্যূন বলিয়া যাহাতে প্রতিপন্ন না হয়, সেইরূপ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা এবং পৃথুর অতিশয় বিনীত স্তুতিবাদ প্রভৃতি এই বিংশ অধ্যায়ের

শ্রীভগবানুবাচ।

এব তেঽকারষীদ্ভঙ্গং হয়মেধশতস্য হ। ক্ষমাপয়ত আত্মানমমুষ্য ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ। নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্ ॥ ৩

পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া। শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া ॥ ৪

বর্ণনীয় বিষয়। মহামুনি মৈত্রেয় ঐ সকল বর্ণনার প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকটীতে শ্রীভগবানের যে কয়টী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীই বিশেষ অভিপ্রায়ব্যঞ্জক, প্রথম বিশেষণ "যজ্ঞভুক্", ইহাতে এই সূচিত হইতেছে যে—পৃথুর সেই শেষযজ্ঞটী যদি অনুষ্ঠিত হইত, তবে ভগবানেরও যথেষ্ট স্বার্থ ছিল, কারণ তিনি যজ্ঞে অংশভাগী। কিন্তু তিনি স্বার্থের জন্য লালায়িত নহেন, সাধকের ভক্তি ও নিয়মপরায়ণতাতেই তিনি সন্তুষ্ট। ইহার সূচক—"যজ্ঞেস্তুষ্টঃ"। তাঁহার তুষ্টি হওয়াতে পৃথুর পক্ষে যজ্ঞফল পাওয়া যে অতি সহজ-সাধ্য, ইহার সূচক—"যজ্ঞপতিঃ" অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরিই ত যজ্ঞের ফলদাতা, সুতরাং পৃথুর যজ্ঞ অপূর্ণ থাকিলেও তিনি আবশ্যক বোধ করিলে পূর্ণফল দিতে সমর্থ। যদি মনে করা হয় যে,তিনি ইচ্ছামত ফল প্রদান করিতে অধিকারী হইলেও ইন্দ্রাদি-দেবগণ যদি বিরুদ্ধতা আচরণ করেন, তবে তিনি পারিবেন কিরূপে? এ আশঙ্কার সমাধানের জন্যই বলা হইয়াছে—"বিভুঃ" অর্থাৎ তিনি সকলের প্রভু, সুতরাং কেহই তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরোধ ঘটাইতে পারিবেন না। মৈত্রেয় মুনি এইরূপ ভাবে প্রতিপদের বিশিষ্ট-তৎপর্য্যপূর্ণ প্রথম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ে সমস্ত ভগবদ্‌বৃত্তান্ত বিদুরের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—[ সম্প্রতি ভগবদুক্তিঃ ] এষ ( ইন্দ্রঃ ) তে (তব, পৃথোরিতি যাবৎ) হয়মেধশতস্য (শতাশ্বমেধ-রূপবিশিষ্টযজ্ঞস্য) ভঙ্গং হ অপূর্ণতামেব ) অকারষীৎ ( "অকার্ষীৎ" ইতি বক্তব্যে অকারষীদিতি প্রয়োগ আর্ষঃ), আত্মানং ( ত্বাং ) ক্ষমাপয়তঃ ( ক্ষমাং কারয়তঃ ) অমুষ্য ( ইন্দ্রস্য সম্বন্ধে ) ক্ষন্তুম্ অর্হসি ॥ ২

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই ইন্দ্র তোমার শতাশ্বমেধ যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছেন, এ জন্য তোমার নিকট ইনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহাকে ক্ষমা কর ॥ ২

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মানং ত্বাং ক্ষমাং কারযতঃ অমুষ্য ত্বমপি ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] নরদেব! ( রাজন্ পৃথো! ) লোকে ( জগতি ) সুধিয়ঃ ( সুবুদ্ধিশালিনঃ ) সাধবঃ ( সদনুষ্ঠানরতাঃ ) নরোত্তমাঃ ( উত্তমমানবাঃ ) যর্হি ( যতঃ ) কলেবরং ( দেহঃ ) আত্মা ন, [ অতঃ বিবেকবশাৎ দেহাভিমানশূন্যতয়া ] ভূতেভ্যঃ ( প্রাণিভ্যঃ কেভ্যোঽপি ) ন অভিদ্রুহ্যন্তি ( ন হিংসন্তি ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্! জগতে যাঁহারা সুবুদ্ধিসম্পন্ন সদনুষ্ঠানপরায়ণ উত্তমশ্রেণীয় ব্যক্তি, তাঁহারা 'দেহ যে আত্মা নহে' ইহা অবগত আছেন, ( সুতরাং বৃথা মোহে ) তাঁহারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট সম্পাদন করেন না ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—[ নমু অনন্যমায়াপ্রভাবাদেব দ্রোহপ্রবৃত্তির্ভবেদিত্যত্রাহ ] ত্বাদৃশাঃ পুরুষাঃ যদি দেবমায়য়া ( ভগবতো মায়াশক্তিবশেন ) মুহ্যন্তি ( মোহবশং গতা ভবন্তি ) [ তদা ] দীর্ঘয়া ( বহুকালব্যাপিন্যা ) বৃদ্ধসেবয়া ( প্রবীণজনসেবয়া ) পরং ( কেবলং ) শ্রম এব জাতঃ ( প্রাজ্ঞজনোচিতং চিত্তস্থৈর্য্যাদিকন্তু নৈব লব্ধম্ ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—তোমাদের ন্যায় মহাপুরুষও যদি ভগবানের মায়াবশে মুগ্ধ হয়, তবে বুঝিব যে সুদীর্ঘ-কালব্যাপী প্রাজ্ঞজনের সেবা করিয়া তাহাতে কেবল বৃথা পরিশ্রমই করা হইয়াছে, ( প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি কিছুই হয় নাই ) ॥ ৪

অতঃ কাযমিমং বিদ্বানবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। আবদ্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুষজ্জতে ॥ ৫
অসংসক্তঃ শরীরেঽস্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে। অপত্যে দ্রবিণে বাপি কঃ কুর্য্যান্মমতাং বুধঃ ॥ ৬

একঃ শুদ্ধঃ স্বযংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রযঃ।
সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥ ৭
য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—যর্হি যস্মাৎ কলেবরমাত্মা ন ভবতি, অতস্তদভিমানেন ভূতানি নাভিদ্রুহ্যন্তি ॥ ৩।৪

**অন্বয়ঃ।**—অতঃ (যতো দেহস্তাবৎ নাত্মা ভবতীত্যতঃ) প্রতিবুদ্ধঃ (আত্মজ্ঞো জনঃ) ইমং কাযং (ভৌতিকং দেহম্) অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ (অবিদ্যা বস্তুরূপাজ্ঞানং, তন্নিবন্ধনো যঃ কামঃ ভোগস্পৃহা, ততঃ কর্ম্মাণি, তৈঃ) আরব্ধঃ (উৎপাদিতঃ) ইতি বিদ্বান্ (জানন্ সন্) অস্মিন্ (দেহে) নৈব অনুষজ্জতে (আসক্তো নৈব ভবতি) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—অতএব আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এই দেহকে অবিদ্যাজনিত বাসনারূপ কর্ম্মদ্বারা উৎপাদিত বলিয়া বুঝিতে পারেন, সুতরাং সেই ব্যক্তি দেহের প্রতি কখনও আসক্ত থাকেন না ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং, ততঃ কামঃ, ততঃ কর্ম্ম, তৈরারব্ধ ইতি বিদ্বান্, অতএব প্রতিবুদ্ধঃ আত্মজ্ঞঃ অস্মিন্ নৈবানুষজ্জতে ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—অস্মিন্ শরীরে (নশ্বরে দেহে) অসংসক্তঃ বুধঃ কঃ অমুনা (শরীরেণ) উৎপাদিতে গৃহে অপত্যে (সন্ততৌ) দ্রবিণে (ধনরত্নাদৌ) চাপি মমতাং কুর্য্যাৎ? (ন কোঽপি ইতি ভাবঃ) ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—এই শরীরের প্রতি আসক্তি-শূন্য হইতে পারিলে তাহা দ্বারা উৎপাদিত গৃহ, সন্তান ও ধনরত্নাদির প্রতি কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি মমতা করিয়া থাকেন? ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—তথাপি পুত্রাদিমমত্বেন ভূতদ্রোহেণ চ সঙ্গো ভবেৎ, তত্রাহ অসংসক্ত ইতি ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—[ধর্ম্মবৈষম্যেন দেহাত্মনোর্ভেদং প্রদর্শয়ন্ দেহাসক্তেরনৌচিত্যং প্রতিপাদয়তি] আত্মা একঃ (সর্ব্বদৈব একাবস্থাসম্পন্নঃ, দেহস্তু বাল্যাদ্যবস্থাভেদাদনেকঃ) শুদ্ধঃ (দোষরহিতঃ, দেহস্তু মলমূত্রাদিদূষিতঃ), স্বযংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশরূপঃ, দেহস্তু জড়ঃ), নির্গুণঃ (রূপরসাদিশূন্যঃ, দেহস্তু রূপাদিগুণসম্পন্নঃ), গুণাশ্রযঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং নিয়ন্তা, দেহস্তু তেষামধীনঃ), সর্ব্বগঃ (ব্যাপকঃ, দেহস্তু ক্ষুদ্রঃ অসর্ব্বব্যাপী), অনাবৃতঃ (কেনাপি প্রচ্ছাদয়িতুমযোগ্যঃ, দেহস্তু গৃহাদিভিরাবৃতঃ), সাক্ষী (দ্রষ্টা, দেহস্তু দৃশ্যঃ), নিরাত্মা (চেতনান্তরেণানধিষ্ঠিতঃ, দেহস্তু চেতনাধীনঃ), [অতঃ] অসৌ (আত্মা) আত্মনঃ (দেহাৎ) পরঃ (ভিন্নঃ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—আত্মা একাবস্থাসম্পন্ন, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের নিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, নিরাবরণ ও সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষী, (কিন্তু দেহ তাহার বিপরীত), অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা।**—প্রতিবোধক্রমং বিবৃণ্বন্ দেহেঽনুষঙ্গাভাবমাহ এক ইতি দ্বাভ্যাম্। অসাবাত্মা আত্মনো দেহাৎ পরো ভিন্নঃ। তত্র নবধা বৈলক্ষণ্যেন ভেদং সাধযতি এক ইতি নবভিঃ পদৈঃ। দেহো হি বাল্যযুবাদিভেদাদনেকঃ, মলিনশ্চ, জড়শ্চ, সগুণশ্চ, স্বকারণভূতগুণাশ্রিতশ্চ, পরিচ্ছিন্নশ্চ, গৃহাদিভিরাবৃতশ্চ, দৃশ্যশ্চ, সাত্মা চ। আত্মা তু নৈবম্, অতো ভিন্নঃ ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—যঃ পুরুষঃ (জীবঃ) আত্মস্থং (দেহাবচ্ছিন্নম্) আত্মানম্ এবং সন্তম্ (এবম্ভূতম্, উক্তপ্রকারেণ

যঃ স্বধর্ম্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥ ৯

পরিত্যক্তগুণঃ সম্যগ্‌দর্শনো বিশদাশয়ঃ। শান্তিং মে সমবস্থানং ব্রহ্মকৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১০

উদাসীনমিবাধ্যক্ষং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্। কূটস্থমিমমাত্মানং যো বেদাপ্নোতি সোঽভবম্ ॥ ১১

দেহাভিন্নমিতি যাবৎ) বেদ (জানাতি) সঃ (জীবঃ) প্রকৃতিস্থোঽপি (অধিষ্ঠাতৃতয়া প্রকৃতৌ সম্বন্ধবদ্‌স্থিতোঽপি) ময়ি স্থিতঃ (পরমাত্মরূপে ময্যেব অভিন্নতয়া বর্ত্তমানঃ), [অতঃ] তদ্‌গুণৈঃ (প্রকৃতেগুর্ণৈরহঙ্কারাদিভিঃ) ন অজ্যতে (ন লিপ্যতে) ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি দেহাবচ্ছিন্ন জীবকে উক্তরূপে দেহ হইতে বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, সে ব্যক্তি প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও প্রকৃতির কার্য্য অহঙ্কারাদিদ্বারা লিপ্ত হয় না, পরমাত্মস্বরূপ আমাতেই সে স্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মস্থং স্বস্মিন্ স্থিতম্। প্রকৃতিস্থোঽপি দেহস্থোঽপি তদ্বিকারৈর্ন লিপ্যতে, যতঃ স ময়ি ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—[কস্তাদৃশবিবেকং লভতে তদাহ] [হে] রাজন্! (পৃথো!) যঃ নিত্যং (সর্ব্বদা) শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ (শাস্ত্রোপদেশপ্রভৃতিষু প্রগাঢবিশ্বাসসম্পন্নঃ) নিরাশীঃ (নিষ্কামশ্চ সন্) স্বধর্ম্মেণ (স্বকীয়বর্ণাশ্রমাণ্ডনুরূপ-কর্ম্মণা) মাং ভজতে, তস্য মনঃ (অন্তঃকরণং) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) প্রসীদতি' দেহাত্মবিবেকং লভতে) ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কামভাবে স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপ কর্ম্মদ্বারা আমার ভজনা করে, তাহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃ সেই দেহ ও আত্মার পার্থক্য অনুভব করে ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—ইয়মবস্থা কস্য উৎপদ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ যঃ স্বধর্ম্মেণেতি চতুর্ভিঃ ॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—[তাদৃগ্‌বিবেকফলমেব পরমা শান্তিরিত্যাহ] বিশদাশয়ঃ (যদা তাদৃগ্‌বিবেকেন অন্তঃকরণং প্রসন্নং ভবতি তদা) পরিত্যক্তগুণঃ (পরিত্যক্তঃ গুণঃ বিষয়াসঙ্গঃ যেন তথাবিধঃ সন্) সম্যগ্‌দর্শনঃ (তত্ত্বদর্শী ভূত্বা) মে (মম) সমবস্থানং (সমং তুল্যং বস্থানম্ অবস্থিতিং, ভাগুরিমতেন অকারলোপঃ, মল্লোকাবস্থানমিতি তাৎপর্য্যং) ব্রহ্মকৈবল্যং (ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপাং) শান্তিম্ অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—যখন উক্ত প্রকার বিবেকজ্ঞানলাভে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয়, তখন সাধকের আর বিষয়াসক্তি থাকে না, তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, সুতরাং তখন আমার পরমধামে অবস্থানরূপ শান্তি, যাহা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া কথিত হয়, তাহাই লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—ভবতু মনঃ প্রসন্নং ততঃ কিম্? তত্রাহ। যর্হি বিশদাশয়ঃ প্রসন্নমনাঃ, তদা পরিত্যক্ত-গুণঃ সন্ সম্যগ্‌দর্শনো শান্তিমশ্নুতে। শান্তিমেবাহ। মে মম সম্যগৌদাসীন্যেনাবস্থানমেব ব্রহ্ম তদেব কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—যঃ ইমং কূটস্থং (নির্ব্বিকারম্) আত্মানং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাং (দেহজ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়মনসাং, অধিভূতাধিদৈবাধ্যাত্মমনসাং বা) অধ্যক্ষমিব (নিয়ন্তারমিব স্থিতং) [বস্তুতস্তু] উদাসীনং (নির্লিপ্তং) বেদ (জানাতি) সঃ অভবং (মোক্ষং নিত্যমদ্ধামবস্থানরূপম্) আপ্নোতি (লভতে) ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—এই নির্ব্বিকার আত্মা,—দেহ, জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও মনের অধ্যক্ষের ন্যায় বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা নির্লিপ্ত—এই প্রকার জ্ঞান যাহার উৎপন্ন হয়, সে ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—সম্যগ্‌দর্শনমেবাহ। উদাসীনমেবাত্মানং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাং দেহজ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়মনসাম্ অধ্যক্ষমিব স্থিতমাত্মানং যো বেদ ॥ ১১

ভিন্নস্য লিঙ্গস্য গুণপ্রবাহো দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ ।
দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ১২
সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
ময়োপকৢপ্তাখিললোকসংযুতো বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্ ॥ ১৩
শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞো যৎ সম্পরায়ে সুকৃতাৎ ষষ্ঠমংশম্ ।
হর্ত্তান্যথা হৃতপুণ্যঃ প্রজানামরক্ষিতা করহারোঽঘমত্তি ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ ।**—দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ ( দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনানি ভূতেন্দ্রিয়জ্ঞানমনাংসি এব আত্মা স্বরূপং যস্য তথাবিধস্য ) ভিন্নস্য ( আত্মব্যতিরিক্তস্য ) লিঙ্গস্য ( দেহস্যৈব ) গুণপ্রবাহঃ ( সংসারঃ ), ময়ি ( মাং শ্রীভগবন্তং প্রতি ) বদ্ধসৌহৃদাঃ ( সঞ্জাতানুরাগাঃ ) সূরয়ঃ ( জ্ঞানিনঃ ) সম্পৎসু বিপৎসু ( হর্ষকারণেষু দুঃখকারণেষু চ ) দৃষ্টাসু ( তত্র দেহে উপস্থিতাস্বপি ) ন বিক্রিয়ন্তে ( বিকৃতা ন ভবন্তি ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ ।** পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান ও মন, এতৎসমুদায়াত্মক এবং আত্মা হইতে পৃথক যে দেহ তাহারই সংসারাবস্থা ঘটে । যে সকল জ্ঞানিগণ আমার প্রতি দৃঢ়ানুরক্ত, তাঁহারা সেই দেহে হর্ষ বা দুঃখজনক যে প্রকার অবস্থাই দর্শন করুন না কেন, কিছুতেই তাঁহারা বিকৃত হন না ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা ।**—সংসারিণঃ কথং কূটস্থত্বম্ ? অত আহ । ভিন্নস্য লিঙ্গস্য দেহস্য গুণপ্রবাহঃ সংসারঃ । ভিন্নত্বে হেতুঃ দ্রব্যাদ্যাত্মকস্য । তত্র চেতনা চিদাভাসঃ । অতো দৃষ্টাসু প্রাপ্তাসু, হর্ষশোকাদিভির্ন বিক্রিয়ন্তে ॥ ১২

**অন্বয়ঃ ।**—[ হে ] বীর ! ( পৃথো ! ) [ ত্বং ] সুখে চ দুঃখে চ সমঃ ( তুল্যভাবাপন্নঃ সন্ ) সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ ( সমানাঃ উত্তমা মধ্যমা অধমাশ্চ যস্য তথাবিধঃ, সর্ব্বজনেষু সমব্যবহারীত্যর্থঃ) জিতেন্দ্রিয়াশয় (জিতানি বশীকৃতানি ইন্দ্রিয়াণি আশয়ঃ মনশ্চ যেন তথাবিধঃ ) ময়া ( ভগবতা ) উপকৢপ্তাখিললোকসংযুতঃ ( উপকৢপ্তৈঃ বিহিতৈঃ অখিলৈঃ লোকৈঃ অমাত্যাদিভিঃ সংযুতশ্চ সন্ ) অখিললোকরক্ষণং ( সমস্তপ্রজাপতিপালনং ) বিধৎস্ব ( কুরু ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ ।**—হে বীর পৃথু ! তুমি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সংযত রাখিয়া সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী এবং উত্তম, মধ্যম, অধম প্রভৃতি সকলের প্রতি সমদর্শী হইয়া আমার নির্ম্মিত মন্ত্রী প্রভৃতি সহযোগে সমস্ত প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালন কর ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা ।**—ত্বঞ্চ সূরিঃ, অতএব সুখে দুঃখে চ সমঃ সন্, সমানা উত্তমমধ্যমা যস্য, জিতানীন্দ্রিয়াণ্যাশয়শ্চ যেন, স ত্বম্ অখিললোকরক্ষণং বিধৎস্ব । কথমেকেন ময়া রক্ষণং কর্ত্তুং শক্যম্ ? তত্রাহ । ময়া ঈশ্বরেণ উপকৢপ্তাঃ সম্পাদিতা যে অখিলা লোকা অমাত্যাদয়, তৈঃ সংযুতঃ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ ।**—রাজ্ঞঃ প্রজাপালনমেব শ্রেয়ঃ ( পরমো ধর্ম্মঃ ) যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ ) সম্পরায়ে ( পরলোকে ) সুকৃতাৎ (প্রজাপুঞ্জেনানুষ্ঠীতাৎ পুণ্যাৎ) ষষ্ঠম্ অংশং হর্ত্তা ( তৃণ্প্রত্যয়ান্তমিদং পদম্, অতঃ কর্ম্মণি ন ষষ্ঠী, প্রাপ্নোতি ইত্যেতদর্থঃ ), অন্যথা ( যাগতপস্যাদিধর্ম্মান্তরপ্রবৃত্তো ) করহারঃ (প্রজাভ্যঃ করগ্রহণকারী সন্নপি ) অরক্ষিতা ( যথাবিধি তাসাং পালনমকুর্ব্বাণঃ ) হৃতপুণ্যঃ ( প্রজাভিরেব হৃতং পুণ্যং যস্য তথাবিধঃ সন্ ) অঘম্ অত্তি (প্রজানাং পাপমেব ভুঙ্‌ক্তে ) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ ।**—প্রজাদিগকে প্রতিপালন করাই রাজার পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম, যেহেতু প্রজাগণ যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করে, পরলোকে রাজা তাহার ষষ্ঠ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন , কিন্তু যে রাজা ইহার অন্যথা আচরণ করেন,

এবং দ্বিজাগ্র্যানুগতানুবৃত্তধর্ম্মপ্রধানোঽন্যতমোঽবিতাস্যাঃ।
হ্রস্বেন কালেন গৃহোপযাতান দ্রষ্টাসি সিদ্ধাননুরক্তলোকঃ॥ ১৫
বরঞ্চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র বৃণীষ্ব তেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ।
নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভির্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্ত্তী॥ ১৬

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স ইত্থং লোকগুরুণা বিষ্বক্সেনেন বিশ্বজিৎ। অনুশাসিত আদেশং শিরসা জগৃহে হরেঃ॥ ১৭

অর্থাৎ প্রজাদের নিকট হইতে কেবল করই গ্রহণ করেন, অথচ তাহাদিগকে পালন করেন না, তাঁহার পুণ্য প্রজারা হরণ করে, আর তিনি প্রজাদের পাপ ভোগ করিয়া থাকেন॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা**।—নন্ব রক্ষণং দণ্ডাদিসাপেক্ষম্ অতস্তপোঽন্যদ্বা পুণ্যং করিষ্যামীতি চেৎ, অত আহ শ্রেয় ইতি। যৎ যস্মাৎ সম্পরায়ে পরলোকে প্রজাভিঃ কৃতাৎ সুকৃতাৎ ষষ্ঠমংশং হর্ত্তা হরতি। অরক্ষণে দোষমাহ অন্যথা প্রজাভিঃ হৃতং পুণ্যং সঃ প্রজানামঘমত্তি পাপং ভুঙ্‌ক্তে। অন্যথেত্যস্য বিবরণম্ করহারঃ সন্ অরক্ষিতা চেৎ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ**।—এবং ( মদুপদেশানুসারেণ ) দ্বিজাগ্র্যানুগতানুবৃত্তধর্ম্মপ্রধানঃ (দ্বিজাগ্র্যাণাং ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠানাং মুনীনামিতি যাবৎ, অনুগতঃ অনুবৃত্তশ্চ পরম্পরাপ্রাপ্তশ্চ যো ধর্ম্মঃ স এব প্রধানং যস্য তথাবিধঃ ) [ কিন্তু ] অন্যতমঃ ( ধর্ম্মাদিষু অনাসক্তঃ ) অস্যাঃ ( পৃথিব্যাঃ ) অবিতা ( পালকঃ, ত্বমিতি শেষঃ ) অনুরক্তলোকঃ ( অনুরক্তা লোকা যস্মিন্ সঃ তথাবিধঃ সন্ ) হ্রস্বেন কালেন ( অচিরকালেনৈব ) সিদ্ধান্ ( সনকাদি-মহর্ষিবর্গানপি ) গৃহোপযাতান্ ( স্বগৃহাগতান্ ) দ্রষ্টাসি ( দ্রক্ষ্যসি )॥১৫

**মূলানুবাদ**।—তুমি যদি আমার উপদেশ অনুসারে পরম্পরা-প্রচলিত এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত ধর্ম্মকেই প্রধানরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মে অনুরাগী না হইয়া এই পৃথিবীর সম্যক্ রক্ষা বিধান কর, তাহা হইলে সকল লোক তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং দেখিতে পাইবে যে—অল্পকাল মধ্যেই সনকাদি সিদ্ধ মহর্ষিগণ পর্য্যন্ত তোমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবেন॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা**।—এবঞ্চ মোক্ষোঽপ্যনায়াসেন ভবিষ্যতীত্যাহ। দ্বিজাগ্র্যাণামনুগতশ্চাসৌ অনুবৃত্তশ্চ পরম্পরা-প্রাপ্তো যো ধর্ম্মঃ স এব প্রধানম্ অর্থকামৌ তু প্রাসঙ্গিকৌ যস্য। অন্যতমঃ অতিশয়েনান্যঃ, ধর্ম্মাদিষ্বনাসক্ত ইত্যর্থঃ। ঐকপদ্যপাঠে ধর্ম্মপ্রধানৌ অন্যতমাবর্থকামৌ যস্যেত্যর্থঃ। অস্যাঃ পৃথিব্যা অবিতা সন্ অল্পেন কালেন গৃহাগতান্ সনকাদীন্ দ্রক্ষ্যসি। অনুরক্তো লোকো যস্মিন্ সঃ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] মানবেন্দ্র। ( নরপতে পৃথো। ) অহং তে ( তব ) গুণশীলযন্ত্রিতঃ ( গুণাঃ শমাদয়ঃ, শীলং বিনয়াদিযুক্তঃ স্বভাবঃ, তৈঃ যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ ) [ অতঃ ] মৎ ( মম সকাশাৎ ) কঞ্চন বরং বৃণীষ, অহং মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) তপোভিঃ যোগেন বা ন বৈ ( নৈব ) সুলভঃ, যৎ ( যস্মাৎ ) সমচিত্তবর্ত্তী ( সমং সর্ব্বেষু সমভাবাপন্নং চিত্তং যেষাং তেষু বর্ত্তিতুং শীলং যস্য সঃ, সমদর্শিনাং সমীপে অবস্থানশীলোঽস্মীত্যর্থঃ )॥ ১৬

**মূলানুবাদ**।—হে নরপতি পৃথু! তোমার গুণ ও স্বভাবে আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা, বর প্রার্থনা কর। যজ্ঞ, তপস্যা, অথবা যোগবলেও আমাকে পাওয়া সহজ নহে, কারণ যাহাদের অন্তঃকরণ সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, আমি তাহাদের নিকটেই অবস্থান করি॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**।—বিশ্বজিৎ ( বিশ্ববিজয়ী ) সঃ ( পৃথুঃ ) লোকগুরুণা ( সর্ব্বলোকপূজ্যেন ) বিষ্বক্সেনেন

( ভগবতা শ্রীহরিণা ) ইত্থম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) অনুশাসিতঃ ( উপদিষ্টঃ সন্ ) শিরসা (অবনতমস্তকেন) হরেঃ (তস্য ভগবতঃ ) আদেশং জগৃহে ( আত্মনেপদমার্ষং, গৃহীতবানিত্যর্থঃ ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—বিশ্ববিজয়ী পৃথু ত্রিলোকপূজ্য ভগবান্ শ্রীহরি কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া অবনতমস্তকে আদেশ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—সৎ সঙ্গঃ সকাশাৎ কঞ্চিৎ বরং বৃণীষ। গুণাঃ শমাদয়ঃ, শীলং নির্মৎসরত্বাদিস্বভাবঃ, তৈরহং যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ। তত্রহিতৈষ্ব যথাদিভির্হিং সুলভঃ, যতঃ সমং চিত্তং যেষাং তেভ্যো বর্ত্তিতুং শীঘ্রং দু সোহহম্ ॥ ১৬। ১৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী। পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ব্যবহারিক জগতের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতি ভগবানের বিশেষ লক্ষ্য আছে, সুতরাং ইন্দ্র দেবরাজ হইলেও পৃথুর যজ্ঞব্যাপারে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য তিনি যে সকল অন্যায় করিয়াছেন, তাহাতে পৃথুর নিকট তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থনা করা নিতান্ত সঙ্গত। এইজন্য শ্রীভগবান্ ইন্দ্রকে পৃথুর সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্য পৃথুর নিকট অনুরোধ করিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে যে বহুপ্রকার তত্ত্ব উপদেশ করিলেন তাহার এই মর্ম যে—সুখ, সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি, অথবা দুঃখ, অপমান, অখ্যাতি প্রভৃতি কোনটাই আত্মার প্রকৃত ধর্ম নহে। এই মায়াময় সংসারে তুচ্ছ জড়দেহের সম্পর্কাধীনেই জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয়, কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নিত্য, মুক্ত, স্বপ্রকাশ আনন্দময়, এবং জড় দেহের সহিত তাহার কোনপ্রকার ঐক্য নাই, সম্পূর্ণ পৃথক ভাব। আত্মা ও দেহের মধ্যে যে কিরূপ বৈলক্ষণ্য, অজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারেনা বলিয়াই দেহের সেবায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, কিন্তু জ্ঞানী সাধকগণ বিবেকবলে দেহ ও আত্মার তথ্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বেশ বুঝিতে পারেন যে—এই নশ্বর জড়দেহ ও তৎসম্পর্কিত পুত্র, কলত্র, গৃহ, বৈভব প্রভৃতি কোনটার প্রতিই মমতা করা উচিত নহে, কেননা সকলই তুচ্ছ, একমাত্র আত্মাই সত্য। এইরূপ বুঝিয়া তাঁহারা অনাসক্ত চিত্তে কেবল কর্ত্তব্য কর্ম-গুলি সম্পাদন করেন, ইহাতেই তাঁহারা পরম শান্তি প্রাপ্ত হন; এমন কি ঐরূপ তত্ত্বদর্শন পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনের ফলে পরিণামে তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও বিবেকের বশে তাঁহারা কোন প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হন না। এইরূপ উপদেশ পূর্ব্বক ভগবান্ পৃথুকে বলিলেন—হে মহারাজ! তুমি একজন বিশিষ্ট-বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি, অতএব তুচ্ছ বিবাদ-বিসংবাদ লইয়া থাকা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। তুমি ইন্দ্রিয় ও মন জয় করিয়া সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সর্ব্বদা অবিচলিত চিত্তে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম করিয়া যাও। তুমি রাজা, প্রজাদিগকে যথাবিধি প্রতিপালন করাই তোমার প্রধান ধর্ম, অন্যথা আচরণে তোমায় পাপভাগী হইতে হইবে। ভগবান্ পৃথুকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা সেই শ্রীশ্রীভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশেরই অনুরূপ। সেখানেও তিনি অসংখ্য যুক্তি-তর্কের দ্বারা অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইয়াছেন যে—নিষ্কাম ভাবে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই প্রধান ধর্ম এবং সেই কর্ত্তব্য কাহার পক্ষে কিরূপ, তাহা তথায় উপদেশ-দ্বারা বিবৃত করিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে—কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য বুঝিতে হইলে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বুঝিয়া লইবে। "জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি" ( গীতা )। এস্থলে পৃথুকেও সংক্ষিপ্তভাবে সকল কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়া আবার বলিয়া গিয়াছেন যে—"দ্বিজাগ্র্যানুমতানুবৃত্তধর্মপ্রধানঃ" অর্থাৎ মুনি, ঋষি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ, যাঁহারা সাধনাবলে ধর্মাধর্মের তথ্য সম্যক্ বুঝিয়া শাস্ত্ররূপে তাহা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনুমোদিত ধর্ম যাহা পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাই প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া রাজ্যপালন কর। সেই গীতার উপদেশ ও এই গ্রন্থের উপদেশ, উভয়ের মর্ম্মেই সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—শাস্ত্রানুযায়ী নিজ অধিকার ও তদনুরূপ কর্ম বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই সার ধর্ম। যাহা হউক উপসংহারে ভগবান্ পৃথুকে তাঁহার ইচ্ছা-

স্পৃশন্তং পাদযোঃ প্রেম্ণা ব্রীড়িতং স্বেন কর্ম্মণা। শতক্রতুং পরিষ্বজ্য বিদ্বেষং বিসসর্জ্জ হ ॥ ১৮
ভগবানথ বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হণঃ। সমুজ্জিহানয়া ভক্ত্যা গৃহীতচরণাম্বুজঃ ॥ ১৯
প্রস্থানাভিমুখোঽপ্যেনমনুগ্রহবিলম্বিতঃ। পশ্যন্ পদ্মপলাশাক্ষো ন প্রতস্থে সুহৃৎ সতাম্ ॥ ২০
স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ।
ন কিঞ্চনোবাচ স বাষ্পবিক্লবো হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ ॥ ২১

মত বর প্রার্থনা কবিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অপারকরুণা-নিকেতন শ্রীভগবানের এত অসীম করুণা যে তাঁহার নির্দ্দিষ্টপথে চলিলে তিনি এত প্রীত হন যে, অযাচিতভাবে সেই করুণার ধারা বিতরণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না ॥ ২—১৭

**অন্বয়ঃ।**—স্বেন কর্ম্মণা ( অশ্বহরণরূপেণ স্বকীয়কার্য্যেণ ) ব্রীড়িতং (লজ্জিতং) পাদয়োঃ (পৃথোশ্চরণযোঃ, অত্রাবচ্ছেদে সপ্তমী ) স্পৃশন্তং ( স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুং পৃথোঃ পদদ্বয়ধারণং কুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ ) শতক্রতুম্ (ইন্দ্রং) প্রেম্ণা ( প্রীতিসহকারেণ ) পরিষ্বজ্য ( আলিঙ্গ্য ) বিদ্বেষং বিসসর্জ্জ হ ( পরিত্যক্তবানেব ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—ইন্দ্র অশ্বহরণরূপ স্বীয় কার্য্যে লজ্জিত হইয়া পৃথুর পদদ্বয় ধারণ করিলে পৃথু প্রণয়-সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—ক্ষমাপয়িতুং পাদযোঃ স্পৃশন্তং, স্বেন কর্ম্মণা অশ্বাপহরণেন ব্রীড়িতম্। প্রেম্ণা পরিষ্বজ্য ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—অথ সতাং সুহৃৎ বিশ্বাত্মা ( সর্ব্বান্তর্য্যামী ) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) পৃথুনা উপহৃতার্হণঃ ( উপহৃতং সমর্পিতম্ অর্হণং পূজোপহারো যস্মৈ তথাবিধঃ ) সমুজ্জিহানয়া ( পরিবর্দ্ধমানয়া ) ভক্ত্যা গৃহীতচরণাম্বুজঃ ( গৃহীতে চরণাম্বুজে পাদপদ্মে যস্য সঃ ) [ অতএব ] প্রস্থানাভিমুখোঽপি (গমনোদ্যতোঽপি) অনুগ্রহবিলম্বিতঃ (অনুগ্রহবশাৎ বিলম্বকারী সন্ ) পদ্মপলাশাক্ষঃ ( পদ্মপলাশতুল্যে অক্ষিণী যস্য সঃ, এতেন পৃথুং প্রতি দৃষ্টিপাতসময়ে ভগবতো নয়নদ্বয়স্য সমধিকপ্রীতিপ্রফুল্লতা সূচিতা ) এনং ( পৃথুং ) পশ্যন্ ন প্রতস্থে ( ন গতবান্, অপি তু তত্রৈব স্থিতবান্ ) ॥ ১৯।২০

**মূলানুবাদ।**—সজ্জনের বন্ধু, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীহরি যদিও তখন তথা হইতে প্রস্থান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তথাপি কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না, পৃথু আসিয়া নানাবিধ পূজোপহার অর্পণপূর্ব্বক সাতিশয় ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগল ধারণ করিলেন। ভগবান্ পদ্মপলাশের ন্যায় প্রফুল্লনয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন ও অনুগ্রহবশে বিলম্ব করিতে বাধ্য হইলেন, সুতরাং তখন যাইতে পারিলেন না ॥ ১৯।২০

**শ্রীধরটীকা।**—ভগবান্ প্রস্থানাভিমুখোঽপি অনুগ্রহেণ বিলম্বিতঃ সন্ ন প্রতস্থে প্রয়াণং ন কৃতবানিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ? উপহৃতমর্পিতমর্হণং যস্মৈ। সমুজ্জিহানয়া সমুদ্গচ্ছন্ত্যা বর্দ্ধমানয়া ভক্ত্যা গৃহীতে চরণাম্বুজে যস্য। পদ্মপলাশবদক্ষিণী যস্য তথাভূতঃ সন্ এনং পৃথুং পশ্যন্ ॥ ১৯।২০

**অন্বয়ঃ।**—আদিরাজঃ সঃ ( পৃথুঃ ) রচিতাঞ্জলিঃ ( কৃতাঞ্জলি ) অবস্থিতঃ ( একাগ্রমনসা ভগবন্তং দ্রষ্টুং স্তোতুঞ্চ তদভিমুখং দণ্ডায়মান আসীৎ ) [ কিন্তু ] অশ্রুলোচনঃ ( প্রেমাশ্রুপরিব্যাপ্তনেত্রঃ সন্ ) হরিং বিলোকিতুং (দ্রষ্টুং ) ন অশকৎ, বাষ্পবিক্লবঃ ( বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠঃ সন্ ) কিঞ্চন ন উবাচ চ ( কিমপি বক্তুং চ ন শশাক ), [ ততঃ কেবলম্ ] অমুং ( শ্রীহরিং ) হৃদা ( বক্ষসা ) উপগুহ্য ( আলিঙ্গ্য ) অধাৎ ( ধৃতবান্ ) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—আদিরাজ পৃথু ( প্রাণ ভরিয়া দর্শন ও স্তব করিবার ইচ্ছায় ) শ্রীভগবানের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু প্রেমাশ্রুধারায় নয়ন প্লাবিত হইল, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পারিলেন না;

অথাবমৃজ্যাশ্রুকলা বিলোকয়ন্নতৃপ্তদৃগ্‌গোচরমাহ পূরুষম্।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ ॥ ২২

শ্রীপৃথুরুবাচ।

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥ ২৩

আর আনন্দজনিত বাষ্পদ্বারা কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সুতরাং কিছু বলিতেও পারিলেন না, পরিশেষে কেবল তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—ভগবতস্তৎকৃপাতিরেকমুক্ত্বা তস্য ভক্ত্যুদ্রেকমাহ—স ইতি দ্বাভ্যাম্। বাষ্পবিরুদ্ধয়া তূষ্ণীমবস্থিতঃ সন্ অমুং হরিং হৃদা উপগুহ্য অধাৎ ধৃতবান্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরম্) অশ্রুকলাঃ (প্রেমাশ্রুবিন্দূন্) অবমৃজ্য (পাণিভ্যামপনোদ্য) অতৃপ্তদৃগ্‌-গোচরং (অতৃপ্তয়োর্নয়নয়োর্বিষয়ীভূতং) পদা ক্ষিতিং স্পৃশন্তং (দেবানাং চরণেন ক্ষিতিস্পর্শনাভাবিতাপ্যুক্তেঽপি অত্র ভগবতো ভক্তবাৎসল্যাতিশয়োদ্রেকাদাত্মবিস্মরণমাসীদিতি ভূতলে পাদস্পর্শং বুধ্যতম্), উরঙ্গবিদ্বিষঃ (উরগ ইতি বক্তব্যে উরঙ্গ ইতি আর্ষঃ প্রয়োগঃ, সর্প ইতি তদর্থং, তস্য বিদ্বিট্ গরুড়ঃ, তস্য) উন্নতে (পরিপুষ্টে) অংসে (স্কন্ধপ্রান্তে) বিন্যস্তহস্তাগ্রং (নিহিতকরতলং) পূরুষং (শ্রীহরিং) বিলোকয়ন্ আহ (কথিতবান্, পৃথুরিতি শেষঃ) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—অনন্তর পৃথু অশ্রুধারা মুছিয়া অতৃপ্তনয়নে শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন—ভগবান্ নিজ চরণ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন এবং গরুড়ের সমুন্নত স্কন্ধে হস্তাগ্র স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন; এইরূপে সেই পরমপুরুষকে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—অতৃপ্তয়োর্দৃগোর্গোচরং বিষয়ভূতম্। পদা ক্ষিতিং স্পৃশন্তমিতি, অয়ং ভাবঃ—ন খলু দেবাঃ পদা ভুবং স্পৃশন্তি, অতঃ স্বপাদবশো হরির্নিমাত্মানং বিস্মৃতবানিতি, অত এব স্খলনপরিহারায়ৈব গরুড়স্যোন্নতে স্কন্ধে বিন্যস্তং হস্তাগ্রং যেন তম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—[হে] বিভো! বরদেশ্বরাৎ (বরদানাং ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তুঃ) ত্বৎ (তব সকাশাৎ) গুণবিক্রিয়াত্মনাং (গুণৈরহঙ্কারাদিভির্বিক্রিয়া বিকারো যস্য তথাবিধ আত্মা মনো যেষাং তেষাং, দেহাদ্যভিমানবিরতচিত্তানাং সম্বন্ধিন ইত্যর্থঃ) বরান্ (কাম্যবিষয়ান্) বুধঃ (জ্ঞানবান্) কথং বৃণীতে? (যাচতে?) [হে] কৈবল্যপতে! (কৈবল্যমোক্ষ!) ঈশ! (ভগবন্!) যে (বরণীয়া বিষয়াঃ) নারকাণাং দেহিনামপি (নরকস্থপ্রাণিনামপি) সন্তি (সম্ভবন্তি), তান্ (তথাবিধবিষয়ান্) ন চ বৃণে (চকারাৎ অবুধোঽপি অহং ন প্রার্থয়ে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—শ্রীপৃথু বলিলেন—হে প্রভো! ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সকল দেবতা বরদান করিয়া থাকেন, আপনি সে সকলেরই অধিপতি, আপনার নিকট হইতে বিজ্ঞব্যক্তি কি দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের ভোগ্য বর প্রার্থনা করিতে পারে? হে মুক্তিপতি পরমেশ্বর! যে সকল বর নরকবাসী প্রাণীদিগেরও কাম্য, আমি (অজ্ঞ হইলেও) তাহা প্রার্থনা করি না ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।-বরং বৃণীষ্বেতি যদুক্তং তদসহমান আহ। হে বিভো! বরদানাং ব্রহ্মাদীনাম্ ঈশ্বরাৎ বর-প্রদাৎ ত্বং ত্বত্তঃ সকাশাৎ বুধঃ বৃণীতে? কীদৃশান্? গুণৈর্বিক্রিয়ত ইতি গুণবিক্রিয়োঽহঙ্কারঃ, স এব আত্মা

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেব মে বরঃ॥ ২৪
স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥ ২৫
যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া॥ ২৬

যেষাং, তেষাং ব্রহ্মাদীনাং সম্বন্ধিনঃ। দেহাভিমানিনাং ভোগ্যানিতি বা। তথা চেৎ, বুধ এব ন ভবতীত্যর্থঃ। জুগুপ্সিতত্বাদপীত্যাহ—য ইতি। বুধ এবাহমপি ন বৃণে ইতি সমুচ্চয়ার্থ চকারঃ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—[ ননু তর্হি "কৈবল্যপতে" ইতি সম্বোধনচাতুর্য্যেণ কৈবল্যমেব প্রার্থয়সে কিং? তদপি ন ইত্যাহ ] [ হে ] নাথ। যত্র ( যাদৃগবস্থায়াং ) মহত্তমান্তর্হৃদয়াৎ ( মহত্তমানাং ভক্তপ্রবরাণাম্ অন্তর্হৃদয়াৎ হৃদয়াভ্যন্তরাৎ ) মুখচ্যুতঃ ( মুখেন নির্গতঃ ) যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবং (ভবৎপাদপদ্মগুণস্তুত্যাদিকথাসারঃ ) ন ন লভ্যতে ), তৎ ( তাদৃগবস্থামবং চেৎ কৈবল্যং, তর্হি তদপি ) ক্বচিদপি ( কদাপি ) অহং ন কাময়ে, কর্ণাযুতম্ ( অযুতপদমত্র অসঙ্খ্যাত্বতাৎপর্য্যেণোক্তং, তথা চ অসঙ্খ্যং মে শ্রবণেন্দ্রিয়ম্ ইত্যর্থঃ ) বিধৎস্ব ( সম্পাদয় ), মে ( মম সম্বন্ধে ) এষ বরঃ ( অয়মেব প্রার্থনীয়ো বিষয়ঃ, নান্যঃ )॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—হে নাথ। মোক্ষ অবস্থাতেও যদি সাধুপুরুষদিগের হৃদয় হইতে মুখপদ্ম দ্বারা নিঃসৃত ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মের গুণকীর্ত্তনাদি কথামৃত লাভ করা না যায়, তবে তাহাও আমি কদাপি প্রার্থনা করি না। আপনি আমার অসঙ্খ্য শ্রবণেন্দ্রিয় বিধান করুন, ( যাহাতে প্রাণ ভরিয়া আপনার গুণকথা শুনিতে পারি ) ইহাই আমার পক্ষে উত্তম বর॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা।**—কৈবল্যপত ইতি সম্বোধনাৎ কৈবল্যং বরিষ্যতীতি মা শঙ্কীরিত্যাহ—নেতি। মহত্তমানান্তর্হৃদয়ান্মুখদ্বারা নির্গতো ভবৎপদাম্ভোজমকরন্দো যশঃশ্রবণাদিসুখং যত্র নাস্তি তাদৃশং কৈবল্যং, তর্হি তৎ ক্বচিৎ কদাচিদপি ন কাময়ে। তর্হি কিং কাময়সে? তদাহ। যশঃশ্রবণায় কর্ণানামযুতং বিধৎস্ব। ননু কোঽপ্যেবং ন কৃতবান্, কিমপ্যন্তচ্ছিন্তয়েত্যাহ্ মম ত্বেষ এব বর ইতি॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] উত্তমশ্লোক। ( পুণ্যকীর্ত্তে। ) সঃ ( প্রাক্ আশংসিতঃ ) মহন্মুখচ্যুতঃ ( সাধুজনানাং মুখনির্গতঃ ) ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ ( ত্বৎপাদপদ্মমধুবিন্দুসম্পৃক্তবায়ুরপি, দূরতস্তৎপদাম্বুজ যশঃকণিকাশ্রবণমাত্রমপীত্যর্থঃ ) বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং ( মায়য়া বিলুপ্ততত্ত্বজ্ঞানানাং ) কুযোগিনাং ( তুচ্ছকর্ম্মরতানামপি ) পুনঃ স্মৃতিম্ ( আত্মজ্ঞানং ) বিতরতি ( সম্পাদয়তি ), [ অতঃ ] নঃ ( অস্মাকং ) বরৈঃ অলং ( প্রয়োজনং নাস্তি )॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—হে পুণ্যকীর্ত্তি ভগবন্। সাধুপুরুষদিগের মুখ হইতে নির্গত ত্বদীয় পাদপদ্মের মধুবিন্দু সম্পর্কিত বায়ুও তত্ত্বজ্ঞানহীন তুচ্ছ কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের আত্মজ্ঞান সম্পাদন করে, অতএব আমাদের অন্য বরে প্রয়োজন নাই॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—ননু তর্হি কৈবল্যাভাবে রাগদ্বেষাদ্যাকুলানাং ভক্তিসুখমপি ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স ইতি। ভবৎপদাম্ভোজসুধায়াঃ কণা লেশঃ, তৎসম্বন্ধী যোঽনিলঃ স এব, দূরাদপি কিঞ্চিদ্যশঃশ্রবণমাত্রমিত্যর্থঃ। বিস্মৃতং তত্ত্ববর্ত্ম যৈঃ কুযোগিভিস্তেষামপি পুনঃ স্মৃতিমাত্মজ্ঞানং বিতরতি। অতো ন খলু ভক্তানাং রাগাদিসম্ভবঃ। অতো নোঽস্মাকং সারগ্রাহিণাম্ অন্যৈর্বরৈরলম্। ভক্তাবেব মোক্ষাদিসর্ব্বসুখান্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ ২৫

অথাভজে ত্বাখিলপূরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োবেকপতিস্পৃধোঃ কলির্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ॥ ২৭
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং স্যাদেব যৎকর্ম্মনি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**-[ হে সুশ্রবঃ। ] ( শোভনং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য তৎসম্বোধনং ) [ যঃ ] আর্য্যসঙ্গমে ( সাধুজনসন্নিধৌ ) সকৃৎ ( একবারমপি ) যদৃচ্ছয়া চ ( অকস্মাদপি ) তে (তব) শিবং ( মঙ্গলময়ং ) যশঃ (কীর্ত্তিম্) যৎ ( যশঃ ) শ্রীঃ ( স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ) গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ( সকলপুরুষার্থলাভেচ্ছয়া ) প্রবব্রে ( সম্যক্ প্রার্থিতবতী ) [ তৎ ] উপশৃণোতি, [ সঃ যদি ] গুণজ্ঞঃ, পশুম্ ঋতে ( পশুং বিনা অন্যঃ, পশুপ্রকৃতিশ্চ ন ভবেদিত্যর্থঃ ) [ তর্হি ] কথং বিরমেৎ ( ভক্তিমার্গং কথং পরিত্যজেৎ )॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে মঙ্গলময়। আপনার যশ পরমমঙ্গলস্বরূপ, কেহ যদি সাধুজন-সন্নিধানে কোন-প্রকারে একবারও তাহা শ্রবণ করে, আর সে যদি গুণজ্ঞ হয় এবং নিতান্ত পশুপ্রকৃতি না হয়, তবে সে ব্যক্তি কিরূপে সেই যশঃশ্রবণবিষয়ে বিরত হইতে পারে? কখনও তাহা পারে না, কারণ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সকল প্রকার পুরুষার্থলাভের ইচ্ছায় ঐ যশঃ শুনিতে চাহিয়াছিলেন॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—নন্থ ভক্তির্মুক্তিফলৈব, অতঃ ফলং বিহায় সাধনে ভবতঃ কোঽয়মাগ্রহঃ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ। হে সুশ্রবঃ মঙ্গলকীর্ত্তে। তে শিবং যশঃ সতাং সঙ্গমে যঃ সকৃদপি যদৃচ্ছয়াপি উপশৃণোতি, গুণজ্ঞশ্চেৎ সঃ পশুং বিনা অন্যঃ কথং বিরমেৎ? গুণাতিশয়ং সূচয়তি। শ্রীর্যৎ যশ এব প্রকর্ষেণ বৃতবতী, গুণানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহং স্বস্মিন্ সমাহারং, তদিচ্ছয়া॥২৬

**অন্বয়ঃ।**—অথ ( অস্মাদ্ধেতোঃ ) পদ্মকরেব ( লক্ষ্মীরিব ) লালসঃ ( অত্যর্থমুৎসুকঃ সন্ ) গুণালয়ং ( সর্ব্বগুণাকরম্ ) অখিলপূরুষোত্তমং ( পরমপুরুষং ) ত্বা ( ত্বাম্ ) আভজে ( ভক্ত্যা সম্যগারাধয়াম্যেব ), কৃতত্বচ্চরণৈকতানযোঃ ( কৃতঃ ত্বচ্চরণযোঃ একঃ অচলঃ তানঃ মনোনিবেশঃ যাভ্যাং, তথাবিধয়োঃ ) একপতিস্পৃধোঃ ( একস্মিন্ পত্যৌ ত্বয়ি স্পর্দ্ধমানযোঃ, পাদসেবামহমেব সর্ব্বদা করিষ্যামীত্যেবং ভাবমবলম্বমানয়োরিত্যর্থঃ ) আবয়োঃ ( লক্ষ্ম্যাঃ মম চ ) কলিঃ ( কলহঃ ) ন স্যাৎ অপি? ( অপিরত্র বিতর্কে )॥২৭

**মূলানুবাদ।**—অতএব এই সর্ব্বগুণাকর পরমপুরুষস্বরূপ আপনাকে আমি লক্ষ্মীর ন্যায় একান্ত উৎসুক হৃদয়ে কেবল সেবাই করিতে চাই, তবে লক্ষ্মীও আপনার পাদপদ্মে স্থিরভাবে মনোনিবেশ করিয়া আছেন, আবার আমিও আপনাতে সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত, এই ভাবে একই প্রভুর সেবায় পূর্ণভাবে দুইজন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আমাদের ( লক্ষ্মী ও আমার ) মধ্যে পরস্পর কলহ উপস্থিত হইবে না ত?॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—অতো লক্ষ্মীরিবান্যবত্যাগেন ত্বামেবাহং ভজ ইত্যাহ—অথেতি। লালসঃ উৎসুকঃ সন্। কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে যথেন্দ্রেণ সহ কলিঃ, এবং ভক্তাবপি কিং লক্ষ্ম্যা সহ কলিঃ স্যাদিতি বিতর্কয়তি। একস্মিন্ পত্যৌ স্পর্দ্ধমানয়োরাবয়োরপি কিং কলির্ন স্যাদিতি কাকা বিতর্কঃ। নন্থ পর্য্যায়েণ সেবায়াং ন স্যাৎ, নৈবম্, কৃতত্বচ্চরণয়োরেবৈকস্তানঃ মনোবিস্তারো যাভ্যাং তয়োঃ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] জগদীশ। যৎকর্ম্মনি ( যস্যাঃ জগজ্জনন্যাঃ লক্ষ্ম্যা কর্ম্মণি ত্বদীয়পরিচর্য্যারূপে কার্য্যে ) নঃ ( অত্র একত্বতাৎপর্য্যেঽপি বহুবচনম্ "অস্মদো দ্বয়োশ্চাবিশেষণাৎ" ইত্যনুশাসননিষ্পন্নং, তথা চ মমেতি তদর্থঃ ) সমীহিতম্ ( অভিলাষো ভবতি ) [ তস্যাং ] জগজ্জনন্যাং ( লক্ষ্ম্যাং ) বৈশসং ( বিরোধঃ ) স্যাদেব,( তথাপি তদীয়-

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ ন বিদ্মহে॥ ২৯
মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ।
বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ কথং পুনঃ কর্ম্ম করোতি মোহিতঃ॥ ৩০

পক্ষপাতো মযোব স্যাৎ, যতঃ—) দীনবৎসলঃ [ত্বং] ফল্গু অপি (তুচ্ছমপি) উরু করোষি (সমাদরেণ পরিবর্দ্ধসি) স্বে ধিষ্ণ্যে এব (স্বকীয়স্বরূপে এব) অভিরতস্য (সানন্দমবতিষ্ঠমানস্য তব) তয়া (লক্ষ্ম্যা) কিং? (ন কিমপি, অতস্তাং প্রতি তব পক্ষপাতো ন কথমপি সম্ভাব্য ইতি ভাবঃ)॥২৮

**মূলানুবাদ।**—হে জগদীশ! জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর কার্য্য সর্ব্বদা আপনাকে সেবা করা, আমিও সেই কার্য্যে অভিলাষী হইয়াছি, ইহাতে যদি তাঁহার প্রতি বিরোধ করা হয় হউক, আপনি দীনজনের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ অধমকেও সমাদর করিয়া থাকেন, (সুতরাং আপনি অবশ্য আমার প্রতি অনুকূল থাকিবেন)। আপনি সর্ব্বদা আত্মস্বরূপেই অনুরক্ত, অতএব লক্ষ্মীদেবীতে আপনার প্রয়োজনই বা কি?॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—ভবতু বা কলিস্তথাপি ভজেয়মেবেত্যাহ। জগজ্জনন্যাং বৈশসং বিরোধঃ স্যাদেব, তত্র হেতুঃ-যস্যাঃ কর্ম্মণি নঃ সমীহিতমিচ্ছা ভবতি। তথাপি ইত্রোবিরোধে মৎপক্ষপাতবদত্রাপি তব পক্ষপাত এব স্যাদিত্যাহ। ফল্গু তুচ্ছমপি উরু বহু করোষি, ততো দীনেষু বৎসলঃ দয়াবান্। (নন্‌ ব্রহ্মাদিভিরভি-প্রার্থিতাং শ্রিয়ং বিহায় ময়ি পক্ষপাত এব কথং স্যাৎ অত আহ।) স্বে স্বরূপ এবাভিরতস্য তয়া কিং প্রয়োজনম্? তাং নাদ্রিয়স ইত্যর্থঃ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—অত এব (তব দীনবৎসলত্বাদেব) সাধবঃ (কামনাবিরহিতাঃ সাধকাঃ) অথ (জ্ঞানানন্তরমপি) ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ং (মায়াগুণা অহঙ্কারাদয়ঃ, তজ্জনিতঃ বিভ্রমোদয়ঃ পুত্রকলত্রবৈভবপ্রভৃতি পক্ষপাতঃ ব্যুদস্তঃ দূরীভূতো যত্র তং) ত্বাং ভজন্তি, [হে] ভগবন্! সতাং (নিষ্কামসাধকানাং) ভবৎপদানুস্মরণাৎ ঋতে (ত্বদীয়শ্রীচরণধ্যানং বিনা) অন্যৎ নিমিত্তম্ (অন্যবিধং ফলং) ন বিদ্মহে (ন পশ্যামঃ)॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! আপনি দীনবৎসল, মায়াজনিত অহঙ্কারের কার্য্য আপনাতে কিছুই নাই, এইজন্যই সাধুপুরুষেরা জ্ঞানোদয়ের পরেও আপনার ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে আপনার শ্রীচরণ ধ্যান ভিন্ন অন্য কোনও ফল দেখিতে পাই না॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা**—যতস্ত্বং দীনবৎসলঃ, অতএব সাধবো নিষ্কামা অথ জ্ঞানানন্তরমপি ত্বাং ভজন্তি। কথম্ভূতম্? মায়াগুণানাং বিভ্রমো বিলাসঃ, তস্যোদয় কার্য্যং স নিরস্তো যস্মিংস্তম্। তে কিমর্থং ভজন্তি, তত্রাহ। ভবৎপদানু-স্মরণাদ্বিনা অন্যৎ তেষাং নিমিত্তং ফলং ন বিদ্মঃ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ।**—ভজন্তং (ভক্তজনং প্রতি) "বরং বৃণীষ্ব" ইতি যৎ আত্থ (ব্রবীষি), তে (তব) গিরং (তথাবিধং বাক্যং) জগতাং বিমোহিনীং (সর্ব্বেষাং মোহকরীং) মন্যে, নু (ভোঃ পরমেশ!) তে (তব) বাচা তন্ত্যা (বাক্যরূপয়া রজ্জ্বা) জনঃ যদি অসিতঃ (অবদ্ধঃ স্যাৎ তর্হি) মোহিতঃ (ফলাকাঙ্ক্ষয়া উদ্‌ভ্রান্তঃ সন্) পুনঃ (বারংবারং) কথং কর্ম্ম করোতি?॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—আপনি ভক্তজনের প্রতি "বর প্রার্থনা কর" এইরূপ যে বাক্যপ্রয়োগ করেন, আমার মনে হয়, আপনার ঐ বাক্যই জগতের মোহ উৎপাদন করে। আপনার বাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা লোক যদি বদ্ধ না হইত, তবে ফলের লোভে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিবে কেন?॥ ৩০

ত্বন্মায়যাদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথাচরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্ ॥ ৩১

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্ তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্তরাম্ ॥ ৩২

তৎ ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে। মদাদেশকরো লোকঃ সর্ব্বত্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥৩৩

ইতি বৈণ্যস্য রাজর্ষেঃ প্রতিনন্দ্যার্থবদ্বচঃ।
পূজিতোঽনুগৃহীত্বৈনং গন্তুং চক্রেঽচ্যুতো মতিম্ ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—বরৈঃ প্রলোভনঞ্চ কৃপালোস্তবাঽচিতমিত্যাশয়েনাহ—মন্ম ইতি। নু অহো তে বাচা তন্ত্যা যদি জনোঽয়ম্ অসিতোঽবদ্ধঃ স্যাৎ তর্হি পুনঃপুনঃ ফলৈর্বিমোহিতঃ সন্ কথং কর্ম্ম করোতি ? ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] ঈশ। অবুধঃ জনঃ ( অজ্ঞো জনঃ ) অদ্ধা ( নূনং ) ত্বন্মায়য়া ( ত্বদীয়মায়াবলেন ) ঋতাত্মনঃ ( সত্যস্বরূপাৎ ত্বত্তঃ ) খণ্ডিতঃ ( পৃথক্কৃতঃ ), যৎ ( যস্মাদ্ধেতোঃ অন্যৎ ( পুত্রকলত্রাদিকম্ ) আশাস্তে ( কাময়তে ), যথা পিতা স্বয়ম্ ( প্রার্থনাদিকমনপেক্ষ্য স্বত এব ) বালহিতং ( বালকস্য পুত্রস্য মঙ্গলকরং বিষয়ম্ ) আচরেৎ ( অনুতিষ্ঠতি ) তথা ত্বমেব ( অনিবেদিতোঽপি স্বয়মেব ত্বং ) নঃ ( অস্মাকং সম্বন্ধে ) সমীহিতুং ( হিতং চেষ্টিতুম্ ) অর্হসি ॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—হে জগদীশ্বর। অজ্ঞ লোকসমূহ নিশ্চয়ই আপনার মায়াপ্রভাবে সত্যস্বরূপ আপনা হইতে বহুদূরে অপসারিত হইয়াছে, যেহেতু ইহারা সর্ব্বদাই অন্য বস্তু অর্থাৎ পুত্র-কলত্রাদি কামনায় ব্যাপৃত থাকে, পিতা যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুত্রাদির হিত আচরণ করেন, আপনিও তেমনি স্বয়ংই আমাদের হিত আচরণ করিবেন, ইহাই সমুচিত ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**—বিশ্বদৃক্ ( সর্ব্বজ্ঞঃ ) সঃ ( ভগবান্ শ্রীহরি ) আদিরাজেন ( পৃথুনা ) ইতি ( উক্তপ্রকারেণ ) নুতঃ ( স্তুত সন্ ) তং ( পৃথুম্ ) আহ ( কথিতবান্ ) [ হে ] রাজন্। ( পৃথো। ) ময়ি ( মাং প্রতি ) তে ( তব ) ভক্তিঃ অস্তু, দিষ্ট্যা ( তব শুভাদৃষ্টেন ) ময়ি ( ভগবতি ) তে ( ত্বয়া ) ঈদৃশী ধীঃ ( ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধিঃ ) কৃতা, যয়া ( এবং বিধয়া বুধ্যা ) সুদুস্তরাং ( দুরতিক্রমাং ) মদীযাং মায়াং ততরুঃ ( তরন্তি, বিদ্বাংস ইতি শেষঃ ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—আদিরাজ পৃথু এইরূপ স্তব করিলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ( প্রীত হইয়া ) তাঁহাকে বলিলেন—হে রাজন্। আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হউক। নিতান্ত সৌভাগ্যবশতঃই তুমি আমার প্রতি এইরূপ বুদ্ধি করিয়াছ, এই প্রকার বুদ্ধিবলেই জ্ঞানিগণ দুস্তর মদীয় মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] প্রজাপতে। ( প্রজারঞ্জন। ) ত্বম্ অপ্রমত্তঃ ( অবহিতচিত্তঃ সন্ ) ময়া আদিষ্টং তৎ ( "সমঃ সমাদোত্তমমধ্যমাধমঃ" ইত্যাদিশ্লোকৈঃ প্রাগুপদিষ্টপ্রকারেণ রাজ্যপালনরূপং কর্ম্ম ) কুরু, মদাদেশকরঃ ( মদাজ্ঞাপ্রতিপালকঃ ) লোকং সর্ব্বত্র ( সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে ) শোভনং ( মঙ্গলম্ ) আপ্নোতি ( লভতে ) ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—হে প্রজারঞ্জক নরপতি। তুমি অবহিতচিত্তে আমার আদেশ অনুযায়ী রাজ্যপালন করিতে থাক। যে ব্যক্তি আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য করে, সে সকল বিষয়েই মঙ্গল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—অচ্যুতঃ ( শ্রীহরিঃ ) রাজর্ষেঃ বৈণ্যস্য ( পৃথোঃ ) অর্থবদ্ বচঃ ( সার্থকং স্তুতিবাক্যম্ ) ইতি

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণপন্নগাঃ। কিন্নরাপ্সরসো মর্ত্ত্যাঃ খগা ভূতান্যনেকশঃ ॥ ৩৫
যজ্ঞেশ্বরধিয়া রাজ্ঞা বাক্‌চিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ। সভাজিতা যযুঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানুগতাস্ততঃ ॥৩৬
ভগবানপি রাজর্ষেঃ সোপাধ্যায়স্য চাচ্যুতঃ।
হরন্নিব মনোঽমুষ্য স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৭
অদৃষ্টায় নমস্কৃত্য নৃপঃ সন্দর্শিতাত্মনে। অব্যক্তায় চ দেবানাং দেবায় স্বপুরং যযৌ ॥ ৩৮
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে পৃথুস্তবো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

( উক্তরূপেন ) প্রতিনন্দ্য ( সানন্দং স্বীকৃত্য ) পূজিতঃ ( পৃথুনা অভ্যর্চিতঃ সন্ ) এবং ( পৃথুম্ ) অনুগৃহীত্বা (ক্বাচ্-প্রয়োগ আর্ষঃ, অনুগৃহ্যেত্যর্থঃ) গন্তুং ( স্বস্থানগমনায ) মতিং চক্রে ( অভিলষিতবান্ ) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ। ভগবান্ শ্রীহরি রাজর্ষি পৃথুর সেই সকল সার্থক স্তুতিবাক্যগুলিকে সাদরে স্বীকার করিয়া এবং পৃথু কর্ত্তৃক সম্যক পূজিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণপন্নগাঃ ( দেবাঃ, ঋষয়ঃ, পিতরঃ অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ, গন্ধর্ব্বাঃ, সিদ্ধাঃ, চারণাঃ বন্দিনঃ, পন্নগাঃ সর্পাঃ ) কিন্নরাপ্সরসঃ, মর্ত্ত্যাঃ ( মানবাঃ ), খগাঃ ( পক্ষিণঃ ), অনেকশঃ ভূতানি ( অপরে চ বহবঃ প্রাণিনঃ ), বৈকুণ্ঠানুগতাঃ ( ভগবদনুচরাশ্চ ), [ এতে ] সর্ব্বে রাজ্ঞা ( পৃথুনা) যজ্ঞেশ্বরধিয়া ( যজ্ঞেশ্বরস্য ভগবত এব এতে স্বরূপবিশেষা ইতি সর্ব্বেঽপ্যেতে বন্দনীয়া ইতি বুদ্ধ্যা ) বাক্‌চিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ ( বাক্যেন, মনসা, যুক্তপাণি দ্বয়েন চ প্রকটীকৃতা যা ভক্তিঃ তয়া ইত্যর্থঃ ) সভাজিতাঃ ( অভিনন্দিতাঃ সন্তঃ ) ততঃ ( তস্মাৎ স্থানাৎ ) যযুঃ ( স্ব-স্ব স্থানং গতবন্তঃ ) ॥ ৩৫,৩৬

মূলানুবাদ।—দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, সর্প, কিন্নর, অপ্সরা, মানব, পক্ষী, অন্যান্যপ্রাণী এবং ভগবানের অনুচরগণ, ইঁহাদের সকলকেই মহারাজ পৃথু ভগবানেরই স্বরূপবিশেষ মনে করিয়া বাচিক, মানসিক ও কৃতাঞ্জলি প্রকাশিত ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তথা হইতে স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৫।৩৬

শ্রীধরটীকা।—তন্মায়য়া খণ্ডিতস্য ত্বয়া পুনঃ খণ্ডনং ন কর্ত্তব্যং, কিন্তু হিতং চেষ্টিতব্যমিত্যাহ। তন্মায়য়া ঋতাদাত্মনস্ততঃ খণ্ডিতঃ পৃথক্‌কৃতঃ যদ্যতোঽন্যৎ পুত্রাদিকামাশাস্তে, অতঃ স্বয়মবিজ্ঞাপিত এব হিতং চেষ্টিতুমর্হসি ॥ ৩১—৩৫ ॥ বাক্‌চিত্তাঞ্জলিভির্ভক্তিতঃ পূজিতাঃ সন্তঃ। বৈকুণ্ঠানুগতাঃ পার্ষদাশ্চ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—প্রভুঃ ভগবান্ অচ্যুতোঽপি চ সোপাধ্যায়স্য ( অধ্যাপকবর্গসহিতস্য ) অমুষ্য রাজর্ষেঃ ( পৃথোঃ ) মনঃ হরন্নিব স্বধাম ( নিজভবনং ) প্রত্যগাৎ ( গতবান্ ) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীহরিও নিজধামে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় পৃথুর এবং তদীয় উপাধ্যায় বর্গের মন তিনি যেন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—অমুষ্য রাজ্ঞঃ। হরন্নিবেতি লোকোক্তিঃ। বস্তুতস্তস্য মনঃ সর্ব্বদৈব তদধীনমস্ত্যেব। স্বধাম রাজ্ঞো হৃদয়ম্ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—নৃপঃ ( পৃথুঃ ) সন্দর্শিতাত্মনে ( প্রত্যক্ষবিষয়ীকৃতস্বরূপায় ) দেবানাং দেবায় ( সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠায় )

অব্যক্তায় (পরমেশ্বরায) অদৃষ্টায় (দৃষ্টিপথমতিক্রান্তায সতে) নমস্কৃত্য স্বপুরং (নিজভবনং) যযৌ (গতবান্)॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—দেবাদিদেব বাসুদেব পৃথুকে দেখা দিয়াছিলেন, (অতঃপর স্বস্থানে যাত্রা করিলে) যখন তিনি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন পৃথু তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া নিজপুরে প্রস্থান করিলেন॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে বিংশোধ্যায়ঃ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—অদৃষ্টায লোচনপথমতিক্রান্তায। সন্দর্শিত আত্মা যেন তস্মৈ, বস্তুতোঽব্যক্তায়॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—যজ্ঞীয অশ্বহরণজনিত অপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনায ইন্দ্র পৃথুর চরণধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পৃথু, শ্রীভগবানের আদেশে ও উপদেশে ইন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষশূন্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, অপরাধীর নম্রতা ও নতিশীল অপরাধীর প্রতি মহতের ক্ষমাশীলতা কিরূপ হওয়া উচিত, ইন্দ্র ও পৃথুর কার্য্যকলাপে জগতে তাহার সমুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপিত হইল। ইদানীং শ্রীভগবান্ স্বস্থানে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে পৃথু নানাবিধ পূজোপহার লইয়া একান্ত ভক্তি-সহকারে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইলে ভগবানের আর যাওয়া হইল না, ভক্তের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া প্রফুল্লনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এদিকে ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে পৃথুর নেত্রযুগল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল, বাষ্পভরে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, কিছু বলিবার, এমন কি ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার শক্তিও তাঁহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই আত্মহারা হইয়াছেন। দেবতাদিগের চরণ স্বভাবতঃ ভূতল স্পর্শ করে না, কিন্তু তৎকালে ভগবানের আর সে স্বাভাবিক অবস্থা নাই, তিনি ভক্তপ্রবর পৃথুর সহিত একাত্মতালাভ করিয়াছেন, সুতরাং "পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিম্" অর্থাৎ ভূতলে চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পৃথু ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিয়া শ্রীভগবানের সেই করুণামাখা মূর্ত্তিখানির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—"হে প্রভো! তুমি আমাকে "বরং বৃণীদ" বলিয়া বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছ, কিন্তু আমি কোনও বর চাহি না, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৃথা মমতার বশে তুচ্ছ কাম্যফলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু সে তোমারই মায়া, হে করুণাসিন্ধো! আমাকে আর সে মায়ারজ্জুতে বন্ধন করিও না, ব্রহ্মাদিদেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার আজ্ঞাধীন, জগজ্জননী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই পুরুষোত্তম তুমি যখন কৃপাকটাক্ষ-পাতে অনুগৃহীত করিয়াছ, তখন আমি আর অন্য কিছুই চাহি না, তবে এইটুকু প্রার্থনা করি যে—প্রাণ ভরিয়া যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মের স্তুতি-গাথা শুনিবার জন্য আমার অসংখ্য শ্রবণেন্দ্রিয় হয়, অর্থাৎ আমাকে এমন শ্রুতিশক্তি প্রদান কর যে—যখন যেখানে সাধুজনের মুখে এই চরণকমলের গুণমাহাত্ম্য আলোচিত হইবে, তৎসমুদয়ই যেন আমি শুনিতে পাই; শুনিব, আর চিন্তা করিব, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী,—সদা সর্ব্বদা অনন্যমনে তোমার চরণ-চিন্তাই সার করিয়া বসিয়া আছেন, আর আমিও তোমার সেই চরণচিন্তার জন্য লালায়িত, ইহাতে তাঁহার সহিত আমার বিবাদ হইবে না ত? অর্থাৎ আমাকে প্রতিপক্ষ মনে করিয়া তিনি বিরূপা হইবেন না ত? হইলেও আমি কি করিব? আমার সাধনার ধন আমি কেন ছাড়িব?" এইরূপে সুবিস্তৃত স্তুতিবাক্যে পৃথুর অসাধারণ ভক্তি সূচিত হইয়াছে। শাস্ত্রে এইরূপ ভক্তিসম্পন্ন সাধককে "বীরভক্ত" বলা হয। কথিত আছে—"কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে। বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্ব্বসাত্বতাম্ ॥ ২৪
নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ২৫
নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পিশঙ্গামলবাসসে। সর্ব্বভূতনিবাসায় নমোঽযুঙ্ক্ষ্মহি সাক্ষিণে ॥ ২৬
রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম্। আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥ ২৭

সমস্ত জগৎ দ্বৈতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার। মায়াপ্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি ও সংহার-কার্য্যে তুমি মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—স্বনিষ্ঠয়া স্বরূপস্থিত্যা শুদ্ধায়, অতঃ শান্তায়। মনসি নিমিত্তে সতি অপার্থং ব্যর্থমেব বিলসৎ বিস্ফুরিতং দ্বয়ং যস্মিন্। গৃহীতা মায়াগুণৈর্বিগ্রহাঃ ব্রহ্মাদিমূর্ত্তয়ো যেন ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—বিশুদ্ধসত্ত্বায় ( স্বতো নির্ম্মলসত্ত্বরূপায় ) হরিমেধসে ( হরতি সংসারমিতি হরিঃ সংসারনিবর্ত্তিকা মেধাঃ বিজ্ঞানং যস্য তথাভূতায়, সংসারনিবর্ত্তকজ্ঞানগোচরায় ইত্যর্থঃ ) সর্ব্বসাত্বতাং ( নিখিলানাং ভগবদ্ভক্তানাং ) প্রভবে ( স্বামিনে ) বাসুদেবায় ( বসুদেবনন্দনরূপায় ) কৃষ্ণায় ( কৃষ্ণরূপধারিণে ) হরয়ে ( নারায়ণায় ) নমঃ [ তুভ্যমিতি শেষঃ ] ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বরূপে অবস্থিত, তোমাকে জানিতে পারিলে আর এই সংসারের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। তুমি সকল ভাগবতগণের প্রভু বসুদেবনন্দন কৃষ্ণরূপে বর্ত্তমান নারায়ণ, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—কমলনাভায় ( নাভিপ্ররূঢ়কমলায়, তুভ্যমিতি শেষঃ ) নমঃ। কমমালিনে ( কমলমালা-শোভিতকণ্ঠায়, তুভ্যমিতি শেষঃ ) নমঃ। কমলপাদায় ( কমলতুল্যচরণশালিনে, তুভ্যমিতি শেষঃ ) নমঃ। কমলেক্ষণ। ( হে কমলতুল্যনেত্র। ) তে ( তুভ্যং, কমলেক্ষণায় নম ইতি শেষঃ ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! তোমার নাভিদেশ হইতে কমল উত্থিত হইয়াছে, তোমাকে নমস্কার; তোমার কণ্ঠে কমলের মালা শোভা পাইতেছে, তোমাকে নমস্কার, তোমার চরণ কমলের তুল্য, তোমাকে নমস্কার, তোমার চক্ষু কমলের তুল্য, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—স্বতস্ত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপায়। সংসারং হরতি মেধা জ্ঞানং যস্য তস্মৈ ॥ ২৪।২৫

**অন্বয়ঃ।**—কমলকিঞ্জল্কপিশঙ্গামলবাসসে ( কমলস্য পদ্মস্য কিঞ্জল্কবৎ পিশঙ্গং পীতবর্ণম্ অমলং নির্ম্মলঞ্চ বাসঃ বসনং যস্য তথাভূতায়, তুভ্যমিতি শেষঃ ) নমঃ। সর্ব্বভূতনিবাসায় ( সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিবাসায় আশ্রয়ভূতায়, সকলপ্রাণিনামেকায়নস্বরূপায় ) সাক্ষিণে ( সাক্ষিরূপেণ সকলজগৎপ্রকাশায় ) [ তুভ্যমিতি শেষঃ ] নমঃ অযুঙ্ক্ষ্মহি ( কৃতবন্তো বয়মিতি শেষঃ ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! তোমার যে রূপে কমলকিঞ্জল্কের তুল্য নির্ম্মল বসন পরিহিত, সেই রূপকে নমস্কার; তুমি সকল প্রাণীর অধিষ্ঠান, সর্ব্বজগতের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—অযুঙ্ক্ষ্মহি কৃতবন্তো বয়ম্ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—[বরং বৃণীধ্বমিতি ভগবতা প্রোক্তমুত্তরয়িতুমাহ রূপমিত্যাদি] ভগবতা তু (অশেষৈশ্বর্য্যশালিনা ভবতা ) ক্লিষ্টানাম্ ( অবিদ্যাদিক্লেশনিগৃহীতানাং ) নঃ ( অস্মাকং সমীপে ) এতৎ (প্রত্যক্ষতো দৃশ্যমানম্) অশেষক্লেশ-সংক্ষয়ম্ ( অশেষাণাং সমগ্রাণাং ক্লেশানাং দুঃখানাম্ অবিদ্যাদোষাণাং দুঃখমূলভূতানাং বা সংক্ষয়ঃ বিনাশঃ যস্মাৎ তথাভূতং ) রূপং (স্বরূপম্) আবিষ্কৃতং ( প্রকাশিতম্ ) তু অন্যৎ (এতদপেক্ষয়া অপরং) কিং (কীদৃশম্) অনুকম্পিতম্ ( অনুকম্পা দয়েতি যাবৎ, অনুকম্পিতমিতি ভাবে ক্তঃ ) [ অস্ত ইতি শেষঃ ] ॥ ২৭

এতাবদ্ধি হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ।
যদনুস্মর্য্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাভদ্ররন্ধন ॥ ২৮

যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ ॥ ২৯

অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে। প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! ঐশ্বর্য্যশালী তুমি অবিদ্যাদি ক্লেশ উপদ্রুত আমাদিগের সম্মুখে যে অশেষ ক্লেশনিবর্ত্তক এই অপরূপ রূপ প্রকাশ করিয়াছ ইহা অপেক্ষা আর অধিক দয়াপ্রকাশ কিরূপে হইতে পারে? (অতএব আমরা অন্য কোনও বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি না)। ২৭

শ্রীধরটীকা।—যত্ত্বং বরং বৃণীধ্বমিতি, তত্রাপি বিবাদঃ—রূপমিতি। সমস্তানাং ক্লেশানাং শমনং যস্মাৎ। নঃ আবিষ্কৃতং প্রকটিতম্, অতোঽন্যৎ কিমনুকম্পিতম্ অনুকম্পা? ইদমেবাস্মাকং পরমানুকম্পেত্যর্থঃ। ২৭

অন্বয়ঃ।—অভদ্ররন্ধন! (হে অমঙ্গলনাশন!) দীনেষু (দৈন্যযুক্তেষু, দাসেষু) বৎসলৈঃ (বাৎসল্যযুক্তৈঃ) বিভুভিঃ (প্রভুভিঃ) এতাবদ্ধি হি (এতাবদেব, ন তু অধিকমিতি ভাবঃ, এতাবদ্ধমিত্যত্র তপ্রত্যয়ার্থো ন বিবক্ষিতঃ) ভাব্যং (কর্ত্তব্যম্) যৎ কালে (স্বীয়সেবাদিসময়ে) স্ববুদ্ধ্যা (এতে মদীয়া ইতি জ্ঞানেন) অনুস্মর্য্যতে [তথা হি যদি ত্বং স্বীয়সেবাদিসময়ে অস্মানাত্মীয়ান্ মন্যেথাস্তদেব নো বহুতরং ততো নান্যৎ কিমপি কাম্যমস্মাকমিতি ভাবঃ]। ২৮

মূলানুবাদ।—হে অমঙ্গলনাশন ভগবন্! দীন দাসের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত প্রভুগণের এইটুকুই কর্ত্তব্য যে, তাহারা যখন প্রভুর সেবাদি কার্য্য করে, তখন তাহাদিগকে নিজের বলিয়া মনে করা। (ভক্তভৃত্য এতদপেক্ষা অধিক কামনা করে না)॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—কিন্তু ইত্যত আহুঃ। হে অভদ্ররন্ধন। অমঙ্গলনাশন তপ্রত্যয়োঽত্র ন বিবক্ষিতঃ, এতাবদেব দীনেষু বৎসলৈঃ প্রভুভির্ভাব্যং কার্য্যম্। কিং তৎ? তদাহ যদিতি। অস্মদীয়া এতে ইতি বুদ্ধ্যা উচিতে কালে অনুস্মর্য্যত ইতি যৎ। তথা তু রূপমপি দর্শিতমিতি ভাবঃ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[তে ভক্তাঃ ভৃত্যাঃ কুতো নৈতদধিকং কাময়ন্ত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যেনেত্যাদি] যেন (হেতুনা অনুস্মরণমাত্রকেণেত্যর্থঃ) ভূতানাং (ভক্তানাং প্রাণিনাম্) উপশান্তিঃ (সুখং, ভবতীতি শেষঃ) [কাম্যস্থ সুখস্য তন্মাত্রকেণৈব লাভাৎ তৃপ্তত্বা নাপরং তে কাময়ন্ত ইতি ভাবঃ] ক্ষুল্লকানাং (ক্ষুদ্রাণাম্) অপি ঈহতাম্ (ইচ্ছতাং, সকামানামিত্যর্থঃ. ঈহতেঃ শতৃ প্রত্যয় আর্ষঃ) অন্তর্হৃদয়ে (অন্তঃকরণাভ্যন্তরে) অন্তর্হিতঃ (অন্তর্যামিরূপেণ রহস্যবস্থিতঃ ভবান্) কস্মাৎ (হেতোঃ) নঃ (অস্মাকম্) আশিষঃ (কামান্) ন বেদ (ন জানাতি) [তথা হি অন্তর্যামী সকলান্তঃকরণবৃত্তিমভবতত্তব অস্মদন্তঃকরণবৃত্তেষপি প্রকাশেন কিমস্মাকং বরণীয়মিতি কথংবা পৃষ্টমিতিভাবঃ]॥ ২৯

মূলানুবাদ।—(যেহেতু) উক্ত অনুস্মরণ বশতঃই ভক্তপ্রাণিগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও যাহা কামনা করিতেছি, তাহা তুমি কেন জানিতেছ না? কারণ তুমি সকলের অন্তর্যামিরূপে সকলেরই ত হৃদয়ের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আসন পরিগ্রহণ করিয়া রহিয়াছ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—যেনানুস্মরণেন স্মৃতানাং তেষাম্ উপশান্তিঃ সুখং ভবতি। কিঞ্চ ক্ষুল্লকানামপি ভূতানামন্তর্হৃদয়ে অন্তর্হিতঃ অন্তর্যামিত্বেন স্থিতো ভবান্ ঈহতামিচ্ছতাং ত্বদুপাসকানাং নোঽস্মাকম্ আশিষঃ কস্মাদ্ধেতোর্ন বেদ? জানাত্যেবেত্যর্থঃ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—জগতঃ পতে (হে ঈশ্বর!) অপবর্গগুরুঃ (অপবর্গস্য মোক্ষস্য গুরুঃ উপদেষ্টা মোক্ষমার্গপ্র-

বরং বৃণীমহেঽথাপি নাথ ত্বৎ পরতঃ পরাৎ।
ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে॥ ৩১
পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে।
ত্বদঙ্‌ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি॥ ৩২

র্শক ইত্যর্থঃ) গতিঃ (আশ্রয়ভূতঃ, স্বতঃ পুরুষার্থভূতো বা) ভগবান্ (ঈশ্বরো ভবান্) যেষাম্ (অস্মাকং) প্রসন্নঃ (অনুগ্রহবান্ জাতঃ) [তেষাম্] অস্মাকং অসৌ এব (তব প্রসাদ এব) বরঃ (কাম্যো বিষয়ঃ, ন তু অন্যদ্বোঽপি কশ্চিৎ ইতি ভাবঃ) ঈপ্সিতঃ (অভিলষিতঃ) [অস্তীতি শেষঃ] [তথা হি বয়ং ভবানেন দর্শনদানানুগ্রহেণৈব কৃতকৃত্যা জাতাস্তৎ কিমপরেণ বস্তুনা কৃতার্থানামস্মাকমিতি ভাবঃ]॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—হে জগদীশ্বর! তুমি মোক্ষমার্গের প্রদর্শক একমাত্র গতি, তুমি যে আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন দিয়াছ, ইহাতেই আমাদের অভীপ্সিত বর প্রদান করা হইয়াছে। (ইহা অপেক্ষা আমাদের আর কোনও বর প্রার্থনীয় নাই)॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—তথাপি বক্তব্যং চেৎ, তর্হি যেষামস্মাকং ভগবান্ প্রসন্নঃ, অসাবেব বরঃ। ভবৎপ্রসাদ এবাস্মাকমীপ্সিতো বর ইত্যর্থঃ। অপবর্গগুরুঃ মোক্ষমার্গপ্রদর্শকঃ। গতিঃ স্বতশ্চ পুরুষার্থভূতঃ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ।**—অথাপি (যদ্যপি কাম্যং নাবশিষ্যতে তথাপীত্যর্থঃ) হে নাথ। পরতঃ পরাং (পরাৎপরস্বরূপাৎ) ত্বৎ (ভবত্তঃ) বরং (কমপি কাম্যং বিষয়ং) বৃণীমহে (প্রার্থয়ামহে) যৎ (যস্মাৎ) বিভূতীনাং (তব ঐশ্বর্য্যাণাং) ন হি অন্তঃ (সীমা, বর্ত্তত ইতি শেষঃ) [তস্মাৎ] সঃ (তাদৃশস্ত্বম্) অনন্ত ইতি গীয়সে (কীর্ত্ত্যসে) [তব বিভূতীনামানন্ত্যেন যঃ কোঽপি বরস্ত্বয়া অবশ্যমেব দেয় ইতি প্রার্থ্যসে ইতি ভাবঃ]॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—হে নাথ! তথাপি পরাৎপররূপী তোমার নিকটে কোনও বর কামনা করিতেছি, যেহেতু তোমার ঐশ্বর্য্যের অন্ত বা সীমা নাই, এইজন্য তোমাকে মুনি-ঋষিগণ 'অনন্ত' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—যদ্যপ্যেবং তথাপি হে নাথ! ত্বৎ ত্বত্তঃ বরমেকং বৃণীমহে। কথম্ভূতাৎ? পরতঃ কারণাদপি পরাৎ। অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ। অতো যদ্যপি ত্বং দাতুং সমর্থঃ, ন চ দেয়ানাং ত্বদ্বিভূতীনামন্তোঽস্তি, যতোঽনন্তবিভূতিত্বাৎ অনন্ত ইতি গীয়সে॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**—[ভগবদ্ভক্তস্য ভগবতো লাভেন কৃতার্থতয়া বিষয়ান্তরকামনারাহিত্যে দৃষ্টান্তমুপন্যস্যতি—পারিজাত ইত্যাদিনা] সারঙ্গঃ (ভ্রমরঃ) পারিজাতে (পারিজাতপুষ্পে পারিজাতবৃক্ষে বা) অঞ্জসা (অনায়াসেন) লব্ধে (প্রাপ্তে সতি) অন্যৎ (পারিজাতাদপরং বৃক্ষপুষ্পাদিকং, মধুলোভেনেতি শেষঃ) ন সেবতে (ন আশ্রয়তি) [অতঃ] ত্বদঙ্‌ঘ্রিমূলং (তবচরণমূলং) সাক্ষাৎ আসাদ্য (প্রত্যক্ষতো লব্ধা) কিং কিং (তদিতরবস্তু) বৃণীমহি (প্রার্থয়েমহি) [তথা হি যথা সর্ব্বপুষ্পেষু শ্রেষ্ঠভূতং পারিজাতকুসুমং লব্ধা তত্রত্য মধুপানেন পরিতৃপ্তানাং ভ্রমরাণাং নান্যপুষ্পাদিবিষয়ে অভিলাষঃ, তথা সর্ব্ববিধানন্দহেতুং পরমোৎকৃষ্টং ত্বচ্চরণং প্রত্যক্ষতো লব্ধা কৃতার্থানামস্মাকং নান্যবস্তুবিষয়ে অভিলাষ ইতি ভাবঃ]॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—ভ্রমর যদি অনায়াসে পারিজাত পুষ্প লাভ করে, তবে তাহার মধুদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া অপর নিকৃষ্ট পুষ্পাদির কামনা করে না, অতএব প্রত্যক্ষরূপে তোমার চরণমূল লাভ করিয়া আবার অন্য কি বস্তু কামনা করিব? (অর্থাৎ তোমার চরণ দর্শন করিয়া আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, অপর বিষয়ানন্দ তাহার শতাংশের একাংশও নহে, অতএব আমাদের আর কোনও কামনা করিবার বিষয় নাই)॥ ৩২

যাবৎ তে মায়যা স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে॥ ৩৩

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ৩৪

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন॥ ৩৫

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ ন্যাসিনাং গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃপুনঃ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—তথাপি যথা সারঙ্গো ভ্রমরঃ পরিজাতে সুখেন লব্ধে সতি সুলভমপ্যন্যৎ বৃক্ষান্তরং ন সেবতে, তথা বয়মপি সাক্ষাৎ ত্বদঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্য কিং কিং বৃণীমহি? ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। যদ্বা কিমপ্যন্যৎ তুচ্ছং কিমর্থং বৃণীমহি? যদ্বা যদি বৃণীমহি তর্হি কিং কিং বৃণীমহি? অনন্তত্বেন মনোরথানামনবস্থানাদিত্যর্থঃ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—[ বরং বৃণীমহেঽথাপীত্যনেন সূচিতং কাম্যান্তরং কথয়তি যাবত্তে ইত্যাদিনা ] যাবৎ ( যৎকাল-পর্য্যন্তম্ ) ইহ ( অস্মিন্ সংসারে ) তে ( তব ) মায়য়া ( শক্তিভূতয়া অবিদ্যয়া ) স্পৃষ্টাঃ ( ব্যাপ্তাঃ সন্তঃ ) কর্ম্মভিঃ ( সুকৃত-দুষ্কৃতৈঃ হেতুভিঃ) ভ্রমাম ( যাতায়াতে করিষ্যামঃ ) তাবৎ ( তৎকালপর্য্যন্তং ) ভবে ভবে (প্রতিজন্মনি) নঃ ( অস্মাকং ) ভবৎপ্রসঙ্গানাং ( ভবতি পরমেশ্বরে প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ আসক্তিঃ যেষাং তথাভূতানাং, ভবদেকনিষ্ঠানাং ভক্তানাম্ অথবা ভবৎপ্রসঙ্গানাং ভবতো নামকীর্ত্তনাদিরূপপ্রসঙ্গানামিত্যর্থঃ ) সঙ্গঃ ( সম্পর্কঃ ) স্যাৎ [ প্রতিজন্মনি যথা বয়ং ভগবদ্ভক্তানাং সঙ্গং লভেমহি ভবন্নামকীর্ত্তনাদিব্যাপৃতা বা নৈরন্তর্য্যেণ ভবেম তথা প্রসাদঃ ক্রিয়তা-মিতি ভাবঃ ]॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্। যতকাল পর্য্যন্ত এই সংসারে তোমারই মায়ায় ব্যাপ্ত হইয়া সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মানুসারে যাতায়াত করিতে থাকিব, ততকাল পর্য্যন্ত প্রতি জন্মে যাহাতে আমাদিগের ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, অথবা তোমার নাম-কীর্ত্তনাদি কার্য্য করিতে পারি, এইরূপ বর দান কর॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা।**—অত এতাবদেব প্রার্থয়ামহে ইত্যাহুঃ যাবদিতি। স্পৃষ্টা ব্যাপ্তাঃ। ভবতি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যেষাং তেষাং সঙ্গোঽস্মাকং স্যাৎ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—[ ভগবদ্ভক্তানাং সঙ্গলাভঃ সর্ব্বেষাং কাম্যানাং পরস্তাদিত্যাহ তুলয়াম ইত্যাদিনা ] ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবতি পরমেশ্বরে ভবতি সঙ্গিনঃ আসক্তিমন্তঃ, ভবদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ, তেষাং সঙ্গস্য সমাগমস্য) লবেনাপি ( লেশমাত্রকেণাপি ) স্বর্গং ( নিরবচ্ছিন্নসুখরূপতয়া প্রখ্যাতস্য স্বর্গস্য ভোগং ) ন তুলয়াম ( সমানং মন্যামহে ) অপুনর্ভবং ( মোক্ষঞ্চ ) ন [ তুলয়ামেতি শেষঃ ] মর্ত্ত্যানাং ( মর্ত্ত্যলোকবাসিনাম্ ) আশিষঃ (কাম্যবিষয়ান্) কিমুত, [ তথা দুঃখলেশেনাপি অস্পৃষ্টয়োঃ স্বর্গাপবর্গয়োরপি তদংশমাত্রতুল্যত্বাভাবাৎ দুঃখবহুলবৈষয়িকসুখস্য তত্তুল্যত্বং নাস্তীতি অনায়াসসিদ্ধমেবেতি এতৎপরিহারেণ তৎকামনা ন যুক্তৈবেতি ভাবঃ ]॥ ৩৪

**মূলানুবাদ।**—তোমার প্রতি আসক্ত ভক্তগণের লেশমাত্র সঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মুক্তিকেও তুল্য মনে করি না, অতএব মর্ত্ত্যবাসী ব্যক্তিগণের কাম্য সুখ-সম্পদের আর কথা কি?॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—ননু রাজ্যভোগান্ স্বর্গাপবর্গৌ চ বিহায় কিমিদং প্রার্থ্যতে? তত্রাহুঃ তুলয়ামেতি। ভগ-বৎসঙ্গিনাং সঙ্গস্য লবেনাপি॥ ৩৪

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ॥ ৩৭

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্‌ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্‌তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—[ ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য স্বর্গাপবর্গাভ্যামপি উপাদেয়তবত্ত্বমাহ যত্রেড্যন্ত ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ ] যত্র (যেষু ভক্তেষু) মৃষ্টাঃ (বিশুদ্ধাঃ) কথাঃ (ভগবদ্বার্ত্তাঃ) ঈড্যন্তে (স্তূয়ন্তে) যতঃ (যাভ্যঃ কথাভ্যঃ) তৃষায়াঃ (সর্ব্ববিধবাসনায়াঃ) প্রশমঃ (উপশান্তিঃ, ভবতীতি শেষঃ) যত্র (যস্মিন্ তৃষ্ণাভাবে সতি, যেষু ভক্তেষু ইতি বা) ভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) নির্বৈরং (বৈরাভাবঃ) যত্র কশ্চন উদ্বেগঃ (ভয়ং) ন [ অস্তীতি শেষঃ ] যত্র (যেষু) ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিনাং) গতিঃ (আশ্রয়ভূতঃ) ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ) মুক্তসঙ্গৈঃ (সংসার-বাসনারহিতৈঃ) সৎকথাসু পুনঃ পুনঃ প্রস্তূয়তে (কীর্ত্ত্যতে) তীর্থানাং (তীর্থস্থানানামপি) পাবনেচ্ছয়া (পবিত্রতা সম্পাদনকাম্যয়া) পদ্ভ্যাং বিচরতাং (তত্র তত্র তীর্থেষু বিহরতাং) তেষাং তাবকানাং (ত্বৎসম্বন্ধিনাং ভক্তানাং) সমাগমঃ (সঙ্গঃ) ভীতস্য (সংসারাদ্ ভীতস্য, ভীতায় ইত্যত্র ভীতস্যেত্যার্ষম্) কিং (কথং) ন রোচেত (রুচিকরঃ ন স্যাৎ) [ তথা হি স্বর্গে অপবর্গে বা তথা তথা সমুৎকর্ষাভাবাৎ তাদৃশোৎকর্ষবান্ তব ভক্তানাং সমাগমঃ ততোঽপি উৎকৃষ্ট ইতি স এব কাম্যতে ইতি ভাবঃ ]॥ ৩৫—৩৭

মূলানুবাদ।—যে-ভক্তগণের নিকট তোমার ঈদৃশ বিশুদ্ধ কথা উদ্‌ঘোষিত হয়, যাহা হইতে তৃষ্ণার প্রশমন হয়, যে-ভক্তগণ কোনও প্রাণীর প্রতি বৈরভাব পোষণ করেন না, যাঁহাদের অঙ্গের নিকট হইতেও কোনও ভয় নাই, যাঁহাদিগের নিকট সন্ন্যাসিজনের একমাত্র গতি ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ সৎকথাপ্রসঙ্গে নিকামভাবে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হ'ন, তীর্থসমূহের পবিত্রতাসম্পাদনেচ্ছায় যাঁহারা চরণ দ্বারা তীর্থে তীর্থে বিচরণ করেন, তোমার তাদৃশ ভক্তগণের সহিত সমাগম সংসারভীত মাদৃশ জীবের পক্ষে প্রীতিকর হইবে না কেন? (অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গে ঐ সকল উৎকৃষ্ট বস্তু নাই, তোমার ভক্তের সমাগমে আছে, অতএব স্বর্গ ও অপবর্গ অপেক্ষা উহাই আমাদের প্রিয়)॥ ৩৫—৩৭

শ্রীধরটীকা।—সৎসঙ্গস্য শ্রৈষ্ঠ্যং প্রপঞ্চয়তি যত্রেতি ত্রিভিঃ। যত্র যেষু। যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ। নির্ব্বৈরং বৈরাভাবঃ। উদ্বেগো ভয়ম্॥ ৩৫।৩৬॥ পদ্ভ্যাং পাবনেচ্ছয়া। সংসারাদ্ভীতস্য॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—[ অথ ভগবদ্‌ভক্তোত্তমস্য শিবস্য সাক্ষাৎকারেণ জ্ঞাতেনৈব ইদানীং স্বেষাং ভগবন্নামমুপনস্য ভক্তসঙ্গস্য সার্থক্যং প্রতিপাদয়তি বয়ন্ত্বিত্যাদিনা ] প্রিয়স্য (তব নিতরাং প্রীতিভাজনস্য) সখ্যুঃ ভবস্য (শিবস্য) ক্ষণসঙ্গমেন (ক্ষণকালমপি সমাগমেন, তপস্যায়া উপক্রম ইতি শেষঃ) ভগবান্ (পরমেশ্বরো ভবান্) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষঃ, অস্মাকমিতি শেষঃ) [ অতঃ ভগবদ্‌ভক্তসমাগমস্য ফলং বয়ং প্রত্যক্ষত এবানুভবাম ইতি ভাবঃ ] বয়ন্তু সুদুশ্চিকিৎস্যস্য (অতিশয়েন দুঃখেন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যস্য, অসাধ্যস্যেত্যর্থঃ) ভবস্য (জন্মনঃ) মৃত্যোঃ (মরণস্য চ) ভিষক্তমং (বৈদ্যপ্রধানং) গতিং (প্রতীকারোপায়ভূতং) ত্বা (ভবন্তম্ ভগবন্তম্) অদ্য গতিং (শরণং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) স্ম। [ তথা হি ত্বামাশ্রিত্যৈবাদ্য বয়ং জন্মমৃত্যুপরিহারং কর্ত্তুমিচ্ছামঃ নান্যথেতি ভাবঃ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্। তোমার প্রিয়ভক্ত মহাদেবের ক্ষণকালমাত্র সমাগমহেতুই তুমি আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ, (অতএব তোমার ভক্তের সহিত সমাগমের ফল আমরা প্রত্যক্ষই পাইয়াছি।) সম্প্রতি আমরা অসাধ্য জন্ম ও মৃত্যুরূপ ব্যাধির একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ বৈদ্যপ্রধান তোমাকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছি॥ ৩৮

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥ ৩৯
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥ ৪০
মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ যেঽন্যে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা।**—সৎসঙ্গফলমস্মাভিরেবানুভূতমিত্যাহুঃ বয়মিতি। তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।**—[ অস্মাভির্যদল্পং কৃতং পুণ্যং কর্ম্ম তত্তবৈব পরিতোষণার্থং ভবতু ইতি প্রস্তৌতি—যন্ন ইত্যাদিনা ] হে ঈশ। নঃ ( অস্মাকং ) যৎ স্বধীতং ( সুষ্ঠু বেদাদ্যধ্যয়নং ) সদা (সর্ব্বদা) অনুবৃত্ত্যা (ছন্দানুবর্ত্তনেন) গুরবঃ বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ( জ্ঞানাধিকাশ্চ ) প্রসাদিতাঃ ( সন্তোষিতাঃ ) আর্য্যাঃ ( ভক্ত্যধিকাঃ জনাঃ ) সুহৃদঃ ( বান্ধবাঃ ) ভ্রাতরশ্চ ( সোদরাদয়শ্চ ) নতাঃ ( নমস্কৃতাঃ, নমস্কারেণ প্রসাদিতা ইত্যর্থঃ) [তথা] সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) অনসূয়য়া এব ( অসূয়ারাহিত্যেনৈব ) [ প্রসাদিতানীতি শেষঃ] [তথা] অদভ্রং ( প্রভূতং ) কালং [ব্যাপ্য] নিরন্ধসাম্ ( অন্নোপযোগরহিতানাং, নিরশনানামিতি ভাবঃ ) নঃ ( অস্মাকম্ ) অপ্সু ( সমুদ্রে ) যৎ এতৎ তপঃ সুতপ্তং ( যথাবিহিতমাচরিতং ) তদেতৎ সর্ব্বং ( পূর্ব্বোক্তং সকলং ) ভূম্নঃ পুরুষস্য ( ব্রহ্মস্বরূপস্য ) তে পরিতোষণায় [ ভবতু ইতি বরং বৃণীমহে ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩৯। ৪০

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! আমরা যে উত্তমরূপে বেদাদির অধ্যয়ন করিয়াছি, গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধগণের নিরন্তর ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া যে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়াছি, অধিকভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতৃগণের নিকট নত হইয়া যে তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি, সকল প্রাণিগণের প্রতি অসূয়া বর্জ্জন করিয়া যে তাহাদিগের সন্তোষ জন্মাইয়াছি এবং এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ অনশনে থাকিয়া যে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি, এই সকলই ভূমা পরমপুরুষ তোমার পরিতুষ্টিসম্পাদনের জন্য হউক, ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ৩৯। ৪০

**শ্রীধরটীকা।**—বরান্তরং বৃণুতে যন্ন ইতি দ্বাভ্যাম্। নতাঃ নমস্কৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ নিরন্ধসাং নিরন্নানাম্। অদভ্রং বহুকালম্। তে পরিতোষণায় ভবত্বিতি বৃণীমহে ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ।**—[ অজ্ঞানামপ্যস্মাকং ত্বৎস্তুতির্নায়ুক্তেত্যাহ—মনুরিত্যাদিনা ] মনুঃ স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) ভগবান্ ভবশ্চ ( শঙ্করশ্চ ) [ তথা ] তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ( তপসা জ্ঞানেন চ বিশুদ্ধং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণসত্ত্বং যেষাং তে ) যে অন্যে ( তদ্ভিন্নাঃ মহাজনাঃ ) তে যন্মহিম্নঃ ( যস্য তব মাহাত্ম্যস্য ) অদৃষ্টপারাঃ ( অনধিগতসীমানোঽপি ) স্তুবন্তি ( স্তুতিং কুর্ব্বন্তি, যথাজ্ঞানমিতি শেষঃ ) অথো ( অত এব ) ত্বা ( ভবন্তম্ ) আত্মসমং ( স্বীয়শক্ত্যনুরূপং ) গৃণীমঃ ( স্তুমঃ, বয়মিতি শেষঃ ) ॥ ৪১

**মূলানুবাদ।**—মনু, ব্রহ্মা, ভগবান্ শঙ্কর এবং তপস্যা ও জ্ঞান দ্বারা নির্ম্মলান্তঃকরণ অপর যোগী-ঋষিগণ যে তোমার মহিমার সীমা না পাইয়াও তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, অতএব আমরাও নিজ শক্তির অনুরূপ ভাবে তোমার স্তুতি করিতেছি ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা।**—অজ্ঞানামপ্যস্মাকং ত্বৎস্তুতির্নায়ুক্তেত্যাহুঃ মনুরিতি। যস্য তব মহিম্নো ন দৃষ্টং পারং যৈস্তেঽপি ত্বাম্ আত্মসমং স্বমত্যনুরূপং যথা স্তুবন্তি, অথো অতঃ বয়মপি গৃণীমঃ ॥ ৪১

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ। বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ**।—[অথ স্তুত্যা উপসংহরতি নম ইত্যাদিনা] সমায় (সর্ব্বত্র তুল্যরূপায়) শুদ্ধায় (অসঙ্গায়) পরায় পুরুষায় চ (পরমপুরুষস্বরূপায় ইত্যর্থঃ) নমঃ। বাসুদেবায় (বসুদেবসুতায়) ভগবতে সত্ত্বায় (শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তয়ে) তুভ্যং নমঃ॥ ৪২

**মূলানুবাদ**।—সর্ব্বত্র তুল্যভাবাপন্ন অসঙ্গ পরমপুরুষ তোমাকে নমস্কার, বসুদেবনন্দনরূপী ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপী তোমাকে নমস্কার। (হে ভগবন্! ইহা অপেক্ষা আর আমরা তোমার স্বরূপ জানি না, অতএব ইহাতেই তুমি তুষ্ট হও)॥ ৪২

**শ্রীধরটীকা**।—সত্ত্বমূর্ত্তয়ে বাসুদেবায়॥ ৪২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—ভগবান্ শ্রীনারায়ণ প্রচেতাগণকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ বরের কথা জানাইলেন, কিন্তু প্রচেতাগণ পার্থিব বিষয়ে বরের কথা একবারও ভাবিলেন না, তাঁহারা যে ভগবান্ নারায়ণের অনিন্দ্য-সুন্দর সুদুর্লভ অষ্টভুজ মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহাদের হৃদয় হইতে তামসিক ও রাজসিক সর্ব্বপ্রকার অপকৃষ্ট ভাবগুলি তিরোহিত হইল, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ লাভের একমাত্র প্রধান উপায় শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া তাঁহাদের আর অন্য কোনও সুখের কামনা অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। তাই ভক্তিগদ্‌গদভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! জগতে যত প্রকার ক্লেশ আছে, যাহাকে দার্শনিকগণ অবিদ্যা, অস্মিতাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, তুমি সে সকলের একমাত্র বিনাশক, তোমার করুণায় জীব অনায়াসে সেই সংসারের মূলীভূত পঞ্চবিধ উৎকট ক্লেশ পরিহার করিয়া অন্তঃকরণের নির্ম্মল ভাব লাভ করিয়া থাকে। তোমার অসীম গুণ বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং সাধারণ জীব তোমার নাম ও গুণের মহিমা কি বুঝিবে? তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, বহিরিন্দ্রিয়ের আর কথা কি? কাহারও স্তুতি করিতে হইলে যাঁহার স্তব করিতে হইবে, তাঁহার নাম ও গুণ জানা আবশ্যক বটে, কিন্তু মূঢ় জীব আমরা তোমার নাম ও গুণ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ নহি, এইজন্য স্তব করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। হে ভগবন্! তুমি স্তবের অতীত, অবাঙ্‌মনসগোচর, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত পরব্রহ্ম বস্তু, তোমার স্তব করিতে ইচ্ছা হইলেও আমরা কিরূপে সেই ইচ্ছা সার্থক করিতে পারি? হে শান্ত! হে শুদ্ধ! এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মময় হইলেও ভ্রান্ত জীব মায়ার প্রভাবে ঘটপটাদি নানা বস্তুরূপে ভ্রম করিয়া থাকে। এই দ্বৈতভাব জগতে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কারণ তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিস্বরূপ মায়া ইন্দ্রজালের ন্যায় ব্যর্থই নানাবস্তু জীবের দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকে। তোমার প্রতি নির্ম্মল ভক্তির উৎপত্তি হইলে জীব তোমাকে যখন সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে, তখনই তাহার সেই মায়ার উচ্ছেদ হয়—তখন আর জীবের বন্ধন থাকে না—তখনই তুমি সংসারের কর্ষণ করিয়া নিজ 'কৃষ্ণ' নামের সার্থক্য প্রতিপাদন করিয়া থাক। হে বিশুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! তোমার স্বরূপ অন্তরে প্রতিভাত করিতে পারিলেই জীবের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সত্ত্বালোক জাগরিত হয়, অতএব তোমার অসীম শক্তি মনীষিগণকে তোমার চরণপ্রান্তে স্বতঃই অবনত করিয়া দেয়। হে কমলনাভ! তোমার নাভি হইতে যে অলৌকিক পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেই ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদোপদেশে জগৎকে পুণ্যপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তুমি আদিস্রষ্টা ব্রহ্মারও আদি, তোমার আদি কে নির্দ্ধারণ করিবে? হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান-ভূমি, অন্যথা জীব নিজশক্তিবলে জগতে কখনই অবস্থান করিতে পারিত না—যদি তুমি তাহার অধিষ্ঠানরূপে তাহাকে আশ্রয় না দিতে। সৃষ্টির আদিতে এই জগৎ সূক্ষ্মভাবে তোমাতে বর্ত্তমান থাকিয়া সংকল্পমাত্র মায়ার প্রভাবে প্রকটিত

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতোভিরভিষ্টুতো হরিঃ প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ।
অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুষাং যযৌ স্বধামানপবর্গবীর্য্যঃ॥ ৪৩

হয়, আবার কল্লান্তে তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। হে বিশ্বস্তর! তোমার বিশ্বধারিণী শক্তিই জগতকে সর্ব্বদা আত্মাতে বর্ত্তমান রাখিয়াছে। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাতেই মায়াপ্রভাবে সকল প্রাণী অধ্যস্ত, কাজেই এরূপেও তুমি সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠান। তুমি সাক্ষী বা অধ্যক্ষ, অর্থাৎ তোমার চৈতন্যস্বরূপ-সংসর্গেই প্রাণীদিগের ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তির উন্মেষ হয়। হে সাক্ষিরূপিন্! অন্তঃকরণ দ্বারা জীব সুখ-দুঃখাদি যত কিছু ভোগ করে, তাহা তুমিই সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতিভাসিত করিয়া থাক। তোমার বস্তুতঃ সুখ নাই, দুঃখ নাই, তুমি উদাসীন, জ্ঞানস্বরূপ, নির্গুণ ও আত্মস্বরূপ। হে ভগবন্! তুমি আজ কৃপাবশে আমাদের নিকট যে মধুর মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছ—যোগিজনদুর্লভ অষ্টভুজ মূর্ত্তি আমাদের নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছ—ইহা অপেক্ষা যে অধিক করুণা প্রকাশ হইতে পারে, আমাদের সে ধারণা নাই। ঐ রূপ দেখিয়াই আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, তবে এই মাত্র তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে—তুমি আমাদিগকে চিরকাল নিজের বলিয়া মনে করিও, হে প্রভু! দীন ভক্তগণের আর অন্য কোনও কামনা নাই। তুমি সকল জীবের অন্তর্যামী, অতএব আমরা যে তোমার করুণা ব্যতীত অন্য কিছু চাহিব না, তাহা ত তুমি স্বয়ংই জানিতেছ, তবে আর বিশেষ করিয়া উহা আমাদের বলিয়া দিতে হইবে কেন? আমরা চিরকাল তোমার পরমভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া যাহাতে তোমাকেই নিরন্তর লাভ করিতে পারি, তুমি তাহাই কর, আমরা তাহা ছাড়া স্বর্গ বা মুক্তি কিছুই প্রার্থনা করি না, সে সকলই আমাদের নিকট অতিতুচ্ছ মনে হইতেছে। তোমার ভক্ত ভগবান্ রুদ্রের সহিত যে আমরা ক্ষণকাল মিলিত হইয়া তদীয় উপদেশানুসারে তোমার ধ্যান করিয়া অনায়াসে তোমাকে লাভ করিয়াছি, ইহাতেই আমরা তোমার ভক্তের সহিত সমাগমের ফল সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি। হে ভগবন্! তোমাকে লাভ করিলে আর জীবের ভববন্ধন থাকে না, অতএব তোমাকে লাভ করিয়া আমরা আজ তোমারই শরণাগত। এ যাবৎ কাল আমরা যে সকল পুণ্য কার্য্য করিয়াছি, তাহা তোমারই সন্তোষসম্পাদনের জন্য হউক, সে কার্য্যগুলি আমাদের সার্থক হইয়াছে, সকল পুণ্য কার্য্য তোমার দর্শন-ফল দান করিয়া নিঃশেষরূপে সাফল্যের আলোকমণ্ডিত হইয়াছে। তোমার অপার মহিমা। এমন কাহার শক্তি যে, তাহা কীর্ত্তন করে? মনু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর পর্য্যন্তও তোমার মহিমা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা যেমন নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পরাঙ্মুখ হ'ন নাই, আমরাও সেইরূপ নিজ জ্ঞানানুসারে তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি; অতএব আমাদের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর। হে ভগবন্! তোমাকে আর কি বলিব, বলিবার মত ভাষা নাই, তুমি ত সকলের পক্ষে তুল্যরূপ, অতএব ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদিকে যেমন তুমি ধৃষ্ট বলিয়া উপেক্ষা কর নাই, আমাদিগকেও তদ্রূপ উপেক্ষা করিও না, নিজজন বলিয়া পাদমূলে স্থান দাও। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ পরমপুরুষ ভগবন্! আমরা তোমারই ভক্ত, তোমার চরণপ্রান্তই আমাদের আশ্রয়। হে সর্ব্বার্থকল্পদ্রুম! তোমাকে নমস্কার। এই বলিয়া প্রচেতাগণ বিরত হইলেন॥ ২১—৪২

অন্বয়ঃ।—[ অথ হরেঃ প্রচেতোভিরভিষ্টুতস্য প্রীতস্য স্বধামগমনমাহ ইতীত্যাদিনা ] ইতি ( উক্তরূপেণ ) প্রচেতোভিঃ অভিষ্টুতঃ ( স্তুত্যা আরাধিতঃ ) শরণ্যবৎসলঃ ( শরণ্যেষু শরণাগতেষু বৎসলঃ স্নেহযুক্তঃ ) হরিঃ প্রীতঃ [সন্] তথা ( যথা ভবদ্ভিঃ প্রার্থিতং তৎ তথা অস্তু ) ইতি আহ। [তথা] অনপবর্গবীর্য্যঃ ( অনপবর্গম্ অকুণ্ঠিতং বীর্য্যং

অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ। রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্॥ ২২

তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্ যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্॥ ২৩
য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেষ্বশিক্ষয়ন্।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগঞ্চ স্বং জহাতি সঃ॥ ২৪
তৎ প্রজা ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানুসূয়তঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ২৫

সকলেই শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সজ্জনের নিকটে নিজ মনোভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—ভাষণে হেতুঃ—ধর্ম্মং জিজ্ঞাসুভিঃ পুম্ভিঃ সৎসু স্বমনীষিতমাবেদ্যং বক্তব্যম্। অতঃ প্রজানুশাসনমিষেণ জিজ্ঞাসৈব ক্রিয়তে, ন যুষ্মান্ প্রতি ধর্ম্ম প্রবচনমিতি ভাবঃ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—ইহ (পৃথিব্যাং) [পরমেশ্বরেণ] অহং প্রজানাং দণ্ডধরঃ (দণ্ডবিধানকারী) রক্ষিতা (পালকঃ) বৃত্তিদঃ (জীবিকাব্যবস্থাপকঃ) রাজা। স্বেষু সেতুষু (নিজনিজবর্ণাশ্রমানুরূপধর্ম্মমর্য্যাদাসু) পৃথক্ স্থাপিতা (স্থাপয়িতা চ) যোজিতঃ (নিয়োজিতঃ)॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—এই পৃথিবীতে (পরমেশ্বর) আমাকে প্রজাদিগের দণ্ডদাতা, রক্ষক, জীবিকাবিধান-কারী ও তাহাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে স্থাপনের কর্ত্তা রাজারূপে নিযুক্ত করিয়াছেন॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—ইদানীং প্রজাঃ শিক্ষয়িষ্যন্ প্রজাশিক্ষণাদিকং মমাবশ্যকমিত্যাহ—অহমিতি ত্রিভিঃ। পৃথক্ সেতুষু স্থাপিতা স্থাপয়িতা॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—দিষ্টদৃক্ (প্রাক্তনকর্ম্মসাক্ষী ঈশ্বরঃ) যস্য (যং প্রতি) তুষ্যতি (প্রসীদতি) [তস্য সম্বন্ধে] ব্রহ্ম-বাদিনঃ (বেদবাদিনো মহর্ষয়ঃ) যান্ (যাদৃশান্ লোকান্) আহুঃ (প্রাপ্যত্বেন বদন্তি) তস্য মে (পরমেশ্বরেণ তথা-নিযুক্তস্য মম সম্বন্ধে) তদনুষ্ঠানাৎ (কর্ত্তব্যানুষ্ঠানাৎ) কামসন্দোহাঃ (ইষ্টফলপ্রদাঃ) [তে] লোকাঃ স্যুঃ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—প্রাক্তন কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ শ্রীভগবান্ যাহার প্রতি পরিতুষ্ট হ'ন, তাহার সম্বন্ধে বেদবাদী ঋষিগণ যে সকল পুণ্যলোক (প্রাপ্য বলিয়া) কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি যথাযথভাবে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলে আমার সেই সকল পুণ্যলোকপ্রাপ্তি ঘটিবে॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—দিষ্টদৃক্ প্রাক্কর্ম্মসাক্ষী ঈশ্বরো যস্য তুষ্যতি, তস্য বেদবাদিনো যান্ লোকানাহুঃ প্রজা-রক্ষণাদ্যনুষ্ঠানাৎ তে লোকা মে স্যুঃ। কথম্ভূতাঃ? কামানাং সম্যগ্ দোহঃ প্রপূরণং যেষু॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—যঃ রাজা প্রজাঃ ধর্ম্মেষু (বর্ণাশ্রমাদি-বিভাগোচিতধর্ম্মকার্য্যেষু) অশিক্ষয়ন্ করম্ উদ্ধরেৎ (গৃহ্লাতি), সঃ (তথাবিধো রাজা) প্রজানাং শমলং (পাপং) ভুঙ্‌ক্তে, স্বং (স্বকীয়ং) ভগঞ্চ (ঐশ্বর্য্যঞ্চ) জহাতি (ত্যজতি, তস্মাদ্ বঞ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ)॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—যে রাজা প্রজাবর্গকে স্ব-স্ব ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করেন না, অথচ কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাদিগের পাপভোগ করেন এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা।**—অন্যথা অনিষ্টং স্যাদিত্যাহ য—ইতি। শমলং পাপম্। ভগমৈশ্বর্য্যম্॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—[হে] প্রজাঃ। তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং (ভর্ত্তুর্মম পিণ্ডদানবৎ পারলৌকিক-

যূযং তদনুমোদধ্বং পিতৃদেবর্ষযোঽমলাঃ। কর্ত্তুঃ শাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎ প্রেত্য তৎ ফলম্ ॥২৬
অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ। ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ ॥২৭
মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ। প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ ॥২৮
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ। প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা ॥২৯

মঙ্গলার্থং) [যূযম্] অধোক্ষজধিয়ঃ (ভগবতি সন্নিবেশিতবুদ্ধয়ঃ) অনসূয়বঃ (কস্যাপি কর্ম্মণি কেঽপি অসূযাং ন কুর্ব্বন্তঃ) স্বার্থমেব (স্ব স্ব-কর্ত্তব্যমেব) কুরুতঃ, তর্হি (তথা সতি) মে (মম সম্বন্ধে) অনুগ্রহঃ কৃতঃ [স্যাদিতি শেষঃ] ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—অতএব হে প্রজাগণ! তোমরা আমার পিণ্ড-প্রদানের ন্যায় পারলৌকিক মঙ্গলসাধনার্থ শ্রীভগবানের প্রতি বুদ্ধি স্থির করিয়া এবং কাহারও কার্য্যে কেহ অসূয়া না করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ করা হইবে ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—তৎ তস্মাৎ হে প্রজাঃ! ভর্ত্তুর্মম পিণ্ডার্থং পিণ্ডদানবৎ পরলোকহিতার্থং স্বকার্য্যমেব কুরুত স্বধর্ম্মমেবানুতিষ্ঠত। অধোক্ষজে ধীর্যেষাং তাদৃশাং সন্তঃ, বাসুদেবার্পণদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। অনুগ্রহঃ কৃতো ভবেদিতি শেষঃ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—[হে] অমলাঃ পিতৃদেবর্ষয়ঃ! (নির্ম্মলচিত্তাঃ পিতরঃ, দেবাঃ, ঋষয়শ্চ।) কর্ত্তুঃ (কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ত্তুঃ) শাস্তুঃ (শিক্ষয়িতুঃ), অনুজ্ঞাতুঃ (অনুমোদয়িতুশ্চ) প্রেত্য (পরলোকে) যৎ ফলং (যাদৃশং ফলং ভবতি) যূযং তৎ (তাদৃশং ফলং) তুল্যম্ (সমভাবেন) অনুমোদধ্বম্ ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে বিশুদ্ধচিত্ত পিতৃ, দেবতা ও ঋষিগণ! কর্ম্মের কর্ত্তা, শিক্ষাদাতা এবং অনুমোদনকারীর পরলোকে যেরূপ ফললাভ হয়, সেই ফলসম্বন্ধে আপনারা ঠিক সমভাবে অনুমোদন করুন ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—শাস্তুঃ শিক্ষয়িতুঃ, অনুজ্ঞাতুঃ অনুমোদিতুশ্চ প্রেত্য পরলোকে যৎ ফলং তত্তুল্যম্ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—[হে] অর্হসত্তমাঃ! (পূজ্যতমাঃ!) কেষাঞ্চিৎ (মতেন) যজ্ঞপতির্নাম অস্তি (যজ্ঞেশ্বরঃ শ্রীহরিস্তাবদস্ত্যেব), [কিন্তু বিপ্রতিপত্তিবাক্যতঃ অসৌ ন সর্ব্বসম্মত ইত্যাশঙ্কাবারমাহ] ইহ (অস্মিন্ লোকে) অমুত্র চ (পরলোকে চ) ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ কস্মিংশ্চিদেব অধিকারিণি) জ্যোৎস্নাবত্যঃ (কান্তিসম্পন্নাঃ) ভুবঃ (ভোগভূময়ঃ, শরীরাণি বা) লক্ষ্যন্তে ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—হে মাননীয় মহোদয়গণ! যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিনামে যে ভগবান্ আছেন, ইহা অনেকেই স্বীকার করেন, (কেহ কেহ বিরুদ্ধবাদী থাকিলেও তদ্বিষয়ে অপ্রমাণ্যশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ) ইহলোকে ও পরলোকে যে বিচিত্র-কান্তি সম্পন্ন ভোগের ক্ষেত্র জন্মে, তাহা কোন কোনও ব্যক্তির ভাগ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুমোদামহে, ন তু বাসুদেবার্পণমিতি বেণাদিভিস্তদনঙ্গীকারাদিত্যেবংবাদিনঃ শনৈঃ সম্বোধয়ন্নাহ। হে অর্হসত্তমাঃ। যজ্ঞপতির্নাম পরমেশ্বরঃ কেষাঞ্চিন্মতে তাবদস্তি। তথাপি বিপ্রতিপত্তের্ন তৎসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য জগদ্বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্তিং প্রমাণয়তি। ইহামুত্র চ জ্যোৎস্নাবত্যঃ কান্তিমত্যঃ ভুবো ভোগভূময়ঃ শরীরাণি চ ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—[নন্বধিকারিভেদেন যদ্ভোগবৈষম্যং তত্তু কর্ম্মবৈষম্যাদ্বাপি সম্ভবতি, অতঃ কথমীশ্বরসিদ্ধিরিত্যাশঙ্কায়াং বিদ্বদনুভবেন তৎসিদ্ধিমাহ ত্রিভিঃ] মহীপতেঃ মনোঃ, উত্তানপাদস্য, ধ্রুবস্য, প্রিয়ব্রতস্য, অস্মৎপিতুঃ পিতুঃ (মদীয়পিতামহস্য) রাজর্ষেঃ অঙ্গস্য, অজস্য, (ব্রহ্মণঃ) ভবস্য (শঙ্করস্য), প্রহ্লাদস্য, বলেশ্চাপি, অথ

দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্মবিমোহিতান্।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা ॥ ৩০

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৩১

ধর্ম্মবিমোহিতান্ ( ধর্ম্মজ্ঞানবিমূঢ়ান্ ) [ অত এব ] শোচ্যান্ মৃত্যোঃ দৌহিত্রাদীন্ ( বেণপ্রভৃতীন্ ) ঋতে ( বিনা ) ঈদৃশানাং ( মন্বাদিতুল্যানাম্ ) অন্যেষামপি ( ভক্তিযুক্তচেতসাং সাধুজনানামিত্যর্থঃ ) বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং ( বর্গ ধর্ম্মার্থ কামরূপস্ত্রিবর্গঃ, স্বর্গঃ, অপবর্গশ্চ মোক্ষঃ, তেষাং ) প্রায়েণ ঐকাত্ম্যহেতুনা (একঃ সহায়ান্তরশূন্যঃ আত্মা, তস্য ভাবঃ ঐকাত্ম্যম্ অপরনিরপেক্ষত্বমিত্যর্থঃ, তেন রূপেণ যো হেতুঃ কারণং তৎস্বরূপেণ ) [ প্রায়েণ ইতি কথনাৎ ফল-ভোক্তৄণাং ভক্তেস্তৎসহায়ত্বং সূচিতং, তথা চ সাধকানাং ভক্তিমাত্রং সহচরীকৃত্য সহায়ান্তরনিরপেক্ষতয়া যঃ ত্রিবর্গাদিফলানি জনয়তি তথাবিধেনেতি সমুদিতার্থঃ] গদাভৃতা ( শ্রীহরিণা পরমেশ্বরেণ ) কৃত্যমস্তি ( ফলবিধাতৃতয়া অবশ্যং তেন ভাব্যমিতি তেষাং মতমিতি তাৎপর্য্যম্ ) ॥ ৮—৩০

**মূলানুবাদ।**—আদিরাজ মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত এবং আমার পিতামহ রাজর্ষি অঙ্গ, ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ ও বলি এবং এইরূপ আরও যে সকল মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের সকলের মতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি ফলের স্বাধীন কারণস্বরূপ ভগবান গদাধরের প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রমাণিত আছে, কেবল ধর্ম্মজ্ঞানহীন মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির মত অন্যবিধ ॥ ২৮—৩০

**শ্রীধরটীকা।**—নম্বিদং কর্ম্মবৈচিত্র্যাদেব স্যেৎস্যতি। তথাপি বিদ্বদনুভবেন ঈশ্বরসিদ্ধিরিত্যাহ মনোরিতি ত্রিভিঃ। অস্মৎপিতামহস্যাঙ্গস্য ॥ ২৮ ॥ কৃত্যমস্তি অবশ্যং কর্ম্মফলদাত্রা ভাব্যমিতি তেষাং মতমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ মৃত্যোর্দৌহিত্রাদীন্ বেণাদীন্ বিনা। ধর্ম্মে বিমোহিতান্, অতঃ শোচ্যান্। নম্বু কর্ম্মৈব ফলং দাস্যতি, বিধ্যুদ্দেশগতা বা দেবতাঃ, কিং পরমেশ্বরেণ? তত্রাহ বর্গেতি বর্গেতি। ত্রিবর্গঃ, স্বর্গো ধর্ম্মস্য ফলম্, অপবর্গো মোক্ষঃ, তেষামৈকাত্ম্যেন একরূপ্যেণ সর্ব্বানুগতেন হেতুনা। তত্রাপি প্রায়েণ হেতুনা। অয়ং ভাবঃ—ন তাবজ্জড়স্য কর্ম্মণঃ ফলদাতৃত্বং ঘটতে। ন চার্ব্বাগ্দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যম্, অন্তর্য্যামিশ্রুতেঃ। ন চ তদা কর্ম্মসাম্যে ফলতারতম্যং, কচিৎ তদসিদ্ধিশ্চ সম্ভবতি। অতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থেন পরমেশ্বরেণ ভাব্যমিতি॥৩০

**অন্বয়ঃ।**—তপস্বিনাং যৎপাদসেবাভিরুচিঃ ( যস্য ভগবতঃ শ্রীচরণসেবাভিলাষঃ ) পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা ( ভগবচ্চরণাঙ্গুষ্ঠনির্গতা ) সরিৎ যথা ( গঙ্গেব ) অন্বহং ( সর্ব্বদা ) এধতী সতী ( পরিবর্দ্ধমানা সতী ) অশেষজন্মো-পচিতং ( বহুজন্মসঞ্চিতং ) ধিয়ঃ মলং ( অন্তঃকরণস্য মালিন্যং ) সদ্যঃ ( শীঘ্রমেব ) ক্ষিণোতি ( বিনাশয়তি ) [ "তং ভজত" ইতি তৃতীয়শ্লোকে ক্রিয়ান্বয়ঃ ]॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—তপস্বিগণ যে ভগবানের পাদপদ্ম সেবা করিতে অভিলাষ করেন, তাহাই ভগবানের পদাঙ্গুষ্ঠনির্গত গঙ্গাদেবীর ন্যায় সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধনশীল হইয়া অন্তঃকরণের বহুজন্মসঞ্চিত মালিন্য অচিরে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ জীবানাং মোক্ষদঃ পরমেশ্বর এব, নার্ব্বাগ্দেবতাঃ তাসামপি জীবত্বাবিশেষাদিত্যা-শয়েনাহ ত্রিভিঃ। যস্য পাদয়োঃ সেবায়ামভিরুচিস্তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্ অশেষৈর্জন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ো মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি, তমেব ভজতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা? অহন্যহনি বর্দ্ধমানা, সতী সাত্ত্বিকী। তৎপাদসম্বন্ধ-স্যৈব এষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি॥ ৩১

বিনির্দ্ধূতাশেষমনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্ ।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুনর্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥ ৩২

তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভির্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৩

অসাবিহানেকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভির্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ ।**—অসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্ ( অসঙ্গঃ বৈরাগ্যং, বিজ্ঞানবিশেষঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ, তদুভয়াত্মকং বীর্য্যং বিদ্যতে যস্য সঃ ) [অত এব] বিনির্ধূতাশেষমনোমলঃ (দূরীভূতনিখিলচিত্তমালিন্যঃ) পুমান্ যদঙ্ঘ্রিমূলে ( যস্য শ্রীপাদতলে ) কৃতকেতনঃ ( কৃতাশ্রয়ঃ সন্ ) ক্লেশবহাং ( নানাবিধকষ্টসঙ্কুলাং ) সংসৃতিং ( সংসারং ) পুনঃ ন প্রপদ্যতে ( ন প্রাপ্নোতি ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ ।**—বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিশিষ্টশক্তিসম্পন্ন পুরুষ অন্তঃকরণের সকল মলিনতা দূর করিয়া যে-ভগবানের শ্রীচরণতলে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখসঙ্কুল সংসার-বন্ধন অতিক্রম করে ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা ।**—বিনির্দ্ধূতা অশেষা মনোমলা যস্য । অসঙ্গো বৈরাগ্যং, তেন বিজ্ঞানস্য বিশেষঃ সাক্ষাৎকারঃ, তদেব বীর্য্যং বিদ্যতে যস্য । যস্যাঙ্ঘ্রিমূলে কৃতাশ্রয়ঃ সন্ ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ ।**—যূযম্ অমায়িনঃ ( নিষ্কপটাঃ ) যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ( যথাধিকারং স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমাদিকমনতিক্রম্য অবসিতা নিশ্চিতা অর্থসিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধির্যৈস্তে তথাবিধাশ্চ সন্তঃ ) আত্মবৃত্তিভিঃ ( আত্মনঃ স্বস্য বৃত্তিঃ জীবিকানির্ব্বাহো যৈঃ তথাবিধৈঃ ) স্বকর্ম্মভিঃ ( অধ্যাপনাদিভিঃ ) মনোবচঃকায়গুণৈঃ ( ধ্যানস্তুতিপরিচর্য্যাভিশ্চ ) কামদুঘাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজং ( কামদুঘং বাঞ্ছিতফলপ্রদম্ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং পাদপদ্মং যস্য তং ) তমেব ( ভগবন্তং শ্রীহরিমেব ) ভজত ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ ।**—তোমরা অকপটচিত্তে নিজ নিজ অধিকারানুরূপ কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ইহা স্থির করিয়া স্ব স্ব জীবিকার উপযোগী অধ্যাপনাদি কার্য্যকলাপ দ্বারা এবং মানসিক ধ্যান, বাচিক স্তুতি ও কায়িক পরিচর্য্যা দ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীহরিরই ভজনা কর, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে ভক্তগণের সকল বাসনাই সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা ।**—আত্মবৃত্তিভিরধ্যাপনাদিভিঃ, মনোবচঃকায়ানাং গুণৈঃ ধ্যানস্তুতিপরিচর্য্যাভিঃ । অমায়িনঃ নিষ্কপটাঃ সন্তঃ । নন্বু ব্রহ্মাদিভিঃ সেব্যে কিমস্মদ্ভক্ত্যা ভবিষ্যতি ? তত্রাহ । যথাধিকারমেবাবসিতা নিশ্চিতা সমাপ্তা বা অর্থসিদ্ধির্যেষাম্ ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ ।**—স্বরূপতঃ ( যথার্থতঃ ) বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ ( নিরুপাধিচৈতন্যাত্মকঃ ) অগুণঃ ( বিশেষণশূন্যোঽপি চ ) অসৌ ( ভগবান্ ) ইহ ( কর্ম্মমার্গে ) পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ ( নানাবিধৈঃ ব্রীহ্যাদিভির্দ্রব্যৈঃ, শুক্লাদিভিগুণৈঃ, অবঘাতাদিভিঃ ক্রিয়াদিভিঃ, মন্ত্রাদিভিরুক্তিভিশ্চ ) অর্থাশয়লিঙ্গনামভিঃ ( অর্থঃ অঙ্গনিষ্পাদ্যফলবিশেষঃ, আশয়ঃ সঙ্কল্পঃ, লিঙ্গং পদার্থানাং শক্তিঃ, নাম জ্যোতিষ্টোমাদিকং, তৈশ্চ ) অনেকগুণঃ ( নানাবিশেষণবিশিষ্টঃ ) অধ্বরঃ ( যজ্ঞঃ ) সম্পদ্যতে ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ ।**—শ্রীভগবান্ যদিও প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-রহিত, তাহা হইলেও তিনি এই কর্ম্মপথে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও মন্ত্রাদিদ্বারা এবং অঙ্গসাধ্য ফল, সংকল্প, পদার্থের শক্তি ও নামদ্বারা নানাপ্রকার বিশেষণবিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪

প্রধানকালাশয়ধর্ম্মসংগ্রহে শরীর এব প্রতিপদ্য চেতনাম্।
ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে যথানলো দারুষু তদ্‌গুণাত্মকঃ ॥৩৫

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্।
স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা নিরন্তরং ক্ষৌণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৩৬

মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভিস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানোঽজিতদেবতানাং কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্ ॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—স্বকর্ম্মভির্যাগাদিভির্ভজতেত্যুক্তং, তত্র ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিরিতি ন্যায়েন সর্ব্বেষু যাগতদঙ্গতৎফলেষু ভগবদ্‌দৃষ্ট্যা কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ন ভিন্নদৃষ্ট্যেতি বক্তুং তেষাং ভগবদ্রূপতামাহ দ্বাভ্যাম্। অসৌ ভগবানেব স্বরূপতো বিশুদ্ধবিজ্ঞান ঘনোঽপি অগুণো নির্ব্বিশেষণোঽপি সন্ ইহ কর্ম্মমার্গে অনেকগুণঃ নানাবিশেষণবান অধ্বরো যজ্ঞঃ সম্পদ্যতে। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ। অনেকগুণত্বমাহ। পৃথগ্বিধানি যানি দ্রব্যাদীনি তৈঃ। তত্র দ্রব্যাণি ব্রীহ্যাদীনি, গুণাঃ শুক্লাদয়ঃ, ক্রিয়া অবঘাতাদয়ঃ, উক্তয়ো মন্ত্রাঃ। অর্থোঽঙ্গসাধ্য উপকারঃ, আশ্রয়ঃ সঙ্কল্পঃ, লিঙ্গং পদার্থানাং শক্তিঃ, নাম জ্যোতিষ্টোমাদি তৈশ্চ অধ্বরঃ সম্পদ্যতে ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ।**—বিভুঃ ( পরমমহান্ সর্ব্বব্যাপীতার্থঃ ) এষঃ ( ভগবান্ ) প্রধানকালাশয়ধর্ম্মসংগ্রহে ( প্রধানং প্রকৃতিঃ, কালঃ তৎক্ষোভজনকঃ, আশয়ঃ বাসনা, ধর্ম্মঃ অদৃষ্টং, তৈঃ সংগ্রহ উৎপত্তির্যস্য তস্মিন্ ) শরীরে (স্থূলদেহে) চেতনাং ( বিষয়াকারাং বুদ্ধিং ) প্রতিপদ্য ( নিয়ন্তৃত্বেন অধিষ্ঠায় ) যথা অনলঃ দারুষু ( কাষ্ঠেষু ) তদ্‌গুণাত্মকঃ (দারুধর্ম্মহ্রস্বদীর্ঘত্বাদিযুক্তঃ বিভাব্যতে তথা ) ক্রিয়াফলত্বেন বিভাব্যতে ( প্রতীয়তে ) ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ।**—সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবান্ প্রকৃতি, কাল, বাসনা ও অদৃষ্ট দ্বারা উৎপাদিত দেহমধ্যে বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতে নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠান করিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থান করতঃ তাহারই অনুরূপ হ্রস্ব বা দীর্ঘরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও বিবিধকর্ম্মফলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা।**—যাগতদঙ্গানাং ভগবদ্রূপত্বমুক্ত্বা যাগফলস্যাপি ভগবদ্রূপতামাহ— প্রধানেতি। এব বিভুঃ পরমানন্দোঽপি শরীরে চেতনাং বিষয়াকারাং বুদ্ধিং প্রতিপদ্য তদভিব্যঙ্গ্যানন্দরূপঃ সন্ ক্রিয়াফলত্বেন প্রতীয়তে— এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ। যথা অনলো দারুষু স্থিতঃ তদ্‌গুণাত্মকো দারুধর্ম্মদৈর্ঘ্যবক্রত্বাদিমান্, তদ্বৎ। কথাম্ভূতে শরীরে? প্রধানম্ অব্যক্তং, কালস্তৎক্ষোভকঃ, আশয়ো বাসনা, ধর্ম্মোঽদৃষ্টং, তৈঃ সংগৃহ্যতে জন্যতে ইতি তথা তস্মিন্ ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—ক্ষৌণিতলে ( অস্মিন্ ভূতলে ) দৃঢ়ব্রতাঃ ( একাগ্রচিত্তাঃ সন্তঃ যে সাধবঃ ) যজ্ঞভুজাং ( যজ্ঞাংশভাগিনাং দেবানাম্ ) অধীশ্বরং গুরুং ( সর্ব্বপূজ্যং ) হরিং স্বধর্ম্মযোগেন ( স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতধর্ম্মানুষ্ঠানেন ) নিরন্তরং ( সর্ব্বদা ) যজন্তি ( আরাধয়ন্তি ), অহো। ( অত্র কৃতজ্ঞতার্থে অব্যয়মিদং প্রযুক্তম্ ) অমী ( মামকাঃ মম পরমাত্মীয়ভূতত্বে সাধুজনাঃ ) মম ( মাং প্রতি ) অনুগ্রহং বিতরন্তি ( কুর্ব্বন্তি ) ॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—এ জগতে যে সকল সাধুজন একাগ্রমনে যজ্ঞভাগী দেবগণের অধিপতি বিশ্বপূজ্য ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা নিজ নিজ অধিকারানুষ্ঠান দ্বারা আরাধনা করেন, তাঁহারা আমার পরম আত্মীয়, আমার প্রতি তাঁহারা যথেষ্ট অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছেন ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—তদেবমপ্রবৃত্তান্ ভগবদ্ভজনে প্রবর্ত্ত্য স্বতঃ প্রবৃত্তানাং প্রবৃত্তিমভিনন্দনেন স্তৌতি অহো ইতি। বিতরন্তি কুর্ব্বন্তি ॥ ৩৬

ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো জগৎপবিত্রঞ্চ মহত্তমাগ্রণীঃ ॥ ৩৮
যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড়্ বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ ।
তদেব তদ্ধর্ম্মপরৈর্বিনীতৈঃ সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্ ॥ ৩৯
পুমাঁল্লভেতানতিবেলমাত্মনঃ প্রসীদতোঽত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্ ।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্ ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ** ।—তিতিক্ষয়া ( ক্ষমাগুণেন ) তপসা ( তপস্যয়া ) বিদ্যয়া চ ( ব্রহ্মজ্ঞানেন ভজনজ্ঞানেন চ ) মহর্দ্ধিভিঃ ( উক্তাভিঃ ত্রিভির্মহাসম্পদ্‌ভিঃ ) স্বয়ং ( বাহ্যবৈশ্বর্য্যাদিকমনপেক্ষ্যৈব ) দীপ্যমানে ( সমুজ্জ্বলে ) অজিতদেবতানাং (অজিতঃ অচ্যুতঃ ভগবান্ শ্রীহরিরিত্যর্থঃ, স এব দেবতা যেষাং তেষাং বৈষ্ণবানামিত্যর্থঃ) কুলে, দ্বিজানাং ( ব্রাহ্মণানাং কুলে চ ) রাজকুলাৎ তেজঃ ( কুতোঽপি রাজবংশাৎ শাসনাদিপ্রভাবঃ ) জাতু (কদাচিদপি) মা প্রভবেৎ ( প্রভুত্বং ন কুর্য্যাৎ ) ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ** ।—ক্ষমা, তপস্যা ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ মহাসম্পদের বলে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকুল স্বভাবতঃই উজ্জ্বল, ( সুতরাং আমার প্রার্থনা এই যে, ) তাঁহাদের প্রতি কদাপি যেন কোন রাজবংশের তেজপ্রভাব বিস্তার না করে ॥ ৩৭

**শ্রীপ্রবর্ত্তীকা** ।—ইদানীং হরিভক্তিদার্ঢ্যায় ব্রাহ্মণভক্তিং বিধত্তে মা জাত্বিত্যষ্টভিঃ । মহত্যশ্চ তা ঋদ্ধয়শ্চ তাভিঃ, যদ্রাজকুলস্য তেজঃ, তৎ তস্মাৎ সকাশাৎ দ্বিজানাং কুলে, অজিতো দেবতা যেষাং বৈষ্ণবানাং তেষাঞ্চ কুলে মা জাতু প্রভবেৎ কদাচিদপি প্রভাবং ন করোতু । কথম্ভূতে ? সমৃদ্ধিভির্বিনাপি স্বয়মেব তিতিক্ষাদিভির্দ্দীপ্যমানে ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ** ।—মহত্তমাগ্রণীঃ (সর্ব্বেষু মহাপুরুষেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ) পুরাতনঃ পুরুষঃ ( নিত্যপুরুষঃ ) ব্রহ্মণ্যদেবঃ হরিঃ নিত্যং (সর্ব্বদা) যচ্চরণাভিবন্দনাৎ (যস্য ব্রাহ্মণকুলস্য পদবন্দনবশাৎ) অনপায়িনীং (স্থিরাং) লক্ষ্মীং জগৎপবিত্রং যশশ্চ অবাপ ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ৩৮

**মূলানুবাদ** ।—শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য নিত্যপুরুষ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরি সর্ব্বদা যে-ব্রাহ্মণকুলের চরণ-বন্দনা করিয়া অচলা লক্ষ্মী ও জগতের পবিত্রতাজনক যশ লাভ করিয়াছেন ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ** ।—অশেষগুহাশয়ঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামী) স্বরাট্ (স্বপ্রকাশঃ) বিপ্রপ্রিয় (বিপ্রাঃ প্রিয়া যস্য সঃ) ঈশ্বরঃ ( ভগবান্ ) যৎসেবয়া ( যস্য ব্রাহ্মণকুলস্য সেবয়া ) কামম্ ( অত্যন্তং ) তুষ্যতি ( সন্তুষ্টো ভবতি ), তদ্ধর্ম্মপরৈঃ ( ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণৈর্ভবদ্ভিঃ ) বিনীতৈঃ (সদ্ভিঃ) তৎ ব্রাহ্মণকুলমেব সর্ব্বাত্মনা ( সর্ব্বতো ভাবেন ) নিষেব্যতাম্ ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ** ।—সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বপ্রকাশ ব্রাহ্মণপ্রিয় ভগবান্ যে-ব্রাহ্মণকুলের সেবায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হ'ন, আপনারা ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ ও বিনীত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণকুলের সেবা করুন ॥ ৩৯

**শ্রীপ্রবর্ত্তীকা** ।—ব্রাহ্মণান্ স্তুবন্নাহ । যচ্চরণাভিবন্দনাৎ হরির্লক্ষ্মীং যশশ্চ অবাপ, যৎসেবয়া চ ঈশ্বরস্তুষ্যতি, তদেব ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতামিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ । তস্য হরের্লোকসংগ্রহরূপো যো ধর্ম্মঃ, তৎপরৈঃ ॥ ৩৮।৩৯

**অন্বয়ঃ** । পুমান্ ( লোকঃ ) যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ( যস্য ব্রাহ্মণকুলস্য নিত্যসম্বদ্ধয়া অবিরাময়া নিষেবয়া সেবাগুণেন) স্বয়ং প্রসীদতঃ (জ্ঞানাভ্যাসাদিকং বিনৈব শুদ্ধিপ্রাপ্তস্য) আত্মনঃ (অন্তঃকরণস্য) অনতিবেলং (ক্ষিপ্র-

অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে হুতাশনে পারমহংস্যপর্য্যগুঃ॥ ৪১
যদ্‌ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ।
সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে॥ ৪২

মেব ) স্বতঃ অত্যন্তশমং ( স্বাভাবিকপরমশান্তিং ) লভতে, অত্র ( জগতি ) ততঃ ( ব্রাহ্মণকুলাৎ ) পরং ( শ্রেষ্ঠং ) হবির্ভুজাং ( দেবানাং ) কিম্ মুখম্ অস্তি ( অন্যৎ মুখম্ অস্তি কিং ? নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ )॥ ৪০

মূলানুবাদ।—যে ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা সেবা করিলে লোক আপনা হইতেই চিত্তশুদ্ধি এবং অবিলম্বে পরমশান্তি পর্য্যন্ত লাভ করে, সেই ব্রাহ্মণকুল ভিন্ন দেবতাদিগের যজ্ঞীয় হবির্ভোজনের আর অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ মুখ আছে কি ?॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—নন্থ ব্রহ্মকুল এব নিত্যং সেব্যমানে সর্ব্বদেবতামুখভূতেঽগ্নৌ যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং ন স্যাৎ, ন চ তয়া বিনা মোক্ষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পুমানিতি দ্বাভ্যাম্। যস্য ব্রহ্মকুলস্য নিত্যং সংযত্নেন নিষেবয়া পুমান্ স্বয়মেব জ্ঞানাভ্যাসাদিকং বিনাপি অত্যন্তমং শমঃ মোক্ষং লভেত। কুতঃ ? যৎসেবয়া স্বত এব অনতিবেলং শীঘ্রং প্রসীদতঃ শুধ্যত আত্মনশ্চিত্তাৎ। ততঃ পরং শ্রেষ্ঠং দেবানাং কিং মুখমস্তি ? ব্রাহ্মণসেবয়ৈব যজ্ঞাদিফলং জ্ঞানফলং তৎ সর্ব্বং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—পারমহংস্যপর্য্যগুঃ ( পরমহংসস্য জ্ঞানং তৎপরান্ অর্হন্তীতি পারমহংস্যপর্য্যাঃ উপনিষৎসম্মতা ইত্যর্থঃ, তথাবিধাঃ গাবঃ জ্ঞানঘনত্বাদুক্তয়ো যস্মিন্ সঃ ) অনন্তঃ ( ভগবান্ শ্রীহরিঃ ) তত্ত্বকোবিদৈঃ ( ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানিভিঃ ) যন্মুখে ( যস্য ব্রাহ্মণকুলস্য মুখে ) ইজ্যনামভিঃ ( যজনীয়াগ্নীন্দ্রাদীনাং নামোচ্চারণপূর্ব্বকং ) শ্রদ্ধাহুতং ( শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং প্রদত্তং ঘৃতাদিকম্ ) অশ্নাতি খলু ( যথা পরিতৃপ্তিসহকারেণ ভুংক্তে ), চেতনয়া বহিষ্কৃতে (অচেতনে) হুতাশনে ( অগ্নৌ ) ন বৈ তথা ( অগ্নিমধ্যে আহুতং বস্তু তথা ন ভুংক্তে ইতি তাৎপর্য্যম্ )॥ ৪১

মূলানুবাদ।—উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞান-শাস্ত্র যাঁহাকে "জ্ঞান-ঘন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই ভগবান্ শ্রীহরি,—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইন্দ্রাদি দেবতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রাহ্মণের মুখে অর্পিত ঘৃতাদি বস্তু যেমন সানন্দে গ্রহণ করেন, অচেতন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত বস্তু তেমন ভাবে গ্রহণ করেন না॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—হরেরপি তদেব পরং মুখমিত্যাহ অশ্নাতীতি। ইজ্যানাং পূজ্যানাম্ ইন্দ্রাদীনাং নামভিঃ যস্য মুখে শ্রদ্ধয়া হুতং হবিঃ অনন্তো যথাশ্নাতি, তথা চেতনারহিতে হুতাশনে নাশ্নাতি। কৈর্হুতমশ্নাতি ? তত্ত্বকোবিদৈঃ সর্ব্বদেবময়শ্চৈতন্যমূর্ত্তিরনন্ত ইতি তত্ত্বং বিদ্ভিঃ। কুত এবম্ভূতোঽসৌ, তত্রাহ। পারমহংস্যং জ্ঞানং তৎপরানর্হন্তি অধিকুর্ব্বন্তীতি পারমহংস্যপর্য্যাঃ, তা গাবো বাচো যস্মিন্। উপনিষদ্ভির্জ্ঞানঘনত্বেনোক্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা পরমহংসানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং গম্যঃ পারমহংস্যঃ, পরিতো ন গচ্ছন্তি গাবো বাচঃ যস্মাৎ স পর্য্যগুঃ ইন্দ্রিয়বিষয়ঃ, স চাসৌ স চ পারমহংস্যপর্য্যগুঃ, জ্ঞানরূপঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীত্যর্থঃ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—যত্র ( যস্মিন্ বেদে ) ইদং (বিশ্বম্ ) আদর্শে ইব ( দর্পণে ইব ) ভাসতে ( প্রকাশতে ), [ তৎ ] বিরজং ( নির্ম্মলং ) সনাতনং ( নিত্যং ) ব্রহ্ম ( বেদং ) যৎ ( অবায়মিদং, যে ব্রাহ্মণা ইতি তদর্থঃ ) অর্থদৃষ্টয়ে ( প্রকৃতার্থনিরূপণায় ) শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ ( শ্রদ্ধা চ, তপশ্চ, মঙ্গলং তাবৎ প্রশস্তস্যানুষ্ঠানম্ অপ্রশস্তস্য চ বর্জ্জনং, তচ্চ, মৌনঞ্চ বেদবিরুদ্ধবাক্যত্যাগঃ, সংযমশ্চ ইন্দ্রিয়াদিনিরোধঃ, তৈঃ) সমাধিনা ( একাগ্রতয়া চ ) নিত্যং হ ( সর্ব্বদৈব ) বিভ্রতি ( পর্য্যালোচনাভিরাত্মনি ধারয়ন্তি ) [ উত্তরশ্লোকার্গেনান্বয়াদস্য অর্থসমাপ্তিঃ ]। ৪২

তেষামহং পাদসরোজরেণুমার্য্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং নশ্যত্যমুং সর্ব্বগুণা ভজন্তি ॥ ৪৩
গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেঽনু সম্পদঃ।
প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাঞ্চ জনার্দ্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্ ॥ ৪৪

**মূলানুবাদ**।—দর্পণের ন্যায় যে-বেদের মধ্যে এই বিশ্ব সুপ্রকাশিত, সেই নির্ম্মল সনাতন বেদকে যে ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত অর্থ গ্রহণার্থ শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল (প্রশস্তের অনুষ্ঠান ও অপ্রশস্তের বর্জ্জন), বেদবিরুদ্ধবাক্যত্যাগ, সংযম ও সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদাই বহন করিয়া থাকেন ॥ ৪২

**শ্রীপ্রবরটীকা**।—ন কেবলং চেতনত্বেন হুতাশনাদ্বিশেষঃ, কিন্তু বেদনাজ্জাদপীত্যাহ। যদিত্যব্যয়ম্। যে ব্রহ্ম বেদং নিত্যং বিভ্রতি, তেষামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। মঙ্গলং নাম—প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তস্য বর্জ্জনম্। এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিরিত্যুক্তম্। মৌনমধ্যয়নবিরোধি-বার্ত্তাত্যাগঃ। সমাধিনা চিত্তস্থৈর্য্যেণ। অর্থদৃষ্টয়ে বেদার্থমপি বিচারয়ন্তীত্যর্থঃ, যত্র বেদে ইদং বিশ্বমবভাসতে, যথা আদর্শে মুখম্ ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] আর্য্যাঃ ( "কুলং শীলং দয়া দানং ধর্ম্মঃ সত্যং কৃতজ্ঞতা। অলোভ ইতি যেষ্বেতৎ তানার্য্যান্ সম্প্রচক্ষতে॥" ইতি শাস্ত্রোক্তলক্ষণ-সম্পন্নাঃ সভ্যাঃ। ) অহং আ আয়ুঃ ( যাবজ্জীবম্ ) অধিকীরিটং ( মুকুটোপরি ) তেষাং ( ব্রাহ্মণানাং ) পাদ-সরোজরেণুং ( চরণপদ্মরাগং ) বহেয় ( বোঢ়ুং শকুয়ামিতি প্রার্থনা ), যং ( রেণুং ) নিত্যদা ( সর্ব্বদা ) বিভ্রতঃ (ধারয়তঃ ) আশু ( শীঘ্রং ) পাপং নশ্যতি, অমুং ( তদ্রেণুধারিণং ) সর্ব্বগুণা ভজন্তি ( আশ্রয়ন্তি ) ॥ ৪৩

**মূলানুবাদ**।—হে আর্য্যগণ। আমি যেন সারাজীবন সেই ব্রাহ্মণগণের পাদপদ্মের রেণু নিজ মুকুটের উপরিভাগে ধারণ করিতে পারি, ইহাই আমার প্রার্থনা, ঐ রেণু যিনি সর্ব্বদা ধারণ করেন, তাঁহার পাপ বিনষ্ট হয় এবং সকল প্রকার গুণরাশি তাঁহাকে আশ্রয় করে ॥ ৪৩

**শ্রীপ্রবরটীকা**।—হে আর্য্যাঃ। আ আয়ুঃ যাবজ্জীবম্। অধিকিরীটং মুকুটস্যোপরি বহেয়েতি প্রার্থনায়াং লিঙ্। যং রেণুম্ ॥ ৪৩

**অন্বয়ঃ**।—গুণায়নং ( গুণিনং ), শীলধনং ( সচ্চরিত্রং ), কৃতজ্ঞং, বৃদ্ধাশ্রয়ং ( প্রাচীনমতামনুবর্ত্তিনম্ )অনু ( লক্ষ্যীকৃত্য ) সম্পদঃ ( মঙ্গলানি ) সংবৃণতে ( আশ্রয়ন্তি ), [ অতঃ ] ব্রহ্মকুলং, গবাঞ্চ ( কুলমিত্যেকদেশান্বয় আর্ষঃ ) সানুচরঃ ( ভক্তপার্ষদাদিসহিতঃ ) জনার্দ্দনশ্চ মহ্যং প্রসীদতাং ( প্রসন্নো ভবতু ) ॥ ৪৪

**মূলানুবাদ**।—গুণবান্, সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞ ও প্রাচীন ব্যক্তিগণের মতানুবর্ত্তি ব্যক্তিগণকে সকলপ্রকার মঙ্গল আসিয়া আশ্রয় করে, ( অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, ) ব্রাহ্মণগণ, গো সমূহ এবং ভক্ত-পারিষদাদি সহ ভগবান্ শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৪

**শ্রীপ্রবরটীকা**। -গুণভাজনস্য ফলমাহ। গুণায়নম্ অনু সম্পদঃ সংবৃণতে সম্যগ্ ভজন্তি, তস্মাৎ প্রসীদতাং প্রসীদতু, গবাঞ্চ কুলম্ ॥ ৪৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—মহারাজ পৃথু একদা এক মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই মহাযজ্ঞ উপলক্ষে দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঋষি, রাজর্ষি এবং সাধারণ প্রজাবর্গ সকলেই পৃথুর যজ্ঞস্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। ভক্ত-প্রবর পৃথু শ্রীভগবানের উপদেশে বেশ বুঝিয়াছেন যে, ভগবানের প্রতি মন স্থির রাখিয়া নিজ নিজ আর্থিকানুরূপ কর্ম্ম করাই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধনাপথ, এইজন্যই তিনি সংসারসুখে একান্ত বিরাগসম্পন্ন হইয়াও রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ। তুষ্টুবুর্হৃষ্টমনসঃ সাধুবাদেন সাধবঃ ॥ ৪৫

ব্রতী রহিয়াছেন। যজ্ঞাদি দ্বারা দেবলোকের প্রীতিসাধন পূর্ব্বক রাজ্যের মঙ্গলবিধান করা রাজধর্ম্মেরই একটী প্রধান অঙ্গ, এইজন্য তিনি অনেক সময়ই যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রজাগণকে সমুচিত কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়াও রাজার পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য, অতএব তিনি এই সময়ে দেবতা, ঋষি, রাজর্ষি প্রভৃতি বহু মহাপুরুষমণ্ডিত সেই যজ্ঞসভায় দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে প্রজাগণের প্রতি কর্ত্তব্য উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি সমবেত সকল সভ্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাশয়গণ। আমি নিজ প্রভুত্ব বা বিজ্ঞতা খ্যাপনের জন্য আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হই নাই, তবে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে সাধুজন-সমাজে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করা আবশ্যক, কারণ নিজের ধারণার মধ্যে যদি কোনও ভ্রম-প্রমাদ থাকে, তাহা উপযুক্ত জনসমাজে পর্য্যালোচনা ব্যতিরেকে কিরূপে সংশোধিত হইবে? এইজন্যই আমি আপনাদের সমীপে নিজমত ব্যক্ত করিতে উৎসাহী হইয়াছি। প্রজাদিগের জীবিকাব্যবস্থাপূর্ব্বক সংরক্ষণ ও পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ এবং আশ্রম অনুযায়ী ধর্ম্মব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌ই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রাজদণ্ডধারণের অধিকার দিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমি যদি কেবল রাজকীয় কর গ্রহণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করি, তাহা হইলে আমার নিতান্ত অধর্ম্ম করা হইবে, এজন্য আমি যে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা শ্রীভগবানেরই নিয়োগের অনুবর্ত্তন মাত্র, আমার ব্যক্তিগত প্রভুত্ব কিছুই নাই"। এইরূপে যথেষ্ট বিনয়প্রদর্শনপূর্ব্বক পরে প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে বিস্তৃতভাবে ইহাই প্রধানতঃ বুঝান হইয়াছে যে—গৃহীমাত্রের পক্ষেই নিজ নিজ বর্ণ অনুযায়ী ধর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যাহার পক্ষে শাস্ত্রে যেরূপ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা প্রতিপালন করাই প্রধান ধর্ম্ম। যে যাহাই কামনা করু, শ্রীভগবানের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর করিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলে ভগবান্ প্রীত হইয়া সকল কামনা সফল করিবেন। অনেকের হয়ত মনে আসিতে পারে যে, যদি নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারাই ফল লাভ করিব, তাহাতে ভগবানের অপেক্ষা কি? বেণ প্রভৃতি কতিপয় অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যদিও নাস্তিক্য-বুদ্ধির দোষে ঐপ্রকার সিদ্ধান্তের পোষণ করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কিরূপ পরিণাম ফল ঘটিয়াছে তাহা মনে রাখিতে হইবে, আর মনু, ধ্রুব, রাজর্ষি অঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বা পরিণাম-ফল কিরূপ ঘটিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। আর ভগবদ্ভক্ত সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি কেহ যেন কখনও শাসনবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবশ্যক হইলে যিনি যাঁহার গুরু, তিনিই তাঁহার শাসন করিবেন। এই প্রসঙ্গে পৃথু ব্রাহ্মণের যথেষ্ট উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন। ফল কথা, ব্রাহ্মণ ও শ্রীভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা রাখিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করাই প্রধান ধর্ম্ম, তাহাতেই শ্রীভগবানের প্রীতি এবং সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই তিনি নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সভামধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন ॥ ১৩ – ৪৪

**অন্বয়ঃ।**—পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ, সাধবঃ (অন্যে চ সাধুপুরুষাঃ) এবং ব্রুবাণম্ (উক্তরূপবাক্যবাদিনং) নৃপতিং (পৃথুং প্রতি) হৃষ্টমনসঃ (সন্তুষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ) সাধুবাদেন ("ত্বয়া সাধু কথিতং, সাধু কথিতম্" ইত্যাদি-বাক্যেন) তুষ্টুবুঃ (প্রশংসিতবন্তঃ) ॥ ৪৫

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—নরপতি পৃথু এইরূপ বলিলে পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণবর্গ ও অন্যান্য সাধুপুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

পুত্রেণ জয়তে লোকা'নিতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মদণ্ডহতঃ পাপো যদ্বেণোঽত্যতরৎ তমঃ ॥ ৪৬

হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ। বিবিক্ষুরত্যগাৎ সূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ ॥ ৪৭

বীরবর্য্য পিতঃ পৃথ্ব্যাঃ সমাঃ সঞ্জীব শাশ্বতীঃ। যস্যেদৃশ্যচ্যুতে ভক্তিঃ সর্ব্বলোকৈকভর্ত্তরি ॥ ৪৮

অহো বয়ং হ্যদ্য পবিত্রকীর্ত্তে ত্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দনাথাঃ।
য উত্তমঃশ্লোকতমস্য বিষ্ণোর্ব্রহ্মণ্যদেবস্য কথাং ব্যনক্তি ॥ ৪৯

নাত্যদ্ভুতমিদং নাথ তবাজীব্যানুশাসনম্। প্রজানুরাগো মহতাং প্রকৃতিঃ করুণাত্মনাম্ ॥ ৫০

**অন্বয়ঃ**।—পুত্রেণ লোকান্ জয়তে (পুত্রস্য মাহাত্ম্যেন ভোগস্থানানি আয়ত্তীকরোতি) ইতি শ্রুতিঃ সত্যবতী (যথার্থা), যৎ (যতঃ) ব্রহ্মদণ্ডহতঃ পাপঃ বেণঃ তমঃ (নরকম্) অত্যতরৎ (অতিক্রান্তবান্) ॥ ৪৬

**মূলানুবাদ**।—"পুত্রদ্বারা লোকসকল জয় করা যায়" এইরূপ যে কথা আছে, তাহা সত্য, কারণ পাপিষ্ঠ বেণ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াও নরক অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল ॥ ৪৬

**অন্বয়ঃ**।—হিরণ্যকশিপুশ্চ ভগবন্নিন্দয়া তমঃ (নরকং) বিবিক্ষুরপি (প্রবেষ্টুং যোগ্যোঽপি) সূনোঃ (পুত্রস্য) প্রহ্লাদস্য, প্রহ্লাদস্য) অনুভাবতঃ (মাহাত্ম্যাৎ) অত্যগাৎ (অতিক্রান্তবান্) ॥ ৪৭

**মূলানুবাদ**।—হিরণ্যকশিপুও ভগবানের নিন্দা করিতে করিতে নরকে যাইবার যোগ্য হইয়াছিল, কিন্তু নিজপুত্র প্রহ্লাদের মাহাত্ম্যে তাহা অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ৪৭

**অন্বয়ঃ**।—[হে] বীরবর্য্য। (বীরশ্রেষ্ঠ।) পৃথ্ব্যাঃ পিতঃ। ("দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণা দুহিতৃবৎসলঃ" ইতি প্রাগুক্তেঃ পৃথিবীং প্রতি পৃথোঃ পিতৃভাবঃ প্রতিপাদিত এব, অতোঽত্র এতাদৃশ সম্বোধনং) যস্য (তব) সর্ব্বলোকৈকভর্ত্তরি (সর্ব্বেষাং লোকানাং প্রধানতমপ্রতিপালকে) অচ্যুতে (ভগবতি শ্রীহরৌ) ঈদৃশী ভক্তিঃ, [সঃ ত্বং] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহুনি বর্ষাণি ব্যাপ্য) সঞ্জীব (সুখেন জীব) ॥ ৪৮

**মূলানুবাদ**।—হে বীরশ্রেষ্ঠ পৃথিবীর পিতৃস্বরূপ মহারাজ পৃথু। সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় পালনকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি আপনার এরূপ ভক্তি, আপনি বহুকাল ব্যাপিয়া সুখে জীবনধারণ করুন ॥ ৪৮

**শ্রীধরটীকা**।—সাধুবাদমাহ পুত্রেণেতি ষড়্ভিঃ। যদ্‌যতো বেণোঽপি তমো নরকমত্যতরৎ অতিততার ॥ ৪৫—৪৮

**অন্বয়ঃ**।—[হে] পবিত্রকীর্ত্তে। অহো (হর্ষাতিশয়ে অব্যয়ম্), অদ্য (ইদানীং) বয়ং ত্বয়া নাথেনৈব হি মুকুন্দনাথাঃ (মুকুন্দঃ ভগবান্ নাথো যেষাং তে, ত্বাং প্রভুং প্রাপ্যৈব ভগবন্তং প্রভুং প্রাপ্তাঃ স্ম ইত্যর্থঃ) যঃ (ত্বম্) উত্তমঃশ্লোকতমস্য (পুণ্যকীর্ত্তিষু অগ্রগণ্যস্য) ব্রহ্মণ্যদেবস্য বিষ্ণোঃ কথাং ব্যনক্তি (বর্ণয়সি) ॥ ৪৯

**মূলানুবাদ**।—হে পবিত্রকীর্ত্তিসম্পন্ন মহারাজ। সম্প্রতি আপনি আমাদের অধিপতি হওয়াতে আমরা স্বয়ং শ্রীভগবান্‌কেই অধিপতিরূপে পাইলাম, যেহেতু আপনি সেই শ্রেষ্ঠ পুণ্যশ্লোক ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরির কথা ব্যক্ত করিতেছেন ॥ ৪৯

**শ্রীধরটীকা**।—মুকুন্দনাথাঃ স্মঃ। ত্বন্নাথত্বমেব মুকুন্দনাথত্বে পর্য্যবসিতমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—য ইতি ॥ ৪৯

**অন্বয়ঃ**।—[হে] নাথ। তব আজীব্যানুশাসনম্ (আশ্রিতজনান্ প্রতি সম্যক্ উপদেশপ্রদানম্) ইদং ন অত্যদ্ভুতং (ন অত্যন্তবিস্ময়জনকং), [যতঃ] করুণাত্মনাং (সদয়চেতসাং) মহতাং প্রজানুরাগঃ (প্রজাবর্গং প্রতি ঐকান্তিকী আসক্তিঃ) প্রকৃতিঃ (স্বভাবসিদ্ধা) ॥ ৫০

অদ্য নস্তমসঃ পারস্ত্বয়োপাসাদিতঃ প্রভো।
ভ্রাম্যতাং নষ্টদৃষ্টীনাং কর্ম্মভির্দৈবসংজ্ঞিতৈঃ॥ ৫১
নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে।
যো ব্রহ্ম ক্ষত্রমাবিশ্য বিভর্ত্তীদং স্বতেজসা॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

**মূলানুবাদ**।—হে প্রভো! প্রজাবর্গের প্রতি আপনার এরূপ যে উপদেশ প্রদান করা, ইহা বিশেষ বিস্ময়কর নহে, কারণ দয়ার্দ্রচিত্ত মহাত্মাদিগের প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত থাকাই স্বভাবসিদ্ধ॥ ৫০

**শ্রীধরটীকা**।—আজীবিনাং সেবকানাম্ আ সম্যগনুশাসনম্। প্রজাবনুরাগঃ প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ॥ ৫০

**অন্বয়ঃ**।—[হে] প্রভো! অদ্য (অধুনা) ত্বয়া দৈবসংজ্ঞিতৈঃ (প্রাক্তননামকৈঃ) কর্ম্মভিঃ ভ্রাম্যতাং (সংসারপথে বিচরণশীলানাং) নষ্টদৃষ্টীনাং (প্রতিহতবিবেকানাং) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) তমসঃ (অজ্ঞানস্য) পারঃ (অন্তঃ) উপাসাদিতঃ (প্রাপিতঃ)॥ ৫১

**মূলানুবাদ**।—হে প্রভো! আমরা প্রাক্তনকর্ম্মবশে বিবেকহীন হইয়া সংসারপথে বিচরণ করিতেছিলাম, আপনি আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিলেন॥ ৫১

**শ্রীধরটীকা**।—উপাসাদিতঃ প্রাপিতঃ। কর্ম্মভির্ভ্রাম্যতাম্॥ ৫১

**অন্বয়ঃ**।—যঃ (পরমপুরুষঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিম্) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিং) [ক্ষত্রম্ আবিশ্য চ ব্রহ্মকুলং, তদুভয়ঞ্চাবিশ্য] ইদং (বিশ্বং) স্বতেজসা (নিজমহিম্না) বিভর্ত্তি (রক্ষতি), [তস্মৈ] বিশুদ্ধসত্ত্বায় (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়) মহীয়সে পুরুষায় (পরমপুরুষায় তুভ্যং) নমঃ॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

**মূলানুবাদ**।—যে-পরমপুরুষ ব্রাহ্মণজাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয়জাতিকে, ক্ষত্রিয়জাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণজাতিকে এবং এই উভয়জাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, আপনি সেই মহামহিমশালী শুদ্ধসত্ত্বময় পরমপুরুষ, আপনাকে আমরা নমস্কার করি॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোধ্যায়ঃ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা**।—ঈশ্বরদৃষ্ট্যা বিপ্রাদয়োঽপি প্রণমন্তি নম ইতি। ব্রহ্মাবিশ্য ব্রাহ্মণজাতিমধিষ্ঠায় ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ং বিভর্ত্তি, ক্ষত্রঞ্চাবিশ্য ব্রহ্ম বিভর্ত্তি, তদুভয়ঞ্চাবিশ্য ইদং বিভর্ত্তি॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

**শ্রীভাগবতভানুবর্দ্ধিনী**—মহারাজ পৃথু প্রজাপুঞ্জের শিক্ষাদানচ্ছলে যেরূপ যুক্তি এবং ভক্তি ও জ্ঞানগত উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া পিতৃলোক, দেবতাগণ ও মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বহুতর স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বলিলেন—"হে মহারাজ! শাস্ত্রে যে আছে, পুত্র সুকৃতিশালী হইলে তাহার কর্ম্মফলে মাতা-পিতাও শুভগতি লাভ করেন, তাহা অতীব সত্য। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পুত্র প্রহ্লাদ ভগবানের পরমভক্ত ছিলেন, তাঁহারই সাধনবলে ভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজহস্তে হিরণ্যকশিপুর

উদ্ধারসাধন করেন। হে মহারাজ! আপনার পিতা বেণ যদিও কর্ম্মদোষে ব্রহ্মকোপানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি আপনার অসাধারণ সুকৃতিবলে তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি, আপনি সুদীর্ঘকাল সুখে জীবন ধারণ করিয়া পিতার ন্যায় স্নেহসহকারে পৃথিবী পালন করুন। আপনি শ্রীভগবানের পরমভক্ত, সুতরাং আপনি আমাদের সহায় থাকিলে স্বয়ং ভগবান্‌ও আমাদের সহায় থাকিবেন ইহা নিশ্চিত। আপনার হৃদয় অতি দয়ার্দ্র, প্রজাগণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ আপনি যে সকল উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদের সকল মোহ দূরীভূত হইয়াছে, আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ, সুতরাং আমরা আপনাকে নমস্কার করি"। এইরূপভাবে তাঁহারা সকলেই পৃথুর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া বিনীতচিত্তে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৪৫—৫২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

---

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

——•*•——

## দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——( :*: )——

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

জনেষু প্রগৃণৎস্বেবং পৃথুং পৃথুলবিক্রমম্। তত্রোপজগ্মুর্মুনয়শ্চত্বারঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ॥ ১

তাংস্তু সিদ্ধেশ্বরান্ রাজা ব্যোম্নোঽবতরতোঽর্চ্চিষা।

লোকানপাপান্ কুর্ব্বাণান্ সানুগোঽচষ্ট লক্ষিতান্॥ ২

তদ্দর্শনোদ্গতান্ প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুরিবোত্থিতঃ। সসদস্যানুগো বৈণ্য ইন্দ্রিয়েশো গুণানিব॥৩

**অন্বয়ঃ।**—পৃথুলবিক্রমং ( পৃথুলঃ মহান্ বিক্রমো যস্য তং ) পৃথুং জনেষু ( সভাসদ্‌বর্গেষু ) এবম্ ( উক্ত-প্রকারেণ ) প্রগৃণৎসু ( স্তুবৎসু সৎসু ) তত্র ( তস্মিন্ স্থানে ) সূর্য্যবর্চ্চসঃ ( সূর্য্যবৎ তেজস্বিনঃ ) চত্বারঃ মুনয়ঃ ( সনৎকুমারাদয়ঃ ) উপজগ্মুঃ ( সমাগতা বভূবুঃ )॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—প্রবলপরাক্রমশালী পৃথুকে সভাসদ্‌গণ এইরূপে প্রশংসা করিতে-ছেন,—এমন সময়ে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী চারিজন মুনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

দ্বাবিংশে তু পরং জ্ঞানং পৃথবে হরিশাসনাৎ। সনৎকুমারো ভগবানুপাদিশদিতীর্য্যতে॥ মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ॥১

**অন্বয়ঃ।**—ব্যোম্নঃ ( আকাশাৎ ) অবতরতঃ ( মর্ত্ত্যলোকং প্রতি আগচ্ছতঃ ) লোকান্ অপাপান্ (পাপ-হীনান্ ) কুর্ব্বাণান্ অর্চ্চিষা ( তেজসা ) লক্ষিতান্ ( দূরত এব পরিচিতান্ ) তান্ সিদ্ধেশ্বরান্ ( সনৎকুমারাদীন্ ) সানুগঃ ( অনুচরবৃন্দসহিতঃ ) রাজা ( পৃথুঃ ) অচষ্ট ( অপশ্যৎ )॥ ২

**মূলানুবাদ।**—সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই মুনিচতুষ্টয় যখন লোকের পাপক্ষয় করিতে করিতে আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখনই অনুচরবৃন্দ সহ রাজা পৃথু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাঁহাদের অসাধারণ জ্যোতিবশতঃ দূর হইতেই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যাইতেছিল॥ ২

**শ্রীধরটীকা।**—অর্চ্চিষা লক্ষিতান্ সনকাদয় ইতি জ্ঞাপিতান্ অচষ্ট অপশ্যৎ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—সসদস্যানুগঃ ( সভাসদ্ভিঃ অনুচরৈশ্চ সহ বর্ত্তমানঃ ) বৈণ্যঃ (পৃথুঃ) ইন্দ্রিয়েশঃ (জীবঃ) গুণানিব ( গন্ধাদীন্ প্রতি যথা উদ্গচ্ছতি তথা ) তদ্দর্শনোদ্গতান্ ( তেষাং মুনীনাং দর্শনেন উদ্গতান্ ঊর্দ্ধোত্থিতিপরায়ণান্ ) প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুরিব ( প্রত্যানয়িতুমিচ্ছুরিব ) উত্থিতঃ ( দণ্ডায়মানো বভূব )॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—জীব যেমন গন্ধাদি গুণ গ্রহণ করিবার জন্য তাহার প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ উক্ত মুনিচতুষ্টয়কে দেখিয়া সভাসদ্‌গণ ও অনুচরবর্গসহ রাজা পৃথুর প্রাণ তাঁহাদের প্রতি ছুটিয়া যাইতেছিল, তাহা ফিরাইয়া রাখিবার জন্যই বুঝি পৃথু দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন॥ ৩

গৌরবাদ্‌যন্ত্রিতঃ সভ্যঃ প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ। বিধিবৎ পূজয়াঞ্চক্রে গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্ ॥ ৪

তৎপাদশৌচসলিলৈর্মার্জ্জিতালকবন্ধনঃ। তত্র শীলবতাং বৃত্তমাচরন্মানয়ন্নিব ॥ ৫

হাটকাসন আসীনান্ স্বধিষ্ণ্যেম্বিব পাবকান্। শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ প্রীতঃ প্রাহ ভবাগ্রজান্ ॥ ৬

শ্রীপৃথুরুবাচ।

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ। যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দ্দর্শানাঞ্চ যোগিভিঃ ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা।**—তেষাং দর্শনেনোদ্গতান্ প্রাণান্ প্রাপ্ত, মিচ্ছুরিব। অয়ং ভাবঃ—উর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি। প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যত ইতি স্মৃতেঃ, প্রাণাস্তাবৎ তত্তেজসাক্ষিপ্তাস্তান্ প্রত্যুদ্গচ্ছন্তি, অতঃ স্বয়মনুদ্গচ্ছতঃ প্রাণহানিঃ স্যাদিতি ভয়াদিব সসম্ভ্রমং প্রত্যুদ্গমং চকারেতি। সদসদস্পৃষ্টৈরনুগৈশ্চ বর্ত্তমানঃ। ইন্দ্রিয়েশো জীবঃ গুণান্ গন্ধাদীন্ প্রতি যথা উদগচ্ছতীতি ঔৎসুক্যে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—সভ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) গৌরবাৎ (তেষাং মুনীনাং গৌরববশাৎ) যন্ত্রিতঃ (বশীকৃতচিত্তঃ) প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ (বিনয়ানতগ্রীবঃ সন্) [পৃথুঃ] গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্ (গৃহীতম্ অধ্যর্হণম্ অর্ঘ্যম্ আসনঞ্চ যৈঃ তান্ মুনীন্) বিধিবৎ পূজয়াঞ্চক্রে ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—পৃথু সেই মুনিগণের গৌরবে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইলেন। তাঁহারা আসন ও অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিয়া তিনি তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিলেন ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—যন্ত্রিতো বশীকৃতঃ। গৃহীতমধ্যর্হণমর্ঘ্যমাসনঞ্চ যৈস্তান্ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—তত্র (তদা) [পৃথুঃ] তৎপাদশৌচসলিলৈঃ (তেষাং মুনীনাং পদপ্রক্ষালন-জলৈঃ) মার্জ্জিতালকবন্ধনঃ (প্রক্ষালিতকেশবন্ধঃ সন্) শীলবতাং বৃত্তং মানয়ন্নিব ("সুশীলৈঃ এবমেব বর্ত্তিতব্যম্" ইতি জ্ঞাপয়ন্নিব) আচরৎ (স্বয়ং শিষ্টাচারং কৃতবান্) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—পৃথু তৎকালে মুনিদিগের চরণ প্রক্ষালিত করিয়া সেই জলে আপন কেশরাশি ধৌত করিলেন। তাঁহার এই সকল শিষ্টাচারে ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল যে—সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের এইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—মার্জ্জিতং ক্ষালিতমলকবন্ধনং কেশবন্ধনং যস্য। মানয়ন্নিব স্বয়ং চকার ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ প্রীতঃ (পৃথুঃ) স্বধিষ্ণ্যেষু (স্ব-স্বস্থানেষু, আসীনানিতি সম্বধ্যতে) পাবকানিব (অগ্নীন্ ইব) হাটকাসনে (স্বর্ণনির্ম্মিত আসনে) আসীনান্ (উপবিষ্টান্) ভবাগ্রজান্ (ভবঃ শিবঃ, তস্য অগ্রজান্ পূর্ব্বজাতান্, ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিবিস্তারদশায়াং রুদ্রমূর্ত্তেঃ শিবস্য উৎপত্তেঃ প্রাগেব এতেষাং সনৎকুমারাদীনামুৎপত্তিরিতি তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিতং) [তান্ মুনীন্] প্রাহ (কথিতবান্) ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—রুদ্রদেবের অগ্রজ মুনিচতুষ্টয় স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করিলে, অগ্নিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা হইল। মহারাজ পৃথু শ্রদ্ধা ও সংযম সহকারে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—ভবস্যাপি অগ্রজত্বেন মান্যান্ ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।** [হে] মঙ্গলায়নাঃ! (মঙ্গলগতয়ঃ!) অহো! (স্বীয়পুণ্যাতিশয়ে বিস্ময়বোধকমব্যয়মিদং) মে (ময়া) কিং মঙ্গলম্ আচরিতং (ন জানে কিয়দিব মঙ্গলং কৃতবানস্মীতি ভাবঃ) যস্য (মম) যোগিভিশ্চ দুর্দ্দর্শানাং (যোগিভিরপি দুর্লভদর্শনানাং) বঃ (যুষ্মাকং) দর্শনং হি আসীৎ (সাক্ষাৎকারো হি জাতঃ) ॥ ৭

কিং তস্য দুর্লভতরমিহ লোকে পরত্র চ। যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি শিব বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ ॥ ৮
নৈব লক্ষয়তে লোকো লোকান্ পর্য্যটতোঽপি যান্।
যথা সর্ব্বদৃশং সর্ব্ব আত্মানং যেঽস্য হেতবঃ ॥ ৯
অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ। যদ্‌গৃহা হৰ্হবৰ্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ১০
ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ। যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১

**মূলানুবাদ**।—শ্রীপৃথু বলিলেন—হে মুণিগণ। মঙ্গলময়স্থানেই আপনাদের গতি হয়। অহো! আমি যেন কতই মঙ্গল আচরণ করিয়াছি, যেহেতু আপনাদের দর্শন পাওয়া যোগিদিগের পর্যন্ত দুর্লভ হইলেও আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে॥ ৭

**অন্বয়ঃ**।—যস্য (যং প্রতি) বিপ্রাঃ (ভবাদৃশা ব্রাহ্মণাঃ) সানুগঃ (সানুচরঃ) শিবঃ বিষ্ণুশ্চ প্রসীদন্তি (প্রসন্না ভবন্তি), তস্য ইহলোকে পরত্র চ (পরলোকে) কিং দুর্লভতরম্ (একান্ততঃ অপ্রাপ্যং কিমস্তি? ন কিমপি)॥ ৮

**মূলানুবাদ**।—ভবাদৃশ ব্রাহ্মণগণ এবং অনুচরবর্গসহ শিব ও বিষ্ণু যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার পক্ষে ইহকাল বা পরকালে কোন্ বস্তু দুর্লভ?॥ ৮

**শ্রীধরটীকা**।—প্রীতঃ প্রাহ ইত্যুক্তং, তদেব প্রীতিপূর্ব্বকং বচনমাহ অহো ইতি দশভিঃ। হে মঙ্গলায়নাঃ। মঙ্গলময়নং যেষাম্। ময়া কিং মঙ্গলমাচরিতম্? যস্য মে যোগিভিরপি দুর্দ্দর্শানাং বো দর্শনম্॥ ৭।৮

**অন্বয়ঃ**। যে (ব্রহ্মমরীচিমন্বাদয়ঃ) অস্য (জগতঃ) হেতবঃ (কারণস্বরূপাঃ), [তে] সর্ব্বে সর্ব্বদৃশং (সর্ব্বান্তর্য্যামিণম্) আত্মানং (পরমাত্মস্বরূপং ভগবন্তং) যথা (ন লক্ষয়ন্তি, তথা) লোকান্ (সর্ব্বভুবনানি) পর্য্যটতোঽপি (বিচরতোঽপি) যান্ (যুষ্মান্) লোকঃ নৈব লক্ষয়তে (দ্রষ্টুং নৈব শক্নোতি)॥ ৯

**মূলানুবাদ**।—ব্রহ্মা, মরীচি, মনু প্রভৃতি যাঁহারা এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারাও যেমন সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ আপনারা সকল ভুবনে বিচরণশীল হইলেও লোকে আপনাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না॥ ৯

**শ্রীধরটীকা**।—দুর্দ্দর্শত্বমাহ নৈবেতি। সর্ব্বাদৃশমাত্মানং যথা সর্ব্বে দ্রষ্টা ন লক্ষয়ন্তে। যে অস্য বিশ্বস্য হেতবো মহদাদয়ো মন্বাদয়ো বা। যদ্বা কথম্ভূতান্? যে অস্য সর্ব্বদৃগাত্মদর্শনস্য হেতবস্তান্॥ ৯

**অন্বয়ঃ**—যদ্‌গৃহাঃ (যেষাং গৃহস্থানাং গৃহাঃ) অর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ (অর্হাণাং পূজ্যানাং বর্য্যানি সাদরং গ্রাহ্যাণি অম্বু জলং তৃণম্ আসনং, ভূমিঃ, ঈশ্বরঃ, গৃহস্বামী, অবরাঃ ভৃত্যাদয়শ্চ যত্র, তে তথাবিধা ভবন্তি) তে হি সাধবঃ গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থাঃ) অধনা অপি (দরিদ্রা অপি) ধন্যাঃ॥ ১০

**মূলানুবাদ**।—যাঁহাদের গৃহে পূজনীয় ব্যক্তিগণ জল, তৃণাসন, ভূমি (স্থান), গৃহস্বামী ও তাঁহার ভৃত্যাদি পরিজনবর্গকে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই সকল গৃহস্থগণ দরিদ্র হইলেও তাঁহারা ধন্য॥ ১০

**শ্রীধরটীকা**।—যেষাং সাধূনাং গৃহাঃ অর্হাণাং পূজ্যানাং বর্য্যাঃ বরণীয়াঃ স্বীকারার্হাঃ অম্বাদয়ো যেষু তদৃশাঃ। অম্বু চ তৃণঞ্চ ভূমিশ্চ ঈশ্বরো গৃহস্বামী চ অবরা ভৃত্যাদয়শ্চ॥ ১০

**অন্বয়ঃ**।—যদ্‌গৃহাঃ (যে গৃহাঃ) তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ (তীর্থপাদঃ ভগবান্ ভক্তাঃ যে যে তীর্থপাদীয়াঃ ভগবদ্ভক্তাঃ, তেষাং পাদজলেন তীর্থেন প্রক্ষালনেন বিবর্জ্জিতাঃ অসংস্পৃষ্টাঃ) তে (গৃহাঃ) অরিক্তাখিলসম্পদঃ অপি (সর্ব্বসম্পৎপরিপূর্ণা অপি) ব্যালালয়দ্রুমাঃ (সর্পালীনামাবাসবৃক্ষতুল্যাঃ)॥ ১১

স্বাগতং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্‌ব্রতানি মুমুক্ষবঃ। চরন্তি শ্রদ্ধয়া ধীরা বালা এব বৃহন্তি বৈ ॥ ১২
কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্। ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৩
ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে। কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৪
তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ সুহৃদো বস্তপস্বিনাম্। সংপৃচ্ছে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঞ্জসা ভবেৎ ॥১৫

মূলানুবাদ।—যে-গৃহে ভগবদ্‌ভক্তের শ্রীচরণরূপ তীর্থের সংস্পর্শ না ঘটে, সেই গৃহ,—সকল সম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও তাহা সর্পাদিগের আবাসবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত হেয় ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—ব্যালানামালয়া বৃক্ষা এব তে, অবিরিক্তাঃ পূর্ণা অখিলাঃ সম্পদো যেষু তাদৃশা অপি। যদ্‌গৃহা যে গৃহাঃ, তীর্থপাদীয়াঃ বৈষ্ণবাঃ, তেষাং পাদতীর্থেন বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[হে] দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ। বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতম্ (অবশ্যং কুশলেনৈবাগমনং জাতং), যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) বালা এব (বাল্যকালাদারভ্যৈব) ধীরাঃ (একাগ্রচিত্তাঃ ভবন্তঃ) মুমুক্ষবঃ (মুক্তিমার্গানুসারিণঃ সন্তঃ) শ্রদ্ধয়া বৃহন্তি বৈ (মহান্ত্যেব) ব্রতানি (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাদীনি) চরন্তি (অনুতিষ্ঠন্তি) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—হে দ্বিজোত্তমগণ। আপনারা অবশ্য কুশলেই আগমন করিয়াছেন, কারণ বাল্যকাল হইতেই আপনারা একাগ্রচিত্তে মুক্তিপথ অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি মহা মহা ব্রত আচরণ করিতেছেন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—স্বাগতং ভদ্রমাগমনং জাতং, যদ্ যস্মাদ্ বালা এব সন্তো ভবন্তো বৃহন্তি ব্রতানি চরন্তি। যদ্বা যেষাং বো ব্রতানি অন্যে বালাশ্চরন্তি ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—[হে] নাথাঃ। ব্যসনাবাপে (ব্যসনানি আ সমন্তাৎ উপ্যন্তে প্রাপ্যন্তে অস্মিন্ ইতি ব্যসনাবাপে নানাবিধব্যসনপ্রাপ্তিক্ষেত্রে) এতস্মিন্ (সংসারে) স্বকর্ম্মভিঃ পতিতানাং (স্ব-স্বকর্ম্মানুসারেণ সমাগতানাম্) ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাং (ইন্দ্রিয়ার্থং রূপরসাদিকং ভোগ্যবিষয়মেব অর্থং পরমার্থং বিদন্তি যে তেষাং) নঃ (অস্মাকং) কুশলং কচ্চিৎ? (কথমপি মঙ্গলং সম্ভবতি কিং?) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—হে প্রভুগণ। নানাপ্রকার বিপৎপ্রাপ্তির আধারস্বরূপ এই সংসারক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সমাগত হইয়া আমরা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়কেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, আমাদের কোনরূপে মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি? ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[নন্বভ্যাগতানামস্মাকমেব কুশলং ত্বয়া প্রষ্টব্যং, কিমিতি "কচ্চিন্নঃ কুশলম্" ইত্যাদিনা আত্মকুশলমেব পৃচ্ছসি ইত্যাশঙ্কায়ামাহ] যত্র (যেষু ভবৎসু) কুশলাকুশলাঃ (মঙ্গলামঙ্গলবিষয়াঃ) মতিবৃত্তয়ঃ (বুদ্ধিব্যাপারাঃ) ন সন্তি, [তেষু] আত্মারামেষু (আত্মতত্ত্বৈকধ্যাননিরতেষু) ভবৎসু কুশলপ্রশ্নঃ ন ইষ্যতে (ন সুসঙ্গচ্ছতে) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—আপনাদের কুশল জিজ্ঞাসা করা বিফল, কারণ আপনারা সর্ব্বদা পরমাত্মধ্যানেই ব্যাপৃত, মঙ্গল অমঙ্গল বিষয়ে আপনাদের বুদ্ধি কখনও ধাবিত হয় না। ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—ইন্দ্রিয়ার্থা বিষয়াঃ তানেবার্থং পুরুষার্থং যে বিদন্তি তেষাং নঃ। ব্যসনানি সমন্তাদুপ্যন্তে যস্মিন্ সংসারে ॥ ১৩ ॥ নন্বভ্যাগতানাং কুশলং পৃচ্ছন্তি লোকে, ন আত্মনঃ, তত্রাহ ভবৎস্বিতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) কৃতবিশ্রম্ভঃ (ভবৎসু দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্নঃ) অহং তপস্বিনাম্ (অনুকম্পার্হাণাং সংসারসন্তপ্তানাং) সুহৃদঃ (পরমহিতৈষিণো যুষ্মান্) অত্র (কুশলবিষয়ে) সংপৃচ্ছে (পৃচ্ছামি),

ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ। স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ ॥ ১৬

[ প্রশ্নবিষয়ং বিবৃণোতি ] এতস্মিন্ ভবে ( সংসারে ) কেন ( উপায়েন ) অঞ্জসা ( অনায়াসেন ) ক্ষেমঃ ( ক্ষেমং মঙ্গলমিত্যর্থঃ ) ভবেৎ ? ॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—আপনারা সংসারতপ্ত ব্যক্তিদিগের পরমহিতৈষী, অতএব আমি আপনাদের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—এ সংসারে কি উপায়ে অনায়াসে মঙ্গল লাভ হইতে পারে? ॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—তৎ তস্মাৎ কৃতবিশ্বাসঃ সন্ তপস্বিনাং সন্তপ্তানাং সুহৃদো বো যুষ্মান্ পৃচ্ছামি ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—[ এতে যূয়ং সাক্ষাদ্ ভগবানেব ইত্যাহ ] আত্মবতাং ( প্রশস্ত আত্মা যেষাং তে আত্মবন্তঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণাঃ, তেষাম্ ) আত্মা ( আত্মবৎ প্রীতিবিষয়ীভূতঃ ) স্বানাং ( স্বেষাং স্বীয়ভক্তানামিত্যর্থঃ ) আত্মভাবনঃ ( আত্মপ্রকাশকারী ) সিদ্ধরূপী অজঃ নিত্যঃ ) ভগবান্ ( স্বয়ং শ্রীহরিরেব ) ব্যক্তং ( নিশ্চিতম্ ) অনুগ্রহায় ইমাং ( পৃথ্বীং ) চরতি ( পর্য্যটতি ) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে প্রাণের ন্যায় ভালবাসেন এবং যিনি ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই নিত্যপুরুষ শ্রীভগবান্ই অনুগ্রহ বিতরণের জন্য এই পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতেছেন ॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা।**—ন খলু অন্যযোগিতুল্যা যূয়ং, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবানেবেত্যাহ। ব্যক্তং নিশ্চিতম্ আত্মবতাং ধীরাণাম্ আত্মা তেষামাত্মত্বেন প্রকাশমানঃ, আত্মানং ভাবযতি প্রকাশযতীতি তথা, অজঃ শ্রীনারায়ণঃ ইমাং পৃথ্বীং চরতি ॥ ১৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে পৃথুর যজ্ঞ উপলক্ষে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, রাজর্ষি ও অন্যান্য প্রজাপুঞ্জের উপস্থিতিতে যে মহতী সভা হইয়াছিল, তাহাতে পৃথু প্রজাবর্গের শিক্ষার্থ যুক্তি ও ভক্তিপূর্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সভ্যগণ সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছিলেন। সকলে ঐরূপ প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাওয়া গেল যে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী চারিজন মুনি আকাশপথে আসিয়া ক্রমশঃ সেইস্থানে অবতীর্ণ হইতেছেন। কোনও অধিকতর সম্মানী ব্যক্তিকে আসিতে দেখিলে শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাণের মধ্যে এমন একটি গৌরবের আকর্ষণ উপস্থিত হয় যে—প্রাণ যেন ঊর্দ্ধপথে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিতে চায়, তখন শারীরিক উত্থান ও অভিবাদনাদি ব্যাপার সম্পাদিত হইলে তবে তাহা 'প্রাণ) আবার প্রকৃতিস্থ হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে—"ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি। প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥" এস্থলে উক্ত মুনিচতুষ্টয়ের অবতরণ কালে তাঁহাদের পবিত্র তেজঃপুঞ্জের মধ্যে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা মাত্রেই পৃথুর সেইরূপ অবস্থা হইল, সুতরাং তিনি প্রাণের আকর্ষণে প্রত্যুত্থানাদি পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন এবং আসন ও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলেন। ইঁহারা সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নামক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে প্রসিদ্ধ মুনিচতুষ্টয়। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে পৃথু অবনতমস্তকে স্বহস্তে তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া সেই জলে নিজ মস্তক অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভুগণ। আমরা সেই সকল সংসারী, যাহারা নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে এই নানাবিধ বাসনাকীর্ণ সংসারে আসিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ-রসাদি বিষয়গুলিকেই পরমার্থ মনে করিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমাদের কি কোন প্রকার মঙ্গলময় গতি হইতে পারে? আপনারা সাধারণ মুনি নহেন, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ই লোকের মঙ্গলার্থ আপনাদের এই মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃই আমি শ্রদ্ধা করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পৃথোস্তৎ সূক্তমাকর্ণ্য সারং সুষ্ঠু, মিতং মধু। স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ॥ ১৭

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহারাজ সর্ব্বভূতহিতাত্মনা। ভবতা বিদুষা চাপি সাধূনাং মতিরীদৃশী॥ ১৮

সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ। যৎ সম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্‌॥ ১৯

পৃথুর এইরূপ প্রশ্নবৃত্তান্তে মনে হইতে পারে যে—ইহাতে পৃথুর শিষ্টাচারের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, কারণ কোনও ব্যক্তি সমাগত হইলে প্রথমতঃ তাঁহারই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা না করিয়া কিসে নিজের মঙ্গল হইবে তাহাই যদি কেবল অনুসন্ধান করা হয়, তবে তাহা ত নিতান্ত স্বার্থপরতা। অতএব পৃথুর পক্ষেও মুনিগণের কুশল জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল সত্য। কিন্তু তিনি কেন তাহা করেন নাই, তাহা নিজেরই কথার কৌশলে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে। কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ॥" বিজ্ঞব্যক্তির বাক্যের কৌশল স্বতন্ত্র, তাই এই শ্লোকে পৃথু বলিয়াছেন—"আপনাদের সম্বন্ধে কুশল জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক মনে করি, কারণ আপনারা "আত্মারাম" অর্থাৎ পরমাত্মচিন্তাতেই মগ্ন, বাহ্যিক মঙ্গলামঙ্গল কখন কি হইল, বা না হইল, সে দিকে আপনাদের কদাচ লক্ষ্য নাই, সুতরাং আপনাদের নিকট হইতে সে মঙ্গলামঙ্গলের উত্তর পাওয়াও সম্ভবপর হইবে না। তবে আপনারা সংসারতাপদগ্ধ নিরীহ ব্যক্তিবর্গের প্রতি পরম দয়াবান্‌, সুতরাং তাহাদের ভাল মন্দ সমস্তই আপনারা চিন্তা করিয়া থাকেন, এই বিশ্বাসে মাদৃশ সংসারীর মঙ্গলের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছি"। পৃথুর এই সকল বাক্যে কুশল প্রশ্ন অপেক্ষাও অধিকতর অভ্যর্থনা এবং সাতিশয় শিষ্টাচার প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তাহাতে আর কাহারও অনুযোগের কোনও পথ নাই॥ ১—১৬

**অন্বয়ঃ।**—পৃথোঃ তৎ (প্রাগুক্তং) সারং (সুযুক্তিপূর্ণং) সুষ্ঠু (অর্থগাম্ভীর্য্যযুক্তং) মিতং (স্বল্পাক্ষরং) মধু (শ্রুতিমধুরং) সূক্তং (শোভনবাক্যম্‌) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) কুমারঃ (সনৎকুমারঃ) প্রীত্যা (আনন্দেন হেতুনা) স্ময়মান ইব (ঈষৎ হাস্যমিব কুর্ব্বন্‌) প্রত্যুবাচ হ (প্রত্যুক্তবান্‌ "হ" ইতি পাদপূরণে অব্যয়ম্‌)॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—পৃথুর সেই যুক্তিপূর্ণ অর্থগৌরবসম্পন্ন সংক্ষিপ্তভাবে কথিত শ্রুতিমধুর বাক্য শুনিয়া সনৎকুমার আনন্দে যেন মৃদুহাস্য করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—সূক্তং শোভনং বচনং, সারং ন্যায্যং, সুষ্ঠু গম্ভীরার্থং, মিতমল্পাক্ষরং, মধু শ্রোত্রপ্রিয়ম্‌। মুখপ্রসত্ত্যা স্ময়মান ইব প্রতীয়মানঃ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—[হে] মহারাজ। সর্ব্বভূতহিতাত্মনা (সর্ব্বজীবমঙ্গলকামেন) বিদুষা চাপি (জানতাঽপি) ভবতা সাধু পৃষ্টং (সুষ্ঠু জিজ্ঞাসিতম্‌), সাধূনাং মতিঃ ঈদৃশী (সর্ব্বকল্যাণকরবিষয়ানুশীলনতৎপরা, ভবতীতি শেষঃ)॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—শ্রীসনৎকুমার বলিলেন—হে মহারাজ। আপনি স্বয়ং জ্ঞানবান্‌ হইয়াও সর্ব্বজীবের মঙ্গল-কামনায় যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা উত্তম। সাধুলোকের বুদ্ধিবৃত্তি এইরূপই হইয়া থাকে॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—বিদুষা জানতাপি। ঈদৃশী পরার্থৈবপরা॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—উভয়েষাং সাধূনাং সঙ্গমশ্চ (মিলনশ্চ) সম্মতঃ খলু (সর্ব্বেষামেব অভিমতঃ), যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) সম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ (তয়োঃ প্রশ্নোত্তরাদিবাক্যসমূহঃ) সর্ব্বেষাং (প্রশ্নকর্ত্তুঃ, উত্তরদাতুঃ, শ্রোতৃবর্গাণাঞ্চ) শং (মঙ্গলং) বিতনোতি (বর্দ্ধয়তি)॥ ১৯

অস্ত্যেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ পদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে।
রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ॥ ২০
শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা॥ ২১
সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—উভয় সাধুপুরুষের যে সম্মিলন, তাহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়, যেহেতু তাঁহাদের পরস্পরের প্রশ্নোত্তরাদি কথোপকথনসমূহ প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তরদাতা ও শ্রোতা প্রভৃতি সকলেরই মঙ্গল পরিবর্দ্ধিত করে॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—স্বয়মপি পৃথোঃ সঙ্গমভিনন্দতি—সঙ্গম ইতি। উভয়েষাং বক্তৄণাং শ্রোতৄণাঞ্চ। যেষাং সম্ভাষণসহিতঃ সংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং শং সুখং বিস্তারয়তি॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—[হে] রাজন্! মধুদ্বিষঃ (শ্রীহরেঃ) পদারবিন্দস্য (পাদপদ্মস্য) গুণানুবাদে (গুণকথানুশীলনে) নৈষ্ঠিকী রতিঃ (আত্যন্তিকী আসক্তিঃ) যা অন্তরাত্মনঃ (অন্তঃকরণস্য) কষায়ং (ধাত্বাদিরাগবৎ অনিবর্ত্ত্যপ্রায়ং) কামং মলং (কামনারূপং মলং) বিধুনোতি (দূরীকরোতি), দুরাপা (দুষ্প্রাপ্যা) [সা রতিঃ] ভবতঃ সদা অস্ত্যেব (অবশ্যমেব বিদ্যতে)॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—হে মহারাজ! যাহা অন্তরের কামনারূপ দুরপনেয় মল বিদূরিত করে, সেই শ্রীহরির পাদপদ্মের গুণকথা-পর্য্যালোচনায় ঐকান্তিক অনুরাগ আপনাতে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে ইহা সুনিশ্চিত॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—তদেবং সঙ্গমং প্রশ্নঞ্চাভিনন্দ্য অনুবাদমুখেনৈব মোক্ষসাধনমুপদিশতি—অস্ত্যেবেতি। গুণানামনুবাদনে প্রশ্নদ্বারেণানুবাদপ্রবর্ত্তনে, শ্রবণ ইত্যর্থঃ। আত্মনো মনসোঽন্তঃ অন্তঃস্থং কামাত্মকং মলং বিধুনোতি। কষায়ং ধাতুরাগবদনিবর্ত্ত্যম্॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—আত্মব্যতিরিক্তে (দেহাদৌ) অসঙ্গঃ (অনাসক্তিঃ), নির্গুণে ব্রহ্মণি (পরব্রহ্মস্বরূপে) আত্মনি চ যা দৃঢ়া রতিঃ (আসক্তিঃ), ইয়ানেব (এতাবানেব) সধ্র্যগ্বিমৃশেষু (সম্যগ্বিচারযুক্তেষু) শাস্ত্রেষু নৃণাং ক্ষেমস্য (যথার্থমঙ্গলস্য) হেতুঃ [ইতি] সুনিশ্চিতঃ (কারণতয়া অবধারিতঃ)॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—আত্মভিন্ন দেহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং পরমব্রহ্মস্বরূপ আত্মার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, ইহাই সম্যক্ বিচারযুক্ত শাস্ত্রে লোকের যথার্থ মঙ্গলের কারণ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—চিত্তশুদ্ধ্যৈব বহির্বৈরাগ্যমাত্মরতিশ্চ ভবতি। ন চ ততোঽধিকং সাধনমস্তি, শাস্ত্রেষু তয়োরেব মোক্ষহেতুত্বনিশ্চয়াদিত্যাহ—শাস্ত্রেষ্বিতি। সধ্র্যগ্বিমৃশেষু সম্যগ্বিচারবৎসু শাস্ত্রেষু ক্ষেমস্য হেতুরেতাবানেব সুনিশ্চিতঃ। কোঽসৌ? আত্মব্যতিরিক্তে দেহাদৌ অসঙ্গো বৈরাগ্যম্, আত্মনি চ দৃঢ়া রতিঃ প্রীতিঃ, আত্মনো বিশেষণম্—নির্গুণে ব্রহ্মণীতি॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—[নৃণাং মঙ্গলস্য সা কারণদ্বয়ী কেনোপায়েন জায়তে ইতি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণয়তি—] শ্রদ্ধয়া, ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া (ভগবতঃ প্রীতিহেতবো যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রপ্রতিপাদিতাঃ, তেষাং চর্য্যয়া আচরণেন), জিজ্ঞাসয়া (তত্ত্ববোধেচ্ছয়া) আধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া (জ্ঞানযোগপরায়ণতয়া) যোগেশ্বরোপাসনয়া (ভগবতঃ আরাধনয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) পুণ্যয়া (পবিত্রয়া) পুণ্যশ্রবঃকথয়া চ (পুণ্যশ্রবসঃ পুণ্যকীর্ত্তেঃ শ্রীহরেঃ কথয়া চ গুণবাদাদ্যালোচনেন চ) সা (ব্রহ্মণি রতিঃ, অনাত্মনি অসঙ্গশ্চ ইতি কারণদ্বয়ী) ["স্যাৎ" ইতি চতুর্থশ্লোকে সম্বন্ধঃ]॥ ২২

অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ ॥ ২৩
অহিংসয়া পারমহংস্যচর্য্যযা স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা।
যমৈরকামৈর্নিয়মৈরনিন্দয়া * নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—শ্রদ্ধা, শ্রীভগবানের প্রীতিজনক ধর্ম্মানুষ্ঠান, জাগতিক তত্ত্ব বুঝিবার আগ্রহ, শ্রীভগবানের আরাধনা এবং সর্ব্বদা পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীভগবানের পবিত্র কথা আলোচনা ইত্যাদি দ্বারা সেই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে রতি ও দেহাদিতে অনাসক্তি, (এই দুইটি কারণ জন্মিয়া থাকে) ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—নম্বেতাবদেব তাবদতিদুর্লভমিত্যাশঙ্ক্য উত্তমাধিকারিণঃ শ্রবণমাত্রেণ ভবতি, অন্যস্য তু চিত্তশুদ্ধ্যনুসারেণ সাধনতারতম্যাৎ বর্দ্ধমানয়া ভক্ত্যেত্যভিপ্রেত্যাহ—সেতি চতুর্ভিঃ। সা ব্রহ্মণি রতিরসঙ্গশ্চ শ্রদ্ধাদিভিঃ স্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। জিজ্ঞাসয়া তত্ত্ববিশেষবুভুৎসয়া। পুণ্যং শ্রবো যশো যস্য তস্য হরেঃ পুণ্যয়া কথয়া চ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া (অর্থারামাঃ ধনসঞ্চয়তৎপরাঃ ইন্দ্রিয়ারামাঃ, ভোগাসক্তাঃ, তৈঃ সহ যা গোষ্ঠী মিলনং, তত্র অতৃষ্ণয়া অনিচ্ছয়া), তৎসম্মতানাং (তৈঃ সম্মতানাম্ অর্থকামাদীনাম্) অপরিগ্রহেণ চ (অগ্রহণেন চ), হরেঃ (ভগবতঃ) গুণপীযূষপানাৎ বিনা বিবিক্তরুচ্যা (নির্জ্জনপ্রিয়তয়া) আত্মনি পরিতোষে চ (আত্মমাত্রচিন্তায়ামেব সন্তোষে জাতে চ, সা স্যাদিতি) [যদা তু জনসঙ্ঘমধ্যে অনাত্মবিষয়ানুশীলনে চ ভগবতো গুণামৃতপানং সম্ভবেৎ, তদা নির্জ্জনরুচিঃ আত্মনি পরিতোষশ্চ অনাবশ্যক ইতি ভাবঃ] ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—যে সকল লোক অর্থ ও ইন্দ্রিয়ের সেবায় রত, তহাদের সহিত সংসর্গে বিতৃষ্ণা এবং সেই সকল ব্যক্তির প্রিয় অর্থ ও কাম উপভোগে নিবৃত্ত থাকা, অপিচ শ্রীভগবানের গুণামৃত পানের সম্ভাবনা-ব্যতিরেকে জনসঙ্গ ও দেহাদি বিষয়ের পর্য্যালোচনা ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনপ্রিয়তা, ও কেবল আত্মাতেই অনুরাগ, (এই সকল উপায় দ্বারা সেই কারণদ্বয় জন্মে) ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—অর্থারামা অর্থনিষ্ঠাস্তামসাঃ, ইন্দ্রিয়ারামাঃ কামনিষ্ঠা রাজসাঃ, তৈ সহ যা গোষ্ঠী তস্যামতৃষ্ণয়া। তেষাঞ্চ যে সম্মতাঃ অর্থাঃ কামাশ্চ তেষামপরিগ্রহে অনাসক্ত্যা। বিবিক্তে বিজনে যা রুচিস্তয়া, সা চ আত্মন্যেব পরিতোষে সতি স্যাৎ কিন্তু হরের্গুণপীযূষপানাদ্বিনা। তস্মিন্ সতি বিবিক্তে রুচির্ন কার্য্যা, ন চাত্মনি পরিতোষঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

**অন্বয়।**—অহিংসয়া, পারমহংস্যচর্য্যযা (নিবৃত্তিপ্রধানয়া বৃত্ত্যা), স্মৃত্যা (আত্মহিতানুসন্ধানেন), মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা (ভগবচ্চরিতরূপশ্রেষ্ঠসুধাস্বাদনেন) যমৈঃ (সংযমৈঃ) নিয়মৈঃ (শৌচাদিভিঃ), অকামৈঃ (কামনাত্যাগৈঃ), অনিন্দয়া (ধর্ম্মান্তরাদেরনিন্দনেন,) নিরীহয়া (নিস্পৃহতয়া) দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দসহিষ্ণুতয়া চ, স্যাদিতি শেষঃ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—অহিংসা, নিবৃত্তিপরায়ণতা, আত্মহিতের অনুসন্ধান, শ্রীভগবানের চরিত্ররূপ অমৃত-পানে তৎপরতা, সংযম, কামনা ত্যাগ, শৌচাদি নিয়ম, কোনও ধর্ম্মের নিন্দা না করা, ব্যগ্রতাপরিত্যাগ ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহন, [এই সকল উপায় দ্বারা সেই কারণদ্বয় জন্মে।] ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা।**-পারমহংস্যচর্য্যযা উপশমাদিপ্রধানয়া বৃত্ত্যা, স্মৃত্যা আত্মহিতানুসন্ধানেন। মুকুন্দচরিতমেবাগ্র্যং সীধু শ্রেষ্ঠমমৃতং, তচ্চরিতস্মৃতিসুখেনেত্যর্থঃ। মার্গান্তরস্যানিন্দয়া। নিরীহয়া যোগমোক্ষার্থক্রিয়া-রাহিত্যেন। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনেন ॥ ২৪

* ক্বচিদপি মুদ্রিতপুস্তকে "নিয়মৈশ্চাপ্যনিন্দয়া" ইতি পাঠো দৃশ্যতে, স তু ন সম্যক্, নিরর্থকচ্ছন্দোভঙ্গদুষ্টত্বাৎ।

হরের্মুহুস্তৎপরকর্ণপূরগুণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া।
ভক্ত্যা হ্যসঙ্গঃ সদসত্যনাত্মনি স্যান্নির্গুণে ব্রহ্মণি চাঞ্জসা রতিঃ॥ ২৫
যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমানাচার্য্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা।
দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোশং পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ॥ ২৬
দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্গুণো নৈবাত্মনো বহির্বন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) হরেঃ (শ্রীভগবতঃ, "গুণাভিধানেন" ইত্যস্যৈকদেশেন গুণেন সহ অস্যান্বয়ঃ) তৎপরকর্ণপূর-গুণাভিধানেন (তৎপরাণাং হরিভক্তানাং কর্ণপূরাঃ কর্ণয়োরলঙ্কারবৎ সুখাবহাঃ যে গুণাঃ, তেষামভিধানেন কীর্ত্তনেন) বিজৃম্ভমাণয়া (পরিবর্দ্ধমানয়া) ভক্ত্যা হি সদসতি (কার্য্যকারণাদিরূপে) অনাত্মনি (দেহাদৌ) অসঙ্গঃ (বৈরাগ্যং), নির্গুণে ব্রহ্মণি চ (পরমাত্মনি চ) রতিঃ (প্রকৃষ্টানুরাগঃ) অঞ্জসা (অনায়াসেন) স্যাৎ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—ভক্তগণের শ্রুতিসুখাবহ শ্রীভগবানের গুণকথার পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন ও প্রবল ভক্তি,—এই সকল উপায়দ্বারা কার্য্যকারণাত্মক দেহাদির প্রতি বৈরাগ্য ও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাতে গাঢ় অনুরাগ অনায়াসে জন্মিয়া থাকে॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—কথয়েত্যত্রোক্তমপি কথনং ভক্তাবন্তরঙ্গত্বেন পুনরুচ্যতে। তৎপরা হরিভক্তাঃ, তেষাং কর্ণপূরাঃ কর্ণালঙ্কারভূতা যে হরের্গুণাস্তেষামভিধানেন। সদসতি কার্য্যকারণরূপে॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—যদা ব্রহ্মণি (পরমাত্মনি) নৈষ্ঠিকী রতিঃ (দৃঢ়ানুরাগঃ), [তদা] পুমান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা (জ্ঞানবৈরাগ্যযোঃ প্রবলবেগেন) আচার্য্যবান্ (সদ্গুরুশরণাগতঃ সন্) অবীর্য্যং (বাসনাশূন্যং) জীবকোশং (জীবস্য আবরকং) পঞ্চাত্মকম্ (অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশরূপপঞ্চবিধক্লেশাত্মকং) হৃদয়ম্ (অহঙ্কারাত্মকং লিঙ্গদেহং) উত্থিতঃ (প্রজ্জ্বলিতঃ) অগ্নিঃ যোনিমিব (স্বকারণীভূতম্ অরণিকাষ্ঠমিব) দহতি॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—সাধকের যখন পরমাত্মায় ঐকান্তিক রতি জন্মে, তখন তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রবল বেগে সদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া থাকেন। জীবের আবরক পঞ্চবিধ ক্লেশময় অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গশরীর তৎকালে বাসনাশূন্য হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন সেই সাধক, অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া অরণিকাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সেই লিঙ্গদেহকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—ভবত্বত্রাসঙ্গ আত্মরতিশ্চ, ততঃ কিম্, অত আহ। যদা নিষ্ঠা প্রাপ্তা রতির্ভবতি তদা চ আচার্য্যবান্ সন্ জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্বেগেন অবীর্য্যং নির্ব্বাসনং সজ্জীবস্য কোশমাবরকং হৃদয়মহঙ্কারং পুমান্ দহতি। কথম্ভূতম্? পঞ্চভূতপ্রধানম্। যদ্বা অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ, তদাত্মকম্। উত্থিতঃ প্রজ্জ্বলিতোঽগ্নির্যোনিমরণিমিব। যদ্বা যদা রতিরাচার্য্যানুগ্রহশ্চ তদা জ্ঞানবিরাগয়োর্বলেন উত্থিতঃ সাক্ষাৎকারঃ অবীর্য্যং পুনঃ প্ররোহক্ষমং যথা ন ভবতি এবং হৃদয়ং দহতি। শেষং সমানম্॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—যথা পুরুষঃ স্বপ্নে (অনুভূতং বিষয়ং পশ্যতি), তদ্বিনাশে (স্বপ্নাবস্থাপগমে) নৈব বিচষ্টে (ন পশ্যত্যেব), [তথা] দগ্ধাশয়ঃ (দগ্ধঃ আশয়ঃ অহঙ্কাররূপলিঙ্গশরীরং যস্য সঃ) [অত এব] মুক্তসমস্ততদ্গুণঃ (পরিত্যক্তনিখিলকর্তৃত্বাদ্যভিমানঃ সন্) পুরস্তাৎ (আত্মরতেঃ প্রাক্) পরাত্মনোঃ (পরমাত্মজীবাত্মনোঃ) যৎ ব্যবধানং (পার্থক্যবুদ্ধিজনকং) তদ্বিনাশে (তস্য অহঙ্কারাত্মকলিঙ্গশরীরস্য নাশে সতি) আত্মনঃ (স্বস্য) বহিঃ (স্ত্রীপুত্রাদিবাহ্যবিষয়সম্বন্ধম্) অন্তঃ (সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঞ্চ) নৈব বিচষ্টে (লেশতোঽপি ন পশ্যতি)॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—লোক স্বপ্নে যে সকল বিষয় অনুভব করে এবং স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন আর তাহা অনুভূত হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তির অহঙ্কাররূপ লিঙ্গশরীর নষ্ট হইয়াছে, তাহার কর্তৃত্বাদি অভিমান সকল দূরীভূত হইয়া যায় এবং আত্মানুরাগের পূর্ব্বে পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদবুদ্ধিজনক যে অবস্থা ছিল, তাহাও তৎকালে বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া নিজের (আত্মার) আর স্ত্রীপুত্রাদি বাহ্যবিষয় এবং সুখদুঃখ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ বিষয়, ইহার কোনটাই তখন অনুভূত হয় না॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—ততঃ কিম্ অত আহ। দগ্ধ আশয়ো হৃদয়মুপাধির্যস্য। অতএব মুক্তাঃ সমস্তাস্তদ্‌গুণাঃ কর্তৃত্বাদয়ো যেন। আত্মনঃ সকাশাৎ বহির্ঘটাদি, অন্তঃ সুখদুঃখাদি নৈব বিচষ্টে ন পশ্যত্যেব। কুত ইত্যপেক্ষায়াং দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদপ্রতীতেরন্তঃকরণহেতুকত্বাদিত্যাহ। পরো দৃশ্যঃ আত্মা দ্রষ্টা, তয়োর্ব্যবধানং ভেদকং পূর্ব্বমাসীৎ তস্য বিনাশে সতি। যথা স্বপ্নে রাজাহমিত্যারোপিতং সৈন্যাদিদ্রষ্টারং দৃশ্যং সৈন্যঞ্চ স্বপ্নাবস্থানাশে ন পশ্যতি তদ্বৎ॥ ২৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—"বিষয়বিমুগ্ধ সংসারীদিগের কি উপায়ে যথার্থ মঙ্গল হইতে পারে" পৃথু যে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া মহর্ষি সনৎকুমার অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তিনি মহাজ্ঞানী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সুতরাং পৃথুর অন্তরের অবস্থা বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হয় নাই। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সংসারীদিগের প্রকৃত মঙ্গলকর উপায় যে পৃথুর ন্যায় জ্ঞানবানের পক্ষে অবিদিত আছে, এমন নহে, তবে শুধু জীবগণের উপকারার্থ তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছেন অর্থাৎ এইরূপ অসাধারণ মাহাত্ম্যশালী যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে যেরূপ উপায় নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা সকল লোকই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইবে, অতএব প্রশ্নের অবতারণা করা আবশ্যক, এই বুদ্ধিতেই পৃথু প্রশ্ন করিয়াছেন; সুতরাং সনৎকুমার পৃথুকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রাঞ্জলভাবে তদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সনৎকুমার পূর্ণজ্ঞানী ও পরমভক্ত, অতএব জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইটী পথেই যে দুঃখের প্রকৃত অবসান, ইহা তিনি বেশ অনুভব করিয়াছেন, তবে ভক্তিপথে কেবল যে দুঃখের অবসান, তাহাই নহে—শ্রীভগবানের ভজনানন্দরূপ এক প্রকার অতুলনীয় অসীম আনন্দও আছে, যে-আনন্দের সন্ধান মাত্রে রাজার রাজ্য, সতীর পতি, পতিব্রতার পতি, মাতার পুত্র, পুত্রের মাতা প্রভৃতি সবলের সকল আকর্ষণের বস্তু উপেক্ষিত হইয়া যায়, হৃদয়মৃদঙ্গ শুধু একই তালে বাজিতে থাকে—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে, মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" "হে প্রভো! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কিছুই চাহি না, শুধু এইটুকু চাই যে জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি নিষ্কাম ভক্তি থাকে।"

জ্ঞানপথে এরূপ আনন্দময় ভাবসম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। যাহাই হউক, যিনি যে পথেরই সাধক হউন, তাঁহার চরম পরমার্থ যেরূপেরই হউক, তাহা লাভ করিতে হইলে দেহ, গেহ, পুত্র কলত্রাদি বহির্বিষয়ে বৈরাগ্য ও আত্মতত্ত্বের প্রতি ঐকান্তিকভাবে মনঃ-সংস্থাপন, এই দুইটাই যে প্রধানতম কারণ, ইহা সকল শাস্ত্রেরই অবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই দ্বিবিধ কারণ লাভ করিবার জন্য শ্রদ্ধা, ধর্ম্ম, যম, নিয়ম প্রভৃতি যে সকল উপায় শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে, তন্মধ্যে শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিই প্রধান উপায়। ইহা "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যেই উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, মহর্ষি সনৎকুমার "সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া" ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে অতিবিস্তৃতভাবে জ্ঞান ও ভক্তির পথ সুন্দররূপে পৃথুকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে - সেই পরমার্থ পথের প্রধান উপায় যে-ভগবদ্‌ভক্তি, তাহা তোমাতে বিশেষভাবেই বিদ্যমান আছে, কারণ দেখিতে পাইতেছি—তুমি শ্রীভগবানের গুণকথা পর্য্যালোচনায় অত্যন্ত মনোযোগী।

আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থঞ্চ পরং যদুভয়োরপি। সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা ॥ ২৮
নিমিত্তে সতি সর্ব্বত্র জলাদাবপি পূরুষঃ। আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা ॥ ২৯

ইহাতে এস্থলে বুঝান হইয়াছে যে—পৃথুর পক্ষে সেই আত্মরতি ও বহির্বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়া অনায়াসসাধ্য। এই দুইটি জন্মিলেই কিরূপে সাধকের সংসারজালা বিদূরিত হয়, তাহাও তিনি "যদা রতির্‌ হ্মণি" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে যে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে—যখন অন্তরের মধ্যে আত্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, তখন সাধক আনন্দের আবেগে সদ্‌গুরুর নিকট গিয়া সকল তত্ত্ব সবিশেষ বুঝিয়া লইতে থাকেন। তাহাতে এমন গভীর জ্ঞানের উদয় হয় যে, কোনও বাহ্যবিষয়ের প্রতি তখন আর অনুরাগ থাকে না। যে-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গশরীর অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশাত্মক এবং জীবের আবরণকারী, অর্থাৎ জীব যে পরমাত্মারই স্বরূপ তাহার প্রচ্ছাদনকারী, সেই অহঙ্কার তখন ভস্মীভূত হইয়া যায়। দুইখানি অরণি কাষ্ঠের সংঘর্ষে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ যেমন ঐ অরণি কাষ্ঠই বটে, অথচ সেই অগ্নি তাহার ঐ কারণকেই (কাষ্ঠকে) দগ্ধ করিয়া ফেলে,' সেইরূপ আত্মার প্রতি যে রতি অর্থাৎ ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মে, তাহা যদিও সেই লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়াই জন্মে বটে, তথাপি জন্মিয়াই জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ তেজঃপ্রকাশ করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। তাহার ফলে পরমাত্মার সহিত জীবের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়, জীব তখন আর কোন প্রকার বাহ্যপদার্থ বা সুখ দুঃখাদিকে নিজস্ব বলিয়া মনে করে না, যেন তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় ॥ ১৭—২৭

**অন্বয়ঃ।**—আশয়ে (লিঙ্গদেহরূপে) উপাধৌ সতি বৈ (সত্যেব) পুমান্ আত্মানং (জীবভাবাপন্নং স্বম্) ইন্দ্রিয়ার্থং (ভোগ্যবিষয়ং) উভয়োঃ পরঞ্চ যৎ (তদুভয়ব্যতিরিক্তং ভোগোত্থং যৎ সুখদুঃখাদি) তদপি পশ্যতি (অনুভবতি) অন্যদা ন (তাদৃশোপাধিবিগমে তু ন তথা পশ্যতি, কিন্তু তদা সোঽহমিতি পরমাত্মরূপমেব স্বং বিজানাতীতি ভাবঃ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—যতদিন পর্য্যন্ত লিঙ্গদেহরূপ উপাধি থাকে, ততদিনই লোক জীবভাবাপন্ন নিজকে, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়গুলিকে এবং ভোগজনিত সুখদুঃখাদিকে অনুভব করে, কিন্তু উপাধির নাশ হইলে আর সেরূপ অনুভব করে না ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদপ্রতীতেরন্তঃকরণহেতুকত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামুপপাদয়তি—আত্মানমিতি। আত্মানং দ্রষ্টারম্, ইন্দ্রিয়ার্থং দৃশ্যম্, উভয়োস্তয়োঃ পরং সম্বন্ধহেতুমহঙ্কারঞ্চ আশয়ে অন্তঃকরণে সত্যেব জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ পশ্যতি, অন্যদা সুষুপ্তৌ ন। তদুক্তম্—দৃশ্যানুরঞ্জিতং দ্রষ্টৃ দৃশ্যং দ্রষ্ট্রনুরঞ্জিতম্। অহঙ্কারোভয়ং রক্তং তন্নাশেঽদ্বৈততাত্মন ॥ ইতি ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—সর্ব্বত্রাপি (লৌকিকদৃষ্টান্তেঽপি) জলাদৌ (জল-দর্পণাদিরূপে) নিমিত্তে সতি পূরুষঃ আত্মনঃ পরস্যাপি চ (প্রতিবিম্বস্য চ) ভিদাং (বিভিন্নতাং) পশ্যতি, অন্যদা (জলাদিরূপনিমিত্তাভাবে তু) ন (বিম্বপ্রতিবিম্বাদিভেদোপলব্ধিং ন কুরুতে) ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—বাহ্যজগতের দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায় যে—জল বা দর্পণাদিস্বরূপ কারণ থাকিলেই লোকে নিজকে ও স্বীয় প্রতিবিম্বটীকে বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করে, কিন্তু জলাদির অভাবে তাহা করে না ॥ ২৯ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—একস্মিন্নাত্মনি দৃশ্যাদিভেদপ্রতীতিরৌপাধিকীতি দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—নিমিত্ত ইতি। লোকেঽপি চ সর্ব্বত্র জলদর্পণাদৌ ভেদনিমিত্তে সত্যেব আত্মনো বিম্বভূতস্য, পরস্য প্রতিবিম্বস্য চ ভেদং পশ্যতি ন তু জলাদ্যভাবে ॥ ২৯

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ । চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ ॥ ৩০
ভ্রশ্যত্যনু স্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে । তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নব-মাত্মনঃ ॥ ৩১
নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ । যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্ত্বমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ ॥ ৩২
অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্ব্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্ ।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্ যেনাবিশতি মুখ্যতাম্ ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ** ।—ধ্যায়তাং ( বিষয়ানুধ্যানপরায়ণানাং জনানাং ) বিষয়াকৃষ্টৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ আক্ষিপম্ ( আকৃষ্টং ) মনঃ স্তম্বঃ ( জলাশয়তীরস্থঃ কুশাদিগুচ্ছঃ ) হ্রদাৎ (জলাশয়াৎ) তোয়মিব (অলক্ষ্যভাবেন মূলাদিভির্যথাজলমপহরতি তথা ) বুদ্ধেঃ [ সকাশাৎ ] চেতনাং ( বিবেকং ) হরতে ( অলক্ষ্যভাবেনৈব বিদূরয়তি ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ** ।—যে সকল ব্যক্তি বিষয়চিন্তায় মগ্ন, তাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট ও মন ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, পরে সেই মন, জলাশয়ের তীরোৎপন্ন কুশাদিগুচ্ছ যেমন জলাশয় হইতে জল হরণ করে, সেইরূপ বুদ্ধি হইতে তাহার বিবেককে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা** ।—তদেবং চতুর্ভিঃ অসঙ্গাত্মরত্যোর্মোক্ষহেতুত্বমুক্তম্, ইদানীমনাত্মরতেঃ সংসারহেতুত্বমাহ—ইন্দ্রিয়ৈরিতি চতুর্ভিঃ । ধ্যায়তাং গুণারোপেণ স্মরতাং পুংসামিন্দ্রিয়াণি স্বৈতৈর্বিষয়ৈরাকৃষ্যন্তে তৈশ্চ মন আক্ষিপ্যতে বিষয়াসক্তিং প্রাপ্যতে । তচ্চ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ তদ্ধর্ম্মং চেতনাং বিচারসামর্থ্যং হরতি । এতচ্চাবিবেকিনা ন লক্ষ্যত ইতি দৃষ্টান্তেনাহ । তীরজঃ কুশাদিস্তম্বো যথা মূলৈঃ তোয়ং হ্রদাদপহরতি তদ্বৎ ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ** ।–চিত্তম্ অনু ( বিবেকহরণাৎ অনন্তরং ) স্মৃতিঃ ( পূর্ব্বপরানুসন্ধানং ) ভ্রশ্যতি ( বিনশ্যতি ) স্মৃতিক্ষয়ে ( তাদৃগনুসন্ধাননাশে সতি ) জ্ঞানভ্রংশঃ [জায়তে ইতি শেষঃ] কবয়ঃ ( পণ্ডিতাঃ ) তদ্রোধং (জ্ঞানভ্রংশমেব ) আত্মনঃ ( স্বতঃ হেতোঃ ) আত্মাপহ্নবম ( আত্মনঃ অপহ্নবং স্বরূপহানিং ) প্রাহুঃ ( বদন্তি ) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ** ।—বিবেক অপহৃত হইলে স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান নষ্ট হইয়া যায়, স্মৃতির নাশে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, পণ্ডিতগণ এই জ্ঞানভ্রংশকেই আত্মকৃত আত্মনাশ বলিয়া থাকেন ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা** ।—চিত্তং চেতনামনু তস্যামপহৃতায়াং স্মৃতিঃ পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং ভ্রশ্যতি । এবং তদ্রোধং জ্ঞানভ্রংশম্ আত্মন এব হেতোরাত্মনোঽপহ্নবং নাশং প্রাহুঃ ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ** ।—যৎ অধি ( যম্ আত্মানমেবাধিকৃত্য ) অন্যস্য ( বিষয়স্য ) প্রেয়স্ত্বং ( প্রিয়তমত্বং ), [ তস্য ] আত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ ( স্বত এব স্বরূপহানিবশাৎ ) [ যঃ ] স্বার্থব্যতিক্রমঃ ( স্বার্থনাশঃ ), লোকে ( জগতি ) পুংসঃ ( জীবস্য ) অতঃ পরতরঃ ( অধিকতরঃ স্বার্থনাশঃ ) ন ( ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ** ।—যে আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই অন্যান্য বিষয়গুলি সমধিক প্রিয় হইয়া থাকে, সেই আত্মার আপনা হইতে প্রকৃত স্বরূপ নষ্ট হইলে যে স্বার্থক্ষতি হয়, জগতে তাহা অপেক্ষা লোকের আর অধিকতর ক্ষতি কিছুই নাই ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা** ।—এবম্ভূতো নাশো ভবতু, ততশ্চ কিমিত্যত আহ । যদধি যমধিকৃত্য অন্যস্য বিষয়স্য প্রিয়তমত্বম্ । আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ । তস্যাত্মনঃ স্বেনৈব যো ব্যতিক্রমঃ অপহ্নবস্তস্মাদ্ যঃ স্বার্থনাশঃ, অতঃ পরতরঃ স্বার্থনাশো নাস্তি ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ** ।–নৃণাং (লোকানাম্ ) অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানম্ ( অর্থঃ ধনম্, ইন্দ্রিয়ার্থঃ কামঃ, তয়োঃ অভিধ্যানং

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সঙ্গং তমস্তীব্রং তিতীরিষুঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্ ॥ ৩৪

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।

ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ ॥ ৩৫

পরেঽবরে চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু। ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষেমমীশবিধ্বংসিতাশিষাম্ ॥ ৩৬

তৎ ত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াসু-ধিষণাত্মভিবাবৃতানাম্।

যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি ॥ ৩৭

চিন্তনাতিশয়ঃ) সর্ব্বার্থাপহ্নবঃ (সর্ব্বনাশঃ), যেন (অভিধ্যানেন) জ্ঞানবিজ্ঞানাৎ (জ্ঞানং পরোক্ষং, বিজ্ঞানঞ্চ অপরোক্ষং এতদ্দ্বয়াৎ) ভ্রংশিতঃ [সন্] মুখ্যতাং (স্থাবরতাম্) আবিশতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—অর্থ ও কামের ঐকান্তিক চিন্তা করিলেই লোকের সকল স্বার্থের বিনাশ হইয়া থাকে, যেহেতু এই দুইটীর চিন্তাতেই লোক জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা।**—কুত ইত্যত আহ। অর্থস্যাভিধ্যানম্ ইন্দ্রিয়ার্থঃ কামস্তস্যাভিধ্যানং সর্ব্বার্থনাশঃ। জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চ পরোক্ষাপরোক্ষম্। যেন ধ্যানেন মুখ্যতাং স্থাবরতাম্ ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—তীব্রং (ঘোরং) তমঃ (সংসারং) তিতীরিষুঃ (আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ, তিতীর্ষুঃ তর্ত্তুমিচ্ছুরিত্যর্থঃ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং (চতুর্ব্বর্গাণাম্) অত্যন্তবিঘাতকং যৎ, [তস্য] সঙ্গং কর্হিচিৎ (কদাপি) ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি ঘোর সংসারের পারগমনে অভিলাষী, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের ব্যাঘাতকর বস্তুর প্রতি আসক্তি করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—অনাত্মরতেরনর্থহেতুত্বমুক্তং, সঙ্গস্যাপ্যাহ—নেতি। যদ্ বস্তু ধর্ম্মাদীনাং বিঘাতকং, তস্মিন্ সঙ্গম্। তমঃ সংসারম্ ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ।**—তত্রাপি (ধর্ম্মাদিষু চতুর্ব্বর্গেষু মধ্যে চ) মোক্ষ এব আত্যন্তিকতয়া (নিত্যত্বেন উপাদেয়তয়া) ইষ্যতে, যতঃ ত্রৈবর্গ্যঃ অর্থঃ (ধর্ম্মার্থকামাত্মকবিষয়ঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা) কৃতান্তভয়সংযুতঃ (বিনাশভয়যুক্তঃ) ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ।**—ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের মধ্যেও মোক্ষই একান্ত উপাদেয় বলিয়া অভিপ্রেত, কারণ ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ সর্ব্বদা বিনাশশঙ্কাযুক্ত ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা।**—তুল্যবন্নির্দ্দেশাৎ পুরুষার্থসাম্যভ্রান্তিং বারয়তি তত্রাপীতি। কৃতান্তঃ কালঃ ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—পরে (ব্রহ্মাদয়ঃ) অবরে চ (অস্মদাদয়ঃ) যে ভাবাঃ (পদার্থাঃ) গুণব্যতিকরাৎ (গুণক্ষোভাৎ) অনু (পশ্চাৎ, জায়ন্তে ইতিশেষঃ), ঈশবিধ্বংসিতাশিষাম্ (ঈশেন কালেন বিধ্বংসিতা আশিষো মঙ্গলানি যেষাং তেষাং) তেষাং (ব্রহ্মাদীনামস্মদাদীনাঞ্চ) ক্ষেমং ন বিদ্যতে (স্বাভাবিকং মঙ্গলং নাস্তি, অতঃ ভগবদারাধনয়া আত্মজ্ঞানাদিকং সম্পাদয়িতুং যত্নঃ করণীয় ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আমরা, ইত্যাদি যাহা কিছু প্রকৃতির গুণক্ষোভের পর উৎপন্ন হইয়াছি, কাল ইহাদের সকলেরই মঙ্গল বিনষ্ট করিয়াছে, অতএব ইহাদের আর স্বতঃসিদ্ধ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—ভয়সংযুতত্বমেবাহ। পরে ব্রহ্মাদয়ঃ, অবরে অস্মদাদয়ঃ, গুণক্ষোভাদনু পশ্চাদ্ভবন্তি। ঈশঃ কালঃ, তেন বিধ্বংসিতা আশিষো যেষাম্ ॥ ৩৬

**অন্বয়ঃ।**—[হে] নরেন্দ্র! (রাজন্ পৃথো!) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) ত্বং দেহেন্দ্রিয়াসু-ধিষণাত্মভিঃ (দেহঃ

যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি মায়া বিবেকবিধুতি স্রজি বাঽহিবুদ্ধিঃ ।
তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং প্রত্যূঢ়কর্ম্মকলিলপ্রকৃতিং প্রপদ্যে ॥ ৩৮
যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্ন রিক্তমতযো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥ ৩৯

শরীরম্, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, অসবঃ প্রাণাঃ, ধিষণা বুদ্ধিঃ, আত্মা চ অহঙ্কারঃ, তৈঃ ) আবৃতানাং ( সম্বদ্ধানাং ) জগতাং ( জঙ্গমানাম্ ) অথ তস্থুষাঞ্চ ( স্থাবরাণাঞ্চ ) হৃদি যঃ ভগবান্ বিবদ্ ( সর্ব্বতঃ ) আবিঃ ( প্রকটভাবেন ) ক্ষেত্রবিত্রপতয়া ( জীবস্য নিয়ামকতয়া ) প্রত্যক্ ( অন্তর্মুখং যথা স্যাৎ তথা ) চকাস্তি ( প্রকাশতে ) তমেব, (ভগবন্তমেব ) সোঽস্মি ( সোঽহমস্মি ইতি ) অবেহি ( জানীহি ) ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ** ।—হে নরপতি। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই সকলের সহিত সম্বদ্ধ জঙ্গম-সমূহের এবং স্থাবরগণের হৃদয়ে যে-ভগবান্ সর্ব্বত্র প্রকটভাবে জীবের নিয়ামকরূপে অন্তরের অভিমুখে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবান্‌কে আপনি "তিনিই আমি" এই বলিয়া জানিতে চেষ্টা করুন ॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা** ।—যস্মাদনাত্মবতিরনর্থহেতুঃ তং তস্মাৎ জগতাং জঙ্গমানাং তস্থুষাং স্থাবরাণাঞ্চ দেহাদিভিঃ আত্মনা অহঙ্কারেণ চ আবৃতানাং হৃদি যশ্চকাস্তি প্রকাশতে তমবেহি। কথম্? সোঽস্মীতি। সোঽহস্মীতি পাঠে স এবৈকোঽস্তি, ততোঽন্যদনদিত্যর্থঃ। নন্থ জীবো হৃদি চকাস্তি, নান্যঃ, তত্রাহ। ক্ষেত্রবিদং জীবং তৎপতি নিয়ময়তীতি ক্ষেত্রবিত্তপঃ, তস্য ভাবস্তত্তা তয়া, অন্তর্য্যামিরূপেণ। যদ্বা ক্ষেত্রবিত্তে অহংমমতাম্পদে পাতীতি ক্ষেত্রবিত্তপঃ তেন রূপেণ, জীবস্য পারতন্ত্র্যান্ন পাতি। নন্থ কর্ম্ম জীবং নিযচ্ছতি? ন। আবিঃ প্রত্যক্ষঃ। তর্হি বুদ্ধিঃ? ন। প্রত্যক্ প্রতিলোমং চকাস্তি, বুদ্ধিস্তু পরাগিন্দ্রিযাকারেণ। তর্হ্যহঙ্কারঃ? ন। বিবদ্ ব্যাপকত্বেন, স তু পরিচ্ছিন্নঃ। এবম্ভূতো যো ভগবান্ তমবেহীতি ॥ ৩৭।

**অন্বয়ঃ** ।—স্রজি ( মাল্যে ) অহিবুদ্ধির্বা ( সর্পত্বভ্রান্তিরিব ) বিবেকবিধুতি ( বিবেকনিবর্ত্ত্যম্ ) [অতএব] মায়া ( মিথ্যাভূতম্ ) ইদং ( বিশ্বং ) যস্মিন্ ( ভগবতি ) সদসদাত্মতয়া (কার্য্যাকারণাদিভাবেন) বিভাতি (প্রতীয়তে) প্রত্যূঢ়কর্ম্মকলিলপ্রকৃতিম্ (প্রত্যূঢ়া অভিভূতা কর্ম্মকলিলা কর্ম্মমলিনা প্রকৃতির্যেন তং) নিত্যমুক্ত-পরিশুদ্ধ-বিশুদ্ধতত্ত্বং ( নিত্যমুক্তং স্বভাবমুক্তং পরিশুদ্ধং নির্ম্মলং বিশুদ্ধতত্ত্বং সত্যস্বরূপং ) তং ( ভগবন্তং ) প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি ) ॥৩৮

**মূলানুবাদ** । -মাল্যে সর্পবুদ্ধির ন্যায় জ্ঞানদ্বারা যাহা নিরাকৃত হয়, এবম্বিধ এই মায়াময় বিশ্ব যে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া কার্য্যাকারণাদি নানাভাবে প্রতীয়মান হইতেছে এবং কর্ম্মমলিন প্রকৃতিকে যিনি অভিভূত করিয়া থাকেন, সেই নিত্যমুক্ত নির্ম্মল সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট আমি শরণ লইতেছি ॥ ৩৮

**শ্রীধরটীকা** ।—স্থাবরজঙ্গমাদীনাং হৃদি চকাস্তি ইত্যুক্তে তেষাং সঙ্গং, তৎসম্বন্ধাদীশ্বরস্য মালিন্যঞ্চ প্রসক্তং নিরাকুর্ব্বন্ উদ্রিক্তভক্ত্যা তং প্রণমতি। যস্মিন্ ইদং বিশ্বং সদসদাত্মতয়া উৎকৃষ্টনিকৃষ্টভাবেন কার্য্যাকারণ-ভাবেন বা মায়ৈব বিভাতি, তং প্রপদ্যে। মায়াত্বে হেতুঃ—বিবেকেন বিধুতির্নিরাকৃতির্যস্য তৎ। স্রজি বেতি বাশব্দো দৃষ্টান্তে। নিত্যমুক্তং, যতঃ পরিশুদ্ধম্। তৎ কুতঃ? বিশুদ্ধং তত্ত্বং সত্যম্, অত এব প্রত্যূঢ়া অভিভূতা কর্ম্মভিঃ কলিলা মলিনা প্রকৃতির্যেন তম্ ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ** ।—সন্তঃ ( ভক্তাঃ ) যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা ( যস্য ভগবতঃ পাদপঙ্কজযোঃ চরণপদ্মযোঃ পলাশানাম্ অঙ্গুলীনাং বিলাসস্য কান্তেঃ ভক্ত্যা স্মরণেন ) গ্রথিতং ( কর্ম্মভির্বদ্ধং ) কর্ম্মাশয়ম্ ( অহঙ্কাররূপং হৃদয়-গ্রন্থিম্ ) উদ্গ্রথয়ন্তি ( অনায়াসেন ছিন্দন্তি ), [কিন্তু] রিক্তমতয়ঃ (রিক্তা নির্ব্বিষয়া মতির্যেষাং তে বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তা

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥ ৪০

ইত্যর্থঃ) নিরুদ্ধস্রোতোগণাঃ (প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়বর্গাঃ) যতয়ঃ তদ্বৎ ন (ভক্তজনবৎ অনায়াসেন ছেত্তুং ন সমর্থাঃ), [অতস্ত্বং] অরণং (শরণাগতবৎসলং) তং বাসুদেবং (ভগবন্তং শ্রীহরিং) ভজ ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—ভক্তগণ যাঁহার পাদপদ্মের অঙ্গুলিদলের কান্তি স্মরণমাত্রে কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থিকে যেমন অনায়াসে ছিন্ন করিতে পারেন, বিষয়-নিবৃত্ত সংযতেন্দ্রিয় যতিগণ তেমন পারেন না; অতএব আপনি সেই শরণাগত-বৎসল ভগবান্ বাসুদেবের ভজনা করুন ॥ ৩৯

**শ্রীধরটীকা।**—তমেবেহীতি জ্ঞানমুপদিষ্টং, তস্য দুঃখকরত্বেন ভক্তিমুপদিশতি দ্বাভ্যাম্। যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পলাশানি অঙ্গুলয়ঃ, তেষাং বিলাসঃ কান্তিঃ,তস্য ভক্ত্যা স্মৃত্যা কর্ম্মাশয়ম্ অহঙ্কাররূপং হৃদয়গ্রন্থিং কর্ম্মভিরেব গ্রথিতম্। রিক্তা নির্বিষয়া মতির্যেষাং, রুদ্ধঃ প্রত্যাহৃতঃ স্রোতোগণ ইন্দ্রিয়বর্গো যৈঃ। অরণং শরণম্ ॥ ৩৯

**অন্বয়ঃ।** [যতিভিরহঙ্কারাতিক্রমো দুষ্কর ইতি যদুক্তং তৎ স্পষ্টয়তি] অপ্লবেশাম্ (ন বিদ্যতে প্লবঃ তারণকারী ঈট্ ভগবান্ যেষাং, যৈঃ সংসারতারকো ভগবান্ নাশ্রিতঃ তেষামিত্যর্থঃ) ইহ (ভবার্ণবতরণে) মহান্ কৃচ্ছ্রঃ (সাতিশয়ঃ ক্লেশঃ), [যতঃ] অসুখেন (ক্লেশবহুলেন যোগাদিনা) [তে] ষড়্‌বর্গনক্রং (কামাদিরিপুষট্‌করূপকুম্ভীরসঙ্কুলং) ভবার্ণবং (সংসারসমুদ্রং) তিতীর্ষন্তি (তর্ত্তুমিচ্ছন্তি) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) ত্বং ভগবতঃ হরেঃ ভজনীয়ম্ অঙ্ঘ্রিং (শ্রীচরণম্) উড়ুপং (প্লবং) কৃত্বা ব্যসনং (সংসাররূপং) দুস্তরার্ণং (দুষ্পারসাগরম্) উত্তর (উত্তীর্ণো ভব) ॥ ৪০

**মূলানুবাদ।**—সংসার-তারণকারী শ্রীভগবান্‌কে যাঁহারা আশ্রয় করেন নাই,এবম্বিধ যতিগণের পক্ষে ইহা উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কষ্টকর, কারণ তাঁহারা অতি দুঃখসাধ্য যোগাদি দ্বারা এই ষড়্‌রিপু পরিব্যাপ্ত সংসার-সমুদ্র পার হইতে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব আপনি ভগবান্ শ্রীহরির সর্ব্বারাধ্য পাদপদ্ম ভেলাস্বরূপ অবলম্বন করিয়া দুস্তর সংসার-সাগর পার হউন্ ॥ ৪০

**শ্রীধরটীকা।**—নহু ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি শ্রুতেঃ কথং যতয়ো মোদগ্রথযন্তীত্যুচ্যতে? তত্রাহ—কৃচ্ছ্র ইতি। অপ্লবেশাং ন প্লবস্তরণে হেতুঃ ঈট্ ঈশো যেষাং তেষাং মহান্ ইহ তরণে কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশঃ। তে হি অসুখেন যোগাদিনা ইন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গগ্রাহং ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি। তৎ তস্মাৎ উড়ুপং প্লবম্। দুস্তরার্ণবমিত্যর্থঃ। অর্ণশব্দে বকারাভাব আর্ষঃ' যদ্বা দুস্তরোদকরূপং ব্যসনমিত্যর্থঃ ॥ ৪০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে আত্মাতে রতি ও তদ্ভিন্নে বৈরাগ্য এই দুইটাই জীবের পরম পুরুষার্থলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। আত্মভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি অর্থাৎ দেহাদির প্রতি আসক্ত হইলে যে সংসার বন্ধন ভোগ করিতে হয় কেন, সম্প্রতি তাহাই "ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈঃ" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ফলকথা, যাহা সংসার-বন্ধনের হেতু, তাহা মুক্তির বিরোধী, অতএব তাহা বর্জন করাই একান্ত আবশ্যক; কারণ মুক্তিরূপ পরমার্থ লাভ করিতে হইলে তাহার বিরোধপথে থাকিলে চলিবে কেন? মহাজ্ঞানী সনৎকুমার এই সকল উপদেশের মধ্যে প্রথমতঃ ভক্তি ও জ্ঞানপথের সাধারণ কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহারপর ভক্তিমিশ্রিতজ্ঞানপথে, শুদ্ধ জ্ঞানপথ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রণালীই সংক্ষেপে বুঝাইয়া উপসংহারে "যৎপাদপঙ্কজ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে ভক্তিপথেরই উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—জ্ঞানপথে যে সাধন, তাহা নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা, আর ভক্তিপথে সগুণ সাকারের উপাসনা। মোহান্ধ সংসারী জীবের পক্ষে

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স এবং ব্রহ্মপুত্রেণ কুমারেণাত্মমেধসা। দর্শিতাত্মগতিঃ সম্যক্ প্রশস্যোবাচ তং নৃপঃ ॥ ৪১

শ্রীরাজোবাচ।

কৃতো মেঽনুগ্রহঃ পূর্ব্বং হরিণার্ত্তানুকম্পিনা। তমাপাদয়িতুং ব্রহ্মান্ ভগবন্ যূয়মাগতাঃ ॥ ৪২

নিষ্পাদিতশ্চ কাৎ্স্ন্যেন ভগবদ্ভির্ঘৃণালুভিঃ।
সাধূচ্ছিষ্টং হি মে সর্ব্বমাত্মনা সহ কিং দদে ॥ ৪৩

উক্ত উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে শেষেরটী অর্থাৎ সগুণের উপাসনারূপ ভক্তিপথটী অবলম্বন করিলেই সিদ্ধি সহজে সম্ভব হয়, কিন্তু জ্ঞানপথে সেই নির্গুণের উপাসনা বড়ই ক্লেশকর, এত ক্লেশকর যে, তাহা সহ্য করিয়া সে পথে অগ্রসর হওয়া এবং তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব, এজন্য গীতায় শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগাদির বিষয় বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়া আবার ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন— "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং" "অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া সাধনা করা তাহাদের পক্ষে অত্যধিক ক্লেশজনক"। এখানেও সনৎকুমার বলিয়াছেন—"কৃচ্ছ্রো মহানিহ" ইত্যাদি। যাহা হউক, ধ্রুবচরিত্রে নারদের উপদেশ, এস্থানে সনৎকুমারের উপদেশ এবং গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের উপদেশ—সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্তই দেখা যাইতেছে যে ভক্তিপথই সুগম, অতএব তাহাই জীবের অবলম্বনীয় ॥ ২৮—৪০

**অন্বয়ঃ।**—আত্মমেধসা ( আত্মবিষয়িণী মেধা ধারণাবতী বুদ্ধির্যস্য তেন, আত্মজ্ঞেন ইত্যর্থঃ ) ব্রহ্মপুত্রেণ কুমারেণ ( সনৎকুমারেণ ) এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) সম্যক্ দর্শিতাত্মগতিঃ ( দর্শিতা জ্ঞাপিতা আত্মনো গতিঃ ভগবদুপাসনারূপা যস্মৈ তথাবিধঃ ) সঃ নৃপঃ ( পৃথুঃ ) তং ( সনৎকুমারং ) প্রশস্য ( প্রশংসাং কৃত্বা ) উবাচ ( কথিতবান্ ) ॥ ৪১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ব্রহ্মার পুত্র আত্মজ্ঞানী সনৎকুমার এইরূপে আত্মতত্ত্ব সম্যক্ বুঝাইয়া দিলে মহারাজ পৃথু তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মমেধসা ব্রহ্মবিদা, দর্শিতা আত্মনো গতিস্তত্ত্বং যস্মৈ সঃ ॥ ৪১

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] ভগবন্! ব্রহ্মন্! ( মুনে! ) আর্ত্তানুকম্পিনা ( কাতরজনান্ প্রতি কৃপাকারিণা ) হরিণা ( ভগবতা ) পূর্ব্বং মে ( মাং প্রতি ) অনুগ্রহঃ কৃতঃ, তম্ ( অনুগ্রহম্ ) আপাদয়িতুং ( সুসম্পন্নং কর্ত্তুং ) যূয়ম্ আগতাঃ ॥ ৪২

**মূলানুবাদ।**—রাজা পৃথু বলিলেন—হে ভগবন্ মুনিবর! কাতরজনের প্রতি কৃপাকারী ভগবান্ শ্রীহরি পূর্ব্বে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পূর্ণ করিবার জন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন ॥ ৪২

**শ্রীধরটীকা।**—ব্রহ্মন্নিতি সম্বোধনং প্রাধান্যাদেকস্য। যূয়মিত্যুক্তিঃ সর্ব্বান্ প্রতি ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ।**—ঘৃণালুভিঃ ( দয়ালুভিঃ ) ভগবদ্ভিঃ ( যুষ্মাভিঃ ) কাৎ্স্ন্যেন (সম্পূর্ণরূপেণ) নিষ্পাদিতশ্চ ( আগমনার্থঃ সম্পাদিতশ্চ ), [ কিন্তু ] মে ( মম ) আত্মনা সহ সর্ব্বং ( রাজ্যাদিকং ) সাধূচ্ছিষ্টং ( যজ্ঞান্তে সাধুভির্ভৃগ্বাদিভিঃ স্বীকৃত্য পুনঃ প্রসাদরূপেণ মহ্যং দত্তম্ ), [ অতঃ ] কিং দদে ( যুষ্মভ্যং কিং সমর্পয়ামি? দানযোগ্যং মদীয়ং ন কিমপ্যস্তি ইতি ভাবঃ ) ॥ ৪৩

**মূলানুবাদ।**—আপনারা দয়ালু, ( যে জন্য আসিয়াছেন তাহা ) সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়াছেন,

প্রাণা দারাঃ সুতা ব্রহ্মন্ গৃহাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ।
রাজ্যং বলং মহী কোষ ইতি সর্ব্বং নিবেদিতম্ ॥ ৪৪ ॥

সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ৪৫ ॥

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
তস্যৈবানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

যৈরীদৃশী ভগবতো গতিরাত্মবাদ একান্ততো নিগমিভিঃ প্রতিপাদিতা নঃ।
তুষ্যন্ত্বদভ্রকরুণাঃ স্বকৃতেন নিত্যং কো নাম তৎ প্রতিকরোতি বিনোদপাত্রম্ ॥ ৪৭ ॥

কিন্তু আমার দেহ ও রাজ্যাদি সমস্ত পদার্থ ভৃগুপ্রভৃতি সাধুপুরুষগণ (যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ) গ্রহণ করিয়া আবার প্রসাদরূপে আমাকে তাহা অর্পণ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং আপনাদিগকে আমি কোন্ বস্তু প্রদান করি? ॥৪৩॥

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মনা দেহেন সহ সর্ব্বরাজ্যাদিকং মদীয়ং সাধুচ্ছিষ্টং সাধুভিঃ স্বীয়ং সন্মহ্যং প্রসাদরূপেণ দত্তম্, অতস্তত্র মম স্বত্বাভাবাৎ গুরুদক্ষিণার্থং কিং দদে? ন হি পিত্রা দত্তং মোদকাদি তস্মৈ দানরূপেণ প্রত্যর্প্যতে ॥ ৪৩ ॥

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ব্রহ্মন্! প্রাণাঃ, দারাঃ, (স্ত্রিয়ঃ), সুতাঃ, সপরিচ্ছদাঃ গৃহাঃ, রাজ্যং, মহী, বলং, কোষশ্চ ইতি সর্ব্বং নিবেদিতং (পূর্ব্বং তৈঃ সাধুভিরেব এতৎ সর্ব্বং মহ্যং দত্তমাসীদিতি তদীয়মেব সর্ব্বং ময়া নিবেদনরূপেণ তেভ্যঃ সমর্পিতম্) ॥ ৪৪ ॥

**মূলানুবাদ।**—মুনিবর! আমার প্রাণ, ভার্য্যা, পুত্র, সমস্ত পরিচ্ছদাদি সহ গৃহ, রাজ্য, পৃথিবী, সৈন্য ও ধনভাণ্ডার প্রভৃতি সকলই আমি তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়াছি ॥ ৪৪ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—নিবেদনন্তু তদীযস্যৈব সমর্পণম্। যথা ভৃত্যা রাজ্ঞে সেবারূপেণ তাম্বূলাদিকমর্পয়তি, তথা ময়াপি সর্ব্বং নিবেদিতং স্বীকুরুতেত্যাহ - প্রাণা ইতি ॥ ৪৪ ॥

**অন্বয়ঃ।**— বেদশাস্ত্রবিৎ (বেদজ্ঞঃ ব্রাহ্মণ এব) সৈনাপত্যঞ্চ (সেনাপতের্ভাবঃ সৈনাপত্যং, তৎ) রাজ্যঞ্চ, দণ্ডনেতৃত্বমেব চ (দণ্ডপ্রদানকর্তৃত্বং), সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ অর্হতি (প্রাপ্তুং যোগ্যো ভবতি) ॥ ৪৫

**মূলানুবাদ।**—সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দণ্ডদানের কর্তৃত্ব এবং সকলের প্রতি আধিপত্য, এই সকল বিষয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই যথার্থ অধিকারী ॥ ৪৫ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মনঃ স্বত্বাভাবং প্রপঞ্চয়তি—সৈনাপত্যঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪৫ ॥

**অন্বয়ঃ।**—ব্রাহ্মণঃ স্বমেব (স্বস্বত্ববদেব বস্তু) ভুঙ্ক্তে, স্বং বস্তে (পরিধত্তে) স্বং দদাতি চ, ক্ষত্রিয়াদয়ঃ তস্যৈব (ব্রাহ্মণস্যৈব) অনুগ্রহেণ অন্নং ভুঞ্জতে, (দানাদৌ তু তেষাং ন স্বাতন্ত্র্যমস্তীতি তাৎপর্য্যম্) ॥ ৪৬ ॥

**মূলানুবাদ।**—ব্রাহ্মণেরাই স্বীয় স্বত্ববিশিষ্ট বস্তুর ভোজন, পরিধান ও দান করেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরা ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহে অন্ন ভোজন করেন মাত্র ॥ ৪৬

**শ্রীধরটীকা।**—বস্তে পরিধত্তে। অন্নমাত্রং কেবলং ভুঞ্জতে, ন তু দানে স্বতন্ত্রাঃ ॥ ৪৬ ॥

**অন্বয়ঃ।**—নিগমিভিঃ (বেদজ্ঞৈঃ) যৈঃ (ভবদ্ভিঃ) আত্মবাদে (অধ্যাত্মতত্ত্ববিচারে) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) ভগবতঃ ঈদৃশী গতিঃ (ভক্তিরূপমেব পরমং সাধনম্) একান্ততঃ (নিশ্চিতরূপেণ) প্রতিপাদিতা (বোধিতা), অদভ্রকরুণাঃ (বহুলদয়াসম্পন্নাঃ তে ভবন্তঃ) স্বকৃতেন (আত্মকৃতদীনোদ্ধরণরূপকার্য্যেণ) নিত্যং (সর্ব্বদা) তুষ্যন্তু (পরি-

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ত আত্মযোগপতয় আদিরাজেন পূজিতাঃ।
শীলং তদীয়ং শংসন্তঃ খেঽভূবন্ মিষতাং নৃণাম্ ॥ ৪৮ ॥

বৈণ্যস্তু ধুর্য্যো মহতাং সংস্থিত্যাঽধ্যাত্মশিক্ষয়া। আপ্তকামমিবাত্মানং মেনে আত্মন্যবস্থিতঃ ॥৪৯

কর্ম্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্। যথোচিতং যথাবিত্তমকরোদ্ ব্রহ্মসাৎ কৃতম্ ॥ ৫০ ॥

তুষ্টাস্তিষ্ঠন্তু), উদপাত্রং বিনা (হস্তযোরঞ্জলিবন্ধনং বিনা) কো নাম তৎ প্রতিকরোতি? (ভবৎকৃতকর্ম্মণঃ সমুচিতং প্রতিকর্ম্ম কর্ত্তুং কঃ সমর্থো ভবতি? ন কোঽপীতি ভাবঃ) ॥ ৪৭ ॥

**মূলানুবাদ।**—আপনারা বেদশাস্ত্রে পারদর্শী, অধ্যাত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিই যে পরম গতি, ইহা আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এরূপ বিপুলদয়াসম্পন্ন আপনারা দীনজনের উদ্ধাররূপ স্বীয় কার্য্য দ্বারাই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকুন, একমাত্র কৃতাঞ্জলি হওয়া ভিন্ন কে আর আপনাদের কৃত উপকারের উপযুক্ত প্রত্যুপকার করিতে পারে? ॥ ৪৭ ॥

**শ্রীধরটীকা।**—সত্যপি স্বত্বে সর্ব্বস্বেনাপি ন গুরোঃ প্রত্যুপকর্ত্তুং শক্যমিত্যাহ—বৈরিতি। আত্মবাদে অধ্যাত্মবিচারে। একান্ততঃ নিশ্চয়েন। নিগমিভির্বেদবিদ্ভিঃ। তে নিত্যমনল্পকরুণাঃ স্বকৃতেনৈব দীনোদ্ধরণকর্ম্মণা তুষ্যন্তু, কো নাম তৎকৃতমুপকারং প্রতি স্বয়মুপকরোতি উদপাত্রমঞ্জলিং বিনা, ময়া অঞ্জলিরেব তেভ্যো বদ্ধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা বিনোদপাত্রমুপহাসাস্পদম্, প্রত্যুপকারে প্রবৃত্তো জনানামুপহাসাস্পদং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭

**অন্বয়ঃ।**—আত্মযোগপতয়ঃ (আত্মজ্ঞানসিদ্ধাঃ) তে (সনৎকুমারাদয়ঃ) আদিরাজেন (পৃথুনা) পূজিতাঃ (অভ্যর্চ্চিতাঃ সন্তঃ) তদীয়ং শীলং (পৃথোঃ সুশীলতাং) শংসন্তঃ (কীর্ত্তয়ন্তঃ) নৃণাং মিষতাং (পশ্যৎস্বেব নৃষু) খে অভূবন্ (গগনপথগামিনো বভূবুঃ) ॥ ৪৮

**মূলানুবাদ।**—আত্মজ্ঞানসিদ্ধ সেই সনৎকুমারাদি মুনিচতুষ্টয় আদিরাজ পৃথু কর্ত্তৃক সম্যক্ পূজিত হইয়া তাঁহার সাধুচরিত্র পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্ব্বজন সমক্ষে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৮

**শ্রীধরটীকা।**—খেঽভূবন্ আকাশমার্গেণোদ্গতাঃ ॥ ৪৮

**অন্বয়ঃ।**—মহতাং ধুর্য্যঃ (সাধূনামগ্রণীঃ) বৈণ্যস্তু (পৃথুস্তু) অধ্যাত্মশিক্ষয়া (আত্মতত্ত্বশিক্ষাবলেন) সংস্থিত্যা (একাগ্রতয়া) আত্মনি অবস্থিতঃ (আত্মধ্যানরতঃ সন্) আত্মানং (স্বম্) আপ্তকামমিব (পূর্ণমনোরথমিব) মেনে (চিন্তিতবান্) ॥ ৪৯

**মূলানুবাদ।**—সাধুপুরুষদিগের অগ্রগণ্য পৃথু আত্মতত্ত্বশিক্ষানিবন্ধন একাগ্রতাসহকারে আত্মধ্যানে রত হইয়া নিজেকে যেন পূর্ণমনোরথ বলিয়া বোধ করিলেন ॥ ৪৯

**শ্রীধরটীকা।**—ধুর্য্যো মুখ্যঃ, অধ্যাত্মশিক্ষয়া সংস্থিতিরেকাগ্রতা তয়া আত্মনি অবস্থিতঃ সন্ আপ্তকামং পূর্ণমনোরথং মেনে ॥ ৪৯

**অন্বয়ঃ।**—যথাকালং যথাদেশং যথাবলং যথাবিত্তং যথোচিতং (কালদেশাদ্যনুসারেণ যথোপযুক্তং) কর্ম্মাণি চ ব্রহ্মসাৎকৃতং (ব্রহ্মণি সমর্পিতং যথা স্যাৎ তথা) অকরোৎ (অনুষ্ঠিতবান্) ॥ ৫০

**মূলানুবাদ।**—কাল, দেশ, শক্তি ও অর্থ অনুসারে তাঁহার পক্ষে যেরূপ কার্য্য করা উচিত, তাহা তিনি পরমব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক সমস্তই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য নির্ব্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ। কর্ম্মাধ্যক্ষঞ্চ মন্বান আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৫১
গৃহেষু বর্ত্তমানোঽপি স সাম্রাজ্যশ্রিয়ান্বিতঃ। নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহম্মতিরর্কবৎ ॥ ৫২
এবমধ্যাত্মযোগেন কর্ম্মাণ্যনুসমাচরন্।
পুত্রানুৎপাদযামাস পঞ্চার্চ্চিষ্যাত্মসম্মতান্। বিজিতাশ্বং ধূম্রকেশং হর্য্যক্ষং দ্রবিণং বৃকম্ ॥ ৫৩
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং দধারৈকঃ পৃথুর্গুণান্।
গোপীথায় জগৎসৃষ্টেঃ কালে স্বে স্বেঽচ্যুতাত্মকঃ ॥ ৫৪
মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জযন্ প্রজাঃ।
রাজেত্যধান্নামধেয়ং সোমরাজ ইবাপরঃ ॥ ৫৫

**শ্রীধরটীকা।**—ব্রহ্মসাৎ কৃতং ব্রহ্মণ্যর্পিতং যথা ভবতি তথা ॥ ৫০

**অন্বয়ঃ।**—ব্রহ্মণি ফলং সংন্যস্য ("মদীয়কর্ম্মফলং ব্রহ্মার্পিতমস্তু" ইত্যেবংভাবেন) নির্ব্বিষঙ্গঃ (অনাসক্তঃ) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ) আত্মনং প্রকৃতেঃ পরং (বিযুক্তম্) কর্ম্মাধ্যক্ষঞ্চ (কর্ম্মণঃ সাক্ষিমাত্রাত্মকঞ্চ) মন্বানঃ (অবগচ্ছন্) সঃ (পৃথুঃ) সাম্রাজ্যশ্রিয়া (রাজ্যসম্পদা) অন্বিতঃ (যুক্তঃ সন্) গৃহেষু বর্ত্তমানেঽপি (গৃহস্থাশ্রমে তিষ্ঠন্নপি) নিরহঙ্কৃতিঃ (অহঙ্কারশূন্যঃ, "ইদমহং করোমি" "এতেন মে সুখং ভবতি" ইত্যাত্মভিমানশূন্যঃ ইত্যর্থঃ) অর্কবৎ (সূর্য্যো যথা সর্ব্বত্র সঞ্চারিতকরোঽপি কুত্রাপি নাসক্তঃ, তথা) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) ন অসজ্জত (লিপ্তো ন বভূব) ॥ ৫১।৫২

**মূলানুবাদ।**—মহারাজ পৃথু রাজ্যসম্পদ্‌যুক্ত হইয়া যদিও গৃহস্থাশ্রমেই অবস্থিত ছিলেন, তথাপি তিনি অহঙ্কার শূন্য হইয়া কর্ম্মফলসমুদয় ব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে একাগ্রচিত্তে আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও কর্ম্মের কেবল সাক্ষিস্বরূপ বুঝিয়া সূর্য্যদেবের ন্যায় সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত ছিলেন ॥ ৫১।৫২

**শ্রীধরটীকা।**—নির্ব্বিষঙ্গঃ কর্ম্মসু অনাসক্তঃ কর্ম্মাধ্যক্ষং কর্ম্মসাক্ষিণমুদাসীনং মন্বানঃ অকরোদিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। নাসজ্জতেত্যুত্তরেণ বা ॥ ৫১।৫২

**অন্বয়ঃ।**—এবম্ (উক্তরীত্যা) অধ্যাত্মযোগেন (আসক্তিত্যাগপূর্ব্বকং) কর্ম্মাণি অনুসমাচরন্ (কর্ত্তব্যানি অনুতিষ্ঠন্) [পৃথুঃ] অর্চ্চিষি (অর্চ্চিরিত্যাখ্যায়াং ভার্য্যায়াম্) আত্মসম্মতান্ (স্বেচ্ছানুরূপান্) বিজিতাশ্বং, ধূম্রকেশং, হর্য্যক্ষং, দ্রবিণং, বৃকম্ (ইতি) পঞ্চ পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস ॥ ৫৩

**মূলানুবাদ।**—পৃথু এইরূপে আত্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে করিতে কালক্রমে অর্চ্চিনাম্নী পত্নীর গর্ভে বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৫৩

**অন্বয়ঃ।**—অচ্যুতাত্মকঃ (ভগবতঃ শ্রীহরেরংশভূতঃ) পৃথুঃ একঃ (সন্নপি) জগৎসৃষ্টেঃ গোপীথায় (প্রতিপালনায়) স্বে স্বে কালে (আবশ্যকীয়ে সময়ে) সর্ব্বেষাং লোকপালানাং (চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং) গুণান্ (বিভিন্নপ্রকারান্ গুণান্) দধার (ধৃতবান্) ॥ ৫৪

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ পৃথু এক হইয়াও জাগতিক সৃষ্টিরক্ষার জন্য নিজ আবশ্যক মত সময়ে সময়ে সমস্ত লোকপালদিগের গুণ গ্রহণ করিতেন ॥ ৫৪

**শ্রীধরটীকা।**—অর্চ্চিষি ভার্য্যায়াম্ ॥ ৫৩।৫৪

**অন্বয়ঃ।**—[লোকপালানাং গুণধারণং বর্ণয়িতুমারভতে] মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ (উদারেণ মনসা, হিতকরেণ

সূর্য্যবদ্বিসৃজন্ গৃহ্নন্ প্রতপংশ্চ ভুবো বসু। দুর্দ্ধর্ষস্তেজসেবাগ্নির্মহেন্দ্র ইব দুর্জ্জয়ঃ॥ ৫৬
তিতিক্ষয়া ধরিত্রীব দ্যৌরিবাভীষ্টদো নৃণাম্। বর্ষতি স্ম যথাকামং পর্জ্জন্য ইব তর্পয়ন্॥ ৫৭
সমুদ্র ইব দুর্ব্বোধঃ সত্ত্বেনাচলরাড়িব। ধর্ম্মরাড়িব শিক্ষায়ামাশ্চর্য্যে হিমবানিব॥ ৫৮
কুবের ইব কোশাঢ্যো গুপ্তার্থো বরুণো যথা। মাতরিশ্বেব সর্ব্বাত্মা বলেন মহসৌজসা॥ ৫৯
অবিসহ্যতয়া দেবো ভগবান্ ভূতরাড়িব। কন্দর্প ইব সৌন্দর্য্যে মনস্বী মৃগরাড়িব॥ ৬০

প্রিয়েণ বচসা, প্রশান্তবা মূর্ত্ত্যা চ) সৌম্যৈর্গু ণৈঃ (সদ্গুণৈশ্চ) প্রজাঃ সংবঞ্জয়ন্ (আনন্দয়ন্ পৃথুঃ) অপরঃ সোম-রাজ ইব (সোমশ্চন্দ্রঃ, স এব রাজা তদ্বৎ) রাজেতি নামধেয়ং ("রাজা" ইতি নাম) অধাৎ (ধৃতবান্), [রঞ্জয়তি আনন্দয়তীতি রাজা, এবম্বিধযোগার্থবত্ত্বং যথা চন্দ্রে তথা পৃথৌ অপি সমাগাসীদিতি ভাবঃ]॥ ৫৫

**মূলানুবাদ।**—উদার মন, প্রিয় ও হিতকর বাক্য, মনোহর মূর্ত্তি এবং উত্তম গুণরাশি দ্বারা প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনকারী পৃথু যেন দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় "রাজা" এই সার্থক নাম ধারণ করিয়াছিলেন॥ ৫৫

**শ্রীধরটীকা।**—সোমশ্চাসৌ রাজা চ, স ইব॥ ৫৫

**অন্বয়ঃ।**—[পৃথুঃ] ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) বসু (ধনরত্নাদিকং) গৃহ্নন্ বিসৃজন্ (নিমিত্তে ব্যয়িতং কুর্ব্বন্) প্রতপংশ্চ (প্রভাবং বিস্তারয়ংশ্চ) সূর্য্যবৎ (সূর্য্যো যথা পৃথিব্যাঃ বসু তোয়ং গৃহ্নাতি পুনঃ বিসৃজতি, প্রতাপঞ্চ বিস্তারয়তি তথা ব্যবহারসাম্যাৎ অসৌ সূর্য্য ইবাসীদিত্যর্থঃ) তেজসা অগ্নিরিব দুর্দ্ধর্ষঃ (অভিভবাযোগ্যঃ), মহেন্দ্রইব দুর্জ্জয়ঃ (ইন্দ্রবৎ অজেয়শ্চাসীৎ)॥ ৫৬

**মূলানুবাদ।**—সূর্য্য যেমন পৃথিবী হইতে জলীয়ভাগ গ্রহণ করেন, আবার বর্ষণ করেন এবং প্রতাপ বিস্তার করেন, পৃথুও সেইরূপ পৃথিবী হইতে ধনরত্নাদি আহরণ করিতেন, আবার ব্যয় করিতেন এবং প্রভাবও বিস্তার করিতেন, এজন্য তিনি সূর্য্যের ন্যায় ছিলেন এবং তেজস্বিতাবশতঃ অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, আর ইন্দ্রের ন্যায় দুর্জ্জয় ছিলেন॥ ৫৬

**অন্বয়ঃ।**—তিতিক্ষয়া (ক্ষময়া ধরিত্রীব (পৃথিবীতুল্যঃ), দ্যৌরিব (স্বর্গ ইব) নৃণাং (লোকানাম্) অভীষ্টদঃ (বাঞ্ছিতফলপ্রদঃ), পর্জ্জন্য ইব (মেঘ ইব) তর্পয়ন্ (তৃপ্তিং জনয়ন্) যথাকামম্ (আকাঙ্ক্ষানুরূপং) বর্ষতি স্ম (ধনাদিকম্ অর্পিতবান্)॥ ৫৭

**মূলানুবাদ।**—তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায় ও বাঞ্ছিত ফলপ্রদানে স্বর্গের ন্যায় ছিলেন এবং মেঘের ন্যায় লোকের তৃপ্তিবিধান পূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষানুরূপ ধনাদি বর্ষণ করিতেন॥ ৫৭

**শ্রীধরটীকা।** ভুবো বসু ধনং গৃহ্নন্ বিসৃজংশ্চাসৌ সূর্য্যবৎ। রাজ্ঞঃ প্রতপনমাজ্ঞাকরণম্। অগ্নিরিব দুর্দ্ধর্ষঃ॥ ৫৬॥ দ্যৌঃ স্বর্গ ইব॥ ৫৭

**অন্বয়ঃ।**—[শ্রীরামচন্দ্রস্যেব তস্য বহুভিগু ণৈঃ জনপ্রিয়ত্বমাহ সমুদ্র ইবেত্যাদিনা] সমুদ্র ইব (সাগর ইব) দুর্ব্বোধঃ (দুর্জ্জ্ঞেয়ঃ, সমুদ্রো যথা গাম্ভীর্য্যেণ এতাবানিতি দুর্ব্বোধঃ তথা স গাম্ভীর্য্যেণ অভিপ্রায়তো দুর্ব্বোধ ইতি ভাবঃ) সত্ত্বেন (স্থৈর্য্যগুণেন) অচলরাড়িব (পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ সুমেরুরিব) শিক্ষায়াং (ধর্ম্মশাসনে) ধর্ম্মরাড়িব (ধর্ম্ম-রাজসদৃশঃ) আশ্চর্য্যে (বিস্ময়োৎপাদনে) হিমবানিব (হিমালয়তুল্যঃ) কুবের ইব (যক্ষাধিপতি সদৃশঃ) কোশাঢ্যঃ (ধনকোষযুক্তঃ,) যথা (যাদৃশঃ) বরুণঃ (জলাধিপতিঃ) [তথা] গুপ্তার্থঃ (অর্থগোপনকারী, আত্মবিত্তপ্রকাশনিষেধস্য শাস্ত্রপরিপ্রাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ) বলেন (শক্ত্যা, সৈন্যবলেন বা) মহসা (সাহসকারিণা সামর্থ্যবিশেষেণ) ওজসা (আত্মানুভাবেন চ) মাতরিশ্বেব (বায়ুরিব) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বত্র সঞ্চরণক্ষমঃ) অবিষহ্যতয়া

বাৎসল্যে মনুবন্নৃণাং প্রভুত্বে ভগবানজঃ। বৃহস্পতির্ব্রহ্মবাদে আত্মবত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ ॥ ৬১
ভক্ত্যা গোগুরুবিপ্রেষু বিষ্বক্সেনানুবর্ত্তিষু। হ্রিয়া প্রশ্রয়শীলাভ্যামাত্মতুল্যঃ পরোদ্যমে ॥ ৬২
কীর্ত্ত্যোর্দ্ধগীতয়া পুংভিস্ত্রৈলোক্যে তত্র তত্র হ। প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেষু স্ত্রীণাং রামঃ সতামিব ॥৬৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

(অসহনীয়তয়া সোঢ়ুমশক্যত্বয়েত্যর্থঃ) দেবঃ (দেবনশীলঃ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নঃ) ভূতরাট্ (শ্রীরুদ্রঃ) ইব, সৌন্দর্য্যে (শোভায়াং) কন্দর্প ইব (কামদেব ইব), মৃগরাট্ (পশুরাজঃ সিংহঃ) ইব মনস্বী (প্রশস্তচিত্তঃ), বাৎসল্যে (বৎসলতাগুণে) মনুবৎ (মনুতুল্যঃ), নৃণাং (মনুষ্যাণাং, নৃণামিত্যস্য উপলক্ষণতয়া অপরেষামপি জন্তূনামিত্যর্থঃ) প্রভুত্বে (আধিপত্যে) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যযুক্তঃ) অজঃ (ব্রহ্মা, ব্রহ্মসদৃশ ইত্যর্থঃ), ব্রহ্মবাদে (পরমাত্মসম্বন্ধিনি বাক্প্রস্তাবে, বেদবাদে বা) বৃহস্পতিঃ (সুরগুরুসদৃশঃ), আত্মবত্ত্বে (জিতেন্দ্রিয়তায়াং) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) হরিঃ (বিষ্ণুঃ), গোগুরুবিপ্রেষু (গোষু গুরুষু ব্রাহ্মণেষু) [তথা] বিষ্বক্সেনানুবর্ত্তিষু (শ্রবণাদিনা ভগবদনুবৃত্তিপরেষু) ভক্ত্যা (বহুমানেন) হ্রিয়া (লজ্জয়া) প্রশ্রয়শীলাভ্যাং (বিনয়চরিত্রাভ্যাম্) পরোদ্যমে (পরার্থোদ্যমে) আত্মতুল্যঃ (আত্মনৈব সদৃশঃ, নিরুপম ইত্যর্থঃ) [স পৃথুঃ] ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) তত্র তত্র (তস্মিন্ তস্মিন্ স্থানে, নানাস্থানেম্বিত্যর্থঃ) পুংভিঃ (পুরুষৈঃ) ঊর্দ্ধগীতয়া (উচ্চৈঃ উচ্চারিতয়া, স্বরসংযোগেন বাচা প্রতিপাদিতয়া বা) কীর্ত্ত্যা (প্রশস্ত্যা) সতাং (সাধূনাং) রাম ইব (শ্রীরামচন্দ্র ইব) স্ত্রীণাং (সন্নবতীনাং নারীণাং) কর্ণরন্ধ্রেষু (শ্রবণবিবরেষু) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং লব্ধবান্) ॥ ৫৮—৬৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—যিনি সমুদ্রের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়, স্থৈর্য্যগুণে সুমেরু পর্ব্বতের তুল্য, শিক্ষায় ধর্ম্মরাজের তুল্য, বিস্ময়োৎপাদনে হিমালয়ের তুল্য, কুবেরের ন্যায় ধনভাণ্ডারযুক্ত, বরুণের ন্যায় অর্থগোপনকারী এবং বায়ুর ন্যায় বল, সাহস ও ওজোগুণে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ-সমর্থ, অসহনীয়তাবশতঃ যিনি ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেবের ন্যায় প্রতীত, সৌন্দর্য্যে কামদেবের তুল্য, মনস্বিতায় পশুরাজ সিংহের তুল্য, বাৎসল্যগুণে মনুর তুল্য, লোকের প্রতি প্রভুত্বে ভগবান্ ব্রহ্মার তুল্য, ব্রহ্মবিষয়ক প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও জিতেন্দ্রিয়তা বিষয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি গো, গুরু, বিপ্রগণ এবং বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি ভক্তি, লজ্জা, বিনয়, সচ্চরিত্র ও পরার্থপরতায় নিজেরই তুল্য, সেই রাজা পৃথু ত্রিভুবনে বহুস্থানে পুরুষগণ কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে গীত হইয়া, যেমন কীর্ত্তিদ্বারা শ্রীরাম সাধুগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্ত্রীগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৫৮—৬৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—সমুদ্রো যথা গাম্ভীর্য্যেণ এতাবানিতি ন বুধ্যতে তথা অসাবপি অভিপ্রায়তো দুর্ব্বোধঃ। অচলরাট্ মেরুরিব ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বত্রসঞ্চারশক্তিঃ। বলাদিভির্ম্মাতরিশ্বেব ॥ ৫৯ ॥ ভূতরাট্ শ্রীরুদ্রঃ ॥ ৬০ ॥ অজো ব্রহ্মেব। আত্মবত্ত্বে জিতেন্দ্রিয়ত্বে ॥ ৬১ ॥ ভক্ত্যাদিভিঃ পরার্থোদ্যমে চাত্মনৈব তুল্যঃ নিরুপমঃ ॥ ৬২ ॥ পুম্ভিঃ সৎপুরুষৈঃ। রামঃ সীতাপতিঃ যথা সতাং কর্ণরন্ধ্রেষু প্রবিষ্টঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

**শ্রীভাগবতভাবার্থবর্ষিণী।**—অসাধারণগুণসম্পন্ন রাজা পৃথুর নানাবিধ গুণে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্য থাকায় সহসা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যাইত না, পরন্তু কার্য্যের

ফল উৎপন্ন হইলে তবেই জানা যাইত যে, রাজা এই কার্য্য করিতেছিলেন, কার্য্যসিদ্ধি হইবার পূর্ব্বে কেহই উহা বুঝিবার সুযোগ পাইত না। তাহার পর্ব্বতের মত ধৈর্য্য ছিল, কোনও বিক্ষোভ কখনই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না, সুখে দুঃখে সমানভাবে অচল অটল থাকিতেন। তাঁহার শাসন ধর্ম্মরাজের ন্যায় ছিল, যাহার যেরূপ শাসন যোগ্য, তাহাকে তিনি সেইরূপই শাসন করিতেন এবং লোকের যোগ্যতা অনুসারে লোককে শিক্ষা দিতেন ও অপরাধের তারতম্য অনুসারে দণ্ড দিতেন। হিমালয় যেমন নানাপ্রকার বিস্ময়কর বস্তু দ্বারা জগতে অসাধারণ বিস্ময় উৎপাদন করে, তিনিও নিজ অসাধারণ গুণ ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানে অপরের চিত্তে অসীম বিস্ময় জন্মাইয়া দিতেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইত, আর তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া গৌরব সহকারে দেখিত। তাঁহার ধনভাণ্ডার কুবেরের ন্যায় ছিল, সর্ব্বদাই তাহা পরিপূর্ণ থাকিত, শত শত অর্থীকে দান করিলেও তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। বরুণদেব যেমন সমুদ্রের অভ্যন্তরে নানাবিধ ধনরত্নাদি গুপ্ত রাখেন ও সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য হেতু তাহা যেমন কেহই জানিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহার ধনও তিনি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না, কারণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'নিজ ধনের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত ক'রবে না'। তাঁহার বায়ুর মত শক্তি ছিল, তাহাতে এমন কোনও স্থান ছিল না, যেখানে তাঁহার গতি প্রতিহত হইতে পারে, নিজ অসাধারণ সামর্থ্যপ্রভাবে সর্ব্বত্রই তিনি অকুণ্ঠিত গতিতে বিচরণ করিতেন। শত্রুগণ তাঁহার গতি সহ্য করিতে পারিত না অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার তেজে পরাভূত হইত এবং তাঁহাকে ভগবান্ সংহারকর্ত্তা রুদ্রের ন্যায় মনে করিত ও শত্রুকুলবিধ্বংসে তাঁহার রাজশক্তি কখনও কুণ্ঠিত হইত না। সৌন্দর্য্য, মনস্বিতা, বাৎসল্য প্রভৃতি গুণ সত্ত্বেও তাঁহাতে সময়ানুসারে তীব্র প্রভাব দৃষ্ট হইত। গো, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনে তাঁহার ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইত না ও সকলের প্রতিই যথাযোগ্য ভক্তি, স্নেহ ও প্রণয় প্রদর্শন করিতেন। ঐ সকল লোকপ্রিয় গুণরাজি বিষয়ে আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, তাঁহার উপমা একমাত্র তাঁহাতেই দৃষ্ট হইত। পুরুষগণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে তদীয় গুণগান করিতেন, ও রমণীগণ অতি আগ্রহে তাঁহার সেই গুণরাজি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। এই কারণে সকলেই তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় মনে করিত এবং তাঁহাকে তাঁহারই তুল্য ভক্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়া পূজা করিত ॥ ৪১—৬৩

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

## ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সমেকদা বৈণ্য আত্মবান্। আত্মনা বর্দ্ধিতাশেষ-স্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১
জগতস্তস্থুষশ্চাপি বৃত্তিদো ধর্ম্মভৃৎ সতাম্। নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশো যদর্থমিহ জজ্ঞিবান্ ॥ ২
আত্মজেষ্বাত্মজাং ন্যস্য বিরহাদ্রুদতীমিব। প্রজাসু বিমনঃস্বেকঃ সদারোঽগাৎ তপোবনম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[ অথ সনৎকুমারোপদেশেন প্রকাশিতপরমার্থতত্ত্বস্য নিষ্পাদিতসকলরাজকর্ত্তব্যতয়া পালিতভগবন্নিদেশস্য বয়োঽতিপাতে সতি পুত্রেষু পৃথিবীং ন্যস্য ভার্য্যায়া সহ পৃথোস্তপোবনপ্রস্থানমাহ দৃষ্টেত্যাদিত্রিকেণ ] [ অথ ] আত্মবান্ ( সুসংযতেন্দ্রিয়গ্রামঃ ) আত্মনা ( স্বেনৈব ) বর্দ্ধিতাশেষস্বানুসর্গঃ ( প্রবর্দ্ধিতপ্রভূতান্নপুরগ্রামাদিসৃষ্টিঃ ) জগতঃ ( জঙ্গমস্য ) তস্থুষঃ ( স্থাবরস্য ) চাপি ( চকারোঽপি চ সমুচ্চয়ার্থঃ ) বৃত্তিদঃ ( বিহিতবৃত্তিকঃ ) সতাং ( সাধূনাং ) ধর্ম্মভৃৎ ( সুকৃতপালকঃ, সাধুজনানুষ্ঠেয়কর্ম্মজন্য ধর্ম্মপোষকো বা ) নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশঃ ( নিঃশেষতয়া সম্পাদিতভগবন্নিদেশঃ ) প্রজাপতিঃ ( রাজা ) বৈণ্যঃ ( পৃথুঃ ) একদা ( কদাচিৎ ) আত্মানং ( স্বং, স্বদেহমিত্যর্থঃ ) প্রবয়সম্ (অতীতবহুবয়সং) দৃষ্ট্বা (তদানীন্তনদৈহিকবিকারাদিদর্শনেন কালগণনয়া চ জ্ঞাত্বা, দৃশির্জ্ঞানসামান্যবচনঃ) ইহ ( অস্যাং পৃথিব্যাং ) যদর্থং ( যস্মৈঃ প্রজাপালনাদিবিষয়ে ) জজ্ঞিবান্ ( জাতঃ ), [ তদর্থমিতি বাক্যার্থপূরণায প্রকৃতে অধ্যাহর্ত্তব্যম্,যৎপদস্যাত্র তৎপদাপেক্ষায়াঃ প্রকারান্তরেণাশক্যপূরণত্বাৎ] বিরহাৎ (জায়মানাৎ রাজ্ঞঃ পৃথোঃ বিয়োগাৎ হেতোঃ ) প্রজাসু ( প্রকৃতিষু ) বিমনঃসু ( বৈমনস্যং প্রাপ্তাসু চিন্তাতুরাসু সতীষিত্যর্থঃ ) রুদতীমিব (প্রজাবৈমনস্যলিঙ্গেন সম্ভাব্যমানরোদনামিত্যর্থঃ) আত্মজাং ( পুত্রীভূতাং পৃথ্বীম্ ) আত্মজেষু ( পুত্রেষু ) ন্যস্য ( যূয়ম্ ইমাং ন্যাসরূপেণ অহমিব রক্ষত, ন তু ক্ষপয়ত ইত্যেবং ন্যাসধর্ম্মেণ স্থাপয়িত্বা ) একঃ ( ভার্য্যাব্যতিরিক্তসহায়শূন্যঃ ) সদারঃ ( সভার্য্যঃ ) তপোবনং ( তপোবনভূমিম্ ) অগাৎ ( প্রতস্থে, বানপ্রস্থধর্ম্মেণেতি শেষঃ ) ॥ ১—৩

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—সংযতচিত্ত পৃথু স্বয়ং পৃথিবীতে অশেষবিধ অন্ন, পুর ও গ্রামাদির বৃদ্ধি সাধন, স্থাবর-জঙ্গমসমূহের যথাযথ বৃত্তিবিধান ও সাধুদিগের ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক ঈশ্বরাদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া যে প্রজাপালন কার্য্যের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকার্য্য সম্পাদনার্থ ( রাজার অচিরভাবী ) বিরহে প্রজাগণের আকুলতাহেতু যেন রোরুদ্যমানা পৃথিবীকে নিজ পুত্রগণের নিকট ন্যস্ত করিয়া নিজ ভার্য্যার সহিত একাকী তপোবনে গমন করিলেন ॥ ১—৩

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

ত্রয়োবিংশে সভার্য্যস্তু বনে নিত্যসমাধিতঃ। বিমানমধিরুহ্যাথ বৈকুণ্ঠে গতিরীর্য্যতে॥

প্রবয়সং বৃদ্ধং দৃষ্ট্বা তপোবনমগাদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। স্বকৃতোঽনুসর্গঃ অন্নাদিসর্গঃ পুরগ্রামাদিসর্গশ্চ, বৃদ্ধিং-তোঽশেষঃ স্বানুসর্গো যেন॥ ১॥ নিষ্পাদিত ঈশ্বরাদেশঃ প্রজাপালনাদির্যেন। জজ্ঞিবান্ জাতঃ॥ ২॥ আত্মজাং পৃথ্বীম্। বিমনঃস্থু চিন্তাতুরাসু। সদারঃ সভার্য্যঃ॥ ৩

**শ্রীভাগবতভাষ্যভর্ষিনী।**—মুনিগণ বেণ রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িতা পৃথিবীর পালনার্থ বেণ রাজাকে বিনাশ করিয়া তদীয় দক্ষিণ কর মন্থন পূর্ব্বক রাজা পৃথুকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার উপরই রাজ্যশাসন-ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। বহুকাল যাবৎ রাজ্যপালন করিয়া রাজা পৃথু যখন পৃথিবীর সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিলেন, তখন প্রজাগণ সকলেই তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল, বেণরাজার অত্যাচার সকলেই ভুলিয়া গেল। রাজা পৃথু পৃথিবীতে অন্নের বৃদ্ধি সাধন করিলেন, কত নগর, কত গ্রাম, কত জলাশয় এবং কত দেবস্থান নির্ম্মাণ করিয়া কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকল বস্তুসমূহেরই সদ্ব্যবস্থা সম্পাদন করিলেন, ফলে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ নিরুপদ্রবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ও দুষ্টগণের অত্যাচারে ধর্ম্মক্রিয়ার অণুমাত্রও বিঘ্ন পরিলক্ষিত হইল না। এইরূপে ভগবান্ ঈশ্বরের আদেশ যথাযথরূপে পালন করিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন। পরে বহুকাল অতীত হইলে একদা তাঁহার মনে হইল যে—রাজ্যভোগ ত বহুকাল করিলাম, যথাশক্তি প্রজাগণের রক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীভগবানের আদেশও পালন করিতে যত্ন করিলাম, কিন্তু এতকাল পরে কৈ ভগবান্ ত আমাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তদীয় সেবা সম্পাদনের জন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী করিলেন না, অতএব মনে হইতেছে যে, আমার ঈশ্বরভজন পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই এবং অন্তঃকরণও মলশূন্য হয় নাই, অথচ সংসার কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করাও একান্ত অসম্ভব, যাহাতে চিত্তের মল সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-সেবকরূপে শ্রীভগবানের সন্নিধি লাভ করা যাইতে পারে। অতএব বানপ্রস্থধর্ম্মের নিয়মানুসারে তপোবনে গমন করিয়া আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা ধ্রুবের ন্যায় কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অতিসত্বর শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা আচরণ করিব। এই মনে করিয়া একমাত্র ভার্য্যাকেই সঙ্গে লইয়া তিনি তপোবনে গমন করিলেন। প্রজাগণ পিতার তুল্য সর্ব্বগুণবিভূষিত মহারাজ পৃথুর বিরহে অত্যন্ত দুঃখিত হইল, তাহাদের তৎকালীন মুখ-মালিন্যাদি দর্শনে মনে হইতে লাগিল—বুঝি পৃথিবী রাজার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া রোদন করিতেছেন। রাজা বনে যাইবার সময় প্রজাপালন প্রভৃতি রাজ-কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজ পুত্রগণের উপর পৃথিবীর ভার দিয়া গেলেন। রাজা পৃথু ভগবানের শুদ্ধভক্ত ও ভগবানের পার্ষদ, কেবলমাত্র লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া নরাকারে রাজ্যপালন করিতেছিলেন। শ্রীভগবানের আদেশ সম্পাদনের জন্যই উঁহার ধর্ম্মজ্ঞানাদি অনুকরণ, আবার ভগবানও যে তাহাকে আদেশ করিয়াছেন, উঁহাও কেবল সাধারণ লোক শিক্ষা সম্পাদনের জন্য জানিতে হইবে। 'যদর্থং'এই পদটী একটা 'তদর্থ' পদের আকাঙ্ক্ষা করেবলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সমাসনিবিষ্ট পদের অন্তর্ভাবে উক্ত তৎপদসন্নিবেশ অসম্ভব বলিয়া শেষের দিকে উঁহার অর্থ যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহাতে পূর্ব্বের দিকে উঁহার অন্বয়ই যেন ব্যাসদেবের অভিপ্রেত। তাহাতে এই অর্থ হয়—'যে সকল কার্য্যের জন্য পৃথু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল ( পূর্ব্বোক্ত ) কার্য্যনিষ্পাদন করিয়া' ইত্যাদি।

শ্লোকস্থ 'ন্যস্য' পদের তাৎপর্য্য এই যে রাজা পুত্রদিগকে যেন বুঝাইয়া দিলেন যে—আমি তোমাদের নিকট এই পৃথিবীকে ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিত ধন রূপে রাখিয়া যাইতেছি, ন্যাসের বস্তু যেমন যাহার নিকট ন্যস্ত করা হয়,

তত্রাপ্যদাভ্যনিয়মো বৈখানসসুসম্মতে। আরব্ধ উগ্রতপসি যথা স্ববিজয়ে পুরা॥ ৪ ॥
কন্দমূলফলাহারঃ শুষ্কপর্ণাশনং ক্বচিৎ। অব্‌ভক্ষঃ কতিচিৎ পক্ষান্ বায়ুভক্ষস্ততঃ পরম্॥ ৫ ॥

তাহার রক্ষণে ও বর্দ্ধনেই মাত্র অধিকার, নষ্ট করিবার নহে, সেইরূপ তোমরাও এই পৃথিবীকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিবে, ইহার কোনও রূপ অনিষ্ট সাধন করিবে না, কারণ উহার ন্যায়রূপে রক্ষা করাই রাজার ধর্ম্ম।

শ্লোকস্থ 'আত্মজা' ও 'আত্মজ' এই দুইটি শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, পিতার অভাবে যেমন পুত্র নিজ ভগিনীকে স্নেহাদিদানে পরিপোষণ করে, হে পুত্রগণ। তোমরাও আমার অগোচরে এই পৃথিবীকে সেইরূপ পোষণ করিবে, ইহার কোনও প্রকার দুঃখাদি উৎপাদন করিবে না। বানপ্রস্থধর্ম্ম ভার্য্যার সহিতই অবলম্বন করিতে হয়, এইজন্য রাজা তপস্যাকামী হইয়াও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

'আত্মবান্' অর্থাৎ সংযত চিত্ত, এই পদের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, রাজা যে এতকাল পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন, তাহাতেও তদীয় চিত্তসংযমহেতু পৃথিবীভোগ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার কোনও রূপ মানসিক বিকার হইল না। এইজন্যই সংসার ত্যাগের সময় রাজাকে নির্লিপ্তের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার অবশ্য-কর্ত্তব্য প্রজাপালনাদি কার্য্য কর্ত্তব্যবোধেই তিনি এ যাবৎ করিয়াছেন, আসক্তিপূর্ব্বক নহে, ইহাই উহার তাৎপর্য্য॥ ১—৩

**অন্বয়ঃ**।—[ গার্হস্থ্যাশ্রমবৎ বানপ্রস্থাশ্রমেঽপি তস্য পৃথোরখণ্ডপ্রযত্নমাহ তত্রেত্যাদিনা ] তত্রাপি ( বানপ্রস্থাশ্রমেঽপি, অপিঃ গার্হস্থ্যাশ্রমসমুচ্চায়কঃ ) অদাভ্যনিয়মঃ ( অখণ্ড-ব্রতঃ, দভ্‌ নোদন ইতি কল্পদ্রুম-নিরুক্তদভ্‌ধাতোঃ দাভ্যেতি পদসিদ্ধিঃ। অযং পাঠো গৌড়ানাম্। অন্যে তু অদাম্যেতি পঠন্তি , তন্মতে অদমনীয়-ব্রত ইত্যর্থঃ ) পুরা ( পূর্ব্বং গার্হস্থ্যাবস্থায়াং ) যথা ( যাদৃশেন বিপুলপ্রযত্নেন ) স্ববিজয়ে ( স্বীযধরামণ্ডলবিজয়ে ) [ তথা ] বৈখানসসুসম্মতে ( বানপ্রস্থিনাং সুতরামভিমতে ) উগ্রে (কঠোরে) তপসি (তপশ্চরণে) আরব্ধঃ (প্রবৃত্তঃ, কর্ত্তরি ক্ত-প্রত্যয়ে-নারব্ধ ইতি প্রকৃতে সিদ্ধম্ )॥ ৪

**মূলানুবাদ**।—পূর্ব্বে গার্হস্থ্যাশ্রমে রাজা পৃথু যেমন স্বীয় ধরামণ্ডলের বিজয়ে অখণ্ডিত নিয়মে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেইরূপ বানপ্রস্থাশ্রমেও বানপ্রস্থিগণের সুসম্মত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪

**শ্রীধরটীকা**।—অদাভ্যা বিঘ্নৈর্নাশয়িতুমশক্যা নিয়মা যস্য। বানপ্রস্থানাং সুসম্মতে উগ্রে তপসি আরব্ধঃ প্রবৃত্তঃ। কর্ত্তরি ক্তঃ। যথা স্বস্য ধরামণ্ডলস্য বিজয়ে পূর্ব্বং যথা মহতা যত্নেন প্রবৃত্তঃ, তথেতি॥ ৪

**শ্রীভাগবতভাবভর্ষিণী**।—রাজা পৃথু গার্হস্থ্যাশ্রমরূপ দ্বিতীয় আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এমন আগ্রহ সহকারে অখণ্ড ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাঁহার তপস্যা দেখিয়া তপোবনস্থিত অপর বানপ্রস্থিগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন ও সকলেই উক্ত তপস্যার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। গার্হস্থাশ্রম ছাড়িয়া অল্পকাল মাত্র বনে আসিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমস্মরণ জনিত কোনও মানসিক বিক্ষেপ দৃষ্ট হইল না, পূর্ব্বাশ্রমের কার্য্য যেমন আগ্রহে, যেমন অখণ্ডনিয়মে অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, বানপ্রস্থাশ্রমেও ঠিক সেইরূপ আগ্রহ ও অখণ্ডনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক যথোক্ত আশ্রমোচিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে মগ্ন হইয়াছিলেন। ইহা পৃথুর পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় না হইলেও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্লোকস্থ 'অদাভ্যনিয়ম' এই স্থলে কেহ কেহ 'অদাম্যনিয়মঃ' এইরূপ পাঠ করেন , কিন্তু 'অদাভ্যনিয়ম' এই পাঠ গৌড়ীয় সম্মত, এইজন্য উক্ত পাঠই মৌলিকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। টীকাকার বিশ্বনাথও একমাত্র উক্ত পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীবকৃত ক্রমসন্দর্ভেও 'অদাভ্য' এই পাঠ গৌড়সম্মত বলা হইয়াছে॥ ৪

গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ধীরো বর্ষাস্বাসারষাড়্ মুনিঃ। আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৬ ॥
তিতিক্ষুর্যতবাগ্ দান্ত ঊর্দ্ধরেতা জিতানিলঃ। আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণমচরৎ তপ উত্তমম্ ॥ ৭ ॥

**অন্বয়ঃ।** [ তদীয়তপশ্চরণপ্রকারমাহ কন্দেতি ত্রিকেণ। ] [ সঃ ] কৃষ্ণং ( বৈকুণ্ঠপতিং ) আরিরাধয়িষুঃ ( বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ আরাধয়িতুকামঃ তদাজ্ঞাপালনরূপমারাধনং কর্ত্তুকামো বা ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) কন্দমূলফলাহারঃ ( কন্দমূলফলভোজী ) [ ক্বচিৎ ] শুষ্কপর্ণাশনঃ ( নীরসপত্রমাত্রাহারঃ ) কতিচিৎ ( কিয়ৎ পরিমাণান্ ) পক্ষান্ ( পঞ্চদশদিবসাত্মককালান্ ) অব্ভক্ষঃ ( জলমাত্রপায়ী ) ততঃ পরং ( তদনন্তরং ) [ কতিচিৎ পক্ষানিত্যত্রাপি সম্বধ্যতে ] বায়ুভক্ষঃ ( বায়ুমাত্রাহারঃ ) গ্রীষ্মে ( গ্রীষ্মকালে ) ধীরঃ ( ধৈর্য্যযুক্তঃ ) পঞ্চতপাঃ ( পঞ্চাগ্নিকতপঃকারী, চতুর্দ্দিক্ষু চতুরোঽগ্নীন্ উপরি চ সূর্য্যামবলম্ব্য যে তপস্যন্তি তে খলু পঞ্চতপস ইতি ) বর্ষাসু ( বর্ষাকালে ) আসারষাট্ ( বার্ষিকপ্রবলজলধারাসম্পাতসহঃ মুনিঃ ( মৌনব্রতী ) শিশিরে ( শীতকালে ) উদকে ( জলে ) আকণ্ঠমগ্নঃ ( কণ্ঠপর্য্যন্তং মগ্নঃ ) স্থণ্ডিলেশয়ঃ ( ভূমিশায়ী ) তিতিক্ষুঃ ( শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ ) যতবাক্ ( সংযতবাগিন্দ্রিয়ঃ ) দান্তঃ ( দমগুণযুক্তঃ ) ঊর্দ্ধরেতাঃ ( ঊর্দ্ধস্রোতাঃ ) যতানিলঃ ( সংযমিতপ্রাণবায়ুশ্চ ) [ সন্ ] উত্তমং ( কঠোরং পরমার্থলাভহেতুভূতঞ্চ ) তপঃ ( ব্রতম্ ) অচরৎ ( অন্বতিষ্ঠৎ ) ॥ ৫—৭

**মূলানুবাদ।**—রাজা পৃথু বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৃষ্ণসেবা কামনা করিয়া কদাচিৎ মূল-ফলভোজী হইয়া, কদাচিৎ শুষ্কপত্রমাত্র আহার করিয়া, কতিপয় পক্ষকাল জলমাত্র পান করিয়া, তদনন্তর আবার কতিপয় পক্ষকাল বায়ুমাত্র সেবন করিয়া, গ্রীষ্মকালে ধীরভাবে পঞ্চাগ্নিক তপোঽনুষ্ঠান এবং মৌনব্রত সহকারে বর্ষাকালে প্রবল বর্ষাজলসম্পাত সহ্য করিয়া, শীতকালে জলের মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া ও ভূমিশায়ী হইয়া তিতিক্ষা, বাক্সংযম ও দমগুণযুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধরেতা অবস্থান প্রাণবায়ুর সংযমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫—৭

**শ্রীধরটীকা।**—উগ্রং তপো দর্শয়তি কন্দমূলেতি ত্রিভিঃ। ক্বচিৎ কদাচিৎ ॥ ৫ ॥ চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারোঽগ্নয় উপরি সূর্য্য ইতি পঞ্চানাং তপঃ সন্তাপো যস্য স পঞ্চতপাঃ। আসারং সহত ইত্যাসারষাট্। শিশিরে ঋতৌ। স্থণ্ডিলেশয়ঃ ভূমিশয়নঃ সর্ব্বদা ॥ ৬।৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধভক্তিসম্পন্ন রাজা পৃথু গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যখন বানপ্রস্থে আসিয়াছেন, তখনই তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমাকে ভগবান যখন তাঁহার সেবকরূপে তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিতেছেন না, ইহাতেই বুঝিতেছি যে, আমার ভগবদারাধনা গার্হস্থ্য আশ্রমে সম্পূর্ণ হইতেছে না, অতএব অসঙ্গভাবে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে,—যাহাতে অনায়াসে তাঁহার নিকটবর্ত্তী সেবকের পদ লাভ করিতে পারি। এই মনে করিয়া তিনি বনে আসিয়া কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাজা পৃথু শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধভক্তিমান, সুতরাং তিনি যে এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, ইহা কেবল লোকপ্রদর্শনার্থ বুঝিতে হইবে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ভগবানের প্রতি রাগাত্মিকা ভক্তিযুক্ত শ্রীবিশাখা প্রভৃতি গোপীগণও কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। অথবা পৃথু যে ভগবানের তপস্যা করিতেছিলেন, তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ ঐ সকল কার্য্যের প্রচারের জন্যই তাঁহাকে জগতে অবতীর্ণ করিয়াছেন, জগতে উক্ত বিষয় সমূহের শিক্ষাদান তাঁহার অভিপ্রেত, অতএব ভগবানের আদেশ রক্ষা করাই ঐরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে, তাহাতে আর কোনও রূপ সন্দেহের আশঙ্কা নাই।

পঞ্চতপা তাপস চারিদিকে চারিটী অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মধ্যভাগে অবস্থান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে সূর্য্যরূপ প্রখর

তেন ক্রমানুসিদ্ধেন ধ্বস্তকর্ম্মামলাশয়ঃ। প্রাণায়ামৈঃ সন্নিরুদ্ধষড়্বর্গশ্ছিন্নবন্ধনঃ ॥৮॥
সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্। যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ ॥৯॥

তেজোময় পদার্থে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন। মাঘ-কাব্যে কথিত আছে যে, "পঞ্চমঃ পঞ্চতপসস্তপনো জগতবেদসাম্॥" অর্থাৎ পঞ্চতপার পক্ষে সূর্য্যই পঞ্চম অগ্নির পঞ্চম স্থান পূরণ করিয়া থাকেন॥ ৫—৭

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ সনৎকুমারোপদিষ্ট বর্ত্মনা তস্য আধ্যাত্মিকযোগানুষ্ঠানমাহ তেনেত্যাদিনা যুগ্মকেন ] ধ্বস্তকর্ম্মা ( প্রাগেব ক্ষীণকর্ম্মা ) [সঃ] পুরুষর্ষভঃ ( পুরুষশ্রেষ্ঠঃ ) ক্রমানুরুদ্ধেন ( ক্রমেণ পরিণতিং প্রাপ্তবতা ) তেন ( নিরুক্তেন তপসা ) অমলাশয়ঃ ( প্রসন্নান্তঃকরণঃ ) প্রাণায়ামৈঃ ( পূরক-কুম্ভক রেচকাত্মকৈঃ ) সন্নিরুদ্ধষড়বর্গঃ ( সংযমিতকামাদিষড়বাতিঃ ) ছিন্নবন্ধনঃ ( বিগলিতবিষয়বন্ধনঃ ) [ সন্ ] ভগবান্ ( ঐশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ) সনৎকুমারঃ ( তদাখ্যঃ দেবর্ষিঃ ) যং ( যাদৃশম্ ) আধ্যাত্মিকং ( আত্মনি অধিকৃতং ) পরং ( পরব্রহ্মযুক্তং ) যোগং ( শুদ্ধং ভক্তিযোগম্ ) আহ ( উপদিদেশ ) তেনৈব ( তদুপদিষ্টরূপেণৈব, ন তু প্রকারান্তরেণেত্যর্থঃ ) পুরুষং ( পরম-পুরুষং বিষ্ণুম্ ) অভজৎ ( আরাধয়ামাস )। [ তস্য ধ্বস্তকর্ম্মণোঽপি কর্ম্মবদ্ভানং ভগবদারাধনায়ৈবানুষ্ঠিতমিতি ক্রমসন্দর্ভাভিমতম্ ] ॥ ৮।৯

**মূলানুবাদ।**—পূর্ব্বেই যাঁহার কর্ম্ম বন্ধন ক্ষীণ হইয়াছে, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু ক্রমে পরিণতি প্রাপ্ত সেই তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রসন্নান্তঃকরণ হইলেন এবং প্রাণায়াম দ্বারা কামাদি ছয় রিপুর সংযমন করিয়া বিষয়-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। পরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাকে যে আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্ট শুদ্ধ ভক্তিযোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮।৯

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্বোক্তরূপ কঠোর তপস্যা করিতে করিতে যখন রাজা পৃথুর তপস্যা পরিণতি প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি চিত্তে অপূর্ব্ব প্রসন্নভাব লাভ করিলেন। প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে কামাদি রিপু-বর্গ সংযত ভাব ধারণ করিয়াছিল, কাজেই তাঁহার চিত্ত আর স্বপ্নেও বিষয়ের দিকে ধাবিত হইল না। তিনি শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, অতএব তাঁহার কর্ম্মবন্ধন পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়াছিল, তথাপি যে তিনি কর্ম্মীর ন্যায় তপস্যাদি করিতেছিলেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল ভগবান্ তাঁহাকে যে কার্য্য প্রচারের জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিপালন। যদি শ্রীভগবানের আদেশানুসারে তিনি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তবে তাঁহার প্রত্যবায় হইবে ও নিজ জন্ম নিরর্থক হইবে—এই বুঝিয়াই তিনি কর্ম্মীর ভান অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যখন তাঁহার কঠোর তপস্যায় চিত্তের অপূর্ব্ব প্রসাদ উপস্থিত হইল এবং কামাদির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইল, তখন সনৎকুমার তাঁহাকে যে পরম ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুসারে তিনি পরমপুরুষ বিষ্ণুর ভজনা করিতে লাগিলেন।

যোগী যখন কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণের মল সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে সমর্থ হন এবং কামাদি রিপুর অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন, তখনই তাঁহার পরব্রহ্ম উপাসনার অবসর হয় তাই রাজা পৃথু উক্ত অবস্থা উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম ভগবান বিষ্ণুর সেবা আরম্ভ করিলেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে যে আধ্যাত্মিক পর যোগের কথা বলা হইয়াছে, উহা যে শুদ্ধ ভক্তিযোগ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, কারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগ পর নহে, ইহা ব্যাখ্যান্তরে দেখা যায়, তাহা দ্বারা পরম পুরুষের ভজনও অসম্ভব এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টতই বলা হইবে যে, "ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ" অর্থাৎ ভগবান পরব্রহ্ম

ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা। ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ ॥ ১০ ॥

তস্যানয়া ভগবতঃ পরিকর্ম্মশুদ্ধসত্ত্বাত্মনস্তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা।

জ্ঞানং বিরক্তিমদভূন্নিশিতেন যেন চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোশম্ ॥ ১১ ॥

বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার অনন্যবিষয়া ভক্তি হইয়াছিল। এস্থলে যোগ পদে জ্ঞানযোগ বলিলে ঐ কথার সঙ্গতি থাকে না, আধ্যাত্মিক পর যোগ বলিয়া উহার কেবল রহস্যত্বই ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥ ৮।৯

অন্বয়ঃ।—[অথ শুদ্ধভক্তিযোগানুষ্ঠানেন তস্য পরব্রহ্মাত্মকে ভগবতি একান্তভক্ত্যাবির্ভাবমাহ—ভগবদ্ধর্ম্মিণ ইত্যাদিনা।] তদা (তস্মিন্ কালে) ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ (ভগবদেকনিষ্ঠস্য) সাধোঃ (সদাচারসম্পন্নস্য) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাখ্যয়া অন্তঃকরণবৃত্ত্যা) যততঃ (যত্নং কুর্ব্বতঃ) [সতঃ] সদা ভগবতি (ঐশ্বর্য্যশালিনি) ব্রহ্মণি (পরমাত্মস্বরূপে বিষ্ণৌ) অনন্যবিষয়া (বিষয়ান্তরব্যাবৃত্তা) ভক্তিঃ (অনুরাগবিশেষঃ) অভবৎ (উদপাদি) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—তখন শ্রীভগবানের প্রতি একান্তনিষ্ঠাসম্পন্ন সদাচারযুক্ত পৃথুর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যত্ন করিতে করিতে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির আবির্ভাব হইল ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—তেন তপসা ক্রমাত্মসিদ্ধেন শনৈঃ প্রাপ্তেন। ধ্বস্তানি কর্ম্মাণি যস্য, অতঃ অমল আশয়ো যস্য, ছিন্নানি বন্ধ্যানি বাসনা যস্য ॥ ৮—১০

অন্বয়ঃ।—[অথ ভক্ত্যানুগৃহীতস্য তস্য ব্রহ্মবিদ্যাবির্ভাবমাহ তস্যেত্যাদিনা] ভগবতঃ (পরব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ) পরিকর্ম্মশুদ্ধসত্ত্বাত্মনঃ (পরিচর্য্যয়া বিশুদ্ধসত্ত্বমন্তঃকরণং প্রাপ্তবতঃ) তস্য (পৃথোঃ) তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা (নিরন্তরং বিষ্ণোঃ সংস্মরণেন পরিপূর্ত্তিং প্রাপ্তয়া) অনয়া (ভক্ত্যা) বিরক্তিমৎ (বৈরাগ্যযুক্তং) জ্ঞানং (ব্রহ্মবিদ্যা) অভূৎ (আবির্ব্বভূব)। নিশিতেন (অতিতীক্ষ্ণেন) যেন (জ্ঞানেন) সংশয়পদং (ভক্ত্যা সাক্ষাৎকৃতভগবচ্চরণস্য মম জীবকোশোঽস্তি নাস্তি বেতি তদীয়সন্দেহবিষয়ীভূতং) নিজজীবকোশং (স্বীয়ম্ উপাধিং হৃদয়গ্রন্থিং বা) চিচ্ছেদ (উচ্ছেদং নিনায়) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাদ্বারা শুদ্ধচিত্ত রাজা পৃথুর নিরন্তর বিষ্ণুস্মরণহেতু পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত উক্ত ভক্তির প্রভাবে বৈরাগ্যযুক্ত এরূপ ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভাব হইল যে, সেই সুতীক্ষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যার বলে তিনি সংশয়াস্পদ নিজ জীবকোশকে ছিন্ন করিলেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—পরিকর্ম্মণা পরিচর্য্যয়া শুদ্ধসত্ত্ব আত্মা মনো যস্য তস্য জ্ঞানমভূৎ। কীদৃশম্? যেন নিজমুপাধিং জীবকোশং হৃদয়গ্রন্থিং সংশয়ানামসম্ভাবনাদীনাং পদমাশ্রয়ং চিচ্ছেদ। কীদৃশেন? অনয়া ভক্ত্যা নিশিতেন তীক্ষ্ণেন। কথম্ভূতয়া? তস্য ভগবতঃ অনুসংস্মরণেন অনুপূর্ত্তিঃ সম্পূর্ত্তির্যস্যাস্তয়া নিশিতেন ॥ ১১

শ্রীভাগবতভাবভর্বিনী।—নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে উক্ত আছে যে, "হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতঃ॥" অর্থাৎ হরিভক্তিরূপ মহাদেবীর দাসীস্থানীয় কতকগুলি বস্তু আছে, তাহা মুক্তি, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও অলৌকিক অদ্ভুত ভুক্তি বা ভোগ। উহারা দাসীর ন্যায় হরিভক্তির পশ্চাতে পশ্চাতেই সর্ব্বদা থাকে, হরিভক্তি যখন যাহাকে আশ্রয় করেন, তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই তাঁহারাও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কাজেই রাজা পৃথুর যখন সেই হরিভক্তির আবির্ভাব হইল, তৎপরক্ষণেই রাজা পৃথু নিষ্কাম হইলেও তঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা ও অণিমাদি সিদ্ধি আবির্ভূত হইয়া বলিল যে আমাদিগকে ভগবান্ তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর। এমত অবস্থায় শুদ্ধভক্তিযুক্ত পৃথু চিন্তা করিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা ভক্তিরই মাধুর্য্য অধিক, [শুদ্ধভক্তগণ এইজন্যই ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাও কামনা করেন না,] অতএব আমার ভক্তিই ভাল।

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহস্তৎ তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥ ১২

ব্রহ্মবিদ্যায় আমার কাজ নাই। ব্রহ্মবিদ্যায় লিঙ্গ-দেহের ধ্বংসরূপ যে কার্য্য হয়, কামনা ব্যতিরেকে ভক্তিদ্বারাও উহা হইতে পারে ; অতএব কেন আমি উৎকৃষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিব ? পরে আবার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে,—না, আশু লিঙ্গদেহের ধ্বংসার্থ ব্রহ্মবিদ্যা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন ভুক্ত অন্ন জঠরানলে পরিপাক পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আশু পরিপাকের জন্য তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিও জারক ঔষধ সেবন করেন, সেইরূপ অতিসত্বর শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেবাপ্রাপ্তির জন্য লিঙ্গদেহধ্বংস শীঘ্র আবশ্যক হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। এই ভাবিয়া যেমন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান স্বীকার করিলেন, অমনি তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইল, সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইল। ভক্তির প্রভাব আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মুনি-ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বহু দার্শনিক পর্য্যন্তও যে-ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল, যে-ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র মুক্তির চরম কারণ বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে ভক্তগণ তাহাকেও নগণ্য মনে করেন। নিপুণভাবে দেখিতে গেলে হয়ত এই ভক্তি ব্রহ্মবিদ্যারই রূপান্তর মাত্র॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপপ্রযোজনানিষ্পত্ত্যা জ্ঞানস্য গতার্থত্বাৎ তস্য তৎপরিহারমাহ ছিন্নেত্যাদিনা ]। [ স পৃথুঃ ] যেন বয়ুনেন ( যেন জ্ঞানেন ) ইদং ( অনন্তরশ্লোকোক্তং লিঙ্গশরীরম্ ) অচ্ছিনৎ ( উচ্ছেদং নীতবান্ ) ছিন্নান্যধীঃ ( ব্যপগতদেহাত্মবুদ্ধিরূপমিথ্যাজ্ঞানঃ ) অধিগতাত্মগতিঃ ( অনুভূতপরমাত্মস্বরূপঃ ) [ অতএব ] নিরীহঃ ( বস্তন্তরপ্রাপ্তিকামনারহিতঃ, প্রাপ্তাসু সিদ্ধিষু স্পৃহাশূন্য ইতি বা ) [ সন্ ] তৎ ( জ্ঞানং ) তত্যজে ( ত্যক্তবান্, তৎপ্রযত্নাদপি উপররামেত্যর্থঃ, তৎসাধ্যস্য মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিরূপস্য ফলস্য জাতত্বাদিতি ভাবঃ ) [ অর্থান্তরেণ সামান্যরূপেণ পূর্ব্বোক্তং সমর্থয়তে তাবন্নেত্যাদিনা ] যতিঃ ( যোগী ) যাবৎ ( যৎকালপর্য্যন্তং ) গদাগ্রজকথাসু ( শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তাসু ) রতিম্ ( অনুরাগম্, অনন্যবিষয়ামাসক্তিমিত্যর্থঃ ) ন কুর্য্যাৎ ( ন বিদধ্যাৎ ) তাবৎ ( তৎকালপর্য্যন্তং ) যোগগতিভিঃ ( যৌগিকপ্রকারৈঃ ) অপ্রমত্তঃ ( প্রমাদরহিতঃ ) ন [ ভবতীতি শেষঃ। অপি তু প্রমত্ত এব ভবতীতি ভাব ]॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—রাজা পৃথু যে-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বশ্লোককথিত লিঙ্গশরীরের উচ্ছেদসাধন করিলেন, দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি ও পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ অনুভূতি প্রকটিত হইলে তিনি নিরীহভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। যোগী যতকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কথাবিষয়ে রতিমান না হন, তত কাল পর্য্যন্ত যোগগতি দ্বারা তাঁহার অপ্রমত্ততা অসম্ভব॥ ১২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—অণিমাদিসিদ্ধ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা সংসারের কারণ, এইজন্য মুক্তিকামী যোগী সংসারজ্বালা অতিক্রম করিবার জন্য তৎকারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি কামনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অন্বেষণ করেন। উপযুক্ত যোগাদি উপায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তখন অবিদ্যা অন্তর হইতে প্রস্থান করে, মুক্তির আনন্দে যোগী মগ্ন হইয়া থাকেন, ভবিষ্যতে আর তাঁহাকে সংসার-জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। তখন তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য-সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই তখন আর তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না, এইজন্যই নিরর্থক বোধে যোগী তত্ত্বজ্ঞানকেও পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বা অন্য উপায়ে অন্য কোনও বস্তু লাভ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না ; কারণ, তিনি সকল প্রাপ্তব্য বস্তুর শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর যেমন পৃথুর অবিদ্যানিবৃত্তি হইল, অমনি তিনি তত্ত্বজ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিলেন। যে পর্য্যন্ত

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি। ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্॥ ১৩
সম্পীড্য পায়ুং পার্ষ্ণিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ঞ্চনৈঃ। নাভ্যাং কোষ্ঠেষবস্থাপ্য হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি॥ ১৪
উৎসর্পয়ংস্তু তং মূর্দ্ধ্নি ক্রমেণাবেশ্য নিঃস্পৃহঃ।
বায়ুং বায়ৌ ক্ষিতৌ কায়ং তেজস্তেজস্যযূযুজৎ॥ ১৫

উক্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেই পর্য্যন্তই তিনি উক্ত জ্ঞান স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই উহা ত্যাগ করিলেন, তাহাতে আসক্ত হইলেন না; কাজেই বস্তুতঃ দেখিতে গেলে পৃথুরাজার নিঃস্পৃহত্বই প্রতিপাদিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, শুদ্ধভক্তির ফল দ্বিবিধ, অনুসংহিত ও অননুসংহিত; অনুসংহিত ফল প্রেম-ভক্তি, আর অননুসংহিত ফল জ্ঞান-সিদ্ধ্যাদি। তন্মধ্যে যদি কোনও ভক্তের স্বতঃপ্রাপ্ত বস্তুতে আবার লিপ্সা হয়, তবে শুদ্ধা ভক্তির সঙ্কোচ হয়। পরন্তু রাজা পৃথুর সেই ভক্তিসঙ্কোচ উপস্থিত হয় নাই॥ ১২

অন্বয়ঃ।—[ অথ তস্য স্বেচ্ছয়ৈব সুখেন দেহপরিত্যাগপ্রকারমাহ এবমিত্যাদিনা ] বীরপ্রবরঃ ( বীরশ্রেষ্ঠঃ, অচিরং দেহত্যাগেন চিন্ময়ং রূপমবলম্ব্য বৈকুণ্ঠে ভগবচ্চরণপরিচরণে মহোৎসাহ ইত্যর্থঃ ) আত্মনি (পার্ষদরূপে দেহে) আত্মানং ( মনঃ ) এবং ( এতৎপ্রকারেণ ) সংযোজ্য ( যোজয়িত্বা ) কালে ( ভগবতস্তথাবিধাকাঙ্ক্ষাবসরে ) ব্রহ্মভূতঃ ( শুদ্ধচিন্ময়ঃ সন্ ) দৃঢ়ম্ ( অপুনরাবৃত্তির্যথা স্যাৎ তথা ) স্বং ( নিজং ) কলেবরং ( দেহম্ ) তত্যাজ ( পরিহৃতবান্ ) [ উপাধিভূতং শরীরং পরিত্যজ্য শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপেণ মুক্তিং লেভে ইতি ভাবঃ ]॥ ১৩

মূলানুবাদ।—সেই বীরশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজ ভগবান্ পার্ষদরূপ নিজদেহে বক্ষ্যমাণরূপে মন নিবিষ্ট করিয়া শুদ্ধচিন্ময় ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক যথাকালে দৃঢ়রূপে ( যাহাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় ) নিজ কলেবর ত্যাগ করিলেন॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ ছিন্না অন্যধীঃ দেহাত্মবুদ্ধির্যস্য, যতোঽধিগতাত্মগতিঃ, অতএব নিরীহঃ প্রাপ্তাসু সিদ্ধিষু নিঃস্পৃহঃ, যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং সংশয়পদং চিচ্ছেদ, তৎ তত্যাজে ত্যক্তবান্, তৎপ্রযত্নাদপ্যুপররামেত্যর্থঃ। তস্য যোগসিদ্ধিষ্বপি নিঃস্পৃহত্বং যুক্তমেবেত্যাহ। তাবন্নাপ্রমত্তঃ, কিন্তু প্রমত্তো ভবতি। তস্য শ্রীকৃষ্ণকথারতত্বান্ন তাসু লোভো জাত ইত্যর্থঃ॥ ১২।১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—আদিরাজ পৃথু শ্রীভগবানেরই বিগ্রহবিশেষ, ভগবানের আদেশ পালনার্থ ই তিনি জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার ভগবান্ যখন তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইবার ইচ্ছা করিলেন, তখনই তাঁহার দেহ পরিত্যাগের সময় আসিল ও তিনি অসাধারণ ভাবে যৌগিক নিয়মে আরূঢ় হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। যোগিগণের স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু অর্থাৎ স্বেচ্ছামৃত্যুও একটি সিদ্ধিবিশেষ; যখন তাঁহার ঐ সিদ্ধি আবির্ভূত হইল, তখন তিনি শীঘ্রই শ্রীভগবানের নিকটে যাইবার জন্য তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন না—স্বেচ্ছায় অনায়াসে দেহত্যাগার্থ যোগরীতি আশ্রয় করিলেন। এইরূপে মৃত্যুবিষয়ে তাঁহার পরম উৎসাহ হইয়াছিল। যাহা সাধারণ ব্যক্তির অতিশয় ভীতি উৎপাদন করে, তাহা তিনি স্বেচ্ছায় অনায়াসে বরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এইজন্যই তাঁহাকে মূলে 'বীরপ্রবর' এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। এস্থানে কেহ কেহ 'ধীরপ্রবর' এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন; প্রকৃত স্থলে 'বীর-প্রবর' এই বিশেষণ অপেক্ষা 'ধীরপ্রবর' এই বিশেষণেরই অধিক সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়; কারণ আত্মাতে মনঃসংযোগ যদি ধীরভাব অবলম্বন করিয়া না করা হয়, তবে বিক্ষেপ হেতু জ্ঞাতব্য বস্তুর স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না, তাহাতে যোগের সিদ্ধি অসম্ভব; অতএব রাজা পৃথু অতি ধীরচিত্ত, তাঁহার মানসিক বিক্ষেপ হেতু উক্ত আশঙ্কা নাই, ইহাই ঐ বিশেষণের তাৎপর্য্য॥ ১৩

খান্যাকাশে দ্রবং তোয়ে যথাস্থানং বিভাগশঃ।
ক্ষিতিমম্ভসি তৎ তেজস্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্ ॥ ১৬
ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্। ভূতাদিনামূন্যুৎক্ষিপ্য মহত্যাত্মনি সন্দধে ॥ ১৭
তং সর্ব্বগুণবিন্যাসং জীবে মায়াময়ে ন্যধাৎ।
তঞ্চানুশয়মাত্মস্থমসাবনুশয়ী পুমান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যেণ স্বরূপস্থোঽজহাৎ প্রভুঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—[ পূর্ব্বশ্লোকে এবমিত্যনেনোপক্ষিপ্তং দেহত্যাগপ্রকারমাহ সম্পীড্যেত্যাদিনা ] পার্ষ্ণিভ্যাং ( পাদগুল্ফদেশাভ্যাং ) পায়ুং ( গুদস্থানম্ ) সম্পীড্য ( পীড়য়িত্বা, মুক্তাসনং বিরচয্য ইত্যর্থঃ ) [ মুক্তাসন-লক্ষণং স্বামিটীকায়াং দ্রষ্টব্যম্ ] শনৈঃ ( মন্দং ) বায়ুং ( মূলাধারস্থং পবনম্ ) উৎসারয়ন্ ( মূলাধারস্থানাৎ উর্দ্ধং স্বাধিষ্ঠান-চক্রং প্রাপয়ন্ ) নাভ্যাং ( মণিপূরকচক্রে ) অবস্থাপ্য ( স্থাপয়িত্বা ) [ ততঃ ] কোষ্ঠেষু ( কোষ্ঠরূপেষু ) হৃদুরঃকণ্ঠ-শীর্ষণি ( অনাহতচক্র-কণ্ঠাধোবিশুদ্ধিচক্র-তচ্চক্রাগ্রভাগাজ্ঞাচক্রেষু, একবচনং সামাহারিকম্, অনন্তুতা স্বার্থী ) তং (বায়ুং) উৎসর্পয়ন্ ( উত্তোলয়ন্ ) মূর্দ্ধ্নি ( ব্রহ্মরন্ধ্রদেশে ) আবেশ্য ( স্থাপয়িত্বা ) ক্রমেণ ( পরাৎ পরতঃ ) নিঃস্পৃহঃ ( স্পৃহাশূন্যঃ ) বায়ুং ( দেহারম্ভকপবনং ) বায়ৌ ( সমষ্টিবায়ৌ ) কায়ং ( নিজদেহগতং পৃথিবীভাগং ) ক্ষিতৌ ( সমষ্টিপৃথিব্যাং ) তেজঃ ( শরীরারম্ভকতেজোভাগং ) তেজসি ( সমষ্টিতেজসি ) খানি ( দেহারম্ভকমাকাশভাগম্ ) আকাশে ( সমষ্টিগগনে ) [ তথা ] দ্রবং ( দ্রবীভূতং শরীরারম্ভকং তোয়ং ) তোয়ে ( সমষ্টিভূতে জলে ) বিভাগশঃ ( বিভাগেন ) যথাস্থানং ( স্বীয়সমষ্টিভূতস্থানানতিক্রমেণ ইত্যর্থঃ ) অযুযুজৎ ( একীকৃতবান্ বিলয়ং নীতবানিত্যর্থঃ ) [ শরীরলয়মুক্ত্বা অদ্বিতীয়স্য পরব্রহ্মণঃ প্রতিপত্ত্যর্থং কারণপ্রক্রমেণ মহাভূতলয়মপি নিষ্পাদয়ামাসেতি প্রাহ ক্ষিতিমিত্যাদিনা ] ক্ষিতিং ( মহাভূতপঞ্চকান্তর্গতাং পৃথিবীম্ ) অম্ভসি ( স্বকারণে জলে ) তৎ ( অম্ভঃ ) তেজসি ( স্বকারণে তেজঃপদার্থে ) অদঃ ( তেজঃ ) বায়ৌ ( মহাপবনে ) অমুং ( বায়ুং ) নভসি ( আকাশে ) মনঃ ( মনরূপমন্তঃকরণম্ ) ইন্দ্রিয়েষু ( চক্ষুরাদিকেষু, মনস ইন্দ্রিয়াধীনত্বাৎ তেষু তস্য লয় উক্তঃ ) তানি ( ইন্দ্রিয়াণি ) তন্মাত্রেষু ( শব্দাদিষু পঞ্চসু তন্মাত্রেষু ) যথোদ্ভবম্ ( যথাবৃত্তিলাভং, যদধীনা যদবৃত্তিঃ তত্র তস্য লয় ইতি হৃদয়মত্র ) ভূতাদিনা ( সূক্ষ্মভূতকারণীভূতেন অহঙ্কারেণ ) অমূনি ( তন্মাত্রাণি, পূর্ব্বাবশিষ্টাকাশসহিতানি ইন্দ্রিয়াণি ইতি বা ) উৎক্ষিপ্য ( উৎকৃষ্য ভূতাদৌ ক্ষিপ্ত্বা, প্রবিলাপ্য ইত্যর্থঃ ) মহতি আত্মনি ( মহত্তত্ত্বে ) সন্দধে ( প্রবিলাপয়ামাস ) সর্ব্বগুণবিন্যাসং ( সর্ব্বেষাং গুণানাং স্থিতিস্থানং ) তং ( নিরুক্তমহত্তত্ত্বপদার্থং ) মায়াময়ে ( মায়োপহিতে ) জীবে ( জীবোপাধিভূতায়াং মায়ায়ামিত্যর্থঃ ) ন্যধাৎ ( নিহিতবান্, প্রবিলাপয়ামাসেত্যর্থঃ ) [ অথ ] অসৌ ( পূর্ব্বোক্তঃ ) অনুশয়ী ( পূর্ব্বম্ অনুশয়যুক্তঃ ) পুমান্ ( জীবঃ ) জ্ঞানবৈরাগ্য-বীর্য্যেণ ( বৈরাগ্যযুক্তবিদ্যাশক্তিপ্রভাবেণ, জ্ঞানবৈরাগ্যপ্রভাবহেতুর্ভক্তিযোগেনেতি বা ) স্বরূপস্থঃ ( স্বভাবাবস্থিতঃ, ভগবদ্ভক্তিলব্ধস্বীয়পার্ষদদেহে স্থিত ইতি বা ) প্রভুঃ ( ত্যাগসমর্থঃ ) [ সঃ ] তং ( পূর্ব্বোক্তম্ ) আত্মস্থং ( স্বাধিষ্ঠিতং ) অনুশয়ম্ ( উপাধিং জীবমিত্যর্থঃ ) অজহাৎ ( পরিতত্যাজ )। [ 'চিচ্ছেদ সংশয়পদ' মিত্যনেন পূর্ব্বমেব জীবকোশ-ত্যাগস্য প্রস্তুতত্বাৎ পিষ্টপেষণমিতি বিশ্বনাথস্য ভাবঃ ]॥ ১৪—১৮

মূলানুবাদ।—রাজা পৃথু পদের পার্ষ্ণিযুগল দ্বারা পায়ু ( মলদ্বার ) পীড়িত করিয়া ( মুক্তাসন অবলম্বন পূর্ব্বক ) অতি ধীরভাবে মূলাধারচক্রস্থিত বায়ুকে তদূর্দ্ধ স্বাধিষ্ঠানচক্রে সঞ্চারিত করিয়া মণিপূরকচক্রে নাভিদেশে স্থাপন পূর্ব্বক অনাহতচক্র হৃদয়, কণ্ঠের অধঃস্থিত বিশুদ্ধচক্র উরঃস্থল, তদীয় অগ্রভাগ ও ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে সেই

বায়ুকে যথাক্রমে উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। ক্রমে সেই সেই বিষয়ে আর তাঁহার স্পৃহা থাকিল না। অনন্তর শরীরস্থ বায়ুকে মহাবায়ুতে, ক্ষিতিকে মহাক্ষিতিতে, তেজকে মহাতেজে, আকাশকে মহাকাশে, জলকে মহাজলে বিভক্ত রূপে যথাস্থানে একীভূত করিয়া লয় করিলেন। এইরূপ মহাক্ষিতিকে মহাসলিলে, মহা সলিলকে মহাতেজে, মহাতেজকে মহাবায়ুতে, মহাবায়ুকে মহাকাশে উদ্‌ভবক্রমানুসারে কারণে লয় করিলেন। এইরূপ আবার মনকে ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিগুলিকে তন্মাত্রে ও অহঙ্কার দ্বারা আকাশ সহিত ইন্দ্রিয়গুলিকে অহঙ্কারে লীন করিয়া উহাকে মহত্তত্ত্বে লীন করিলেন। পরে সর্ব্বগুণের একমাত্র অবস্থিতিস্থান সেই মহত্তত্ত্বকে মায়াময় জীব বা জীবোপাধি মায়ায় বিলীন করিলেন॥ ১৪—১৮

**শ্রীধরটীকা।**—দেহত্যাগপ্রকারমাহ সম্পীড্যেতি পঞ্চভিঃ। পায়ুং গুদং সম্পীড্যেতি মুক্তাসনং সূচিতম্। "সম্পীড্য সীবনীং সূক্ষ্মাং গুল্‌ফেনৈব তু মধ্যতঃ। সব্যে দক্ষিণগুল্‌ফেন মুক্তাসনমিতীরিতম্॥" মূলাধারাৎ বায়ুমুৎসারয়ন্ ঊর্দ্ধং নয়ন্ নাভ্যামবস্থাপ্য ততঃ কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য অযুযুজদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কোষ্ঠান্যেবাহ। হৃদাদীনাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। শীর্ষং ভ্রূমধ্যং তস্মিন্॥ ১৪॥ তং বায়ুম্। উৎসর্পয়ন্নহনিতি পাঠান্তরে এবমস্থন্ প্রাণানুৎসর্পয়ন্ ক্রমেণ মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মরন্ধ্রে আবেশ্য। ততো দেহারম্ভকপঞ্চভূতানি সমষ্টিভূতেষু বিলাপিতবান্, তদাহ। বায়ুং বায়ৌ অযুযুজৎ একীকৃতবান্, কায়ং দেহগতং কঠিনাংশং ক্ষিতৌ॥ ১৫। খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি। দ্রবাংশং তোয়ে। তদেবং দেহং প্রবিলাপ্য অদ্বিতীয়াত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং মহাভূতানামপি লয়মাহ। ক্ষিতিম্ অম্ভসি একীকৃতবান্। তৎ অম্ভঃ তেজসি, অদস্তেজো বায়ৌ, অমুং বায়ুং নভসি॥ ১৬॥ তদেবং তামসাহঙ্কারকার্য্যস্য আকাশপর্য্যন্তং লয়মুক্ত্বা সাত্ত্বিকরাজসাহঙ্কার-কার্য্যাণাং লয়মাহ ইন্দ্রিয়েম্বিতি। ইন্দ্রিয়েষু মন ইতি দেবানামপ্যুপলক্ষণম্। সবিকল্পকজ্ঞানে মনস ইন্দ্রিয়ৈরা-কর্ষণাৎ তেষু লয়াভিধানং, ন তু কার্য্যত্বাৎ। তদুক্তং গীতাসু—ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনু বিধীয়তে ইতি। অত্র চ—ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মন ইতি। ইন্দ্রিয়েষু নভ ইতি পাঠেঽপ্যয়মর্থঃ। ভট্টাদীনাং মতে নভশ্চাক্ষুষং, কেষাঞ্চিন্মানসম্। আনুমানিকত্বমতেঽপীন্দ্রিয়ব্যাপারোঽস্ত্যেব। নভোগুণশ্চ শব্দঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ, অত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ ইন্দ্রিয়েষু নভো বিলাপিতমিতি। তানি ইন্দ্রিয়াণি যথোদ্ভবম্, উদ্ভবোঽত্র বৃত্তিলাভঃ, স চ বিষয়াধীন ইতি শ্রোত্রাদীনাং বিষয়েষু শব্দাদিষু লয়ঃ। যদ্বা তন্মাত্রকার্য্যাণ্যেবেন্দ্রিয়াণি, মনোঽপি অপঞ্চীকৃত-পঞ্চতন্মাত্রকার্য্যম্, আহঙ্কারিকত্বাভিধানন্তু তদধীনত্ববিবক্ষয়েত্যবিরোধঃ। ভূতাদিনাহঙ্কারেণ, প্রাগবশিষ্টনভঃসহতানী-ন্দ্রিয়াণি উৎকৃষ্য পরতো নীত্বা ভূতাদৌ ক্ষিপ্ত্বা তেন সহ মহত্তত্ত্বে সন্দধ ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥ সর্ব্বেষাং গুণানাং কার্য্যাণাং বিন্যাসঃ স্থিতির্যস্মিন্ তং মহান্তং মায়াময়ে মায়োপাধিপ্রধানে জীবে। তঞ্চানুশয়মুপাধিং, যঃ পূর্ব্বমনুশয়ী পুমান্ জীবঃ, অসৌ পৃথুঃ ব্রহ্মণি স্থিতঃ সন্নজহাদিত্যর্থঃ॥ ১৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্বশ্লোকে সূচিত হইয়াছে যে, রাজা পৃথু যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্ব্বক এক্ষণে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত ছয়টি শ্লোক দ্বারা সেই যৌগিক প্রক্রিয়ার বিষয় বলা হইতেছে। রাজা পৃথু, প্রথমতঃ মুক্তাসনে উপবেশন করিলেন ও ক্রমশঃ মূলাধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধিষ্ঠান চক্র প্রভৃতি স্থানে বায়ুকে চালিত করিতে লাগিলেন। (উক্ত ক্রম অনুবাদেই স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হই-য়াছে, অতএব এস্থানে উহার বিবরণ অনাবশ্যক।) তৎপরে ক্রমে ভূতাদির লয়দ্বারা তদীয় জীবকোশের পর্য্যন্ত উচ্ছেদ সাধন করিলেন। এস্থানে আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দশমশ্লোক আলোচনা করিলেই দেখা যায়—রাজা পৃথু, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বেই নিজ জীবকোশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, তবে এখানে আবার ঐকথা বলি-বার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রতিপাদন করিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত জীবকোষচ্ছেদনও এইরূপই বটে, তথাপি উহা পিষ্টপেষণন্যায়ে স্থূলদেহ পরিত্যাগ সময়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য বলা

অর্চ্চির্নাম মহারাজ্ঞী তৎপত্ন্যনুগতা বনম্। সুকুমার্য্যতদর্হা চ যৎ পদ্ভ্যাং স্পর্শনং ভুবঃ ॥১৯

হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বে যে জীবকোশছেদনের কথা আছে, উহা কখন্ কি ভাবে হইবে, তাহা বলা হয় নাই; কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র; অতএব উহার কাল এবং কারণ প্রভৃতি বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্যই পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

মূলস্থ 'ক্ষিতিমপ্সু' ইত্যাদি শ্লোকে যে জল প্রভৃতিতে ক্ষিতি প্রভৃতির লয়ের কথা বলা হইয়াছে, উহা কারণে কার্য্যের লয় বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে আছে "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" অর্থাৎ মায়িক ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব শ্লোকস্থ 'যথোদ্ভবং' এই পদটি উক্ত অংশে অন্বিত করিতে হইবে। 'যথোদ্ভবং' অর্থাৎ উদ্ভবের ক্রম অনুসারে। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা হইতে যে ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেই তাহার লয়; অতএব আকাশ প্রভৃতি হইতে যথাক্রমে বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায় ঐরূপে কারণ প্রক্রমে ভূতলয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, 'যথোদ্ভবং' এই পদটি পরবর্ত্তী বাক্য অর্থাৎ 'ভূতাদিনামুন্ম্যৎক্ষিপ্য' ইত্যাদি বাক্যে অন্বিত হইবে, কিন্তু পূর্ব্ববাক্যে অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়েষু' ইত্যাদি বাক্যে নহে; তাহাতেও কোন দোষ নাই বটে, কিন্তু যে শ্লোকে উক্ত পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে, উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বাংশে উহার অন্বয় যখন সম্ভবপর হইতেছে, তখন কেবল পরবর্ত্তী শ্লোকস্থ বাক্যই উহার সহিত যোগ হইবে, ইহা বলা যায় না। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও যে 'ন তু পূর্ব্বত্র' বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহার এই অভিপ্রায় মনে হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইন্দ্রিয়েষু' ইত্যাদি বাক্যে তাহার অন্বয় নহে, কারণ, মনে যে ইন্দ্রিয়ের লয়ের কথা বলা হইয়াছে, উহারা পরস্পর কার্য্যকারণভাবাপন্ন নহে।

শ্রীধরস্বামিপাদের মতে 'যথোদ্ভবং' পদার্থটী 'ইন্দ্রিয়েষু' ইত্যাদি বাক্যার্থেই অন্বিত হইবে। তাঁহার মতের তাৎপর্য্য এই যে—'যথোদ্ভবম্' পদের অর্থ বৃত্তিলাভানুসারে অর্থাৎ যাহার বৃত্তিলাভ যাহার অধীন, তাহার লয় তাহাতেই; মনের বৃত্তিলাভ ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভ বিষয়ের অধীন, এইজন্য মন ইন্দ্রিয়ে ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে লীন হইবে। অতএব উক্ত রীতি অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিলে আর কোনও অসামঞ্জস্য হয় না।

কেহ কেহ 'মন' এই পদের স্থানে 'নভঃ' এই পাঠ গ্রহণ করেন; তন্মতে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত 'যথাস্থানং' এই পদের অনুকর্ষণ করিয়া বলা হয় যে, আধারাধেয়ভাবে লয় বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যে বস্তু যাহাতে থাকে, সেই বস্তু তাহাতে লীন হইবে, কার্য্য-কারণভাবে নহে। ক্ষিতি জলে থাকে, জল তেজে থাকে, তেজ বায়ুতে থাকে, বায়ু আকাশে থাকে; অতএব পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত আধেয়ের আধারে লয় হয়। এই নভঃ অর্থাৎ আকাশ ইন্দ্রিয়ে থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয়ে আকাশের লয় হয়। মনও ইন্দ্রিয়, এইজন্য উহার আর পৃথক্ উক্তি অনাবশ্যক। ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই বিষয়োন্মুখ বলিয়া বিষয় তাহার আধার, অতএব বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের লয়, উহাতে মনেরও বিষয়ে লয় বুঝিতে হইবে; কাজেই মনের পৃথক্ রূপে লয় না বলায় দোষ নাই। উক্তরূপ কার্য্যকারণভাবমূলক লয়ের প্রকার সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তাদি দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ॥ ১৪—১৮

অন্বয়ঃ।—[ বনপ্রবেশমারভ্য রাজ্ঞ্যাঃ পৃথুপত্ন্যা বৃত্তান্তমাহ অর্চ্চির্নামেত্যাদিভিঃ । ] পদ্ভ্যাং ( চরণাভ্যাং ) ভুবঃ ( পৃথিব্যাঃ ) যৎ স্পর্শনং ( যঃ স্পর্শঃ, পাদাভ্যাং ভুবি বিহরণমিত্যর্থঃ ) অতদর্হা ( তস্মিন্ কর্ম্মণি অযোগ্যা ) সুকুমারী ( কোমলাঙ্গী ) মহারাজ্ঞী ( মহাদেবী ) অর্চ্চির্নাম ( অর্চ্চিরিত্যাখ্যা ) তৎপত্নী ( তস্য পৃথোঃ সহধর্ম্মিণী ) বনং ( তপোবনম ) অনুগতা ( পত্যনুগমনেন প্রাপ্তা, পাদক্রিয়য়েবেতি শেষঃ )॥ ১৯

অতীব ভর্ত্তুর্ব্রতধর্ম্মনিষ্ঠয়া শুশ্রূষয়া চার্ষদেহযাত্রয়া।
নাবিন্দতার্ত্তিং পরিকর্শিতাপি সা প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ ॥২০
দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং পত্যুঃ পৃথিব্যা দয়িতস্য চাত্মনঃ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি ॥ ২১

মূলানুবাদ।—যিনি ভূমিতলে চরণস্পর্শে পর্য্যন্ত অযোগ্যা, সেই সুকোমলাঙ্গী পৃথুপত্নী অর্চ্চি নাম্নী মহারাণী পদব্রজে পতির অনুসরণ পূর্ব্বক বনে গিয়াছিলেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—বনপ্রবেশমারভ্য রাজ্ঞ্যাঃ কথামাহ অর্চ্চির্নামেতি চতুর্ভিঃ। অনুগতা অনুজগাম। অতদর্হা তদপি নার্হতি যা। কিম্? পদ্ভ্যাং ভুবঃ স্পর্শনমিতি যৎ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[ বনং গতায়াস্তস্যা ব্যাপারানাহ অতীবেত্যাদিনা ] প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ ( সেবার্থং পত্যুঃ কর্ম্মভূতস্য করেণ স্পর্শনাৎ পূজনাচ্চ সন্তুষ্টান্তরা ) সা ( অর্চ্চিঃ ) ভর্ত্তুঃ ( স্বামিনঃ ) অতীব ( অত্যন্তং ) ব্রতধর্ম্মনিষ্ঠয়া ( ভূমিশয়নাদিব্রতরূপে ধর্ম্মে নিষ্ঠাং গতয়া, ভূমিশয়নাদৌ ব্রতে, শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপে ধর্ম্মে চ পরিনিষ্ঠতয়া ইতি বার্থঃ ) শুশ্রূষয়া ( সেবয়া, অতীবেতি ভর্ত্তুরিতি চ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ) আর্ষদেহযাত্রয়া চ ( ঋষিজনোচিতকন্দফল-মূলাদিভিঃ জীবনধারণেন চ ) পরিকর্শিতাপি ( সুতরাং কার্শ্যং প্রাপ্তাপি, অপিবিরোধে ) আর্ত্তিং ( কাতরতাং ) ন অবিন্দত ( ন লেভে ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—রাজ্ঞী অর্চ্চি সেবার জন্য পতিকে যে করদ্বারা স্পর্শ করিতেন এবং তদীয় পূজা সম্পাদন করিতেন, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিয়া স্বামীর আচরিত ভূমিশয়নাদি ব্রত ও শ্রবণকীর্ত্তনাদি ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং স্বামীর আত্যন্তিক সেবা ও ঋষিজনোচিত দেহযাত্রা হেতু নিরতিশয় কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াও কাতর হইলেন না ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—ভর্ত্তুর্ব্রতং যদ্ভূমিশয়নাদি, তস্মিন্ ধর্ম্মে যা নিষ্ঠা তয়া। ঋষীণামিয়মার্ষী দেহযাত্রা কন্দ-মূলাদিবৃত্তিং, তয়া চ আর্ত্তিং দুঃখং ন প্রাপ।—তত্র হেতুঃ—প্রেয়সঃ করেণ স্পর্শনং মানশ্চ তাভ্যাং নির্বৃতির্যস্যাঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[ পৃথোঃ শরীরপরিহারং তস্যাঃ কৃত্যমাহ দেহমিত্যাদিনা। ] অথ ( পৃথোঃ শরীরত্যাগান-ন্তরম্ ) সতী ( পতিপরায়ণা ) সা ( অর্চ্চিঃ ) পৃথিব্যাঃ ( বসুধায়াঃ ) আত্মনশ্চ ( স্বস্য চ ) দয়িতস্য ( প্রিয়স্য ) পত্যুঃ ( স্বামিনঃ পৃথোঃ ) দেহং ( শরীরং ) বিপন্নাখিলচেতনাদিকং ( বিনষ্টচেতনাদিসমুদায়ম্ ) আলক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) কিঞ্চিৎ ( তদানীন্তনকৃত্যব্যগ্রত্বাৎ বস্তুবিচারেণ স্থৈর্য্যাদ্বা স্বল্পমাত্রমিত্যর্থঃ ) বিলপ্য ( স্নেহাতিশয়েন রুদিত্বা ) অদ্রিসানুনি ( পর্ব্বতপ্রস্থদেশে ) চিতাং ( চিতাগ্নিম্ ) আরোপয়ৎ ( উদনয়ৎ ) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—রাজা পৃথুর দেহত্যাগের পর পতিপরায়ণা অর্চ্চি বসুন্ধরার ও নিজের প্রিয়পতি পৃথুরাজের দেহ হইতে চেতনাদি জীবিতধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে জানিয়া অল্পমাত্র রোদন পূর্ব্বক পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে ঐ দেহ চিতায় আরোপণ করিলেন ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—পৃথিব্যাঃ পত্যুঃ। দুহিতৃত্বন্তু তস্যা দেবতারূপেন। বিপন্নং নষ্টমখিলং চেতনাদিকং যস্মিন্ তথাভূতং দেহমালক্ষ্য তং দেহং চিতামারোপয়ৎ ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রাজা পৃথু যখন বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালনের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী অর্চ্চিও তাঁহার সহিত সর্ব্বাধিক কায়িক দুঃখের চিন্তা উপেক্ষা করিয়া বনে গিয়াছিলেন। যে কোমলাঙ্গী রাজ্ঞী রাজপুরে মৃত্তিকায় চরণ স্পর্শ করিতেও কষ্ট অনুভব করিতেন, তিনি যে স্বামীর সহিত পদব্রজে

বিধায় কৃত্যং হ্রদিনীজলাপ্লুতা দত্ত্বোদকং ভর্ত্তুরুদারকর্ম্মণঃ।
নত্বা দিবিস্থাংস্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্ত্তৃপাদম্ ॥ ২২

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার অণুমাত্রও কষ্ট হইল না, কেননা সতী অর্চ্চি যে পতির সহগমন লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ হইল। তিনি বনে যাইয়া নিরন্তর পতিসেবায় রত হইলেন, পতি যেমন ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও ভূমিশয্যায় রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, পতি যেমন শ্রবণকীর্ত্তনাদি পুণ্যকার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তিনিও ঠিক একই রূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ধর্ম্মে নিষ্ঠালাভ করিলেন। ঋষিগণ যেমন বনজাত ফলমূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিও স্বামীর অনুকরণে সেই সকল বনসুলভ খাদ্যবস্তু আহার করিয়া স্বামীর শুশ্রূষাকার্য্য দ্বারাই দিবা রাত্রির অধিক কাল ব্যয়িত করিতে থাকিলেন। শুশ্রূষাকালে স্বামীকে যে তিনি করদ্বারা স্পর্শ করিতে পাইতেন—সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি স্বামীর অবাধে সেবা করিতে পাইতেন—তাহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ হইত, অন্য সকল সুখকেই তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন। তাঁহার শরীর কিন্তু নানা প্রকার কঠোর পরিশ্রমাদি হেতু কৃশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; চিরকাল রাজভোগে অভ্যস্ত কোমলাঙ্গী অর্চ্চির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইল বটে, তথাপি তিনি কাতর হইলেন না, একই ভাবে স্বামীর পদসেবা ও নিয়ম পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে বহুদিন অতীত হইলে হঠাৎ একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, স্বামীর দেহ হইতে চেতনাদি চলিয়া গিয়াছে, তিনি যোগমার্গে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন স্বামীর বিরহদুঃখে তাঁহার চক্ষু সজল হইল, হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অতীত বহু বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁহার মনে হইল, হায়! আমি কি মূর্খ। কাহার জন্য কাঁদিতেছি। আত্মার ত বিনাশ নাই; আত্মা অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দময়, অতএব তাহার জন্য শোক নিষ্প্রয়োজন। দেহও অবশ্য নশ্বর, উহার ক্ষয় অনিবার্য্য, অতএব তাহার জন্যই বা শোক করিব কেন? আমার স্বামী এতকাল যে ভূতময় দেহকে নিজ অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন তাহা পবিত্র অগ্নিতে অর্পণ করিয়া অনুবর্ত্তন করাই এখন আমার কর্ত্তব্য; কারণ সতীগণের উহা একটী মুখ্য ধর্ম্ম। এইরূপে নানাবিধ আলোচনা পূর্ব্বক উদ্রিক্ত শোকাবেগ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে পবিত্র স্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক তথায় চিতা রচনা করিলেন এবং তাহাতে পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিতে স্বামীর পরিত্যক্ত পূত দেহ স্থাপন করিলেন। কর্ত্তব্য পথ নিশ্চয় করিয়া যখন তিনি তদানীন্তন কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, তখন তাঁহার আর লেশমাত্র শোকও রহিল না। রাজ্ঞী অর্চ্চি এতকাল যাবৎ স্বামীর সহিত থাকিয়া স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিয়া যে আন্তরিক নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বামীর উপদেশে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই তিনি আত্মার নিত্যতা ও দেহের নশ্বরতা প্রভৃতি নিশ্চয় করিয়া লইয়াছিলেন। স্বামীর উপদেশের কথা স্পষ্টরূপে উক্ত না হইলেও উহা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? ॥ ১৯—২১

অন্বয়ঃ।—[ স্বামীদেহস্য চিতায়ামারোপণানন্তরং তস্যাঃ কৃত্যমাহ বিধায়েত্যাদিনা।] [ অথ সা ] কৃত্যং ( তৎকালোচিতং কর্ত্তব্যং ) বিধায় ( কৃত্বা ) হ্রদিনীজলাপ্লুতা ( নদীজলেন স্নাতেত্যর্থঃ ) [ সতী ] উদারকর্ম্মণঃ ( প্রশস্তকর্ম্মণঃ ) ভর্ত্তুঃ ( স্বামিনঃ, তমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ ) উদকং ( নিবাপসলিলং ) দত্ত্বা ( অর্পয়িত্বা ) দিবিস্থান্ ( অন্তরিক্ষস্থান্ ) ত্রিদশান্ ( দেবান্ ) নত্বা ( প্রণম্য ) [ তথা ] ত্রিঃ ( বারত্রয়ং ) পরীত্য ( প্রদক্ষিণীকৃত্য ) [ বহ্নিমিতি শেষঃ ] ভর্ত্তৃপাদং ( স্বামিনশ্চরণম্ ) ধ্যায়তী ( চিন্তয়তী, সুমভাব আর্ষঃ ) বহ্নিং ( চিতাগ্নিং ) বিবেশ ( প্রবিষ্টবতী ) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—অনন্তর রাজ্ঞী অর্চ্চি তৎকালোচিত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নদীজলে স্নান করিয়া উদার-

বিলোক্যানুগতাং সাধ্বীং পৃথুং বীরবরং পতীম্। তুষ্টুবুর্বরদা দেবৈর্দেবপত্ন্যঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩
কুর্ব্বত্যঃ কুসুমাসারং তস্মিন্ মন্দরসানুনি। নদৎস্বমরতূর্য্যেষু গৃণন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥ ২৪

শ্রীদেব্য ঊচুঃ।

অহো ইয়ং বধূর্ধন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্।
সর্ব্বাত্মনা পতিং ভেজে যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব ॥ ২৫
সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্দ্ধমনু বৈণ্যং পতিং সতী।
পশ্যতাস্মানতীত্যার্চ্চিরবিভাব্যেন কর্ম্মণা ॥ ২৬

কর্ম্মা পতির উদ্দেশে তর্পণ-জল দান করিলেন, পরে আকাশস্থিত দেবতাগণকে নমস্কার করিয়া তিনবার বহ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—কৃত্যং তৎকালোচিতং বিধায়, হ্রদিনী জলে আপ্লুতা স্নাতা সতী ভর্ত্তুরুদকং দত্ত্বা, দিবি অন্তরিক্ষে স্থিতান্ দেবান্ নত্বা, বহ্নিং ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—[ তদ্দৃষ্ট্বা দিবিষ্ঠানাং দেবপত্নীনাং ব্যাপারমাহ বিলোক্যেত্যাদিনা ] বরদাঃ ( বরদায়িকাঃ ) সহস্রশঃ ( বহুসহস্রসংখ্যকাঃ ) দেবপত্ন্যঃ ( দেবনার্য্যঃ ) দেবৈঃ ( আকাশস্থিতৈঃ সুরগণৈঃ সহ ) সাধ্বীং ( পতিব্রতাং ) বীরবরং ( বীরশ্রেষ্ঠং ) পতিং ( স্বামিনং ) পৃথুং ( বৈণ্যরাজম্ ) অনুগতাং ( অনুগতবর্ত্তীং অনুমৃতামিত্যর্থঃ ) বিলোক্য ( দৃষ্ট্বা ) তুষ্টুবুঃ ( স্তুতিভিঃ সম্মানয়ামাসুঃ ) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—পতিব্রতা অর্চ্চি বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী পৃথুর অনুগমন করিলেন দেখিয়া বরদানতৎপরা বহুসহস্র-সংখ্যক দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—[ দেবপত্ন্যঃ ] তস্মিন্ ( পৃথুচিতাধিষ্ঠানে ) মন্দরসানুনি ( মন্দরপর্ব্বতস্য প্রস্থদেশে ) কুসুমাসারং ( পুষ্পবৃষ্টিং ) কুর্ব্বত্যঃ ( আচরন্ত্যঃ ) অমরতূর্য্যেষু ( দেবদুন্দুভিষু ) নদৎসু ( শব্দং কুর্ব্বৎসু সৎসু ) পরস্পরম্ ( অন্যোন্যং ) গৃণন্তি স্ম ( অকথয়ন্ ) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর দেবদুন্দুভিসমূহ শব্দিত হইতে লাগিল ; দেবপত্নীগণ সেই মন্দর পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি করতঃ পরস্পর বলিতে লাগিলেন—॥২৪

**অন্বয়ঃ।**—[দেবপত্নীনাং বচনমাহ অহো ইত্যাদিনা ] অহো। ( আহ্লাদদ্যোতকমব্যয়ম্ ) ইয়ং ( দৃশ্যমানা ) বধূঃ ( স্ত্রী, অর্চ্চিরিত্যর্থঃ ) ধন্যা ( প্রশস্তিযুক্তা ) [ ভবতীতি বাক্যশেষঃ ] ; বধূঃ ( ভার্য্যা ) শ্রীঃ ( লক্ষ্মীঃ ) যজ্ঞেশমিব ( যজ্ঞাধিষ্ঠাতারং বিষ্ণুমিব ) যা ( অর্চ্চিঃ ) এবং ( নিরুক্তপ্রকারেণ ) ভূভুজাং ( রাজ্ঞাং ) পতিং ( প্রভুং ) পতিং ( স্বামিনং ) সর্ব্বাত্মনা ( প্রযত্নেন ) ভেজে ( সিষেবে ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—দেবপত্নীগণ বলিতে লাগিলেন,—অহো। এই বধূ অর্চ্চি ধন্য ; বিষ্ণুর ভার্য্যা লক্ষ্মী যেমন যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর ভজনা করেন, সেইরূপ যে-অর্চ্চি রাজকুলনায়ক নিজপতির উৎকৃষ্টরূপে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়াছেন ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—দেবৈঃ সহিতাঃ ॥ গৃণন্তি স্ম অভাষন্ত ॥ ২৩।২৪।২৫

**অন্বয়ঃ।**—[ পতিমনুগতায়া অর্চ্চিষঃ পৃথোশ্চ ঊর্দ্ধগতিমনন্তরমাহ সৈষেত্যাদিনা ] অবিভাব্যেন ( অচিন্তনীয়েন ) কর্ম্মণা ( কার্য্যেণ ) সা ( পূর্ব্বং চিতায়াঃ পতিমনুগতা ) এষা ( নির্দ্দিশ্যমানা ) সতী ( সাধ্বী ) অর্চ্চিঃ ( তন্নাম্নী পৃথোঃ পত্নী ) নূনং ( নিশ্চিতং ) অস্মান্ ( দেবীরপি নঃ ) অতীত্য ( অতিক্রম্য ) পতিং ( স্বীয়স্বামিনং ) বৈণ্যং

তেষাং দুরাপং কিন্ত্বন্যন্মর্ত্ত্যানাং ভগবৎপদম্।
ভুবি লোলায়ুষো যে বৈ নৈষ্কর্ম্ম্যং সাধয়ন্ত্যত ॥ ২৭
স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি। লব্ধ্বাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিসজ্জতে ॥ ২৮

( বেণাপত্যং পৃথুম্ ) অনু ( পশ্চাৎ সহ বা, অনুরত্র পশ্চাদর্থে সহার্থে বা কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ ) ঊর্দ্ধম্ ( ঊর্দ্ধদেশং ) ব্রজতি ( গচ্ছতি ) [ বয়ং দেবতাভূতাঃ অপি অস্যাঃ পাদতলস্থিতা ইতি অসাধারণঃ কিলাস্যা মহিমেতি ভাবঃ ] [ ইতি ] পশ্যত ( অবলোকযত ) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—এই সেই সাধ্বী অর্চ্চিই অভাবনীয় কর্ম্মহেতু আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া নিজপতি পৃথু-রাজের পশ্চাতে ঊর্দ্ধগামিনী হইতেছে, ইহা দর্শন কর ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—অসতীনাং দুর্বিভাব্যেন কর্ত্তুমশক্যেন কর্ম্মণা ॥ ২৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দেবপত্নীগণ যখন চিতাগ্নিতে অর্চ্চিকে পতির অনুগমন করিতে দেখিতেছিলেন, তাহার কিছু পরেই দেখা গেল যে, পৃথু ও অর্চ্চি অগ্র-পশ্চাৎ ভাবে দিব্যদেহে উর্দ্ধ গতি লাভ করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা যখন দেবপত্নীগণকে অতিক্রম করিয়া অন্তরীক্ষে গেলেন, তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ পৃথু ও অর্চ্চির দিব্যদেহ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন,—আর চিতার দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ? ঐ দেখ, আমাদের ঊর্দ্ধভাগে অগ্রে পৃথু ও তৎপশ্চাৎ অর্চ্চি দিব্যদেহ অবলম্বন করিয়া বিমানযোগে বৈকুণ্ঠপুরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ইঁহারা যে অভাবনীয় পুণ্যকার্য্য এতকাল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই এই গতি লাভ করিলেন, আর আমরা দেবতা হইয়াও ইঁহাদের নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছি। কর্ম্মের কি অসাধারণ প্রভাব। এই বলিয়া তাঁহারা 'এষা' বলিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বিমানারূঢ় অর্চ্চিকে দেখাইয়া দিলেন। 'অনু বৈণ্যং পতিং' প্রভৃতি শ্লোকে টীকাকারগণ অনুশব্দের অর্থ 'পশ্চাতে' এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন, পরন্তু 'অনু' শব্দ 'পশ্চাতে' অর্থে কর্ম্মপ্রবচনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় সহার্থ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত, তাহাতেও তাৎপর্য্যের কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে দুইজন একসঙ্গে চলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একজন অগ্রে ও একজন পশ্চাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

'অনুবৈণ্যং' এরূপ একটী সমস্ত পদ করাও সম্ভবপর নহে, কারণ 'পতিং' এই অসমস্ত পদার্থের সহিত ইহার অভেদে অন্বয় হইতে পারে না, সমাসের অন্তর্গত নামার্থের সহিত সমাসের বহির্ভূত কোনও নামার্থের এরূপ অভেদে অন্বয় শাস্ত্রসিদ্ধ নহে ॥ ২২—২৬

অন্বয়ঃ।—[ অর্চ্চিষঃ পৃথোশ্চ তথাবস্থালাভস্য সুসম্ভবতামাহ তেষামিত্যাদিনা ] উত ( অথবা ) ভুবি ( পৃথিব্যাঃ ) যে ( জনাঃ ) লোলায়ুষো বৈ ( অস্থিরায়ুষোঽপি ) [ বৈ-শব্দ অপ্যর্থে ] ভগবৎপদং ( ভগবৎপ্রাপকং, পদ্যতে অনেনেতি পদমিতি ব্যুৎপত্তেঃ ) নৈষ্কর্ম্ম্যং ( জ্ঞানম্ ) সাধয়ন্তি ( সম্পাদয়ন্তি ) তেষাং ( তথাবিধানাং ) মর্ত্ত্যানাং ( মর্ত্তপুরবাসিনাম্ ) অন্যৎ ( অপরং দেবাদিপদম্ ) কিমু ( প্রশ্নে ) দুরাপং ( দুর্ল্লভম্ ) [ ন কিঞ্চিদপি দুরাপমিতি ভাবঃ ] ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—এই পৃথিবীতে অস্থিরজীবন হইয়াও যে সকল ব্যক্তি ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞানসাধন করে, সেই মর্ত্ত্যবাসী ব্যক্তিগণের পক্ষে অন্য কোনও পদ দুর্ল্লভ হয় কি? ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—ভগবান্ পদ্যতে গম্যতেঽনেনেতি তথা, তৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং যে চঞ্চলায়ুষোঽপি সাধয়ন্তি তেষামন্যদ্দেবাদিপদং কিমু দুর্ল্লভম্? ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[ বিষয়াসক্তস্য অপকর্ষমাহ স ইত্যাদিনা ] [ যঃ ] ভুবি ( পৃথিব্যাম্ ) আপবর্গ্যং ( সালোক্যাদিরূপ-

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স্তুবতীষ্বমরস্ত্রীষু পতিলোকং গতা বধূঃ। যং বা আত্মবিদাং ধুর্য্যো বৈণ্যঃ প্রাপাচ্যুতাশ্রয়ঃ ॥ ২৯
ইত্থম্ভূতানুভাবোহসৌ পৃথুঃ স ভগবত্তমঃ। কীর্ত্তিতং তস্য চরিতমুদ্দামচরিতস্য তে ॥ ৩০

মুক্তিপ্রদং ) মানুষ্যং ( মনুষ্যভাব ) লব্ধ্বা ( প্রাপ্য ) বিষয়েষু ( শব্দস্পর্শাদিষু ভোগ্যেষু ) বিষজ্জতে ( আসক্তো ভবতি ) মহতা ( বিপুলেন ) কৃচ্ছ্রেণ ( কষ্টেন ) আত্মধ্রুক্ ( আত্মদ্রোহী ) সঃ ( পূর্ব্বোক্তজনঃ ) বঞ্চিতঃ ( বিড়ম্বিতঃ ) [ ভবতি ] বত ( খেদার্থকমব্যয়মিদম্ ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মোক্ষের উপযোগী মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া লৌকিক ভোগ্যবিষয়ে আসক্ত থাকে, হায়! আত্মদ্রোহকারী সেই ব্যক্তি অতি আয়াসে বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[ অমরাঙ্গনা অর্চ্চিষঃ পত্যা পৃথুনা সহ বৈকুণ্ঠপুরপ্রাপ্তিমাহ—] অমরস্ত্রীষু ( দেবপত্নীষু ) স্তুবতীষু ( স্তুতিং কুর্ব্বাণাসু সতীষু ) বধূঃ ( পৃথুভার্য্যা ) পতিলোকং ( পতিব্রতালভ্যং তদাখ্যং লোকম্ ) গতা ( প্রাপ্তা ) বা ( অথবা, ভক্তভিন্নেরেব পতিলোকস্য বর্ণনত্বাৎ ভক্তায়া অর্চ্চিষঃ তত্তদ্গতিসম্ভবাদিতি ভাবঃ ) আত্মবিদাং ( আত্মতত্ত্বজ্ঞানাং ) ধুর্য্যঃ ( প্রধানঃ ) অচ্যুতাশ্রয়ঃ ( বিষ্ণুমাত্রাবলম্বনঃ ) বৈণ্যঃ ( পৃথুঃ ) যং ( যৎস্বরূপং লোকম্ ) প্রাপ ( অধিরুরোহ ) [ তং গতা ইত্যন্বয়শেষঃ ] ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—দেবপত্নীগণ ঐরূপ প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিলে পৃথুপত্নী অর্চ্চি পতিলোকে গমন করিলেন, অথবা আত্মজ্ঞপ্রধান বিষ্ণুনিষ্ঠ পৃথু যে বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠপুরেই গমন করিলেন ॥ ২৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দেবপত্নীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, অস্থির জীবনকাল লৌকিক বিষয়ভোগে নষ্ট না করিয়া যাঁহারা ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে সকল প্রকার উৎকর্ষই সুলভ। অতএব পৃথু ও অর্চ্চি যে ঐপ্রকার দিব্যদেহ লাভ করিয়া বিমানে বৈকুণ্ঠপুরে যাইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিধাতা সকল জীবের মধ্যে মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; ধর্ম্মকর্ম্মাদিতেই ইহার বৈশিষ্ট্য, ভোগে ইহার বৈশিষ্ট্য নহে, কারণ ভোগবিষয়ে অপর জীবের সহিত ইহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না; অতএব মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভোগলিপ্সা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষের জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে এবং তাহা যে না করে, তাহার মনুষ্য জন্মই বৃথা। তাহাতে যে পরের অনিষ্ট সংসাধিত হয়, তাহা নহে, পরন্তু উহাতে আত্মদ্রোহই করা হইয়া থাকে। এইরূপে যখন দেবীপত্নীগণ অর্চ্চি ও পৃথুর পুণ্যকার্য্যের প্রশংসা করিতেছিলেন, সেই সময়েই অর্চ্চি পতির সহিত অবিলম্বে বিমানমার্গে বৈকুণ্ঠপুরে উপনীত হইলেন।

শ্লোকের মধ্যে যে 'পতিলোকং' এই পদ আছে, উহার অর্থ—সামান্য সতীলভ্য পতিলোক; উহা প্রাকৃত-লোক, সুতরাং পৃথুর সে স্থানে গমন অসম্ভব, এইজন্য শ্রীধরস্বামী এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্যবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ভার্য্যার সহিত পৃথুর বৈকুণ্ঠপুর গমন বর্ণিত হইবে'। অর্চ্চি পতিলোকে গমন করিলে 'ন কাময়ে নাথ' ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্বারা তাঁহার প্রার্থনারও বিরোধ ঘটে, সম্ভবতঃ এইজন্যই ব্যাসদেব অথবা বলিয়া পক্ষান্তরের উপন্যাস করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে 'পতিলোক' শব্দের অর্থ পতিসম্বন্ধীয় লোক অর্থাৎ পতির প্রাপ্য লোক; উহাতে ব্যাসদেবসূচিত পক্ষান্তর অবিরুদ্ধ হওয়ায় বাক্যার্থের সামঞ্জস্য থাকে না ॥ ২৭—২৯

অন্বয়ঃ।—সঃ ( স্বয়ং পৃথুঃ ) অসৌ ( ময়া অনন্তরমেব অনুবর্ণিতচরিতঃ ) ভগবত্তমঃ ( মহাভাগবতঃ, ভগবৎ-

য ইদং সুমহৎ পুণ্যং শ্রদ্ধয়াবহিতঃ পঠেৎ। শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স পৃথোঃপদবীমিয়াৎ ॥ ৩১

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী রাজন্যো জগতীপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্‌পতি স্যাচ্ছূদ্রঃ সত্তমতামিয়াৎ ॥ ৩২
ত্রিঃকৃত্ব ইদমাকর্ণ্য নরো নার্য্যথবাদৃতা।
অপ্রজঃ সুপ্রজতমো নির্দ্ধনো ধনবত্তমঃ।
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩৩
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুংসামমঙ্গল্যনিবারণম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং কলিমলাপহম্ ॥ ৩৪

পদস্য লক্ষণয়া ভাগবতপরত্বমনুসন্ধেয়ম্) পৃথুঃ (বৈন্যঃ) ইত্থম্ভূতানুভাবঃ (ঈদৃশপ্রভাব ভবতীতি শেষঃ) তস্য (পৃথোঃ) চরিতং (বৃত্তম্) উদ্দামচরিতস্য (উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবস্য) তে (তব) কীর্ত্তিতং (কথিতং, ময়েতি শেষঃ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—মদ্বর্ণিত সেই মহাভাগবত পৃথুরাজের প্রভাব এইরূপ; উদ্দামচরিত্র তোমার নিকটে আমি তদীয় চরিতকথা বর্ণনা করিলাম ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[তচ্চরিত্রস্য প্রশংসামাহ য ইত্যাদিনা] যঃ (জনঃ) শ্রদ্ধয়া (বহুমানেন) অবহিতঃ (সাবধানঃ সন্) সুমহৎ (সাতিশয়ং) পুণ্যং (পবিত্রম্) ইদম্ (অনন্তরোক্তং পৃথুবৃত্তং) পঠেৎ (উচ্চারয়েৎ) বা (অথবা) শ্রাবয়েৎ (অন্যস্য তচ্ছ্রবণমনুকূলয়েৎ) অপি (অথবা) শৃণুয়াৎ (স্বয়ং শ্রুতিগোচরং কুর্য্যাৎ), সঃ (নিরুক্তেষ্বন্যতমো যঃ কোঽপি জনঃ) পৃথোঃ (রাজ্ঞো বৈণ্যস্য) পদবী (পস্থানম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ, বৈকুণ্ঠপুরং গচ্ছেদিতি ভাবঃ) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অবহিত হইয়া এই সুমহৎ পবিত্র বৃত্তান্ত পাঠ করিবে, অথবা শ্রবণ করিবে, কিংবা অন্যকে শুনাইবে, সেই ব্যক্তি পৃথুর পদবী লাভ করিবে ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—অভক্তং শোচন্তি স বঞ্চিত ইতি। বত আত্মনে দ্রুহ্যতি, যোঽপবর্গসাধনং মানুষ্যং লব্ধাপি বিষয়েষু আসক্তিং যাতি ॥ ২৮—৩১

অন্বয়ঃ।—[জাতিভেদেন ফলভেদমাহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদিনা] ব্রাহ্মণঃ (বিপ্রঃ) [ইদং] পঠন্ (উচ্চারয়ন্) ব্রহ্মবর্চ্চস্বী (ব্রাহ্মণ্যতেজঃসমুদ্দীপ্ত) [স্যাদিতি শেষঃ) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) [ইদং পঠন্] জগতীপতিঃ (জগত্যধীশ্বরঃ) [স্যাদিতি শেষঃ] বৈশ্যঃ (বৈশ্যজাতীয়ঃ) [ইদং পঠন্] বিট্‌পতিঃ (পশ্বাদিনানাধিনায়কঃ, বৈশ্যকুলাধিপতির্বা) স্যাৎ (ভবেৎ), শূদ্রঃ (অন্ত্যজঃ) [ইদং পঠন্] সত্তমতাং (সাধুশ্রেষ্ঠতাম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—ইহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যতেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় জগতের আধিপত্য লাভ করে, বৈশ্য বৈশ্যকুলের অধিনায়ক হয় এবং শূদ্র সাধুশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—নরঃ (পুরুষঃ) [আদৃতা ইত্যত্র লিঙ্গব্যত্যয়েন অত্রাপি অন্বয়ঃ] অথবা (কিংবা) আদৃতা (আগ্রহবতী) নারী (স্ত্রী) [যঃ কোঽপি জনঃ] ইদং (পৃথুবৃত্তং) ত্রিঃকৃত্বঃ (বারত্রয়ম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) অপ্রজাঃ (সন্তানরহিতঃ) সুপ্রজতমঃ (উত্তমসন্তানশালিনাং শ্রেষ্ঠঃ) [ভবতি], [তথা] নির্দ্ধনঃ (ধনরহিতঃ, দরিদ্রশ্চ) ধনবত্তমঃ (ধনিশ্রেষ্ঠঃ, ভবতি ইতি শেষঃ), অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ (অপ্রকাশিতযশাঃ) সুযশাঃ (সুপ্রকাশিতযশঃসম্পন্নঃ, ভবতীতি শেষঃ), মূর্খঃ (অপণ্ডিতঃ) পণ্ডিতঃ (পাণ্ডিত্যযুক্তঃ) ভবতি (সম্পদ্যতে), ইদম্ (অনন্তরোক্তং বৃত্তং) পুংসাং (পুরুষাণাং, উপলক্ষণেন নারীণাঞ্চ) অমঙ্গল্যনিবারণম্ (অশুভপ্রতিষেধকং) স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলাচরণম্)

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্ সিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ। শ্রদ্ধয়ৈতদনুশ্রাব্যং চতুর্ণাং কারণং পরম্ ॥ ৩৫
বিজয়াভিমুখো রাজা শ্রুত্বৈতদভিযাতি যান্। বলিং তস্মৈ হরন্ত্যগ্রে রাজানঃ পৃথবে যথা ॥ ৩৬
মুক্তান্যসঙ্গো ভগবত্যমলাং ভক্তিমুদ্বহন্। বৈণ্যস্য চরিতং পুণ্যং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েৎ পঠেৎ ॥ ৩৭
বৈচিত্রবীর্য্যাভিহিতং মহন্মাহাত্ম্যসূচকম্। অস্মিন্ কৃতমতির্মর্ত্ত্যঃ পার্থবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮

ধন্যং (প্রশস্তং, ধনসম্পাদকং বা) যশস্যং (কীর্ত্তিকারণম্) আয়ুষ্যং (আয়ুর্বর্দ্ধকং) স্বর্গ্যং (স্বর্গভোগহেতুঃ) [তথা] কলিমলাপহম্ (কলিকালোচিতদোষাপসারকম্ ভবতীতি শেষঃ)॥ ৩৩।৩৪

**মূলানুবাদ।**—নর অথবা নারী আগ্রহ সহকারে তিনবার এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, যদি সে নিঃসন্তান থাকে তবে তাহার উৎকৃষ্ট সন্তান হইবে, যদি সে দরিদ্র থাকে তাহার প্রভূত ধন উৎপন্ন হইবে, কীর্ত্তিশূন্য হইলে কীর্ত্তি হইবে, ও মূর্খতা থাকিলে পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইবে। ইহা মনুষ্যের অশুভ নিবারণ করিয়া মঙ্গল আনয়ন করে, এই বৃত্তান্ত ধন, কীর্ত্তি, আয়ু ও স্বর্গের উপযোগী, ইহা কলিকালের মলকে বিদূরিত করে॥ ৩৩। ৪

**অন্বয়ঃ।**—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং (ধর্ম্মাদিচতুর্বর্গাণাং) সম্যক্ (উত্তমরূপাং) সিদ্ধিং (সমুৎপত্তিম্) অভীপ্সুভিঃ (প্রাপ্তুমিচ্ছুভিঃ) চতুর্ণাং (নিবদ্ধচতুর্বর্গাণাং) পরম্ (উৎকৃষ্টং) কারণং (জনকম্) এতৎ (ইদং বৃত্তং) শ্রদ্ধয়া (বহুমানেন) অনুশ্রাব্যম্ (আনুগত্যেন শ্রোতব্যম্) বিজয়াভিমুখঃ (শত্রুপরাজয়প্রবণঃ) রাজা (পৃথিবীপতিঃ) এতৎ (উক্তং বৃত্তং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) যান্ (রাজ্ঞঃ) অভিযাতি (অভিদ্রবতি) [তে] রাজানঃ (ভূপতয়ঃ) যথা (যাদৃক্) পৃথবে (বৈণ্যরাজায়) [তথা] তস্মৈ (অভিযানকারিণে রাজ্ঞে) অগ্রে (পরাজয়াৎ পূর্ব্বমেব, তৎসমীপে ইতি বা) বলিং (করং) হরন্তি (উপনয়ন্তি)॥ ৩৫।৩৬

**মূলানুবাদ।**—যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সম্যক্ সিদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে চতুর্বর্গের উৎকৃষ্ট কারণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবেন। বিজয়কালে ভূপতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহার প্রতি যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, সেই রাজগণ পৃথুর ন্যায় অভিযানকারীর উদ্দেশে অগ্রেই কর উপস্থাপিত করিবে॥ ৩৫।৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—বিশাং পশ্বাদীনাং বৈশ্যাদীনাং বা পতিঃ স্যাৎ। শূদ্রঃ সুধন্নিতি শেষঃ, তস্য পাঠানধিকারাৎ॥ ৩২—৩৬॥

**অন্বয়ঃ।**—[জনঃ] মুক্তান্যসঙ্গঃ (পরিত্যক্তাপরবিষয়াসক্তিঃ) ভগবতি (বিষ্ণৌ) অমলাং (বিশুদ্ধাং) ভক্তিং (অনুরাগবিশেষলক্ষণাম্) উদ্বহন্ (ধারয়ন্ সন্) বৈণ্যস্য (পৃথোঃ) পুণ্যং (পবিত্রং) চরিতং (ইমং চরিতপ্রতিপাদকং প্রবন্ধং) শৃণুয়াৎ (আকর্ণয়েৎ) শ্রাবয়েৎ (অন্যশ্রবণমনুকূলয়েৎ) [তথা] পঠেৎ (উচ্চারয়েৎ)॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—জীব অন্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি নির্ম্মল ভক্তি ধারণ করতঃ পৃথু রাজার এই পবিত্র চরিত্রভাগ শ্রবণ করিবে, পরকে শুনাইবে ও স্বয়ং পাঠ করিবে॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—যদ্যপি বহূনি ফলানি ভবন্তি, তথাপি মুক্তান্যসঙ্গ এব শ্রবণাদি কুর্য্যাৎ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ।**—[হে] বৈচিত্রবীর্য্য (বিচিত্রবীর্য্যপুত্র। বিদুর) অভিহিতং (ময়া কথিতং) [ইদং] মহন্মাহাত্ম্যসূচকং (ভগবন্মহিমপ্রকাশকম্) [ভবতীতি শেষঃ]। অস্মিন্ (কথিতে চরিতে) কৃতমতিঃ (নিবেশিতবুদ্ধিঃ) মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) পার্থবীং (পৃথুসম্বন্ধিনীং পৃথুশব্দাৎ অণ্প্রত্যয়েন পার্থবীপদসিদ্ধিঃ) গতিম্ (অবস্থাম্) আপ্নুয়াৎ (লভেত)॥ ৩৮

অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্, পৃথুচরিতং প্রথয়ন্ বিমুক্তসঙ্গঃ।
ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে স চ নিপুণাং লভতে রতিং মনুষ্যঃ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

**মূলানুবাদ**।—হে বীচিত্রবীর্য্যনন্দন বিদুর! আমি তোমার নিকটে এই যে বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম, ইহা ভগবানের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক; যে মনুষ্য ইহাতে মনঃসংযোগ করিবে, সে পৃথুর তুল্য গতি লাভ করিবে॥ ৩৮

**শ্রীধরটীকা**।—মহতো ভগবতো মাহাত্ম্যস্য সূচকম্। পার্থবীং পৃথুসম্বন্ধীনীম্। পৃথিবীমিতি বা পাঠঃ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ**।—[ তচ্ছ্রবণস্য ফলান্তরমপ্যাহ অনুদিনমিত্যাদিনা ] সঃ ( পূর্ব্বোক্তঃ ) মনুষ্যঃ ( মর্ত্ত্যঃ ) অনুদিনং ( প্রতিক্ষণং ) বিমুক্তসঙ্গঃ ( পরিত্যক্তবিষয়ান্তরাভিলাষঃ সন্ ) আদরেণ ( শ্রদ্ধয়া ) ইদং ( পৃথুবৃত্তং ) শৃণ্বন্ ( আকর্ণয়ন্ ) [ তথা ] পৃথুচরিতং ( পৃথুরাজস্য আচরণং ) প্রথয়ন্ ( আত্মনি পৃথূকুর্ব্বন্ ) ভবসিন্ধুপোতপাদে ( সংসারসাগরোত্তারক-বহিত্ররূপপাদশালিনি ) ভগবতি ( ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নে বিষ্ণৌ ) নিপুণাং ( সুতীক্ষ্ণাং ) রতিং ( ভক্তিং ) লভতে চ ( প্রাপ্নোতি চ )। [ তথাহি ন কেবলং পৃথুগতিলাভ এব তৎফলং, পরং তাদৃশরতিলাভোঽপীতি ভাবঃ ]॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

**মূলানুবাদ**।—পূর্ব্বোক্ত মনুষ্য বিষয়ান্তরে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রদ্ধা সহকারে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পৃথুর আচরণ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে, যে-ভগবানের চরণ সংসার-সাগরে পোতস্বরূপ, সেই অসীমশক্তি ভগবানে নির্ম্মল রতি লাভ করিয়া থাকে॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা**।—প্রথয়ন্ কীর্ত্তয়ন্। ভবসিন্ধৌ পোতঃ পাদৌ যস্য॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—মৈত্রেয় মুনি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পৃথুর বৃত্তান্ত বর্ণনা পূর্ব্বক উপসংহারে উহার উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া বলিলেন—হে বিদুর! এই যে পৃথুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, ইহা অতি অসাধারণ বস্তু, ইহাতে সকল প্রকার অভীষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলের পক্ষেই ইহার পরম উপযোগিতা আছে। পুত্রবান্, অপুত্রক, ধনী, দরিদ্র, যশস্বী, অযশস্বী, মূর্খ, পণ্ডিত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নরনারীর পক্ষেই ইহা অভীষ্ট ফল প্রদান করে। কি বিজিগীষু, কি তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কাহারও নিকট ইহা পরিহেয় নহে। এই চরিত্র পঠন-পাঠন করিলে পরম মঙ্গললাভ হয়, ইহার অনুকরণে আত্মার বিশুদ্ধি জন্মে, ক্রমে পরমপুরুষার্থ অধিগত হয়। ইহা নিরন্তর শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে এই চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারিলে শ্রীভগবানে পরাভক্তির উদ্রেক হয় এবং তৎপ্রভাবে তাহার আর কোনও বস্তু লাভ করিতে অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আত্মহিতকামী সকল ব্যক্তির পক্ষেই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও পঠন-পাঠন করা উচিৎ। ইহা হইতে যে সর্ব্বপ্রকার হিতকর বস্তু লাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৩০—৩৯

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি প্রবর্ত্তিতয়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম-তাৎপর্য্য সমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ+—ঃ*ঃ—*ঃ—

## চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

বিজিতাশ্বোঽধিরাজাসীৎ পৃথুপুত্রঃ পৃথুশ্রবাঃ।
যবীয়োভ্যোঽদদাৎ কাষ্ঠা ভ্রাতৃভ্যো ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ১

হর্য্যক্ষায়াদিশৎ প্রাচীং ধূম্রকেশায় দক্ষিণাম্। প্রতীচীং বৃকসংজ্ঞায় তুর্য্যাং দ্রবিণসে বিভুঃ॥ ২

অন্তর্দ্ধানগতিং শক্রাল্লব্ধ্বান্তর্দ্ধানসংজ্ঞিতঃ। অপত্যত্রয়মাধত্ত শিখণ্ডিন্যাং সুসম্মতম্॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[ অথ বিজিতাশ্বস্য পৃথুপুত্রস্য ভ্রাতৃভ্যো দিক্প্রদানমাহ ] পৃথুশ্রবাঃ ( বিপুলকীর্ত্তিঃ ) ভ্রাতৃবৎসলঃ ( সোদরস্নেহবান্ ) পৃথুপুত্রঃ ( পৃথোস্তনুজঃ ) বিজিতাশ্বঃ ( বিজিতাশ্বনামধেয়ঃ ) অধিরাজা ( সম্রাট্, অৎপ্রত্যয়াভাব আর্ষঃ ) আসীৎ ( বভূব )। [ সঃ ] যবীয়োভ্যঃ ( কনিষ্ঠেভ্যঃ ) ভ্রাতৃভ্যঃ ( সোদরেভ্যঃ ) কাষ্ঠা ( দিশঃ ) অদদাৎ ( অর্পিতবান্ ) [ চতুর্ভ্যো ভ্রাতৃভ্য একৈকদিশং প্রাদাদিত্যর্থঃ ]॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন, যশস্বী ভ্রাতৃবৎসল পৃথুরাজের পুত্র বিজিতাশ্ব সম্রাট্ হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে এক একটী দিক্ দান করিয়াছিলেন॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

একাদশভিরধ্যায়ৈঃ পৃথোশ্চরিতমীরিতম্। প্রচেতসামথাষ্টাভিস্তন্মধ্যে পঞ্চভিঃ পিতুঃ॥
চতুর্ব্বিংশে প্রপৌত্রাৎ তু পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ। প্রচেতসাং জনিস্তেভ্যো রুদ্রগীতঞ্চ বর্ণ্যতে॥
অধিরাজ আসীদিত্যর্থঃ। যবীয়োভ্যঃ কনিষ্ঠেভ্যঃ কাষ্ঠা দিশঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—[ কস্মৈ কাং দিশং দদৌ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ— ] বিভুঃ ( প্রভাবসম্পন্নঃ সঃ ) হর্য্যক্ষায় ( তদাখ্যায় ভ্রাত্রে ) প্রাচীং ( পূর্ব্বাং দিশম্ ) অদিশৎ ( অদদাৎ ) ধূম্রকেশায় ( তদাখ্যায় ভ্রাত্রে ) দক্ষিণাং ( যাম্যাং দিশং ) [ অদিশদিতি শেষঃ ] বৃকসংজ্ঞায় ( বৃকনাম্নে ভ্রাত্রে ) প্রতীচীম্ ( উত্তরাং দিশং ) [ অদিশদিতি শেষঃ ] দ্রবিণসে ( তদাখ্যায় ভ্রাত্রে ) তুর্য্যাং ( চতুর্থীং পশ্চিমাং দিশমিত্যর্থঃ ) [ অদিশদিতি শেষঃ ]॥ ২

মূলানুবাদ।—প্রভাবশালী বিজিতাশ্ব হর্য্যক্ষকে পূর্ব্বদিক্, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিক্, বৃকনামক ভ্রাতাকে উত্তর দিক ও দ্রবিণনামক ভ্রাতাকে চতুর্থ পশ্চিম দিক্ দান করিয়াছিলেন॥২

শ্রীধরটীকা।—তুর্য্যাং চতুর্থীম্ উত্তরাং দিশম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—[ তস্য শক্রাদন্তর্ধানসংজ্ঞালাভং পুত্রোৎপাদনঞ্চাহ ] শক্রাৎ ( অমুং পিতুরশ্বমেধাশ্বং হরন্তং জ্ঞাত্বাপি

পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা। বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥ ৪
অন্তর্দ্ধানো নভস্বত্যাং হবির্দ্ধানমবিন্দত। য ইন্দ্রমশ্বহর্ত্তারং বিদ্বানপি ন জঘ্নিবান্ ॥ ৫
রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদানদণ্ডশুল্কাদিদারুণাম্। মন্যমানো দীর্ঘসত্রব্যাজেন বিসসর্জ্জ হ ॥ ৬

অহননেন সন্তুষ্টাৎ ইন্দ্রাৎ) অন্তর্দ্ধানগতিং (আত্মতিরোধানোপায়ং) লব্ধ্বা (পিতুরশ্বমেধযজ্ঞাবসরে সম্প্রাপ্য) অন্তর্দ্ধানসংজ্ঞিতঃ (অন্তর্দ্ধানেতি সংজ্ঞয়া অভিহিতঃ) [সঃ বিজিতাশ্বঃ] শিখণ্ডিন্যা° (তদাখ্যায়াং পত্ন্যাং) সুসম্মতং (সুতরামভীষ্টং, কাম্যগুণসম্পন্নমিত্যর্থঃ) অপত্যত্রয়ম্ (পুত্রত্রয়ম্) আধত্ত (জনয়ামাস) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—যে বিজিতাশ্ব (পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অশ্বরক্ষার সময়ে) ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা লাভ করিয়া 'অন্তর্দ্ধান' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি শিখণ্ডিনীনাম্নী নিজপত্নীর গর্ভে উত্তম গুণশালী তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—শক্রাল্লব্ধঃ পৃথোরশ্বমেধে অশ্বজিহ্যাবসরে ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—[কিন্তদপত্যত্রয়মিত্যাহ] পাবকঃ (তদাখ্যঃ অগ্নিঃ) পবমানঃ (তদাখ্যঃ অগ্নিঃ) শুচিশ্চ (তদাখ্যোঽগ্নিশ্চ) ইতি (উক্তনামানঃ) অগ্নয়ঃ (পাবকাঃ) পুরা (পূর্ব্বং) বসিষ্ঠশাপাৎ (বসিষ্ঠেন মুনিনা প্রদত্তাৎ শাপাৎ) উৎপন্নাঃ (বিজিতাশ্ব-পুত্ররূপেণ মানবত্বমাপ্তাঃ) পুনঃ (ভূয়ঃ কালক্রমেণেতি শেষঃ) যোগগতিম্ (অগ্নিত্বং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—পাবক, পবমান ও শুচিনামক অগ্নিত্রয় পূর্ব্বে বসিষ্ঠপ্রদত্ত শাপ হেতু (বিজিতাশ্বের পুত্ররূপে) উৎপন্ন হইয়া পুনরায় (কালক্রমে) অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—অপত্যত্রয়মেবাহ পাবক ইতি। পুরা যঃ শাপস্তস্মাৎ মনুষ্যেষু উৎপন্নাঃ সন্তঃ যোগগতিম্ অগ্নিত্বং প্রাপ্তাঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—[অন্যস্যাং পত্ন্যাং পুত্রান্তরজননমাহ] যঃ (অন্তর্দ্ধানঃ) ইন্দ্রং (দেবরাজম্) অশ্বহর্ত্তারং (পিতুর্যজ্ঞীয়া-শ্বহরণকারিণং) বিদ্বানপি (জানন্নপি) ন জঘ্নিবান্ (ন হিংসিতবান্) [এতেন পরিতুষ্টঃ সুরপতিরস্মৈঽন্তর্দ্ধানবিদ্যা-মুপাদিদেশ ইতি বিদ্যালাভে কারণমুক্তম্] [সঃ] অন্তর্দ্ধানঃ (অন্তর্দ্ধানসংজ্ঞিতঃ বিজিতাশ্বঃ) নভস্বত্যাং (তদাখ্যায়ামপরস্যাং পত্ন্যাং) হবির্দ্ধানং (হবির্দ্ধানসংজ্ঞকং পুত্রম্) অবিন্দত (লেভে) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—যে বিজিতাশ্ব ইন্দ্রকে যজ্ঞীয়াশ্বহরণকারী জানিয়াও তাঁহার প্রতি আঘাত করেন নাই, সেই অন্তর্দ্ধাননামা বিজিতাশ্ব নভস্বতী নাম্নী অপর পত্নীর গর্ভে হবির্দ্ধান নামক পুত্র লাভ করিলেন ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—নভস্বত্যাম্ অন্যস্যাং ভার্য্যায়াম্। অন্তর্দ্ধানস্য বিশেষণং য ইতি। এতেন শক্রাদন্তর্দ্ধানগতি-লাভে কারণমুক্তম্ ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—[তস্য ছলেন পরপীড়াত্মকরাজবৃত্তিপরিত্যাগমাহ] [সঃ] রাজ্ঞাং (মহীপতীনাং) বৃত্তিং (ব্যাপারং) করাদানদণ্ডশুল্কাদিদারুণাং (করগ্রহণেন, অপরাধিনাং প্রাণবিয়োগাদিকঠোরদণ্ডবিধানেন চ পরপীড়াত্মিকাং) মন্যমানঃ (নিশ্চিন্বন্) দীর্ঘসত্রব্যাজেন (সুদীর্ঘকালসাধ্যযজ্ঞকর্ম্মচ্ছলেন) বিসসর্জ্জ হ (পরিতত্যাজ, হ ইতি পুরাবৃত্তে) [তাং বৃত্তিমিতি শেষঃ] ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—বিজিতাশ্ব করগ্রহণ, দণ্ডবিধান ও শুল্কাদিগ্রহণ হেতু রাজগণের বৃত্তি অত্যন্ত পরপীড়াজনক মনে করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞচ্ছলে উক্ত রাজবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—স চান্তর্দ্ধানো রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদানাদিভির্দারুণাং পরপীড়াত্মিকাং মন্যমানো বিসসর্জ্জ হ ॥ ৬

তত্রাপি হংসং পুরুষং পরমাত্মানমাত্মদৃক্ । যজংস্তল্লোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা ॥ ৭
হবির্দ্ধানাদ্ধবির্দ্ধানী বিদুরাসূত ষট্ সুতান্ । বর্হিষদং গযং শুক্লং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্ ॥ ৮
বর্হিষৎ সুমহাভাগো হাবির্দ্ধানি প্রজাপতিঃ । ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাতো যোগেষু চ কুরূদ্বহ ॥ ৯
যস্যেদং দেবযজনমনুযজ্ঞং বিতন্বতঃ । প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈরাসীদাস্তৃতাং বসুধাতলম্ ॥ ১০
সামুদ্রীং দেবদেবোক্তামুপযেমে শতদ্রুতিম্ ।
যাং বীক্ষ্য চারুসর্ব্বাঙ্গীং কিশোরীং সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাম্ ।
পরিক্রমন্তীমুদ্বাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—[ অথাস্য পরমাত্মদর্শনেন তৎসলোকতামাহ ] [ সঃ ] তত্রাপি ( যজ্ঞকর্ম্মণ্যপি, অপির্বিরোধে ) হংসং ( হন্তি স্বানাং ক্লেশমিতি ব্যুৎপত্ত্যা ভক্তজনক্লেশনাশনমিত্যর্থঃ ) পুরুষং ( পূর্ণং ) পরমাত্মানং ( পরমাত্মরূপং বিষ্ণুং ) যজন্ ( অর্চ্চযন্ ) কুশলেন ( নিপুণেন ) সমাধিনা ( সমাধিকর্ম্মণা ) আত্মদৃক্ ( আত্মদর্শী সন্ ) তল্লোকতাং ( তৎসালোক্যম্, তস্য লোক এব লোকো বাসস্থানং যস্য তস্য ভাব ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ) আপ ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—তিনি যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও হংসস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মাকেই অর্চ্চনা করত নিপুণভাবে সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়া শ্রীভগবানের সালোক্যরূপ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ হবির্দ্ধানস্য সন্ততিমাহ ] বিদুর । ( হে ক্ষত্তঃ । ) হবির্দ্ধানী ( হবির্দ্ধানস্য পত্নী ) হবির্দ্ধানাৎ (তদাখ্যাৎ অন্তর্দ্ধানস্য পুত্রাৎ ) বর্হিষদং ( তদাখ্যং ) গযং ( গযনামানং ) শুক্লং ( শুক্লসংজ্ঞকং ) কৃষ্ণং ( তদাখ্যং ) সত্যং ( সত্যনামানং ) জিতব্রতং ( জিতব্রতসংজ্ঞং চ ) ষট্ ( ষট্ সংখ্যকান্ ) সুতান্ ( পুত্রান্ ) অসূত (প্রসূতবতী)॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—হে বিদুর ! হবির্দ্ধানী নাম্নী হবির্দ্ধানের ভার্য্যা হবির্দ্ধানের ঔরসে বর্হিষদ্, গয, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত এই ছয় পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—হন্তি স্বানাং ক্লেশমিতি হংসস্তং, পুরুষং পূর্ণম্ । কুশলং পুণ্যং তদ্রূপেণ সমাধিনা ॥৭।৮

**অন্বয়ঃ।**—[ তেষু বর্হিষদঃ প্রকর্ষমাহ ] কুরূদ্বহ ( কুরুবংশধর বিদুর । ) হাবির্দ্ধানিঃ ( হবির্দ্ধানস্য পুত্রঃ ) সুমহাভাগঃ ( সুতরাং ভাগ্যশালী ) প্রজাপতিঃ ( প্রজাপতিত্বং প্রাপ্তঃ ) বর্হিষৎ ( তদাখ্যঃ ) ক্রিয়াকাণ্ডেষু ( যজ্ঞাদি-ব্যাপারেষু ) যোগেষু চ ( সমাধিষু চ ) নিষ্ণাতঃ ( কুশলঃ ) [ আসীদিতি শেষঃ ] ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—হে কুরুবংশধর বিদুর। হবির্দ্ধানের পুত্র মহাভাগ্যশালী প্রজাপতি বর্হিষৎ ক্রিয়াকাণ্ডে ও যোগব্যাপারে অত্যন্ত নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—হাবির্দ্ধানিঃ হবির্দ্ধানস্য পুত্রঃ। যোগেষু প্রাণায়ামাদিষু ॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—[ তস্য প্রাচীনবর্হিঃসংজ্ঞাবীজমাহ ] অনুযজ্ঞং ( যজ্ঞসমীপে, যজ্ঞানন্তরং বা ) দেবযজনং ( দেবতো-দ্দেশেন যজ্ঞান্তরং ) বিতন্বতঃ ( বিস্তারয়তঃ ) যস্য ( বর্হিষদঃ ) প্রাচীনাগ্রৈঃ ( পূর্ব্বমুখীনাগ্রভাগৈঃ ) কুশৈঃ ( বর্হির্ভিঃ দর্ভৈরিত্যর্থঃ ) ইদং ( দৃশ্যমানং ) বসুধাতলং ( সর্ব্বং ভূতলং ) আস্তৃতং ( পরিব্যাপ্তম্ ) আসীৎ ( বভূব ) [ অত এবায়ং প্রাচীনবর্হিরিতি সংজ্ঞাং লব্ধবানিতি ভাবঃ ] ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—সেই বর্হিষদ এক যজ্ঞের নিকটে অপর যজ্ঞ করিতে করিতে প্রাচীনাগ্র কুশ দ্বারা সমগ্র ভূমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। (এইজন্য তাঁহার প্রচীনবর্হি সংজ্ঞা হইয়াছিল ) ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—ক্রিয়াকাণ্ডনিষ্ণাতত্বমাহ যস্যেতি। ইদং বসুধাতলম্। দেবযজনং যজ্ঞবাটিং বিতন্বতঃ, নত্বেকো যজ্ঞঃ কৃতস্তৎসমীপ এব যজ্ঞান্তরং কুর্ব্বতঃ সতঃ। অতএব প্রাচীন-বর্হিরিত্যুচ্যতে ॥ ১০

বিবুধাসুরগন্ধর্ব্ব-মুনিসিদ্ধনরোরগাঃ। বিজিতাঃ সূর্য্যয়া দিক্ষু ক্বণয়ন্ত্যেব নূপুরৈঃ ॥ ১২
প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ শতদ্রুত্যাং দশাভবন্। তুল্যনামব্রতাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মস্নাতাঃ প্রচেতসঃ ॥ ১৩
পিত্রাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে তপসেঽর্ণবমাবিশন্। দশ বর্ষসহস্রাণি তপসার্চ্চংস্তপস্পতিম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—[ অথাস্য শতদ্রুতিপরিণয়মাহ ] [ সঃ ] দেবদেবোক্তাং ( দেবদেবেন ব্রহ্মণা উপদিষ্টাং ) সামুদ্রীং ( সমুদ্রস্য কন্যাং ) শতদ্রুতিং ( তন্নাম্নীম্ ) উপযেমে ( পরিণিনায় ) [ অথ তস্যা লাবণ্যপ্রকর্ষমাহ ] চারুসর্বাঙ্গীং ( সুন্দরসকলাবয়বাং ) কিশোরীং ( কৈশোরাবস্থাযুক্তাং ) সুষ্ঠু ( সম্যক্ ) অলঙ্কৃতাং ( অলঙ্কারাদিভির্ভূষিতাং ) যাম্ ( শতদ্রুতিম্ ) উদ্বাহে ( বিবাহাবসরে ) পরিক্রমন্তীম্ ( অগ্নিং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বতীং ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) শুকীমিব ( শুকীরূপিণীং স্বভার্য্যাং স্বাহামিব ) অগ্নিঃ ( হুতাশনঃ ) চকমে ( অভিললাষ )। [ সপ্তর্ষিযজ্ঞে সপ্তর্ষিভার্য্যাদর্শনেন কামাতুরমগ্নিং জ্ঞাত্বা তৎপত্নী স্বাহা সপ্তর্ষিভার্য্যারূপমুপাদায় তং রময়ামাস, অনন্তরং প্রবৃদ্ধং রেতশ্চ শুকীরূপমাধায় শরস্তম্বে ররক্ষ ইতি বৃত্তমনুসন্ধেয়ম্ ] ॥ ১১

মূলানুবাদ।—বর্হিষদ্ দেবদেব ব্রহ্মার উপদেশক্রমে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী কিশোরী সুভূষিতা যে-শতদ্রুতিকে উদ্বাহকালে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে দেখিয়া অগ্নি শুকীকে দেখিয়া যেমন কামাতুর হইয়াছিলেন, সেইরূপ কামাতুর হইয়াছিলেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—সমুদ্রস্য কন্যাং দেবদেবেন ব্রহ্মণোপদিষ্টাং শতদ্রুতিং নাম। কিশোরীং বালাং পরিক্রামন্তীং প্রদক্ষিণং গচ্ছন্তীম্। শুকীমিবেতি। এবং হ্যাখ্যায়তে—সপ্তর্ষীণাং সত্রে তদ্ভার্য্যাদর্শনেনাগ্নিঃ কামসন্তপ্তোঽভূৎ। তস্য তদ্ভার্য্যা স্বাহা নাম সপ্তর্ষিভার্য্যারূপধারিণী সতী রময়ামাস, রময়িত্বা চ তদ্রেতঃ শুকীরূপেণ শরস্তম্বে নিধায়াগচ্ছৎ। তাং যথা সপ্তর্ষিভার্য্যাভ্রান্ত্যা অগ্নিঃ কামিতবান্, তদ্বদিতি। স্তকীমিতি পাঠে স্তোকঘৃতধারামিবেত্যর্থঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—সূর্য্যয়ৈব ( নবোঢয়া এব ) দিক্ষু ( সর্ব্বাসু কাষ্ঠাসু ) নূপুরৈঃ ( তুলাকোটিভিঃ, নূপুরশব্দৈরিত্যর্থঃ ) ক্বণয়ন্ত্যা ( শব্দয়ন্ত্যা ) [ তয়া ] বিবুধাসুরগন্ধর্ব্বমুনিসিদ্ধনরোরগাঃ ( দেবাঃ, অসুরাঃ, গন্ধর্ব্বাঃ, মুনয়ঃ, সিদ্ধাঃ, নরাঃ মনুষ্যাঃ, উরগাঃ সর্পাশ্চ ) বিজিতা ( বশীকৃতাঃ ) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—সেই শতদ্রুতি নবোঢ়া অবস্থাতেই চারিদিকে নূপুরের শব্দ বিস্তার করিয়াই দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও নাগ সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—সূর্য্যয়া নবোঢয়ৈব বিবুধাদয়ো বিজিতা অভিভূতাঃ, তচ্চ নূপুরৈঃ পাদৌ ক্বণয়ন্ত্যৈব, তদ্ধ্বনিমাত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—শতদ্রুত্যাং ( শতদ্রুতিসংজ্ঞায়াং পত্ন্যাং ) প্রাচীনবর্হিষঃ ( তদাখ্যস্য হবির্দ্ধানপুত্রস্য ) সর্ব্বে ( সকলাঃ ) তুল্যনামব্রতাঃ ( সমাননামাচারপরায়ণাঃ ) ধর্ম্মস্নাতাঃ ( ধর্ম্মপারদৃশ্বাঃ ) [ ধনুঃস্নাতা ইতি পাঠে ধনুর্ব্বেদপারগাঃ ] প্রচেতসঃ ( প্রচেতসংজ্ঞয়া অভিহিতাঃ ) দশ ( দশসংখ্যকাঃ ) পুত্রাঃ ( তনয়াঃ ) অভবন্ ( উৎপন্নাঃ ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তুল্যনাম ও ব্রতধারী, ধর্ম্মস্নাত ও 'প্রচেতাঃ' এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—তুল্যং নাম ব্রতমাচারশ্চ যেষাম্। ধর্ম্মস্নাতাঃ ধর্ম্মপারগাঃ। ১৩

অন্বয়ঃ।—[ অথ তেষাং তপস্যামাহ ] পিত্রা ( প্রাচীনবর্হিষা ) প্রজাসর্গে ( প্রজাসৃষ্টৌ ) দিষ্টাঃ ( আজ্ঞপ্তাঃ ) [ তে পুত্রাঃ ] তপসে ( তপস্যার্থে ) অর্ণবং ( সমুদ্রম্ ) আবিশন্ ( প্রবিষ্টবন্তঃ, প্রজাসর্গযোগ্যশক্তিবর্দ্ধনায় ইতি শেষঃ )

যদুক্তং পথি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসীদতা। তদ্ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ পূজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ॥ ১৫

[ তথা ] দশ বর্ষসহস্রাণি ( দশসহস্রপরিমিতান্ বৎসরান্ অভিব্যাপ্য ) তপসা ( তপস্যয়া ) তপস্পতিং ( তপস্থিদিদং ভগবন্তম্ ) আর্চ্চন্ ( অর্চ্চয়ামাসুঃ )॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—পিতা প্রাচীনবর্হি তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে আদেশ করিলে, তাঁহারা ( শক্তিবর্দ্ধনার্থ ) তপস্যা করিবার জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং দশসহস্র বৎসর কাল তপস্যার দ্বারা তপস্পতি শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—[ তেষাং গিরিশদর্শনমাহ ] পথি ( মার্গে ) দৃষ্টেন ( সাক্ষাৎকৃতেন ) গিরিশেন ( মহাদেবেন ) প্রসীদতা ( অনুগৃহ্নতা সতা ) যৎ ( তন্ত্রম্ ) উক্তম্ ( উপদিষ্টঃ ) তং ( তৎং ) সংযতাঃ ( কৃতসংযমাঃ ) ধ্যায়ন্তঃ ( ধ্যানেন ভাবয়ন্তঃ ) জপন্তঃ ( তন্মন্ত্রং জপবিধিনা উচ্চারয়ন্তঃ ) পূজয়ন্তঃ ( অর্চয়ন্তশ্চ ) [ তপস্পতিং আর্চ্চন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ]॥১৫

**মূলানুবাদ।**—পথে মহাদেব শ্রীশঙ্কর প্রত্যক্ষগোচর হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক যে তন্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রের ধ্যান, জপ ও পূজা করিয়া সংযতভাবে তাঁহারা ( তপস্পতির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন )॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা।**—তপসা তপসাং পতিং হরিম্ আর্চ্চন্ অর্চ্চয়ামাসুঃ॥ ১৪।১৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পৃথুর যে পাঁচটি পুত্র ছিলেন, তাঁহারা পৃথুর তুল্যই গুণবান ছিলেন ও তাঁহাদের গুণে পৃথু সন্তুষ্ট ছিলেন। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, কাল-ক্রমে পুত্রদিগকে যোগ্য জ্ঞান করিয়া পৃথু পুত্রগণের উপর পৃথিবীর ভার ন্যস্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক যোগা-নুষ্ঠান দ্বারা নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তদীয় পত্নী অর্চ্চি তাঁহারই প্রজ্বলিত চিতায় আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পতির অনুগমন করিয়া উভয়েই বিমানারূঢ় হইয়া অপূর্ব্ব গতিলাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি চতুর্বিংশ অধ্যায়ে তদীয় পুত্রগণের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। পৃথুর পুত্রগণের মধ্যে বিজিতাশ্ব জ্যেষ্ঠ, ধূম্রকেশ প্রভৃতি অপর চারিটা কনিষ্ঠ ভ্রাতা; বিজিতাশ্ব ভ্রাতৃগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন, তিনি চারি ভ্রাতাকে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, ও দক্ষিণ এই চারিদিকের অধীশ্বর করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজবৃত্তিকে অত্যন্ত পরপীড়াজনক মনে করিয়া রাজবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। শিখণ্ডিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিনটি পুত্র হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম পাবক, পবমান ও শুচি। বশিষ্ঠমুনির শাপে তিনটি অগ্নিই ঐপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, পরে আবার কালক্রমে তাঁহাদের শাপমুক্তি হইয়াছিল এবং তাঁহারা অগ্নির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা পৃথু যখন একদা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিয়া বিজিতাশ্বকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন বিজিতাশ্ব ইন্দ্রকে তদীয় যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিতে দেখিয়াও অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া ধীরভাব দেখাইয়াছিলেন; তাহাতে ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'অন্তর্দ্ধান' বিদ্যার উপদেশ করিলেন, তখন হইতেই তাঁহার 'অন্তর্দ্ধান' নাম হইল। ক্রমে অন্তর্দ্ধান যজ্ঞাদি বহু কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া যখন আত্মার নির্ম্মলতা লাভ করিলেন, তখন তিনি পরমপুরুষ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া নিপুণতাসহকারে সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া তৎসালোক্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিখণ্ডিনী নামে যেমন একটী স্ত্রী ছিলেন, সেইরূপ নভস্বতী নামে অপর একটী পত্নীও ছিলেন; তাঁহার গর্ভে হবির্দ্ধান নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল; ঐ হবির্দ্ধান হবির্দ্ধানী নাম্নী স্বীয় পত্নীর গর্ভে বর্হিষদ প্রভৃতি ছয়টি পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে বর্হিষদ পিতামহের ন্যায় ক্রিয়াকাণ্ড, যাগ-যজ্ঞাদি ও যোগকার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। পৃথিবীতে এমন স্থান ছিল না যে ভূমিতে তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই। একটির পর একটী, তাহার পর একটী, এইরূপে অসংখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাচীনাগ্র কুশদ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'প্রাচীনবর্হি', ব্রহ্মা তাঁহার

শ্রীবিদুর উবাচ।

প্রচেতসাং গিরিত্রেণ যথাসীৎ পথি সঙ্গমঃ। যদুতাহ হরঃ প্রীতস্তন্নো ব্রহ্মন্ বদার্থবৎ॥ ১৬

সঙ্গমঃ খলু বিপ্রর্ষে শিবেনেহ শরীরিণাম্।
দুর্লভো মুনযো দধ্যুরসঙ্গাদ্‌যমভীপ্সিতম্॥ ১৭

প্রতি সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে পরিণয় করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন ও তাঁহারই উপদেশক্রমে তিনি সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শতদ্রুতি অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত ছিল, তাঁহার লাবণ্য অলোকসামান্য। সেই কিশোরী শতদ্রুতি যখন বিবাহকালে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইযা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া স্বয়ং অগ্নিদেবও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গলিপ্সায় ব্যাকুল হইযাছিলেন। তবে অগ্নিদেবের পক্ষে ইহা নূতন নহে; প্রাচীন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আরও এরূপ ঘটনা জানিতে পারা যাইবে। এক সময়ে যখন সপ্তর্ষিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন ও সপ্তর্ষিভার্য্যা যজ্ঞীযাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া অগ্নির চিত্ত বিকৃত হইলে, অগ্নির পত্নী স্বাহাদেবী স্বামী অগ্নিদেবের আকস্মিক চঞ্চলতা অনুভব করিয়া স্বয়ংই সপ্তর্ষিভার্য্যার রূপ ধারণ করিলেন এবং অগ্নির সহিত উপগত হইলেন। উভযের কামমূলক সমাগমে যে তেজ বহির্গত হইল, শুকীর রূপ ধারণ করিয়া স্বাহা সহসা ঐ তেজ শরস্তম্বে যাইযা রাখিয়া আসিলেন, কারণ অগ্নির তেজ অব্যর্থ, উহা রক্ষা করিতে হইবে; এই জন্যই স্বাহা ঐরূপ করিলেন। কাজেই অসাধারণরূপলাবণ্যসম্পন্না শতদ্রুতিকে দেখিয়া অগ্নিদেব যে সহসা চঞ্চল হইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে এস্থানে আর স্বাহাদেবীকে যে শতদ্রুতির রূপ ধারণ করিতে হইল না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয যে, শতদ্রুতি তখনও অপরিণতবয়স্কা, কাজেই অগ্নির চঞ্চলতার ভাব তাদৃশ তীক্ষ্ন না হওয়ায় তিনি স্বয়ংই উহার প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। শতদ্রুতি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং সশব্দ নূপুরযুক্ত সবিলাস পদবিক্ষেপে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার রূপের কথা দূরে থাকুক, নূপুরের অলৌকিক শব্দেই দেব অসুর প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রাচীনবর্হি সেই অলৌকিকরূপলাবণ্যযুক্তা শতদ্রুতির সম্ভোগে নিজ পুণ্যফল প্রমাণিত করিলেন ও তাঁহার গর্ভে প্রাচীনবর্হির ক্রমে যে দশটী পুত্র হইল তাঁহারাও সকলেই সমান ভাবে নীতিতৎপর, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রথিতযশা হইয়া পিতামাতার আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন। প্রাচীনবর্হি তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে আদেশ করিলে তাঁহারা তদ্‌যোগ্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সমুদ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক দশসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন। সমুদ্রে যাইবার পথে শিবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি পরিতুষ্ট হইযা তাঁহাদিগকে যে তত্ত্বোপদেশ করিযাছিলেন, সেই তত্ত্বই তাঁহারা অন্তরে ধারণা করিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন॥ ১—১৫

অন্বয়ঃ।—হে ব্রহ্মন্। (বিপ্রর্ষে!) পথি (গমনমার্গে) গিরিত্রেণ (গিরিশেন শিবেন) প্রচেতসাং (প্রচেতঃ সংজ্ঞযা অভিহিতানাং প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাণাং) যথা (যেন প্রকারেণ) সঙ্গমঃ (মেলনম্) আসীৎ (অভবৎ), হরঃ (শিবঃ) প্রীতঃ (প্রসন্নঃ সন্) যদ্ উত (যাদৃশং বস্তু বা) আহ (অকথয়ৎ), অর্থবৎ (সপ্রয়োজনং) তদ্ (তাদৃশং বস্তু) নঃ (অস্মান্, মামিত্যর্থঃ, অস্মদ একোহেপি বহুত্বমনুশাসনাৎ) বদ (কথয়)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—শ্রীবিদুর বলিলেন—হে বিপ্রর্ষে। পথে প্রচেতাগণের সহিত গিরিশের যেরূপ ভাবে মিলন হইয়াছিল, অথবা প্রীত হইয়া তিনি উহাদিগকে যাহা বলিযাছিলেন, সেই অর্থযুক্ত বিষয় আমাকে বলুন॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—বিপ্রর্ষে। (হে ব্রহ্মর্ষে।) ইহ (অস্মিন্ সংসারে) শিবেন (মহাদেবেন সহ) শরীরিণাং (দেহিনাং তেষাং শরীরসত্তাদশায়ামিতি তাৎপর্য্যম্) সঙ্গমঃ (মেলনং) দুর্লভঃ (দুষ্প্রাপঃ) খলু (নিশ্চয়ে)। মুনয়ঃ (মৌন-

আত্মারামোঽপি যস্ত্বস্য লোককল্পস্য রাধসে।
শক্ত্যা যুক্তো বিচরতি ঘোরয়া ভগবান্ ভবঃ॥ ১৮

ব্রতাবলম্বিনঃ মননশীলা বা তাপসাঃ) অসঙ্গাৎ (বিষয়সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বকম্) অভীপ্সিতং (আপ্তুমভীষ্টং) যং (শিবং) দধ্যুঃ (ধ্যানেন চিন্তয়ামাসুরেব, ন তু তথাপি প্রাপুরিতি ভাবঃ)॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—হে বিপ্রর্ষে! যে নিতান্ত অভীপ্সিত শিবকে মুনিগণ বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল চিন্তাই করিয়াছেন (পাইতে পারেন নাই), এই সংসারে পার্থিবদেহধারী জীবের সেই শিবের সহিত সমাগম অত্যন্ত দুর্ল্লভ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—মুনয়োঽপি সঙ্গত্যাগেনাপ্তুমিষ্টং যং দধ্যুরেব কেবলং ন তু প্রাপুঃ, তেন শিবেন॥ ১৬।১৭

**অন্বয়ঃ।**—[মুনীনাং ধ্যানগম্যস্যাপি তস্য শিবস্য কৃপয়া সকামজনানাং কামদানার্থং দৃশ্যতামপ্যাহ আত্মত্যাদিনা] যঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) ভবস্তু (শিবস্তু) আত্মারামোঽপি (আত্মনিষ্ঠয়া আরামং গতোঽপি) অস্য (স্বেনৈব সমুৎপাদিতস্য) লোককল্পস্য (লোকরচনায়াঃ) রাধসে (পালনায়) ঘোরয়া (ঘোরভাবাপন্নয়া) শক্ত্যা (শক্তিরূপয়া শিবয়া) যুক্তঃ (মিলিতঃ সন্) বিচরতি (ব্যাপ্রিয়তে) [স্বলোকপালনায় স নিরাকারব্রহ্মরূপোঽপি ক্রিয়াশীলতামঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ]॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—যে-ভগবান্ শিব আত্মারাম হইয়াও স্বীয় লোকসৃষ্টির পালনার্থ ঘোরা শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—নন্বু মুনীনাং কিং তদ্ধ্যানেন ঘোরত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। আত্মারামোঽপি লোকরচনায়াঃ পালনায়॥ ১৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকট বিদুর যখন শুনিলেন যে, প্রাচীনবর্হির পুত্রগণের সহিত স্বয়ং শিবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিলেন, কি আশ্চর্য্য। যে-মহাদেবকে মুনিগণ পর্য্যন্ত বহুশত বৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াও সাক্ষাৎ দেখিতে পান না, বিষয়বাসনা একান্ত উন্মূলিত করিয়াও যাঁহাকে চিন্তামাত্রই করিতে পারেন, কিন্তু সাক্ষাৎ দৃষ্টিবিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যিনি একমাত্র আত্মার চিন্তায় চিত্ত সমর্পন করিয়া একনিষ্ঠভাবে কালযাপন করিলেও আবার সময়ে স্বীয় সৃষ্টির রক্ষার্থ ঘোরা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শিব কি কারণে উঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেন? এই পার্থিব দেহ অপবিত্র; এই দেহ যতকাল পর্য্যন্ত পরমপুরুষের ধ্যান করিতে করিতে ক্ষীণ না হইবে, অদৃষ্টের ক্ষয়ে যতকাল পর্য্যন্ত পুনরায় শরীরসম্ভাবনা বিদূরিত না হইবে, ততকাল মুনিরাও বহুস্থলে মনন-নিদিধ্যাসনের সাহায্যে যখন তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারেন না। তবে প্রচীনবর্হির পুত্রগণ সহসা এরূপ অসম্ভাব্য শিবসাক্ষাৎকার কিরূপে লাভ করিলেন? উহার জন্য তাঁহারা অনুমাত্র প্রযত্ন করেন নাই, তাঁহারা পিতার আদেশ পালন করিবার উপযোগী শক্তিসঞ্চয় মানসে তপস্যা করিবার জন্য যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ পথে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া শিব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেন, ইহা আরও আশ্চর্য্যজনক। ভগবান্ শিব পরমাত্মস্বরূপের চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যাপৃত রহিয়াছেন, বাহিরের বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র সম্পর্ক নাই, তিনি সর্ব্বদাই অসঙ্গ, কূটস্থ, প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যের দর্শনজনিত আনন্দে বিভোর, তিনি যে ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া এই জগতের সৃষ্টিবিধান করিয়াছেন, ইহারই পালনের জন্য আবার অসঙ্গতা পরিত্যাগ করিয়া যে শক্তিযুক্ত অবস্থা অবলম্বন করেন, ইহা বিশেষ প্রয়োজনমূলক; অতএব ভগবান্ শিব যে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে আত্মচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে আসিয়া দেখা দিয়াছেন, ইহা হইতেই পারে না; অতএব আমার মনে হয়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রচেতসঃ পিতুর্বাক্যং শিরসাদায় সাধবঃ। দিশং প্রতীচীং প্রযযুস্তপস্যাদৃতচেতসঃ॥ ১৯
সমুদ্রমুপ বিস্তীর্ণমপশ্যন্ সুমহৎ সরঃ। মহন্মন ইব স্বচ্ছং প্রসন্নসলিলাশয়ম্॥ ২০
নীলরক্তোৎপলাম্ভোজ-কহ্লারেন্দীবরাকরম্। হংসসারসচক্রাহ্ব-কারণ্ডবনিকূজিতম্॥ ২১
মত্তভ্রমরসৌস্বর্য্য-হৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপম্। পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎপবনোৎসবম্॥ ২২

যে ইহার বিশেষ কোন কারণ আছে, অথচ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে মুনিবর! তাই আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে উহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন॥ ১৬—১

অন্বয়ঃ।—[ অথ মৈত্রেয়স্য উত্তরং বক্তুমুপক্রমতে প্রচেতস ইত্যাদিনা ] সাধবঃ ( সাধুভাবযুক্তাঃ ) প্রচেতসঃ ( প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ ) পিতুঃ ( স্বজনকস্য প্রাচীনবর্হিষঃ ) বাক্যং ( বচনং ) শিরসা ( মস্তকেন ) আদায় ( গৃহীত্বা ) তপস্যাদৃতচেতসঃ ( তপঃসমনুরক্তচিত্তাঃ সন্তঃ ) প্রতীচীম্ ( উত্তরাং ) দিশং ( ককুভং ) যযুঃ ( গতবন্তঃ )॥ ১৯

মূলানুবাদ।—সাধুস্বভাব প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ পিতার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তপস্যার প্রতি সাগ্রহচিত্তে উত্তর দিকে গমন করিলেন॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—গুর্ব্বাজ্ঞাকারিণাং শিবদর্শনং স্বত এব ভবতীত্যাশয়েনাহ প্রচেতস ইতি॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[ তত্র কস্যচিৎ সরোবরস্য লাভমাহ সমুদ্রেত্যাদিনা ত্রিকেণ ] [ তে ] সমুদ্রমুপ ( সমুদ্রাপেক্ষয়া কিঞ্চিন্ন্যূনং, হীনার্থে উপশব্দঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ। সমুদ্রসমীপ ইত্যর্থ ইতি কেচিৎ ) বিস্তীর্ণং ( সবিশেষবিস্তারং ) মহন্মন ইব ( মহতাং নির্ম্মলং মানসমিব ) স্বচ্ছং ( সুনির্ম্মলস্থলযুক্তং, জলস্বচ্ছতায়া বিশেষণান্তরেণ সূচ্যমানত্বাৎ ) প্রসন্নসলিলাশয়ং ( স্বচ্ছসলিলগর্ভং ) নীলরক্তোৎপলাম্ভোজকহ্লারেন্দীবরাকরম্ ( অবয়বভেদেন নীলরক্তোভয়বর্ণবিশিষ্টানাম্ উৎপলানাং রাত্রিবিকাশিনাং জলজানাং, অম্ভোজানাং দিনবিকাশিজলজানাং, কহ্লারাণাং সন্ধ্যাবিকাশিজলজানাং তথা ইন্দীবরাণাং কেবলনীলবর্ণানাং জলজবিশেষাণাং সমুৎপত্তিস্থানমিত্যর্থঃ। কেচিত্তু নীলোৎপলশব্দেন চ ইন্দীবরশব্দেন চ নীলোৎপলস্য পৌনরুক্ত্যং প্রাচুর্য্যজ্ঞাপনায় ইত্যাহুঃ) হংসসারসচক্রাহ্বকারণ্ডবনিকূজিতম্ ( হংসৈঃ সারসৈঃ চক্রবাকৈঃ কারণ্ডবৈশ্চ জলচরপক্ষিভিঃ শব্দিতম্ ) মত্তভ্রমরসৌস্বর্য্যহৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপম্ ( মত্ততাযুক্তানাং মধুকরাণাং মধুরস্বরেণ রোমাঞ্চিতাঙ্গবৎ প্রতীয়মানমুকুলযুক্তলতাবৃক্ষসমন্বিততীরদেশম্ ) দিক্ষু ( সর্ব্বাসু আশাসু ) পদ্মকোশরজঃ ( কমলকোশপরাগং ) বিক্ষিপৎপবনোৎসবং ( বিকিরতা পবনেন জনিতস্য মহোৎসবস্যাশ্রয়ভূতং ) সুমহৎ ( বিশালং, সুগভীরমিত্যর্থঃ ) সরঃ ( সরোবরম্ ) অপশ্যন্ ( দৃষ্টবন্তঃ )॥ ২০—২২

মূলানুবাদ।—তাঁহারা উত্তর দিকে যাইয়া সমুদ্র অপেক্ষা ঈষন্ন্যূন অতিবিস্তীর্ণ একটি সুগভীর সরোবর দেখিতে পাইলেন। উহার নিকটবর্ত্তী স্থলভূমি মহাজনের চিত্তের ন্যায় নির্ম্মল, গর্ভস্থিত সলিল অনাবিল, উহা নীল ও রক্তবর্ণ উৎপল, অম্ভোজ, কহ্লার ও ইন্দীবরের আকর; উহাতে হংস, সারস, চক্রবাক ও কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ শব্দ করিতেছিল, তাহার তীরে যে সকল মুকুলযুক্ত লতা ও বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা মত্ত ভ্রমরের মধুরস্বরে যেন রোমাঞ্চিতাঙ্গ বলিয়া মনে হইতেছিল। সমীরণ প্রবাহিত হইয়া পদ্মকোশ-পরাগ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করায় তথায় যেন মহোৎসব অনুভূত হইতেছিল॥ ২০—২২

শ্রীধরটীকা।—সমুদ্রমুপ সমুদ্রাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনম্, উপোঽধিকে চেতি কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ। প্রসন্নাঃ সলিলাশয়াঃ মৎস্যাদয়ো যস্মিন্॥ ২০॥ নীলোৎপলাদিনামাকরং জন্মস্থানম্। উৎপলাম্ভোজকহ্লারাণি রাত্রিদিনসন্ধ্যা-বিকাশীনি।

ইন্দীবরং নীলোৎপলং, তস্য পুনরুক্তিঃ প্রাচুর্য্য-জ্ঞাপনার্থম্। হংসাদিভির্নিকূজিতম্ ॥২১॥ মত্তানাং ভ্রমরাণাং সৌস্বর্য্যেণ হৃষ্টরোমাণো লতাঙ্ঘ্রিপা যস্মিন্। পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপতা পবনেন উৎসবো যস্মিন্॥ ২২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—হে বিদুর! প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ যে সহসা গন্তব্যপথে শিবের দর্শন লাভ করিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। যাহারা অবিচলিতচিত্তে গুরুর আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের পক্ষে সুদুর্ল্লভ বস্তুর লাভও বিস্ময়ের বিষয় নহে। প্রচেতাগণ পিতার আজ্ঞা লাভ করিয়া গৌরবজ্ঞানে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য তপস্যায় আগ্রহান্বিত হইয়া যখন উত্তরদিকে যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা একটি সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইলেন। সেই সরোবরটী সমুদ্র অপেক্ষা বিস্তার বা গভীরতায় বড় কম নহে।

শ্লোকস্থ 'সমুদ্রমুপ' এই শব্দের অর্থ সমুদ্র অপেক্ষা ঈষন্ন্যূন। 'উপ' শব্দ 'অধিক' ও 'হীন' অর্থে কর্ম্মপ্রবচনীয়; অতএব প্রকৃতস্থলে 'হীন' অর্থে 'উপ' শব্দ কর্ম্মপ্রবচনীয় হওয়ায় সমুদ্র শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, 'সমুদ্রমুপ' ইহার অর্থ সমুদ্রের সমীপে এ অর্থটী তেমন সুন্দর বলিয়া মনে হয় না, তাঁহার কারণ 'উপ' শব্দের সমীপ অর্থে কর্ম্মপ্রবচনীয়তার বিধান দেখা যায় না এবং উত্তরদিকে যাইতে যাইতেই প্রচেতাগণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন, ইহাও তেমন সামঞ্জস নহে। অতএব সমুদ্র অপেক্ষা ঈষন্ন্যূন এই অর্থই প্রকৃত ভাব বলিয়া মনে হয়। 'বিস্তীর্ণ' ও 'সুমহৎ' এই যে দুইটী সরোবরের বিশেষণ আছে, উহারা একার্থক নহে। উহার মধ্যে বিস্তীর্ণ শব্দের অর্থ বিস্তৃত অর্থাৎ পরিণাহযুক্ত, আর সুমহৎ শব্দের অর্থ সুগভীর; সমুদ্র অপেক্ষা ঈষন্ন্যূনতা দেখাইতে হইলে সরোবরে যে উক্ত দুই গুণই আছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, কাজেই উহার একটী বিশেষণও নিরর্থক নহে।

'স্বচ্ছং' 'প্রসন্নসলিলাশয়ং' এই দুইটী বিশেষণের 'স্বচ্ছং' এই বিশেষণ দ্বারা সরোবরের সন্নিহিত ভূমির স্বচ্ছতা ও দ্বিতীয় বিশেষণ দ্বারা খাতস্থিত সলিলের স্বচ্ছতা অভিব্যক্ত করা হইয়াছে; কাজেই পুনরুক্ততা দোষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জল স্বচ্ছ হইলেও যদি সমীপবর্ত্তী ভূমি তেমন সুন্দর না হয়, তবে সরোবরের শোভা নষ্ট হয়, আবার সন্নিহিত ভূমি সুন্দর হইলেও যদি সরোবরের জল কর্দ্দমাক্ততা প্রভৃতি দোষে দূষিত হয়, তবে সরোবরের স্পৃহণীয় শোভা থাকে না, এই জন্যই স্থল ও জল উভয়ের স্বচ্ছতা বর্ণনা আবশ্যক হইয়াছে। রাজপুত্রগণ নগরে বহু-উত্তম সরোবর দেখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যে সরোবর দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই অসাধারণ সরোবর; অতএব তাহার অলৌকিক শোভা বর্ণনা না করিলে চলিবে কেন?

সেই সরোবরে নানাপ্রকার জলজ পুষ্প হইত। বহু উৎপল কোনও অংশে রক্তবর্ণ, কোনও অংশে নীলবর্ণ, আবার কোনও উৎপল সম্পূর্ণ নীলবর্ণ; (এইরূপ অর্থ করিলে আর 'নীলরক্তোৎপল' ও 'ইন্দীবর' শব্দের পুনরুক্তি দোষ থাকে না) কোনও উৎপল রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত হয়, কোনও উৎপল দিবসে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আবার কোনও উৎপল প্রদোষকালে প্রকাশ পায়। অতএব এমন কোনও সময় নাই, যে সময়ে ঐ সরোবর হইতে কুসুমশোভা তিরোহিত হয়। বস্তুতঃ দিবারাত্রি সমভাবে উহা কুসুমশোভায় শোভিত হইয়া থাকে।

'বিক্ষিপৎপবনোৎসবং' এই শব্দটীর অর্থ শ্রীধর স্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যেরূপ করিয়াছেন, তাহা এই—'বিক্ষিপতা পবনেন উৎসবো যত্র'; ইহাতে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি স্বীকার করিতে হয়। যদিও ব্যাসের উক্তিতে ঐ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি তেমন দোষাবহ বলা যায় না, তথাপি সমানাধিকরণ বহুব্রীহির সম্ভবনা থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্যধিকরণ বহুব্রীহি অবলম্বন না করাই ভাল; অতএব 'বিক্ষিপন্ পবনঃ উৎসবো যত্র' এইরূপ সমাস করা যাইতে পারে। ক্রমসন্দর্ভটীকায় 'বিক্ষিপৎ' ইহা পৃথক পদ করিয়া সরোবরের বিশেষণ করা হইয়াছে এবং 'পবনোৎসবং'

তত্র গান্ধর্ব্বমাকর্ণ্য দিব্যমার্গমনোহরম্। বিসিস্ম্যূ রাজপুত্রাস্তে মৃদঙ্গপণবাদ্যনু॥ ২৩
তর্হ্যেব সরসস্তস্মান্নিষ্ক্রামন্তং সহানুগম্। উপগীয়মানমমরপ্রবরং বিবুধানুগৈঃ॥ ২৪
তপ্তহেমনিকায়াভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্। প্রসাদসুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুর্জাতকৌতুকাঃ॥ ২৫
স তান্ প্রপন্নার্ত্তিহরো ভগবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ। ধর্ম্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতঃ প্রীতানুবাচ হ॥ ২৬

এই পদটী 'পদ্মপরাগের' বিশেষণবোধক বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে—পবন দ্বারা যে পদ্মরজঃ উদ্রেক লাভ করিয়াছে, সেই পদ্মরজঃ সরোবর বিকীর্ণ করিতেছিল। ইহাতে যদি উদ্রেক শব্দের অর্থ উৎপত্তি ধরা যায়, তবে ব্যধিকরণ বহুব্রীহিও আনুশাশনিক হয় কিন্তু উদ্রেক শব্দের অর্থ বিস্তার ধরিলে আর তাহা হয় না। অতএব তন্মতেও অপ্রসিদ্ধ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ব্যাসের বাক্য বলিয়াই সমাধান করিতে হয়॥ ১৯—২২

অন্বয়ঃ।—[ তৎসরোবরদর্শনেন রাজপুত্রাণাং বিস্ময়মাহ ] তে ( পূর্ব্বোক্তাঃ ) রাজপুত্রাঃ ( রাজ্ঞো বর্হিষদ পুত্রাঃ ) তত্র ( তস্মিন্ স্থানে ) মৃদঙ্গপণবাদি অনু ( মৃদঙ্গবাদ্যস্য পণবাদিবাদ্যস্য চ পশ্চাৎ, মৃদঙ্গপণবাদিবাদ্যেন সহেতি বা, অনু পশ্চাদর্থে সহার্থে বা কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ )। [ মৃদঙ্গপণবাদ্যবদিতি পাঠে মৃদঙ্গপণবাদিকম্ অবৎ প্রতিপালয়ৎ তদীয়ধ্বনিমতিরস্কুর্ব্বদিত্যর্থঃ ] দিব্যমার্গমনোহরং ( দিব্যভাবযুক্তেন গানসম্বন্ধিনা ভেদেন মনোরমম্ ) গান্ধর্ব্বং (গন্ধর্ব্ব-দেবতাকং সঙ্গীতম্ ) আকর্ণ্য ( শ্রুত্বা ) বিসিস্ম্যূঃ বিস্মিতা বভূবুঃ )॥ ২৩

মূলানুবাদ।—সেই রাজপুত্রগণ উক্ত প্রদেশে মৃদঙ্গ-পণবাদিবাদ্যলয়যুক্ত দিব্যভাবাপন্ন গানসম্বন্ধীয় প্রকার-ভেদের সমন্বয়ে মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—তত্র মৃদঙ্গপণবাদিবাদ্যমনু পশ্চাৎ দিব্যৈর্মার্গৈর্ভেদৈর্মনোহরং গান্ধর্ব্বং গানমাকর্ণ্য বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ। মৃদঙ্গপণবাদ্যবদিতি পাঠে মৃদঙ্গপণবাদি অবৎ রক্ষৎ তেষাং ধ্বনিমতিরস্কুর্ব্বদিত্যর্থঃ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[ অথ সহসা তদৈব সরোবরাদুত্থিতস্য সানুচরস্য শিবস্য সাক্ষাৎকারমাহ তর্হ্যেব ইত্যাদিনা ] [ তে ] তর্হি এব ( তস্মিন্নেব কালে ) তস্মাৎ ( পূর্ব্বোক্তাৎ ) সরসঃ ( সরোবরাৎ ) নিষ্ক্রামন্তং ( নির্গচ্ছন্তং ) সহানুগম্ ( অনু-গতৈরনুচরৈঃ সমেতং ) বিবুধানুগৈঃ ( অনুগতৈঃ দেবৈঃ ) উপগীয়মানং ( গীতাত্মকস্তোত্রৈরুপস্তূয়মানম্ ) অমরপ্রবরং ( দেবশ্রেষ্ঠং ) তপ্তহেমনিকায়াভং ( দ্রবীভূতকাঞ্চনরাশিকান্তিং ) শিতিকণ্ঠং ( নীলকণ্ঠং ) প্রসাদসুমুখং ( প্রসন্নাননং ) ত্রিলোচনং ( ত্রিনয়নং মহাদেবম্ ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) জাতকৌতুকাঃ ( কৌতুহলাক্রান্তাঃ সন্তঃ ) প্রণেমুঃ ( প্রণামং চক্রুঃ )॥ ২৪।২৫

মূলানুবাদ।—সেই সময়েই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সেই সরোবর হইতে তপ্তকাঞ্চনরাশির ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি ভগবান্ দেবশ্রেষ্ঠ শিতিকণ্ঠ ত্রিলোচন নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন; তাঁহার সঙ্গে বহু অনুচর ও অনুগামী বিবুধবৃন্দ তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন। তাঁহারা প্রসন্নানন ত্রিলোচনকে দেখিয়া কৌতুক সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন॥ ২৪।২৫

শ্রীধরটীকা।—তে চ ত্রিলোচনং বীক্ষ্য জাতাশ্চর্য্যাঃ প্রণেমুরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ২৪॥ তপ্তহেমরাশিসদৃশ কান্তিম্ শিতির্নীলঃ কণ্ঠো যস্য তম্॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—প্রপন্নার্ত্তিহরঃ ( ভক্তানাং দুঃখহারী ) ধর্ম্মবৎসলঃ ( ধর্ম্মানুরক্তঃ ) সঃ ( পূর্ব্বোক্তঃ ) ভগবান্ ( ঐশ্বর্য্য-শালী শিবঃ ) প্রীতঃ ( প্রীতিযুক্তঃ সন্ ) ধর্ম্মজ্ঞান্ ( ধর্ম্মবিষয়ে সুবিজ্ঞান্ ) শীলসম্পন্নান্ ( শোভনচরিত্রান্ ) প্রীতান্ ( সন্তুষ্টান্, আকস্মিকাদ্ভুতানুত্তমবস্তুদর্শনেন ইতি শেষঃ ) তান্ ( পূর্ব্বোক্তান্ প্রচেতসঃ ) উবাচ হ ( তদা কথয়ামাস ) [ বক্ষ্যমণং বচনমিতি শেষঃ ]॥ ২৬

শ্রীরুদ্র উবাচ।

যূযং বেদিষদঃ পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্। অনুগ্রহায ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্॥ ২৭

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।

ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিযো হি মে॥ ২৮

মূলানুবাদ।—ভক্তদুঃখহারী ধর্ম্মবৎসল সেই ভগবান্ মহাদেব প্রীতিযুক্ত হইযা ধর্ম্মজ্ঞ সৎস্বভাবসম্পন্ন সন্তুষ্টচিত্ত সেই রাজপুত্রগণকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—যূযং (ভবন্তঃ) বেদিষদঃ (বর্হিষদঃ) পুত্রাঃ (তনযাঃ) বঃ (যুষ্মাকং) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টং, কর্ত্তব্যতযা অভিলষিতং 'ভগবদারাধনমিত্যর্থঃ) বিদিতং (জ্ঞাতং মযেতি শেষঃ) [তথাহি যুষ্মাকং পরিচযঃ অভীষ্টঞ্চ মযা জ্ঞাযতে ইতি ভাবঃ] [ননু কথং পথি সহসা ভবতো দর্শনমিত্যাকাঙ্খাযামাহ] বঃ (যুষ্মাকং, কর্ম্মণি ষষ্ঠী) অনুগ্রহায (প্রসাদসম্পাদনায, যুষ্মাননুগ্রহীতুমিত্যর্থঃ,) [অথবা ব ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী, যুষ্মৎকর্ত্তৃকানুগ্রহমাপ্তুং লব্ধুমিত্যর্থঃ) এবং (অনেন রূপেণ) মে (মম) ভদ্রং (মঙ্গলকরং) দর্শনং (সাক্ষাৎকারঃ) কৃতং (দত্তম্)॥ ২৭

মূলানুবাদ।—শ্রীরুদ্রদেব বলিলেন, তোমরা বর্হিষদের পুত্র, আমি তোমাদের অভিপ্রায জানিযাছি; তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য আমি তোমাদিগকে এইরূপ দর্শন দিযাছি॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—বেদিষদঃ বর্হিষদঃ। চিকীর্ষিতং ভগবদারাধনং বিদিতম্॥ ২৬।২৭

অন্বয়ঃ।—[অনুগ্রহে কারণমাহ] যঃ (জনঃ) রহসঃ (সূক্ষ্মাৎ) ত্রিগুণাৎ (ত্রিলিঙ্গাৎ প্রধানাৎ) জীবসংজ্ঞিতাৎ (জীবনাম্নঃ পুরুষাচ্চ) পরং (পরমং, প্রকৃতিপুরুষযোরপি নিযন্তারমিত্যর্থঃ) সাক্ষাৎ (মুখ্যতযা, ন তু পারম্পর্য্যেণ ইতি ভাবঃ) ভগবন্তং (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনং) বাসুদেবং (শ্রীবিষ্ণুং) প্রপন্নঃ (শরণতযা আশ্রিতঃ) স হি (স এব জনঃ) মে (মম) প্রিযঃ (অনুরাগভাজনম্) [মম স্বীযো ভক্তোঽপি ন তথা প্রিয ইতি অত এব যুষ্মাসু অনুগ্রহোঽযং মমেতি ভাবঃ]॥ ২৮

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম প্রকৃতি ও পুরুষের নিযন্তা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শরণরূপে আশ্রয করেন, সেই ব্যক্তিই আমার অত্যন্ত প্রিয॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—অনুগ্রহে কারণমাহ। যঃ সাক্ষাৎ বাসুদেবং প্রপন্নঃ, স হি মে প্রিযঃ। কথম্ভূতম্? রহসঃ সূক্ষ্মাৎ ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ পুরুষাচ্চ পরং. প্রকৃতিপুরুষযোর্নিযন্তারমিত্যর্থঃ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—রাজপুত্রগণ যাইতে যাইতে পথে প্রথমে সেই অপূর্ব্ব সরোবর দেখিযাই বিস্মিত হইযাছিলেন, আবার তথায অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা এবং মৃদঙ্গ-পণবাদি বাদ্যযন্ত্রের সুমধুরধ্বনি শুনিযা আরও বিস্মিত হইলেন। তাহার পর সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন যে, সেই সরোবর হইতে এক অলৌকিক দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব হইতেছে; তাঁহার বর্ণ সুতপ্ত কাঞ্চন রাশির ন্যায সমুজ্জ্বল, কণ্ঠ নীলবর্ণ; তিনটী উজ্জ্বল চক্ষু, তাঁহার বদন যেন অনুগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি; তাঁহার সঙ্গে বহু দেবমূর্ত্তি অবস্থিত থাকিযা তাঁহারই স্তোত্রগান করিতেছেন। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ও বাদ্যযন্ত্রের তাললযযোগে সমস্ত দিকচক্রবাল যেন আনন্দে মগ্ন হইযাছে। তাঁহারা এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখেন নাই, এমন সঙ্গীতও আর কখনও শোনেন নাই, কাজেই তাঁহারা মুগ্ধ হইযা গেলেন, মস্তক আপনি নত হইযা আসিল, কৌতূহলী হইযা তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণত হইলেন।

ভগবান্ ভূতভাবন প্রণত ব্যক্তির আর্ত্তিহারী, ধর্ম্মবৎসল, কাজেই প্রণত রাজপুত্রগণের কৌতূহলজনিত আর্ত্তি তাঁহার সহ্য হইবে কেন? কাজেই ধর্ম্মানুরক্ত তপস্যার উদ্দেশে প্রস্থিত রাজপুত্রগণের কৌতূহল নিবৃত্তি না করিযা থাকিতে

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥ ২৯

পারিবেন কেন? একে ত তাঁহারা ধর্ম্মানুকূল তপস্তার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে আবার কৌতূহলী হইয়া তাঁহার নিকট প্রণত হইয়াছেন, কাজেই ভগবান্ শঙ্কর দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলিতে লাগিলেন,—হে রাজপুত্রগণ। তোমরা যে মহাত্মা বর্হিষদের পুত্র এবং তাঁহারই আদেশ পালন করিবার জন্য তোমরা যে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে যাইতেছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাদের মহত্ত্ব ও সদভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছি; কারণ তোমরা বালক, তোমাদের সদভিপ্রায় থাকিলেও কিরূপ ভাবে আত্মসদভিপ্রায় পূরণ করিবে, তাহা তোমাদের সম্যক্‌রূপ বিদিত নহে। আমি যেরূপ উপদেশ দান করিব, তদনুসারে শ্রীভগবানের আরাধনা করিলেই তোমরা নিজ অভিপ্রায় অনায়াসে পূরণ করিতে পারিবে। তোমরা যে মহাত্মার পুত্র এবং স্বয়ং তোমরা যেরূপ উদারহৃদয়, তাঁহাতে আমার পক্ষেও তোমাদের দর্শনলাভ কাম্য বস্তু, এইজন্যই আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশের আরও বিশেষ কারণ এই যে, তোমরা ভগবান্ পরমপুরুষ বাসুদেবকে ধ্যেয় বলিয়া আশ্রয় করিয়াছ। যে-ভগবান্ প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, যাঁহার ইচ্ছাক্রমে জড় মূলকারণীভূতা প্রকৃতি ও নির্গুণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া জগতের সৃষ্টির আনুকূল্য করিয়া থাকেন এবং যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সেই বাসুদেবকে যাঁহারা রক্ষকরূপে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের প্রতি আমি অসীম সন্তোষ লাভ করি ও সেই সকল ব্যক্তি আমার যেরূপ প্রিয়, আমার নিজ ভক্তও আমার নিকটে তেমন প্রিয় নহে। অতএব তোমরা যখন সেই পরমপুরুষ মহাবিষ্ণুর ধ্যানে আত্মসমর্পণ করিয়া তপস্যার জন্য ধাবিত হইয়াছ, তখন তোমাদের অপেক্ষা আর আমার প্রিয়তর ব্যক্তি কে আছে? এই কারণেই সম্প্রতি তোমাদের সম্মুখে আমি আত্মপ্রকাশ করিয়াছি।

শ্লোকস্থ 'ত্রিগুণ' শব্দের অর্থ কেহ কেহ আবার মায়াশক্তি ও 'জীবসংজ্ঞিত' শব্দের অর্থ 'জীবশক্তি' এইরূপ করিয়া থাকেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, নির্গুণ ব্রহ্মপদার্থ মায়াশক্তি ও জীবশক্তি উভয়ের দুর্লক্ষ্য অর্থাৎ সকলের পক্ষেই যাহা অলক্ষণীয়, তাঁহা হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' অর্থাৎ আমি ব্রহ্মপদার্থেরও প্রতিষ্ঠাস্বরূপ।

শ্লোকস্থ 'সাক্ষাৎপ্রপন্ন' এই অংশদ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করে, কর্ম্মার্পণ দ্বারা অথবা অপর দেবতার ভক্তি দ্বারা ব্যবধান পূর্ব্বক নহে, সেই ব্যক্তিই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, রাজপুত্রগণ তৎকালে অপর দেবতার প্রতি ভক্তি দূরে রাখিয়া একমাত্র পরমপুরুষ বাসুদেবকে ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও আশ্রয়ণীয় মনে করিয়া তপস্যায় চলিয়াছিলেন॥ ২৩—২৮

অন্বয়ঃ।—[ ব্রহ্মরুদ্রবিষ্ণূনাং সুরতত্ত্বতারতম্যং মন্মুখাদেব যূয়ং শৃণুত ইতি বদন্ বিষ্ণোঃ সর্ব্বাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠতামাহ ] স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ ( স্বীয়বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানপরায়ণঃ ) পুমান্ ( পুরুষঃ ) শতজন্মভিঃ ( বহুভির্জন্মভিঃ ) বিরিঞ্চতাং ( বিরিঞ্চিপদম্ ) এতি ( লভতে ) [ তত্রাপি যদি পরিনিষ্ঠা নাস্তি তদা শতজন্মভিরপি ন লভত ইতি ভাবঃ ] ততঃ পরং ( তস্মাদনন্তরং ) [ পরমিতি মামিত্যস্য বিশেষণং বা, পরং বিরিঞ্চাপেক্ষয়াপি শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ] [ ততোঽপি পুণ্যাতিরেকেণেতি শেষঃ ) মাং ( রুদ্রম্ ) [ এতীতি শেষঃ ] অথ ( অনন্তরং ) যথা ( যদ্বৎ ) অহং ( রুদ্রো ভূত্বা আধিকারিক ইব স্থিতঃ শিবঃ ) [ তথা ] বিবুধাঃ ( আধিকারিকান্তগতাঃ দেবাঃ ) [ তদ্বৎ ] কলাত্যয়ে ( লিঙ্গভঙ্গে )

অথ ভাবগতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা। ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥ ৩০

ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্। নিঃশ্রেয়সকরঞ্চাপি শ্রূয়তাং তদ্বদামি বঃ॥ ৩১

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যনুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তাঞ্ছিবঃ।

বদ্ধাঞ্জলীন্ রাজপুত্রান্ নারায়ণপরো বচঃ॥ ৩২

ভাগবতঃ ( বাসুদেবপরায়ণঃ ) অব্যাকৃতং ( প্রপঞ্চাতীতং ) বৈষ্ণবং ( বিষ্ণুসম্বন্ধি ) পদং ( স্থানম্ ) [ এত্যেতি শেষঃ ]॥ ২৯

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি নিজ বর্ণাশ্রমাচার অক্ষুণ্ণভাবে পালন করে, সেই ব্যক্তি বহুজন্ম ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর ব্রহ্মপদ লাভ করে, অতঃপর তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিবপদ লাভ করে ; পরে বাসুদেবপরায়ণতা হেতু আমি যেমন বর্ত্তমানে আধিকারিক ও দেবগণ অধিকৃতরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া লিঙ্গদেহবিগমে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ লাভ করিব, সেইরূপ সেই ভাগবতোত্তমও লিঙ্গদেহবিগমে বৈষ্ণবপদ লাভ করিবেন॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—তৎ কিম্ ? তত্র মহত্তমত্বাদিত্যাহ। স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ পুমান্ বহুভির্জন্মভির্বিরিঞ্চতাং প্রাপ্নোতি, ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতি, ভাগবতস্তু দেহান্তে অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদমেতি। যথাহং কল্পে ভূত্বা আধিকারিকবৎ বর্ত্তমানঃ, বিবুধা দেবাশ্চাধিকারিকাঃ, কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যেষ্যন্তি॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—অথ ( অত এব ) ভাগবতাঃ ( ভগবদেকনিষ্ঠাঃ ) যূয়ং ( রাজপুত্রাঃ ) ভগবান্ ( ঐশ্বর্য্যবান্ বিষ্ণুঃ ) যথা ( যাদৃশঃ ) [ তথা ] প্রিয়াঃ ( প্রীতিপাত্রাণি ) স্থ ( ভবথ ) কর্হিচিৎ ( কস্মিংশ্চিদপি কালে ) ভাগবতানাঞ্চ ( ভগবতি নিষ্ঠাং গতানাঞ্চ জনানাং ) মৎ ( মত্তঃ ) অন্যঃ ( অপরঃ ) প্রেয়ান্ ( প্রিয়তরঃ ) নাস্তি ( ন বর্ত্ততে )। [ তথা হি যথা ভাগবতত্বাৎ যুষ্মাসু মম প্রীতিং তথা ভাগবতানাং সর্ব্বাপেক্ষয়া ময্যেব অধিকপ্রীতেরৌচিত্যাৎ যুষ্মাভিরপি ময়ি প্রীতিঃ কার্য্যেতি ভাবঃ ]॥ ৩০

মূলানুবাদ।—( হে রাজপুত্রগণ। ) তোমরা পরমভাগবত বলিয়া শ্রীভগবানের ন্যায় আমার প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছ। ভাগবত ব্যক্তিগণেরও কোনও কালে আমি ভিন্ন অন্য উত্তম প্রীতির পাত্র আর নাই; ( অতএব আমার ন্যায় তোমাদেরও আমার প্রতি প্রীতি স্থাপন করা উচিত )॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—অথ ভাগবতত্বাদ্ যূয়ং মে প্রিয়াঃ স্থ। ভবদ্ভিরপি ময়ি প্রীতিঃ কার্য্যেত্যাশয়েনাহ মদন্যো ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ান্ নাস্তি॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—বিবিক্তং ( অসঙ্কীর্ণং যথা, তথা ইতি জপ্তব্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ) জপ্তব্যং ( জপনীয়ম্ ) পবিত্রং ( পবিত্রতাযুক্তং ) পরম্ ( অত্যর্থং ) মঙ্গলং ( শুভাবহম্ ) নিঃশ্রেয়সকরঞ্চাপি ( মোক্ষসম্পাদকঞ্চাপি ) ইদং ( বক্ষ্যমাণং ) যৎ ( বস্তু ) বঃ ( যুষ্মান্ ) বদামি ( কথয়ামি ) [ তৎ ] শ্রূয়তাম্ ( আকর্ণ্যতাম্, অবধানেনেতি শেষঃ )॥ ৩১

মূলানুবাদ।—( হে রাজপুত্রগণ। ) অসঙ্কীর্ণভাবে জপনীয়, পবিত্র ও সাতিশয় মঙ্গলাকর মোক্ষপ্রদ যে বস্তুর বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—অত ইদং জপ্তব্যং শ্রূয়তামিতি। বিবিক্তমসঙ্কীর্ণং যথা ভবতি॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অনুক্রোশহৃদয়ঃ ( দয়াযুক্তান্তঃকরণঃ ) ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ) শিবঃ ( রুদ্রঃ ) নারায়ণপরঃ ( বিষ্ণুপরায়ণঃ সন্ ) বদ্ধাঞ্জলীন্ ( কৃতাঞ্জলিপুটান্ ) তান্ ( পূর্ব্বোক্তান্ ) রাজপুত্রান্ ( নৃপসুতান্ ) ইতি ( বক্ষ্যমাণরূপং ) বচঃ ( বাক্যম্ ) আহ ( কথয়তি স্ম )॥ ৩২

শ্রীরুদ্র উবাচ।

জিতং ত আত্মবিদ্ধুর্য্য স্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে। ভবতা রাধসা রাদ্ধং সর্ব্বস্মা আত্মনে নমঃ ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ভগবান্ রুদ্রদেব সদয়চিত্ত হইয়া বিধুনিষ্ঠভাবে কৃতাঞ্জলীকরে অবস্থিত রাজপুত্রগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মণা সৃষ্টা পুত্রেভ্যঃ প্রোক্তমিষ্টদম্।
স্তোত্রং প্রাহ প্রচেতোভ্যঃ কৃপয়া ভগবান্ শিবঃ ॥ ৩২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—যে ব্যক্তি নিজ বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম অখণ্ডিতভাবে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হয় ও চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হইলেই তাহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার অলৌকিক বিভূতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইজন্যই উক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভাবে পুরুষ প্রথমতঃ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সেই ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াও যদি তিনি একনিষ্ঠভাবে শ্রীভগবানের প্রতি আগ্রহান্বিত থাকেন, তবে তাঁহার শিবপদ লাভ হয়। পরে যখন ধ্যানবশে লিঙ্গদেহ ক্ষীণ হয়, তপঃপ্রভাবে কল্মষ ক্ষয় হেতু আর লৌকিক শরীরের সম্ভবনা থাকে না, তখনই সেই পুরুষ বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন। এইজন্য শ্রীশিব বলিলেন—"হে রাজপুত্রগণ। তোমরা পরমভাগবত, এই জন্যই আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছি। আমার প্রতিও তোমাদের অনুরক্ত হওয়া উচিত, কারণ যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা আমাকে শ্রীভগবানের ভক্ত অথবা ভগবানের বিভূতি বলিয়াই ভালবাসিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমি তোমাদের সময়োপযোগী একটী উপদেশ দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি, তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তোমরা যে ভগবদারাধনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছ, তাহার রীতি তোমাদের অবিদিত, অতএব উহার রীতি অনুধাবন কর। শ্রীভগবানের পবিত্র মঙ্গলময় স্তোত্র জপ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে"। রাজপুত্রগণ শিবের এইরূপ দয়াপূর্ণ সানুগ্রহ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, নারায়ণপরায়ণ ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

এস্থলে 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইঁহাদের কিঞ্চিৎ তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে পুণ্যে ব্রহ্মপদ লাভ হয়, তদপেক্ষা উত্তম পুণ্যে শিবপদ, তদপেক্ষা উত্তম পুণ্যে বিষ্ণুপদ লাভ হয়; অতএব দেখা যায় যে বিষ্ণুপদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সেই বিষ্ণুর আরাধনাই মুখ্যরূপে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা হইলেই রাজপুত্রগণ যেমন অভিপ্রেত ফল লাভ করিতে পারিবেন, তেমনিই লিঙ্গদেহের অবসানে মুক্তিও লাভ করিতে পারিবেন। এই মনে করিয়াই ভগবান্ শিব উক্ত শ্লোকসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তের কি আশ্চর্য্য প্রভাব যে তাহাতে স্বয়ং রুদ্রদেবও আকৃষ্ট হইয়া পথিমধ্যে রাজপুত্রগণকে উপদেশ দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ২৯-৩২

অন্বয়ঃ।—[ ভগবন্তং স্তুবতা প্রথমতো বক্তব্যং জয়বাদমাহ জিতমিত্যাদিনা ] [ হে ভগবন্! ] আত্মবিদ্ধুর্য্য-স্বস্তয়ে ( আত্মজ্ঞশ্রেষ্ঠানাং শোভনসত্তায়ৈ, তেষাং স্বানন্দলাভায়েত্যর্থঃ ) তে ( তব ) জিতম্ ( উৎকর্ষঃ, জিতমিতি বর্ত্তমানে ক্ত-প্রত্যয়বিধানাৎ তে ইত্যত্র কর্ত্তরি ষষ্ঠ্যা ত্বয়া জীয়ত ইত্যর্থ ইতি বা ) [ বভ ইতি পূরণীয়ম্ ] [ অতঃ ] মে ( মম ) স্বস্তিঃ ( শোভনা স্থিতিঃ, স্বানন্দপ্রাপ্তিঃ ) অস্তু ( ভবতু ) [ তথাহি তব গুণাদিপ্রকাশস্য আত্মজ্ঞানাং স্বানন্দ-লাভনিদানত্বাৎ তেন আত্মবিদো মম তন্মূলকঃ স্বানন্দলাভ আশংসাবিষয় ইতি ভাবঃ ] [ স্বস্তিরিতি সুপূর্ব্বস্য অসেঃ শ্তিপ্-প্রত্যয়ান্তস্য ধাতুস্বরূপমাত্রবোধকস্যাপি লক্ষণয়া সত্তাপরত্বমনুসন্ধেয়ম্ ] [ তব তু স্বস্য স্বানন্দরূপেণ চিরং সত্বাৎ তদাশংসা ন যুক্তেত্যাহ ভবতেত্যাদিনা ] ভবতা ( ত্বয়া ) রাধসা ( স্বানন্দরূপেণ ) রাদ্ধং ( চিরমেব সিদ্ধম্ ) [ অতঃ ] সর্ব্বস্মৈ ( সর্ব্বাত্মকায় ) আত্মনে ( পরমাত্মপদবাচ্যায় তুভ্যং ) নমঃ ( প্রণতিরস্তু ) ॥ ৩৩

নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে। বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে॥ ৩৪
সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তায়ান্তকায় চ। নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে॥ ৩৫
নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে। নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—শ্রীরুদ্র বলিলেন—হে ভগবন্! আত্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আত্মানন্দ লাভের জন্যই তোমার গুণাদি প্রকাশ রূপ উৎকর্ষ, অতএব আমার আত্মানন্দ লাভ হউক। তুমি (চিরকাল) স্বানন্দরূপে সিদ্ধই রহিয়াছ, অতএব সর্ব্বাত্মক আত্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—তে জিতং তবোৎকর্ষঃ আত্মবিদ্ধুর্য্যাণাং স্বস্তয়ে শোভন-সত্তায়ৈ স্বানন্দলাভায়েত্যর্থঃ। অতো মে স্বস্তি, স্বানন্দসত্তাস্ত। নমু মমোৎকর্ষো মদর্থ এব কিং ন স্যাৎ? তত্রাহ। ভবতা রাধসা স্বানন্দরূপেণ রাদ্ধং সিদ্ধং, ত্বং নিরতিশয়পরমানন্দরূপেণৈব নিত্যং স্থিত ইত্যর্থঃ। অত এবম্ভূতায়াত্মনে তুভ্যং নমঃ। সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বরূপায় চ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—[ ভগবদ্বিষয়কসর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারত্বস্যৈব ভগবদ্ভক্তিত্বাৎ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভগবদধীনত্বাৎ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং তথাত্বজ্ঞাপনায় প্রস্তৌতি নম ইত্যাদিনা ] পঙ্কজনাভায় ( পদ্মনাভায় ) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে ( শব্দাদিতন্মাত্রাণাং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিয়ামকায় ) বাসুদেবায় ( বাসুদেবাভিধানায় চিত্তাধিষ্ঠাত্রে ) শান্তায় ( শম-গুণপ্রধানায় ) কূটস্থায় ( নির্ব্বিকারাত্মকায় ) স্বরোচিষে ( স্বপ্রকাশায় ) নমঃ ( তুভ্যং নমঃ )॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—( হে ভগবন্! ) তুমি পদ্মনাভ; শব্দাদিতন্মাত্র ও সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক তুমি শান্ত, কূটস্থ, স্বপ্রকাশ বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—সর্ব্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়ন্ প্রণমতি সার্দ্ধৈর্দশভিঃ। পঙ্কজং লোকাত্মকং নাভৌ যস্য তস্মৈ কারণাত্মনে নমঃ। কারণত্বাদেব সৃজ্যানাং প্রাণিনাং যে উপাধয়ো ভূতানি সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি চ তেষামাত্মনে নিয়ন্ত্রে। অন্তঃকরণচতুষ্টয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন প্রণমতি চতুর্ভিঃ শ্লোকার্দ্ধৈঃ। বাসুদেবায় চিত্তাধিষ্ঠাত্রে কূটস্থায় নির্ব্বিকারায়, চিত্তস্যৈকরূপত্বাৎ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—[ বাসুদেবস্য প্রণতিমুক্ত্বা তজ্জন্যসঙ্কর্ষণরূপেণাপি তামাহ ] সঙ্কর্ষণায় ( অহঙ্কারাধিষ্ঠাত্রে সঙ্কর্ষণরূপায় ) সূক্ষ্মায় ( অব্যক্তস্বরূপায় ) দুরন্তায় ( অনন্তাত্মনে ) অন্তকায় ( মুখাগ্নিনা লোকদহনহেতবে ) বিশ্ব-প্রবোধায় ( বিশ্বস্য প্রকৃষ্টজ্ঞানজনকায় ) অন্তরাত্মনে ( বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রে ) প্রদ্যুম্নায় ( প্রদ্যুম্নাখ্যায় ) নমঃ [ তুভ্যং ইতি শেষঃ ]॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—( হে ভগবন্! ) তুমি অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, তুমি সূক্ষ্ম, অনন্ত ও সর্ব্বাত্মক; তুমি বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন, তোমা হইতেই জগতের প্রকৃষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—সঙ্কর্ষণায় অহঙ্কারাধিষ্ঠাত্রে, সূক্ষ্মায় অব্যক্তায় দুরন্তায়, অনন্তায়, অন্তকায় মুখাগ্নিনা লোক-দাহকায়। বিশ্বস্য প্রকর্ষেণ বোধো যস্মাৎ, অন্তরাত্মনে বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রে॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—[ অথ প্রদ্যুম্নোৎপন্নানিরুদ্ধরূপেণ তং স্তৌতি ] হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে ( ইন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষামধী-শ্বরভূতমনসোঽধিষ্ঠাতৃরূপায় ) অনিরুদ্ধায় ( অনিরুদ্ধপরিভাষাবিষয়ায় ) নমো নমঃ ( ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিঃ অস্তু ইতি শেষঃ ) [ তথা ] পরমহংসায় ( সূর্য্যাত্মকায় ) পূর্ণায় ( তেজসা সকলজগদ্ব্যাপকায় ) নিভৃতাত্মনে ( বৃদ্ধিক্ষয়-রহিতায় ) নমঃ [ তুভ্যমিতি শেষঃ ]॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই অনিরুদ্ধসংজ্ঞক সূর্য্যরূপী তেজো-দ্বারা জগদ্ব্যাপী ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য পূর্ণাত্মা তোমাকে নমস্কার॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—হৃষীকাণামীশং যদিন্দ্রিয়ং মনস্তদাত্মনে। সূর্য্যরূপেণ প্রণমতি। পরমহংসায় সূর্য্যরূপায়। পূর্ণায় তেজসা বিশ্বব্যাপিনে। নিভৃতাত্মনে ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্যায়॥ ৩৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বৈষ্ণবদার্শনিকগণ যে-পরমাত্মা ব্রহ্মকে বাসুদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ বাসুদেবই নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ পরমার্থতত্ত্ব। তিনিই বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহরূপে চারিভাগে নিজ আত্মাকে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাসুদেবব্যূহ পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণব্যূহ জীব, প্রদ্যুম্নব্যূহ মন ও অনিরুদ্ধব্যূহ অহঙ্কার। উহাদের মধ্যে আবার বাসুদেবই পরা প্রকৃতি এবং সঙ্কর্ষণাদি অপরব্যূহ কার্য্য। ঈদৃশ ভগবান্‌কে যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, অভিগমন, উপাদানাদি দ্বারা বহুকাল যাবৎ আরাধনা করিলে জীব ক্লেশ ক্ষয় করিয়া উক্ত ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে। তাঁহারা আরও বলেন যে, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে উক্ত রূপ অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব পরিপূর্ণষড়্‌গুণশালী; জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ এই তাঁহার ষড়্‌গুণ। চেতনা-চেতনাত্মক সকল প্রপঞ্চের সামান্যরূপে ও বিশেষরূপে জ্ঞানকেই তাঁহারা জ্ঞানরূপ ঈশ্বরগুণ বলেন। জগতের প্রকৃতিভাব শক্তি। সমগ্র জগৎসৃষ্টিকার্য্যেও পরিশ্রমের অভাব এবং অনায়াসে সকল সৃষ্ট জগতের ভরণসামর্থ্যই ইঁহার বল এবং অপ্রতিহতেচ্ছত্ব ইঁহার ঐশ্বর্য্য। ইনি জগতের প্রকৃতি হইয়াও যে বিকারশূন্য, ইহাই তদীয় বীর্য্য। জগতের সৃষ্টিবিষয়ে পরাপেক্ষাশূন্যত্ব ও পরের অভিভবকারিণী শক্তিই ইঁহার তেজ। উক্ত জ্ঞানবলের উন্মেষে সঙ্কর্ষণ, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের উন্মেষে প্রদ্যুম্ন এবং তাহা হইতেই শক্তি ও তেজের উন্মেষে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। উক্ত ভাগবতমত অবলম্বন করিয়াই ভগবান্‌কে এস্থলে স্তুতি করা হইয়াছে।

শ্রীরুদ্র কৃত উক্ত স্তুতির তাৎপর্য্য এই যে,—হে ভগবন্! হে পদ্মনাভ! তোমার নাভিকমল হইতে যে ব্রহ্মা উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মার সৃষ্ট মদীয় দেহকে তুমি তোমার ভক্তির প্রতি উন্মুখ কর, যাহাতে আমি তোমার ভক্তিবলে সংসারযাতনা অতিক্রম করিয়া মুক্তির পবিত্র আলোক দেখিতে পাই। হে ভগবন্! মদীয় সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপার তোমার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা সম্পন্ন হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক তুমি, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার জড় ইন্দ্রিয় সমুদায়কে তোমার বিষয়ে ব্যাপৃত কর, যাহাতে আমার ভক্তির মঙ্গলকর পরিণতি হয়।

হে বাসুদেব! তুমি চিত্তের অধিষ্ঠাতা; অতএব আমার চিত্তকে শমগুণে বলীয়ান্ কর, তাহাতে যেন কোনও রূপ বিকার উৎপন্ন না হয়। তুমি স্বপ্রকাশ; নিজ অলৌকিক প্রকাশগুণে আমার চিত্তকে তুমি প্রকাশিত করিয়া তোমার ভক্তিতে উন্মুখ করিয়া দাও।

হে সঙ্কর্ষণ! তুমি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা, অতএব আমার অহঙ্কারবৃত্তি,—যাহা দেহ-গেহাদি বিষয়ে নিরন্তর উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহার বন্ধন ছেদন করিয়া সেই বৃত্তিগুলিকে তোমারই ভক্তিবিষয়ে নিয়োজিত কর।

হে বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন! আমার বুদ্ধিকে অসদ্‌বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রবুদ্ধ কর, যাহাতে আমার বুদ্ধি ভক্তিবিষয়ে উৎকর্ষলাভ করিয়া অলৌকিক আত্মানন্দ লাভে সমর্থ হইতে পারে।

হে ভগবন্! তুমি অন্তরিন্দ্রিয় মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ, আমার মনকে অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তোমার ভক্তিতে অনুরক্ত কর। তুমি পরিচালিত না করিলে তোমার আদেশবাহী মন কখনই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অতএব তুমি যদি তাহাকে ভক্তির পথে চালিত কর, তবেই ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া আমার মন পরমার্থতত্ত্বলাভে সমর্থ হইবে।

হে ভগবন্! তুমি সূর্য্যরূপী, অতএব তেজের মধ্যে তোমারই স্থান সর্ব্বোচ্চে, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তোমারই সাহায্যে তোমারই প্রদত্ত আলোকে জীবের চক্ষু বস্তু গ্রহণে সমর্থ হইতেছে; অতএব হে সূর্য্যরূপিন্! তুমি

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ । নমো হিরণ্যবীর্য্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে ॥ ৩৭
নম ঊর্জ্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে । তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্ব্বরসাত্মনে ॥ ৩৮
সর্ব্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে । নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহওজোবলায় চ ॥ ৩৯

আমার চক্ষুকে তোমার শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনে সামর্থ্য প্রদান কর, আর আমার দেহগত তেজের বিশুদ্ধি সম্পাদন কর। তুমি পূর্ণ তেজোময়, অসীম তেজঃসম্পাতে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, তুমি ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য ; হে ভগবন্ ! আমাতে তোমার তেজের অংশমাত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর, আমাকে ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা দান কর ॥ ২৩—৩৬

অন্বয়ঃ ।—স্বর্গাপবর্গদ্বারায় ( স্বর্গস্য মোক্ষস্য চ হেতুভূতায় ) নিত্যং ( সততং ) শুচিষদে ( শুদ্ধান্তঃকরণে নিবসতে, হংসঃ শুচিষদিতি শ্রুতেঃ ) [ তুভ্যং ] নমঃ ( প্রণতিরস্তু )। হিরণ্যবীর্য্যায় ( অগ্নিস্বরূপায় ) চাতুর্হোত্রায় ( চাতুর্হোত্রকর্ম্মসাধনভূতায় ) তন্তবে ( তদ্বিস্তারকারিণে ) [ তুভ্যং ] নমঃ । [ হে বহ্নিস্বরূপ । অস্মদীয়াং কর্ম্মং মনাপি বাচং কীর্ত্তনভক্তৌ প্রবর্ত্তয়, বহ্ন্যাত্মকং মদীয়ং দৈহিকং তেজশ্চ পরিশোধয় ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩৭

মূলানুবাদ ।—( হে ভগবন্ ! ) স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ নিত্য শুদ্ধান্তঃকরণসন্নিহিত হংসরূপী তোমাকে নমস্কার । অগ্নিরূপধারী চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সাধনভূত ও তদীয় বিস্তারহেতু তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা ।—স্বর্গায় অপবর্গদ্বারায় চ । শুচিনি অন্তঃকরণে নিষীদতীতি শুচিষৎ তস্মৈ, হংসঃ শুচিষদিতি শ্রুতেঃ । হিরণ্যং বীর্য্যং যস্য তস্মৈ অগ্নিরূপায় । চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম তস্মৈ, তৎসাধনায়েত্যর্থঃ । কুতঃ ? তন্তবে তদ্বিস্তারকায় ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ ।—ঊর্জ্জে ( পিতৃণামন্নভূতায় ) ইষে ( দেবানামন্নভূতায় ) যজ্ঞরেতসে ( সোমায়, তস্যৈব দেবপিতৃণামন্নভূতত্বাৎ ) ত্রয্যাঃ পতয়ে ( ত্রয্যধিষ্ঠাত্রে, ত্রয্যাঃ পতয়ে ইত্যত্রালুক্ সমাসঃ ) নমঃ ( প্রণতিঃ অস্তু )। [ তথাহি হে সোমদেব ! মদীয়ং দৈবমার্থং কর্ম্ম পরিশোধ্য মনো মে ভক্ত্যাবেশায়ত্তস্ব, সোমাত্মকস্য তেজসশ্চ পরিশুদ্ধিং সম্পাদয়েতি ভাবঃ ] [ সূর্য্যাগ্নিসোমরূপং তেজস্তত্ত্বং স্বরূপেণ প্রণত্যা সংশোধ্য রসনেন্দ্রিয়ং রসঞ্চ সংশোধয়িতুং রসরূপেণ রসনেন্দ্রিয়রূপেণ চ স্তৌতি তৃপ্তিদায়েত্যাদিনা ] জীবানাং ( প্রাণিনাং ) তৃপ্তিদায় ( তৃপ্তিসাধকায়, রসনেন্দ্রিয়রূপেণ তদধিষ্ঠাতৃরূপেণ বা ) সর্ব্বরসাত্মনে চ ( সকলরসস্বরূপায় চ ) [ তুভ্যং ] নমঃ । [ তথাহি হে রসাত্মক ! মদীয়াং রসনাং ভবদীয়রসাস্বাদে নিয়োজয়, শারীরং রসঞ্চ মে পরিশোধয়েতি ভাবঃ ] ॥ ৩৮

মূলানুবাদ ।—( হে ভগবন্ ! ) তুমি পিতৃলোক ও দেবলোকের অন্ন সোমস্বরূপ, তুমি বেদাধিষ্ঠাতা, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল প্রাণীর তৃপ্তিপ্রদ সর্ব্বরসস্বরূপ ; অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা ।—সোমরূপমাহ । ঊর্জ্জে পিতৃণামন্নায় । ইষে দেবানামন্নায়, যজ্ঞরেতসে সোমায়, স হি পিতৃণাং দেবানাঞ্চান্নম্ । এবংরূপায় ত্রয্যাঃ পতয়ে তদ্বতে নমঃ । সূর্য্যাগ্নিসোমরূপেণৈব তেজস্তত্ত্বমুক্তম্ । জলরূপমাহ । সর্ব্বরসাত্মনে জলরূপায় ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—সর্ব্বসত্ত্বাত্মদেহায় ( সকলপ্রাণিনাং আত্মাবচ্ছেদকীভূতশরীরস্বরূপায় ) বিশেষায় ( পৃথিবীরূপায় ) স্থবীয়সে ( বিরাড়্দেহায় চ ) নমঃ । [ তথাহি হে পৃথিবীরূপ ! মদীয়ং পার্থিবং ঘ্রাণমিন্দ্রিয়ং ত্বদীয়সৌরভানুভবে নিয়োজয়, পার্থিবং শরীরঞ্চ ভবদীয়পরিচর্য্যাপরং কুরুষ্বেতি ভাবঃ ] [ তথা ] ত্রৈলোক্যপালায় ( ত্রিভুবনজীবনহেতবে প্রাণবায়ুস্বরূপায় ) সহওজোবলায় চ ( সহঃপ্রভৃতিস্বরূপায় তস্যৈব প্রাণরূপেণ সর্ব্বজগৎপালকত্বাৎ )

অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্ব্বহিরাত্মনে। নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চ্চসে ॥ ৪০

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্ম্মণে। নমোঽধর্ম্মবিপাকায় মৃত্যবে দুঃখদায় চ ॥ ৪১

নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে।
নমো ধর্ম্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ ॥ ৪২

তুভ্যং ] নমঃ। [ তথাপি হে বায়ুস্বরূপ। মদীয়ং স্পর্শগ্রাহকং ত্বগিন্দ্রিয়ং ভবৎসৌকুমার্য্যাদিবোধে নিযোজয়ন্ দেহাদীনাং ভজনশক্তিমাপাদয় ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—তুমি সকল প্রাণীর আত্মার ভোগায়তন শরীর পৃথিবীরূপ বিরাড্‌দেহ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিভুবনের জীবনহেতু প্রাণবায়ুস্বরূপ সহ, ওজঃ ও বলরূপে বর্ত্তমান; অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৯

**শ্রীধরটীকা।**—বিশেষায় পৃথ্বীরূপায়। সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং যে আত্মানঃ, তেষাং দেহায়। স্বীয়সে বিরাড্‌দেহায় চ। ত্রৈলোক্যপালায় বায়বে, সহআদিরূপায়। স হি প্রাণরূপেণ ত্রৈলোক্যং পালয়তি। সহআদিধর্ম্মায় চ ॥ ৩৯

**অন্বয়ঃ।**—[ সম্প্রতি ব্যোমরূপেণ স্তৌতি ] অর্থলিঙ্গায় ( নভসঃ শব্দগুণতয়া শব্দজননদ্বারা শব্দপ্রতিপাদ্যস্য অর্থস্য পরম্পরয়া জ্ঞাপকায়, শব্দার্থবিষয়কবোধপ্রযোজকায় ইত্যর্থঃ ) অন্তর্বহিরাত্মনে ( অন্তর্বহিরালম্বনায় ) নভসে ( ব্যোমস্বরূপায় ) [ তুভ্যং ] নমঃ। [ তথাহি হে নভঃস্বরূপ ভগবন্! মদীয়ং শ্রবণেন্দ্রিয়ং ভবৎসৌন্দর্য্যপ্রতিপাদকশব্দানুভবে ব্যাপারয়ন্ আত্মনো নামমন্ত্রভক্তিশাস্ত্রার্থং প্রতিপাদয়, নভস্তত্ত্বঞ্চ মে পরিশোধয় ইতি ভাবঃ ]। [ স্বীয়ভূতেন্দ্রিয়মনাংসি ভগবদুপাসনায়ামুন্মুখীকৃত্য সম্প্রতি বৈকুণ্ঠলোকরূপত্বেন স্তৌতি নমঃ পুণ্যায়েতি ] পুণ্যায় ( পবিত্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্টায় বা ) অমুষ্মৈ ( সুপ্রসিদ্ধায় ) ভূরিবর্চ্চসে ( বিপুলতেজসে ) লোকায় ( বৈকুণ্ঠলোকরূপায় ) নমঃ ॥ ৪০

**মূলানুবাদ।**—তুমি নভোরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শব্দের উৎপাদন দ্বারা শব্দবোধ্য অর্থের জ্ঞান সম্পন্ন করিয়া থাক; তুমি অন্তর্বহিরালম্বনরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমিই সর্ব্বোত্তম সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্মান্ বৈকুণ্ঠলোকস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৪০

**শ্রীধরটীকা।**—নভসে আকাশায় চ। অর্থানাং লিঙ্গায় জ্ঞাপকায়, শব্দগুণত্বাৎ। অন্তর্বহিরাত্মনে অন্তর্বহির্ব্যবহারালম্বনায়। এবং মহাভূতরূপত্বমুক্তম্। অমুষ্মৈ স্বর্গায় ভূরিবর্চ্চসে, এষ বৈ জ্যোতিষ্মন্তং পুণ্যং লোকং প্রযাতীতি শ্রুতে ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ।**—ধর্ম্মান্তরস্যাপি প্রযোজকত্বেন স্তৌতি প্রবৃত্তায়েত্যাদিনা ) প্রবৃত্তায় ( প্রবৃত্তিমতে ) নিবৃত্তায় (নিবৃত্তিমতে, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজকায় ইত্যুভয়তাৎপর্য্যম্ ) পিতৃদেবায় ( পিতৃদেবপ্রাপকায় ) কর্ম্মণে ( কৃত্যরূপায় ) অধর্ম্মবিপাকায় ( দুষ্কৃতফলস্যাপি নির্বাহকায় ) দুঃখদায় ( দুঃখরূপস্যাপি ফলস্য নিবর্ত্তকায় ) মৃত্যবে ( কৃতান্তস্বরূপায় ) [ তুভ্যং ] নমঃ ॥ ৪১

**মূলানুবাদ।**—( হে ভগবন্! ) তুমি পিতৃলোক ও দেবলোকের প্রাপ্তিহেতু কর্ম্মস্বরূপ; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তোমাতেই বর্ত্তমান; তুমি দুষ্কৃত ফলেরও দাতা, দুঃখদ মৃত্যুস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা।**—প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় চ কর্ম্মণে। পিতৃদেবায় যথাক্রমং পিতৃদেবপ্রাপ্তিদায়। অধর্ম্ম-ফলরূপায় চ মৃত্যবে ॥ ৪১

শক্তিত্রয়সমেতায় মীঢ়ুষেঽহঙ্কৃতাত্মনে। চেতআকূতিরূপায় নমো বাচো বিভূতয়ে॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—[ বিহিতকর্ম্মফলদায়িত্বেনাপি স্তৌতি নমস্ত ইত্যাদিনা ] হে ঈশ ভগবন্। আশিষাম্ ( উত্তম-কর্ম্মণাং ) কারণাত্মনে ( হেতুস্বরূপায়, নিখিলধর্ম্মকর্ম্মফলদায়িনে ইত্যর্থঃ ) [ আশিষাম্ উত্তমফলানাম্ ঈশ নিয়ামক ইতি বা সম্বন্ধঃ ] মনবে ( সকলমন্ত্রাত্মকায়, শব্দব্রহ্মণে ইত্যর্থঃ ) তে ( তুভ্যং ) নমঃ। [ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপত্বং সামান্যত উক্তম্, ইদানীং বিশেষেণ পুনর্বিষ্ণুরূপত্বেন স্তৌতি নমো ধর্ম্মায়েত্যাদিনা ] পুরাণায় ( পুরাতনায় ) পুরুষায় ( পরমপুরুষপদবাচ্যায়, পদ্মনাভরূপেণ নিশ্বাসবদযত্নপ্রসূতশ্রুতিদ্বারা বিদিতসর্ব্বাদিসত্তকায় ইত্যর্থঃ ) সাংখ্যযোগেশ্বরায় ( কপিল-দত্তাত্রেয়াদ্যবতারভেদেন সাংখ্যযোগযোরপি প্রবর্ত্তকায়, সাংখ্যযোগশাস্ত্রপ্রতিপাদিতেশ্বররূপায় ইতি বা ) বৃহতে ( বিভুস্বরূপায় পরব্রহ্মণে ) ধর্ম্মায় ( পরমধর্ম্মাত্মকায়, ভাগবতধর্ম্মরূপেণ তদনুগতসকলধর্ম্মপ্রবর্ত্তকায় ইত্যর্থঃ ) অকুণ্ঠমেধসে ( অপ্রতিহতজ্ঞানশক্তিমতে ) কৃষ্ণায় ( বিশ্বপালকায় বিষ্ণবে তুভ্যম্ ) নমঃ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি বিহিত কর্ম্মের ফলদাতা, তুমি শব্দব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বমন্ত্রময় ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি ( বেদের প্রথম প্রবক্তা ) পুরাণপুরুষ, তুমিই সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ধর্ম্মাত্মা বিরাট্ শরীরী, তোমার জ্ঞানশক্তি অকুণ্ঠিত, তুমি বিশ্বপালক বিষ্ণুরূপে অবস্থিত, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—হে ঈশ! আশিষাং কারণাত্মনে সর্ব্বকর্ম্মফলদাত্রে, মনবে সর্ব্বজ্ঞায় মন্ত্রাত্মকায়েতি বা। বিষ্ণুত্বেন প্রণমতি। বৃহতে ধর্ম্মায়, পরমধর্ম্মাত্মনে কৃষ্ণায়॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—[ অথ রুদ্ররূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চ স্তৌতি শক্তীত্যাদিনা ] শক্তিত্রয়সমেতায় ( কর্ত্তৃশক্তি-কর্ম্মশক্তি করণশক্তিশালিনে ) অহঙ্কৃতাত্মনে ( অহঙ্কারস্বরূপায় ) মীঢ়ুষে ( রুদ্ররূপায়, তুভ্যং নম ইতি সম্বন্ধঃ ) [ ব্রহ্মরূপেণাপি স্তৌতি চেত ইত্যাদিনা ] [ তথা ] চেত আকূতিরূপায় ( জ্ঞানক্রিয়ারূপায় ) বাচো বিভূতয়ে ( বেদাত্মক-বাক্প্রভবায়, বাচো বিবিধা ভূতিঃ স্থষ্টির্যস্মাদিতি অলুক্ সমাসাদয়মর্থঃ ) ( তুভ্যং ব্রহ্মণে নম ইতি বাক্যশেষঃ ]॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—( হে ভগবন্! ) তুমি কর্ত্তৃশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও করণশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তির একমাত্র আশ্রয়, তুমি অহঙ্কাররূপী রুদ্রদেব, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপ, তুমিই ব্রহ্মরূপে বেদবাক্যের প্রথম প্রবক্তা, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—রুদ্ররূপেণ প্রণমতি। মীঢ়ুষে রুদ্রায়, অহঙ্কৃতমহঙ্কারস্তদাত্মনে। স চ কর্ত্তৃকরণকর্ম্মশক্তি-ত্রয়সমেতস্তস্মৈ। ব্রহ্মত্বেন প্রণমতি। চেতো জ্ঞানম্, আকূতিঃ ক্রিয়া তদ্রূপায়। বাচো বিবিধা ভূতিঃ স্থষ্টির্যস্মাৎ তস্মৈ॥ ৪৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—হে ভগবন্! তুমি কৃপাপরবশ হইলে ভক্ত স্বর্গ ও মোক্ষ সকলই লাভ করিতে পারে অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার প্রতি সকামভাবে ভক্তিস্থাপন করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি স্বর্গ পর্য্যন্ত কাম্যসুখের অধিকারী হইয়া থাকে এবং নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানে মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকে। আবার অচেতন কর্ম্ম নিয়মিতরূপে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কর্ম্মফল স্বর্গাদি অর্পণ করিতে পারে না বলিয়া তুমি তাহার নিয়ন্তা থাকিয়া কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া থাক ; অতএব তুমিই স্বর্গ ও অপবর্গের একমাত্র দ্বারস্বরূপ, সুতরাং তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া জীব স্বর্গ বা অপবর্গ কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ 'স্বর্গাপবর্গদ্বারায়' এই শব্দটীর অর্থ করিতে গিয়া 'স্বর্গায় অপবর্গদ্বারায় চ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রথমতঃ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে স্বর্গলাভ হয়, ঐ স্বর্গ তোমারই স্বরূপ ; সকাম কর্ম্ম দ্বারা ঐ স্বর্গলাভের পর কাম্য বস্তুর

সীমা পর্য্যন্ত আরূঢ় হইয়া ভোগবসতঃ যখন জীব বৈরাগ্য লাভ করিবে, তখনই মোক্ষোপযোগী নিষ্কাম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে, এইজন্যই স্বর্গকে মোক্ষের দ্বার স্বরূপ বলা হইয়াছে। অথবা 'স্বর' শব্দে স্বর্গ অর্থাৎ উচ্চ বৈকুণ্ঠাদি লোক, তাহাতে যিনি গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে 'স্বর্গ' বলা যায়; অর্থাৎ যিনি নিত্যই অলৌকিক বৈকুণ্ঠরূপ স্বর্গলোকে বর্ত্তমান এবং যাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া ভক্তের মুক্তিপদলাভ হইতে পারে না, তিনিই স্বর্গ ও মোক্ষদ্বার; অতএব সাধারণ দেবাদি অপেক্ষা মুক্তিকামী বা ভোগকামী সকলের পক্ষেই শ্রীভগবান্ অর্চ্চনীয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই উহা বলা হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'শুচিষদ্' শব্দে যে হংস অর্থাৎ সূর্য্য বলা হইয়াছে উহার তাৎপর্য এই যে, হে সূর্য্যাত্মক দেব! তুমি সূর্য্যরূপে সকল বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া লোকচক্ষুর আনুকূল্য করিয়া থাক, অতএব তোমার শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য আমার চক্ষুতে সামর্থ প্রদান কর, আর আমার দেহে তোমার যে তেজের অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন কর, তেজের অবিশুদ্ধি যেন আমার কাম্যপথের বিরোধী না হয়। বহ্নিরূপে নমস্কার করিবার উদ্দেশ্য এই যে—হে হুতাশনরূপী ভগবন্! তুমি যেমন বহ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইয়া যোগী ভোগী সকলেরই অভীষ্ট কর্ম্মের সাহায্য করিয়া থাক, সেইরূপ আমার বাক্‌শক্তিকে শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনরূপ ভক্তিবিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া অভীষ্ট লাভের সহায়তা কর, আর আমার শরীরে যে জঠরানল প্রভৃতি রূপে তোমার অংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন কর, যাহাতে আমার শরীরের তেজ অবিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্টের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। 'যজ্ঞরেতসে' বলিয়া সোমরূপে স্তুতির তাৎপর্য্য এই যে, হে ভগবন্! তুমি সোমরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমার দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধন পূর্ব্বক আমার চিত্তকে ভক্তিবিষয়ে অনুরক্ত কর এবং সোমাত্মক তেজের বিশুদ্ধি সম্পাদন কর। এইরূপে সূর্য্য অগ্নি ও সোমরূপী শ্রীভগবানের স্তুতি করিয়া রস ও রসনেন্দ্রিয়ের পরিশুদ্ধিসম্পাদনমানসে রস ও রসনেন্দ্রিয়রূপী ভগবানের স্তুতি করিবার জন্য 'তৃপ্তিদায়' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, হে ভগবন্! তুমি সাধারণ জীবে রসরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া যেমন রসানুভবের সহায়তা করিয়া থাক, সেইরূপ তোমার মাধুর্য্য অনুভবে রসনার সহায়তা করিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধি কর এবং আমার দৈহিক রসভাগের শুদ্ধিসাধন কর।

হে ভগবন্! তুমি পৃথিব্যাত্মক, তোমার পৃথিবীরূপ আত্মার উৎকৃষ্ট পরিণামে বস্তুর সৌরভ অনুভূত হইয়া থাকে। তুমি উক্ত পৃথিবীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া যেমন জীবের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সৌরভে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাক, সেইরূপ আমারও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তোমার অলৌকিক সৌরভের অনুভবে প্রবর্ত্তিত কর এবং মদীয় দেহকে তোমার শ্রীচরণ পরিচর্য্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত করিবার সুযোগ দাও।

হে ভগবন্! তুমি প্রাণবায়ুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত ত্রিভুবনের জীবন রক্ষা করিতেছ, তোমার সাহায্য ব্যতীত জীব ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। একমাত্র তুমিই জীবের জীবনশক্তি, তোমার সাহায্যে ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শের উপলব্ধি করিয়া থাকে। তুমিই বায়ুরূপে ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, অতএব আমার ত্বগিন্দ্রিয়কে তোমার সৌকুমার্য্যাদিগুণানুভবে উল্লসিত করিয়া আমার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে তোমার ভজনসামর্থ প্রদান কর এবং আমার শরীর-বায়ু যাহাতে পরিশুদ্ধি লাভ করিয়া তোমার ভজনবিষয়ে নির্বিঘ্নতা সম্পাদন করে, তাহার ব্যবস্থা কর।

হে ভগবন্! তুমি নভঃস্বরূপে শব্দোৎপত্তির উপাদান কারণ। তোমা হইতেই শব্দ উৎপন্ন হইয়া অসঙ্কীর্ণ ভাবে নিজ নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে, অতএব তুমি শব্দার্থ জ্ঞানের পরম্পরা কারণ। এই শব্দ হইতেই জীব সৎ ও অসৎ বুঝিতে পারে, নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে। সম্প্রতি যে আমরা তোমার স্তুতিবাক্যে মনের ভাব জানাইতে পারিতেছি, ইহাও সেই শব্দেরই প্রভাবে; সেই শব্দই নভোরূপী তোমা হইতেই মুখ্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে;

দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চ্চিতম্।
রূপং প্রিয়তমং স্বানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্॥ ৪৪

অতএব তুমি নভোরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শব্দ উৎপাদন দ্বারা আমার নিকটে তোমার নিজ নাম, মন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের তত্ত্ব প্রকাশ কর, যাহাতে তোমার নাম ও তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি এবং ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তির সাহায্যে পরমার্থ লাভ করিতে পারি। পরন্তু তুমি আমার শরীরের নভস্তত্ত্বের বিশুদ্ধিও সম্পাদন কর।

হে ভগবন্! তুমি বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান কর, অতএব বৈকুণ্ঠলোক তোমারই স্বরূপ, কারণ আধার ও আধেয় কিছুই তোমা হইতে ভিন্ন নহে; তুমিই পিতৃলোকপ্রাপ্তি ও দেবলোকপ্রাপ্তির কারণ কর্ম্মস্বরূপ; তোমারই সাহায্যে জীব যেমন পিতৃলোকে গতিলাভ করে, সেইরূপ দেবলোকও লাভ করিয়া থাকে; অতএব পিতৃলোকবাসী ও দেবলোকবাসী সকল ব্যক্তির পক্ষেই তোমার সেবা করা কর্ত্তব্য।

হে ভগবন্! তুমিই সৎ ও অসৎ সকল কর্ম্মেরই ফলদাতা। কর্ম্ম অচেতন বলিয়া উহা স্বতন্ত্রভাবে নিয়মিত ফল দানে অসমর্থ, এইজন্য যথানিয়মে ফলোৎপাদনের জন্য অর্থাৎ দুষ্কৃত হইতে দুঃখ ও সুকৃত হইতে সুখ, আবার কোনও দুষ্কৃত হইতে কঠোর দুঃখ, কোনও দুষ্কৃত হইতে স্বল্প দুঃখ, কোনও সুকৃত হইতে অধিক সুখ ও কোনও সুকৃত হইতে অল্পমাত্র সুখ, এইরূপ নিয়মিত ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য তোমার পরিচালনা আবশ্যক হইয়া থাকে। জগতে আরও দেখা যায় যে, এমন পাপ বা পুণ্য আছে, যাহার ফল অচিরকাল মধ্যে উৎপন্ন হয়, আবার এমন পাপ বা পুণ্য আছে, যাহার ফল বহুকালাতিক্রমে হইয়া থাকে; ঐ স্থলে অচেতন কর্ম্ম কখনই বুদ্ধিপূর্ব্বক যথাসময়ে ফলদানে সমর্থ হইতে পারে না, এইজন্যই অচেতন কর্ম্ম ও অদৃষ্টের পরিচালকস্বরূপ এমন একজনের আবশ্যক, যিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম ও অদৃষ্টগুলিকে যথাকালে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। অতএব হে ভগবন্! সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের তুমিই একমাত্র (পরিচালক) কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি দর্শন-গ্রন্থে ঐরূপ যুক্তিসমূহ দ্বারাই ঈশ্বরের সিদ্ধি করা হইয়াছে॥

হে ভগবন্! তুমি পুরাণ পুরুষ, তোমা হইতে কেহই পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, শাস্ত্রে তোমার কোনও কাল নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মাদি তোমার নিকট বেদ পাইয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহাদেরও গুরু। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন—'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ' ব্রহ্মাদিদেবগণের নির্দ্দিষ্ট কাল আছে, কিন্তু তুমি অনবচ্ছিন্ন স্বরূপ। ব্রহ্মাদিরও বেদাদি বিষয়ে প্রথম উপদেশক তুমি কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া মোহাচ্ছন্ন জীবের মুক্তির জন্য সাংখ্যতত্ত্ব এবং পতঞ্জলি প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যোগতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছ। সেশ্বর সাংখ্যদর্শনে যে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের অতীত পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তোমারই স্বরূপ। হে সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বনিয়ন্তা! তুমি করুণা পূর্ব্বক জগতে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ সাধন করিয়া বিশ্বপালন করিতেছ, তুমি ব্রহ্মরূপে বেদের স্রষ্টা ও রুদ্র রূপে সংহারকারী। হে ব্রহ্মরূপিন্! তুমি ক্রিয়াশক্তির অধীশ্বররূপে আমার কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানশক্তির অধীশ্বররূপে আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিশুদ্ধি সম্পাদন কর। হে রুদ্ররূপিন্! তুমি অহঙ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমার অহঙ্কারকে মথিত কর, বুদ্ধি ও প্রাণবৃত্তিকে তোমার ভক্তির প্রতি উন্মুখ করিয়া দাও; আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। রাজপুত্রগণ এইরূপে ভগবানের উদ্দেশে নিজ অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ভূয়োভূয়ঃ প্রণতি জানাইবেন, ইহাই শ্রীশঙ্কর উপদেশ দিলেন॥ ৩১—৪৩

অন্বয়ঃ।—[অথ ভগবৎপ্রণত্যা দেহেন্দ্রিয়মনসাং শুদ্ধতয়া ভগবদ্দর্শনসামর্থ্যমুপপাদ্য সম্প্রতি তদ্দর্শনং কাময়তে দর্শনমিত্যাদিনা] [হে ভগবন্!] ভাগবতার্চ্চিতং (ভগবৎপরায়ণৈঃ সৎকৃতং, ন তু বৌদ্ধাদিসৎকৃতমিতি ভাবঃ) স্বানাং (স্বীয়ভক্তানাং) প্রিয়তমম্ (অতিপ্রীতিজনকম্, অনেন বৈরাজদর্শনং ব্যাবৃত্তং) সর্ব্বেন্দ্রিয়-

স্নিগ্ধ-প্রাবৃড়্ঘনশ্যামং সর্ব্বসৌন্দর্য্যসংগ্রহম্। চার্ব্বায়তচতুর্ব্বাহু সুজাতরুচিরাননম্ ॥ ৪৫
পদ্মকোশপলাশাক্ষং সুন্দরভ্রূ-সুনাসিকম্। সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণবিভূষণম্ ॥ ৪৬
প্রীতি-প্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরুপশোভিতম্। লসৎপঙ্কজ-কিঞ্জল্ক-দুকূলং মৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ৪৭

গুণাঞ্জনম্ (সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনাং গুণৈঃ রূপাদিভিঃ সুতরাং সমন্বিতম্, এতেন ব্রহ্মদর্শনং ব্যাবৃত্তম্। অথবা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রকৃষ্টদর্শনসাধকহিতকরাঞ্জনস্বরূপমিত্যর্থঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিশ্রুতেঃ) রূপং (স্বরূপং) দিদৃক্ষূণাং (দ্রষ্টুমিচ্ছূনাং) নঃ (অস্মাকম্) দর্শনং (সাক্ষাৎকারং) দেহি (সম্পাদয়)। [অথবা দেহীত্যন্তমেকং বাক্যম্, ভাগবতার্চ্চিতমিত্যাদ্যারভ্য নবমশ্লোকবক্ষ্যমান 'প্রদর্শন' ক্রিয়াবসানকমপরং বাক্যমিতি ধ্যেয়ম্] ॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্!) আমরা তোমার দর্শন কামনা করিতেছি, আমাদিগকে দর্শন দাও। ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ তোমার যে-রূপের আদর করেন, তোমার নিজ ভক্ত যে-রূপকে ভালবাসেন, ইন্দ্রিয় ও রূপাদির আশ্রয় সেই মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাও ॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—এবং নমস্কৃত্য দর্শনং প্রার্থয়তে দর্শনমিতি নবভিঃ। ভাগবতৈঃ সৎকৃতং দর্শনং দেহীত্যস্য বিবরণং রূপমিত্যাদি প্রদর্শয়েত্যন্তম্। স্বানাং ভক্তানাং প্রিয়তমং রূপং প্রদর্শয়েতি নবমেনান্বয়ঃ। সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং যে গুণা বিষয়াঃ, তেষাম্ অঞ্জনং ব্যঞ্জকং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়বিষয়িরূপমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি স্বগুণৈরনক্তি রঞ্জয়তীতি বা ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—[রূপং পুনঃ কীদৃশমিত্যাহ স্নিগ্ধেত্যাদিনা] স্নিগ্ধপ্রাবৃড্ঘনশ্যামং (স্নিগ্ধভাবযুক্তবর্ষাকালীন-মেঘবৎ শ্যামবর্ণং) সর্ব্বসৌন্দর্য্যসংগ্রহং (সকলানাং সৌন্দর্য্যসারাণামেকায়তনম্) চর্ব্বায়তচতুর্ব্বাহু (সুন্দরবিশালবাহু-চতুষ্টয়সহিতম্) সুজাতরুচিরাননং (সমুচিতসকলাবয়বযুক্তমুখরুচিরমিত্যর্থঃ) [তদ্রূপং প্রদর্শয়] ॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তোমার যে-রূপ বর্ষাকালীন স্নিগ্ধ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যাহাতে সকল সৌন্দর্য্য একত্র সংগৃহীত, সুন্দর সুবিশাল বাহুচতুষ্টয় ও যোগ্যাবয়বসম্পন্ন চারুমুখশোভিত (আমাদিগকে সেই রূপ দেখাও) ॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—স্নিগ্ধঃ প্রাবৃষি যো ঘনস্তদ্বৎ শ্যামম্। সর্ব্বেষাং সৌন্দর্য্যাণাং সংগ্রহো যস্মিন্। চারব আয়তাশ্চত্বারো বাহবো যস্মিন্, সুজাতং যথোচিতং সর্ব্বাবয়বরুচিরমাননং যস্মিন্ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—[পুনঃ কীদৃশমিত্যাহ পদ্মেত্যাদিনা] পদ্মকোশপলাশাক্ষং (কমলগর্ভপত্রসদৃশলোচনং) সুন্দর-ভ্রূসুনাসিকং (সুগঠিতাভ্যাং ভ্রূভ্যাং তথা শোভনয়া নাসিকয়া সমেতম্) সুদ্বিজং (শোভনদন্তপংক্তিকম্) সুক-পোলাস্যং (সুন্দরগণ্ডস্থলযুক্তমুখশোভিতম্) সমকর্ণবিভূষণম্ (তুল্যাকারশ্রবণালঙ্কৃতম্, রূপং প্রদর্শয়েতি সম্বন্ধঃ) ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্! তোমার যে-রূপে) পদ্মের মধ্যস্থিত দলের ন্যায় সুন্দর চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ, সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর দন্তপংক্তি বিরাজমান, সুন্দর গণ্ডস্থলশোভিতমুখযুক্ত, সমপরিমাণ কর্ণদ্বয়ে অলঙ্কৃত, (সেই রূপ দেখাও) ॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—পদ্মস্য কোশে মধ্যে যানি পলাশানি পত্রাণি তদ্বদক্ষিণী যস্মিন্। সুকপোলমাস্যং যস্মিন্। সমৌ কর্ণৌ বিভূষণং যস্য, কুণ্ডলয়োরগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গং (প্রীত্যা প্রহৃষ্টহাস্যযুক্তবামনেত্রপ্রান্তম্, এতেন প্রেমভরা দয়া সহিতত্বং ব্যজ্যতে) অলকৈঃ (চূর্ণকুন্তলৈঃ) উপশোভিতং (সুমণ্ডিতম্) লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কদুকূলং (বিকসিতপদ্মকিঞ্জল্ক-তুল্যপীতবসনশোভিতম্) মৃষ্টকুণ্ডলং (সুমার্জ্জিতসুদীপ্তকুণ্ডলসমলঙ্কৃতম্) [রূপং প্রদর্শয়েতি সম্বন্ধঃ] ॥ ৪৭

স্ফুরৎকিরীট-বলয়-হার-নূপুর-মেখলম্। শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-মালা-মণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ ॥ ৪৮
সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎ সৌভগগ্রীবকৌস্তুভম্। শ্রিয়ানপায়িন্যাক্ষিপ্ত-নিকষাশ্মোরসোল্লসৎ ॥ ৪৯
পূর-রেচক-সংবিগ্ন-বলি-বল্গু-দলোদরম্। প্রতিসংক্রাময়দ্বিশ্বং নাভ্যাবর্ত্ত-গভীরয়া ॥ ৫০

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্! তোমার যে রূপ) বামনেত্রপ্রান্তে প্রীতিপ্রবৃত্ত মধুরহাস্যযুক্ত অলকরাজি দ্বারা পরিশোভিত, বিকসিতপদ্মকিঞ্জল্কের তুল্য পীতবর্ণ বসনে শোভমান এবং সুমার্জিত দীপ্ত মণিময় কুণ্ডলালঙ্কৃত, (সেই রূপ দেখাও)॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—প্রীত্যা প্রহসিতাবিব অপাঙ্গৌ যস্মিন্॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—স্ফুরৎকিরীটবলয়হারনূপুরমেখলং (দীপ্যমানমুকুটাঙ্গদহারনূপুরকাঞ্চীপরিশোভিতম্) শঙ্খচক্রগদা-পদ্মমালামণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ (শঙ্খেন চক্রেণ গদয়া পদ্মেন মালয়া কৌস্তুভমণিনা তথা উত্তমর্দ্ধিরূপয়া লক্ষ্ম্যা সমলঙ্কৃতম্) [অথবা শঙ্খাদিভিঃ সম্পাদিতা যা উত্তমা ঋদ্ধিঃ সমুৎকর্ষঃ তদযুক্তমিত্যর্থঃ। রূপং প্রদর্শয়েতি সম্বন্ধঃ] ৪৮

মূলানুবাদ।—(তোমার যে-রূপ) উজ্জ্বল কীরিট, বলয়, হার, নূপুর ও মেখলায় সুশোভিত এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালা, কৌস্তুভ মণি ও স্বীয় প্রেয়সীর মূর্ত্তির সহিত বিরাজমান (সেই রূপ দেখাও)॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—স্ফুরন্তি কিরীটাদীনি যস্মিন্। শঙ্খাদিমৎ। উত্তমর্দ্ধি-র্লক্ষ্মীঃ। যদ্বা এতৈরুত্তমা ঋদ্ধিঃ উৎকর্ষো যস্যাস্তি তৎ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—সিংহস্কন্ধত্বিষঃ (সিংহস্য স্কন্ধৌ ইব যৌ স্কন্ধৌ তদ্গতাঃ হারকুণ্ডলাদিদীপ্তিঃ) [অথবা সিংহস্য স্কন্ধে যাঃ ত্বিষঃ কেশররূপাঃ তদ্বৎ ত্বিষ ইত্যর্থঃ] বিভ্রৎ (ধারয়ৎ) সৌভগগ্রীবকৌস্তুভং (গ্রীবাসৌন্দর্য্যসম্পাদককৌস্তুভ-মণিসহিতম্, সৌভগযুক্তা গ্রীবা যেন তথাভূতঃ কৌস্তুভো যত্র ইতি ব্যুৎপত্তেরয়মর্থঃ) অনপায়িন্যা (অপচয়-শূন্যয়া) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা, লক্ষ্মীরেখয়া ইত্যর্থঃ) অক্ষিপ্তনিকষাশ্মোরসা (তিরস্কৃতনিকষপাষাণেন বক্ষঃস্থলেন) উল্লসং (শোভমানং) [তদ্রূপং প্রদর্শয়েতি সম্বন্ধঃ]॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্! তোমার যে-রূপ) সিংহস্কন্ধতুল্য স্কন্ধদ্বয়ে নিবিষ্ট হারকুণ্ডলাদির দীপ্তি ধারণ করে, কৌস্তুভ মণিদ্বারা (যে-রূপ) কণ্ঠের সৌন্দর্য্য বিধান করে, অনপায়িনী লক্ষ্মীরেখার যোগহেতু নিকষপাষাণ বিনিন্দিত বক্ষঃস্থলের দ্বারা শোভমান, (তোমার সেই রূপ দেখাও)॥ ৪৯

শ্রীধরটীকা।—সৌভগযুক্তা গ্রীবা যেন, সিংহস্য স্কন্ধে পরিতঃপ্রসরন্তঃ কেশরা এব ত্বিষঃ, তাদৃশীঃ সর্বত-স্ত্বিষো বিভ্রচ্চাসৌ সৌভগগ্রীবঃ কৌস্তুভো যস্মিন্। যদ্বা সিংহস্যেব স্কন্ধৌ তয়োস্ত্বিষঃ কুণ্ডল-হারাদিদীপ্তীর্বিভ্রদিতি পৃথগ্বিশেষণম্। সৌভগযুক্তা গ্রীবা যেন স কৌস্তুভো যস্মিন্। শ্রিয়া হেতুভূতয়া ক্ষিপ্তস্তিরস্কৃতো নিকষাশ্মা স্বর্ণরেখা-ঙ্কিতো নিকষপাষাণো যেন, তাদৃশেনোরসা উল্লসচ্ছোভমানম্॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—পূররেচকসংবিগ্নবলিবল্গুদলোদরম্ (শ্বাসোচ্ছ্বাসবশাৎ চাঞ্চল্যং গতাভির্বলিভিঃ অশ্বত্থপত্র-সদৃশমুদরং দধানমিত্যর্থঃ) আবর্ত্তগভীরয়া (জলভ্রমিবৎ গভীরতাযুক্তয়া) নাভ্যা (নাভিনাম্না অবয়বেন) বিশ্বং (সমগ্রং জগৎ) প্রতিসংক্রাময়ৎ (তত এব সমুৎপন্নং পুনস্তয়া তত্রৈব প্রবেশয়দিব) [রূপং প্রদর্শয়েতি সম্বন্ধঃ]॥ ৫০

মূলানুবাদ।—(তোমার যে-রূপ) শ্বাস ও প্রশ্বাসে চঞ্চলীভূত বলি দ্বারা অশ্বত্থপত্র সদৃশ উদর ধারণ করিয়া থাকে এবং আবর্ত্ততুল্য সুগভীর নাভি দ্বারা স্বোদ্ভূত বিশ্বকে যেন তাহাতেই প্রবিষ্ট করিতেছে, (সেই রূপ দেখাও)॥ ৫০

শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণু-দুকূলস্বর্ণমেখলম্। সমচার্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরু নিম্নজানু সুদর্শনম্॥ ৫১

পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্॥ ৫২

শ্রীধরটীকা।—শ্বাসোচ্ছ্বাসাভ্যাং সংবিগ্নাশ্চঞ্চলা বলয়ঃ, তাভির্বল্গু সুন্দরং দলবদশ্বত্থপত্রসদৃশম্ উদরং যস্মিন্। প্রতিসংক্রামবৎ যতো নির্গতং তেনৈব দ্বারেণ পুনঃ প্রবেশয়দিব॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণুদুকূলস্বর্ণমেখলম্ (শ্যামবর্ণনিতম্বস্থলে অধিকং শোভমানেন পীতপট্টবসনেন স্বর্ণময়মেখলয়া চ সমলঙ্কৃতম্) সমচার্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরু (তুল্যপ্রমাণসুন্দরচরণজঙ্ঘাবুরুং) নিম্নজানু (অনুন্নতজানুযুক্তং) সুদর্শনম্ (প্রিয়দর্শনং, সুদৃশ্যমিত্যর্থঃ। অথবা সমেত্যাদ্যারভ্য সুদর্শনমিত্যন্তকং সমস্তপদম্, সমৈঃ চারুভিশ্চ অঙ্ঘ্র্যাদিভিঃ জান্বন্তৈঃ শোভনং দর্শনং যস্যেতি তদর্থঃ) [তাদৃশং রূপং প্রদর্শয়েতি সম্বন্ধঃ]॥ ৫১

মূলানুবাদ।—(তোমার যে-রূপ) শ্যামবর্ণ নিতম্ব প্রদেশে অধিক শোভমান পীতবর্ণ পট্টবসন ও সুবর্ণময় মেখলা দ্বারা সুশোভিত, তুল্যপ্রমাণ সুচারু চরণ, জঙ্ঘা, উরু ও নিম্নজানু দ্বারা প্রিয়দর্শন, (সেই রূপ দেখাও)॥ ৫১

শ্রীধরটীকা।—শ্যামশ্রোণ্যা অধিকং রোচিষ্ণু যৎ পীতং দুকূলং তত্র স্বর্ণময়ী মেখলা যস্মিন্। অঙ্ঘ্রী চ জঙ্ঘে চ উরূ চ নিম্নে অনুন্নতে জানুনী চ সমৈশ্চারুভিরেতৈঃ শোভনং দর্শনং যস্য। সমাশ্চারবোঽঙ্ঘ্র্যাদয়ো যস্মিন্, নিম্নে জানুনী যস্মিন্, শোভমানং দর্শনং যস্যেতি পদত্রয়ং বা॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—[অভিলষিতং প্রদর্শয়েতি ক্রিয়য়া উপসংহরতি পদেত্যাদিনা] নখদ্যুভিঃ (নখদীপ্তিভিঃ) নঃ (অস্মাকম্) অন্তরঘং (মানসমলং) বিধুন্বতা (অপনুদতা) শরৎপদ্মপলাশরোচিষা (শরৎকালীনকমলদলবৎ শোভমানেন) পদা (চরণেন) [উপলক্ষিতমিতি শেষঃ] অপাস্তসাধ্বসং (অপগতভয়ম্) স্বীয়ং (স্বকীয়ং) পদং (শরণভূতং) [রূপম্] প্রদর্শয় (সাক্ষাৎকারয়)। হে গুরো। (গৌরবযুক্ত।) [ত্বং] তমোজুষাং (অজ্ঞানযুক্তানাং, অজ্ঞানান্ধানামিত্যর্থঃ) মার্গগুরুঃ (ভক্তিমার্গোপদেষ্টা) [ভবসীতি শেষঃ]॥ ৫২

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তোমার যে-রূপ নখদ্যুতি দ্বারা মানস-মলধ্বংসকারী শরৎকালীন কমলদলের ন্যায় শোভমান চরণদ্বারা অলঙ্কৃত, ভয়নাশন, আশ্রয়ভূত—সেই রূপ দেখাও। হে গুরো। তুমিই অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের ভক্তিমার্গোপদেশক॥ ৫২

শ্রীধরটীকা।—পদা দীপস্থানীয়েন। যদ্বা এবম্ভূতেন পদা উপলক্ষিতং রূপং পদং শরণং প্রদর্শয়েত্যর্থঃ। শরদি যৎ পদ্মং তস্য পলাশং তদ্বৎ রোচির্যস্য তেন, নখদীপ্তিভিরন্তর্ভবমঘমজ্ঞানং বিধুন্বতা। স্বীয়ং রূপং পদং শরণং প্রদর্শয়। অপাস্তং প্রহ্লাদাদীনাং সাধ্বসং যেন তৎ। হে গুরো। যতস্ত্বমেব তমোজুষামজ্ঞানাম্ অস্মাকং মার্গপ্রদর্শকো গুরুঃ॥ ৫২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহ দ্বারা শ্রীরুদ্রদেব ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব সূচনা করিয়া সম্প্রতি উক্ত রূপে ভক্তিবিশেষ উৎপন্ন হওয়ায় নিজ অভিষ্ট রূপের দর্শনাকাঙ্খী হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন।

দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধি না হইলে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার অসম্ভব, এইজন্য পূর্ব্বে ভগবানের স্মরণ করিয়া প্রণতিদ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক যথাকালে ভগবানের অলৌকিক রূপের দর্শন প্রার্থনা করিয়া শ্রীরুদ্র বলিতেছেন, হে ভগবন্! তোমার প্রণতি দ্বারা আমি আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি, অতএব সম্প্রতি তোমার রূপদর্শনে আমার যোগ্যতা হইয়াছে। (শ্লোকস্থ 'দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাম্') ইত্যাদি এই অভিপ্রায় করিয়াই বলা হইয়াছে।

হে ভগবন্! তোমার যে-রূপ আমার সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সাধনে সক্ষম, আমাকে সেই রূপ দেখাও, আমি বৌদ্ধাদিকল্পিত নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ মূর্ত্তির দর্শন কামনা করি না, কারণ তাহাতে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি অসম্ভব। তোমার ভক্ত নিয়ত যে-রূপ দেখিতে চাহে, তোমার যে রূপে ভক্তের মন-প্রাণ শীতল হয়, তোমার যে রূপের প্রভায় ভক্তের চক্ষু তৃপ্তিলাভ করে, যাহার স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয় আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়, যে রূপের কথা শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে, যে রূপের অলৌকিক সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়, যে রূপের স্বাদ অনুভব করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত হয়, যাহার স্মরণে মনের প্রফুল্লতা জন্মে, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি স্বৎসম্বন্ধি কার্য্য সম্পাদন করিয়া অমৃতসরোবরে মগ্ন হয়—তোমার সেই রূপই আমি দেখিতে চাহি, আমাকে সেই রূপই দেখাও। তোমার সে রূপ বর্ষাকালীন নব মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, অথচ মেঘের ন্যায় রসবর্ষী, সর্ব্বতাপের বিধ্বংসকারী ও মানসচাতকের বিপুল হর্ষপ্রদ এবং ভক্তগণের প্রকৃষ্টরূপে মনোরথফলদায়ী, সকল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের সৌন্দর্য্যরাশি যাহাতে একীভূত হইয়া বর্ত্তমান, কিংবা সৌন্দর্য্যরাশি আসক্তি সহকারে আত্মার সফলতা সম্পাদনের জন্য যে-রূপকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই চতুর্ব্বাহুমূর্ত্তি আমাকে দেখাও। শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণ যদিও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজমূর্ত্তিই উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাকে চতুর্ব্বাহু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, রাধিকাসহ শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি গ্রহণ করিলে শ্রীরাধিকার হস্তদ্বয় লইয়া শ্রীকৃষ্ণও চতুর্ব্বাহু হন। এস্থলে উক্ত রূপেরই দর্শন আকাঙ্খিত হইয়াছে।

হে ভগবন্! তোমার সুন্দর নেত্র, ভ্রূ, নাসিকা, দন্তপংক্তি, সুগন্ধযুক্ত বদন ও সমপ্রমাণ কর্ণ দ্বারা যে-রূপ শোভ পায়, যাহার বামভাগে প্রেয়সী রাধাশক্তি বর্ত্তমান থাকায় বামনেত্রের প্রান্তভাগ মধুরহাস্যযুক্ত, অলকশোভী পীতবসনসমন্বিত সুদীপ্তকুণ্ডলভূষিত, তোমার সেই মূর্ত্তি আমাকে দেখাও। তোমার যে-রূপ কিরীটাদিসমন্বিত শোভায় সুদীপ্ত, শক্তি-চক্রাদি-শ্রীমূর্ত্তিসুশোভিত সেই রূপ দেখাও। তোমার যে-রূপের গভীর নাভিহ্রদ দেখিলে মনে হয় যে, যে-জগৎ তোমার নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে বুঝি আবার তুমি তাহাতেই প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা করিতেছ, সেই রূপ আমাকে দেখাও।

স্তবের শেষভাগে 'পদা' ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, হে ভগবন্! আমি তোমার সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য দেখিতে পাইলেও তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব চরণতল দেখিতে চাহিতেছি। মহাযোগপীঠে বর্ত্তমান তোমার চরণদ্বয় যদিও সমগ্রভবে দর্শন করা সম্ভবপর নহে, তথাপি তুমি যদি একটি চরণ দ্বারা পৃথিবী আশ্রয় করিয়া অপর চরণ বক্রভাবে তদুপরি তুলিয়া দিয়া দাঁড়াও, তবে আমি তোমার চরণের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশচিহ্ন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। হে ভগবন্! তোমার চরণের নখপ্রভায় আমার অন্তরমল বিদূরিত কর, যেন তোমাকে দেখিবার ও অন্তরে অনুভব করিবার সামর্থ্য হইতে আমি বঞ্চিত না হই। তুমি যে ভয়হন্তা, প্রহ্লাদাদি ভক্তের ভয় বিনষ্ট করিয়া তাহা তুমি প্রমাণিত করিয়াছ; আমি সংসারভয়ে ভীত, আমার সংসারভয় বারণের জন্য তোমার দেবারাধ্য ভক্তের কাম্য শ্রীচরণ প্রদর্শন কর।

হে ভগবন্! তুমিই গুরুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবকে সদুপদেশ দান করিয়া তাহার অজ্ঞানান্ধকার অপসারণপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের আনুকূল্য করিয়া থাক। অতএব আমাকে গুরুরূপে ভক্তিমার্গের উপদেশ দানে কৃতার্থ কর, আমি যেন বিমল ভক্তিতত্ত্ব লাভ করিয়া পরমার্থলাভে সমর্থ হইতে পারি।

'শঙ্খচক্রগদাপদ্ম' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থ করিয়াছেন যে, উহা বাস্তবিক 'শঙ্খচক্রাদি' নহে, পরন্তু রেখারূপে করে বর্ত্তমান তদাকার চিহ্নবিশেষ। 'উত্তমর্দ্ধি' পদের যথাশ্রুত 'উত্তম সম্পদ্' এইরূপ অর্থ, 'লক্ষ্মীরূপা শক্তি' নহে; কিন্তু যুগলমূর্ত্তিই ভক্তগণের অত্যন্ত কাম্য বলিয়া এস্থলে লক্ষ্মী অর্থ করাই সমীচিন॥ ৪৪—৫২

এতদ্রূপমনুধ্যেয়-মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্। যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্॥ ৫৩

ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্ল্লভঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদ্গতিঃ॥ ৫৪

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—[ যাবদস্য রূপস্য দর্শনং ন প্রাপ্যেত তাবৎ পুনঃ পুনরেব অস্য ধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ] আত্মশুদ্ধিং ( জীবস্য শুদ্ধিম্ ) অভীপ্সতা [ কাময়মানেন, জীবশুদ্ধেস্তদ্রূপদর্শনোপযোগিত্বাদিতি ভাবঃ ) এতদ্রূপং ( নিরুক্ত-প্রকারং স্বরূপম্ ) অনুধ্যেয়ম্ ( নিরন্তরং চিন্তনীয়ং, ধ্যানেন অধিগন্তব্যম্ ইত্যর্থঃ ) স্বধর্ম্মং ( স্বীয়বর্ণাশ্রমাচারম্ ) অনুতিষ্ঠতাম্ ( আচরতাম্ ) যদ্ভক্তিযোগঃ ( যস্মিন্ বিষয়ে ভক্তিযোগঃ ) অভয়দঃ ( ভয়বিরোধিভাবনির্ব্বর্ত্তকঃ, মুক্তি-প্রদ ইতি ভাবঃ )॥ ৫৩

মূলানুবাদ।—যিনি জীবের শুদ্ধি কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে এই রূপ নিরন্তর ধ্যান করিতে হইবে—যে রূপ বিষয়ে ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান স্বধর্ম্মাচারী ব্যক্তিগণের অভয়প্রদ॥ ৫৩

শ্রীধরটীকা।—অতিদুর্ল্লভমিদং ময়া প্রার্থিতমিতি স্তোতৈবাহ। এতদ্রূপমনুধ্যেয়ং ধ্যানার্হমেব, ন তু প্রত্যক্ষতঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—[ পুনরপি স্তুতিবিশেষপ্রকারমাহ ভবানিত্যাদিনা ] [ হে প্রভো। ] সর্ব্বদেহিনাং ( সকলশরীরিণাং জীবন্মুক্তপর্য্যন্তানামপি ইতি ভাবঃ ) দুর্ল্লভঃ ( অলভ্যঃ, সবিশেষঃ ক্লেশলভ্যো বা ) স্বারাজ্যস্যাপি ( স্বর্গ-প্রতিষ্ঠিতরাজত্বস্য ইন্দ্রাদেরপি, ব্রহ্মণোঽপীতি বা ) অভিমতঃ ( স্পৃহণীয়দর্শনঃ ) একান্তেন ( অনন্যাসক্ত্যা, একনিষ্ঠতয়া ইত্যর্থঃ ) আত্মবিদ্গতিঃ ( আত্মজ্ঞগম্যঃ ) ভবান্ ( ত্বং ভগবান্ ) ভক্তিমতা ( ভক্তিযোগশালিনা ) লভ্যঃ ( প্রাপ্যঃ ) [ অতঃ একান্ততোঽলভ্যত্বজ্ঞানেন নোদাসিতব্যমিতি পরং ভক্তিযোগো বিশুদ্ধস্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়-ভূত আশ্রয়েতব্য ইতি ভাবঃ ]॥ ৫৪

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ, তোমাকে স্বর্গরাজ্যের অধিপতিও স্পৃহনীয় মনে করেন, তুমি একান্ত আত্মবিদ্গণের গম্য; একমাত্র ভক্তিমান্ ব্যক্তিই তোমাকে লাভ করিতে পারে॥ ৫৪

শ্রীধরটীকা।—তর্হি কিং কেনাপি ন প্রাপ্যতে? তত্রাহ ভবানিতি। দুর্ল্লভত্বমেবাহ। স্বর্গে রাজ্যং যস্য তস্যাপ্যভিমতঃ স্পৃহণীয়ঃ। কিঞ্চ একান্তেন য আত্মবিৎ তস্যাপি গতির্গম্যঃ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—[ হে ভগবন্! তব অর্চ্চনমাত্রমেব মে কাম্যং নান্যৎ ইত্যাহ তমিত্যাদিনা ] সতামপি ( সুতরাং সাধুভাবম্ উপেয়ুষাং জ্ঞানিনামপি, সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী ) দুরাপয়া ( দুর্ল্লভয়া ) একান্তভক্ত্যা ( একনিষ্ঠভক্তি-যোগেন ) দুরারাধ্যং ( নিতরাং প্রয়াসেন আরাধনযোগ্যং ) তং ( তাদৃশং ত্বাম্ ) আরাধ্য ( ধ্যাত্বা ) কঃ ( জনঃ ) পাদমূলং ( চরণমূলং ) বিনা ( ঋতে ) বহিঃ ( বাহ্যং স্বর্গাদিসুখং ) বাঞ্ছেৎ ( কাময়েত )। [ তথা হি তব ধ্যানময়াঃ ত্বদীয়ং পাদমূলং স্বর্গাদিসুখাদপি কাম্যতরং ভাবয়ন্তীতি তাৎপর্য্যম্ ]॥ ৫৫

মূলানুবাদ।—জ্ঞানিগণেরও দুর্ল্লভ একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারা দুরারাধ্য সেই ( তোমাকে ) আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার পাদমূল ব্যতীত বহির্বিষয় কামনা করে?॥ ৫৫

শ্রীধরটীকা।—অতস্ত্বদর্চ্চনব্যতিরেকেণ ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছামীত্যাহ। তং ত্বাম্ একান্তভক্ত্যা আরাধ্য। বহিঃ স্বর্গাদিসুখম্॥ ৫৫

যত্র নির্ব্বিষ্টশরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে। বিশ্বং বিধ্বংসযন্ বীর্য্য শৌর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা ॥ ৫৬
ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলযে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৭

অথানঘাঙ্ঘ্রে স্তব কীর্ত্তিতীর্থযোরন্তর্ব্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোহনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—[ প্রাগুক্তার্থে হেতুমুপক্ষেপ্তুমাহ যত্রেত্যাদিনা ] বীর্য্যশৌর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা ( প্রভাবেণ সমুৎসাহেন চ ক্ষুভিতযা ভ্রূণতযা বিশ্বং ( সমগ্রং জগৎ ) বিধ্বংসযন্, ( বিনাশযন্, ভ্রূবিক্ষেপমাত্রেণৈব সকলজগদ্বিধ্বংসন-সামর্থ্যবানিতি তাৎপর্য্যম্ কৃতান্তঃ ( মৃত্যুরপি ) যত্র ( যস্মিন্ পাদমূলে ) নির্ব্বিষ্ট-শরণং ( সম্প্রবিষ্টাশ্রযং ) ন অভিমন্যতে ( মমাযং বশীভূত ইতি নৈব অভিমানং ধারযতি, তথা হি ত্বৎপাদমূলসমাশ্রযকারিণঃ মৃত্যুভযমপ্যতি-দূরে বর্ত্ততে, যতস্তত এব ত্বৎপাদমূলাশ্রযিতব্যং সর্ব্বেষামিতি ভাবঃ ) ॥ ৫৬

মূলানুবাদ।—প্রভাব ও উৎসাহহেতু ক্ষুভিত ভ্রূসঞ্চালন মাত্রে জগদ্বিধ্বংসকারী কৃতান্তও তোমার যে-চরণ-মূলে শরণাগত ব্যক্তির প্রতি 'এই ব্যক্তি আমার বশ্য' এই বলিযা অভিমান পোষণ করেন না ॥ ৫৬

শ্রীধরটীকা।—অত্র হেতুঃ যত্র পাদমূলে শরণং প্রবিষ্টং কৃতান্তঃ কালো মমাযং বশ্য ইতি নাভিমানং করোতি। কিং কুর্ব্বন্? বীর্য্যং প্রভাবঃ, শৌর্য্যমুৎসাহঃ, তাভ্যাং বিস্ফূর্জ্জিতযা ক্ষুভিতযা ভ্রুবা বিশ্বং বিধ্বংসযন্নপি ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—[ তব পাদমূলপ্রবেশকথা তু দূরে বর্ত্ততাং, তব ভক্তসঙ্গতিরপি অপূর্ব্বফলসাধিকেত্যাহ ক্ষণেত্যাদিনা ] ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য ( ভগবদ্ভক্তসমাগমস্য ) ক্ষণার্দ্ধেনাপি ( একক্ষণরূপস্বল্পকালার্দ্ধভাগেনাপি, কা কথা বিত্রাণাং ক্ষণানামিতি ভাবঃ ) [ ক্ষণার্দ্ধকালমাত্রজাতভগবদ্ভক্তসমাগমেনাপি ইতি নিষ্কর্ষঃ ] স্বর্গং ( নিরবিচ্ছিন্ন-সুখরূপং ত্রিদিবং, তদধিকরণদেশবিশেষং বা ) ন [ নৈব ) অপুনর্ভবং ( মোক্ষং চ ) ন তুলয়ে ( ন সমং গণযামি ) মর্ত্ত্যানাং ( মানবানাং পক্ষে ) আশিষঃ ( আশীর্ব্বাদবিষযা রাজ্যাদ্যাঃ ) কিমুত ( কিমু, তথা হি রাজ্যাদীনি স্বল্পকাল-নশ্বরাণি দুঃখবহুলানি অপেক্ষ্য স্বর্গস্য নিরবচ্ছিন্নসুখরূপস্য মোক্ষস্য চ অক্ষযস্য সুতরামুৎকৃষ্টস্যাপি ক্ষণার্দ্ধকালীন-ভগবদ্ভক্তসমাগমাপেক্ষযা অপকর্ষাৎ রাজ্যাদ্যপেক্ষযা তদুৎকর্ষঃ কৈমুতিকন্যাযাদাযাত এবেতি ভাবঃ ) ॥ ৫৭

মূলানুবাদ।—( হে ভগবন্! ) আমি ভগবদ্ভক্তের সহিত ক্ষণার্দ্ধকালের মিলনকেও স্বর্গ বা মোক্ষের তুল্য মনে করি না। মানবের পক্ষে আশীর্ব্বাদরূপ রাজ্য প্রভৃতির আর কথা কি বলিব? ॥ ৫৭

শ্রীধরটীকা।—ত্বৎপাদমূলে প্রবিষ্টস্য কৃতান্তভযাভাবঃ কিযানযং লাভঃ, যতস্তদ্ভক্তসঙ্গ এব সকলপুরুষার্থ-শ্রেণীশিরসি নরীনর্ত্তীত্যাহ। ভগবতস্তব সঙ্গিনাং সঙ্গস্য ক্ষণার্দ্ধেনাপি স্বর্গং ন তুলযে সমং ন গণযামি। ন চ অপুনর্ভবং মোক্ষম্। মর্ত্ত্যানামাশিষো রাজ্যাদ্যাঃ কিমুত? ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—অথ ( অস্মদ্ হেতোঃ ) অনঘাঙ্ঘ্রে ( অঘহারিপাদযুগলস্য ) তব ( ভবতো ভগবতঃ ) কীর্ত্তি-তীর্থযোঃ ( যশসি তীর্থরূপাযাং ত্বৎপাদপ্রসূতাযাং গঙ্গাযাঞ্চ ) অন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাং ( যথাক্রমং তব কীর্ত্তৌ আন্তরিকাবগাহনেন গঙ্গাযাঞ্চ বহিরবগাহনেন বিধ্বস্তপাতকানাম্ ) ভূতেষু ( প্রাণিষু ) অনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাম্ ( দযারাগাদিরহিতচিত্তার্জ্জবাদিচরিত্রগুণশালিনাম্, ভবদ্ভক্তানামিতি শেষঃ ) সঙ্গমঃ ( সম্মেলনম্ ) নঃ ( অস্মাকম্ ) স্যাৎ ( ভবেৎ ) এষ এব ( নিরুক্তরূপ এব ) নঃ ( অস্মাকং ) তব ( ভগবতঃ ) অনুগ্রহঃ ( প্রসাদঃ ) [ তথা হি তাদৃশং ভগবৎসমাগমমপি তবানুগ্রহং সম্ভাব্য ত্বমেব বযং কামযামহে, অতঃ প্রসন্নস্ত্বং তমেব নঃ সম্পাদ ইতি ভাবঃ ] ॥ ৫৮

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ ৫৯
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্॥ ৬০

**মূলানুবাদ।**—(হে ভগবন্!) এই হেতু তোমার পাপহারি পাদদ্বয়শোভিত কীর্ত্তি ও গঙ্গারূপতীর্থে যথাক্রমে আন্তরিক ও বাহ্যিক অবগাহন সম্পাদন পূর্ব্বক যাঁহারা নিখিল পাপরাশি বিধৌত করিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাণীর প্রতি দয়া-রাগাদিদোষরহিতচিত্ত ও চরিত্রের সরলতাদি গুণ দ্বারা বিভূষিত, তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হউক, ইহাই আমাদের পক্ষে তোমার অনুগ্রহ॥ ৫৮

**শ্রীধরটীকা।**—অথ অতো হেতোঃ অনঘৌ অঘহরৌ অঙ্ঘ্রী যস্য তস্য তব কীর্ত্তির্যশঃ, তীর্থং গঙ্গা, তয়োঃ ক্রমেণান্তর্ব্বহিঃস্নানাভ্যাং বিধূতঃ পাপ্মা যেষাম্, অতএব ভূতেষু অনুক্রোশঃ কৃপা, সুনঢঞ্চ রাগাদিরহিতং চিত্তং, শীলঞ্চ আর্জ্জবাদি বিদ্যতে যেষাং তেষাং সঙ্গোঽস্মাকং স্যাৎ, এষ এব নঃ ত্বদনুগ্রহঃ॥ ৫৮

**অন্বয়ঃ।**—[ভবদীয়ভক্তসঙ্গাদেব চিত্তস্য সবিশেষা শুদ্ধিঃ তদুৎপত্তৌ চ ভবদীয়রূপাদ্যনুভবঃ সুসম্ভবঃ ইতি প্রাহ ন যস্যেত্যাদিনা।] যস্য (সাধোঃ জনস্য) যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতং (সতাং ভক্তিযোগেন কৃতপ্রসাদম্) [অতএব] বিশুদ্ধম্ (অপগতমালিন্যং) চিত্তম্ (অন্তঃকরণং) বহিরর্থবিভ্রমং (বাহ্যবিষয়বিক্ষিপ্তং) তমোগুহায়াং (সুষুপ্তিগুহায়াম্) আবিশচ্চ (প্রবিষ্টঞ্চ) ন [ভবতীতি শেষঃ]। [সঃ] মুনিঃ (মননশীলঃ সাধুঃ) তত্র (তস্মিন্ চিত্তে) তে (তব) গতিং (তত্ত্বং, লীলালাবণ্যাদিকং চেষ্টাঞ্চেতি বা) অঞ্জসা (অবিলম্বং) বিচষ্টে (পশ্যতি) ননু (ইতি সম্ভাবয়ামি)। [অত্রেদমবধেয়ং—যথা দশ নামাপরাধাঃ, ভক্ত্যপরাধা এব লয়বিক্ষেপ-কারকাঃ তেষামপসরণে সতি ভক্তিদেবী প্রসন্না ভবতি, প্রসন্নায়াঞ্চ তস্যাং ত্বদীয়লাবণ্যাদিসন্দর্শনসম্ভাবনা নান্যথেতি]॥ ৫৯

**মূলানুবাদ।**—সাধুগণের আচরিত ভক্তিযোগের অনুগ্রহে যাঁহার বিশুদ্ধচিত্ত বাহ্যবিষয়ে বিক্ষেপপ্রাপ্ত হয় না এবং সুষুপ্তিগহ্বরে প্রবিষ্ট হয় না, সেই মননশীল সাধু ব্যক্তি নিজ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অবিলম্বে তোমার লীলালাবণ্যাদি দর্শন করিয়া থাকেন॥ ৫৯

**শ্রীধরটীকা।**—তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ত্বদ্ভক্তসঙ্গাদেব ভবতীত্যাহ ন যস্যেতি। যেষাং সতাং ভক্তিযোগেনানুগৃহীতং বিশুদ্ধং সৎ যস্য চিত্তং বাহ্যার্থবিক্ষিপ্তং ন ভবতি, তমোরূপায়াং গুহায়াঞ্চ নাবিশৎ লয়ং ন প্রাপ, তত্র তদা স মুনিঃ তব গতিং তত্ত্বং পশ্যতি॥ ৫৯

**অন্বয়ঃ।**—[ভগবতো ব্রহ্মস্বরূপত্বরূপং তদেব তত্ত্বমাহ যত্রেদমিত্যাদিনা] যত্র (যস্মিন্ পরব্রহ্মণি) ইদং (দৃশ্যমানং) বিশ্বং (বিশ্বপ্রপঞ্চঃ) ব্যজ্যতে (প্রতীয়তে) [পরব্রহ্মরূপাধিষ্ঠান এব রজ্জ্বাদৌ সর্পাদেরিব বিশ্বস্যাপি আভাসমানত্বাৎ] যৎ (ব্রহ্ম) বিশ্বস্মিন্ (সমগ্রে জগৎপ্রপঞ্চে) অবভাতি (প্রকাশতে) [তস্যৈব সমগ্রেষু জগৎপ্রপঞ্চেষু প্রকাশস্বরূপত্বাৎ] আকাশমিব (গগনমিব) বিস্তৃতং (মহত্ত্বযুক্তং, পরমমহৎপরিমাণমিত্যর্থঃ) পরম্ (উত্তমং) জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বরূপং) তৎ (উক্তরূপং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মপদাভিধেয়ং বস্তু) ত্বং (ভবান্ ভগবানেব, নান্য ইতি।) [তথা হি তাদৃশং ব্রহ্মস্বরূপমেব ভবতত্ত্বম্ ইতি ভাবঃ]॥ ৬০

**মূলানুবাদ।**—যে-ব্রহ্মপদার্থে এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাত এবং এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে যাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে, আকাশের তুল্য বিস্তৃত সেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ তোমারই স্বরূপ॥ ৬০

যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্বিভর্ত্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া তমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি ॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—[ অথ জগদুপাদানত্বেন ভগবতঃ স্বরূপং নিরূপ্য নিমিত্তরূপেণাপি তদীয়ং স্বরূপং নিরূপয়ন্ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিত্বেন তস্য মহিমানং প্রকাশয়ন্ তদনুভবেচ্ছামাহ য ইত্যাদিনা ] [ হে ] ভগবন্ ( ঈশ্বরস্বরূপ। ) যৎ ( যস্যা মায়ায়াঃ ) ভেদবুদ্ধিঃ ( অন্যেষাং সাধারণজনানাং ভেদজ্ঞানং, ভবতীতি শেষঃ ) আত্মদুঃস্থয়া ( আত্ম-স্বরূপে ভবতি স্বকার্য্যং ভেদজ্ঞানং জনয়িতুমশক্তয়া তয়া ) পুরুরূপয়া ( বহুরূপবিশিষ্টয়া, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ) মায়য়া ( অঘটনঘটনপটীয়স্যা পরমেশ্বরশক্ত্যা ) অবিক্রিয়ঃ ( বিকাররহিতঃ ) যঃ ( ভবান্ ) ইদং ( দৃশ্যমানং সমগ্রং বিশ্বং ) সদিব ( পরমার্থতয়া প্রতীয়মানম্ ) অসৃজৎ ( নির্ম্মিতবান্ ) [ পুরুষরূপেণেতি শেষঃ ] বিভর্ত্তি ( বিষ্ণুরূপেণ পালয়তি, ভূয়ঃ ( পুনঃ ) ক্ষপয়তি ( সঙ্কর্ষণরূপেণ লয়ং প্রাপয়তি ) তং ( তাদৃশম্ ) আত্মতন্ত্রং ( স্বাধীনং ত্বামিতি শেষঃ ) প্রতীমহি ( সাক্ষাদ্ বয়ং অনুভবেম ) [ সদিব ইত্যস্য তচ্চ ভেদজ্ঞানং সদিব প্রশস্তমিব ন তু বস্তুতঃ প্রশস্তমিতি বিশ্বনাথসম্মতার্থঃ। তন্মতে সদিব ইতি ক্লীবত্বমার্ষম্ ] ॥ ৬১

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! যে-মায়া হইতে সাধারণ ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমাতে সেই ভেদ-বুদ্ধিজননে অসমর্থ উক্ত বহুরূপবিশিষ্ট মায়া দ্বারা তুমি স্বয়ং বিকারশূন্য থাকিয়া সমগ্র বিশ্ব-প্রপঞ্চকে পরমার্থবৎ সৃষ্টি করিয়াছ, সম্প্রতি পালন করিতেছ এবং সংহার করিতেছ, অতএব তাদৃশ স্বাধীনবৃত্তি তোমাকে যেন আমরা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি ॥ ৬১

শ্রীধরটীকা।—কীদৃশং তত্ত্বং তদাহ যত্রেতি ॥ ৬০ ॥ জগত উপাদানত্বেন তত্ত্বং লক্ষিতং, নিমিত্তত্বেনাপি তদেব লক্ষয়ন্নাহ। য ইদং বিশ্বং সদিব পরমার্থমিব মায়য়া অসৃজৎ। কথম্ভূতয়া? যয়া ভেদবুদ্ধিরন্যেষাং ভবতি তয়া। আত্মনি ত্বয়ি দুঃস্থয়া স্বকার্য্যং কর্ত্তুমসমর্থয়া। তং ত্বাং নিরস্তভেদং প্রতীমহি জানীমঃ ॥ ৬১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—হে রাজকুমারগণ! যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি কামনা করিবে, তাহার পক্ষে এই রূপের ধ্যান করিতে হইবে ও যে পর্য্যন্ত ধ্যানদ্বারা ঐ রূপের সাক্ষাৎকার লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত ঐ রূপ ধ্যান করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত রূপ কেবলমাত্র ধ্যানেরই যোগ্য, প্রত্যক্ষত প্রাপ্য নহে, তবে যিনি শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিযোগবিষয়ে অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া যিনি অসাধারণ আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি উক্ত রূপ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। অতএব তোমরা ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক যদি আরাধনা করিতে পার এবং বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধিসাধনে সফলতা লাভ করিতে পার, তবে তোমরাও শ্রীভগবানের উক্ত স্বরূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। শ্রীভগবানের এই রূপ একনিষ্ঠ আত্মবিদ্ ব্যক্তির একমাত্র অবলম্বন ও গম্য, ব্রহ্মাদি ঐশ্বর্য্যশালী দেবগণ পর্য্যন্ত এই রূপের দর্শন কামনা করেন, কারণ এমন কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি শ্রীভগবানের পাদমূল ত্যাগ করিয়া বহির্বিষয়ে রত থাকিতে পারেন। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, বিষয়ান্তর ব্যাবৃত্ত হইয়া একমাত্র ভগবানের চরণকমলের মধুপানে ব্যাপৃত হয়, তাহার উপর সর্ব্ববিধ্বংসী কৃতান্তেরও আধিপত্য থাকে না, কৃতান্ত তাহাকে আপনার অধীন বলিয়া ভাবিতে সাহস করেন না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে পরিপালন পূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সুবিশুদ্ধ ভক্তিযোগের সাহায্যে ভগবানের আরাধনা করে সেই ব্যক্তি জরা-মরণের ভয় হইতে অব্যাহতি লাভ

করে, তাহাকে আর মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না বা মৃত্যুর করাল বিভীষিকায় ভীত হইতে হয় না, তাহার কর্ম্মগ্রন্থি সমূলে ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় মুক্তির বিশুদ্ধ আলোকে তাহার আত্মা প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, অতএব কৃতান্ত আর তাহার প্রতি আধিপত্য প্রকাশ করিবে কিরূপে? জন্মমরণশীল্ জীবই কৃতান্তের অধীন, যাহার কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হয় নাই, তাহার কর্ম্মানুসারে ফল দিবার জন্যই কৃতান্তের অধিকার, অতএব যাহার কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার প্রতি আর কৃতান্তের বশ্যত্বাভিমান থাকিবে কেন? শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করা ত দূরের কথা, যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্তকেও আশ্রয় করিতে পারে, তাঁহারও অসাধারণ সামর্থ্য আবির্ভূত হইয়া থাকে। ভগবদ্‌ভক্তের সহিত ক্ষণকালের সম্মেলনও এরূপ বিচিত্রশক্তিজনক যে উহার সহিত স্বর্গ বা অপবর্গেরও তুলনা হয় না, লৌকিক বিনশ্বরস্বভাব রাজ্যৈশ্বর্য্যাদির ত কথাই নাই। যে ভগবদ্‌ভক্তগণ শ্রীভগবানের কীর্ত্তিকথার অনুশীলন করিয়া অন্তঃশুদ্ধি ও ভগবানের চরণকমলসমুদ্ভূত ভাগীরথীর পবিত্র জলধারায় অবগাহন করিয়া বহিঃশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, সকল প্রাণীর প্রতি যাঁহাদের দয়াগুণ বর্ত্তমান, যাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া উহার অপনোদনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হ'ন, যাঁহাদের চিত্ত বিষয়বাসনা হইতে দূরে অবস্থান করে, বিষয়ভোগে ব্যাপৃত থাকিয়াও যাঁহারা চিত্তকে বিষয়ে অনাসক্ত ভাবে রাখিতে পারেন, যাঁহারা আর্জ্জবাদিগুণগণে বিভূষিত হইয়া সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভগবানের সেই ভক্তগণের সহিত সম্মেলন শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব ভগবানের আরাধনা করিতে যাইয়া তাঁহার নিকট কায়মনোবাক্যে তদীয় ভক্তসঙ্গই কামনা করিবে। তাহা হইলে ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণের সম্মেলনে সাহায্য করিবেন, তাহাতে ভক্তের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভগবদ্‌ভক্তির সাফল্য অনুভব করিতে পারিবে।

বাহ্যবস্তু দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ ও সুপ্তাবস্থা শ্রীভগবানের দর্শনলাভের মহাশত্রু। যে ব্যক্তির চিত্ত নিরন্তর বাহ্য-বস্তুতে ব্যাসক্ত, বা যাহার চিত্ত জড়ভাবে ক্রিয়াবিমুখতা অবলম্বন করে, তাহার চিত্ত কখনই ভগবানের দর্শনলাভে সফল হইতে পারে না। অতএব ভক্তিযোগের অনুগ্রহ সম্পাদন পূর্ব্বক চিত্তকে বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া যাহাতে চিত্তের জড়ভাব বিদূরিত হয়, সেইভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বনে অন্তঃকরণকে সতেজ ও সক্রিয় করিয়া লইতে হইবে, পরে মনন বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিলেই চিত্তে শ্রীভগবানের অলোকসামান্য রূপলাবণ্যাদিযুক্ত সুমধুর পবিত্র মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। ভগবান্ পরব্রহ্মরূপী; আকাশ যেমন ওতঃ-প্রোতভাবে সর্ব্বজগদ্ব্যাপী, লৌকিক ভাবে দেখিতে গেলে যেমন আকাশকে আমরা সমস্ত জগতের অবকাশদানহেতু আশ্রয় বলিয়া মনে করি, সেইরূপ পরব্রহ্মরূপী শ্রীভগবানই সমস্ত বিশ্বের আধার, তাঁহাতেই ভ্রান্ত জীব সমস্ত জগতের ভ্রম করিয়া থাকে, তাঁহাতেই বিশ্বের অভিব্যক্তি হয়। অন্ধকারস্থিত রজ্জুকে যেমন কখনও কখনও আমরা সর্প বলিয়া ভ্রম করি, শুক্তিকে যেমন রজত বলিয়া ধারণা করিয়া লই, সেইরূপ পরমার্থভূত পরব্রহ্ম পদার্থকে মায়ার অলৌকিক লীলায় সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ বলিয়া বুঝিয়া থাকি। পদার্থের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মপদার্থই পরম জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহারই দীপ্তিতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রাদি প্রদীপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তাঁহারই প্রকাশ প্রতিবিম্বে জড় অন্তঃকরণ জাগতিকবস্তু-বিজ্ঞানে সামর্থ্য লাভ করে, তাঁহারই অখণ্ডপ্রকাশ স্বভাবই জগতের সর্ব্ববিধ প্রকাশের নিদান। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যখন সেই ব্রহ্মপদার্থের জ্যোতির্ম্ময় পারমার্থিক আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়, তখন তিনি সোঽহং রূপে অবস্থিত হইয়া পরমানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন; উহাই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ। ঐ ব্রহ্মপদার্থ স্বয়ং নির্ব্বিকার হইলেও মায়ার অলৌকিক মাহাত্ম্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম বিষ্ণু সঙ্কর্ষণ রূপ তাঁহারই বিভূতি। কিন্তু শ্রীভগবানের অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে মায়া তাঁহার

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ॥ ৬২

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তিস্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্দ্ধরাঃ সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ॥ ৬৩

উপর কোনও বিকার উৎপাদনে সমর্থ হন না। পরন্তু অসদ্ভূত জগৎকে জীবের নিকট সদ্ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। মায়ার প্রভাবে জীব নশ্বর অসদ্ভূত জগৎ-প্রপঞ্চকে সৎ বলিয়া ভাবিয়া লয়, ক্ষণকালের জন্যও জগতের অসত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। ঐন্দ্রজালিক যখন ইন্দ্রজালের প্রভাবে নানাবিধ বস্তু লোকের নিকট আবির্ভূত করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, তখন ভ্রান্ত জীব যেমন ঐ সকল ক্রীড়ার উপকরণগুলিকে সত্য বলিয়াই নিশ্চয় করিয়া সুখ, দুঃখ, বিস্ময়, আনন্দ, হাস্য ও রোদন প্রভৃতি ভাবের অবতারণা করে, সেইরূপ মায়ার প্রভাবে সৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চের দর্শন-স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা ভ্রান্ত জীব নানাবিধ সুখ-দুঃখাদি বিচিত্র ভাবের অনুভব করিয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিকের ইচ্ছায় ইন্দ্রজালপ্রভাবের ন্যায় ভগবদিচ্ছায় তত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষে যখন মায়া উচ্ছিন্ন হয়, তখন আর সে সুখ-দুঃখাদি বিচিত্র ভাব থাকে না, তখন জীব মুক্ত—তখন শ্রীভগবানের ভেদহীনমূর্ত্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় ঘটপটাদিরূপে আর ভেদবুদ্ধি থাকে না। পরন্তু যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিবিষয়ে অসমর্থ বলিয়া তাহাদের নিকটই ভগবান্ বিভিন্নাকারে প্রতীত হইয়া থাকেন। সেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ সাধুব্যক্তির পরম কাম্য। অতএব হে কুমারগণ! শ্রীভগবানের নিকট তোমরা সেই অলৌকিক স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভব কামনা করিবে॥ ৫৩—৬১

**অন্বয়ঃ**।—[ ভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোর্বস্তুতো নির্ভেদব্রহ্মরূপত্বেঽপি বেদাগমতত্ত্বানুসারেণ সাকাররূপোপাসনাং প্রশংসন্ আহ ক্রিয়েত্যাদি। ] [ যে ] যোগিনঃ ( কর্ম্মযোগশালিনঃ ) শ্রদ্ধান্বিতাঃ ( শ্রদ্ধাযুক্তান্তঃকরণাঃ সন্তঃ ) সিদ্ধয়ে ( সিদ্ধিলাভায় ) ক্রিয়াকলাপৈঃ ( বেদাদিপ্রতিপাদিতকর্ম্মনিবহৈঃ করণৈঃ ) ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতম্ ( অস্মতন্ত্রৈঃ ভূতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অন্তঃকরণৈশ্চ উপলক্ষিতম্ ) ইদমেব ( নিরুক্তাকারযুক্তমেব, ন তু নির্ভেদরূপমিতি ভাবঃ ) সাধু ( সম্যক্ ) যজন্তি ( আরাধয়ন্তি, পূজয়ন্তি ইতি যাবৎ ) ত এব ( ন তু অন্যেঽপি ) বেদে চ ( শ্রুতৌ চ ) তন্ত্রে চ ( আগমে চ ) [ চদ্বয়মুভয়প্রাধান্যদ্যোতনার্থম্ ] কোবিদাঃ (অভিজ্ঞাঃ)। [ তথা হি বেদে তন্ত্রে চ নৈপুণ্যমুপগতানাং তদুক্তক্রিয়াকলাপৈঃ সাকার-শ্রীভগবৎপরিপূজনং প্রশস্তমেবেতি ভবদ্ভিরপি তথা প্রবর্ত্তিতব্যমিতি ভাবঃ ]॥ ৬২

**মূলানুবাদ**।—যে সকল কর্ম্মযোগী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা উপলক্ষিত তোমার এই সাকার রূপকে যোগাদি প্রতিপাদিত ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে সিদ্ধির জন্য উত্তমরূপে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত বেদ ও তন্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞ॥ ৬২

**শ্রীধরটীকা**।—যদ্যপি ত্বমেবং নির্ভেদং ব্রহ্ম, তথাপি প্রাগুক্তং সাকারমিদং তব রূপং যে যজন্তি ত এব বেদাগমতত্ত্বজ্ঞা ইত্যাহ। ক্রিয়াকলাপৈরেবং কর্ম্মযোগিনঃ পূজয়ন্তি ত এব কোবিদাঃ, ন ত্বেতদনাদৃত্য কেবলজ্ঞানে প্রবৃত্তাঃ। তন্ত্রে আগমে। কথম্ভূতমিদম্? ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণৈরস্বতন্ত্রৈর্যদুপলক্ষ্যতে তৎ নিরস্তরূপম্॥ ৬২

**অন্বয়ঃ**।—[ অভিন্নস্যাপি ভগবতো ভেদমুপপাদয়ন্ তথারূপার্চ্চনাকারিণাং কোবিদত্বমুপপাদয়তি ত্বমেক ইত্যাদিনা ] ত্বং ( ভবান্ ) একঃ ( অভিন্নঃ ) আদ্যঃ ( সকলস্যৈবাদিভূতঃ ) সুপ্তশক্তিঃ ( সুপ্তমায়াখ্যশক্তিযুক্তঃ ) পুরুষঃ ( আত্মা ) তয়া ( সুপ্তশক্তিরূপয়া মায়য়া ) রজঃসত্ত্বতমঃ ( সত্ত্বরজস্তমাংসি, সমাহারদ্বন্দ্বে একত্বম্ ) বিভিদ্যতে ( ভেদং গচ্ছতি, ভিন্নরূপেণ-আবির্ভবতীতি যাবৎ ) যতঃ ( রজঃসত্ত্বতমোরূপাদ্ বস্তুনঃ সকাশাৎ ) মহান্ ( মহত্তত্ত্বম্ ) অহম্ ( অহঙ্কারঃ ) খম্ ( আকাশং ) মরুৎ ( বায়ুঃ ) অগ্নিবার্দ্ধরাঃ ( তেজো-জল-পৃথিব্যঃ ) সুরর্ষয়ঃ ( দেবর্ষয়ঃ সন-

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্টশ্চতুর্ব্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্তর্ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ ॥ ৬৪
স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো বিকর্ষসি ত্বং খলু কালযানঃ।
ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো, ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ ॥ ৬৫

কাশ্চাঃ) ভূতগণাঃ (ভূতসমূহাশ্চ) [ইতি] ইদম্ (উক্তরূপং জগৎ) [ভবতীতি শেষঃ] [তথা হি তব একরূপত্বেঽপি বিভিন্নভাবাপন্নানাং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং মহত্তত্ত্বাদিবিচিত্রকার্য্যহেতুভূতানাং সহায়কেন ভিন্ন ইব প্রতীয়সে, ন তু বস্তুগত্যা তে ভেদ ইতি ভাবঃ] ॥ ৬৩

**মূলানুবাদ**।—(হে ভগবন্!) তুমি স্বগুপ্ত মায়াশক্তিসম্পন্ন একমাত্র আত্মপুরুষ। উক্ত মায়ার সামর্থ্যে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, সুরর্ষিগণ ও ভূতগণের বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি করে, উহাই বিভিন্ন রূপে সিদ্ধ হয়। ৬৩

**শ্রীধরটীকা**।—নন্বভিন্নে ময়ি ভেদং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ কথং তে কোবিদাঃ? ন হি তৈর্ভেদঃ ক্রিয়তে, ত্বয়ৈব ক্রীডার্থং চেতনাচেতনাত্মকো ভেদঃ কৃতঃ ইত্যাহ ত্বমিতি। আদ্যস্ত্বমেক এব, স্বগুপ্তা মায়াখ্যা শক্তির্যস্য। পশ্চাৎ তয়া শক্ত্যা। রজঃসত্ত্বতমসাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। যতো রজআদেঃ। মহানহঙ্কারঃ, খঞ্চ, মরুদগ্নির্বার্দ্ধরাশ্চ। বারিতি উদকম্। সুরাশ্চ ঋষয়শ্চ ভূতগণাশ্চ, এবমিদং জগৎ যতো ভবতি তদ্বিভিন্নম্ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৩

**অন্বয়ঃ**।—[উক্তার্থস্য উপপাদনার্থমাহ সৃষ্টমিত্যাদি] [যঃ] স্বশক্ত্যা (নিজশক্তিভূতয়া মায়য়া সহায়ভূতয়া) সৃষ্টং (সমুৎপাদিতম্) ইদং (জাগতিকং) চতুর্বিধং (জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জভেদেন চতুষ্প্রকারং) পুরং (শরীরম্) আত্মাংশকেন (স্বীয়স্বরূপচৈতন্যাংশেন, তৎপ্রতিবিম্বাত্মনা ইত্যর্থঃ) অনুপ্রবিষ্টঃ (লব্ধপ্রবেশঃ) হৃষীকৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) সারঘং (সরঘাভিঃ মধুমক্ষিকাভিঃ সমুৎপাদিতং) মধু (তত্তুল্যং বিষয়সুখমিত্যর্থঃ) ভুঙ্‌ক্তে (অনুভবতি) অথো (অনেন হেতুনা, পুরি শয়নরূপেণ কারণেন ইত্যর্থঃ) অন্তঃ (অন্তঃকরণে) সন্তং (বর্ত্তমানং) তং (তাদৃশং) পুরুষং (জীবং) বিদুঃ (জানন্তি)। [তথা হি য এব পরব্রহ্মস্বরূপো ভগবান্ স এব অবিদ্যাকৃততয়া ক্ষুদ্রবিষয়সুখভোগেন জীব ইত্যাখ্যায়তে, স হি মায়য়া সহায়ভূতয়া সৃষ্টস্য চতুর্ব্বিধস্যাস্য শরীরস্য মধুমক্ষিকা যথা স্বসৃষ্টস্য মধুনঃ স্বয়ং পানং কুর্ব্বন্তি তথৈব ভোগং করোতি জীবরূপেণেতি ভাবঃ] ॥ ৬৪

**মূলানুবাদ**।—মধুমক্ষিকা যেমন স্বয়ং মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই অবস্থিত হইয়া মধুপান করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ নিজশক্তি মায়ার সাহায্যে স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ ও অণ্ডজ এই চতুর্ব্বিধ দেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিজ অংশ দ্বারা উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করেন বলিয়া অন্তঃস্থিত ঐ ভগবান্‌কেই পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। ৬৪

**শ্রীধরটীকা**।—এতদুপপাদয়তি সৃষ্টমিতি। জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপেণ চতুর্ব্বিধং স্বাংশেন প্রবিষ্টঃ, অথো ইতি হেতোঃ পুরস্যান্তঃ সন্তমংশং চিদাভাসং পুরি শয়নাৎ পুরুষং বিদুঃ। তর্হি কিমীশ্বরমেব সংসারিণং বিদুঃ? নেত্যাহ। সরঘা মধুমক্ষিকাঃ, তাভিঃ সৃষ্টং মধ্বিব ক্ষুদ্রকং বিষয়সুখম্ অবিদ্যাবৃতঃ সন্ যো ভুঙ্‌ক্তে, তং জীবং বিদুঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি, নির্ণীতঞ্চ গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাদিত্যত্র ॥ ৬৪

**অন্বয়ঃ**।—[ত্বং সর্ব্বেষাং নিয়ামকঃ অতস্তব সংসারিত্বং বস্তুতো নাস্ত্যেব ইত্যাহ স এষ ইত্যাদিনা] অনুমেয়তত্ত্বঃ (অনুমানগম্যস্বরূপঃ, প্রত্যক্ষতো দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ ইত্যর্থঃ) অতিচণ্ডবেগঃ (কালস্য নিরন্তরগতি-

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্ ।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৬৬
কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্‌গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ্‌বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৬৭

বেগেন গতিশীলত্বাৎ কালরূপেণ অতিক্রান্তগতিরিত্যর্থঃ ) সঃ ( পূর্ব্বোক্তঃ ) এষঃ ( নিরূচ্যমানঃ ) ত্বং ( কালরূপী ভগবান্ ) অবিষহ্যঃ ( অসহনীয়ঃ ) [ অনুমেয়তত্ত্ব ইতি অতিচণ্ডবেগ ইতি চ বায়োরপি বিশেষণম্, তথা হি বায়োর-প্রত্যক্ষত্বাৎ অনুমানেন স্পর্শাদিলিঙ্গকেন উপলক্ষেঃ অনুমেয়স্বরূপত্বম্, বেগাতিশয়গামিত্বঞ্চাস্য সিদ্ধমেব ] বায়ুঃ ( প্রভঞ্জনঃ ) ঘনাবলীঃ ( মেঘপঙ্‌ক্তীঃ ) [ মেঘাবলীভিরিবেতি পূরণীয়ম্ ] ভূতৈঃ ( পৃথিব্যাদিভিঃ ) ভূতানি ( পৃথি-ব্যাদিকানি ) কালযানঃ ( চালয়ন্ ) লোকান্ ( জন্তূন্ ) খলু ( নিশ্চিতং ) বিকর্ষসি ( সংহরসি ) ॥ ৬৫

**মূলানুবাদ**।—( হে ভগবন্ ! ) অলক্ষ্যস্বরূপ অতিচণ্ডবেগধারী কালরূপে তুমি,—অসহ্য, অনুমেয়, প্রচণ্ড-বেগশালী বায়ু যেমন (মেঘাবলীকে মেঘাবলী দ্বারা) বিচালিত করিয়া বিলীন করে, সেইরূপ ভূত দ্বারা ভূতসমূহকে বিচলিত করিয়া ধ্বংস করিয়া থাক ॥ ৬৫

**শ্রীধরটীকা**।—তব তু সর্ব্বনিয়ন্তঃ কুতঃ সংসার ইত্যাহ। যঃ স্বশক্ত্যেদং সৃষ্টবান্ স এব ত্বং খলু ভূতৈরেব ভূতানি, মেঘপঙ্‌ক্তীর্বায়ুরিব, কালযানঃ বিচালয়ন্ লোকান্ বিকর্ষসি সংহরসি, অনুমেয়তত্ত্বঃ অলক্ষ্যস্বরূপঃ ॥ ৬৫

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ বিকর্ষণপ্রকারমাহ—প্রমত্তমিত্যাদিনা ] অপ্রমত্তঃ ( প্রমাদশূন্যঃ ) অন্তকঃ ( সংহারকারী ) ত্বং ( ভবান্ ) ক্ষুল্লেলিহানঃ ( ক্ষুধোদ্রেকেণ জিহ্বয়া ওষ্ঠপ্রান্তৌ স্পৃশন্ ) অহিঃ ( সর্পঃ ) আখুমিব (মূষিকমিব) ইতিকৃত্যচিন্তয়া ( এবমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যভাবনয়া ) উচ্চৈঃ ( অতিশয়েন ) প্রমত্তং ( প্রমাদযুক্তং ) প্রবৃদ্ধলোভং ( সমুদ্রিক্তলোভং ) বিষয়েষু ( ভোগ্যবস্তুষু ) লালসম্ ( অতিকামুকম্ প্রাণিনম্ ) সহসা ( কালাতিক্রমমনপেক্ষ্য ) অভিপদ্যসে ( আক্রামসি ) ॥ ৬৬

**মূলানুবাদ**।—ক্ষুধায় লেলিহানজিহ্ব সর্প যেমন মূষিককে সহসা আক্রমণ করে, সেইরূপ অন্তক-রূপী অপ্রমত্ত তুমি ইতিকর্ত্তব্যচিন্তায় অত্যন্ত প্রমত্ত অতিশয় লোভী বিষয়কামুক জীবকে সহসা আক্রমণ করিয়া থাক ॥ ৬৬

**শ্রীধরটীকা**।—বিকর্ষণপ্রকারমাহ প্রমত্তমিতি। ইতিকৃত্যম্ এবমিদং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তয়া উচ্চৈঃ প্রমত্তম্। তত্র হেতুঃ—বিষয়েষু লালসমতিকামুকম্, প্রাপ্তেঽপি বিষয়ে প্রবৃদ্ধলোভম্। অন্তকস্ত্বমভিপদ্যসে আক্রামসি। ক্ষুধা লেলিহানঃ জিহ্বয়া ওষ্ঠপ্রান্তৌ স্পৃশন্ সর্পো মূষিকমিব ॥ ৬৬

**অন্বয়ঃ**।—[ এবম্ভূতং ত্বাং নিবুদ্ধিরেব ন ভজেদিত্যাহ ক ইত্যাদিনা ] যঃ ( জনঃ ) তে ( তব ) অবমান-ব্যয়মানকেতনঃ ( অনাদরেণ শরীরং নাশং প্রাপ্তমিব মন্যমান ইত্যর্থঃ ) [ ঈদৃশঃ ] কঃ পণ্ডিতঃ ( সমুজ্জ্বলবুদ্ধিশালী জনঃ ) ত্বৎপদাব্জং ( ত্বদীয়ং পাদকমলং ) বিজহাতি (পরিত্যজতি, অপি তু ন কোঽপীত্যর্থঃ) যৎ (যাদৃশং ত্বৎ পদাব্জং বিশঙ্কয়া ( ভববন্ধনশঙ্কয়া ) উপপত্তিং বিনা ( যুক্তিব্যতিরেকেণৈব, স্বভাবত এব বিশ্বাসদার্ঢ্যেন ইত্যর্থঃ ) অস্মদ্‌গুরুঃ ( অস্মাকং সর্ব্বেষাং শ্রোতৃপ্রভৃতীনাং গুরুভূতঃ, ব্রহ্মা তস্যৈব সর্ব্বেষামাদিভূতস্য বেদাদ্যুপদেশকত্বাদিতি ভাবঃ ) অর্চ্চতি স্ম ( পূজয়তি স্ম ) [ তথা ] চতুর্দ্দশ মনবঃ ( চতুর্দ্দশসংখ্যকা বৈবস্বতাদয়ঃ ) [ বিশঙ্কয়া উপপত্তিং বিনেতি চ অত্রাপি সম্বধ্যতে ] যৎ ( ত্বৎপদাব্জং, অর্চ্চন্তি স্মেতি বচনব্যত্যয়েনান্বয়ঃ ) ॥ ৬৭

**মূলানুবাদ**।—( হে ভগবন্ ! ) তোমার অনাদর করিলে 'শরীরধারণ নিষ্ফল' এইরূপ যিনি মনে করেন,

অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্। বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ ॥ ৬৮
ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ। স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥ ৬৯
তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্। পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥ ৭০
যোগাদেশমুপাসাদ্য ধারয়ন্তো মুনিব্রতাঃ। সমাহিতধিয়ঃ সর্ব্ব এতদভ্যসতাদৃতাঃ ॥ ৭১

এমন কোন্ পণ্ডিতজন তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করেন? ভববন্ধের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া স্বভাবত দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে তোমার যে-পদাব্জ ব্রহ্মা ও চতুর্দ্দশ মনুগণ পর্য্যন্ত অর্চ্চনা করিয়াছেন ॥ ৬৭

**শ্রীধরটীকা।**—অতঃ কস্তব পদাব্জং ত্যজেৎ পণ্ডিতশ্চেৎ? কথম্ভূতঃ? যস্তব অবমানোঽনাদরঃ তেন ব্যয়মানং কেতনং শরীরং যস্য সঃ। যদস্মাকং গুরুর্ব্রহ্মা অর্চ্চতি স্মেতি সর্ব্বেষাং স্তোতৄণাং বাক্যম্। বিশঙ্কয়া নাশশঙ্কয়া। বিনোপপত্তিমিতি দৃঢ়বিশ্বাসেন। মনবশ্চতুর্দ্দশ অর্চ্চন্তি স্ম ॥ ৬৭

**অন্বয়ঃ।**—বিপশ্চিতাং (জ্ঞানবতাং জনানাং) পরমাত্মন্ (সমুৎকৃষ্টাত্মস্বরূপ।) ব্রহ্মন্ (বৃহদ্রূপ ঈশ্বর।) বিশ্বং (সমগ্রং জগৎ) রুদ্রভয়ধ্বস্তং (কালভয়ধ্বস্তম্) অথ (অস্মাদ্ হেতোঃ) ত্বং (ভবান্) নঃ (অস্মাকং) অকুতশ্চিদ্ভয়া (অকুতোভয়া, ভয়ভাবনাশূন্যেত্যর্থঃ) গতিঃ (আশ্রয়ঃ) অসি ॥ ৬৮

**মূলানুবাদ।**—হে জ্ঞানিগণের পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ ভগবন্। সমগ্র বিশ্বই কালভয়ে বিব্রত, অতএব তুমিই আমাদের অকুতোভয় আশ্রয় ॥৬৮

**অন্বয়ঃ।**—[অথ উপাসনাবিষয়মভিধায় উপসংহারমাহ ইদানীমিত্যাদিনা] [হে] নৃপনন্দনাঃ। (রাজপুত্রাঃ।) স্বধর্ম্মং (স্বীয়মনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্ম্যং কৃত্যম্) অনুতিষ্ঠন্তঃ (আচরন্তঃ) ভগবতি (পরমাত্মনি) অর্পিতাশয়াঃ (সন্নিবেশিতান্তঃ-করণাঃ) [যূয়মিতি শেষঃ] বিশুদ্ধাঃ (বিশুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তঃ) ইদম্ (উক্তরূপং স্তোত্রং) জপত (জপবিধিনা পঠত) [এবং] বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (মঙ্গলং) [স্যাদিতি শেষঃ] [এতচ্চ কর্ম্মমিশ্রভক্তিকথনম্] ॥ ৬৯

**মূলানুবাদ।**—হে রাজপুত্রগণ! তোমরা নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধি সহকারে শ্রীভগবানের উক্ত স্তোত্র জপ করিতে থাক, তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ৬৯

**অন্বয়ঃ।**—আত্মস্থং (স্বীযশরীরস্থং, জীবরূপেণেতি ভাবঃ) সর্ব্বভূতেষু (আত্মভিন্নেষ্বপি সকলপ্রাণিষু) অবস্থিতং (বর্ত্তমানং, জীবরূপেণেতি ভাবঃ) [অথবা সর্ব্বনিয়ামকতয়া সর্ব্বত্র অবস্থিতমিতি] তমেব (পূর্ব্বোক্ত-রূপমেব) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপং) হরিং (শ্রীবিষ্ণুম্) অসকৃৎ (বারং বারং) ধ্যায়ন্তশ্চ (ধ্যানেন জ্ঞানবিষয়ীকুর্ব্বন্তশ্চ) গৃণন্তশ্চ (স্তোত্রপাঠেনাপি জ্ঞানবিষয়ীকুর্ব্বন্তশ্চ) পূজয়ধ্বম্ (সমর্চ্চত) ॥ ৭০

**মূলানুবাদ।**—(হে রাজপুত্রগণ।) সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেই বার বার ধ্যান ও জপবিধি দ্বারা ভাবনা পূর্ব্বক পূজা করিতে থাক ॥ ৭০

**শ্রীধরটীকা।**—উপসংহরতি অথেতি। রুদ্রভয়েন ধ্বস্তম্। অতো ন কুতশ্চিদ্ভয়ং যস্যাঃ তাদৃশী গতিরসি ॥ ৬৮—৭০

**অন্বয়ঃ।**—মুনিব্রতাঃ (মুনিসদৃশব্রতধারিণঃ) সমাহিতধিয়ঃ (সমাধিযুক্তান্তঃকরণাঃ, একাগ্রচিত্তা ইত্যর্থঃ) সর্ব্বে (সকলাঃ, যূয়মিতি শেষঃ) আদৃতাঃ (সমাদরযুক্তাঃ, দৃঢ়বিশ্বাসা ইত্যর্থঃ) যোগাদেশং (যোগাদেশনামকম্) এতৎ (নিরুক্তং স্তোত্রম্) উপাসাদ্য (পাঠতঃ সম্প্রাপ্য) ধারয়ন্তঃ (মনসা ধারণাং কুর্ব্বন্তঃ) অভ্যসত (পুনঃ পুনর্জপত) ॥ ৭১

ইদমাহ পুরাস্মাকং ভগবান্ বিশ্বসৃক্‌পতিঃ।
ভৃগ্বাদীনামাত্মজানাং সিসৃক্ষুঃ সংসিসৃক্ষতাম্॥ ৭২
তে বয়ং চোদিতাঃ সর্ব্বে প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরাঃ।
অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিসৃক্ষ্মো বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ ৭৩

অথেদং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্। অচিরাচ্ছ্রেয় আপ্নোতি বাসুদেবপরায়ণঃ॥ ৭৪
শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্। সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞাননৌর্ব্যসনার্ণবম্॥ ৭৫

**মূলানুবাদ।**—হে রাজপুত্রগণ! তোমরা সকলে মুনিব্রতধারী হইয়া সমাহিতচিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে এই যোগাদেশ নামক স্তোত্র পাঠ করিয়া ধারণাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ইহার জপ করিবে॥ ৭১

**শ্রীধরটীকা।**—যোগাদেশং নাম্নৈতৎ স্তোত্রম্ উপাসাদ্য পাঠতঃ প্রাপ্য মনসা ধারয়ন্তঃ অভ্যাসেন জপত॥ ৭১

**অন্বয়ঃ।**—[ অথাস্য স্তোত্রস্য স্বেন পূর্ব্বং লাভহেতুমাহ ইদমাহেত্যাদিনা ] পুরা ( পূর্ব্বস্মিন্ কালে ) ভগবান্ ( ঐশ্বর্য্যশালী ) বিশ্বসৃক্‌পতিঃ ( প্রজাপতিশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা ) সিসৃক্ষুঃ ( সৃষ্টিং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ) সংসিসৃক্ষতাং ( সম্যক্ সৃষ্টিকার্য্যং কর্ত্তুমভিলষতাম্ ) আত্মজানাং ( স্বীয়পুত্রাণাং ) ভৃগ্বাদীনাং ( ভৃগুপ্রভৃতীনাং ) [ সমীপে ইতি শেষঃ ] অস্মাকং ( অস্মান্ সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী ) ইদম্ ( উক্তরূপং স্তোত্রম্ ) আহ ( কথিতবান্ )। [ অতঃ হিতকাম্যয়া ব্রহ্মণা স্বসুতসন্নিধানে প্রোক্তস্যাস্য স্তোত্রস্য নিষ্ফলতা মা শঙ্কি ইতি ভাবঃ ]॥ ৭২

**মূলানুবাদ।**—পূর্ব্বকালে ভগবান্ প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিস্তৃতরূপে সৃষ্টিকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে অভিলাষী ভৃগু প্রভৃতি স্বীয় পুত্রগণের সন্নিধানে আমাকে উক্ত স্তোত্র বলিয়াছিলেন॥ ৭২

**অন্বয়ঃ।**—প্রজাসর্গে ( প্রজাসৃষ্টিরূপে কার্য্যে ) চোদিতাঃ ( তেন ব্রহ্মণা নিযুক্তাঃ ) সর্ব্বে ( সকলাঃ ) প্রজেশ্বরাঃ ( প্রজাপতয়ঃ ) বয়ং ( রুদ্রাদয়ঃ ) অনেন ( নিরুক্তস্তোত্রেণ ) ধ্বস্ততমসঃ ( বিনষ্টাজ্ঞানান্ধকারাঃ সন্তঃ ) বিবিধাঃ ( নানারূপাঃ ) প্রজাঃ ( সন্ততিঃ ) সিসৃক্ষ্মঃ ( সৃষ্টবন্তঃ )॥ ৭৩

**মূলানুবাদ।**—প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে নিযুক্ত হইয়া আমরা প্রজাপতিগণ এই স্তোত্র দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিধ্বস্ত হওয়ায় বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি॥ ৭৩

**অন্বয়ঃ।**—অথ ( অস্মাদ্ হেতোঃ ) পুমান্ ( জীবঃ ) যুক্তঃ ( একাগ্রচিত্তঃ ) অবহিতঃ ( অপ্রমত্তঃ ) বাসুদেবপরায়ণঃ ( বিষ্ণুতৎপরঃ সন্ ) নিত্যদা ( প্রতিক্ষণম্ ) ইদম্ ( উক্তস্তোত্রং ) জপন্ ( জপবিধিনা পঠন্ ) অচিরাৎ ( অবিলম্বেন ) শ্রেয়ঃ ( মঙ্গলম্ ) আপ্নোতি ( লভতে )॥ ৭৪

**মূলানুবাদ।**—অতএব পুরুষ একাগ্রচিত্তে অবহিতভাবে বাসুদেবপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই স্তোত্র জপ করিতে থাকিলে অচিরাৎ শ্রেয় লাভ করিয়া থাকে॥ ৭৪

**শ্রীধরটীকা।**—বিশ্বসৃজাং পতির্ব্রহ্মা॥ ৭২॥ সিসৃক্ষ্মঃ সৃষ্টবন্তঃ॥ ৭৩॥ যুক্ত একাগ্রচিত্তঃ॥ ৭৪

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ জ্ঞানস্য সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদয়তি শ্রেয়সামিত্যাদিনা ] ইহ ( অস্মিন্ সংসারে ) জ্ঞানং ( ভগবদ্‌বিষয়কং বিজ্ঞানং, ভগবদ্রূপগুণৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানং বা ) সর্ব্বেষাং ( নিখিলানাং ) শ্রেয়সাং ( শ্রেয়স্করবস্তূনাং ) পরম্ ( উত্তমং ) নিঃশ্রেয়সম্ ( নিরতিশয়শ্রেয়সম্ ) [ তথা হি ভাগবতং জ্ঞানং পরমার্থকারকত্বাৎ সকলকাম্যবস্ত্বপেক্ষয়া সমুৎকৃষ্টমিতি ভাবঃ ] [ তত্রৈব হেতুমুপন্যস্যতি সুখমিত্যাদিনা ] জ্ঞাননৌঃ ( জ্ঞানমেব নৌঃ, তরণীসাদৃশ্যেন

য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্গীতং ভগবৎস্তবম্। অধীযানো দুবাবাধ্যং হবিমাবাধযত্যসৌ ॥ ৭৬
বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্‌যদ্‌যদিচ্ছত্যসত্ববন্। মদ্গীতগীতাৎস্বপ্রীতাচ্ছ্রেযসামেকবল্লভাৎ ॥ ৭৭
ইদং যঃ কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। শৃণুযাচ্ছ্রাবযেন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৭৮
গীতং ময়েদং নবদেবনন্দনাঃ পবস্য পুংসঃ পবমাত্মনঃ স্তবম্।
জপন্ত একান্তধিয়স্তপো মহ,-চ্চবধ্বমন্তে তত আপ্স্যথেপ্সিতম্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুবাণে পাবমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রগীতং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যাযঃ ॥২৪

উত্তরণসাধনং যস্য স ইতি ব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞানরূপসংসারোত্তরণসাধকবস্তুযুক্তঃ জনঃ) দুষ্পারং (দুস্তরং) ব্যসনার্ণবং (বিপৎসাগরং) সুখম্ (অনায়াসং যথা স্যাৎ তথা) তরতি (অতিক্রামতি) ॥ ৭৫

মূলানুবাদ।—এই সংসারে শ্রীভগবানেব রূপ-গুণাদিবিষয়ক জ্ঞানই সকল শ্রেয়স্কর পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেয়স্কব বস্তু; কাবণ যিনি জ্ঞানরূপ-তরণী লাভ করিযাছেন, তিনি অনাযাসে দুস্তব ব্যসনসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥ ৭৫

শ্রীধরটীকা।—জ্ঞানমেব নৌর্যস্য ॥ ৭৫

অন্বয়ঃ।—[অথ স্তোত্রপাঠফলং বিবৃণ্বন্ স্তোত্রস্য প্রশংসার্থবাদমাহ য ইত্যাদিনা] যঃ (জনঃ) শ্রদ্ধযা (ভগবদ্বিষযকবহুমানেন) যুক্তঃ (অন্বিতঃ সন্) মদ্গীতং (ময়া কথিতম্) ইমং (পূর্ব্বোক্তরূপং) ভগবৎস্তবং (ভগবতঃ স্তোত্রম্) অধীযানঃ (পঠন্) অসত্বরন্ (স্থিরঃ সন্নিত্যর্থঃ, অসংস্তবন্নিতি বা পাঠঃ) দুরাবাধ্যম্ (অতিপ্রযাসেন আরাধনযোগ্যং) হরিং (শ্রীনাবাযণম্) আরাধয়তি, অসৌ (নিরুক্তকার্য্যকারী) পুরুষঃ (মানবঃ) যদ্ যৎ (যাদৃশং যাদৃশম্ অভীষ্টার্থম্) ইচ্ছতি (কামযতে) [তৎ তৎ] মদ্গীতগীতাৎ (মদুক্তস্তোত্রপ্রতিপাদিতাৎ) সুপ্রীতাৎ (শোভনপ্রীতিযুক্তাৎ) শ্রেয়সাং (কল্যাণানাম্) একবল্লভাৎ (একমাত্রপ্রিযাৎ, একায়নাদিতি ভাবঃ) অমুষ্মাৎ (নাবায়ণাৎ) বিন্দতে (লভতে)। [অমুষ্মাদিতি হবাদিত্যর্থ ইতি বিশ্বনাথমতম্। তন্মতে মদ্গীতগীতাৎ মদুক্তাৎ স্তোত্ররূপগীতাদিত্যর্থঃ। সুপ্রীতাদিতি য খলু স্তোত্রমিদং গাযতি তং প্রতি স্তোত্রমেবেদং প্রীতমিব ভবতি ইতি ভাবঃ] ॥ ৭৬।৭৭

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইযা মদুক্ত এই ভগবানের স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক স্থিবভাবে দুরাবাধ্য ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি যাহা যাহা ইচ্ছা কবে, কল্যাণের একমাত্র আশ্রব মদুক্ত স্তোত্র দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত সুপ্রীত ভগবানেব নিকট হইতে সেই সেই কাম্য বস্তু লাভ করিযা থাকে ॥ ৭৬।৭৭

অন্বয়ঃ।—[অন্যমপি প্রশংসার্থবাদমাহ ইদং য ইত্যাদিনা] যঃ মর্ত্ত্যঃ (মবণধর্ম্মা জনঃ) কল্যে (প্রভাতে) উত্থায় (শয্যাং ত্যক্ত্বা) প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ) শ্রদ্ধযান্বিতঃ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্) ইদং (স্তোত্রং) শৃণুয়াৎ (স্বয়ম্ আকর্ণযেৎ) শ্রাবযেৎ (অন্যেষাং শ্রাবণং কুর্য্যাৎ) [সঃ] কর্ম্মবন্ধনৈঃ (সংসারহেতুভূতকর্ম্মবন্ধৈঃ) মুচ্যতে (মুক্তো ভবতি) ॥ ৭৮

মূলানুবাদ।—যে মর্ত্ত্যবাসী মানব প্রভাতকালে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধাসহকারে এই স্তোত্র স্বয়ং শ্রবণ করে বা অন্যকে শ্রবণ কবায়, সেই ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ কবে ॥ ৭৮

শ্রীধরটীকা।—যোঽধীযানো ভবতি অসৌ হরিমাবাধয়তি ॥ ৭৬ ॥ অমুষ্মাৎ হরেঃ। অসত্বরন্ স্থিরঃ সন্।

মদ্গীতং স্তোত্রং তেন গীতাৎ স্তবাৎ। যদ্যদিচ্ছতি তৎ তদ্বিন্দতে। এক এব বল্লভঃ প্রিয় আশ্রয়স্তস্মাৎ॥ ৭৭॥ কল্যে উষসি॥ ৭৮

অন্বয়ঃ।—[অথ অন্তে পুনরপি এতজ্জপেন ঈপ্সিতলাভং স্মারয়তি গীতমিত্যাদিনা] নবদেবনন্দনাঃ! (হে রাজপুত্রাঃ!) ময়া গীতং (ময়া কথিতম্) ইদং (নিরুক্তরূপম্) [ইদমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্] পরস্য পুংসঃ (পরমপুরুষস্য) পরমাত্মনঃ (নারায়ণস্য) স্তবং (স্তোত্রম্) একান্তধিয়ঃ (একাগ্রচিত্তাঃ সন্তঃ) জপন্তঃ (পঠন্তঃ) মহত্তপঃ (উৎকৃষ্টাং তপস্যাং) চরধ্বম্ (অনুতিষ্ঠত) অন্তে (তস্য তপসঃ অবসানে) ততঃ (তস্মাৎ তপসঃ) ঈপ্সিতম্ (অভিলষিতম্) আপ্স্যথ (লপ্স্যধ্বে, যূয়মিতি শেষঃ)॥ ৭৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে রাজপুত্রগণ! আমি যে পরমপুরুষ পরমাত্মার স্তব বলিলাম, একাগ্রচিত্তে এই স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক মহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান কর, পরে ইহা হইতেই ঈপ্সিত ফল লাভ করিবে॥ ৭৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—তপশ্চরত, তপসোঽন্তে ঈপ্সিতং প্রাপ্স্যথ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীশঙ্কর আরও বলিতে লাগিলেন—হে রাজপুত্রগণ! তোমরা একথা মনে করিও না যে, ভগবান্‌ত অভিন্ন, অতএব তাঁহার আকার ভেদ হওয়া অসম্ভব, কারণ পুরুষ একরূপ হইলেও তদীয় মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে বহুরূপযুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই সূচনা করা হইয়াছে। সেই মায়াশক্তিপ্রভাবেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ মহত্তত্ত্বাদি রূপে বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়া থাকে। ঐ মায়াশক্তি প্রভাবে আবার জগতে যে জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ভগবান্ নিজ অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি' অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একজন অর্থাৎ জীবাত্মা ভোগ কার্য্য করিয়া থাকেন, পরমাত্মা বা মুক্ত আত্মা ভোগ করেন না, কেবল প্রকাশগুণে দীপ্ত হইয়া থাকেন। উক্ত স্থলে শ্লোকে মধুমক্ষিকার মধুপান দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, যেমন মধুমক্ষিকার সঞ্চিত মধুচক্র হইতে মধুপান করিতে ইচ্ছুক অতি আসক্ত ব্যক্তি মক্ষিকার দংশনেও উহা ত্যাগ করে না, সেইরূপ জীব নানাবিধ দুঃখ-সন্তাপ ভোগ করিয়াও শরীরভোগে সহসা নিস্পৃহ হয় না, পরন্তু যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষীণ না হয়, তাবৎকাল উহা ভোগ করিতে থাকে।

শ্রীভগবান্ কালরূপী, তিনি সমস্ত জগৎকে আবার সময়ে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহাকে সাধারণ ব্যক্তি প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে না, পরন্তু অনুমান ও শব্দপ্রমাণে তাঁহার উপলব্ধি করিয়া থাকে। কালরূপে তিনি বিষয়াসক্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকেই আক্রমণ করেন, যে ব্যক্তি মূঢ়, সেই ব্যক্তিই শ্রীভগবানের চরণ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়া থাকে, আর যাহার সদসদ্বিবেক বর্ত্তমান, সে কখনও ভগবানের চরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সুখে মত্ত হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের অবজ্ঞায় ব্যাপৃত হওয়াকে পাতক বলিয়া মনে করে, ভগবানের উপাসনা না করিলে শরীরধারণকে যে ব্যর্থ বলিয়া ধারণা করে, সে ব্যক্তি কখনই ভগবানের উপাসনায় পরাঙ্মুখ হইতে পারে না। অতএব হে ভগবন্! আমরা তোমার চরণাশ্রয় করিতেছি, তুমি আমাদের কল্যাণ সাধন কর।

হে ভগবন্! ব্রহ্মা ও মনু প্রভৃতি সকলেই তোমার চরণের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য তোমার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহারা অসীমশক্তিসম্পন্ন হইয়াও তোমার অর্চ্চনা করিতে যখন পরাঙ্মুখ হন নাই, তখন আমরা

ক্ষুদ্রশক্তি মানব তোমার অর্চ্চনায় বিমুখ হইব কেন ? তোমাকে যে ব্যক্তি মন-প্রাণবিনিময়ে অর্চ্চনা করিয়া থাকে একমাত্র তুমি যাহার অন্তঃকরণের আরাধ্যরূপে পরিণত হইয়াছ, তাহার আর কালভয় থাকে না, তুমিই তাহাদের একমাত্র অভয় আশ্রয়।

হে রাজপুত্রগণ! এইরূপে তোমরা বিশুদ্ধি রক্ষা পূর্ব্বক নিজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীভগবানের এই স্তোত্র জপ করিতে থাক, তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে ও কর্ম্মমিশ্র ভগবদ্‌ভক্তির অবলম্বনে তোমাদের কাম্যফললাভে ব্যাঘাত ঘটিবে না। এই স্তোত্র ভগবান্ ব্রহ্মার কথিত, অতএব এবিষয়ে কোনও সংশয় করিবার সম্ভাবনা নাই; নিজপুত্রগণের সৃষ্টিনৈপুণ্যসম্পাদনকামনায় ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছিলেন, ইহাতে তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৬২—৭৯

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথশর্ম্মাণা-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম-তৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাহধ্যায়ে॥ ২৪

---

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—※—

## পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ বার্হিষদৈরভিপূজিতঃ। পশ্যতাং রাজপুত্রাণাং তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরঃ॥ ১
রুদ্রগীতং ভগবতঃ স্তোত্রং সর্ব্বে প্রচেতসঃ। জপন্তস্তে তপস্তেপুর্ব্বর্ষাণামযুতং জলে॥ ২
প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্তঃ কর্ম্মস্বাসক্তমানসম্। নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধযৎ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[ অথ প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রান্ প্রচেতসঃ পূর্ব্বাধ্যাযনিরুক্তরূপেণ সমুপদিশ্য ভগবতো রুদ্রস্য তত্রৈবান্তর্দ্ধানমাহ ইতীত্যাদিনা। ] ভগবান্ হরঃ ( রুদ্রঃ ) ইতি ( চতুর্বিংশাধ্যাযোক্তরূপেণ ) সন্দিশ্য ( উপদিশ্য, প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রান্ প্রচেতস ইতি শেষঃ ) বার্হিষদঃ ( বর্হিষদৈঃ প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রৈঃ ) অভিপূজিতঃ ( সম্যক্‌তয়া সমর্চ্চিতঃ সন্ ) রাজপুত্রাণাং ( প্রাচীনবর্হিষো রাজ্ঞঃ পুত্রাণাং ) পশ্যতামেব ( তেষু পশ্যৎসু সৎস্বেব ইত্যর্থঃ ) তত্র ( তস্মিন্ স্থানে ) অন্তর্দধে ( অন্তর্দ্ধানং প্রাপ, অদৃশ্যোঽভবদিতি যাবৎ )॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—ভগবান্ রুদ্রদেব উক্তরূপে প্রচেতাদিগকে সম্যক্ তত্ত্বোপদেশ দান করিয়া তাঁহাদের পূজা লাভ করিলেন এবং রাজপুত্রগণের সমক্ষেই সেই স্থানে অদৃশ্য হইযা গেলেন॥ ১

অন্বয়ঃ।—[ অথ প্রচেতসাং তপশ্চরণমাহ রুদ্রেত্যাদিনা ] [ অথ ] তে সর্ব্বে প্রচেতসঃ ( প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ ) রুদ্রগীতং ( রুদ্রেণ শঙ্করেণ গীতং কথিতং ) ভগবতঃ স্তোত্রং ( যোগাদেশনামকং স্তবং ) জপন্তঃ, বর্ষাণামযুতং ( দশসহস্রসংখ্যকান্ বৎসরানভিব্যাপ্য, কালাধ্বনোরিত্যাদিনা দ্বিতীযা ) জলে তপস্তেপুঃ ( তপস্যাং চক্রুঃ )॥ ২

মূলানুবাদ।—( অনন্তর ) রুদ্রকথিত শ্রীভগবানের স্তোত্র জপ করতঃ সেই প্রচেতা সকল দশ সহস্র বৎসর কাল জলে থাকিয়া তপস্যা করিলেন॥ ২

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

প্রচেতঃসু তপস্যৎসু তৎপিত্রে নারদো মুনী। প্রাচীনবর্হিষেঽধ্যাত্মং পারোক্ষ্যেণাহ পঞ্চভিঃ॥
পুরঞ্জনকথাব্যাজাৎ পঞ্চবিংশে তু নারদঃ। আত্মনো বুদ্ধিসঙ্গেন বিবিধামাহ সংসৃতিম্॥
প্রচেতঃসু তপস্তীব্রং তপ্যমানেষু নারদঃ। পুরঞ্জনকথাকূটং প্রাহ প্রাচীনবর্হিষে॥ ১।২

অন্বয়ঃ।—[ প্রচেতসাং তপশ্চরণকাল এব নারদেন তেষাং জনকস্য প্রাচীনবর্হিষঃ সমীপে পুরঞ্জনোপাখ্যানমিষেণ তত্ত্বানামুপদেশ ইতি প্রতিপাদযিতুং প্রচেতসাং বৃত্তমসমাপ্যৈব তদবৃত্তং প্রস্তৌতি প্রাচীনবর্হিষামিত্যাদিনা ] [ হে ] ক্ষত্তঃ ( বিদুর ! ) [ যদা প্রচেতসঃ তপোব্যাপৃতা আসন্ তস্মিন্ এব কালে ইত্যধ্যাহর্ত্তব্যম্ ] অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ ( অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞঃ ) নারদঃ কৃপালুঃ ( মদীযপ্রিযশিষ্যস্য ধ্রুবস্যাযং বংশঃ কর্ম্মনিমগ্নো দুঃখং

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে। দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে॥ ৪

শ্রীরাজোবাচ।

ন জানামি মহাভাগ পরং কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ। ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্ম্মভিঃ॥ ৫

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ। ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু॥ ৬

মা বিদ্যাদিত্যেবং দয়াপরবশঃ সন্ ইত্যর্থঃ) কর্ম্মসু (যজ্ঞাদিক্রিয়াসু) আসক্তমানসং (আসক্তং সংলগ্নং মানসং মনো যস্য তথাভূতং) প্রাচীনবর্হিষং (তদাখ্যং প্রচেতসাং পিতরং) প্রত্যবোধয়ৎ (পুরঞ্জনোপাখ্যানকথনচ্ছলেন তত্ত্বমুপদিদেশ ইত্যর্থঃ)॥৩

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! (সেই সময়ে) আত্মতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ নারদমুনি কৃপাপরবশ হইয়া যজ্ঞাদি-কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তচিত্ত প্রাচীনবর্হিকে (পুরঞ্জন-কথাচ্ছলে) আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—প্রচেতঃসু তপশ্চরৎসু নারদঃ প্রাচীনবর্হিষং বোধিতবান্, অতঃ প্রচেতসাং কথামসমাপ্যৈব তৎপিতুর্ব্বৃত্তমাহ প্রাচীনবর্হিষমিতি॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[অথ প্রাচীনবর্হিষং প্রতি নারদস্য উপদেশোপক্রমমাহ শ্রেয়স্ত্বমিত্যাদিনা] [হে] রাজন্! ত্বং কর্ম্মণা (যজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপেন) আত্মনঃ (স্বস্য) কতমৎ (কিংস্বরূপং) শ্রেয়ঃ (পুরুষার্থম্) ঈহসে (ইচ্ছসি)? [অবিদিতে শ্রেয়ঃসমূহে নিরুক্তপ্রশ্নস্য উত্তরং কর্ত্তুমশক্যমিতি শ্রেয়ঃসমূহং নির্বক্তি দুঃখেত্যাদিনা] দুঃখহানিঃ (দুঃখস্য নিবৃত্তিঃ) [তথা] সুখাবাপ্তিঃ (সুখস্য প্রাপ্তিঃ) শ্রেয়ঃ (পুরুষার্থঃ) [ভবতীতি শেষঃ]। তৎ (দুঃখ-হানিঃ সুখাবাপ্তিশ্চ ইত্যেতদুভয়মেব শ্রেয়ঃ) ইহ (কর্ম্মণি) ন চ (নৈব) ইষ্যতে (তত্ত্বদর্শিভিঃ অনুমন্যতে) [কর্ম্মনা জনিতস্য সুখস্যাপি দুঃখমিশ্রত্বাৎ নশ্বরত্বাচ্চ উপাদেয়ত্বাভাবাৎ ন কর্ম্মণ উপাদেয়সুখাদিজননযোগ্য-তেতি ভাবঃ]॥ ৪

মূলানুবাদ।—(নারদ প্রাচীনবর্হিকে বলিলেন) হে রাজন্! কর্ম্ম দ্বারা তুমি নিজের কিরূপ পুরুষার্থ কামনা করিতেছ? দুঃখনিবৃত্তি ও সুখের প্রাপ্তিই পুরুষার্থ, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ কর্ম্মে ঐ পুরুষার্থ স্বীকার করেন না, (কারণ কর্ম্ম হইতে যে সুখ হয়, তাহা দুঃখমিশ্রিত)॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—শ্রেয়ঃ ফলম্ ঈহসে ইচ্ছসি। ইহ কর্ম্মণি তদুভয়ং নেষ্যতে বিচারকৈঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—মহাভাগ! কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ (কর্ম্মভিঃ অপবিদ্ধা বিক্ষিপ্তা ধীঃ বুদ্ধির্যস্য তথাভূতঃ, কর্ম্মবিক্ষিপ্তান্তঃ-করণ ইত্যর্থঃ) [অহম্] পরম্ (উৎকৃষ্টং শ্রেয়ঃ, উৎকৃষ্টশ্রেয়ঃসাধনঞ্চ) ন জানামি (নাবধারয়ামি), [অতঃ] যেন (বিমলজ্ঞানেন) কর্ম্মভিঃ মুচ্যেয় (মুক্তিং লভেয়) [তাদৃশং] বিমলং (বিশুদ্ধং) জ্ঞানং মে (মৎসমীপে) ব্রূহি (প্রকাশয়)॥ ৫

মূলানুবাদ।—রাজা (প্রাচীনবর্হি) বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমার অন্তঃকরণ কর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমি উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ বা শ্রেয়ের উপায় বুঝিতে পারিতেছি না, অতএব আমি যাহাতে কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি আমাকে সেইরূপ নির্ম্মল জ্ঞানের উপদেশ করুন॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—পরং শ্রেয়ো মোক্ষম্। কর্ম্মভিরপবিদ্ধা বিক্ষিপ্তা ধীর্যস্য॥ ৫

অন্বয়ঃ।—কূটধর্ম্মেষু (কূটং বঞ্চনা এব ধর্ম্মঃ স্বভাবো যেষাং তথাভূতেষু প্রতারণাদিস্বভাবেষু) গৃহেষু (সংসারেষু) [স্থিত ইতি শেষঃ] পুত্রদারধনার্থধীঃ (পুত্রেষু, দারেষু কলত্রেষু, ধনেষু চ অর্থধীঃ পুরুষার্থবুদ্ধির্যস্য তথা-

শ্রীনারদ উবাচ।

ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ॥ ৭

এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব। সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ॥ ৮
অত্র তে কথয়িষ্যেঽমুমিতিহাসং পুরাতনম্। পুরঞ্জনস্য চরিতং নিবোধ গদতো মম॥ ৯

ভূতঃ, পুত্রাদিষেব নশ্বরেষু পরমপুরুষার্থত্বং মন্বান ইত্যর্থঃ) মূঢ়ঃ (মোহাবৃতমানসঃ) সংসারবর্ত্মসু (সংসারমার্গে) ভ্রাম্যন্ পরং (পরমং শ্রেয়ঃ) ন বিন্দতে (ন লভতে)॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—প্রতারণাস্বভাব সংসারে অবস্থিত মূঢ় ব্যক্তি পুত্র, কলত্র ও ধনরত্নাদিকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া সংসারপথে ভ্রমণ করিতে থাকে, কিন্তু বাস্তবিক পরমপুরুষার্থ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না॥ ৬

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ গৃহেষু স্থিতঃ পুত্রাদিষেব পুরুষার্থধীর্যস্য॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—[বাঙ্‌মাত্রেণ বস্তুবোধনাপেক্ষয়া বাচা প্রতিপাদ্যস্য বিষয়স্য প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শনেন দৃঢ়ঃ প্রত্যয়ঃ স্যাদিতি প্রাচীনবর্হিষা যজ্ঞে নিহতানাং পশূনাং যোগশক্ত্যা প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শনেন কর্ম্মফলেষু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুমাহ ভো ইত্যাদি] ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ (হে প্রাচীনবর্হিঃ।) নির্ঘৃণেন (নির্ন বিদ্যতে ঘৃণা দয়া যস্য তথাভূতেন তেন, নির্দয়েন) ত্বয়া অধ্বরে (যজ্ঞে) সংজ্ঞাপিতান্ (মারিতান্) সহস্রশঃ (বহুসহস্রসংখ্যকান্) পশূন্ (পশুদেহমাপন্নান্) জীবসঙ্ঘান্ [জীবসমূহান্] পশ্য। [তথা হি ত্বয়া যে পশুসঙ্ঘা যজ্ঞে মারিতাঃ তানহং সম্প্রতি যোগশক্ত্যা জীবয়িত্বা ত্বাং দর্শয়ামি পশ্য ইতি ভাবঃ]॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনারদ বলিলেন—হে রাজন্ প্রজাপতে। তুমি নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে যে সহস্র সহস্র পশুরূপী প্রাণী বধ করিয়াছ, তাহাদিগকে দর্শন কর॥ ৭

**শ্রীধরটীকা।**—কর্ম্মফলেষু বৈরাগ্যমুৎপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যামুপদেষ্টুং যোগানুভাবেন যজ্ঞপশূন্ প্রত্যক্ষং প্রদর্শ্যাহ ভো ভো ইতি। সংজ্ঞাপিতান্ মারিতান্॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—এতে (ত্বয়া পূর্ব্বং হতাঃ পশবঃ) তব বৈশসং (ত্বয়া কৃতাং দেহচ্ছেদনজনিতাং পীড়াং) স্মরন্তঃ [অতএব] উত্থিতমন্যবঃ (উত্থিত উদ্দীপ্তঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যেষাং তথাভূতাঃ, প্রজ্বলিতকোপাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ) সম্পরেতং (মৃতং) ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে (অপেক্ষন্তে, ত্বদীয়ং মরণকালমপেক্ষন্তে ইতি ভাবঃ)। [কথমিত্যাহ অয ইত্যাদি] অয়ঃকূটৈঃ (লৌহময়শৃঙ্গৈঃ) ছিন্দন্তি (ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমানবিভক্ত্যনুশাসনাৎ তদা অবিলম্বিতঃ ছেৎস্যন্তীত্যর্থঃ। সম্পরেতং ত্বামিতি শেষঃ) [বিশ্বনাথমতে সম্পরেতমিত্যুত্তরবাক্যান্বয়ি]॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—তোমা কর্ত্তৃক নিহত এই পশু সকল তোমার কৃত পীড়া স্মরণ করিয়া উদ্দীপ্তকোপ সহকারে তোমার মরণের অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা তোমাকে (মরণের পর) লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা ছেদন করিবে॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—এতে ত্বাং সম্পরেতং মৃতং সংপ্রতীক্ষন্তে, বৈশসং ত্বৎকৃতাং পীড়াং স্মরন্তঃ। ততশ্চ অয়ঃকূটৈর্লৌহময়ৈঃ শৃঙ্গৈশ্ছিন্দন্তি ছেৎস্যন্তি॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—অত্র (অস্মিন্ সঙ্কটে) অমুং (বক্ষ্যমাণং) পুরাতনং (প্রাচীনম্) ইতিহাসং তে কথয়িষ্যে (অহমিতি শেষঃ। স ইতিহাস এব তে নিস্তারকো ভবিষ্যতীতি তাৎপর্য্যম্)। গদতঃ (কথয়তঃ) মম (সকাশাৎ) পুরঞ্জনস্য (তদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ, জীবে আরোপিতস্য ইতি ভাবঃ।) চরিতং (বৃত্তান্তং) নিবোধ (নিঃশেষং শৃণু)॥ ৯

আসীৎ পুরঞ্জনো নাম রাজা রাজন্ বৃহচ্ছ্রবাঃ।
তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাঽবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ॥ ১০

সোঽন্বেষমাণঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ। নানুরূপং যদাবিন্দদভূৎ স বিমনা ইব ॥ ১১

ন সাধু মেনে তাঃ সর্ব্বা ভূতলে যাবতীঃ পুরঃ।
কামান্ কাময়মানোঽসৌ তস্য তস্যোপপত্তয়ে ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—তোমার এই সঙ্কটাবস্থায় আমি তোমার নিকট প্রাচীন ইতিহাস বলিব। আমি পুরঞ্জন নামক রাজার ইতিহাস বলিতেছি, তুমি তাহা নিঃশেষরূপে শ্রবণ কর ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—অত্র অস্মিন্ সঙ্কটে নিস্তারকমমুমিতিহাসং কথয়িষ্যামি ॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—[ জীবস্য বিষয়রাগাৎ সংসারঃ, স চ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ নিবর্ত্ততে, তচ্চ মুখ্যতয়া বিষয়াসক্তচিত্তস্য প্রাচীনবর্হিষো বোধয়িতুমশক্যমিতি জীবাদৌ পুরঞ্জনাদিনামারোপেণ উপাখ্যানচ্ছলমাশ্রিত্য তদ্বোধয়িতুং প্রস্তৌতি আসীদিত্যাদিনা ] রাজন্। পুরঞ্জনো নাম ( পুরং শরীরং জনয়তি স্বীয়কর্ম্মণা সমুৎপাদয়তি ইতি পুরঞ্জনো জীবঃ অথ চ তদাখ্যঃ ) বৃহচ্ছ্রবাঃ ( বৃহৎ প্রভূতং শ্রবঃ যশঃ, দৃষ্টাদৃষ্টসুখসাধককর্ম্মাদিশ্রবণেচ্ছুত্বাৎ মহৎ শ্রবণঞ্চ যস্য তথাভূতঃ ) রাজা ( ভূপতিঃ, জীবপক্ষে অধ্যাত্মাদিভিবিরাজমান ইত্যর্থঃ। ) আসীৎ। তস্য ( পুরঞ্জনস্য ) অবিজ্ঞাতনামা ( ন বিজ্ঞাতং নাম যস্য সঃ অবিদিতনামা ) অবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ( ন বিজ্ঞাতং বিদিতং চেষ্টিতং ক্রিয়াকলাপো যস্য সঃ, বিজ্ঞাতচেষ্টিত ইতি পাঠে বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং জীবপ্রেরণাদিরূপব্যাপারঃ যস্য তথাভূতঃ, ঈশ্বর ইত্যর্থঃ ). সখা আসীৎ। [ তথা হি বন্ধুর্যথা বিপন্নমাত্মবন্ধুং বিপদঃ পরিত্রায়তে, তথৈব ঈশ্বরঃ সংসারসাগরমগ্নং জীবমনুগ্রহেণ তারয়তীতি ভাবঃ। লৌকিকার্থস্তু স্পষ্ট এব ] ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্! বিপুলকীর্ত্তিসম্পন্ন পুরঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার একজন সখা ছিল, তাহার নাম বা ক্রিয়া-কলাপ কেহই জানিত না ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—তত্র জীবস্য বিষয়াসক্ত্যা সংসারঃ, স চ ঈশ্বরানুগ্রহান্নিবর্ত্তত ইতি বক্তুং বিপর্য্যয়গৃহীতস্য সাক্ষাদ্বোধয়িতুমশক্যেঃ রাজবৃত্তান্তমেবাহ আসীদিতি। পুরঞ্জনাদীন্ স্বয়মেব ইতঃ পঞ্চমেঽধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি, তথাপি সুখগ্রহণায় যথোপযোগং কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র স্বকর্ম্মভিঃ পুরং শরীরং জনয়তীতি পুরঞ্জনো জীবঃ। ন বিজ্ঞাতং নাম যস্য, ন চ বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং যস্য, স ঈশ্বরঃ তস্য সখা। যদ্বা বিজ্ঞাতং চেষ্টিতং জীবপ্রেরণাদি লক্ষণং যস্য, জীবপারতন্ত্র্যস্যাঽনুভবসিদ্ধত্বাৎ ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—সঃ প্রভুঃ ( প্রভাবসম্পন্নঃ, জীবপক্ষে বিভুত্বসম্পন্ন ইত্যর্থঃ ) [ রাজা পুরঞ্জনঃ ] শরণং ( বাসস্থানং, জীবপক্ষে ভোগায়তনং শরীরং ) অন্বেষমাণঃ, ( অনুসন্ধৎ, পক্ষে স্বীয়কর্ম্মানুসারেণ লব্ধুংবিচিন্বন্ ইত্যর্থঃ ) পৃথিবীং (সমগ্রাং ধরাং, পক্ষে পৃথিব্যুপলক্ষিতং ব্রহ্মাণ্ডম্) বভ্রাম ( বিচচার, পক্ষে নানাজন্মবত্ত্বাৎ ক্রমেণ বহূন্ দেহানাশিশ্রায় ইত্যর্থঃ ) যদা সং অনুরূপং ( সুযোগ্যং ) ন অবিন্দৎ ( ন লেভে, শরণমিতি শেষঃ ) [কস্মিন্নপি জন্মনি স্বাভীষ্টসকলসুখলাভাভাবাৎ সকলস্যৈব শরণস্য-জীবপক্ষে অননুরূপত্বম্ ] [ তদা ] বিমনা ইব ( বৈমনস্যাদুক্ত ইব ) অভূৎ। [ শূকরাদিজন্মস্বপি বৈষয়িকসুখলাভাৎ ইবেত্যনেন বস্তুতো বৈমনস্যাভাবঃ সূচিতঃ ] ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—প্রভাবসম্পন্ন সেই রাজা আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিয়াও যখন অনুরূপ আশ্রয়স্থান পাইলেন, না, তখন তিনি যেন বিমনা হইয়া পড়িলেন ॥ ১১

স একদা হিমবতো দক্ষিণেষ্বথ সানুষু। দদর্শ নবভির্দ্বার্ভিঃ পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্ ॥ ১৩

প্রাকারোপবনাট্টালপরিখৈরক্ষতোরণৈঃ।

স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সর্ব্বতো গৃহৈঃ ॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—শরণং ভোগায়তনং দেহম্। পৃথিবীং তদুপলক্ষিতং ব্রহ্মাণ্ডম্ ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—কামান্ (ভোগ্যবিষয়ান্) কাময়মানঃ (অভীপ্সন্) অসৌ (পুরঞ্জনঃ) তস্য তস্য (স্বাভিলষিতস্য তত্তৎকামস্য) উপপত্তয়ে (প্রাপ্তয়ে) ভূতলে যাবতীঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) পুরঃ (ভবনানি, দেহাশ্চ) তাঃ সর্ব্বাঃ সাধু (উত্তমং যথা স্যাৎ তথা) ন মেনে (ন মন্যতে স্ম) [প্রভূতভোগ্যাভাবাৎ, পক্ষে গবাদিদেহানাং ভোগসাধনাযোগ্যত্বাৎ।] [যাবত্য ইতি বক্তব্যে যাবতীরিতি আর্ষম্] ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—বিষয়ভোগ কামনা করিয়া রাজা পুরঞ্জন সেই স্বাভীষ্ট ভোগের সাধনজন্য ভূতলে যত পুরী আছে, তাহার কোনটীকেই উপযুক্ত মনে করিলেন না ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা।**—যাবত্যঃ পুরঃ তাস্তস্য তস্য কামস্য উপপত্তয়ে প্রাপ্ত্যৈ অসৌ সাধু ন মেনে। গবাদি দেহানামৈহিকপারলৌকিকভোগযোগ্যত্বাভাবাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ নবৈ নোঽয়মলমিতীতি ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—[অথাস্য কদাচিদনুরূপপুরীলাভমাহ স ইত্যাদিনা] অথ সঃ (পুরঞ্জনঃ) একদা হিমবতঃ (হিমালয়পর্ব্বতস্য) দক্ষিণেষু সানুষু ('তটপ্রদেশেষু, কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ইত্যর্থঃ, তত্রত্য মনুষ্যদেহস্যৈব ফলসাধনত্বাদিতি ভাবঃ) নবভিঃ দ্বার্ভিঃ (দ্বারৈঃ,-শরীরপক্ষে মুখাদিরন্ধ্রৈঃ, উপলক্ষিতামিত্যর্থঃ।) লক্ষিতলক্ষণাং (লক্ষিতানি দৃষ্টানি লক্ষণানি সুলক্ষণানি যস্যাং তথাভূতাম্, পঙ্গুত্বাদিদোষৈঃ অন্ত্যজত্বাদিদোষৈশ্চ শূন্যামিতি শরীরপক্ষার্থঃ) পুরং (ভবনং মনুষ্যশরীরঞ্চ) দদর্শ ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—পরে একদা পুরঞ্জন হিমালয়ের দক্ষিণে সানুপ্রদেশে (কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে) নবদ্বারযুক্ত সুলক্ষণ একটি পুরী দেখিতে পাইলেন ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—হিমবতো দক্ষিণেষু সানুষু কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে। পুরং মনুষ্যশরীরম্। লক্ষিতানি দৃষ্টানি সর্ব্বাণি লক্ষণানি যস্যাম্, অন্ধপঙ্গুত্বাদিদোষরহিতামিত্যর্থঃ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—[তামেব পুরীং বর্ণয়তি প্রাকারেত্যাদিনা] প্রাকারোপবনাট্টালপরিখৈঃ (প্রাকারৈঃ প্রাচীরৈঃ, উপবনৈঃ, অট্টালৈঃ অট্টালিকাভিঃ, পরিখৈঃ পরিখাভিশ্চ সঙ্কুলামিত্যনেনান্বয়ঃ, পরিখাভিরিত্যত্র পরিখৈরিতি পুংস্ত্বমার্ষম্। শরীরপক্ষে প্রাকারস্ত্বচঃ, উপবনানি বহির্বিষয়াঃ, অট্টালো মুখং, পরিখা গুণা ইতি তৈরিত্যর্থঃ।) অক্ষতোরণৈঃ (অক্ষাঃ গবাক্ষাঃ তোরণাণি পুরদ্বারাণি তৈঃ, পক্ষে অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি তোরণানি নেত্রাদীনি দ্বারাণি তৈরিত্যর্থঃ) স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ (স্বর্ণময়ৈঃ রৌপ্যময়ৈঃ লৌহময়ৈশ্চ) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ, পক্ষে পিত্তকফবাতৈর্ধাতুভিঃ রাজসিক-তামসিক-সাত্ত্বিকস্বভাবৈর্বা ইত্যর্থঃ) গৃহৈঃ (ভবনৈঃ, আধারাদিচক্রাদ্যৈশ্চ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্যাং দিশি) সঙ্কুলাং (পরিব্যাপ্তাং, পুরং দদর্শেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—যে পুরী প্রাচীর (ত্বক্ প্রভৃতি অবয়ব), উপবন (বহির্বিষয়), অট্টালিকা (মুখ), পরিখা (গুণ), গবাক্ষ (রোমরন্ধ্র), তোরণ (নেত্রাদি), স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও লৌহময় গৃহচূড়া (বাত, পিত্ত ও কফ, অথবা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বভাব) ও গৃহসমূহ (আধারচক্রাদি) দ্বারা সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত ছিল—(সেই পুরী) দেখিলেন ॥ ১৪

নীলস্ফটিকবৈদূর্য্য-মুক্তামরকতারুণৈঃ। কৢপ্তহর্ম্ম্যস্থলীং দীপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব ॥ ১৫
সভাচত্বররথ্যাভিরাক্রীড়ায়তনাপণৈঃ। চৈত্যধ্বজপতাকাভির্যুক্তাং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬
পুর্য্যাস্তু বাহ্যোপবনে দিব্যদ্রুমলতাকুলে। নদদ্বিহঙ্গালিকুল-কোলাহল-জলাশয়ে ॥ ১৭
হিমনির্ঝর-বিপ্রুষ্মৎ-কুসুমাকরবায়ুনা। চলৎপ্রবাল-বিটপ-নলিনীতটসম্পদি ॥ ১৮
নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ। আহূতং মন্যতে পান্থো যত্র কোকিলকূজিতৈঃ ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—তামনুবর্ণয়তি ত্রিভিঃ। অত্র কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমবলম্ব্য কথাসৌন্দর্য্যায় প্রাকারাদীনি বর্ণ্যন্তে। পবিবৈথিরিতি পুংস্ত্বমার্ষম্। অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি গবাক্ষাঃ। ত্বগাদয়ঃ শরীরাবয়বাঃ প্রাকারাদিপুরাবয়বত্বেন নিরূপ্যন্তে। স্বর্ণাদিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিখরৈর্যুক্তা যে গৃহাস্তৈঃ সঙ্কুলামিতি। আধারাদিচক্রাণি গৃহাঃ শৃঙ্গাণি চ রাজসাদিস্বভাবা বিবক্ষিতাঃ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—[পুনঃ কীদৃশীমিত্যাহ নীলেত্যাদি] নীলস্ফটিকবৈদূর্য্যমুক্তামরকতারুণৈঃ (নীলাঃ নীলকান্তমণয়ঃ, স্ফটিকাঃ, বৈদূর্য্যাঃ বৈদূর্য্যমণয়ঃ, মুক্তাঃ, মরকতাঃ, অরুণানি মাণিক্যানি চ তৈঃ। শরীরপক্ষে হৃদয়কণ্ঠভ্রূমধ্যস্থানানি নীলাদয়স্তদ্বর্ণা নাড্যো জ্ঞেয়াঃ, অথবা নীলাদয়ঃ তদ্বিষয়কবাসনাঃ, তৈরিত্যর্থঃ) কৢপ্তহর্ম্ম্যস্থলীং (কৢপ্তা বিহিতা হর্ম্ম্যস্থল্যঃ ইষ্টকাময়ভবনানি যস্যাং তাং, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ কপোঽভাব ইতি বিশ্বনাথঃ। শরীরপক্ষে স্থলী হৃদয়ং) ভোগবতীমিব (নাগানাং পুরীমিব) শ্রিয়া (শোভয়া) দীপ্তাং (সমুজ্জ্বলাম্, পুরীং দদর্শেত্যন্বয়ঃ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—যে পুরী নীলকান্তমণি, স্ফটিক, বৈদূর্য্য, মুক্তা, মরকত ও মাণিক্য (নীলাদি নাড়ী দ্বারা শোভিত হর্ম্ম্যমালায় (হৃদয়ের কল্পনায়) সুন্দর, যাহা নাগপুরীর ন্যায় শ্রীসমুজ্জ্বল, সেই পুরী দর্শন করিলেন) ॥১৫

**শ্রীধরটীকা।**—নীলাদিভিঃ কৢপ্তা হর্ম্ম্যস্থলী যস্যাম্। অরুণম্ মাণিক্যম্। স্থলী হৃদয়ম্। নাড্যো নীলাদিভাবেন নিরূপ্যন্তে, তত্তদ্বিষয়বাসনা বা। ভোগবতীং নাগানাং পুরীমিব ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—[পুনঃ কীদৃশীমিত্যাহ সভেত্যাদি] সভাচত্বররথ্যাভিঃ (সভা সমাজস্থানং, চত্বরং চতুষ্পথং, রথ্যা রাজপথঃ, তাভিঃ, শরীরপক্ষে সভা রাজোপবেশনস্থানং, সা চাত্র হৃদয়ং, পুরঞ্জনরাজত্বেনারোপিতস্য জীবস্য তত্রৈবাবস্থানাৎ। চত্বরং তালবঃস্থানং, তত্রৈব মুখনাসানয়নকর্ণমার্গাণাং সমাগমাৎ। রথ্যা ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নানাড্যঃ, তাভিঃ) আক্রীড়ায়তনাপণৈঃ (আক্রীড়ায়তনানি দ্যূতাদিস্থানানি, পক্ষে ইন্দ্রিয়গোলকাঃ, আপণঃ হট্টঃ, পক্ষে মনোগোলকঃ, তৈঃ) চৈত্যধ্বজপতাকাভিঃ (চৈত্যং লোকানাং বিশ্রামস্থানং, পক্ষে চিত্তমধ্যম্, ধ্বজপতাকাঃ ধ্বজস্থিতাঃ পতাকাঃ, পক্ষে ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ ধ্বজে স্থিতাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ, তাভিঃ) [তথা] বিদ্রুমবেদিভিঃ (প্রবালমণিময়বেদিকাভিঃ, পক্ষে আধারাদিচক্রমধ্যস্থলভেদৈঃ) যুক্তাং [পুরীং দদর্শেত্যন্বয়ঃ] ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—যে পুরী সভা (হৃদয়স্থান), চতুষ্পথ (তালুর অধোভাগ), রাজপথ (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী), দ্যূতাদিস্থান (ইন্দ্রিয়গোলক), হট্ট (মনোগোলক), বিশ্রামস্থান (চিত্তমধ্যভাগ), ধ্বজস্থিত পতাকা (ভগবানে বৈমুখ্যরূপধ্বজে অবস্থিত পঞ্চ ক্লেশ) এবং প্রবালমণিনির্ম্মিত বেদি (আধারাদি চক্রের মধ্যস্থলবিশেষ) দ্বারা সুশোভিত, (সেই পুরী দেখিলেন)। ১৬

**শ্রীধরটীকা।**—সভা সমাজস্থানম্, চত্বরং চতুষ্পথং, রথ্যা রাজমার্গঃ আক্রীড়ায়তনং দ্যূতাদিস্থানম্, আপণো হট্টঃ, তৈঃ। চৈত্যং জনানাং বিশ্রামস্থানং, ধ্বজেষু যাঃ পতাকাস্তাভিশ্চ যুক্তাম্ ॥ ১৬

যদৃচ্ছয়াগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্ । ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীমেকৈকশতনায়কৈঃ ॥২০
পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং প্রতীহারেণ সর্ব্বতঃ । অন্বেষমাণামৃষভমপ্রৌঢ়াং কামরূপিণীম্ ॥ ২১

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ তস্যাঃ পুর্য্যাঃ বহিরুপবনে পুরঞ্জনেন রাজ্ঞা কস্যাশ্চিৎ নায়িকায়াঃ দর্শনং কারয়ন্নাহ পুর্য্যাস্ত ইত্যাদিনা ] যত্র ( যস্মিন্ বাহ্যোপবনে ) পান্থঃ কোকিলকূজিতৈঃ ( কোকিলানাং শব্দৈঃ) আত্মানম্ আহূত মন্যতে ( সম্ভাবয়তি ), তত্র ( তস্মিন্ ) দিব্যদ্রুমলতাকুলে ( দিব্যৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ লতাভিশ্চ আকুলে পরিব্যাপ্তে, অনেন রূপবৈচিত্র্যং ব্যঞ্জিতমেব ) নদদ্বিহঙ্গালিকুলকোলাহলজলাশয়ে ( নদতাং ধ্বনিকারিণাং বিহঙ্গালিকুলানাং জলচরপক্ষিভৃঙ্গাদীনাং কোলাহলো ধ্বনিঃ যত্র, তথাভূতাঃ জলাশয়াঃ সরোবরাঃ যত্র তাদৃশে, হংসভ্রমরাদিমধুরস্বরসরোবরযুক্তে ইত্যর্থঃ। অনেন শব্দবৈচিত্র্যং ব্যঞ্জিতম্ ) হিমনির্ঝরবিপ্রুষৎ-কুসুমাকরবায়ুনা ( হিমনির্ঝরাণাং শিশিরপ্রস্রবণানাং বিপ্রুষঃ বিন্দবঃ তদ্বান্ যঃ কুসুমাকরবায়ুঃ বসন্তপবনঃ তেন, হিমকণবাহিনা বসন্তসমীরণেন ইত্যর্থঃ ) চলৎপ্রবালবিটপনলিনীতটসম্পদি ( চলন্তঃ কম্পমানাঃ প্রবালাঃ পল্লবাঃ, বিটপাঃ শাখাশ্চ যেষাং তৈঃ বৃক্ষৈঃ নলিনীনাং সরসীনাং তটেষু সম্পৎ যত্র তথাভূতে, কম্পমানশাখাপল্লবভূষিতপাদপবৃক্ষসরোবরতীরশোভিতে ইত্যর্থঃ ) মুনিব্রতৈঃ ( মুনীনাং ব্রতমিব অহিংসাব্রতং দধানৈঃ ) নানারণ্যমৃগব্রাতৈঃ ( নানাবিধৈঃ আরণ্যকপশুসমূহৈঃ ) অনাবাধে ( তৎকৃতবাধাশূন্যে ) পুর্য্যাঃ বাহ্যোপবনে ( বহিরুদ্যানে ) যদৃচ্ছয়াগতাং ( দৈবক্রমেণ উপস্থিতাম্, এতেন তৎসম্বন্ধস্য দুর্নিরূপ্যত্বং ব্যনক্তি ) একৈকশতনায়কৈঃ ( একৈকং শতস্য পরিচালকৈঃ, পক্ষে অসংখ্যবৃত্তিনিয়ামকৈরিত্যর্থঃ ) দশভিঃ ভৃত্যৈঃ ( সহার্থে তৃতীয়া, পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ পঞ্চভিঃ সহেত্যর্থঃ ) আয়ান্তীং প্রমদোত্তমাং ( বরাঙ্গনাং, পক্ষে বিষয়বিবেকবতীং বুদ্ধিমিত্যর্থঃ ) দদর্শ ॥ ১৭—২০

**মূলানুবাদ**।—সেই পুরীর বহির্ভাগে একটি উদ্যান ছিল, তথায় বহু উত্তম বৃক্ষ, লতা ও হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষী এবং ভ্রমরের মধুর শব্দে মনোহর সরোবর ছিল। সেই সরোবরের তীরে যে সকল বৃক্ষ শোভা পাইত, তাহার শাখা ও পল্লব হিমকণবাহী বসন্তপবনে কম্পিত হইত। সেই উদ্যানে বহু বন্যপশু মুনির ন্যায় অহিংসাব্রত অবলম্বন করিয়া বাস করিত, কাজেই সেই সকল পশুদ্বারা কোনও উপদ্রব অনুভূত হইত না। তথায় কোকিলের সুমধুর সঙ্গীতে পথিকের মনে হইত যে, পথিককে যেন আহ্বান করা হইতেছে। পুরঞ্জন তথায় দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়া একটি বরাঙ্গনাকে ( অধ্যাত্মপক্ষে বুদ্ধি ) দেখিতে পাইলেন। তাহার সহিত দশটি ভৃত্য ছিল, ( পক্ষে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ) প্রত্যেক ভৃত্যের অধীনে আবার একশত করিয়া লোক ছিল ( পক্ষে চিত্তের অনন্ত বৃত্তি ) ॥ ১৭—২০

**শ্রীধরটীকা**।—অত্র চ বিষয়নিষ্ঠবুদ্ধিযোগেন জীবস্য দেহসম্বন্ধ ইতি বিবক্ষয়া বিষয়বর্গং বাহ্যোপবনত্বেন নিরূপয়তি, তদ্বিশেষান্ স্রক্‌চন্দনাদীন্ দিব্যদ্রুমলতাদিভাবেন। শেষঃ কথালঙ্কারঃ। বাহ্যোপবনে প্রমদোত্তমাং দদর্শেতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। নদতাং বিহঙ্গালিকুলানাং কোলাহলো যেষু তে জলাশয়া যস্মিন্ ॥ ১৭ ॥ হিমনির্ঝরাণাং বিপ্রুষো বিন্দবঃ, তদ্বতা কুসুমাকরসম্বন্ধিনা বায়ুনা চলন্তঃ প্রবালা বিটপাঃ শাখাশ্চ যেষাং তৈর্বৃক্ষৈর্নলিনীনাং সরসীনাং তটেষু সম্পৎ সমৃদ্ধির্যস্মিন্ ॥ ১৮ ॥ অনাবাধে তৎকৃতবাধারহিতে। মুনিব্রতৈরহিংস্রৈঃ। আত্মানমাহূত মন্যতে যত্র ॥ ১৯ ॥ তত্র প্রমদোত্তমাং বিষয়বিবেকবতীং বুদ্ধিং দদর্শ। যদৃচ্ছয়াগতামিতি তয়োঃ সম্বন্ধস্য দুর্নিরূপ্যত্বং দর্শয়তি। তামনুবর্ণয়তি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। দশভির্জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ। একৈকং প্রত্যেকং শতম্ অনন্তা বৃত্তয়ঃ, তাসাং নায়কৈঃ পতিভিঃ সহ। একৈক-শতনায়িকৈরিতি পাঠে নায়িকাঃ স্ত্রিয়ো যেষাং তৈঃ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ**।—[ তাং পুনঃ কীদৃশীমিত্যাহ পঞ্চেত্যাদি ] পঞ্চশীর্ষা ( পঞ্চ শীর্ষাণি শিরাংসি, পক্ষে বৃত্তয়ঃ

সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাম্।
সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ম্ ॥ ২২
পিশঙ্গনীবীং সুশ্রোণীং শ্যামাং কনকমেখলাম্।
পদ্ভ্যাং ক্বণদ্ভ্যাং চলতীং নূপুরৈর্দেবতামিব ॥ ২৩
স্তনৌ ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ।
বস্ত্রান্তেন নিগূহন্তীং ব্রীড়য়া গজগামিনীম্ ॥ ২৪

যস্য তথাভূতেন। পঞ্চমস্তকশোভিতেন, পক্ষে প্রাণেন। সমাসে শীর্ষস্য শীর্ষন্ আদেশঃ।) অহিনা (সর্পেণ) প্রতীহারেণ (দ্বারপালেন) সর্ব্বতঃ গুপ্তাং (রক্ষিতাম্) স্বধবং (উপভোগকারিণং পতিং, পক্ষে জীবম্) অন্বেষমাণাং (অন্বিষ্যন্তীম্) অপ্রৌঢ়াং (প্রৌঢ়ভাবশূন্যাং, অভিনবযৌবনামিত্যর্থঃ) কামরূপিণীং (সর্ব্বদা বিবিধশৃঙ্গারশালিনীং, পক্ষে বিবিধবাসনাশালিনীং) [প্রমদোত্তমাং দদর্শেত্যন্বয়শেষঃ] ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—যে বরাঙ্গনা পঞ্চমস্তকযুক্ত অহিরূপ দ্বারপাল (পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণ) দ্বারা সুরক্ষিত এবং স্বীয় ভোগকারী পতির (জীবের) অন্বেষণে তৎপর, যাহার প্রৌঢ়ভাব গত হয় নাই এবং যিনি বিবিধ শৃঙ্গারভাব (বিবিধ বাসনা) ধারণ করেন, (সেই বরাঙ্গনাকে দেখিলেন ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—পঞ্চ শীর্ষাণি বৃত্তয়ো যস্য তেন অহিনা প্রাণেন প্রতীহারেণ দ্বারপালকেন গুপ্তাম্। স্বধবং ভর্ত্তারম্। অপ্রৌঢ়াং ষোড়শবার্ষিকীম্ ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—[পুনঃ কীদৃশীমিত্যাহ সুনাসামিত্যাদি] সুনাসাং (শোভনয়া নাসিকয়া যুক্তাং) [গন্ধজ্ঞানাদিভিঃ বুদ্ধিবৃত্তিভিরেব সুনাসত্বাদিকথনমিতি সমাসেন বোধ্যম্] সুদতীং (শোভনা দন্তা যস্যাঃ তথাভূতাং, বহুব্রীহৌ দন্তস্য দৎ, শোভনদশনশালিনীং) বালাং (বাল্যমেকান্ততোঽনতিক্রান্তাং) সুকপোলাং (শোভনগণ্ডস্থলযুক্তাং) বরাননাং (বরম্ উৎকৃষ্টমাননং মুখং যস্যাঃ তথাভূতাং) সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং (সমং তারতম্যশূন্যং যথা স্যাৎ তথা বিন্যস্তৌ রচিতৌ যৌ কর্ণৌ শ্রবণদ্বয়ং তাভ্যাং, অন্যূনাধিককর্ণদ্বয়েন ইত্যর্থঃ।) কুণ্ডলশ্রিয়ং (কুণ্ডলয়োঃ শোভাং) বিভ্রতীং (ধারয়ন্তীং) [তথা] পিশঙ্গনীবীং (পিশঙ্গা পীতবর্ণা নীবী বসনবন্ধঃ বসনং বা যস্যাঃ তাং) সুশ্রোণীং (শোভননিতম্বযুক্তাং) শ্যামাং (শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গীত্যাদিপরিভাষিকশ্যামালক্ষণলক্ষিতাম্, বুদ্ধিপক্ষে তু তমোময়ত্বাৎ শ্যামত্বমনুসন্ধেয়ম্।) কনকমেখলাং (কনকস্য সুবর্ণস্য যা মেখলা কাঞ্চী তদ্যুক্তাং, বুদ্ধিপক্ষে রজোগুণস্য রক্তত্বাৎ তথাত্বম্ আরোপিতম্) নূপুরৈঃ (অলঙ্কারবিশেষৈঃ) ক্বণদ্ভ্যাং (শব্দং কুর্ব্বদ্ভ্যাং) পদ্ভ্যাং (চরণাভ্যাং) চলতীং (বিহরন্তীং, সুমভাব আর্ষঃ) দেবতামিব (দেবতাসদৃশীং দিব্যভাবযুক্তাং) [তথা] ব্রীড়য়া (লজ্জয়া) ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ (ব্যঞ্জিতং সূচিতং কৈশোরং কিশোরভাবঃ যাভ্যাং তৌ, কিশোরভাবসূচকৌ) সমবৃত্তৌ (তুল্যতয়া বর্ত্তুলাকারৌ) নিরন্তরৌ (অতিপীনতয়া মূলদেশে নিরবকাশৌ) স্তনৌ (কুচৌ, পক্ষে রাগদ্বেষৌ) বস্ত্রান্তেন (বসনাঞ্চলেন) নিগূহন্তীং (প্রচ্ছাদয়ন্তীং) গজগামিনীং (গজবৎ মন্থরগতিশীলাং) [প্রমদোত্তমাং দদর্শ ইত্যন্বয়শেষঃ) ॥ ২২—২৪

**মূলানুবাদ।**—সেই বরাঙ্গনার নাসিকা, দন্ত, গণ্ডস্থল ও মুখ অতিসুন্দর, তিনি তখনও সম্পূর্ণরূপে বাল্যভাব পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহার সমপরিমাণ কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল, পরিধানে পীতবর্ণ বসন, তাঁহার নিতম্বভাগ সুন্দর, তিনি শ্যামা ও কনকময় মেখলায় অলঙ্কৃত ছিলেন। নূপুর শব্দে মুখর পাদদ্বয় বিন্যাসে

তামাহ ললিতং বীরঃ সব্রীড়স্মিতশোভনাম্।
স্নিগ্ধেনাপাঙ্গপুঙ্খেন স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা ॥ ২৫
কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কস্যাসীহ কুতঃ সতি।
ইমামুপপুরীং ভীরু কিং চিকীর্ষসি শংস মে ॥ ২৬
ক এতেঽনুপথা যে ত একাদশ মহাভটাঃ।
এতা বা ললনাঃ সুভ্রু কোঽয়ং তেঽহিঃ পুরঃসরঃ ॥ ২৭

তিনি বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেবতার মত দেখাইতেছিল। তাঁহার স্তনদ্বয় সমপরিমাণে বর্ত্তুল ও অতিঘন সন্নিবিষ্ট, যাহা দেখিলেই তিনি যে কৈশোর অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। লজ্জায় তিনি সেই স্তনদ্বয়কে আবরণ করিতেছিলেন এবং গজের ন্যায় মন্থরগতিতে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ২২—২৪

**শ্রীধরটীকা।**—গন্ধজ্ঞানাদিভির্বুদ্ধ্যবয়বৈঃ স্তনাসন্নাদি নিরূপ্যতে। সমং বিন্যস্তৌ রচিতৌ কর্ণৌ তাভ্যাং কুণ্ডলশোভাং দধতীম্ ॥ ২২ ॥ অন্নময়ং হি সৌম্য মন ইতি যৎ রূপং তদন্নস্যেত্যাদি শ্রুত্যনুসারেণ শ্যামামিত্যুক্তম্। নূপুরৈঃ ক্বণদ্ভ্যাম্। নূপুরেণ পাদাঙ্গুলীয়কানামপ্যুপলক্ষণাদ্বহুবচনম্ ॥ ২৩ ॥ ব্যঞ্জিতং কৈশোরং যৌবনোপক্রমো যাভ্যাম্। সমৌ চ বৃত্তৌ চ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—[ তাং দৃষ্ট্বা পুরঞ্জনস্য প্রশ্নমাহ তামাহেত্যাদিনা ] [ অথ ] বীরঃ ( স পুরঞ্জনঃ ) স্নিগ্ধেন ( স্নেহবশাৎ অনাসাদিতভঙ্গেন ) প্রেমোদ্ভ্রমদ্ভ্রুবা ( প্রেম্ণা প্রণয়েন উদ্ভ্রমন্তী উচ্চৈঃ ভ্রমিং গচ্ছন্তী ভ্রূঃ যত্র তথাভূতেন ) অপাঙ্গপুঙ্খেন ( চক্ষুঃপ্রান্তরূপেণ শরপুঙ্খেন, কটাক্ষবাণেনেতি যাবৎ ) স্পৃষ্টঃ (বিদ্ধঃ সন্) সব্রীড়স্মিত শোভনাম্ ( ব্রীড়য়া লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানং যৎ স্মিতং ঈষৎ হাস্যং তেন শোভনাং ) তাং ( প্রমদোত্তমাং ) ললিতং ( সুমধুরং যথা স্যাৎ তথা ) আহ ( অকথয়ৎ )। [বীর ইত্যনেন তাদৃশশরবিদ্ধত্বেঽপি তস্য অক্লান্তত্বং সূচ্যতে, পক্ষে ভোগোৎসাহবত্ত্বাদ্ বীর ইতি ] ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—সেই রমণী ধনুর তুল্য ভ্রূযুগল প্রেমবশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্নিগ্ধ কটাক্ষবাণে পুরঞ্জনকে বিদ্ধ করিলেও তিনি বীর বলিয়া অক্লান্তভাবে লজ্জাজড়িত ঈষদ্ধাস্যাননা তাহাকে মধুরভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—তামাহেতি তয়োঃ সংবাদোক্তিং, সম্বন্ধাদার্ঢ্যায়। অপাঙ্গ এব পুঙ্খো মূলপ্রান্তো যস্য কটাক্ষস্য বাণস্য তেন স্পৃষ্টো বিদ্ধঃ। প্রেম্ণা উচ্চৈর্ভ্রমন্তী ঊর্দ্ধ্বংস্থানীয়া যস্মিন্ তেন ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—[কিমাহ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং প্রশ্নৌতি কা ত্বমিত্যাদি] কঞ্জপলাশাক্ষি (কঞ্জং পদ্মং তস্য পলাশবৎ দলবৎ অক্ষিণী চক্ষুষী যস্যাঃ তস্যাঃ সম্বোধনে, হে পদ্মপত্রনেত্রে।) ত্বং কা ( কিম্পরিচয়া ) অসি? [ ত্বং ] কস্য (সম্বন্ধিনী) [ অসি ] ইহ ( অস্মিন্ স্থানে ) কুতঃ ( কস্মাৎ স্থানাৎ আগতাসীতি শেষঃ।) [ হে ] সতি। ( সাধুভাবযুক্তে। ) ভীরু ( সভয়স্বভাবে। ) ইমাম্ উপপুরীং ( পুরীং ভবনম্ উপগতাং পুর্য্যাঃ, সমীপস্থাং ভূমিং প্রাপ্তোতি শেষঃ ) কিং চিকীর্ষসি ( কর্ত্তুমিচ্ছসি ) [ তৎ ] মে ( মৎসমীপে ) শংস ( কথয় ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে পদ্মপলাশলোচনে। তুমি কে? তুমি কাহার পরিগ্রহ? কোথা হইতেই বা এস্থানে আসিয়াছ? হে সতি। ভীরুস্বভাবে। তুমি এই পুরীর সন্নিকটে কি কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে বল ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**-কুতঃ স্থানাদিহাগতাসি? হে সতি। পুর্য্যাঃ সমীপস্থা উপপুরী ভূঃ, তামালক্ষ্য কিং কর্ত্তুমিচ্ছসীত্যর্থঃ ॥ ২৬

ত্বং হ্রীর্ভবান্যস্যথ বাগ্রমা পতিং বিচিন্বতী কিং মুনিবদ্রহোবনে।
ত্বদঙ্ঘ্রি কামাপ্তসমস্তকামং ক্ব পদ্মকোশঃ পতিতঃ করাগ্রাৎ ॥ ২৮
নাসাং বরোর্বন্যতমা ভুবিস্পৃক্ পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্।
অর্হস্যলঙ্কর্ত্তুমদভ্রকর্ম্মণা লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—সুভ্রু। (হে শোভনভ্রূশালিনি।) যে একাদশ মহাভটাঃ (একাদশঃ একাদশসংখ্যাপূরকঃ মহাভটঃ মহান্ ভটঃ যেষু দশসু তে, ইন্দ্রিয়েষু দশসু প্রভাবাৎ বৃহদ্বলত্বেন মনসো লক্ষ্যমানস্য একাদশমহাভটত্বং শংসিতম্) তে (তব) অনুপথাঃ (অনুবর্ত্তিনঃ) এতে কে? বা (অথবা) এতাঃ (দৃশ্যমানাঃ) ললনাঃ (স্ত্রিয়ঃ) [কা ইতি লিঙ্গব্যত্যয়েন অন্বয়ঃ] [এতচ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্তীরালক্ষ্য]। তে (তব) পুরঃসরঃ (অগ্রগামী) অয়ং অহিঃ (সর্পশ্চ) কঃ? [ইতি মে শংস ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—হে সুভ্রু। একাদশ সংখ্যার পূরণকারী মহাযোদ্ধা দ্বারা চালিত এই যে দশজন যোদ্ধা তোমার অনুবর্ত্তী রহিয়াছে, ইহারা কে, এবং এই যে সকল ললনা ও তোমার অগ্রগামী একটী সর্প, ইহারাই বা কে? ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—তব যে অনুপথা অনুবর্ত্তিনঃ এতে কে? একাদশো মহাভটো বৃহদ্বলত্বেন বক্ষ্যমাণো যেষু দশসু তে। বৃদ্ধের্ললনাঃ পৃথগুপাদানং বুদ্ধিপরিচারকেন্দ্রিয়সহাগতয়া তৎপরিচারকত্ববিবক্ষয়া ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[অথাস্যাং পুরঞ্জনস্য হ্রীস্বরূপাদিসন্দেহেন প্রশ্নং প্রস্তৌতি ত্বমিত্যাদিনা] রহোবনে (নির্জ্জনেঽস্মিন্ উপবনে) কিং ত্বং মুনিবৎ (মুনিরিব সংযতা) ত্বদঙ্ঘ্রিকামাপ্তসমস্তকামং (তব অঙ্ঘ্রেঃ চরণস্য কামেন কামনয়া আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ সমস্তাঃ নিঃশেষাঃ কামাঃ কামবস্তূনি ভোগা বা যেন তথাভূতং) পতিং (ধর্ম্মং) বিচিন্বতী (অন্বিচ্ছন্তী) হ্রীঃ (লজ্জাধিষ্ঠাত্রী দেবী)? [ইদঞ্চ তস্যাঃ স্তনাদ্যাবরণসূচিতাং লজ্জামালক্ষ্য উক্তম্] অথ (অথবা) ভবানী অসি? (ভবপত্নী গৌরী, পতিং বিচিন্বতীতি সর্ব্বত্র অন্বেতি। ইদঞ্চ তস্যাঃ সৌন্দর্য্যমালক্ষ্য উক্তম্) [অথ] বাক্ (সরস্বতী? ইদঞ্চ তস্যাঃ বুদ্ধিবৈচিত্র্যমালক্ষ্য উক্তম্) [অথ] রমা। লক্ষ্মীঃ? ইদঞ্চ তস্যাঃ সমৃদ্ধিমালক্ষ্য উক্তম্) পদ্মকোশঃ (লীলাপদ্মং) করাগ্রাৎ (হস্তাগ্রভাগাৎ) ক্ব (কস্মিন্ স্থানে, পতিতঃ (ভ্রষ্টঃ?))। [অধ্যাত্মপক্ষে পদ্মকোশঃ জীবস্য বিবেকঃ, স চ অলক্ষিতমেব স্বহস্তমবশীকৃত্য দূরে পরিবর্জ্জিতো বুদ্ধ্যেতি ব্যজ্যতে] ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—হে সুভ্রু। যে পতি তোমার চরণকামনা দ্বারাই সমস্ত কামনার ফল লাভ করিয়াছেন, তুমি কি স্বয়ং লজ্জাধিষ্ঠাত্রীদেবী তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছ? অথবা তুমি ভবানী, কিংবা সরস্বতী, অথবা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী? তোমার করাগ্রভাগ হইতে লীলাকমল কোথায় পতিত হইয়াছে? ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—ত্বং হ্রীঃ কিং পতিং ধর্ম্মং বিচিন্বতী? অথবা ভবানী পতিং শিবং বিচিন্বতী? অথবা কিং বাক্ সরস্বতী পতিং ব্রহ্মাণম্? রমা পতিং বিষ্ণুম্ মুনিরিব সংযতা সতী। কথম্ভূতং পতিম্? ত্বদঙ্ঘ্রিকামেনৈব ত্বৎকৃতয়া ত্বদঙ্ঘ্রিকামনয়ৈব প্রাপ্তাঃ সমস্তাঃ কামাঃ যেন তম্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[স্বকৃতং সংশয়ং মুক্ত্বা স্বয়মেব নিরস্য তস্যা আত্মানুরূপত্বং প্রস্তৌতি নাসামিত্যাদিনা] [অথবা] [হে] বরোরু। ভুবিস্পৃক্ (ভূমিস্পর্শকারিণী ত্বম্) আসাম্ (উক্তপূর্ব্বাণাং হ্রীপ্রভৃতীনাম্) অন্যতমা (যা কাপি) ন (ভবসীতি শেষঃ। অথবা আসাম্ অন্যতমা ন ভুবিস্পৃক্, অতঃ ভুবিস্পৃক্ ত্বং নাসামন্যতমাসীতি অর্থঃ।) [অতঃ] অদভ্রকর্ম্মণা (অদভ্রং সুমহৎ কর্ম্ম যস্য তথাভূতেন মহদ্ভিঃ কর্ম্মভিঃ, মহত্ত্বমুপগতেন ইত্যর্থঃ।) বীরবরেণ (বীরশ্রেষ্ঠেন ময়া) সাকং যজ্ঞপুংসা (যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রা পুরুষেণ নারায়ণেন, সাকমিতি শেষঃ) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ)

যদেষ মাহপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং সব্রীড়ভাবস্মিতবিভ্রমদ্ভ্রুবা।
ত্বয়োপসৃষ্টো ভগবান্ মনোভবঃ প্রবাধতেহথানুগৃহাণ শোভনে ॥ ৩০
তদাননং সুভ্রু সুতারলোচনং ব্যালম্বিনীলালকবৃন্দসংবৃতম্।
উন্নীয় মে দর্শয় বল্গুবাচকং যদ্‌ব্রীড়য়া নাভিমুখং শুচিস্মিতে ॥ ৩১

পরং লোকং ( বৈকুণ্ঠলোকমিব ) ইমাং পুরীম্ অলঙ্কর্ত্তুম্ অর্হসি ( যোগ্যা ভবসি ) [ তথা হি ভূমিবিহারিণ্যা মানুষ্যমনুগৃহীতবত্যাস্তব যোগ্যঃ পতিরহমেব নান্যঃ অতস্তং মামবলম্ব্য ইমাং পুরীং ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি ভাবঃ ] ॥ ২৯

**মূলানুবাদ**।—হে বরোরু! তুমি যখন ভূমিতলে বিচরণ করিতেছ, তখন তুমি স্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে কেহই নহ, ( কারণ তাঁহারা পৃথিবীতে বিচরণ করেন না ), অতএব লক্ষ্মী যেমন যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠপুরী অলঙ্কৃত করেন, সেইরূপ তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়া এই পুরী অলঙ্কৃত করিতে পার, কারণ আমি বীর এবং পূর্ব্বে আমি বহু মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছি ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা**।—হে বরোরু! আসাং মধ্যে অন্যতমাপি ন সম্ভবসি যতো ভূমিস্পৃক্। ন হি দেবতা ভুবং স্পৃশন্তি। বীরবরেণ ময়া। ননু অমকর্ম্মা, কথং ত্বয়া সহ অলঙ্করোমীতি চেৎ, তত্রাহ। অদভ্রমনল্পং কর্ম্ম ত্বৎসঙ্গাদ্‌যস্য মম তেন, যতোহকর্ম্মত্বেন ত্বৎসঙ্গাৎ সকর্ম্মা ভবামীত্যর্থঃ। পরং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ**।—[ হে ] শোভনে ( সুন্দরি! ) যৎ ( যস্মাৎ ) সব্রীড়ভাবস্মিতবিভ্রমদ্ভ্রুবা ( ব্রীড়য়া লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানঃ ভাবঃ শৃঙ্গাররসস্থায়িভাবঃ রত্যাখ্যঃ যত্র, তথাভূতং স্মিতং মৃদুহাস্যং, তেন বিভ্রমন্তী বিলাসেন নৃত্যন্তী ভ্রূর্যস্যাঃ তথাভূতয়া ) ত্বয়া উপসৃষ্টঃ ( জনিতঃ ) এষ ভগবান্ ( প্রভাবসম্পন্নঃ ) মনোভবঃ ( কামঃ ) তে ( তব ) অপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং ( অপাঙ্গেন নেত্রপ্রান্তেন কটাক্ষেণেত্যর্থঃ, বিখণ্ডিতং বিদ্ধং ইন্দ্রিয়ং মনোরূপং যস্য তথাভূতং কটাক্ষশরবিদ্ধমনসং ) মা ( মাং ) প্রবাধতে ( পীড়য়তি ), [ অতঃ ] অনুগৃহাণ ( প্রসীদ, যথাহং ত্বদীয়ান্ শব্দস্পর্শাদিকান্ বিষয়ান্ উপভোক্তুং সমর্থঃ স্যামিতি ভাবঃ। অধ্যাত্মপক্ষে বিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং বিখণ্ডিতজ্ঞানচক্ষুষং, মনোভবঃ বিষয়বাসনা, উপসৃষ্ট ইতি ত্বয়া বুদ্ধ্যা এব জনিতঃ, কামস্য বুদ্ধিপ্রভবত্বাৎ, অনুগৃহাণেতি বিদ্যাং সন্দর্শয়েত্যর্থঃ ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ**।—হে সুন্দরি! লজ্জাসম্বলিত রতিভাবজনিত মৃদুহাস্যে তোমার ভ্রূযুগল বিলাস সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং তোমার কটাক্ষবাণ আমার মনকে বিদ্ধ করিয়াছে, অতএব তুমি যে আমার হৃদয়ে অসাধারণ কামভাবের উদ্দীপনা করিয়াছ, তাহাতে আমি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতেছি। তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা**।—যদ্‌যস্মাৎ তবাপাঙ্গেন বিখণ্ডিতম্ ইন্দ্রিয়ং মনো যস্য তং মাং মনোভবো বাধতে। অথ তস্মাদনুগৃহাণ। সব্রীড়ং যদ্ভাবেন প্রেম্ণা স্মিতং, তেন বিভ্রমন্তী যা ভ্রূস্তয়া উপসৃষ্টঃ প্রেরিতঃ ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ**।—[ অন্যদপি প্রার্থয়তে তদাননমিত্যাদিনা ] [ হে ] শুচিস্মিতে! ( বিশুদ্ধমৃদুহাস্যযুক্তে! ) যৎ ( তব আননং ) ব্রীড়য়া ( লজ্জয়া ) অভিমুখং ( মম সম্মুখং ) ন [ ভবতীতি শেষঃ ] সুভ্রু ( শোভনভ্রূযুক্তং ) সুতারলোচনং ( শোভনে তারে অক্ষি-কনীনিকে যয়োঃ, তথাভূতে লোচনে নেত্রে যত্র, তথাভূতং সুন্দরতারাযুক্তচক্ষুঃ শোভিতং ) ব্যালম্বি-নীলালকবৃন্দসংবৃতং ( ব্যালম্বিনঃ লম্বমানাঃ সুদীর্ঘা ইতি যাবৎ, যে নীলাঃ সুকৃষ্ণাঃ অলকাঃ চূর্ণকুন্তলাঃ তেষাং বৃন্দেন সমূহেন সংবৃতম্ আবৃতং ) বল্গুবাচকং ( বল্গুনি মনোজ্ঞানি বাচকানি অর্থবোধকানি বাক্যানি যস্য তথাভূতং, বল্গু মনোহরং বক্তীতি বার্থঃ। সাকৃতমনোহরবাক্যযুক্তম্ ) তৎ আননং (মুখং) [ত্বম্] উন্নীয় ( উত্থাপ্য ) মে দর্শয়। [অধ্যাত্মপক্ষে হে অবিদ্যে! ত্বয়া অহং পরমানন্দভোগাদ্ বঞ্চিতঃ, সম্প্রতি স্বীয়রূপাদি-

বিষয়সম্পদং যথাযথং মম ভোগাত্বেন কল্পয়িত্বা আনুকূল্যং কুরু ইতি ভাবঃ। আননমিত্যাদিনা রূপাদীনাং চতুর্ণাং বাচকমিত্যনেন চ শব্দস্য ভোগপ্রার্থনা ব্যক্তা ভবতি ইতি ধ্যেয়ম্। সুভ্রু ইতি সম্বোধনপদং বা ]॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—হে শুচিস্মিতে। তোমার যে মুখখানি সুন্দর ভ্রূ ও উৎকৃষ্টতারকাযুক্ত নেত্রে শোভা পাইতেছে এবং সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণকুন্তল সমূহ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, লজ্জাবশতঃ যাহা তুমি আমার অভিমুখে স্থাপন করিতেছ না এবং যাহার বাক্য অতি মনোহর, সেই মুখখানি তুলিয়া আমাকে দেখাও॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—যদ্‌ব্রীডয়া সম্মুখং ন ভবতি তদাননমুন্নীয় মে দর্শয়। শোভনে ভ্রুবৌ যস্মিন্। সুতারে শোভনকনীনিকে লোচনে যস্মিন্। ব্যালম্বিনো দীর্ঘা যে নীলা অলকাস্তেষাং বৃন্দেন সংবৃতম্। বল্গূনি বাচকানি বাক্যানি যস্মিন্॥ ৩১

**শ্রীভাগবতাম্বভবর্ষিণী।**—মৈত্রেয় মুনি চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে প্রচেতাদিগের প্রতি রুদ্রের উপদেশ বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি উপদেশ দানের পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বলিতেছেন। ভগবান্ রুদ্র প্রচেতাদিগকে যে উপদেশ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা যখন শেষ হইল, তখন রুদ্রের উপদেশে প্রচেতাগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় কার্য্যের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী মনে করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন এবং ভগবান্ রুদ্রদেব দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, পরে প্রচেতাগণ ভগবান্ রুদ্রের উপদেশক্রমে বহুকাল যাবৎ জলে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রচেতাগণের পিতা প্রাচীনবর্হি কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বহু জীবহিংসা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এ যজ্ঞের পর সে যজ্ঞ, সে যজ্ঞের পর অপর যজ্ঞ, এইরূপে কতই না যজ্ঞ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাচীনবর্হি নামের যথার্থ প্রতিপাদন করিলেন। তত্ত্বদর্শী নারদ শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত, ভগবানের যখন ইচ্ছা হইল যে, নারদকে পাঠাইয়া প্রাচীনবর্হিকে কর্ম্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গে আনিতে হইবে, তিনি তখন নারদের হৃদয়ে ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ করিবার বাসনা জাগরিত করিয়া দিলেন ও নারদ আসিয়া প্রথমেই প্রাচীনবর্হি যজ্ঞে যে সকল পশুবধ করিয়াছেন, যোগপ্রভাবে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া বলিলেন—হে রাজন্। তুমি নিরন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে সকল পশু বধ করিতেছ, উহা অতি নিষ্ঠুর আচরণ হইতেছে, ঐ দেখ, সেই পশুগণ তোমার আচরণে তোমার প্রতি ক্রোধে প্রজ্বলিত রহিয়াছে এবং তোমার মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। যখন তুমি ইহলীলা সংবরণ করিয়া নিঃসহায় ভাবে পরলোকে গমন করিবে, তখন ইহারা তোমাকে তোমার নিষ্ঠুর আচরণের উপযুক্ত প্রতিফল দিবে। তুমি যেমন অস্ত্রদ্বারা ইহাদের দেহ ছেদন করিয়াছ, সেইরূপ তখন ইহারা তোমার দেহ লৌহময় শৃঙ্গে ছিন্নভিন্ন করিবে। তুমি মনে করিতেছ, যজ্ঞ শাস্ত্রের বিহিত কর্ম্ম, অতএব উহাতে তোমার পাতক হইতেছে না, কিন্তু উহা তোমার ভ্রমমাত্র, শাস্ত্রে যে পশুহিংসার কথা বিহিত হইয়াছে, উহা কেবল যজ্ঞবিধির অঙ্গরূপে, তাহাতে যে পাতক হইবে না, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। যজ্ঞে যে সকল হিংসা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতেও পাতক জন্মে, পরকালে যেমন যাগাদিজনিত স্বর্গাদি ফল ভোগ করা হয়, সেইরূপ উক্ত পাতকেরও ফলভোগ করিতে হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং হে রাজন্। ঐ সকল পশুহিংসায় তোমার পাপ হইতেছে এবং উহার ফলভোগও তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে, অতএব তুমি কর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গে মনোনিবেশ কর, কারণ জ্ঞানমার্গ বিশুদ্ধ, উহাতে হিংসাদিদোষ নাই।

এই বলিয়া প্রাচীনবর্হিকে তত্ত্ববিষয়ে অনায়াসে অভিজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে নারদ রূপক দ্বারা যে একটী বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন তাহা এই—পূর্ব্বে পুরঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার এক বন্ধু ছিল;

তাহার নাম ও কার্য্যকলাপ কেহই জানিত না। এই পুরঞ্জন পুর অর্থাৎ শরীরকে নিজকর্ম্মানুসারে উৎপাদন করায় জীবেরই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার বন্ধু পরমাত্মা ঈশ্বর। জীব নানাকর্ম্মানুসারে ক্রমে বহুলক্ষ যোনি ভোগ করিয়া শুভাদৃষ্টবশে কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া থাকেন এবং ঐ দেহ লাভ করিয়া বুদ্ধি-প্রসূত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া পরে পরজ্ঞানের উদয়ে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, পরন্তু মনুষ্যযোনি ব্যতীত এমন অপর কোন যোনি নাই, য হাতে কর্ম্মাধিকার পাওয়া যায় এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরমার্থ লাভ হয়, এই জন্যই জীব মনুষ্যদেহ ছাড়া অপর দেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। নারদ দেহকে পুর বলিয়া বর্ণনা করায় "পুরঞ্জন বহুপুরে ভ্রমণ করিয়াও যোগ্যস্থান না পাইয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না" ইহা দ্বারা উক্ত বিষয়েরই সূচনা করিয়াছেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়—'তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ, তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি' অর্থাৎ তাহাদিগের নিকট যখন গো-শরীর আনা হইল, তখন তাহারা বলিল যে, এই দেহ আমাদের পক্ষে অভীষ্টসাধক নহে, আবার তাহাদের নিকট অশ্বশরীর উপস্থাপিত হইল, তখন তাহারা বলিল যে, এদেহও আমাদের কার্য্যসাধনযোগ্য নহে ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, গবাদি অপরাপর দেহ জীবের পক্ষে অযোগ্য, এই জন্যই পুরঞ্জন বহুপুর লাভ করিয়া কোনও পুরীকেই নিজের পক্ষে সুযোগ্য মনে করিতে পারিলেন না।

অবশেষে হিমালয়ের দক্ষিণ সানুতে একটী সুন্দর পুরী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, ইহাই আমার পক্ষে সুযোগ্য। এই পুরীর উৎকর্ষের কথা ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শ্লোক পর্য্যন্ত বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ সকল শ্লোকের রূপকগুলি অন্বয় দ্বারা প্রায় অভিব্যক্ত করা হইয়াছে, এইজন্য এস্থানে আর বিশেষরূপে উহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। পুরঞ্জন সেই পুরীর বহির্ভাগে একটী উপবন দেখিতে পাইলেন। বাহ্যভোগ্য বিষয়সমূহকে এই উপবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত উপবনের উৎকর্ষ অষ্টাদশ শ্লোক ও ঊনবিংশ শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। (উহার রূপকগুলিও অন্বয়ে এবং কোনও কোনও স্থলে অনুবাদে বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে।) তথায় যদৃচ্ছাক্রমে তিনি একটী রমণীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই রমণী অবিদ্যা বৃত্তির রূপক। 'যদৃচ্ছয়া' এই শব্দ দ্বারা উহার সহিত জীবের প্রথম সম্বন্ধ যে অহেতুক, ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ একটী অন্ধ ও একটী পঙ্গু যেমন দৈবাৎ কখনও পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ জীবের সহিত অবিদ্যাবৃত্তির প্রথম সম্বন্ধ দৈবকৃত। সেই রমণীর সহিত দশটী যোদ্ধা ও একটী মহাযোদ্ধা ছিল, ঐ দশটী যোদ্ধার আবার প্রত্যেকের সহিত একশতটী করিয়া ভৃত্য অথবা ভৃত্যা ছিল। সপ্তবিংশ শ্লোকে যে 'একাদশ মহাভটা' এই বিশেষণ দ্বারা একাদশ সংখ্যার পূরণকারী একটী মহাভটের কথা বলা হইয়াছে এবং 'এতা বা ললনা' এই অংশ দ্বারা ভগবানের অনুগামী ললনাগণের কথা বলা হইয়াছে, ঐ অংশ আলোচনা করিলেই ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে দশটী ভট বলায় তাহার অধিপতি মনকে মহাভট অর্থাৎ সেই ভটগণের উপর প্রভাবশালী ভট বলা যাইতে পারে, কারণ মনের পরিচালনা ব্যতিরেকে কখনই জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে যে ললনা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ ইন্দ্রিয়েরই অধীন, অথচ 'ইন্দ্রিয়বৃত্তি' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া তৎপ্রতিপাদ্য বৃত্তিগুলিকেও স্ত্রীরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে।

পুরঞ্জন বহিরুদ্যানে সেই রমণীকে অকস্মাৎ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—হে সুন্দরি। তোমার যেরূপ লাবণ্য ও দেহসংস্থান দেখিতেছি, তাহাতে তোমাকে দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে, পরন্তু তুমি কোন্ দেবী তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি কি হ্রী, বা ভবানী, অথবা

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধীরবৎ। অভ্যনন্দত তং বীরং হসন্তী বীরমোহিতা ॥ ৩২
ন বিদাম বয়ং সম্যক্ কর্ত্তারং পুরুষর্ষভ। আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥ ৩৩

সরস্বতী অথবা লক্ষ্মী, নিজ পতির অন্বেষণ করিবার জন্য এই নির্জ্জন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছ? যিনিই তোমার পতি হউন না কেন, তোমাকে লাভ করিয়া তিনি যে কৃতার্থ হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অথবা তুমি মানবীই হইবে, কারণ দেবতাগণ কথনও ভূমিস্পর্শ করিয়া বিচরণ করেন না, তুমি এই উদ্যানে ভূমিস্পর্শ করিয়া বিচরণ করিতেছ, অতএব তুমি কে?

আর তুমি যখন মানবী, তখন আমি মানব হইয়া তোমাকে কামনা করিতে পারি, তুমি আমাকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। বহু পুণ্যফলে তোমার মত নায়িকার লাভ হয় তাহা জানি, আমিও প্রভূত পুণ্যকার্য্য করিয়াছি, অতএব আমাকে তুমি বরণ করিবে না কেন? যদি তুমি মনে কর যে, আমাকে আশ্রয় করিলে অপর ব্যক্তি তোমাকে আমার নিকট হইতে বলাৎকারে গ্রহণ করিবে, তাহাও তোমার ভ্রম মাত্র, কারণ আমি বীর, আমি স্বীয় প্রভাব দ্বারাই সকলকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইব, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে আমাকে বরণ করিতে পার। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছি, তোমার সলজ্জ ভাব, মধুর হাস্য ও কটাক্ষবিক্ষেপ আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে, আমি মুগ্ধ, এ অবস্থা তুমিই জন্মাইয়া দিয়াছ, অতএব সম্প্রতি অনুগ্রহ দানে আমাকে কৃতার্থ কর।

জীবের অবিদ্যাবৃত্তিকে আত্মোন্মুখী করিবার জন্য জীব সময়ে সময়ে এইরূপ চেষ্টাই করিয়া থাকে। অবিদ্যাবৃত্তি সমুৎপাদিত বিষয়বাসনা অবিদ্যাবৃত্তিরই ধর্ম্ম, ঐ বিষয়বাসনাসমূহ উৎপন্ন হইয়া জীবকে নানারূপ ক্লেশ দিতে থাকে, সেই ক্লেশের যাতনায় অভিভূত হইয়া জীব তত্ত্ববিদ্যার কামনা করে, যাহাতে নিঃশেষরূপে ক্লেশরাশি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। জীব অবিদ্যার নিকট কামনা করে যে, হে অবিদ্যে! তুমিই আমাকে চিন্ময় জ্ঞানজনিত আনন্দরসে বঞ্চিত করিয়াছ, অতএব সম্প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক চিন্ময়জ্ঞানজনিত আত্মানন্দের অনুভব সম্পাদনের জন্য তোমার ভগিনীরূপা বিদ্যাকে আমার নিকট উপস্থিত কর, আমি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হইব ॥ ১-৩১

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ ] বীরমোহিতা ( বীরেণ তেন পুরঞ্জনেন মোহং প্রাপিতা ) [ সা ] নারী হসন্তী [ সতী ] ইত্থম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) অধীরবৎ ( ধৈর্য্যহীনবৎ ) যাচমানং (তস্যাঃ প্রমদায়া অনুগ্রহং ভিক্ষমাণং ) তং বীরং পুরঞ্জনম্ অভ্যনন্দত ( অভিনন্দিতবান্, ন তু ঔদাসীন্যেন অবজ্ঞয়া বা প্রত্যাখ্যাতবতীতি ভাবঃ। ) [ বীরেতি সম্বোধনমিতি শ্রীধরাদয়ঃ প্রাহুঃ, তস্য তাৎপর্য্যন্তু হে বীর! তবৈবেয়ং কথা রূপকেণ কথ্যতে তদবধেহি ইতি। অধীরবদিত্যত্র অধ্যাত্মপক্ষে বন্দিত্যনেন চিদ্রূপত্বাদ্ ভীরুত্বং প্রকটিতম্। মোহিতেত্যনেন বিষয়মাধুর্য্যেণ যথা তয়া বুদ্ধ্যা জীবোঽনুরঞ্জিতস্তথা চিন্মাধুর্য্যেণ তেনাপি সেতি ভাবঃ পরিব্যক্তঃ ] ॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে বীর! অনন্তর সেই রমণীও পুরঞ্জনের প্রতি মুগ্ধ হইয়া উক্ত রূপ অধীরের ন্যায় অনুগ্রহ প্রার্থী সেই বীর পুরঞ্জনকে হাস্যসহকারে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা।**—হে বীর! সাপি তং দৃষ্ট্বা মোহিতা সতী তমাহ ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—হে পুরুষর্ষভ! ( পুরুষশ্রেষ্ঠ! ) বয়ং ( অহং, অস্মদঃ বহুতে বৈকল্পিকমেকত্বম্ ) আত্মনঃ ( স্বস্য।

ইহাদ্য সন্তমাত্মানং বিদাম ন ততঃ পরম্। যেনেয়ং নির্ম্মিতা বীর পুরী শরণমাত্মনঃ ॥ ৩৪

এতে সখায়ঃ সখ্যো মে নরা নার্য্যশ্চ মানদ।
সুপ্তায়াং ময়ি জাগর্ত্তি নাগোঽয়ং পালয়ন্ পুরীম্ ॥ ৩৫
দিষ্ট্যাগতোঽসি ভদ্রং তে গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে।
উদ্বহিষ্যামি তাংস্তেঽহং স্ববন্ধুভিররিন্দম ॥ ৩৬

পরস্যাপি ( তব চ ) কর্ত্তারং ( নির্ম্মাতারং ) গোত্রং নাম চ যৎকৃতং ( যেন সম্পাদিতং, তদপি ) ন সম্যক্ বিদাম ( জানীমঃ ) [ এতেন ত্বং কস্যাসি ইতি প্রশ্নস্য উত্তরং দত্তম্ ইতি জ্ঞেয়ম্ ] ৩৩

মূলানুবাদ।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বা আমাকে কে উৎপাদন করিয়াছে এবং গোত্র বা নাম কে সম্পাদন করিয়াছে, তাহাকে আমি জানি না ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—যৎ পৃষ্টং কস্যাসীত্যনেন কস্য পুত্রী গোত্রজা চেতি কা ত্বমিতি চ কিংনামাসীতি তত্রাহ। আত্মনো মম, পরস্য তবাপি কর্ত্তারং সম্যঙ্ ন বিদ্মঃ, গোত্রং নাম চ যৎকৃতং ভবতি তঞ্চ ন বিদ্মঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—হে বীর! অদ্য ইহ ( অস্যাং পুর্য্যাং ) সন্তং ( বর্ত্তমানম্ ) আত্মানং ন বিদাম। ততঃ পরম্ ইয়ং আত্মনঃ ( মম ) শরণং ( আশ্রয়ঃ ) পুরী যেন নির্ম্মিতা ( তদপি ন বিদাম ইতি শেষঃ ) [ এতেন কা ত্বমিতি প্রশ্নস্য উত্তরং দত্তম্ ] ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—হে বীর! সম্প্রতি আমার যে আত্মাকে এই স্থানে দেখিতেছ, আমি কে তাহাও আমি জানি না এবং আমার আশ্রয় স্বরূপ এই পুরীই বা কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাকেও আমি জানি না ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—আত্মনো মম শরণমিয়ং পুরী যেন নির্ম্মিতা তঞ্চ ন বিদ্মঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—[ ক এতেঽনুপথা ইত্যত্র উত্তরমাহ এতে সখায় ইত্যাদিনা ] হে মানদ! ( মম সম্মানকারিন্, ময়ি সমাদরকারিন্ ইতি যাবৎ ) এতে ( দৃশ্যমানাঃ ) নরাঃ মে ( মম ) সখায়ঃ ( বন্ধবঃ ) [ এতাঃ ] নার্য্যশ্চ ( মে ) সখ্যঃ। অয়ং নাগঃ ( প্রতীহারভূতঃ সর্পঃ ) ময়ি সুপ্তায়াং ( নিদ্রিতায়াং সত্যাং ) পুরীম্ ( ইমাং ) পালয়ন্ জাগর্ত্তি ( ন তু সোঽপি স্বপিতি ইতি ভাবঃ ) [ এতেন ক এতেঽনুপথা ইত্যাদি প্রশ্নস্য উত্তরং জাতম্ ] ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে মানদ! এই যে নরসমূহকে আমার সহিত দেখিতেছ, ইহারা আমার সখা, এই নারীগণ আমার সখী। আমি যখন নিদ্রিত হইয়া থাকি, তখন এই নাগ পুরী পালন করিবার জন্য জাগিয়া থাকে ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—যৎ পৃষ্টং ক এতেঽনুপথা ইতি, তত্রাহ—এত ইতি ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—[ অথাস্য প্রার্থনীয়ং পূরয়িতুকামা স্বীকৃতিমাহ দিষ্ট্যা ইত্যাদি ] হে অরিন্দম! ( শত্রুপরাভবকারিন্, অনেন সম্বোধনেন প্রমদায়াস্তস্যাঃ পুরঞ্জনবীর্য্যমুগ্ধতা ব্যজ্যতে। [ত্বং] দিষ্ট্যা (ভাগ্যবশাৎ) [তব চ মম চ ইতি ভাবঃ) আগতঃ অসি (অস্যাং পুর্য্যামিতি শেষঃ) [অধ্যাত্মপক্ষে ভাগ্যবশাদেব ত্বমিদং মনুষ্যশরীরং প্রাপ্তবানসি ইতি ভাবঃ ) তে ( তব ) ভদ্রং ( কল্যাণং, অস্তু অস্তীতি বা ) [ ত্বং যান্ ] গ্রাম্যান্ (সাধারণজনোচিতান্) কামান্ ( বিষয়ভোগান্ ) অভীপ্সসে ( প্রাপ্তুমিচ্ছসি ) তান্ অহং ( কামান্, স্ববন্ধুভিঃ ( স্বীয়ৈঃ সখিভিঃ সখীভিশ্চ সহেতি শেষঃ ) তে ( তব সম্বন্ধে, স্নেহাদিতি পাঠে ত্বয়ি প্রণয়বিশেষাদিত্যর্থঃ ) উদ্বহিষ্যামি (সন্ধ্যাবয়িষ্যামি, সম্পাদয়িষ্যামীতি যাবৎ, ইট্প্রত্যয় আর্ষঃ ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—হে অরিন্দম! তুমি ভাগ্যবশে এই পুরীতে আসিয়াছ, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যে

ইমাং ত্বমধিতিষ্ঠস্ব পুরীং নবমুখীং বিভো। ময়োপনীতান্ গৃহ্ণানঃ কামভোগান্ শতং সমাঃ॥ ৩৭

কং নু ত্বদন্যং রময়ে হ্যরতিজ্ঞমকোবিদম্। অসম্পরায়াভিমুখমশ্বস্তনবিদং পশুম্॥ ৩৮

ধর্ম্মো হ্যত্রার্থকামৌ চ প্রজানন্দোঽমৃতং যশঃ।

লোকা বিশোকা বিরজা যান্ ন কেবলিনো বিদুঃ॥ ৩৯

আমার নিকটে গ্রাম্য বিষয়ভোগ কামনা করিয়াছ, তাহা তোমার সম্বন্ধে আমার বন্ধুগণের সহিত আমি সম্পাদন করিব॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—আস্তাং নামগোত্রাদি, যদত্রাগতোঽসি এতৎ দিষ্ট্যা ভদ্রং তাবৎ। গ্রাম্যান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম্যার্হান্। উদ্বহিষ্যামি সম্পাদয়িষ্যামি। স্ববন্ধুভিঃ সখিভিঃ সখীভিশ্চ॥ ৩৬॥

**অন্বয়ঃ।**—হে বিভো। (প্রভো। অধ্যাত্মপক্ষে বিভুত্বযুক্ত।) ত্বং ময়া উপনীতান্ (উপস্থাপিতান্) কামভোগান্ (বিষয়বিশেষভোগান্) গৃহ্ণানঃ (ভুঞ্জানঃ) ইমাং নবমুখীং (নবদ্বারাং) পুরীং শতং সমাঃ (সংবৎসরান্) অধিতিষ্ঠস্ব (অধিতিষ্ঠেতি বক্তব্যে অধিতিষ্ঠস্বেতি আর্ষম্) [পুরুষস্য শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুত্যা শতসংবৎসরকালজীবিত্বস্য প্রতিপাদনাৎ তথোক্তিরুভয়পক্ষসাধারণীতি ধ্যেয়ম্]॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—হে বিভো। আপনি আমার উপস্থাপিত ভোগ্য বস্তুসমূহ উপভোগ করিয়া শত বৎসর যাবৎ নবদ্বারযুক্ত পুরীতে (শরীরে) অধিষ্ঠান করুন॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—সমাঃ সংবৎসরান্। মনুষ্যদেহপ্রবেশাৎ শতমিত্যুক্তম্॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ।**—[সম্প্রতি তদীয়ং সঙ্গমভিনন্দন্তী প্রাহ কমিত্যাদি] [অহং] অরতিজ্ঞং (রতিং রমণং ন জানাতি যঃ তম্) অকোবিদং (বৈদগ্ধ্যশূন্যম্) অসম্পরায়াভিমুখং (সম্পরায়ং মরণং তস্য অভিমুখঃ চিন্তাপরঃ ন ভবতীত্যসম্পরায়াভিমুখঃ তং পরলোকচিন্তাশূন্যমিত্যর্থঃ) অশ্বস্তনবিদং (শ্বস্তনং শ্বো ভাবি শ্বঃকর্ত্তব্যমিতি যাবৎ ন বেত্তি জানাতি যঃ তং, ইহলোকচিন্তাশূন্যমিত্যর্থঃ) পশুং (পশুবৎনিকৃষ্টং) ত্বদন্যং (ত্বত্তঃ ভিন্নং) কং (জনং) হি রময়ে (রত্যা সন্তোষয়ে) নু? (নু ইতি প্রশ্নে) [অধ্যাত্মপক্ষে বুদ্ধিরিয়ং রজোগুণপ্রধানা অতঃ সা সত্ত্বগুণকত্বেন প্রবৃত্তিস্বভাবা অত এব তামস্যা সাত্ত্বিক্যা চ বুদ্ধ্যা আবৃতস্য পুরুষস্য ইদং নিন্দাং দুরতে। অরতিজ্ঞমিতি স্থাবরযোনিগতত্বাৎ, অকোবিদত্বং পশ্বাদিযোনিসমাশ্রিতত্বাৎ কোবিদত্বেঽপি বিপ্রাদিযোনিগতত্বেন বীর্যশূন্যত্বম্ ইত্যাদি প্রতিপত্তব্যম্]॥ ৩৮

**মূলানুবাদ।** (হে রাজন্।) তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষের সহিত আমি রতিসুখ উপভোগ করিব? কারণ অপর পুরুষ স্থাবরাদি রতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, বৈদগ্ধশূন্য, তাহার ইহলোক বা পরলোক কোনও রূপ চিন্তাই নাই, সে পশুতুল্য॥ ৩৮

**শ্রীধরটীকা।**—প্রবৃত্তিস্বভাবত্বাৎ নিবৃত্তিনিন্দাপূর্ব্বকং তৎসঙ্গমভিনন্দতি—কমিতি পঞ্চভিঃ। ত্বত্তোঽন্যং কং নু রময়ে? অরতিজ্ঞং নৈষ্ঠিকম্, অকোবিদম্ অনিবিক্তসুখত্যাগিনম্। সম্পরায়ো মৃত্যুঃ, তদনভিমুখং পরলোকচিন্তাশূন্যম্, অশ্বস্তনবিদং শ্ব ইদং কর্ত্তব্যমিতীহলোকচিন্তাশূন্যম্, অত এব পশুতুল্যম্॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।**—[প্রবৃত্তিস্বভাবত্বাৎ ত্রিবর্গসাধকগার্হস্থ্যং প্রশংসন্তী প্রবৃত্তিশূন্যানাং যতীনাং নিন্দাং করোতি ধর্ম্ম ইত্যাদিনা] অত্র (অস্মিন্ গার্হস্থ্যে) ধর্ম্মঃ অর্থকামৌ (এতে ত্রিবর্গা ইত্যর্থঃ)[বিশিষ্য কাংশ্চিৎ বর্ণয়তি প্রজানন্দ ইত্যাদিনা] প্রজানন্দঃ (সন্তানজনিতং সুখম্) অমৃতং (মোক্ষঃ, যজ্ঞাবশিষ্টং হবিরাদিকং বা) বিরজাঃ (বিগতং রজঃ রজোগুণজনিতং দুঃখং যেভ্যঃ তে, রজোজনিতদুঃখশূন্যা ইত্যর্থঃ) বিশোকাঃ (বিগতঃ শোকো যেভ্যঃ তথা-

পিতৃদেবর্ষিমর্ত্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চ হ।
ক্ষেমং বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্ গৃহাশ্রমঃ ॥ ৪০
কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্যং প্রিয়দর্শনম্।
ন বৃণীত প্রিয়ং প্রাপ্তং মাদৃশী ত্বাদৃশং পতিম্ ॥ ৪১
কস্যা মনস্তে ভুবি ভোগিভোগয়োঃ স্ত্রিয়া ন সজ্জেদ্ভুজয়োর্মহাভুজ।
যোঽনাথবর্গাধিমলং ঘৃণোদ্ধত স্মিতাবলোকেন চরত্যপোহিতুম্ ॥ ৪২

ভূতাঃ ) লোকাঃ ( সন্তীতি শেষঃ ) যান্ ( গার্হস্থ্যাশ্রমলভ্যান্ ধর্ম্মাদীন্ বিশোকত্বাদিগুণযুক্তান্ লোকান্ বা ) কেবলিনঃ ( যতয়ঃ ) ন বিদুঃ ( ন জানন্তি )। [ তথাহি ত্বমত্র যতিজনালভ্যং সুখং ময়া সহ উপভুঙ্ক্ষ, যতিপ্রভৃতয়স্তু অবতিজ্ঞত্বাদিভিঃ ময়া হেয়া ইতি অনন্যানুরাগতা ব্যক্তা ] ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ ;**—এই গার্হস্থ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সন্তানজনিত আনন্দ, মোক্ষ, যশ,দুঃখশোক-শূন্য লোক, এই সকলই আছে, যাহা যতিগণ কল্পনাই করিতে পারে না ॥ ৩৯

**শ্রীপ্রবর্ত্তীকা ;**—অত্র গার্হস্থ্যে। প্রজানন্দঃ পুত্রসুখম্। অমৃতং মোক্ষঃ। কেবলিনো যতয়ঃ ॥ ৩৯

**অন্বয়ঃ।**-[ গৃহস্থাশ্রমং প্রশংসন্তী পুনরাহ পিতৃত্যাদি ] অস্মিন্ ভবে ( সংসারে ) গৃহাশ্রমঃ ( গৃহস্থাশ্রম ইতি ) যৎ [ তৎ ] পিতৃদেবর্ষিমর্ত্ত্যানাং ( পিতৃলোকানাং দেবর্ষিণাং মর্ত্ত্যানাং মর্ত্ত্যবাসিনাঞ্চ) ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আত্মনঃ ( স্বস্য ) চ ক্ষেমং ( কল্যাণময়ং ) শরণম্ ( আশ্রয়ং ) বদন্তি হ (প্রাচীনা মুনিপ্রভৃতয় ইতি শেষঃ) [ বিশ্বনাথমতে যৎ ক্ষেমং শরণং বদন্তি স গৃহাশ্রম ইত্যন্বয়ঃ ]॥ ৪০

**মূলানুবাদ ;**—এই সংসারে গৃহস্থাশ্রম বলিয়া যে বস্তু আছে, তাহাকে পিতৃগণ,দেবর্ষিগণ ও মর্ত্ত্যবাসী প্রাণীদিগের ও নিজের কল্যাণকর আশ্রয় বলিয়াই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ।**—[ তস্য গুণান্ বিশেষণমুখেন কথয়ন্তী স্বানুরাগং ব্যনক্তি কা নামেত্যাদিনা ] হে বীর। কা নাম মাদৃশী ( মৎসদৃশী ) বিখ্যাতং ( সুবিশ্রুতং ) বদান্যং ( দানশীলং ) প্রিয়দর্শনং ( প্রিয়ং প্রীতিবিষয়ভূতম্ অভিলষণীয়মিত্যর্থঃ দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ যস্য তথাভূতং ) প্রিয়ং (প্রীতিপাত্রং) ত্বাদৃশং ( ত্বৎসদৃশং ) প্রাপ্তম্ ( অযাচিতভাবেন সমুপাগতং ) পতিং ( স্বামিনং ) ন বৃণীত ( পতিত্বেন ন লভেত্ম্ ) [ তথাহি যাদৃশো গুণী ত্বং তেন ত্বমেব বরণীয়োঽসি অতঃ স্বয়মুপস্থিতস্ত্বং ময়া বরয়িতব্য ইত্যত্র কা বা অভ্যর্থনা ইতি ভাবঃ) ॥ ৪১

**মূলানুবাদ ।**—হে বীর। আমার ন্যায় কোন্ নারী তোমার ন্যায় পুরুষকে বরণ করিবে না? কারণ তুমি বিখ্যাত, দানশীল,প্রিয়দর্শন, প্রীতিপাত্র এবং নিজে আসিয়া অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়াছ। (অতএব আমি তোমাকে নিশ্চয়ই পতিরূপে বরণ করিব ) ॥ ৪১

**শ্রীপ্রবর্ত্তীকা ;**—গৃহাশ্রম ইতি যৎ এতৎ ক্ষেমার্হং শরণমাশ্রয়ং বদন্তি ॥ ৪০।৪১

**অন্বয়ঃ ;** হে মহাভুজ। ( মহান্তৌ বিশালৌ ভুজৌ যস্য তথাভূত। ) ভুবি ( অস্মিন্ সংসারে ) কস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ ভোগিভোগয়োঃ ( ভোগিনঃ সর্পস্য ইব ভোগঃ আভোগঃ যয়োঃ, অথবা ভোগিনঃ ভোগঃ শরীরং স ইব ভোগঃ আকৃতির্যয়োঃ তয়োঃ, সর্পশরীরাকারয়োরিত্যর্থঃ ) তে ( তব ) ভুজয়োঃ মনঃ ন সজ্জেৎ ( আসক্তং সৎ ন তিষ্ঠেৎ ) [ তথাহি সর্ব্বাসামেব স্ত্রীণাং ত্বদ্ভুজশোভয়া মহাননুরাগস্তত্র সম্ভবেদিতি ভাবঃ। ] হে ঘৃণোদ্ধত। (ঘৃণয়া দয়য়া উদ্ধত উদ্দণ্ড। ) যঃ ( ভবান্ ) স্মিতাবলোকেন ( স্মিতযুক্তেন অবলোকনেন, ঘৃণোদ্ধতেতি স্মিতাবলোক-

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি তৌ দম্পতী তত্র সমুদ্য সময়ং মিথঃ।
তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্ মুমুদাতে শতং সমাঃ॥ ৪৩
উপগীয়মানো ললিতং তত্র তত্র চ গায়কৈঃ।
ক্রীড়ন্ পরিবৃতঃ স্ত্রীভির্হ্রদিনীমাবিশচ্ছুচৌ॥ ৪৪
সপ্তোপরি কৃতা দ্বারঃ পুরস্তস্যাস্তু দ্বে অধঃ। পৃথগ্বিষয়গত্যর্থং তস্যাং যঃ কশ্চনেশ্বরঃ॥ ৪৫

বিশেষণং বা) অনাথবর্গাধিম্ (অনাথবর্গাণামস্মদাদীনাম্ আধিং মনঃপীড়াম্) অলম্ (অত্যর্থম্) অপোহিতুম্ (অপসারয়িতুম্) চরতি (বিহরতি)॥ ৪২

মূলানুবাদ।—হে মহাবাহো! এই সংসারে সর্পের দেহতুল্য তোমার বিশাল ভুজদ্বয়ের প্রতি কোন্ রমণীর চিত্ত পতিত হইয়া আসক্ত না হয়? যেহেতু তুমি দয়াযুক্ত স্মিতসম্বলিত অবলোকন দ্বারা আমাদের ন্যায় অনাথবর্গের মানসিক ব্যথা অপনোদন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—ভোগিভোগযোঃ সর্পদেহাকারয়োস্তব ভুজয়োর্বিষ্ণ সজ্জেত, এবম্ভূতং কস্যাঃ স্ত্রিয়া মনঃ স্যাৎ? ন কস্যা অপীত্যর্থঃ। যো ভবান্ অনাথবর্গাধীন্ দীনস্তোমাস্তেষামাধিন্ অলমত্যর্থম্ অপোহিতুং সর্ব্বত্র চরতি। কেন অপোহিতুম্? ঘৃণয়া উদ্ধতঃ অতিশয়িতো যঃ স্মিতপূর্ব্বকোঽবলোকস্তেন॥ ৪২

অন্বয়ঃ। হে রাজন্! তত্র তৌ দম্পতী (জায়াপতিভাবম্ আশ্রিতৌ সা প্রমদা পুরঞ্জনশ্চেতি দ্বৌ) মিথঃ (পরস্পরম্) ইতি (উক্তরূপং) সময়ং (সঙ্কেতং) সমুদ্য (উক্ত্বা) তাং (পূর্ব্বোক্তাং) পুরীং (নবদ্বারং ভবনং পক্ষে শরীরং) প্রবিশ্য শতং সমাঃ (সংবৎসরান্ ব্যাপেতি শেষঃ) মুমুদাতে (সুখমুপভুক্তবন্তৌ)॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তথায় সেই দম্পতিযুগল পরস্পর উক্তরূপ সঙ্কেত প্রকাশ করিয়া সেই পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শত বৎসর যাবৎ সুখভোগ করিতে লাগিলেন॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—সমুদ্য সমুদীর্য্য। সমাঃ সংবৎসরান্॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—তত্র তত্র চ (নানাস্থানেষু ইত্যর্থঃ) গায়কৈঃ (গানকুশলৈঃ বন্দিভিঃ) ললিতং (মধুরং যথা স্যাৎ তথা) উপগীয়মানঃ (প্রশস্তিগীতৈঃ স্তূয়মানঃ) [এতেন অধ্যাত্মপক্ষে জীবস্য জাগ্রদবস্থা ব্যক্তা] স্ত্রীভিঃ পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) [সন্] ক্রীড়ন্ (এতেন অধ্যাত্মপক্ষে স্বপ্নাবস্থা ব্যক্তা, তদা ইন্দ্রিয়াণামবসন্নতয়া তৎসংস্কারেণ তদীয়বৃত্তিকালিকানামেব তৎকার্য্যকরিত্বাদিতি ভাবঃ) শুচৌ (গ্রীষ্মে কালে, পক্ষে সুষুপ্তৌ) হ্রদিনীং (নদীং, পক্ষে হৃদয়স্থানং স্বাপস্থানরূপম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টঃ)॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—সেই সেই স্থানে গায়কগণ মধুর স্বরে পুরঞ্জনের স্তুতিগান করিতে লাগিল, তিনি বহু স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে গ্রীষ্মকালে (জলকেলি করিবার জন্য) নদীতে প্রবেশ করিলেন॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—তত্র জাগ্রতদবস্থাং সংক্ষেপেণাহ—উপগীয়মান ইতি। সুষুপ্ত্যবস্থামাহ। হ্রদিনীং হৃদয়াকাশং স্বাবস্থানম্। শুচৌ নিদাঘে॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—[ইতঃ প্রভৃতি অধ্যায়সমাপ্তিং যাবৎ জাগ্রদবস্থাং বিশিষ্য কথয়তি সপ্তোপরীত্যাদিনা] তস্যাঃ পুরঃ পৃথগ্ বিষয়গত্যর্থং (পৃথক্‌বিষয়ানাং ভোগ্যানাং গত্যর্থমনুভবার্থম্) উপরি কৃতাঃ (নির্ম্মিতাঃ, পক্ষে ঈশ্বরেণ সমুৎপাদিতাঃ) সপ্ত (সপ্তসংখ্যকাঃ) দ্বারঃ (নেত্রদ্বয়-নাসাদ্বয়-কর্ণদ্বয়-মুখরূপাণি দ্বারাণি) দ্বে তু (দ্বারৌ) অধঃ

পঞ্চ দ্বারস্তু পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈকা তথোত্তরা ।
পশ্চিমে দ্বে অমূষাং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে ॥ ৪৬
খদ্যোতাবির্ম্মুখী চ প্রাগ্ দ্বাবাবেকত্র নির্ম্মিতে ।
বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ ॥ ৪৭

( অধোভাগে গুহ্যরন্ধ্র-লিঙ্গরন্ধ্ররূপে ইতি ভাবঃ ) তস্যাঃ ( পুরঃ ) যঃ কশ্চন ( জনঃ ) ঈশ্বরঃ ( অধিপতিঃ, কথাপক্ষে অনিয়তস্বামিকত্বাৎ, অধ্যাত্মপক্ষে আত্মনঃ সম্যগ্ বিজ্ঞানেন অনিয়তত্বাদিতি ভাবঃ ) ॥ ৪৫

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্! সেই পুরের ( নবটি দ্বারের মধ্যে ) সাতটি দ্বার উপরিভাগে নির্ম্মিত ( উহা চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখরন্ধ্রদ্বয় ও মুখরন্ধ্ররূপ ) আর দুইটি দ্বার নিম্নভাগে ( গুহ্যরন্ধ্র ও লিঙ্গরন্ধ্ররূপ ) পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের অনুসাধনার্থ নির্ম্মিত আছে। এই পুরীর যে কোনও ব্যক্তিই অধিপতি ॥ ৪৫

**শ্রীধরটীকা**।। ইদানীং নবদ্বারঃ প্রদর্শয়ন্ জাগ্রদবস্থাং প্রপঞ্চয়তি—সপ্তেতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। তস্যাঃ পুরঃ উপরি কৃতা দ্বারঃ সপ্ত। বৃতা ইতি পাঠে সংবৃতাঃ। নেত্রে নাসিকে শ্রোত্রে মুখঞ্চেতি সপ্ত, অধো দ্বে দ্বারৌ গুদলিঙ্গে। যঃ কশ্চনেতি আত্মনঃ সম্যগবিজ্ঞানাৎ অনিয়তত্বাচ্চ ॥ ৪৫

**অন্বয়ঃ**।—হে নৃপ! পঞ্চ দ্বারস্তু ( দ্বারাণি তু ) পৌরস্ত্যাঃ ( পুরস্ত্যাঃ ভবাঃ পূর্ব্বদিগ্ ভবা ইত্যর্থঃ, তাঃ মুখনাসিকানেত্ররূপাঃ ), একা ( দ্বাঃ ) দক্ষিণা ( দক্ষিণদিগ্ ভবা, সা দক্ষিণকর্ণরূপা তথা একা উত্তরা ( উত্তরদিগভবা, সা বামকর্ণরূপা ) দ্বে ( অবশিষ্টে দ্বে ) পশ্চিমে ( পশ্চিমদিগ্ ভবে, তে চ গুহ্যরন্ধ্র-লিঙ্গরন্ধ্ররূপে ), অমূষাং ( নিরুক্তানাং দ্বারাং ) নামানি বর্ণয়ে ( কথয়ামি ) ॥ ৪৬

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্! ( ঐ দ্বারগুলির মধ্যে ) পাঁচটী দ্বার পূর্ব্বাভিমুখ, একটী দক্ষিণমুখ, অপর একটী উত্তরমুখ ও অপর দুইটী পশ্চিমমুখে অবস্থিত, ঐ সকল দ্বারের কথা বলিতেছি ॥ ৪৬

**শ্রীধরটীকা**।—তাসু সপ্তসু পঞ্চ দ্বারঃ পৌরস্ত্যাঃ পূর্ব্বদিগ্ ভবাঃ ॥ ৪৬

**অন্বয়ঃ**।—খদ্যোতা ( খদ্যোতবৎ অল্পপ্রকাশা বামচক্ষুরূপা, খে আকাশে দ্যোতঃ দ্যুতিঃ যস্যাঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বিশেষজ্যোতিষা আকাশং দীপয়ন্তীতি কথাপক্ষে ) [ দক্ষিণাঙ্গমাত্মনো বীর্য্যবত্তরমিতি শ্রুতেঃ দক্ষিণাঙ্গাপেক্ষয়া বামাঙ্গস্য শক্তিলাঘবমুপেযম্ ] আবির্মুখী ( আবিঃ প্রকটং মুখং যস্যাঃ তাদৃশী, বহুলপ্রকাশযুক্তা দক্ষিণনেত্ররূপা ) প্রাগ্ দ্বারৌ ( পূর্ব্বদিগ্ ভবৌ দ্বারবিশেষৌ ) একত্র ( একস্মিন্ এব স্থানে ) নির্ম্মিতে ( রচিতে ) তাভ্যাং ( খদ্যোতাবির্মুখ্যাখ্যপ্রাগ্ দ্বার্ভ্যাং ) দ্যুমৎসখঃ ( চক্ষুঃসহিতঃ পুরঞ্জনঃ ) বিভ্রাজিতং ( সুশোভিতং ) জনপদং ( নগরং ) যাতি ( গচ্ছতি, অনুভবতীতি বা ) ॥ ৪৭

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্! খদ্যোতা ও আবির্মুখী নামে যে দুইটী পূর্ব্বদিগ্ ভব দ্বার নির্ম্মিত আছে ( উহার একটী বামনেত্র, উহা খদ্যোতের তুল্য অল্পপ্রকাশযুক্ত বলিয়া উহার সংজ্ঞা খদ্যোতা, অপরটী দক্ষিণনেত্র, উহা অধিক প্রকাশযুক্ত বলিয়া উহার সংজ্ঞা আবির্মুখী ) ঐ দুইটী দ্বারের সাহায্যে পুরঞ্জন সুশোভিত জনপদের উপভোগ করেন ॥ ৪৭

**শ্রীধরটীকা**।—খদ্যোতবদল্পপ্রকাশা বামনেত্ররূপা। আবিঃ প্রকটং মুখং যস্যাঃ সা বহুপ্রকাশা দক্ষিণনেত্রলক্ষণা। তস্মাদ্দক্ষিণোর্দ্ধ আত্মনো বীর্যবত্তর ইতি শ্রুতেঃ। স্বানুভবাচ্চ তত্র প্রকাশাধিক্যম্। একত্র সংলগ্নে। বিভ্রাজিতং রূপম্। দ্যুমৎসখশ্চক্ষুঃসহিতঃ ॥ ৪৭

নলিনী নালিনী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে। অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্ ॥ ৪৮
মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্ দ্বাস্তয়াপণবহূদনৌ। বিষয়ৌ যাতি পুররাড্ রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ ॥ ৪৯
পিতৃহূর্নৃপ পূর্য্যা দ্বার্দক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ। রাষ্ট্রং দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥ ৫০
দেবহূর্নাম পূর্য্যা দ্বাকত্তরেণ পুরঞ্জনঃ। রাষ্ট্রমুত্তরপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ ॥ ৫১

**অন্বয়ঃ।** [তথা] নলিনী (নলিনীনামধেয়া) নালিনী (নালিনীনামধেয়া চ) একত্র নির্ম্মিতে প্রাগ্‌দ্বারৌ (অপরং পূর্ব্বমুখদ্বারদ্বয়ং, স্ত ইতি শেষঃ), তাভ্যাং দ্বার্ভ্যাং, শরীরপক্ষে দক্ষিণনাসা বামনাসারূপাভ্যাং) অবধূতসখঃ (বায়ুধিষ্ঠিতপ্রাণরূপঃ, পক্ষে অবধূতঃ সখা ঈশ্বররূপো বন্ধুর্যেন তথাভূতঃ, জীব ইত্যর্থঃ, বহুব্রীহাবপি সমাসান্তোঽৎপ্রত্যয় আর্ষঃ) সৌরভং (সৌগন্ধ্যরূপং) বিষয়ং (ভোগ্যং বস্তু) যাতি (অনুভবতি) ॥ ৪৮

**মূলানুবাদ।** নলিনী এবং নালিনী নামেও (দক্ষিণনাসিকা ও বামনাসিকারূপ) একত্র নির্ম্মিত দুইটী পূর্ব্বমুখ দ্বার আছে। উহা দ্বারা অবধূতসখ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, পক্ষে জীব, সৌরভরূপ বিষয় ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৮

**শ্রীধরটীকা।**—নলনালশব্দৌ ছিদ্রবচনৌ, তদ্বতী নলিনী নালিনী চ বামদক্ষিণনাসিকে। অত্রাপি সংজ্ঞাভেদাদেব কার্য্যে ন্যূনাধিকং পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞেয়ম্। অবধূতো বায়ুধিষ্ঠিতো ঘ্রাণঃ। সৌরভং গন্ধম্ ॥ ৪৮

**অন্বয়ঃ।** —মুখ্যা নাম (মুখ্যানাম্নী) [যা] পুরস্তাৎ (পূর্ব্বস্যাং দিশি) দ্বাঃ (অপরমেকং দ্বারং মুখরূপম্, অস্তীতি শেষঃ, তয়া (দ্বারা) রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ (রসজ্ঞং রসনেন্দ্রিয়ং, বিপণঃ বাগিন্দ্রিয়ং, তাভ্যাং অন্বিতঃ যুক্তঃ) পুররাট্ (অস্যাঃ পূর্য্যা অধিপতিঃ, শরীরপক্ষে জীবঃ) আপণবহূদনৌ (আপণঃ ভাষণং, বহূদনঃ বহ্বোদনঃ তৌ, ভাষণং ওদনাদিবসঞ্চ ইত্যর্থঃ, বহ্বোদন ইত্যনুক্তিশ্চ পরোক্ষবাদতারক্ষণায়) বিষয়ৌ (ভোগবস্তুনী) যাতি ॥ ৪৯

**মূলানুবাদ।**—মুখ্যানামক (মুখরূপ) পূর্ব্বাভিমুখ একটী যে দ্বার আছে, তাহা দ্বারা রসনেন্দ্রিয়যুক্ত পুরনায়ক (জীব) ভাষণ ও বহু ওদনাদি বিষয়ের ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯

**শ্রীধরটীকা।**—মুখ্যা প্রধানা, আস্যম্। আপণো ভাষণং, বহূদনশ্চিত্রমন্নং, বহ্বোদন ইত্যনুক্তিঃ পরোক্ষবাদত্বায়। রসজ্ঞং রসনেন্দ্রিয়ং, বিপণো বাগিন্দ্রিয়ং, তাভ্যামন্বিতঃ ॥ ৪৯

**অন্বয়ঃ।**—হে নৃপ। দক্ষিণেন (দক্ষিণস্যাং দিশি, দক্ষিণশব্দাৎ এনপ্ প্রত্যয়ঃ) পূর্য্যাঃ (পুরস্য) পিতৃহূঃ (তদাখ্যা) দ্বাঃ (দ্বারম্ [অস্তীতি শেষঃ], [তয়া] শ্রুতধরান্বিতঃ (শ্রুতং শাস্ত্রং ধরতি যঃ সঃ শাস্ত্রশ্রবণসাধনং দক্ষিণকর্ণঃ, তেন অন্বিতঃ যুক্তঃ) পুরঞ্জনঃ দক্ষিণপঞ্চালং (তদাখ্যং) [পঞ্চানাং বিষয়াণাং অন্যতোঽনবধৃতানাং প্রকাশনায় অলমিতি পঞ্চালং কর্মকাণ্ডশাস্ত্রমিতি শরীরপক্ষে] রাষ্ট্রং (দেশং) যাতি ॥ ৫০

**মূলানুবাদ।**—হে নৃপ। দক্ষিণদিকে সেই পুরীর পিতৃহূনামক একটী যে (দক্ষিণকর্ণরূপ) দ্বার আছে, উহা দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত পুরঞ্জন দক্ষিণপঞ্চাল রাষ্ট্র (শাস্ত্র) ভোগ করেন ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—[তথা] উত্তরেণ (উত্তরস্যাং দিশি) পূর্য্যাঃ দেবহূঃ নাম (দেবহূনামধেয়া) দ্বাঃ (দ্বারং অস্তীতি শেষঃ), [তয়া দ্বারা] শ্রুতধরান্বিতঃ পুরঞ্জনঃ উত্তরপঞ্চালম্ (উত্তরপঞ্চালং দেশং, পক্ষে দেবযানপ্রতিপাদকশাস্ত্রবিশেষং) যাতি। [প্রবৃত্তসংজ্ঞকস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য দক্ষিণকর্ণেন, নিবৃত্তসংজ্ঞকস্য চ জ্ঞানকাণ্ডস্য বামকর্ণেন শ্রবণং শাস্ত্রসিদ্ধম্, এতদ্বিশেষস্তু পরতঃ স্বয়মেব বদিষ্যত ইতি] ॥ ৫১

**মূলানুবাদ।**—উত্তর দিকে পুরীর একটী যে দেবহূ নামক দ্বার আছে, তাহা দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত পুরঞ্জন উত্তরপঞ্চাল দেশ (জ্ঞানকাণ্ড) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫১

আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ। গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্ম্মদেন সমন্বিতঃ॥ ৫২
নির্ঋতির্নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ। বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ॥ ৫৩
অন্ধাবমীষাং পৌরাণাং নির্ব্বাক্‌পেশস্কৃতাবুভৌ।
অক্ষণ্বতামধিপতিস্তাভ্যাং যাতি করোতি চ॥ ৫৪

**শ্রীধরটীকা।**—দক্ষিণেনেতি ন তৃতীয়া, কিন্তু দক্ষিণস্যাং দিশীত্যস্মিন্নর্থে তদ্ধিতোঽয়মেনপ্ প্রত্যয়োঽব্যয়সংজ্ঞঃ, এবমুত্তরেণেতি। অয়মর্থঃ—পঞ্চানাং বিষয়াণাম্ অন্যতোঽনবগতানাং প্রকাশায়ালমিতি পঞ্চালং শাস্ত্রম্। শ্রবণকালে চ বলাধিক্যাৎ দক্ষিণকর্ণঃ প্রবর্ত্ততে, শাস্ত্রে চ প্রথমং শ্রোতব্যং কর্ম্মকাণ্ডমিত্যেতাবতা সাম্যেন প্রবৃত্তসংজ্ঞস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য দক্ষিণকর্ণেন শ্রবণমিষ্যতে। অতস্তদর্থমনুষ্ঠায় পিতৃভিবাহূতঃ পিতৃলোকপ্রাপকং পিতৃযানং প্রপদ্যতে। তদনেন প্রকারেণ পিতৃণামাহ্বানমনেন ভবতীতি পিতৃহূর্দক্ষিণকর্ণঃ। এবং তদ্বৈপরীত্যেন উত্তরকর্ণো দেবহূঃ। তথা চ ব্যাখ্যাস্যতি—পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম। পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাৎ শ্রুতধরাদ্ ব্রজেদিতি॥ ৫০।৫১

**অন্বয়ঃ।**—আসুরী নাম (তদাখ্যা) [যা] পশ্চাৎ (পশ্চিমদিশি) দ্বাঃ (দ্বারং শিশ্নরূপম্, অস্তীতি শেষঃ) তয়া দুর্ম্মদেন (দুর্দ্দমনীয়েন ভৃত্যেন, পক্ষে গুহ্যেন্দ্রিয়েণ, তস্য আসুরী সংজ্ঞা চ অসুরা ইন্দ্রিয়ারামাস্তৎসম্বন্ধিনীতি ব্যুৎপত্ত্যা সিদ্ধা) সমন্বিতঃ (যুক্তঃ) পুরঞ্জনঃ গ্রামকং নাম বিষয়ং (দেশং,) [পক্ষে গ্রামস্য গ্রাম্যজনানাং কং সুখং ব্যবায়লক্ষণমিত্যর্থঃ] যাতি॥ ৫২

**মূলানুবাদ।**—আসুরী নামক যে পশ্চিমদিকে (উপস্থ ইন্দ্রিয়রূপ) দ্বার আছে, তাহা দ্বারা দুর্ম্মদ (গুহ্যেন্দ্রিয়) যুক্ত পুরঞ্জন গ্রামক নামক দেশ (গ্রাম্য ব্যবায়সুখ) লাভ করিয়া থাকেন॥ ৫২

**শ্রীধরটীকা।**—অসুরা ইন্দ্রিয়ারামাঃ, তেষামিয়মাসুরী শিশ্নদ্বাঃ। গ্রামকং গ্রামস্থজনানাং কং সুখং ব্যবায়ম্। দুর্ম্মদেন গুহ্যেন্দ্রিয়েণ॥ ৫২

**অন্বয়ঃ।**—[তথা] নির্ঋতির্নাম (তদাখ্যা, মৃত্যুদ্বারত্বাৎ গুদরূপা) [যা] পশ্চাৎ দ্বাঃ [অস্তীতি শেষঃ] তয়া লুব্ধকেন (ব্যাধেন, পায়ুনা চ তেনোৎক্রান্তস্য দুঃখলাভাৎ লুব্ধকসাম্যমুক্তম্) সমন্বিতঃ (যুক্তঃ) পুরঞ্জনঃ বৈশসং নাম (তদাখ্যং মলবিসর্গলক্ষণঞ্চ) বিষয়ং যাতি॥ ৫৩

**মূলানুবাদ।**—নির্ঋতিনামক পশ্চিমদিকে যে (গুদরূপ) অপর একটি দ্বার আছে, তাহা দ্বারা লুব্ধক যুক্ত (পায়ুবায়ুর সহিত বর্ত্তমান) পুরঞ্জন বৈশসনামক বিষয় মলপরিত্যাগ) লাভ করিয়া থাকেন॥ ৫৩

**শ্রীধরটীকা।**—নির্ঋতির্নাম গুদঃ, মৃত্যুদ্বারত্বাৎ। বৈশসং মলবিসর্গম্, লুব্ধকেন পায়ুনা, তেনোৎক্রান্তস্য দুঃখপ্রাপ্তের্লুব্ধকসাম্যম্॥ ৫৩

**অন্বয়ঃ।**—[দ্বারাণাং কথামুক্ত্বা সম্প্রতি চরণাদীনামদ্বারাণামপি কথামাহ অন্ধাবিত্যাদিনা] অমীষাং (নিরুক্তপূর্ব্বাণাং) পৌরাণাং (পুরসম্বন্ধিনাং দ্বারাদীনাং পুরবাসিনাঞ্চ) মধ্যে নির্বাক্‌পেশস্কৃতৌ (নির্বাক্ পাদঃ, পেশস্কৃৎ হস্তঃ, তৌ হস্তপদলক্ষণৌ) অন্ধৌ (দর্শনশক্তিরহিতৌ) [হস্তপদয়োস্তথাত্বঞ্চ ছিদ্রাভাবেন স্বতো জ্ঞানক্রিয়াশক্তিত্বাভাবেন চেতি জ্ঞেয়ম্) [স্ত ইতি শেষঃ], তাভ্যাং (হস্তপাদাভ্যাম্) অক্ষণ্বতাম্ (ইন্দ্রিয়যুক্তানাং শরীরাণাম্) অধিপতিঃ (প্রভুঃ, পুরঞ্জনঃ) যাতি (গচ্ছতি) করোতি (বস্তুগ্রহণাদিনা কার্য্যং নিষ্পাদয়তি চ ইত্যর্থঃ)॥ ৫৪

স যর্হ্যন্তঃপুরগতো বিষূচীনসমন্বিতঃ। মোহং প্রসাদং হর্ষং বা যাতি জায়াত্মজোদ্ভবম্ ॥ ৫৫
এবং কর্ম্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ। মহিষী যদ্ যদীহেত তৎ তদেবান্ববর্ত্তত ॥ ৫৬
ক্বচিৎ পিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ।
অশ্নন্ত্যাং ক্বচিদশ্নাতি জক্ষত্যাং সহ জক্ষিতি ॥ ৫৭

**মূলানুবাদ।**—উক্ত পুরসম্বন্ধীয় বস্তুগুলির মধ্যে নির্ব্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামক ( পাদ ও হস্তরূপ ) দুইটী অন্ধ আছে। তাহাদের সাহায্যে ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহের অধিপতি পুরঞ্জন ( জীব ) গমন ও গ্রহণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ৫৪

**শ্রীধরটীকা।**—অমীষাং মধ্যে, নির্ব্বাক্ পাদঃ, পেশস্কৃদ্ধস্তঃ, তাবুভাবন্ধৌ ছিদ্রাভাবাৎ,স্বতো জ্ঞানক্রিয়া-শক্ত্যভাবাচ্চ। অক্ষণ্বতাম্ ইন্দ্রিয়বতাং দেহানামধিপতিঃ পুরঞ্জনঃ। তদিন্দ্রিয়স্থান্যুক্তিঃ সর্ব্বেষ্বপুর্ব্বাবাৎ ॥ ৫৪

**অন্বয়ঃ।**—[ অথাস্য অন্তঃপুরগতস্য মোহাদিভাবান্তরমাহ স ইত্যাদিনা ] সঃ ( পুরঞ্জনঃ ) যর্হি ( যস্মিন্ কালে ) বিষূচীনসমন্বিতঃ ( বিষু সর্ব্বতোঽঞ্চতীতি বিষূচীনং মনঃ, তেন সমন্বিতঃ ) অন্তঃপুরগতঃ ( অবরোধপ্রবিষ্টঃ, ভবতীতি শেষঃ, অন্তপুরং হৃদয়ং তদ্গত ইতি জীবপক্ষে ) [ তদা সঃ ] জায়াত্মজোদ্ভবং ( কলত্রেভ্যঃ পুত্রেভ্যশ্চ সমুৎপন্নং, জীবপক্ষে জায়া বুদ্ধিঃ, আত্মজাঃ জ্ঞানাদয়স্তেভ্যঃ সমুদ্ভূতমিত্যর্থঃ ) মোহং ( তমোগুণজাং মূঢ়তাং ) প্রসাদং ( সত্ত্বগুণজাং প্রসন্নতাং ) হর্ষং ( রাজোগুণজাং হর্ষরূপাং বৃত্তিং ) বা যাতি ( লভতে ) ॥ ৫৫

**মূলানুবাদ।**—সেই পুরঞ্জন বিষূচীন ( মন ) সমভিব্যাহারে যখন অন্তঃপুরে ( হৃদয়ে ) প্রবিষ্ট হইলেন, তখন জায়া ( বুদ্ধি ) ও আত্মজ ( জ্ঞানাদি ) হইতে উৎপন্ন মোহ, প্রসাদ ও হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

**অন্বয়ঃ।**—এবং ( উক্তরূপেণ ) কামাত্মা ( বিষয়াভিলাষস্বভাবঃ ) [অত এব] কর্ম্মসু ( বৈদিকেষু কৃত্যবস্তুষু ) সংসক্তঃ ( স্তবাসম্বন্ধযুক্তঃ ) অবুধঃ ( অজ্ঞঃ ) [ স পুরঞ্জনঃ ] বঞ্চিতঃ ( স্বজনৈঃ প্রতারিতঃ, পক্ষে অসদ্গ্রহশালিন্যা বুদ্ধ্যা বিডম্বিতঃ ) মহিষী ( রাজ্ঞী পূর্ব্বোক্তা প্রমদা, পক্ষে মহিষীতুল্যা বুদ্ধিঃ ) যদ্ যৎ ( কার্য্যম্ ) ঈহেত ( পরতোঽপি ইচ্ছেৎ কা কথা বর্ত্তমানেচ্ছয়া ইতি ভাবঃ ) তৎ তদেব ( কার্য্যম্ ) অন্ববর্ত্তত (অনুবৃত্তবান্, অনুসসার ইতি যাবৎ ) ॥ ৫৬

**মূলানুবাদ।**—উক্তরূপে কামতৎপর কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ পুরঞ্জন বঞ্চিত হইয়া তদীয় মহিষী ( বুদ্ধি ) যাহা যাহা ( পরেও ) ইচ্ছা করিবেন, সেই সেই কার্য্যেরই অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

**শ্রীধরটীকা।**—অন্তঃপুরং হৃদয়ং গতঃ। বিষূচীনং সর্ব্বতোমুখং মনঃ। মোহপ্রসাদহর্ষাস্ত্রয়ঃ সত্ত্বরজঃ-কার্য্যাণি। জায়া বুদ্ধিঃ, আত্মজা ইন্দ্রিয়পরিণামাঃ, তজ্জন্যদম্ ॥ ৫৫।৫৬

**অন্বয়ঃ।**—[ মহিষ্যা অনুবর্ত্তনপ্রকারমাহ ক্বচিদিত্যাদিনা ] [ সঃ ] ক্বচিৎ ( কুত্রচিৎ ) [ তস্যাং মহিষ্যাং ] পিবন্ত্যান্ ( আসবাদিপানং কুর্ব্বত্যাং সত্যাং ) মদবিহ্বলঃ ( মত্ততয়া বিক্ষিপ্তঃ সন্ ) মদিরাং ( মদ্যং ) পিবতি। ক্বচিৎ অশ্নন্ত্যাং ( ভোজনং কুর্ব্বত্যাং সত্যাং ) অশ্নাতি ( ভুঙ্ক্তে ), জক্ষত্যাং ( মোদকাদিকং ভুঞ্জানায়াং সত্যাং ) সহ ( মিলিত্বা ) জক্ষিতি ( ভুঙ্ক্তে ) [ অত্র একস্য ভোজনস্য মোদকাদিবিশেষকর্ম্মকত্বম্ অপরস্য চ মদ্যপানাদ্যভূত-বস্তুবিশেষবিষয়কত্বমিতি ন পৌনরুক্ত্যং শঙ্কনীয়ম্ ] ॥ ৫৭

**মূলানুবাদ।**—মহিষী যখন মদ্যাদি পান করিতেন, তখন পুরঞ্জনও মদবিহ্বল হইয়া পানে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি যখন ( মদ্যপানের উপকরণ ) ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন তখন পুরঞ্জনও তাহাই করিতেন, আবার মহিষী যখন অন্নাদি ভোজন করিতেন, তখন তিনি তাহার সহিতই ভোজন করিতেন ॥ ৫৭

ক্বচিদ্গায়তি গায়ন্ত্যাং রুদন্ত্যাং রোদিতি ক্বচিৎ। ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনুজল্পতি ॥ ৫৮
ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনুতিষ্ঠতি। অনুশেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীম্ ॥ ৫৯
ক্বচিৎ শৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনুপশ্যতি।
ক্বচিজ্জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি ক্বচিৎ ॥ ৬০
ক্বচিচ্চ শোচতীং জায়ামনুশোচতি দীনবৎ। অনুহৃষ্যতি হৃষ্যন্ত্যাং মুদিতামনুমোদতে ॥ ৬১

**অন্বয়ঃ।**—ক্বচিৎ [ তস্যাং ] গায়ন্ত্যাং ( সঙ্গীতানুশীলনং কুর্ব্বত্যাং ) গায়তি [ স ইতি শেষঃ ], ক্বচিৎ রুদন্ত্যাং ( রোদনং কুর্ব্বত্যাং ) রোদিতি। ক্বচিৎ হসন্ত্যাং ( হর্ষেণ হাসং রচয়ন্ত্যাং সত্যাং ) হসতি। জল্পন্ত্যাং ( কথাং কথয়ন্ত্যাং সত্যাং ) জল্পতি ( কথাং প্রস্তৌতি ) ॥ ৫৮

**মূলানুবাদ।**—কথনও সেই মহিষী গান করিতে থাকিলে তিনি গান করেন, রোদন করিতে থাকিলে রোদন করেন, হাসিতে থাকিলে হাসেন এবং কথা বলিতে থাকিলে কথা বলেন ॥ ৫৮

**শ্রীধরটীকা।**—জল্পন্ত্যাং মোদকাদি ভণয়ন্ত্যাম্ ॥ ৫৭।৫৮

**অন্বয়ঃ।**—ক্বচিৎ ধাবন্ত্যাং ( দ্রুতং গচ্ছন্ত্যাং সত্যাং ) ধাবতি ( দ্রুতং গচ্ছতি), তিষ্ঠন্ত্যাং (গতিনিবৃত্তিং কুর্ব্বত্যাম্ ) অনু ( তৎপশ্চাৎ ) তিষ্ঠতি ( স্থিতো ভবতি ), শয়ানায়াং (শয়নং কুর্ব্বত্যাম্ ) অনুশেতে (পশ্চাৎ শয়নং করোতি ), ক্বচিৎ আসতীম্ ( আসীনাম্, উপবিশন্তীমিতি যাবৎ, আসেঃ শতৃপ্রত্যয় আর্ষঃ ) অন্বাস্তে ( তৎপশ্চাৎ উপবিশতি ) ॥ ৫৯

**মূলানুবাদ।**—তিনি যখন কোথাও দ্রুত গমন করিতে থাকেন, তখন পুরঞ্জনও দ্রুত গমন করিতেন। যখন তিনি গতির নিবৃত্তি করিতেন, তখন পুরঞ্জনও গমন হইতে নিবৃত্ত হইতেন। যখন মহিষী শয়ন করিতেন, তখন তিনিও শয়ন করিতেন, আবার যখন মহিষী কোথাও উপবেশন করিতেন তখন তিনিও তৎপশ্চাত উপবেশন করিতেন ॥ ৫৯

**অন্বয়ঃ।**—[ তথা তস্যাং ] ক্বচিৎ শৃণ্বন্ত্যাং (কস্যাপি শব্দাদেঃ শ্রবণং কুর্ব্বত্যাং) [ সঃ ] শৃণোতি ( তমেব শব্দাদিমিতি শেষঃ ), পশ্যন্ত্যাং ( কস্যাপি রূপাদেঃ দর্শনং কুর্ব্বত্যাম্ ) অনুপশ্যতি (তমেব বিষয়মবলোকতে ), ক্বচিৎ জিঘ্রন্ত্যাং ( গন্ধবিশেষস্য গ্রহণং কুর্ব্বত্যাং ) জিঘ্রতি ( তমেব গন্ধবিশেষমিতি শেষঃ ), ক্বচিৎ স্পৃশন্ত্যাং ( বস্তুস্পর্শ-বিশেষং ত্বচা উপলভমানায়াং সত্যাং ) স্পৃশতি ( তমেব স্পর্শবিশেষমনুভবতি ইত্যর্থঃ ) ॥ ৬০

**মূলানুবাদ।**—যখন মহিষী কোনও শব্দ শ্রবণ করিতেন, তখন তিনিও সেই শব্দ শ্রবণ করিতেন। যখন তিনি কোনও দৃশ্য দর্শন করিতেন, তখন পুরঞ্জনও সেই দৃশ্যই দেখিতে থাকিতেন। যখন তিনি কোনও বস্তুর ঘ্রাণ লইতেন, তখন তিনিও সেই বস্তু আঘ্রাণ করিতেন এবং যখন তিনি কোনও বস্তুর স্পর্শের উপলব্ধি করিতেন, তখন রাজাও সেই বস্তু স্পর্শ করিতেন ॥ ৬০

**অন্বয়ঃ।**—ক্বচিচ্চ শোচতীং ( শোকং কুর্ব্বতীং ) জায়াং ( ভার্য্যাং তাং মহিষীং ) দীনবৎ (কাতরতাযুক্ত ইব, কাতরতাং তদনুবর্ত্তনার্থমভিনয়ন্ ইত্যর্থঃ, ন তু বস্তুতোঽপি দীনঃ, জীবপক্ষে চ শোকাদীনাং বুদ্ধিধর্ম্মত্বাৎ তৎপ্রতিবিম্বমাত্রেণ তথা প্রতীয়মান ইতি ভাবঃ ) অনুশোচতি (শোকং প্রকাশয়তি), হৃষ্যন্ত্যাং (হর্ষং প্রকটয়ন্ত্যাম্) অনুহৃষ্যতি ( হর্ষং প্রাপ্নোতি ) মুদিতাম্ অনু ( মুদিতায়াঃ পশ্চাৎ, তয়া মুদিতয়া সহেতি বা, অনুঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ) মোদতে ( আনন্দং লভতে, হর্ষমোদয়োঃ প্রকৃতে ভেদো বোদ্ধব্যঃ ) ॥ ৬১

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্ব্বপ্রকৃতি-বঞ্চিতঃ।
নেচ্ছন্ননুকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎ ক্রীড়ামৃগো যথা ॥ ৬২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—যখন মহিষী দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তখন তিনিও দীনের ন্যায় শোক করিতেন। যখন মহিষী হর্ষ ও আনন্দ লাভ করিতেন, তখন তিনিও হর্ষ ও আনন্দ অনুভব করিতেন ॥ ৬১

**শ্রীধরটীকা।**—আসতীম্ আসীনাম্ ॥ ৫৯—৬১

**অন্বয়ঃ**—সর্ব্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ ( সর্ব্বাভিঃ প্রকৃতিভিঃ স্বভাবৈঃ জ্ঞানানন্দাদিলক্ষণৈর্ভাবৈশ্চ বঞ্চিতঃ প্রতারিতঃ ) অজ্ঞঃ ( অবিবেকী সঃ ) মহিষ্যা ( তয়া প্রমদয়া বুদ্ধ্যা চ ) এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) বিপ্রলব্ধ ( প্রবঞ্চিতঃ সন্ ) ক্লৈব্যাৎ ( পারবশ্যকারণীভূতস্বভাবান্তরাৎ ) ক্রীড়ামৃগঃ ( ক্রীড়াসাধনভূতমৃগবিশেষঃ ) যথা [ তথা ] নেচ্ছন্ ( অনিচ্ছন্ অপি ) অনুকরোতি ( মহিষ্যা অনুবর্ত্তনং করোতি ইত্যর্থঃ ) ॥৬২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—সকল প্রকৃতি দ্বারা বঞ্চিত অজ্ঞ পুরঞ্জন এইরূপে মহিষী কর্তৃক প্রতারিত হইয়া ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় নিজ অনিচ্ছায়ও তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—সর্ব্বা অসঙ্গত্বাদিলক্ষণা প্রকৃতিঃ স্বভাবো বঞ্চিতা যস্য, সর্ব্বথা প্রকৃত্যা বঞ্চিত ইতি বা। নেচ্ছন্ অনিচ্ছন্। ক্লৈব্যাৎ পারবশ্যাৎ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্ত্তিনী।**—রাজা পুরঞ্জন সেই প্রমদাকে দেখিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ঐরূপে যখন প্রণয়ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন সেই রমণীও যে উদাসীন ছিলেন, এমন নহে, পুরঞ্জনের সৌন্দর্য্যে তিনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কাজেই তিনিও তাঁহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হে বীর। তুমি যে যে বিষয় আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে আমি বিশেষ অভিজ্ঞ নহি, অতএব আমি তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ উত্তর দিতে পারিতেছি না। আমার নাম বা গোত্র কি, কেই বা আমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই পুরীই বা কে নির্ম্মাণ করিল, কিছুই আমি অবগত নহি। ( অধ্যাত্মপক্ষে ইহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বুদ্ধি যখন সংসারদশা অনুভব করিতে থাকে, তখন তাহার স্বীয় স্বরূপ বা ঈশ্বর প্রভৃতির স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা থাকায় সে জীবের নিকট উক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করিতে পারে না। ) কেবল আমার সহিত এই যে নর ও নারীগণকে দেখিতেছ, ইহারা আমার সখা ও সখী এবং এই যে সর্পটি দেখিতেছ, সে এই পুরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং আমার সুপ্তাবস্থায়ও জাগিয়া পুরীর রক্ষা কার্য্য করিয়া থাকে, ইহাদের সম্বন্ধে এই মাত্র আমি জানি। যাহা হউক, তুমি আমার ভাগ্যবশে আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তোমাকে পাইয়া আমিই কৃতার্থ হইয়াছি, এ অবস্থায় তুমিই যখন আমার ভোগের প্রার্থনা করিতেছ, তখন আর

কথা কি ? আমি তোমার মাধুর্য্যে অনুরক্ত হইয়াছি, অতএব বন্ধুগণের সহিত আমি তোমার সেবা করিব, তুমি ভিন্ন আর কাহাকে আমি ভালবাসিব, তুমিই আমার প্রণয়ের একমাত্র যোগ্য পাত্র, অতএব আমি তোমাতেই অনুরক্ত থাকিয়া অভীষ্ট ভোগ তোমার নিকট উপস্থিত করিতে থাকিব, তুমি এই পুরী আশ্রয় করিয়া শত বৎসর কাল যাবৎ আমাকে ভোগ করিতে পার।

অধ্যাত্মপক্ষে ইন্দ্রিয়গুলিকে সখা ও তদীয় বৃত্তিসমূহকে সখী বলা হইয়াছে এবং প্রাণকে নাগরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুপ্তি বা সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বিলীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রাণ কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অবিলীন থাকে, এই জন্যই 'সুপ্তায়াং ময়ি' ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। মনুষ্যদেহই জীবের কর্ম্মদেহ, মনুষ্যদেহেই জীব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য অর্জ্জন পূর্ব্বক কৃতার্থতা অবলম্বন করে, সেই মনুষ্যদেহ প্রাক্তন শুভাদৃষ্ট-ব্যতীত হইতে পারে না, অতএব 'দিষ্ট্যা গতোঽসি' অর্থাৎ প্রাক্তন পুণ্যবশতই তুমি এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, এই বাক্য সুসঙ্গত হইতেছে।

( যে বুদ্ধিকে প্রকৃত স্থলে প্রমদারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই বুদ্ধি রাজসী, উহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র সত্ত্বগুণের সংসর্গ আছে বলিয়া উহা ধর্ম্মপ্রবণ অথচ তামসী বুদ্ধি ও সাত্ত্বিকী বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে-জীব বিহার করেন, সেই জীব ইহার পক্ষে অভিমত নহে, কারণ উহা প্রবৃত্তিপথের উপযুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা 'কং নু ত্বদন্যং রময়ে' ইত্যাদি সন্দর্ভদ্বারা উক্তরূপ জীবের নিন্দা করা হইয়াছে। )

এইরূপ পরস্পর কথোপকথনের পর পুরঞ্জন ও সেই অলোকসামান্যা প্রমদা, এই দুইজনে মিলিত হইয়া উক্ত পুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উক্ত পুরীর যে নবটী দ্বারের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মূলানুবাদেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ নবদ্বারযুক্ত পুরীতে পুরঞ্জন সেইপ্রমদার সহিত অবস্থান পূর্ব্বক নিজ অভিলষিত ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন ও প্রমদার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার স্বতন্ত্রভাবে কোনও কার্য্যে সামর্থ্য রহিল না। পানভোজনাদি সমস্ত কার্য্যকলাপই তিনি তাহার অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক করিতে লাগিলেন। ( অধ্যাত্মপক্ষে সংসারী জীব বুদ্ধিরই অনুগামী, বুদ্ধি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, তিনি বুদ্ধির সুখেই সুখ ও বুদ্ধির দুঃখেই দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন। )

( বুদ্ধির ক্রিয়া কলাপের অনুসরণ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের কোনও কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। জীব একমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই বিষয় রাশির উপভোগ করিয়া থাকেন। জীবের জায়াস্থানীয় বুদ্ধি ও আত্মজস্থানীয় ইন্দ্রিয়পরিণাম। ঐ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পরিণামানুসারে সত্ত্বগুণজ প্রসাদ, রজোগুণজনিত হর্ষ ও তমোগুণজনিত মোহ লাভ করিয়া পুরুষ স্বীয় অদৃষ্টের ফল ভোগ করিয়া থাকেন, বুদ্ধির উৎপাদিত সুখ দুঃখাদিকে নিজের বলিয়া ধারণা করেন। যদিও তাঁহার স্বতন্ত্রভাবে কোনও সুখ দুঃখাদি নাই, কারণ পুরুষ নিঃসঙ্গ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলেও তিনি কেবল বুদ্ধির সাহায্যেই সসঙ্গ, সগুণ ও সক্রিয়বৎ প্রতীত হন। বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলে আর তাঁহাকে সগুণ, সসঙ্গ বা সক্রিয় বলা যায় না, অতএব দেখা যায় যে একমাত্র বুদ্ধির অধীনতা প্রাপ্ত হইয়াই জীব সংসারে বিচরণ করেন, মনুষ্যদেহে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দশায় সংসার করিবার ক্ষমতা নাই। ক্রীড়ামৃগ যেমন চালকের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করে, স্বতন্ত্ররূপে কোন কার্য্য করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বকই কার্য্য করেন, তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে বুদ্ধির অনুগমন করিতে হয়। এই রূপে সংসারাবস্থায় বুদ্ধি দ্বারা পুরুষ প্রতারিত হইয়া থাকেন। ) পুরঞ্জনও বিশেষরূপে সেই প্রমদার আয়ত্ত হইয়া প্রবঞ্চিত হইলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া কখনও সেই প্রমদার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিতেন

না বা করিতেন না। কখনও স্তুতিপাঠকগণ তাঁহার প্রশংসা গান করিত, তিনি আনন্দ সহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন, কখনও বা বহুস্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া জলকেলির মানসে নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া তিনিই নানা প্রকার জল কেলি করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপে পুরঞ্জন নানাবিধ বিলাসোপভোগে মগ্ন থাকিয়া সেই প্রমদার সহিত চরিতার্থতা অনুভব করিয়া কাল অতিবাহিত করিতেন॥ ৩৫—৬২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫

———

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

——০*০——

## ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

——(:*:)——

শ্রীনারদ উবাচ।

স একদা মহেষ্বাসো রথং পঞ্চাশ্বমাশুগম্। দ্বীষং দ্বিচক্রমেকাক্ষং ত্রিবেণুং পঞ্চবন্ধুরম্॥ ১
একরশ্ম্যেকদমনমেকনীড়ং দ্বিকূবরম্। পঞ্চপ্রহরণং সপ্ত-বরূথং পঞ্চবিক্রমম্॥ ২
হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্ম্মাক্ষয়েষুধিঃ। একাদশচমূনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদ্বনম্॥ ৩

অন্বয়ঃ। [অথ কদাচিৎ পুরঞ্জনস্য মৃগয়ার্থং বনপ্রবেশমাহ স একদেত্যাদি ত্রিকেণ] একদা সঃ (পুরঞ্জনঃ) স্বর্ণবর্ম্মা (সুবর্ণময়কবচাবৃতঃ, পক্ষে রজোগুণাবৃতঃ) অক্ষয়েষুধিঃ (অক্ষয়া ইষুধয়ঃ তূণীরা যস্য, পক্ষে অনন্তবাসনাযুক্তঃ) একাদশচমূনাথঃ (একাদশঃ একাদশসংখ্যাপূরকঃ চমূনাথঃ সেনাপতির্যস্য, পক্ষে একাদশঃ চমূনাথঃ মন এব দশেন্দ্রিয়রূপাণাং চমূনাং পরিচালকত্বাৎ) মহেষ্বাসঃ (মহান্ ইষ্বাসঃ ধনুর্যস্য তথাভূতঃ, বিশালধনুর্ধরশ্চ সন্, পক্ষে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিনিবেশশালী) পঞ্চাশ্বং (পঞ্চ অশ্বাঃ পক্ষে ইন্দ্রিয়াণি যস্য তং, পঞ্চভিরশ্বৈরুহ্যমানং পঞ্চেন্দ্রিয়পরিচালিতমিতি চ) আশুগং (শীঘ্রগামিনং) দ্বীষং (দ্বে ঈষে দণ্ডিকে পক্ষে অহন্তামমতারূপে যস্য তং) দ্বিচক্রং (দ্বে চক্রে যস্য তং পক্ষে পুণ্যপাপে চক্রভূতে যস্য তম্) একাক্ষম্ (একঃ অক্ষঃ অক্ষদণ্ডঃ যস্য তং, পক্ষে একং প্রধানম্ অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ং যস্য তং) ত্রিবেণুং (ত্রয়ঃ বেণবঃ ধ্বজাঃ যস্য তং, পক্ষে ত্রয়ো গুণা ধ্বজরূপা যস্য তং) পঞ্চবন্ধুরং (পঞ্চ বন্ধুরাণি নিবন্ধনানি যস্য তং, পক্ষে পঞ্চ প্রাণা বন্ধনভূতা যস্য তম্) একরশ্মি (একঃ রশ্মিঃ প্রগ্রহো যস্য তং, পক্ষে একঃ মনোরূপঃ রশ্মির্যস্য তম্) একদমনং (একঃ দমনঃ সারথিঃ যস্য, পক্ষে বুদ্ধিরূপঃ দমনঃ সারথির্যস্য তম্) একনীডম্ (একং নীডং রথিনঃ উপবেশনস্থানং যস্য, পক্ষে হৃদয়রূপং নীডং জীবস্থিতিস্থানং যস্য তং) দ্বিকূবরং (দ্বৌ কূবরৌ যুগবন্ধনস্থানং যস্য, পক্ষে শোকমোহরূপৌ দ্বৌ কূবরৌ যস্য, তং) পঞ্চপ্রহরণং (পঞ্চ প্রহরণানি অস্ত্রাণি যস্য, পক্ষে ইন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ শ্রবণাদয়ঃ প্রহরণভূতা যস্য তং) সপ্তবরূথং (সপ্ত বরূথাঃ রথরক্ষণার্থং চর্ম্মাদ্যাবরণভূতানি যস্য, পক্ষে সপ্ত ধাতবঃ বরূথভূতা যস্য তং) পঞ্চবিক্রমম্ (পঞ্চ বিক্রমাঃ গমনভেদা যস্য, পক্ষে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বিক্রমা যস্য তং) হৈমোপস্করং (হৈমঃ হেমময়ঃ উপস্করঃ পরিচ্ছদঃ যস্য, পক্ষে হৈমাঃ হেমময়ঃ উপস্করঃ পরিচ্ছদঃ যস্য, পক্ষে হৈমাঃ হিমসম্বন্ধিনঃ অতিজাড্যাদস্ফূর্ত্তয এব উপস্করাঃ পরিচ্ছদা যস্য তং) রথং (শকটং, শরীরঞ্চ) আরুহ্য (আশ্রিত্য) পঞ্চপ্রস্থং (পঞ্চ প্রস্থাঃ সানবঃ যস্য, পক্ষে শব্দাদিবিষয়াঃ পঞ্চ সানুভূতা যস্মিন্ তং) বনং (কাননম্) অগাৎ (মৃগয়ার্থং জগাম) [বাসনাময়ং মনঃ প্রকৃতে প্রগ্রহরূপেণ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকং বুদ্ধেস্তথা বক্ষ্যমাণং মনশ্চ সেনানায়কত্বেন আরোপিতমিতি নাসঙ্গতিশঙ্কাপি]॥ ১—৩

মূলানুবাদ।—নারদ বলিলেন—সেই পুরঞ্জন একদা (রজোগুণরূপ) স্বর্ণময় কবচ, (কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বের অভিনিবেশরূপ) মহান্ ধনু, (অনন্ত বাসনা রূপ) অক্ষয় তূণীর, (মনোরূপ) একাদশ সংখ্যার পূরক সেনাপতি

চচার মৃগয়াং তত্র দৃপ্ত আত্তেষুকার্ম্মুকঃ। বিহায় জায়ামতদর্হাং মৃগব্যসনলালসঃ ॥ ৪

সমভিব্যাহারে (পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপ) পঞ্চ অশ্ব, (অহন্তা ও মমতারূপ) দুইটী দণ্ড, (প্রধান রূপ) এক অক্ষদণ্ড, (গুণত্রয়রূপ) তিনটি ধ্বজ (পঞ্চ প্রাণরূপ) পঞ্চ বন্ধন, (মনোরূপ) একটী প্রগ্রহ বা বাঁশ, (বুদ্ধিরূপ) একটী সারথি, (হৃদয়রূপ) একটী রথীর উপবেশন স্থান, (শোক-মোহরূপ) দুইটি যুগবন্ধন স্থান, (শব্দাদি বিষয় গ্রহণরূপ) পঞ্চ প্রহরণ, (সপ্তধাতুরূপ) রথরক্ষণার্থ চর্ম্মাদি আবরণ, (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় রূপ) পঞ্চ প্রকার গতিবিশেষ ও (অভিজাত্যহেতু স্ফূর্ত্তির অভাবরূপ) স্বর্ণময় পরিচ্ছদ যুক্ত একখানি রথে (শরীরে) আরোহণ করিয়া (শব্দাদিবিষয়রূপ) পঞ্চ সানুযুক্ত কাননে প্রবেশ করিলেন ॥ ১—৩

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—**

ষড়্‌বিংশে মৃগয়াব্যাজাৎ স্বপ্নজাগরণোক্তিতঃ। সদ্বুদ্ধিত্যাগযোগাভ্যাং সংসৃতিঃ সা প্রপঞ্চ্যতে ॥

তদেবমাত্মন উপাধিকৃতাং সুষুপ্ত্যবস্থাং জাগ্রদবস্থাঞ্চোক্ত্বা ইদানীং স্বপ্নাবস্থামাহ স—একদেতি দশভিঃ। মহান্ ইষাসো ধনুঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য সঃ, রথমারুহ্য পঞ্চপ্রস্থং বনমগাদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। রথং তদানীমেব বিশ্বস্তং স্বপ্নদেহং, জাগ্রদ্দেহস্য শতসংবৎসরোপভোগ্যপুরত্বেনোক্তত্বাৎ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যশ্বা যস্য। আশুগং শীঘ্রগতিম্। দ্বে অহন্তামমতে ঈষে দণ্ডিকে যস্য। দ্বে পুণ্যাপাপে চক্রে যস্য। একং প্রধানমক্ষো যস্য। ত্রয়ো গুণা বেণবো ধ্বজা যস্য। পঞ্চ প্রাণাঃ বন্ধুরাণি বন্ধনানি যস্য ॥ ১ ॥ একং মনো বশ্মিঃ প্রগ্রহো যস্য, একা বুদ্ধিঃ দমনঃ সূতো যস্য, তঞ্চ তঞ্চ। একং হৃদয়ং নীড়ং রথিন উপবেশস্থানং যস্মিন্। দ্বৌ শোকমোহৌ কূবরৌ যুগবন্ধনস্থানং যস্য। পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ প্রহ্রিয়ন্তে প্রক্ষিপ্যন্তে যস্মিন্। অস্য ব্যাখ্যানং ভবিষ্যতি—পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ-প্রক্ষেপ ইতি। সপ্ত ধাতবো বরূথা রক্ষণার্থং চর্ম্মাদ্যাবরণানি যস্য। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বিক্রমা গতিপ্রকারা যস্য ॥২॥ হৈমোপস্করং সৌবর্ণাভরণম্। স্বর্ণবর্ম্মা—বর্ম্ম কবচং-রজোগুণাবৃতঃ। অক্ষয়েষুধিঃ—ইষুধির্নিষঙ্গঃ অনন্তবাসনাহঙ্কারোপাধিঃ। একাদশো মনোরূপশ্চমূনাথঃ সেনাপতির্যস্য। বাসনাময়স্য মনসঃ প্রগ্রহত্বং, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকস্য বৃহদ্বনত্বেন বক্ষ্যমাণস্য চমূনাথত্বমিতি বিভাগঃ। পঞ্চ শব্দাদযো বিষয়াঃ প্রস্থাঃ সানবো যস্মিংস্তদ্বনং ভজনীয়ং দেশমগাৎ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—[ তত্র গত্বা কিমকরোদিত্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ চচারেত্যাদি ] তত্র (তস্মিন্ কাননে) দৃপ্তঃ (অহঙ্কারযুক্তঃ) আত্তেষুকার্ম্মুকঃ (আত্তাঃ গৃহীতাঃ ইষবঃ বাণাঃ কার্ম্মুকং ধনুশ্চ যেন সঃ, পক্ষে রাগদ্বেষাদিকং ভোগাদ্যভিনিবেশঞ্চ দধান ইত্যর্থঃ) [সঃ] মৃগব্যসনলালসঃ (মৃগাণাং হরিণানাং ব্যসনং বিপৎ মারণমিত্যর্থঃ, তত্র লালসঃ লালসাসম্পন্নঃ, অথচ মৃগেষু অন্বেষণীয়েষু বিষয়েষু যৎ ব্যসনঃ আসক্তিঃ, তেন লালসা অতিস্পৃহা যস্য সঃ) অতদর্হাং (ত্যাগাযোগ্যাং) জায়াং (স্ত্রিয়ং, ধর্ম্মশীলবুদ্ধিমিতি পাক্ষিকোঽর্থঃ) বিহায় (পরিত্যজ্য) [ ধর্ম্মানুস্মৃতিং বর্জ্জয়িত্বা ইতি পাক্ষিকো ভাবঃ ] মৃগয়াং (মৃগনিহননব্যাপারং চচার (অনুষ্ঠিতবান্) পক্ষে পরদার-গমনাদিরূপং পাপমনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ ] ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—রাজা পুরঞ্জন মৃগয়ার প্রতি (বিষয়ভোগের প্রতি) অনন্ত আসক্তিহেতু (রাগদ্বেষাদি রূপ) বাণ ও (ভোগাভিনিবেশ রূপ) ধনুঃ ধারণ করিয়া অতিদৃপ্ত ভাবে ত্যাগের অযোগ্য। (ধর্ম্মশীলবুদ্ধিরূপা) জায়াকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই কাননে (পরদারগমনাদি পাপকার্য্যরূপ) মৃগয়া করিতে লাগিলেন ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—আত্তা গৃহীতা ইষবো রাগদ্বেষাদিরূপাঃ কার্ম্মুকঞ্চ ভোগাদ্যভিনিবেশরূপং যেন। জায়াং বিবেকবতীং বুদ্ধিং বিহায়। অতদর্হাং ত্যাগানর্হাম্। ত্যাগে হেতুঃ—মৃগয়েতি ইতি মৃগাঃ বিষয়াঃ, তেষু ব্যসনং ভোগাসক্তিঃ, তেন লালসা অতিস্পৃহা যস্য ॥ ৪

অন্যথা কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মানারূঢ়ো নিবধ্যতে। গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞো ব্রজত্যধঃ ॥ ৮

তত্র নির্ভিন্নগাত্রাণাং চিত্রবাজৈঃ শিলীমুখৈঃ।
বিপ্লবোঽভূদ্ দুঃখিতানাং দুঃসহঃ করুণাত্মনাম্ ॥ ৯

শশান্ বরাহান্ মহিষান্ গবয়ান্ রুরুশল্যকান্।
মেধ্যানন্যাংশ্চ বিবিধান্ বিনিঘ্নন্ শ্রমমধ্যগাৎ ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—অতো নাবশ্যকমিত্যাহ—য ইতি। এবং নিয়তং কর্ম্ম বিদ্বান্। তেনৈবোপলক্ষণম্। তেন অন্যেন বা কর্ম্মণৈবমনুষ্ঠিতেন যদ্ জ্ঞানং ভবতি তেন জ্ঞানেন হেতুনা সোঽনুষ্ঠাতা ন লিপ্যতে ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[ নিয়মমতিক্রম্য কর্ম্মানুষ্ঠানে অধোগতিমাহ অন্যথেত্যাদিনা ] [ মানবঃ ] অন্যথা (শাস্ত্রনিয়মমুল্লঙ্ঘ্য ) মানারূঢ়ঃ ( মানং কর্ত্তৃত্বাভিমানম্ আরূঢ়ঃ আশ্রিতঃ সন্ ) কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ নিবধ্যতে ( কর্ম্মভিরিতি শেষঃ ) [ততঃ] গুণপ্রবাহপতিতঃ ( গুণপ্রবাহে গুণজনিতে কর্ম্মপ্রবাহে পতিতঃ ) নষ্টপ্রজ্ঞঃ ( বিনষ্টতত্ত্ববোধঃ ) অধঃ ব্রজতি (অধঃপতিতো ভবতি ) [ অধ্যাত্মপক্ষে জীবস্য নিষিদ্ধেতরবিষয়ভোগ এব শাস্ত্রবিহিতঃ, তস্য নিষিদ্ধবিষয়ভোগে তজ্জন্যপাতকেন অধঃপতনমেবেতি ভাবঃ ] ॥ ৮

মূলানুবাদ।—মানব কর্ত্তৃত্বাভিমানে আরূঢ় হইয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া গুণপ্রবাহে পতিত হয় এবং ক্রমে নষ্টপ্রজ্ঞ হইয়া অধোগামী হয় ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—অন্যথা নিয়মোল্লঙ্ঘনেন অন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানমারূঢ়ঃ কর্ম্মভির্নিবধ্যতে, ততশ্চ গুণপ্রবাহে পতিতঃ অধো ব্রজতি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—[ অথ প্রসঙ্গাদাযাতং বস্তু সমাপ্য প্রকৃতমৃগয়াবর্ণনমাহ তত্রেত্যাদিনা ] তত্র (তস্মিন্ কাননে) চিত্রবাজৈঃ ( চিত্রাঃ বিচিত্রাঃ বাজাঃ পক্ষাঃ যেষাং তৈঃ ) শিলীমুখৈঃ ( বাণৈঃ, তেন পুরঞ্জনেন ক্ষিপ্তৈরিতি শেষঃ ) নির্ভিন্নগাত্রাণাং ( নির্ভিন্নানি বিদ্ধানি গাত্রাণি শরীরাণি যেষাং তথাভূতানাং ) দুঃখিতানাং ( কাতরভাবং গতানাং, মৃগব্যা পশূনামিতি শেষঃ ) করুণাত্মনাং ( সদয়স্বভাবানাং ) দুঃসহঃ ( অসহনীয়ঃ ) বিপ্লবঃ নাশঃ বিক্ষোভো বা ) অভূৎ। [ তথাহি পুরঞ্জনশরৈঃ তথা মৃগা বিদ্ধা বিনাশং বিক্ষোভং বা প্রাপ্তাঃ, যথা কৃপালবঃ সর্ব্ব এব দুঃসহাং বেদনাং গচ্ছেয়ুরিতি ভাবঃ ] ॥ ৯

মূলানুবাদ।—তথায় পুরঞ্জন-নিক্ষিপ্ত বিচিত্রপক্ষযুক্ত শরসমূহদ্বারা বিদ্ধ হইয়া পশুসমূহ এরূপ কষ্ট অনুভব করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, যে তাহা দেখিয়া সদয়স্বভাব ব্যক্তি মাত্রেই দুঃসহ বেদনা অনুভব করেন ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[ অথ পশুমারণব্যাপারেণ পুরঞ্জনস্য শ্রান্তিমাহ শশানিত্যাদিনা ] [ সঃ ] শশান্ বরাহান্ ( শূকরান্ ) মহিষান্ গবয়ান্ ( বন্যগোবিশেষান্ ) রুরুশল্যকান্ ( রুরবঃ মৃগবিশেষাঃ, শল্যকাঃ ভাষায়াং 'শজারু' ইত্যাখ্যাতাঃ, তান্ ) অন্যান্ বিবিধান্ মেধ্যান্ চ ( পশূন্ ) বিনিঘ্নন্ ( মারয়ন্ ) শ্রমম্ অধ্যগাৎ ( প্রাপ ) [ অধ্যাত্মপক্ষে জীবঃ খলু কিঞ্চিৎ কালমধর্ম্মানুষ্ঠানং কৃত্বা দৈববশাৎ কালে অনুতপ্যত ইতি ধ্যেয়ম্ ] ॥ ১০

মূলানুবাদ।—পুরঞ্জন শশ, বরাহ, মহিষ, গবয় ( বনগরু ), রুরু ( মৃগবিশেষ ), শজারু ও অপরাপর বিবিধ মেধ্য পশু বধ করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। [ জীবপক্ষে—বহু বিষয় উপভোগ করিয়া ক্রমে জীব বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া উঠিলেন ] ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য পুনর্মৃগয়ামেবাহ বর্ণয়তি—তত্রেতি। চিত্রা বাজাঃ পক্ষা যেষাং তৈঃ। বিপ্লবো নাশঃ, করুণাত্মনাং কৃপালূনাং দুঃসহঃ ॥ ৯।১০

ততঃ ক্ষুত্তৃট্পরিশ্রান্তো নিবৃত্তো গৃহমেয়িবান্ ।
কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্লমঃ ॥ ১১

আত্মানমর্হয়াঞ্চক্রে ধূপালেপস্রগাদিভিঃ । সাধ্বলঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গো মহিষ্যামাদধে মনঃ ॥ ১২
দৃপ্তো হৃষ্টঃ সুতৃপ্তশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ । ন ব্যচষ্ট বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীম্ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ** ।—[ অথ শ্রান্তস্য তস্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনমাহ তত ইত্যাদিনা ] ততঃ ( তদনন্তরং ) ক্ষুত্তৃট্পরিশ্রান্তঃ ( ক্ষুধা ক্ষুধয়া তৃষা তৃষয়া চ পরিশ্রান্তঃ ; [ সঃ ] নিবৃত্তঃ ( নিবৃত্তিমাশ্রিতঃ সন্ ) গৃহম্ এয়িবান্ ( আ-ঈয়িবান্ আগতঃ ) [ অথ ] কৃতস্নানোচিতাহারঃ ( কৃতে সম্পাদিতে উচিতং স্নানং উচিত আহারশ্চ যেন তথাভূতঃ ) [ তত এব ] গতক্লমঃ ( অপগতক্লান্তিঃ সন্ ) সংবিবেশ ( শয্যামাশিশ্রায় ) । [ অধ্যাত্মপক্ষে জীবস্য অধর্ম্মত্যাগপরস্য ধর্ম্মমর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতিঃ স্বগৃহাগমনং, কথঞ্চিৎ স্থিরীভাবশ্চ সংবেশনমিতি জ্ঞেয়ম্ ] ॥ ১১

**মূলানুবাদ** ।—অনন্তর পুরঞ্জন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মৃগয়া হইতে নিবৃত্তি পাইয়া গৃহে ( ধর্ম্মমর্য্যাদায় ) ফিরিয়া আসিলেন এবং যথোচিত স্নান ও আহার করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন ( কিঞ্চিৎ স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন ) ॥ ১১

**অন্বয়ঃ** ।—[ অথ কিঞ্চিদ্বিশ্রামানন্তরং কর্ত্তব্যমাহ আত্মানমিত্যাদিনা ] [ অথ স ] ধূপালেপস্রগাদিভিঃ ( ধূপেন আলেপেন গন্ধাদিলেপনেন স্রগাদিভিঃ মাল্যপ্রভৃতিভিশ্চ পক্ষে ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাদিবিবিধোপাখ্যানোপদেশৈঃ ) আত্মানং ( স্বদেহম্ ) অর্হয়াঞ্চক্রে ( শোভয়ামাস, পক্ষে সাধুপ্রভৃতীনামীব স্বীয়মন্তঃ শোধয়ামাসেত্যর্থঃ ) [ অথ ] সাধ্বলঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গঃ ( সাধু সম্যক্ যথা স্যাৎ তথা অলঙ্কৃতানি ভূষিতানি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যেন যস্য বা তথাভূতঃ সন্, পক্ষে শাস্ত্রানুসরণেন সম্যক্ সংশোধিতচিত্তবৃত্তিঃ সন্ ইত্যর্থঃ ) মহিষ্যাং ( রাজ্ঞ্যাং পূর্ব্বপ্রাপ্তায়াং, পক্ষে স্বস্থায়াং বুদ্ধৌ ) মনঃ ( অন্তরম্ ) আদধে ( স্থাপয়ামাস, মহিষীং সস্মার ইতি ভাবঃ, সদ্বুদ্ধিবিবেকায় মনঃ সন্নিযুক্তবানিত্যর্থঃ পাক্ষিকঃ ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ** ।—অনন্তর পুরঞ্জন ধূপ, আলেপন ও মাল্য প্রভৃতি দ্বারা ( ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির উপদেশ দ্বারা ) আত্মাকে শোভিত করিলেন ( অন্তরের শুদ্ধি করিলেন )। পরে তিনি সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া ( অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া ) মহিষীতে ( স্বীয় বুদ্ধিতে ) মনঃ সন্নিবেশ করিলেন অর্থাৎ তখন তাঁহার মহিষীর কথা মনে হইল ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা** ।—তদেবং স্বপ্নাবস্থা দর্শিতা, ইদানীং পুনরপি বিবেকবত্যা বুদ্ধ্যা রমমাণস্য পুত্রাদিসন্ততিং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ কথাসৌন্দর্য্যায় তস্যাঃ প্রণয়কুপিতায়া অনুনয়ং প্রস্তাবসহিতমাহ—তত ইত্যারভ্য যাবদধ্যায়সমাপ্তি। এয়িবান্ আগতঃ। কৃতং স্নানম্ উচিত আহারশ্চ যেন। সংবিবেশ শয্যামাশ্রিতঃ ॥ ১১।১২

**অন্বয়ঃ** ।—দৃপ্তঃ ( উন্মাদযুক্তঃ ) হৃষ্টঃ ( বিশ্রামলাভেন হর্ষযুক্তঃ ) সুতৃপ্তঃ ( আহারাদিলাভেন ক্ষুধাতৃষাদ্যপগমাৎ পরিতৃপ্তঃ ) কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ ( কন্দর্পেণ কামেন আকৃষ্টং গৃহীতং মানসং যস্য তথাভূতঃ কামাধীনচিত্ত ইত্যর্থঃ ) [ সঃ ] বরারোহাং ( বরঃ প্রশস্তঃ আরোহঃ নিতম্বস্থানং যস্যাঃ তাং, পক্ষে বরঃ প্রশস্ত আরোহঃ আশ্রয়ণং যস্যাঃ তাং, সাত্ত্বিকবুদ্ধ্যাশ্রয়ণস্য প্রাশস্ত্যং জ্ঞানোদয়ে প্রধানহেতুত্বাদিতি ) গৃহমেধিনীং ( গৃহস্থকৃত্যমাতিষ্ঠন্তীং, পক্ষে শারীরবৃত্তিপরিচালিকাং ) গৃহিণীং ( ভার্য্যাং, পক্ষে ধর্ম্মশীলাং বুদ্ধিং ) ন ব্যচষ্ট ( নাপশ্যৎ, তদানীং তস্যা অদৃষ্টত্বাদিতি, পক্ষে আগন্তুকপাপসমুৎপাদিতমানসিকমালিন্যস্য নিঃশেষরূপেণ অলোপাৎ ধার্ম্মিকী বুদ্ধিরভিলষিতাপি নাচিরমাবির্ভবতীতি বোধ্যম্। ন ব্যাচষ্ট ইতি পাঠে তৎকথাং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ) ॥ ১৩

অন্তঃপুরস্ত্রিয়োঽপৃচ্ছদ্বিমনা ইব বেদিষৎ। অপি বঃ কুশলং রামাঃ সেশ্বরীণাং যথা পুরা ॥ ১৪

ন তথৈতর্হি রোচন্তে গৃহেষু গৃহসম্পদঃ।
যদি ন স্যাদ্ গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা।
ব্যঙ্গে রথ ইব প্রাজ্ঞঃ কো নামাসীত দীনবৎ ॥ ১৫
ক্ব বর্ত্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে।
যা মামুদ্ধরতে প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তী পদে পদে ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—রাজা পুরঞ্জন উল্লাসযুক্ত হৃষ্ট ও আহারাদির লাভহেতু পরিতৃপ্ত হইয়া কাম-ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন এবং বরারোহা সহধর্ম্মিণী গৃহিণীকে দেখিতে না পাওয়ায় কোন কথা তাহাকে বলিতে পারিলেন না ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—গৃহমেধিনীং সাত্ত্বিকীং বুদ্ধিং রাজস্যাং বুদ্ধ্যাং বর্ত্তমানো নাপশ্যৎ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—[ হে ] বেদিষৎ ( প্রাচীনবর্হিঃ। ) [সঃ] বিমনা ইব ( ভার্য্যায়া অদর্শনেন মনোমালিন্যমুপগত ইব ) অন্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ( অন্তঃপুরাবস্থিতাঃ স্ত্রিয়ঃ, পক্ষে অন্তঃকরণবৃত্তীঃ ) অপৃচ্ছৎ। [ প্রষ্টব্যমেবাহ অপীত্যাদিনা ] [হে] রামাঃ। (হে রমণ্যঃ।) সেশ্বরীণাম্ (ঈশ্বর্য্যা স্বামিন্যা সহ বর্ত্তমানানাং, কপ্ প্রত্যয়াভাব আর্ষঃ) বঃ ( যুষ্মাকম্ ) অপি কুশলং? ক্ষেমং নন্বু?) [ অপি প্রশ্নে ), গৃহেষু ( ভবনেষু সর্ব্বেষ্বিতি বহুবচনতাৎপর্য্যম্ ) গৃহসম্পদঃ (গৃহোপকরণানি ) পুরা ( ভার্য্যয়া সহ মিলিতাবস্থায়াং ) যথা ( যেন প্রকারেণ) এতর্হি (সম্প্রতি ভার্য্যায়া বিরহাবস্থায়াং) তথা (তেন প্রকারেণ) ন রোচন্তে, ( তথাহি সম্প্রতি যুষ্মৎস্বামিন্যা অলাভেন সর্ব্বমেবেদং গৃহোপকরণং ব্যর্থমপ্রীতিকরঞ্চ সম্ভাবয়ামীতি ভাবঃ ) [গৃহোপকরণানাং তদানীং প্রীতিকরত্বাভাবে সামান্যতো হেতুমুপন্যস্যতি যদীত্যাদিনা] গৃহে যদি মাতা ( জননী ) [ ন স্যাৎ ], পতিদেবতা ( পতিরেব দেবতা যস্যাঃ সা পতিব্রতেত্যর্থঃ ) পত্নী (সহধর্ম্মিণী) বা ন স্যাৎ। ব্যঙ্গে ( বিগতম্ অঙ্গং চক্রং যস্য তথাভূতে চক্রশূন্যে ) রথে ইব ( শকট ইব ) [ তত্র গৃহে ] কো নাম প্রাজ্ঞঃ ( নির্ম্মলপ্রজ্ঞাশালী জনঃ ) দীনবৎ ( দৈন্যগ্রস্ত ইব সন্ ) আসীত ( অবতিষ্ঠেত, তথাহি বুদ্ধিহীনো জনঃ যত্র তত্র যথা তথা স্থাতুমর্হতি, প্রজ্ঞাশালী জনস্তু তাদৃশে গৃহে স্থাতুং নৈব ক্ষমত ইতি মমাপি প্রজ্ঞাবতঃ তদশক্যমিতি ভাবঃ ) [ অধ্যাত্মপক্ষে মাতা বিষ্ণুভক্তিঃ, পতিদেবতা পত্নী চ ধর্ম্মশীলা বুদ্ধিরিতি ] ॥ ১৪।১৫

**মূলানুবাদ।**—হে প্রাচীনবর্হিঃ। রাজা পুরঞ্জন তখন বিমনার ন্যায় অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের নিকটে (অন্তকরণবৃত্তির নিকটে ) জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রমণীগণ। তোমাদের স্বামিনীর ( বুদ্ধির ) সহিত তোমাদের ( বৃত্তিসমূহের ) কুশল ত? গৃহে যে সকল ভোগের উপকরণ রহিয়াছে, তাহা তোমাদের স্বামিনীর সহিত মিলিতাবস্থায় আমার যে প্রকার প্রীতি উৎপাদন করিত, সম্প্রতি তদীয় বিরহাবস্থায় আর সে প্রকার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে না। গৃহে যদি মাতা অথবা পতিব্রতা ভার্য্যা না থাকে, তবে চক্রশূন্যে রথের ন্যায় সেই গৃহে কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দীনভাবে অবস্থান করিতে পারে? ॥ ১৪।১৫

**অন্বয়ঃ।**—যা (ললনা) পদে পদে প্রজ্ঞাং ( প্রকৃষ্টাং বুদ্ধিং ) দীপয়ন্তি ( প্রকাশয়ন্তী ) ব্যসনার্ণবে (ব্যসনরূপে সাগরে ) মজ্জন্তং মাম্ উদ্ধরতে, সা ললনা ( স্ত্রী ) ক্ব ( কস্মিন্ স্থানে ) বর্ত্ততে? ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—যে ললনা পদে পদে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি উদ্দীপিত করিয়া ব্যসনার্ণবে মগ্ন আমাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই ললনা কোথায় আছেন? ॥ ১৬

বামা ঊচুঃ।

নরনাথ ন জানীমস্ত্বৎপ্রিয়া যদ্ব্যবস্যতি। ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্ ॥ ১৭

শ্রীনারদ উবাচ।

পুরঞ্জনঃ স্বমহিষীং নিরীক্ষ্যাবধূতাং ভুবি। তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানো বৈক্লব্যং পরমং যযৌ ॥ ১৮

সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হৃদয়েন বিদূয়তা। প্রেয়স্যাঃ স্নেহসংরম্ভলিঙ্গমাত্মনি নাভ্যগাৎ ॥ ১৯

অনুনিন্যেঽথ শনকৈর্বীরোঽনুনয়কোবিদঃ। পস্পর্শ পাদযুগলমাহ চোৎসঙ্গলালিতাম্ ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—বেদিবং। হে প্রাচীনবর্হিঃ। অন্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ তৎসখীঃ। সৈরন্ধ্রীণাং স্বামিনীমতিতরাম্। যথা পুরেত্যাদি পৃথগ্‌বাক্যম্ ॥ ১৪ ॥ ব্যঙ্গে চক্রাদিহীনে ॥ ১৫।১৬

**অন্বয়ঃ।**—হে নরনাথ (রাজন্) ত্বৎপ্রিয়া (তব প্রিয়তমা ললনা) যৎ (কার্য্যং) ব্যবস্যতি (অনুতিষ্ঠতি, নিশ্চয়াত্মকং ব্যবসায়ং করোতি ইতি বা) [তৎ] ন জানীমঃ (বয়মিতি শেষঃ) [হে] শত্রুহন্ (শত্রুবধকারিন্, পক্ষে কামাদিশত্রুপ্রভাব-পরাভবকারিন্।) নিরবস্তারে (নিঃ ন বিদ্যতে অবস্তারঃ আস্তরণং যত্র তথাভূতে আস্তরণরহিতে) ভূতলে (ভূমিভাগে) শয়ানাং (কৃতশয়নাং) [তাং] পশ্য। [পক্ষে তব হৃদয়েন তস্যা ভার্য্যায়ে নারোপিতায়া বুদ্ধেঃ কুসুমশয়নপর্য্যঙ্কস্থানাদ্ বিচ্যুতিরেব তস্যা ভূতলশয়নমিতি ভাবঃ) ১৭

**মূলানুবাদ।**—বামাগণ বলিলেন,—হে নরনাথ! আপনার প্রিয়া ললনা (বুদ্ধি) যে কি কার্য্য করিতে চাহেন, তাহা আমরা জানি না। হে শত্রুবিজয়িন্! ঐ দেখুন, তিনি আস্তরণশূন্য ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—নিরবস্তারে আস্তরণহীনে। ১৭

**অন্বয়ঃ।**—পুরঞ্জনঃ অবধূতাং (ত্যক্তদেহাদরাং) স্বমহিষীং (স্বস্য রাজ্ঞীং পুরঞ্জনীম্) ভুবি (ভূতলে) নিরীক্ষ্য তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানঃ (তস্যাঃ ললনায়াঃ সঙ্গেন সমাগমেন উন্মথিতং ব্যাকুলং জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং মনঃ যস্য তথাভূতঃ, তস্যাঃ সঙ্গলাভার্থং ব্যাকুলান্তঃকরণঃ সন্) পরমং (সাতিশয়ং) বৈক্লব্যং (দৈন্যং) যযৌ (প্রাপ) [পক্ষে যেনৈব স্বীয়হৃদয়াৎ নির্ব্বাসিতায়াস্তস্যাঃ খণ্ডিতত্বং সমীক্ষ্য স্বাপরাধবিনিশ্চয়েন নিন্দিতস্বীয়বুদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ] ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনারদ বলিলেন—পুরঞ্জন নিজ মহিষী পুরঞ্জনীকে নিজ দেহের প্রতি আদর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে শায়িত দেখিয়া তাহার সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুলান্তঃকরণ হইয়া সাতিশয় দৈন্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—অবধূতাং ত্যক্তদেহাদরাম্। তৎসঙ্গেনোন্মথিতং ব্যাকুলং জ্ঞানং চিত্তং যস্য। ১৮

**অন্বয়ঃ।** বিদূয়তা (তাপসম্ভবতা) হৃদয়েন (অন্তঃকরণেন উপলক্ষিতঃ সঃ) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) বাচা (বাক্যেন) সান্ত্বয়ন্ [তামিতি শেষঃ] আত্মনি (স্বস্মিন্) প্রেয়স্যাঃ (প্রিয়তমায়াস্তস্যাঃ) প্রেমসংরম্ভলিঙ্গং (প্রেমসংরম্ভঃ প্রণয়কোপঃ, তস্য লিঙ্গং চিহ্নং কটাক্ষপূর্ব্বীক্ষণাদিকং) ন অভ্যগাৎ (নৈব উপলব্ধবান্) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—দুঃখিতচিত্ত রাজা পুরঞ্জন মধুর বাক্যে প্রিয়াকে সান্ত্বনা দান করিতে থাকিলেন, কিন্তু নিজের প্রতি তাহার কোন কটাক্ষাদি প্রণয়কোপের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—স্নেহসংরম্ভঃ, প্রণয়কোপঃ, তস্য লিঙ্গং কুটিলদৃষ্ট্যাদি স্বস্মিন্ ন লব্ধবান্ ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—অথ অনুনয়কোবিদঃ (অনুনয়বিষয়ে সুপণ্ডিতঃ) বীরঃ (স পুরঞ্জনঃ) শনকৈঃ (মন্দং মন্দম্)

পুরঞ্জন উবাচ।

নূনন্ত্বকৃতপুণ্যাস্তে ভৃত্যা যেষ্বীশ্বরাঃ শুভে। কৃতাগঃস্বাত্মসাৎ কৃত্বা শিক্ষাদণ্ডং ন যুঞ্জতে ॥ ২১

পরমোঽনুগ্রহো দণ্ডো ভৃত্যেষু প্রভুণার্পিতঃ। বালো ন বেদ তৎ তন্বি বন্ধুকৃত্যমমর্ষণঃ ॥ ২২

সা ত্বং মুখং সুদতি সুভ্র্বনুরাগভারব্রীড়াবিলম্ববিলসদ্ধসিতাবলোকম্।

নীলালকালিভিরুপস্কৃতমুন্নসং নঃ স্বানাং প্রদর্শয় মনস্বিনি বল্গুবাক্যম্ ॥ ২৩

অনুনিন্যে (অনুনয়েন তামারাধয়ামাস), পাদযুগলং (তস্যাঃ চরণদ্বয়ং পস্পর্শ (করেণ স্পৃষ্টবান্), উৎসঙ্গলালিতাং (উৎসঙ্গে ক্রোড়দেশে স্বীয়ে লালিতাং লালনেন অবস্থাপিতাং, তামিতি শেষঃ) আহ চ (কথয়ামাস চ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—অনন্তর অনুনয় বিষয়ে সুপণ্ডিত বীর পুরঞ্জন ধীরে ধীরে অনুনয় করিতে লাগিলেন, তাহার চরণ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আদর পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—উৎসঙ্গমারোপ্য লালিতাম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[হে] শুভে! (কল্যাণময়ি!) যেষু কৃতাগঃসু (কৃতম্ অনুষ্ঠিতম্ আগঃ অপরাধো যৈঃ তথাভূতেষু, কৃতাপরাধেষু ভৃত্যেষ্বিতি শেষঃ) ঈশ্বরাঃ (প্রভবঃ) আত্মসাৎ কৃত্বা (আত্মনঃ অধীনতাং প্রাপয্য, আত্মাধীনান্ মত্বেত্যর্থঃ) শিক্ষাদণ্ডং (শিক্ষার্থং দণ্ডং) ন যুঞ্জতে (ন কুর্ব্বন্তি), তে ভৃত্যাঃ নূনম্ (নিশ্চিতম্) অকৃতপুণ্যাঃ (অননুষ্ঠিতপুণ্যকর্ম্মাণঃ) [তথাহি অপরাধিনাং প্রভু-নিগ্রহদণ্ডলাভঃ পুণ্যফল এবেতি অপরাধিনি ময়ি দণ্ডং বিতরেতি ভাবঃ] [পক্ষে পাপাচরণেন যৎ নাম লোকনিন্দাচিন্তাপ্রমাদাদিকং পরমেশ্বরেণ যদি ফলং দত্তং, তদ্ যোগ্যমেব কৃতমিতি ভাবঃ] ॥ ২১

মূলানুবাদ।—পুরঞ্জন বলিলেন, হে কল্যাণি! যে সকল ভৃত্য অপরাধী হইলেও তাহাদের প্রভুগণ তাহাদিগকে নিজ অধীনস্থ মনে করিয়া দণ্ডবিধান না করেন, তাহারা নিশ্চয়ই অকৃতপুণ্য ব্যক্তি ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—কৃতমাগোঽপরাধো যৈস্তেষু, আত্মসাৎ কৃত্বা অস্মদধীনোঽয়মিতি মত্বা শিক্ষার্থং দণ্ডং ন কুর্ব্বন্তি, তে ভৃত্যা মন্দভাগ্যাঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—হে তন্বি! (তন্বঙ্গি!) প্রভুণা (স্বামিনা) ভৃত্যেষু অর্পিতঃ (বিহিতঃ) দণ্ডঃ পরমঃ অনুগ্রহঃ (প্রসাদ এব) [দণ্ডপ্রযুক্তো বিষাদস্তু ন প্রাজ্ঞধর্ম্ম ইত্যাহ বাল ইত্যাদি] বালঃ (অজ্ঞঃ শিশুরেব) অমর্ষণঃ (অসহিষ্ণুঃ সন্) তৎ বন্ধুকৃত্যং (বন্ধোঃ কার্য্যং) ন বেদ (ন জানাতি) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—হে তন্বঙ্গি! প্রভু যে ভৃত্যের প্রতি দণ্ডবিধান করেন, উহা তাহার প্রতি প্রভুর পরম অনুগ্রহ। অজ্ঞ বালকই অসহিষ্ণুতাহেতু উহা বন্ধুর কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারে না ॥ ২২

শ্রীধরটীকা। যতঃ পরমোঽনুগ্রহো দণ্ডঃ। অস্তু দণ্ডিতো বিষীদতি সোঽজ্ঞ ইত্যাহ—বাল ইতি। বন্ধুকৃত্যং শিক্ষাকরণম্। অমর্ষণঃ ক্রোধী ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—হে সুদতি! (শোভনদন্তশালিনি!) হে মনস্বিনি! (প্রশস্তান্তঃকরণে!) সা (প্রসিদ্ধা) ত্বং (অস্মৎস্বামিনী) সুভ্রু (শোভনভ্রূযুক্তম্ ইদং মুখমিত্যস্য বিশেষণম্) অনুরাগভারব্রীড়াবিলম্ববিলসদ্ধসিতাবলোকম্ (অনুরাগভারেণ অনুরাগপ্রচয়েন যা ব্রীড়া লজ্জা, তয়া যো বিলম্বঃ মন্দভাবঃ, তেন বিলসন্ শোভমানঃ হসিতাবলোকঃ সহাস্য দর্শনং যত্র তথাভূতং) নীলালকালিভিঃ (নীলবর্ণাভিঃ চূর্ণকুন্তলরাজিভিঃ, নীলা অলকা এব অলয়ঃ ভ্রমরাঃ তৈরিতি বা) উপস্কৃতং (মণ্ডিতম্) উন্নসম্ (উদ্গতনাসিকাযুক্তং) বল্গুবাক্যং (বল্গু নি

তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তম্ ।
পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যামন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ ॥ ২৪
বক্ত্রং ন তে বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং সংরম্ভভীমমবিমৃষ্টমপেতরাগম্ ।
পশ্যে স্তনাবপি শুচোপহতৌ সুজাতৌ বিম্বাধরং বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগম্ ॥ ২৫

মনোজ্ঞানি বাক্যানি যস্য তৎ ) মুখং (তব বদনং) স্বানাম্ (আত্মীয়ানাং) নঃ (অস্মাকং) প্রদর্শয় । [অধ্যাত্মপক্ষে সর্ব্বথা প্রাক্তনী সদ্বুদ্ধির্মে স্তুতবামানুকুল্যং করোতু ইতি ভাবঃ ] ২৩

**মূলানুবাদ** ।—হে শোভনদন্তশালিনি মনস্বিনি ! তোমার সেই সুন্দর ভ্রূযুক্ত, অনুরাগভরে উৎপন্ন লজ্জাহেতু বিলম্বে প্রকাশমান হাস্যালোকে সমুদ্ভাসিত নীলবর্ণ চূর্ণকুন্তলে বিমণ্ডিত, মনোজ্ঞ বাক্যযুক্ত মুখখানি তোমার স্বীয়জন আমাদের নিকটে প্রদর্শন করাও ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা** ।—হে সুদতি ! হে সুভ্রু ! হে মনস্বিনি ! সা ত্বমস্মাকং স্বামিনী অতঃ স্বানাং মুখং প্রদর্শয় । কীদৃশম্ ? অনুরাগভাবেণ ব্রীড়য়া যো বিলম্বঃ মন্থরতা, তেন বিলসন্ হসিতাবলোকো যস্মিন্ । নীলা অলকা এবালয়ঃ, তৈরুপস্কৃতং ভূষিতম্ । উন্নতনাসিকম্ । বল্গু বাক্যং যস্মিন্ তৎ ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ** ।- হে বীরপত্নি ! ( বীরস্য মম পত্নীস্বরূপে ! ) যঃ ( জনঃ ) ভূসুরকুলাৎ ( ব্রাহ্মণকুলাৎ ) অন্যত্র ( অন্যস্মিন্ বংশে জাত ইতি শেষঃ ) মুররিপোঃ ( বিষ্ণোঃ ) দাসাৎ অন্যত্র বা তব ( ত্বৎসম্বন্ধে ) কৃতকিল্বিষঃ কৃতং কিল্বিষম্ অপরাধো যেন তথাভূতঃ ) তস্মিন্ ( কৃতাপরাধে জনে ) অহং দমং ( দণ্ডং ) দধে ( অচিরমেব ধারয়িষ্যামি , সামীপ্যে লট্ ), ত্রিলোক্যাং ( ত্রিভুবনে ) অন্যত্র বৈ ( ত্রিলোক্যা বহির্বা ) তং ( কৃতাপরাধং ) বীতভয়ং ( বিগতাশঙ্কম্ ) উন্মুদিতং উচ্চৈর্মোদযুক্তং) ন পশ্যে ( নৈব পশ্যামি, আত্মনেপদমার্ষম্ ) [ অথবা বীতভয়ং উন্মুদিতঞ্চ তং ত্রিলোক্যাং অন্যত্র বা ন পশ্যামি, মদ্ভয়াদচিরমেবাসৌ অদর্শনং গমিষ্যতি ভাবঃ ] [ প্রাচীনবর্হিষ এব পুরঞ্জনব্যপদেশেন প্রস্তূয়মানত্বাৎ তস্য চ ব্রাহ্মণবৈষ্ণবয়োঃ করদণ্ডাদ্যগ্রহণাৎ ব্রাহ্মণকুলাৎ বিষ্ণুদাসাদন্যত্র চেতি সমঞ্জসম্ ] [পক্ষে হে সদ্বুদ্ধে ! তবেদং প্রাতিকূল্যং যদি প্রাক্তনদেহকৃতপাপানুষ্ঠানাৎ তদা তদুপশমনায় ময়া অচিরং দানপুণ্যাদিকং করিষ্যত ইতি । যদি ব্রাহ্মণকোপাৎ বৈষ্ণবকোপাদ্বা তৎ তদা ব্রাহ্মণবৈষ্ণবপ্রসাদমন্তরেণ নোপায়ান্তরমিতি ভাবঃ ] ॥ ২৪

**মূলানুবাদ** ।—হে বীরপত্নি ! ব্রাহ্মণ বংশধর অথবা বিষ্ণুর দাস ব্যতীত যে ব্যক্তি তোমার নিকটে অপরাধ করিয়াছে, আমি অচিরকালমধ্যে তাহার যোগ্য দণ্ড বিধান করিতেছি । ত্রিভুবনে অথবা ত্রিভুবনের বাহিরে এমন কোনও লোক দেখিতেছি না, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া নিঃশঙ্ক ও সানন্দ ভাবে অবস্থান করিবে ॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা** । -হে বীরপত্নি ! বীরস্য মম ভার্য্যে ! যস্তে কৃতাপরাধস্তস্মিন্নহং ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্র অন্যস্মিন্, মুররিপুদাসাদিতরত্র চ দমং দধে দণ্ডং করোমি, কিন্তু তং বিগতভয়ম্, উচ্চৈর্মুদিতং ত্রিলোক্যাম্, অন্যত্র ত্রৈলোক্যাদ্বহিরপি ন পশ্যামি । মদ্ভয়াদেবাসৌ মরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ** ।—[ হে প্রিয়ে ! ] তে ( তব ) বক্ত্রং ( মুখং ) [ কদাপি ] বিতিলকং ( তিলকশূন্যং ) মলিনম্ (অসংস্কৃততয়া মালিন্যযুক্তং ) বিহর্ষং (বিগতহর্ষং) সংরম্ভভীমং (সংরম্ভেণ ক্রোধেন ভীমং ভয়জনকম্)অবিমৃষ্টম্ (অসংস্কারাৎ ঔজ্জ্বল্যশূন্যম্) অপেতরাগম্ (অপেতঃ অপগতঃ রাগঃ স্নেহচিহ্নং যস্মাৎ তথাভূতং স্নেহপ্রকাশকস্মিতাদিরহিতং ) ন পশ্যে (ন দৃষ্টবান্; অহমিতি শেষঃ, অত্র লটোঽতীতার্থকত্বমার্ষম্ ), সুজাতৌ (শোভনৌ) স্তনৌ অপি শুচা

তন্মে প্রসীদ সুহৃদঃ কৃতকিল্বিষস্য স্বৈরং গতস্য মৃগয়াং ব্যসনাতুরস্য।
কা দেববং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগবিস্রস্তপৌংস্নমুশতী ন ভজেত কৃত্যে॥ ২৬
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

( শোকেন ) উপহতৌ ( উপহতিং প্রাপ্তৌ, ন পশ্যে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ) [ তথা ] বিম্বাধরং ( বিম্বফলবৎ স্বভাবরক্তম্ ওষ্ঠং) বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগং ( বিগতঃ কুঙ্কুমপঙ্কস্য রাগঃ কঙ্কুমপ্রজনিতা রক্ততা যস্মাৎ তথাভূতং, বিগতঃ কুঙ্কুমপঙ্কেন রাগঃ যস্মাদিতি বা, ন পশ্যে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ) [ তথাহি তব মুখং সম্প্রতি যথা সংস্কারাদিশূন্যং দৃশ্যতে, ইতঃ পূর্ব্বং কদাপি তথা ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ ]॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—হে প্রিয়ে। তোমার মুখ তইতঃপূর্ব্বে কখনও এরূপ তিলকশূন্য, মলিন, হর্ষবর্জ্জিত, ক্রোধে ভীষণ, অসংস্কৃত ও রাগব্যঞ্জক স্নেহাদিশূন্য দেখি নাই, তোমার সুন্দর স্তনদ্বয়কে কখনও ত শোকে উপহত দেখি নাই এবং বিম্বফলের ন্যায় স্বভাবরক্ত তোমার অধরকে কখনও কুঙ্কুমদ্রবের ন্যায় রক্ততাশূন্য প্রত্যক্ষ করি নাই॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—তে বক্ত্রমিতঃপূর্ব্বং কদাচিদপি বিতিলকং ন পশ্যামি। সংরম্ভেণ কোপাবেশেন ভীমং ভয়ঙ্করম্, অবিমৃষ্টম্, অনুজ্জ্বলম্, অপেতরাগং স্নেহশূন্যম্। তথা তে সুজাতৌ শোভনৌ স্তনাবপি শোকাশ্রুভিরুপ-হতৌ ন পশ্যামি। তথা বিম্বফলাকারমধরঞ্চ বিগতঃ কুঙ্কুমপঙ্কতুল্যস্তাম্বূলরাগো যস্মাৎ তাদৃশং ন পশ্যামি। ইদানীং কৃত এবং জাতমিতি শেষঃ। পাঠান্তরে ( পশ্যন্ স্তনাবপি শুচোপহতৌ সুজাতৌ বিন্দামি শং বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগা-বিত্যেবংরূপে ) এতদ্ভূতং মুখং স্তনৌ চ পশ্যন্ শং ন বিন্দামীত্যন্বয়ঃ। বিগতঃ কুঙ্কুমপঙ্করাগো যাভ্যামিতি স্তনয়োর্বিশেষণম্॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—[ অধুনা স্পষ্টং প্রসাদপ্রার্থনামাহ তন্মে ইত্যাদিনা ] তৎ ( তস্মাৎ ) কৃতকিল্বিষস্য ( কৃতা-পরাধস্য ) স্বৈরং ( যথেচ্ছং স্বাতন্ত্র্যেণ ত্বামপৃষ্টৈবেত্যর্থঃ ) মৃগয়াং গতস্য ( প্রাপ্তস্য, মৃগয়ার্থং বনং প্রস্থিতস্য পুরেতি শেষঃ ) ব্যসনাতুরস্য ( ব্যসনেন বশ্যতাং নীতস্য ) সুহৃদঃ ( বন্ধুভূতস্য মম ) প্রসীদ ( অনুগ্রহং কুরু )। উশতী ( কাময়মানা ) কা ( নারী ) কুসুমাস্ত্রবেগবিস্রস্তপৌংস্নং ( কুসুমানি অস্ত্রাণি যস্য, তস্য কামস্য বেগেন, অথবা কুসুমরূপস্য অস্ত্রস্য কামাস্ত্রস্য বেগেন বিস্রস্তং বিগলিতং পৌংস্নং পৌরুষং যস্য তথাভূতং ) বশগতম্ ( অধীনং ) দেবরং ( দেবনং দেবঃ, ক্রীড়েত্যর্থঃ, তং রাতি দদাতি ইতি দেবরঃ কান্তঃ তং ) কৃত্যে ( কর্ত্তব্যবিষয়ে ) ন ভজেত। [ যথা কান্তা সাপরাধমপি কান্তং ন জহাতি, তথৈব হে সদ্বুদ্ধে। মাং ত্বং ন জহীহীতি পাদিকো ভাবঃ ]॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে প্রিয়ে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যথেচ্ছভাবে ব্যসনাতুর হইয়া মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক অপরাধ করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি বন্ধু বলিয়া প্রসন্ন হও। কামনাবতী কোন্ রমণী কামবেগে হীনপৌরুষ বশ্যতাপ্রাপ্ত কান্তকে কর্ত্তব্য বিষয়ে ভজনা না করে?॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোধ্যায়ঃ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—তৎ তস্মাৎ কৃতং কিল্বিষমপরাধো যেন তস্য। কিল্বিষমেবাহ। স্বৈরং স্বাতন্ত্র্যেণ ত্বামপৃষ্ট্বা

মৃগয়াং গতস্থ। দেবো দেবনং ক্রীড়া, তাং রাতি দদাতীতি দেবরঃ কামস্তং, কামবেগেন বিস্রস্তং গতং পৌংস্নং পৌরুষ্যং ধৈর্য্যং যস্ত তম্, উশতী কাময়মানা, রত্যৈ কর্ত্তুং যোগ্যোঽর্থে বা ন ভজেত ইতি॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হির নিকট পুরঞ্জন-কথাচ্ছলে উপদেশ প্রসঙ্গে পুরঞ্জনের প্রমদাসঙ্গে সাতিশয় মুগ্ধতা বর্ণন পূর্ব্বক ব্যাজতঃ বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার নানা প্রকার সংসারলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমে উক্ত বুদ্ধিরূপ রমণীর মোহে তাঁহার এমন মুগ্ধতা বর্ণনা করিলেন যে, তদীয় অনুবর্ত্তন ব্যতীত পুরঞ্জনের স্বতন্ত্রভাবে কোনও কার্য্য করিবার সামর্থ্য রহিল না। উক্ত বিষয় পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শেষপর্য্যন্ত আলোচনা করিলেই সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সম্প্রতি ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে নারদমুনিকর্ত্তৃক মৃগয়াবর্ণনচ্ছলে আত্মার স্বপ্ন ও জাগরণ প্রভৃতি অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদন করিয়া সদ্বুদ্ধির সহিত তদীয় বিয়োগ ও যোগের কথা বুঝাইয়া সংসারের কথা বিস্তার করা হইতেছে।

জীব ধর্ম্মভাবাপন্ন হইলেও কদাচিৎ তামস ভাবের উদ্রেক বশতঃ তাহার যে অবিবেক প্রভাবে মোহ উপস্থিত হয় ও তাহাতে জীব শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং আবার কালক্রমে স্ববুদ্ধিতে প্রত্যা-বর্ত্তন করে, ইহা বুঝাইবার জন্যই পুরঞ্জন যে নিজ সহধর্ম্মিণী মহিষীকে ত্যাগ করিয়া মৃগয়ার জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং বহুকাল মৃগয়ায় অসংখ্য পশুবধ করিয়া পরিশ্রান্তি সহকারে আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজ পত্নীর প্রতি আসক্ত হইলেন, ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরঞ্জনরূপে জীব এবং তদীয় মহিষীরূপে যে-বুদ্ধিকে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা অনেক স্থলে অনেক বারই আলোচিত হইয়াছে। উক্ত পুরঞ্জন যে রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ গমন করিলেন, ঐ রথ আর কিছুই নহে, উহা জীবের শরীর এবং মৃগয়া স্বীয় অদৃষ্টানুসারে উপস্থাপিত নানাবিধ বিষয়ভোগ। (ইহাও অনুবাদপ্রসঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।) শরীরের উপকরণ প্রভৃতিকে আবার রথের উপকরণরূপে বর্ণনা করিয়া উক্ত তত্ত্ববোধের প্রভূত আনুকূল্য সাধন করা হইয়াছে।

পুরঞ্জন যখন মৃগয়ার জন্য বনে গমন করেন, তখন তিনি স্বীয় পত্নীকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, কেননা মৃগয়ার আসক্তি তাঁহাকে সমস্ত ভুলাইয়া দিয়াছিল। তিনি বনে যাইয়া আগ্রহবশে নানাবিধ পশু বধ করিতে লাগিলেন ও তদীয় তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ হইয়া পশুগণ প্রাণ হারাইতে লাগিল এবং তিনি শশক, বরাহ, মহিষ, গবয়, হরিণ প্রভৃতি বহু প্রকার পশু বধ করিয়া নিজ আগ্রহের চরিতার্থতা সম্পাদন করিলেন। ক্রমে আকাঙ্ক্ষিত পশুবধ করিয়া যখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উপশান্ত হইল, তখন তিনি শ্রান্তি অনুভব করিলেন এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যথাযোগ্য আহারাদি সমাপনার্থে বিশ্রামার্থ শয্যা আশ্রয় করিলেন।

ক্রমে যেমন তাঁহার ক্লান্তি বিদূরিত হইল, অমনি তাঁহার নিজ মহিষীর কথা স্মরণ হওয়ায় ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মহিষীকে উপেক্ষা করিয়া মৃগয়ার জন্য প্রস্থান করা আমার ভাল হয় নাই, ইহা যেমন নিজের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে, সেইরূপ মহিষীর পক্ষেও ইহা অত্যন্ত কষ্টের কারণ হইয়া থাকিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মহিষীর সাক্ষাৎকার কামনা করিয়াও যখন তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন অন্তঃপুরবর্ত্তিনী রমণীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার উপেক্ষায় অধীর হইয়া ক্রোধবশে মহিষী ভূতল আশ্রয় করিয়াছেন ও শরীরের সংস্কার তুচ্ছ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার মুখে তিলক নাই, সেই মৃদু মধুর স্নেহব্যঞ্জক হাস্য কোথায় যেন বিলুপ্ত হইয়াছে, মালিন্য আসিয়া মুখের সে প্রফুল্লতাকে বিদূরিত করিয়াছে, ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যশালী বদন-চন্দ্রমাকে ভীষণ করিয়া

তুলিয়াছে, সংস্কারের অভাবে মুখে আর সে শ্রী দেখা যাইতেছে না। পুরঞ্জন তখন ভাবিত হইলেন এবং নিজ অপরাধ মনে করিয়া মহিষীর সান্ত্বনার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন—হে মানিনি। আমি তোমার নিকট যে প্রভূত অপরাধ করিয়াছি, তুমি সেই অপরাধের যথোচিত দণ্ড বিধান কর, আমি স্বেচ্ছান্তঃকরণে তোমার প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। তুমিই আমার প্রভু, আমি তোমার অধীন, অতএব আমাকে দণ্ডবিধান করিলে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যই করা হইবে, আমি উহা পুণ্যফল মনে করিব, কারণ প্রভু যদি অপরাধী ভৃত্যকে দণ্ডিত না করেন, তবে তাহার অপরাধের শোধন হইবে কিরূপে? যে সকল প্রভু ভৃত্যদিগকে উপেক্ষা করিয়া অপরাধের অনুরূপ দণ্ডে শাসন করেন না, তাহারাই পুণ্যহীন, কারণ তাহাদের প্রকৃত শাসন হয় না। যে ব্যক্তি প্রভুর শাসনে ক্ষুব্ধ হয় বা প্রভুর প্রতি শাসন জন্য ক্রোধাদি পোষণ করে, সে ব্যক্তিকে বিবেকহীন বলিয়াই আমি মনে করি, অতএব তুমি আমার যোগ্য দণ্ড বিধান কর, আমি তাহাতে আমার কৃতার্থতা বোধ করিব। মৃগয়ার প্রতি আমার এমনই উৎকট আগ্রহ আসিয়াছিল যে তাহাতে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, কাজেই তোমার কথা তখন আমার ভাবিবারও সামর্থ্য ছিল না, এই জন্যই তোমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত কর, মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমার কর্ণের তৃপ্তি সাধন কর, অনুরাগভরে আমার প্রতি মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আমায় স্বর্গীয় অপূর্ব্ব সুখানুভব করিবার সুযোগ দান কর। যদি তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া এইরূপ ভাব ধারণ না করিয়া থাক, পরন্তু অন্য কোনও ব্যক্তির অন্যায় আচরণে তোমার যদি এই অবস্থা হইয়া থাকে, তবে বল, তাহাকে এখনই আমি সুযোগ্য দণ্ডদান করিয়া শাসন করিব। আমি বীর, তুমি আমারই পত্নী, তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে এমন কাহার সাধ্য? তোমার প্রতি যে ব্যক্তি অন্যায় আচরণ করিয়াছে, সে যদি ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব না হয়, তবে তুমি নিশ্চয় জানিও যে, অচির-কাল মধ্যে তাহার আত্মা পরলোকের দিকে অগ্রসর হইবে, আমি কিছুতেই তোমার মর্য্যাদালঙ্ঘন সহ্য করিব না। হে প্রিয়ে। তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুনয় করিতেছি।

ইহার অধ্যাত্মপক্ষ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যখন জীব বহু বিষয় উপভোগ করিতেছিলেন, তখন যে-সদ্বুদ্ধিকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সদ্‌বুদ্ধিকেই পুনরায় নিজের দিকে অভিমুখী করিবার জন্য তাঁহার এই প্রচেষ্টা, কারণ বুদ্ধি যদি জীবের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তদীয় তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারে, তবেই তাঁহার জীবতত্ত্বের জ্ঞান হওয়ায় পরমার্থ লাভ হয়। এই জন্যই জীব যখন বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখী করিবার জন্য আগ্রহ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার মনে হয় যে, এতকাল যে আমি লৌকিক বিষয়ভোগে মগ্ন হইয়া পাপাচরণ করিয়াছি, সদ্‌বুদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া দুর্ব্বুদ্ধি'ক আশ্রয় করিয়া বহু সময় অতিবাহিত করিয়াছি, উহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, অতএব সম্প্রতি আমার বুদ্ধি যাহাতে আত্মাভিমুখী হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। পাপ যাহা করিয়াছি, তাহার ফলভোগ ত অবশ্য করিতেই হইবে, অতএব উহাতে আর দুঃখ করিয়া কি হইবে। পাপ বা পুণ্য যাহাই কিছু করা হউক না কেন, উহার ফলভোগ ব্যতীত কখনও তাহা ক্ষয় হইতে পারে না, শাস্ত্রে আছে 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি' অর্থাৎ কর্ম্মের ফলভোগ না করিলে শত শত কোটিকল্পেও উহার ক্ষয় না, অতএব বুদ্ধি যে কর্ম্মানুসারে আমার দুঃখ উৎপাদন করিবে, ইহাতে দুঃখিত হইলে চলিবে কেন? তবে অতঃপরও যাহাতে আসুরী বৃত্তি আমাকে পরাভূত করিতে না পারে, যাহাতে আসুরী বুদ্ধির প্রভাবে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি উপেক্ষিত হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে আমি প্রাণপণ প্রযত্ন করিব। হে সদ্বুদ্ধি। আমার আসুরী বুদ্ধি তিরোহিত হউক। জীব এইরূপে সদ্‌বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ষড়্‌বিংশাধ্যায়ে শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী নাম-তাৎপর্য্যানুবাদঃ॥ ২৬

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

—:•:—

## সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইত্থং পুরঞ্জনং সধ্র্যগ্ বশমানীয় বিভ্রমৈঃ । পুরঞ্জনী মহারাজ রেমে রময়তী পতিম্ ॥ ১

স রাজা মহিষীং রাজন্ সুস্নাতাং রুচিরাননাম্ । কৃতস্বস্ত্যয়নাং তৃপ্তামভ্যনন্দদুপাগতাম্ ॥ ২

**অন্বয়ঃ** ।—[ অথ পুরঞ্জন্যা মহিষ্যা সঙ্গমাদিব্যাজেন জীবস্য উপাধিবশ্যতাং নির্দশ্য তদধীনসংসার-পরম্পরামুপবর্ণয়িতুং সপ্তবিংশমধ্যায়ং প্রারভতে ইত্থমিত্যাদিনা ] [ হে ] মহারাজ ! ( প্রাচীনবর্হিঃ ! ) পুরঞ্জনী ( পুরঞ্জনস্য মহিষী ) ইত্থম্ ( উক্তেন প্রকারেণ ) পতিং ( স্বামিনং ) পুরঞ্জনং বিভ্রমৈঃ ( বিলাসৈঃ ) সধ্র্যক্ (সম্যক্) বশম্ ( বশ্যতাম্ ) আনীয় ( প্রাপয্য ) রময়তী, ( প্রীণয়ন্তী, রময়তীত্যত্র স্বভাব আর্ষঃ ) রেমে ( রতিং প্রাপ ) [ অধ্যাত্মপক্ষস্তু অত্র সর্ব্বত্র স্পষ্ট এব ] ॥ ১

**মূলানুবাদ** ।—শ্রীনারদ বলিলেন হে মহারাজ ! পুরঞ্জন-মহিষী এইরূপে পতি পুরঞ্জনকে বিলাস দ্বারা সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া প্রীত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা** ।—

সপ্তবিংশে প্রিয়াপুত্রাদ্যাসক্ত্যা বিস্মৃতাত্মনঃ । কালকন্যাদ্যুপাখ্যানৈর্জ্বরোগাদ্যুদীর্য্যতে ॥

তদেবং জীবস্য স্বপ্নবদাদিকথাসৌন্দর্য্যেণাত্যন্তমুপাধিবশ্যত্বমুক্ত্বা তন্নিমিত্তাং সংসারপরম্পরাং নিরূপয়িতুমাহ—ইত্থমিতি । অত্র চ প্রতিপদং যথঞ্চিদধ্যাত্মপক্ষেঽপি যোজয়িতুং শক্যতে এব । শ্রীনারদেন তু জীবস্য স্ত্রীপুরুষ-বাসনাদার্ঢ্যেন বিচিত্রা সংসৃতির্ভবতীত্যেতাবদেব কথাতাৎপর্য্যং দর্শিতম্—ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নো-ভয়মন্ধধীঃ । দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথাকর্ম্মগুণং ভব ইতি বদতা । তত্রাদৌ পুংস্ত্বেন সংসৃতিরধ্যায়দ্বয়েনোক্তা, ততশ্চৈকেনাধ্যায়েন স্ত্রীত্বেন সংসৃতিং প্রদর্শ্য ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মোক্ষ ইত্যুক্তং, তত্তদেব যথোপযোগং ব্যাখ্যাতমিতি পঞ্চাধ্যায়ার্থঃ প্রতীয়তে । প্রতিপদমধ্যাত্মযোজনা তু দুর্ঘটা নিষ্প্রয়োজনা চেতি সংপ্রোচিখ্যাপনমনা-দৃত্য যথোপযোগমেব ব্যাখ্যাস্যামঃ । সধ্র্যক্ সম্যক্ । বিভ্রমৈঃ বিলাসৈঃ ॥ ১

**অন্বয়ঃ** ।—হে রাজন্ ! স রাজা ( পুরঞ্জনঃ ) সুস্নাতাং ( কৃতশোভনস্নানাম্, অধ্যাত্মপক্ষে বুদ্ধেঃ প্রসন্নতা অনেন ব্যক্তা ) রুচিরাম্বরাং ( রুচিরং সুন্দরম্ অম্বরং বসনং যস্যাঃ তথাভূতাং ) কৃতস্বস্ত্যয়নাং ( কৃত স্বস্ত্যয়নং কুঙ্কুমসিন্দূরপ্রভৃতিভিঃ মাঙ্গলিকোপকরণৈঃ মঙ্গলং যয়া তথাভূতাং, পক্ষে কৃতং স্বস্ত্যয়নং সাধুভাবসমাশ্রয়ণং যয়া তাং ) তৃপ্তাং ( তৃপ্তিযুক্তাম্ ) উপাগতাম্ ( উপস্থিতাং, পক্ষে পুনঃ প্রাপ্তামিত্যর্থঃ ) মহিষীং ( পুরঞ্জনীং নাম স্বীয়াং রাজ্ঞীং, সদ্বুদ্ধিং ) অভ্যনন্দৎ ( অভিনন্দিতবান্, সমাদরপূর্ব্বকমবন্দনদ্ ইতি চ ) ॥ ২

তয়োপগূঢ়ঃ পরিরব্ধকন্ধরো রহোঽনুমন্ত্রৈরপকৃষ্টচেতনঃ।
ন কালরংহো বুবুধে দুরত্যয়ং দিবা নিশেতি প্রমদাপরিগ্রহঃ ॥ ৩
শয়ান উন্নদ্ধমদো মহামনা মহার্হতল্পে মহিষীভুজোপধিঃ।
তামেব বীরো মনুতে পরং যতস্তমোঽভিভূতো ন নিজং পরঞ্চ যৎ ॥ ৪
তয়ৈবং রমমাণস্য কামকশ্মলচেতসঃ। ক্ষণার্দ্ধমিব রাজেন্দ্র ব্যতিক্রান্তং নবং বয়ঃ ॥ ৫

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! সেই রাজা পুরঞ্জন সুস্নাতা বিচিত্রাম্বরধারিণী সিন্দুরাদি মঙ্গলোপকরণে সজ্জিতা তৃপ্তা উপস্থিতা পুরঞ্জনীকে পাইয়া অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলকুঙ্কুমসিন্দুরাদিভির্যস্যাস্তাম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—[অথ পুরঞ্জনস্য তস্যাং মহিষ্যাং নিরন্তরমুপভোগবর্ণনচ্ছলেন জীবস্য সদ্বুদ্ধ্যা অধিকমাসক্তি-মাহ তয়োপগূঢ় ইত্যাদিনা] [অথ সঃ] তয়া (মহিষ্যা পক্ষে সদ্বুদ্ধ্যা) উপগূঢ়ঃ (আলিঙ্গিতঃ, পক্ষে সমাশ্রিতঃ) পরিরব্ধকন্ধরঃ (পরিরব্ধা আলিঙ্গিতা কন্ধরা গ্রীবা পুরঞ্জন্যা ইতি শেষঃ যেন তথাভূতঃ, এতেন পক্ষেঽপি সমাশ্রয়ণস্য দার্ঢ্যং বিশেষাগ্রহসহিতত্বঞ্চ ব্যজ্যতে।) রহোঽনুমন্ত্রৈঃ (নিভৃতানুকূলগুহ্যভাষণৈঃ, পক্ষে ধর্মকর্মনির্বাহানুকূল-মন্ত্রণাভিঃ) অপকৃষ্টচেতনঃ (অপকৃষ্টা অপকর্ষং গতা বিলুপ্তেত্যর্থঃ,চেতনা বুদ্ধিবিশেষঃ বিবেকাপরসংজ্ঞঃ যস্য তথাভূতঃ) প্রমদাপরিগ্রহঃ (প্রমদা সা মহিষী এব পরিগ্রহঃ আলম্বনীয়বিষয়ো যস্য তথাভূতঃ, তস্যাং মহিষ্যামেব সুতরামাসক্তঃ, পক্ষে ধর্মকর্মহেতুভূতসদ্বুদ্ধিমাত্রাশ্রয় ইত্যর্থঃ) দিবা নিশা ইতি (দিনঞ্চ রাত্রিশ্চ ইতি) দুরত্যয়ং (দুরতিক্রমং) কালরংহঃ (কালস্য বেগং গতিমিত্যর্থঃ) ন বুবুধে। [তথাহি তস্যা মহিষ্যা যাবচ্ছক্যমুপভোগ এব লব্ধপ্রবেশঃ স বিশেষেণ দিনরাত্রিবিজ্ঞানমপি পরিজহাবিতি ভাবঃ] ॥ ৩

মূলানুবাদ।—সেই পুরঞ্জনকে মহিষী আলিঙ্গন করিতেন, তিনিও আবার তাহাকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেন, নিভৃতে দুইজনে কতপ্রকার গুহ্য প্রণয়ালাপ করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিবেক অন্তর্হিত হইত। এইরূপে তিনি পুরঞ্জনীর ভোগেই ব্যাপৃত হইয়া দিবারাত্রি-ভেদে নিরন্তর গতিশীল কালের গতিও লক্ষ্য করিলেন না ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—উপগূঢ় পরিরব্ধঃ। পরিরব্ধা কন্ধরা তস্যা যেন। রহঃ একান্তে, অনুমন্ত্রৈঃ অনুকূলৈর্গুহ্য-ভাষণৈঃ অপকৃষ্টা চেতনা বিবেকো যস্য। কালরংহঃ আয়ুর্ব্যয়ম্। প্রমদৈব পরিগ্রহো ন জ্ঞানসাধনং যস্য ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—মহামনাঃ (মহিমান্বিতচেতাঃ) বীরঃ (স পুরঞ্জনঃ) মহার্হতল্পে (মহার্ঘে শয়নে) মহিষী-ভুজোপধিঃ (মহিষ্যাঃ ভুজ এব উপধিঃ উপাধানং যস্য তথাভূতঃ) শয়ানঃ [অত এব] উন্নদ্ধমদঃ (উন্নদ্ধঃ উদ্রেকং প্রাপ্তঃ মদঃ মত্ততা যস্য তথাভূতঃ সন্) তামেব (মহিষীং পুরঞ্জনীমেব) মনুতে (মনসি দধার, তামেব মনুতে পুরুষার্থভূতামিতি শেষ ইতি বার্থঃ) যতঃ [সঃ] তমোঽভিভূতঃ (অজ্ঞানেন সমাচ্ছন্নান্তরঃ অভূৎ)। যৎ (বস্তু) নিজং (স্বীয়ং) [যচ্চ] পরং (পরকীয়ং) [তৎ] ন (মনুতে ইতি শেষঃ) [তথাহি তস্যা ভোগমেব পরমার্থভূতং মন্বানঃ স স্বপরবিবেকপরিশূন্যস্তয়া নাপরং নির্ধারয়িতুং শশাক। পক্ষে ধর্মপত্নীসঙ্গতো ধর্মং প্রতি আগ্রহাতিরেকেণ ধর্মমেব পুরুষার্থং মত্বা মোক্ষং পুরুষার্থং নামন্যত, যতঃ নিজং জীবস্বরূপং পরং পরমেশ্বরস্বরূপঞ্চ ন মনুতে ন জ্ঞাতবান্ ইত্যাদিরর্থঃ] ॥ ৪

মূলানুবাদ।—মহামনা বীর পুরঞ্জন নিজ মহিষীর ভুজদ্বয়কে উপাধান করিয়া মহামূল্য শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক মত্ততা প্রাপ্ত হইয়া সেই মহিষীকেই পরমার্থ মনে করিতে লাগিলেন, আত্মপর বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও তাঁহার বিলুপ্ত হইল, কারণ তমোগুণের আবির্ভাব হেতু তাঁহাকে মোহ আসিয়া আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ৪

তস্যামজনয়ৎ পুত্রান্ পুরঞ্জন্যাং পুরঞ্জনঃ। শতান্যেকাদশ বিরাড়ায়ুষোঽর্দ্ধমথাত্যগাৎ ॥ ৬
দুহিতৄর্দশোত্তরশতং পিতৃমাতৃযশস্করীঃ। শীলৌদার্য্যগুণোপেতাঃ পৌরঞ্জন্যঃ প্রজাপতে ॥ ৭
স পঞ্চালপতিঃ পুত্রান্ পিতৃবংশবিবর্দ্ধনান্। দারৈঃ সংযোজয়ামাস দুহিতৄঃ সদৃশৈর্বরৈঃ ॥ ৮

**অন্বয়ঃ**।—হে রাজেন্দ্র। কামকশ্মলচেতসঃ (কামেন কশ্মলং মলিনং চেতঃ যস্য তথাভূতস্য) তয়া (পুরঞ্জন্যা) এবম্ (উক্তরূপনৈরন্তর্য্যেণ) রমমাণস্য (রতিক্রিয়ানিমগ্নস্য) [তস্য পুরঞ্জনস্য] নবং বয়ঃ (যৌবনং) ক্ষণার্দ্ধমিব (অতিসূক্ষ্মক্ষণার্দ্ধপরিমিত কাল ইব) ব্যতিক্রান্তম্ (অতীতং বভূবেতি শেষঃ) [জীবস্তু যৌবনমভিব্যাপ্য বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে সুখঞ্চ মন্যতে, সুখকালশ্চ স্বল্প ইব প্রতীয়তে চ] ॥ ৫

**মূলানুবাদ**।—হে রাজেন্দ্র। কামোপহতচিত্ত পুরঞ্জনের পুরঞ্জনীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যৌবনকাল ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিক্রান্ত হইয়া গেল ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা**।—মহার্হতল্পে উৎকৃষ্টশয্যায়াং শয়ানঃ। মহিষ্যা ভুজ উপধিঃ উপাধানম্ উচ্ছীর্ষকং যস্য। মহিষীভুজোপধীত্যবিসর্গপাঠে শয়নক্রিয়াবিশেষণম্। তাং মহিষীমেব পরং পুরুষার্থমমন্যত ন তু যন্নিজং রূপং ব্রহ্ম তৎ। তমসা অজ্ঞানেনাভিভূতো যতঃ। যদ্বা নিজমাত্মানং, ততঃ পরঞ্চ পরমাত্মানম্ ॥ ৪।৫

**অন্বয়ঃ**।—বিরাট্ (সম্রাট্, পক্ষে বিশেষেণ রাজতে চৈতন্যেন ইতি বিরাট্ জীবঃ) পুরঞ্জনঃ তস্যাং পুরঞ্জন্যাম্ একাদশশতানি (একাদশশতসংখ্যকান্, অধ্যাত্মপক্ষে ইন্দ্রিয়াণাম্ একাদশসংখ্যকানাং প্রত্যেকং শতং পরিণামভেদা বহুত্ববিবক্ষয়েতি একাদশশতনিরুক্তিঃ সঙ্গতা) পুত্রান্ (পক্ষে ইন্দ্রিয়পরিণামান্) অজনয়ৎ (উদপাদয়ৎ)। অথ (তস্য) আয়ুষঃ (জীবনকালস্য) অর্দ্ধম্ অত্যগাৎ (ব্যতিক্রান্তম্) [শতায়ুষঃ পুরুষস্য আয়ুষঃ অর্দ্ধং পঞ্চাশদ্ বর্ষাঃ, তৎকালপর্য্যন্তমেব পুরুষস্য বিষয়ভোগসমাসক্তিরবধিকেতি তদন্তরে পুত্রাণাং জননং সুসঙ্গচ্ছতে] ॥ ৬

**মূলানুবাদ**।—সম্রাট্ পুরঞ্জন সেই পুরঞ্জনীর গর্ভে একাদশশত পুত্র উৎপাদন করিলেন, পরে তাঁহার আয়ুর অর্দ্ধভাগ পঞ্চাশদ্বর্ষকাল অতীত হইয়া গেল ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা**।—পুত্রান্ ইন্দ্রিয়পরিণামান্। দুহিতৄঃ তদনন্তরং বুদ্ধিবৃত্তীঃ। পুত্রসংখ্যা চ বাহুল্যমাত্রবিবক্ষয়া, দুহিতৃসংখ্যা তু পুত্রেভ্যো ন্যূনত্বেন গার্হস্থ্যসৌন্দর্য্যার্থমেব। বিরাট্ সম্রাট্। আয়ুষোঽর্দ্ধমিত্যাদ্যপি কথাসৌন্দর্য্যার্থমেব ॥ ৬

**অন্বয়ঃ**।—[অথ পঞ্চাশদ্বর্ষানন্তরং পুরুষস্য পুণ্যপ্রবণত্বাৎ তদা পিতৃযশস্করদুহিতৃসমুৎপত্তিমাহ দুহিতৄরিত্যাদিনা] হে প্রজাপতে। (রাজন্) [অথ] পিতৃমাতৃযশস্করীঃ (পুণ্যক্রিয়াপ্রবণতয়া পিতৃকুলস্য মাতৃকুলস্য চ কীর্ত্তিজননীঃ) শীলৌদার্য্যগুণান্বিতাঃ (শীলগুণেন ঔদার্য্যেণ গুণেন চ যুক্তাঃ) পৌরঞ্জন্যঃ (পুরঞ্জনসম্বন্ধিনীঃ, স্বসম্বন্ধিনীরিত্যর্থঃ, পৌরঞ্জন্য ইত্যার্ষং পদম্। পুরঞ্জনীগর্ভোৎপন্না ইতি বার্থঃ) দশোত্তরশতং (দশাধিকশতসংখ্যকাঃ) দুহিতৄঃ (পুত্রীঃ, সঃ অজনয়দিতি অন্বয়শেষঃ) [এতা দুহিতরঃ অধ্যাত্মপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ লজ্জোৎকণ্ঠাচিন্তাদ্যাঃ, কন্যানাং পুত্রাপেক্ষয়া ন্যূনসংখ্যাকত্বং গার্হস্থ্যসৌন্দর্য্যপ্রদর্শনার্থমিতি বিশ্বনাথোঽপি প্রাহ] ॥ ৭

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্। (পরে পুরঞ্জন) পুরঞ্জনীর গর্ভে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের যশস্করী শীল ও ঔদার্য্যগুণ-যুক্ত একশত দশটি কন্যা উৎপাদন করিলেন ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা**। পুরঞ্জনকন্যাত্বাৎ পৌরঞ্জন্যঃ। হে প্রজাপতে। ॥ ৭

**অন্বয়ঃ**।—[অথ] পঞ্চালপতিঃ (পঞ্চালদেশনায়কঃ, অথচ পঞ্চবিষয়গ্রাহকেন্দ্রিয়যুক্তশরীরাধিকারী)

পুত্রাণাঞ্চাভবন্ পুত্রা একৈকস্য শতং শতম্। যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ॥ ৯
তেষু তদ্রিক্থহারেষু গৃহকোষানুজীবিষু। নিরূঢেন মমত্বেন বিষয়েষন্ববধ্যত॥ ১০
ঈজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ।
দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্ নানাকামো যথা ভবান্॥ ১১

সঃ ( পুরঞ্জনঃ ) পিতৃবংশবিবর্দ্ধনান্ ( পিতৃকুলবৃদ্ধিসম্পাদকান্ ) পুত্রান্ 'স্বান্ তনয়ান্) সদৃশৈঃ ( অনুরূপৈঃ ) দারৈঃ ( কলত্রৈঃ ) [ তথা ] দুহিতৄঃ ( কন্যাঃ ) সদৃশৈঃ বরৈঃ ( পতিভিঃ ) সংযোজয়ামাস। [ অধ্যাত্মপক্ষে দারাঃ মতিধৃত্যাদয়ঃ। কন্যানাং বরাশ্চ বিনয়প্রণয়াদয় ইতি বিশ্বনাথঃ। শ্রীধরমতে তু দারাঃ পরিণামানন্তর হিতাহিত-চিন্তাঃ বরাশ্চ সমুচিতবিষয়ভোগা ইতি ভেদঃ ]॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর পঞ্চালপতি পুরঞ্জন পিতৃবংশবর্দ্ধনকারী পুত্রদিগকে অনুরূপ কন্যার সহিত ও কন্যাদিগকে অনুরূপ পতির সহিত বিবাহ দিলেন॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—দারৈঃ পরিণামানন্তরং হিতাহিতচিন্তাভিঃ। বরৈঃ উচিতবিষয়ভোগৈঃ॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—পুত্রাণাঞ্চ ( পুরঞ্জনসুতানাঞ্চ ) একৈকস্য শতং শতং পুত্রাঃ ( তনয়াঃ পক্ষে পুণ্যাচরণাদয়ঃ ) অভবন্। যৈঃ ( পুত্রাণাং পুত্রৈঃ ) পঞ্চালেষু ( পঞ্চালদেশে, শব্দাদিবিষয়েষু চ ) পৌরঞ্জনঃ ( পুরঞ্জনসম্বন্ধী ) বংশঃ ( অন্বয়ঃ ) সমেধিতঃ বৈ ( বর্দ্ধিতঃ খলু )। [ ইন্দ্রিয়পরিণামভূতানাং বিবেকনির্ণয়াদীনাং পুত্রত্বেনারোপাৎ তৎ-প্রসূতানাং পুণ্যাচরণাদীনাং তৎপুত্রত্বেনারোপণমিতি ধ্যেয়ম্ ]॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—পুরঞ্জনের যে সকল পুত্র হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকের একশত করিয়া পুত্র হইল, যে সকল পৌত্রগণদ্বারা পঞ্চালদেশে ( শব্দাদি বিষয়সমূহে ) পুরঞ্জনের বংশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—পুত্রাণাং পুত্রাঃ কর্ম্মাণি। পঞ্চালেষু শব্দাদিবিষয়েষু॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—[ সঃ ] তেষু ( পুত্রেষু ) তদ্রিক্থহারেষু ( তেষাং পুত্রাণাং যৎ রিক্থং ধনং, দায়ধনমিত্যর্থঃ, তৎ হরন্তি আহরন্তি শাস্ত্রানুসারেণ তদধিকারিণো ভবন্তি যে, তেষু তেষামপি পুত্রেষু ইত্যর্থঃ) [তথা] গৃহকোষানু-জীবিষু ( গৃহস্য যঃ কোষঃ তদনুজীবিষু তদবলম্ব্য জীবৎসু, অথবা গৃহানুজীবিষু কোষানুজীবিষু চ ইত্যর্থঃ ) নিরূঢেন ( দৃঢতাং গতেন ) মমত্বেন ( মদীয়ত্ববোধেন আসঙ্গেন বা ) বিষয়েষু ( ভোগ্যার্থেষু ) অন্ববধ্যত ( সুতরাং সংসক্তো বভূব )। [ অধ্যাত্মপক্ষে পুত্রেষু বিবেকাদিষু তৎপ্রসূতেষু চ পুণ্যাচরণাদিষু অভিমানাদিকধনহারিষু গৃহানুজীবিষু প্রাণেষু কোষানুজীবিষু চ ওজঃপ্রভৃতিষু মমত্বেন বিষয়ভোগকর্ম্মণ্যেব জীবঃ সুতরাং মজ্জতীতি ভাবঃ ]॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—রাজা পুরঞ্জন সেই সকল পুত্র এবং তাহাদের দায়ভাগী পুত্রগণের প্রতি ও গৃহ-কোষানুজীবী অমাত্য-ভৃত্যাদির প্রতি সুদৃঢ় মমতাবশতঃ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—যথা ভবান্ (ভবান্ প্রাচীনবর্হির্যথা বিবিধৈঃ ক্রতুভিঃ যজত ইত্যর্থঃ, তথা ) [ সঃ ] নানাকামঃ ( নানাবস্তুবিষয়ককামনাবান্ সন্ ) ঘোরৈঃ ( ভয়ানকৈঃ ) পশুমারকৈঃ ( পশুবধসাধকৈঃ) ক্রতুভিঃ (অশ্বমেধাদিভি-র্যাগৈঃ ) দীক্ষিতঃ [ সন্ ] দেবান্ পিতৄন্ ( পিতৃপুরুষান্ ) ভূতপতীংশ্চ ঈজে [ যজতি স্ম )। ( যদ্যপি পুরঞ্জন-কথাচ্ছলেন নারদঃ প্রাচীনবর্হিষমেব উপক্ষিপতি তথাপি যথা ভবানিত্যনেন তস্য দৃষ্টান্ততোপন্যাসস্তৎসন্তোপনার্থ-মেবেতি বোধ্যম্ ]॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্! তুমি যেরূপ পশুমারক বিবিধ যজ্ঞ করিয়া দেবতা প্রভৃতির প্রীতি উৎপাদন

যুক্তেষ্বেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্ত-চেতসঃ ।
আসসাদ স বৈ কালো যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়যোষিতাম্ ॥ ১২
চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতো গন্ধর্ব্বাধিপতির্নৃপ । গন্ধর্ব্বাস্তস্য বলিনঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৩
গন্ধর্ব্ব্যস্তাদৃশীরস্য মৈথুন্যশ্চ সিতাসিতাঃ । পরিবৃত্ত্যা বিলুম্পন্তি সর্ব্বকামবিনির্ম্মিতাম্ ॥ ১৪

করিতেছ, রাজা পুরঞ্জন সেইরূপ নানাবিধ কামনা পূর্ব্বক ঘোর পশুবধসাধক বহুযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া দেবলোক, পিতৃলোক ও ভূতপতিগণের উদ্দেশে যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—তেষু পুত্রাদিষু, তেষামপি যে রিক্থহারাঃ পুত্রাস্তেষু চ ॥ ১০।১১

**অন্বয়ঃ।**—[ অথাস্য কালেন বার্দ্ধক্যসমুদয়মাহ যুক্তেষ্বেবমিত্যাদিনা ] এবম্ ( উক্তরূপেণ ) যুক্তেষু ( ন্যায্যেষু ভক্তিবৈরাগ্যাদিষু স্বকল্যাণকরেষু বস্তুষু ) প্রমত্তস্য (অনবহিতস্য) কুটুম্বাসক্তচেতসঃ (কুটুম্বেষু আত্মীয়জনেষু আসক্তম্ অনুরক্তং চেতঃ চিত্তং যস্য তথাভূতস্য ) [ তস্য পুরঞ্জনস্য ] প্রিয়যোষিতাম্ ( কান্তাজনানাং, প্রিয়যোষিত ইতি পাঠে তু প্রিয়াঃ অনুরাগবিষয়াঃ যোষিতঃ স্ত্রিয়ঃ যস্য তথাভূতস্য স্ত্রীজনেষু অনুরক্তস্য জনস্য ইত্যর্থঃ ) যঃ (কালঃ) অপ্রিয়ঃ( অপ্রীতিজনকঃ, ন কাম্য ইত্যর্থঃ ) সঃ কালঃ (বার্দ্ধক্যকালঃ) আসসাদ ( সন্নিহিতো বভূব ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—এইরূপে যখন তিনি ন্যায্য কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রমত্ত থাকিয়া আত্মীয়গণের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ পোষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রিয় রমণীগণের অপ্রিয় জরাভোগের সময় আসিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইল ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা।**—যুক্তেষু আত্মহিতেষু কর্ম্মসু অনবহিতস্য, স বৈ কালঃ জরাসময়ঃ ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—হে নৃপ ! চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতঃ ( চণ্ডঃ প্রচণ্ডঃ বেগঃ গতিঃ যস্য তথাভূতঃ, চণ্ডবেগঃ তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ স চায়ং সংবৎসর ইতি বোধ্যম্ ) [যঃ] গন্ধর্ব্বাধিপতিঃ ( গন্ধর্ব্বাণাং দিবসরূপাণাং গন্ধর্ব্বযোনীনাম্ অধীশ্বরঃ, অস্তীতি শেষঃ, সংবৎসরস্য স্থূলকালাত্মকস্য দিবসরূপস্থূলকালাপেক্ষয়া আধিক্যাৎ অধিপতিত্বব্যপদেশ ইতি ভাবঃ ) তস্য ( তৎসম্বন্ধিন ইত্যর্থঃ ) ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ং ( ষষ্টিসংখ্যাধিকশতত্রয়সংখ্যাকাঃ ) গন্ধর্ব্বাঃ ( দিবসরূপাঃ ) [ পুরীং বিলুম্পন্তীত্যগ্রিমশ্লোকেনান্বয়ঃ ] [ তথাহি প্রতিদিনমেব শরীরস্য ক্ষীয়মাণত্বাৎ দিবসরূপৈঃ গন্ধর্ব্বৈঃ শরীররূপায়াঃ পুর্য্যা বিলোপোক্তিসঙ্গতিরবধেয়া ] ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্ ! চণ্ডবেগনামে খ্যাত যে গন্ধর্ব্বাধিপতি ( সংবৎসরাত্মক কাল ) আছেন, তাঁহার অধীনস্থ তিন শত ষাট জন গন্ধর্ব্ব (দিবস) আছে, তাহারা পুরীকে (শরীরকে) আয়ত্ত করিতে থাকে ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—চণ্ডবেগঃ সংবৎসরেণাসর্ব্বমানেনোপলক্ষিতঃ । গন্ধর্ব্বা দিবসাঃ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—অস্য ( গন্ধর্ব্বাধিপতেঃ ) তাদৃশীঃ ( তাদৃশ্য ইত্যর্থে শস্‌বিভক্তিপ্রয়োগ আর্ষঃ ) মৈথুন্যঃ ( দিবসৈঃ সহ মিথুনভাবেন স্থিতাঃ ) সিতাসিতাঃ ( সিতাঃ শুক্লাঃ অসিতাঃ কৃষ্ণাশ্চ, শুক্লপক্ষীয়াঃ কৃষ্ণপক্ষীয়াশ্চ ইতি চ ) গন্ধর্ব্ব্যঃ গন্ধর্ব্বস্ত্রিয়ঃ, পক্ষে রাত্রিরূপা ইত্যর্থঃ ) পরিবৃত্ত্যা ( পরিভ্রমণেন, আবর্ত্তনেনেতি চ ) সর্ব্বকাম-বিনির্ম্মিতাং ( সর্ব্বৈঃ কামৈঃ ভোগৈঃ বিষয়ৈঃ বিনির্ম্মিতাং রচিতাং, পুরীমিতি শেষঃ ) বিলুম্পন্তি ( অপহরন্তি, ক্ষয়ং প্রাপয়ন্তি ইতি চ ) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—এই গন্ধর্ব্বাধিপতির অধীন ঐরূপ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ( দিবসসমূহের সহিত ) মিথুন-ভাবে অবস্থিত শুক্ল ও কৃষ্ণ ( শুক্লপক্ষীয় ও কৃষ্ণপক্ষীয় তিনশত ষাটসংখ্যক ) গন্ধর্ব্বী ( রাত্রি ) আছে, তাহারা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সকল কাম্যবস্তু দ্বারা নির্ম্মিত পুরীকে অপহরণ করিতে থাকে ॥ ১৪

তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা।
হর্ত্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎ প্রজাগরঃ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ**।—তে চণ্ডবেগানুচরাঃ (চণ্ডবেগস্য সংবৎসররূপস্য অনুচরাঃ অধীনাঃ দিবসরূপাঃ গন্ধর্ব্বাঃ) যদা (যস্মিন্ জরাসময়ে) পুরঞ্জপুরীং (।পুরনঞ্জনস্য শরীররূপাং পুরীমিত্যর্থঃ) হর্ত্তুম্ (আয়ত্তীকর্ত্তুং ক্ষপয়িতুঞ্চ) আরেভিরে (আরব্ধবন্তঃ) [তদা] তত্র, পুর্য্যাং বর্ত্তমানঃ) প্রজাগরঃ (প্রজাগর্ত্তি যঃ সঃ প্রজাগরঃ, চিরং জাগরিত্বা পুর্য্যাঃ পরিরক্ষকঃ সর্পঃ, পক্ষে প্রাণঃ) প্রত্যষেধৎ (প্রতিষেধং কৃতবান্) [জরাসমাগমমাত্রেণৈব ন জীবস্য শরীরাবসানং তথাত্বঞ্চ প্রাণস্য বায়োস্তদানীমপি যথা পূর্ব্বমবস্থানাদেবেতি তস্য তদা প্রতিষেধকং যুক্তং ভবতি] ১৫

**মূলানুবাদ**।—চণ্ডবেগের (সংবৎসরের) সেই অনুচর গন্ধর্ব্বগণ (দিবস ও রাত্রি) যখন পুরঞ্জনের পুরী (শরীর) হরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রজাগর সর্প (প্রাণবায়ু) সেই পুরে থাকিয়া তাহার প্রতিষেধ করিল॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা**।—গন্ধর্ব্বো রাত্রয়ঃ, তাদৃশীঃ, তাদৃশ্যঃ, মৈথুন্যঃ দিবসৈর্মিথুনীভূয় স্থিতাঃ, সিতাশ্চাসিতাশ্চ শুক্লকৃষ্ণপক্ষীয়াঃ, পরিভ্রমণেন সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সহ বিনির্ম্মিতাং পুরীমপহরন্তি॥ ১৪॥ প্রজাগরঃ প্রাণঃ॥ ১৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপ্রবণ জীবেরও কখন কখনও দৈবযোগে তামসভাবের উদ্রেকবশতঃ সদ্বুদ্ধি পরিত্যাগের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, আবার কালক্রমে দৈবযোগেই তাহার পুনরায় সদ্বুদ্ধি লাভ হয়। এস্থলে কথাপক্ষে পুরঞ্জনের নিজমহিষীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তামসভাববহুল মৃগয়ায় প্রবৃত্তি, অনন্তর মৃগয়ায় বহুবিধ পশু বধ করিয়া পরিশ্রান্তিসহকারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও নিজ মহিষীর প্রতি আবার অনুরাগ অবলম্বন পূর্ব্বক সবিশেষ অনুনয় ইত্যাদি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তহাই ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য ভাগ। এক্ষণে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জীব সদ্বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সুকৃত কার্য্য করিতে থাকিলেও জরা রোগাদির আক্রমণ হইতে তাহার অব্যাহতির উপায় নাই। কথাপক্ষে পুরঞ্জন, প্রিয়পুত্রাদির প্রতি সাতিশয় আসক্তিহেতু আত্মবিস্মৃত হইয়া পরে জরারোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, ইহাই বর্ত্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত প্রকারে পুরঞ্জন নিজ মহিষী পুরঞ্জনীর অনুনয় করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাহার অনুষ্ঠিত বিলাসাদি দ্বারা বশীকৃতচিত্ত হইয়া পরম আনন্দে তাহার উপভোগ করিতে লাগিলেন। অধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জীব পূর্ব্বে দৈববশে তামসভাবের উন্মেষহেতু সদ্‌বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যে অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই অসদ্বিষয়ে সম্প্রতি আর মগ্ন থাকিলেন না, অনুনয় করিয়া যখন সদ্বুদ্ধি লাভ করিলেন, তখন তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়িলেন, তাহাকেই সকল আশ্রয়ণীয় বস্তুর সার ভাবিয়া ক্ষণকালের জন্যও তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকিবেন না, ইহাই নিশ্চয় করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। জীব এইরূপে সদ্বুদ্ধিযুক্ত হইয়াও কামনার প্রভাবে সকাম কর্ম্মই করিতে লাগিলেন, অতএব জীবের স্বরূপ বা পরমেশ্বরতত্ত্ব তাঁহার তৎকালেও হৃদয়ঙ্গম হইল না। কথাপক্ষে দেখিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, রাজা পুরঞ্জন সেই প্রমদাতে এতদূর আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে দিন রাত্রির বোধ বা আত্মপর বোধ পর্য্যন্তও তাঁহার বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সংসারে একরূপ লোক আছে, তাহারা যখন যে কার্য্য করে, তাহা এতই আগ্রহের সহিত করিতে থাকে যে, সেই কার্য্যই তাহার তখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়, তাহা ছাড়া আর তাহার নিকট কোন কার্য্যই

প্রীতিকর হয় না, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বদা সেই একই কার্য্যে নিপুণতা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকে। বর্ত্তমানক্ষেত্রে রাজা পুরঞ্জনও ঠিক সেই প্রকৃতির ব্যক্তি। তিনি যখন মৃগয়ায় গেলেন, তখন তাঁহার ঐ মৃগয়াই একমাত্র ধ্যেয় হইল, আবার যখন মৃগয়া কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহিষীতে পুনর্ব্বার আসক্ত হইলেন, তখন তাহা ছাড়া আর তাঁহার জ্ঞাতব্য বা ভোক্তব্য বিষয় রহিল না, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বদা তাহারই কথা ভাবিয়া তাহারই উপভোগ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন, দিন রাত্রি ভুলিলেন, আত্মপর অতল বিস্মৃতিসাগরে ভাসাইয়া দিলেন।

এইরূপে ভোগাসক্ত থাকিয়া তিনি যৌবনাবস্থার সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পরন্তু ভোগের অত্যন্ত আসক্তি হেতু তিনি জানিতে পারিলেন না যে এতকাল যে চলিয়া গেল, সেই দীর্ঘকালকেও তিনি অতি স্বল্পকাল মনে করিলেন। সুখের সময় এইরূপ অল্পই মনে হয় বটে, আর দুঃখের দিন কিছুতেই যেন যাইতে চাহে না। দুঃখের প্রতিমুহূর্ত্তের প্রতি লোক তীক্ষ্ন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কেবলই ভাবিতে থাকে যে, কবে আমার এ সময় চলিয়া যাইবে, সুখের সময় আসিবে, কিন্তু সুখের অনুভবের সময় যত দীর্ঘই হউক না কেন, তাহার প্রতি লোক বিশেষ দৃষ্টি দান করে না। সুখের বিষয় লইয়া সে এতই ব্যস্ত থাকে যে, ঐ সময়ের দীর্ঘতা বা স্বল্পতা উপলব্ধি করিবার আর সামর্থ্য থাকে না, কাজেই সুখের সময় শেষ হইলে তখনই লোকের সেই দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় যেন অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়িয়া যায়, তখন মনে হয় যে, এতটুকু কণামাত্র সুখ ভোগ করিলাম, আর কিছু কাল ঐ সুখভোগ করিতে পারিলে ভাল হইত। পুরঞ্জনেরও ঠিক তাহাই হইল, যৌবনে তিনি ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে থাকিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দরসের অনুভূতি লাভ করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন দেখিলেন, আর সে যৌবনের উৎসাহ নাই, ভোগের মধ্যে যৌবনরত্ন হারাইয়া বসিয়াছেন। তখন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, সে অবস্থায়ও তাঁহার সামর্থ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ভোগ বাসনার সহিত মনে একটা পবিত্রভাব আসিয়া যোগ দিয়াছে; তখন তিনি বহু পুত্র ও কন্যা লাভ করিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ পবিত্রান্তঃকরণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ পুরঞ্জন হৃদয়ের যে পবিত্রভাব লইয়া পুরঞ্জনীর সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, সেই পবিত্রভাব সন্তানদিগের মধ্যেও সংক্রান্ত হইয়াছিল, ইহা অযৌক্তিক নহে। এই ত গেল কথাপক্ষের কথা।

অধ্যাত্মপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, জড়বুদ্ধি যখন চৈতন্যময় জীবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লাভ করিলেন, তখন বিবেকাদি রূপে তাহার বহু পরিণাম হইতে লাগিল। বিবেক প্রভৃতি ধর্ম্ম সদ্বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এস্থলে তাহাকেই পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বুদ্ধি আবার চৈতন্যের সান্নিধ্য ব্যতীত কার্য্যকারিণী হইতে পারে না, এই জন্য জীবকে তদীয় পিতৃরূপে বর্ণনা করাও অসঙ্গত হয় নাই। লজ্জাপ্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তিগুলিও জীবের সন্নিহিত বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে কন্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সদ্বুদ্ধির বৃত্তিগুলি কখনও অসৎ হইতে পারে না, এইজন্যই উক্ত কন্যাগণের সাতিশয় উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে 'পিতৃ-মাতৃযশস্করী' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। যে বুদ্ধির বৃত্তিগুলি উৎকৃষ্ট, সেই বুদ্ধিরই লোকে প্রশংসা করে এবং যে জীব উহার স্বামী তাহারও তন্নিবন্ধনই প্রশংসা করিতে দেখা যায়, যেমন যে ব্যক্তির বুদ্ধি দয়াগুণ প্রসব করে অর্থাৎ পরের প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সেই পুরুষকে ও সেই পুরুষের বুদ্ধিকে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি ভাল না বলিয়া থাকিতে পারেন? অতএব উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিরূপ কন্যাগণ পিতৃরূপ জীব ও মাতৃরূপা সদ্বুদ্ধির যে যশের কারণ হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি?

পুরঞ্জন পঞ্চাল দেশের অধিপতি, তাঁহার যদি সন্তান সন্ততিক্রমে বংশের বৃদ্ধি না হয়, তবে তাঁহার বিপুল রাজ্য

স সপ্তভিঃ শতৈরেকো বিংশত্যা চ শতং সমাঃ।
পুরঞ্জনপুরাধ্যক্ষ গন্ধর্বৈর্যুযুধে বলী ॥ ১৬

কে ভোগ করিবে? এই চিন্তায় পতিত হইয়া তিনি পুত্রদিগকে বিবাহ করাইলেন এবং কন্যাদিগকেও অনুরূপ পাত্রে সমর্পণ করিলেন, ক্রমে তাহাদের সন্তানসন্ততি হইয়া পুরঞ্জনের বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, পঞ্চালদেশে তাহারা সকলেই বসবাস করিতে লাগিল। পুরঞ্জন যে চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার আর সে চিন্তা রহিল না, পরন্তু সন্তান-সন্ততিক্রমে বংশের যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রাজা পুরঞ্জন ততই মায়া মমতায় বদ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি কামনা পূর্ব্বক বহু যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে বহুসংখ্যক পশু ও বীজ বধ করিতে হইল। সেই কার্য্য ঘোরভাবাপন্ন হইলেও তাহা হইতে কামনার প্রাবল্যে পুরঞ্জন বিরত হইলেন না, নানা প্রকার কামনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবতার পূজা ও পিতৃলোকাদির আরাধনা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহারাই বুঝি পুরঞ্জনের নিরতিশয় ভোগসুখের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে যখন তিনি কুটুম্বে আসক্ত হইয়া ন্যায্য কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ডে অভি-নিবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁহার জীবন বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল, কারণ তিনি তখনও বিষয়কামী, তাঁহার চিত্ত তখনও ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় বিষয়ভোগে উন্মুখ রহিয়াছে, অথচ জরার আক্রমণে তাঁহাকে ভোগের সামর্থ্যও হারাইতে হইতেছে, ইহা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন?

ঐ সময়ে চণ্ডবেগ নামক এক গন্ধর্ব্বরাজ বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বী সমভিব্যাহারে পুরঞ্জনের পুরী আক্রমণ করিল ও গন্ধর্ব্বগণ ও গান্ধর্ব্বীগণ চারিদিকে বিচরণ করিয়া তদীয় পুরী লুণ্ঠন করিতে লাগিল, কিন্তু সেই পুরীর যে এক রক্ষী সর্প ছিল, মাত্র সে-ই কোনও রূপে তাহাদের হাত হইতে পুরীকে রক্ষা করিতে লাগিল। অধ্যাত্ম-পক্ষে বুঝিতে হইবে যে, সংবৎসরাত্মক কালকে চণ্ডবেগ, দিবসগুলিকে গন্ধর্ব্ব ও তৎসহ নিয়মিতরূপে বর্ত্তমান রাত্রিগুলিকে গন্ধর্ব্বীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনশত ষাট্ দিন ও তিনশত ষাট্ রাত্রিতে একটি সংবৎসর কাল পূর্ণ হয়। ঐ সংবৎসর কালকে একটি স্থূল কালরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দিবসগুলি তাহার অঙ্গরূপ হইলেও তদপেক্ষা পৃথক্ ক্ষুদ্র কাল বলিয়া দর্শনাদিতেও ধরা হইয়া থাকে। ঐ সংবৎসরের অঙ্গীভূত দিবসগুলি সংবৎসরেরই অন্তর্গত বলিয়া সংবৎসরের অধীন রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দিবসের সহিত রাত্রির এত নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, বাস্তবিক স্ত্রীপুরুষভাবে সম্বদ্ধ ব্যক্তিযুগলও তত ঘনিষ্ঠ ও নিকট সম্পর্কে অবস্থান করে না, এই-জন্যই ঐ দুইয়ের মধ্যে মিথুনভাবের বর্ণনা করা হইয়াছে।

দেহ যখন জরার আক্রমণের সময় উপস্থিত হয়, তখন প্রত্যহ শরীরের ক্ষয় হইতে থাকে, এক দিন গেল, একটু শরীরের ক্ষয় হইল, এক রাত্রি গেল, আবার আর একটু শরীরের ক্ষয় হইল, এইরূপ দিন ও রাত্রিই শরীরকে ক্ষয় করিতে থাকে। সংবৎসর অতীত হইলেই উহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়, তখন সেই বৎসরকেই শরীরক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, এইজন্য সংবৎসরাত্মক কালকে উহার পরিচালকরূপে প্রধান ও অধিপতি বলা সুসঙ্গতই হইয়াছে। কাল শরীরের ক্ষয় করিতে থাকিলেও যে পর্য্যন্ত শরীরে প্রাণবায়ু প্রবাহিত থাকে, সে পর্য্যন্ত শরীরকে সম্পূর্ণ নষ্ট করা কালের অসাধ্য, এই জন্য প্রাণবায়ুকে উহার প্রতিরোধক সর্পরূপপুর রক্ষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ রক্ষী যখন শরীরের তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ প্রাণ যখন শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তখনই কাল সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিবে, তখন আর কালের কবল হইতে এই নশ্বর পুরীকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। —১৫

ক্ষীয়মাণে স্বসম্বন্ধ একস্মিন্ বহুভির্যুধা। চিন্তাং পরাং জগামার্ত্তঃ সরাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ॥ ১৭

স এব পুর্য্যাং মধুভুক্ পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ।
উপনীতং বলিং গৃহ্নন্ স্ত্রীজিতো নাবিদদ্ ভয়ম্॥ ১৮

কালস্য দুহিতা কাচিৎ ত্রিলোকীং বরমিচ্ছতাম্।
পর্য্যটন্তীং ন বর্হিষ্মন্ প্রত্যনন্দত কশ্চন॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—পুরঞ্জনপুরাধ্যক্ষঃ (রক্ষকতয়া পুরঞ্জনপুরস্য অধিনায়কঃ) বলী (বলবান্) সঃ (প্রজাগরঃ, অথচ প্রাণঃ) একঃ (একাকী এব) শতং সমাঃ (শতং সংবৎসরান্, শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুত্যা পুরুষস্য আয়ুষ্পরিমিতান্ শতবর্ষান্ ইত্যর্থঃ, জন্মতঃ প্রভৃত্যেব প্রাণস্য কালেন যুদ্ধত্বসত্বাদিতি ভাবঃ) সপ্তভিঃ শতৈঃ (সপ্তশতসংখ্যাকৈঃ) [তথা] বিংশত্যা (বিংশকেন) গন্ধর্ব্বৈঃ (গন্ধর্ব্বাশ্চ গন্ধর্ব্ব্যশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ তৈরিত্যর্থঃ, অন্যথা বিংশত্যধিকসপ্তশতসংখ্যায়াঃ পুরণাসম্ভবাৎ) যুযুধে॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—পুরঞ্জনের পুরীর অধিনায়ক বলবান্ সেই প্রজাগর সর্প (প্রাণ), একাকীই শত বৎসর ধরিয়া সাতশত বিংশতি সংখ্যক গন্ধর্ব্ব (দিবস) ও গান্ধর্ব্বীর (রাত্রির) সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল॥ ১৬

**অন্বয়ঃ।**—[অথ পঞ্চশদ্‌বর্ষপর্য্যন্তং দিবসাদিরূপৈঃ গন্ধর্ব্বৈঃ সহ যুদ্ধে অপরাভূতস্যাপি পঞ্চাশদ্‌বর্ষোত্তরং ক্রমেণ অস্য ক্ষয়মাহ ক্ষীয়মাণ ইত্যাদিনা] বহুভিঃ (অসংখ্যৈঃ সহ, অধিকসংখ্যকৈরিতি যাবৎ) যুধি (যুদ্ধে) একস্মিন্ (একাকিনি, সহায়ান্তরশূন্য ইত্যর্থঃ) স্বসম্বন্ধে (স্বস্য সম্বন্ধঃ যত্র তথাভূতে স্বীয়ে প্রজাগরে, পক্ষে প্রাণে) ক্ষীয়মাণে (ক্ষয়ং প্রাপ্নুবতি সতি) সরাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ (রাষ্ট্রবান্ধবৈঃ পুরবান্ধবৈশ্চ সহিতঃ) [পুরঞ্জনঃ] আর্ত্তঃ (কাতরঃ সন্) পরাং (প্রবলাং) চিন্তাং জগাম (লেভে, সাতিশয়ং চিন্তিতো বভূব ইত্যর্থঃ) [অধ্যাত্মপক্ষে প্রাণস্য শক্তিক্ষয়ে সর্ব্বেষাং শারীরোপকরণানাং দুর্গতিরিতি ভাবঃ]॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—বহু গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে একাকী স্বীয় প্রজাগর (প্রাণ) ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া পুরঞ্জন রাষ্ট্র ও পুরের বান্ধবগণের সহিত (শরীরের উপকরণগুলির সহিত) কাতর হইয়া অত্যন্ত চিন্তায় মগ্ন হইলেন॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—বিংশত্যা চ সহ॥ ১৬॥ স্বসম্বন্ধে স্বসম্বন্ধিনি প্রাণে॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—মধুভুক্ (মধু ক্ষুদ্রং সুখং ভুঙ্‌ক্তে যঃ সঃ স্বল্পসুখভোক্তা) এব (ন তু পরমানন্দভোক্তা ইতি এবশব্দব্যবচ্ছেদ্যম্) সঃ (পুরঞ্জনঃ) স্ত্রীজিতঃ (স্ত্রিয়া স্বীয় মহিষ্যা পুরঞ্জন্যা বশীকৃতঃ সন্ পক্ষে বুদ্ধ্যা আয়ত্তীকৃতঃ সন্) পঞ্চালেষু (পঞ্চালদেশে, স্থিতায়ামিতি শেষঃ) পুর্য্যাং স্বপার্ষদৈঃ (স্বীয়পরিষদৈঃ, স্বীয়গণৈরিত্যর্থঃ, পক্ষে ইন্দ্রিয়ৈঃ) উপনীতম্ (উপস্থাপিতং) বলিম্ (উপহারং) গৃহ্নন্ (আদদানঃ, অনুভবন্নিতি চ) ভয়ং ন অবিদৎ (ন জ্ঞাতবান্, নানুভূতবানিত্যর্থঃ)॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্! রাজা পুরঞ্জন ক্ষুদ্র সুখই অনুভব করিতেছিলেন এবং তিনি মহিষীর বশীভূত হইয়াছিলেন। পঞ্চালদেশে সেই পুরীর মধ্যে তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহাকে যে সকল ভোগ্যবস্তু আনিয়া উপহার প্রদান করিত, তাহা তিনি গ্রহণ করিতেন, আশঙ্কার লেশমাত্র তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—স এব মধুভুক্ ক্ষুদ্রসুখভোক্তা। স্বপার্ষদৈরিন্দ্রিয়ৈঃ। নাবিদৎ নালোচিতবান্॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—[অথ কালদুহিতুরূপাখ্যানচ্ছলেন জরাপ্রবেশং প্রকটং বক্তুমাহ কালস্যেত্যাদিনা] [হে] বর্হিষ্মন্! কালস্য (কালনাম্নঃ, অথ চ সময়াপরাভিধানস্য) কাচিৎ দুহিতা (কন্যা, অস্তীতি শেষঃ) বরং (পতিম্)

দৌর্ভাগ্যেনাত্মনো লোকে বিশ্রুতা দুর্ভগেতি সা।
যা তুষ্টা রাজর্ষয়ে বৃতাদাৎ পূরবে বরম্ ॥ ২০

কদাচিদটমানা সা ব্রহ্মলোকান্মহীং গতম্। বব্রে বৃহদ্‌ব্রতং মাস্তু জানতী কামমোহিতা ॥ ২১
ময়ি সংরভ্য বিপুলমদাচ্ছাপং সুদুঃসহম্। স্থাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখো মুনে ॥ ২২

ইচ্ছন্তীং (কাময়মানাং) ত্রিলোকীং (ত্রিভুবনং) পর্যটন্তীং ( পরিভ্রমন্তীং ) [তাং] কশ্চন ( ত্রিলোকীস্থঃ কোঽপি ) ন প্রত্যনন্দত ( ন অভিনন্দিতবান্, তদীয়াভিলাষপূরণেন সমভ্যর্থিতবানিত্যর্থঃ ) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে বর্হিষ্মন্! পূর্ব্বোক্ত কালের একটি কন্যা ছিল, সে পতিকামনায় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিল না ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—কালস্য দুহিতা জরাখ্যা। তাং ন প্রত্যনন্দত নৈচ্ছৎ। বর্হিষ্মন! হে প্রাচীনবর্হিঃ! ১৯

অন্বয়ঃ।—সা ( কালকন্যা ) আত্মনঃ ( স্বস্য ) দৌর্ভাগ্যেন ( দুর্ভাগ্যতয়া, যৎপ্রভাবাৎ কাময়মানামপি তাং ন কোঽপি অভিনন্দিতবান্ ইতি ভাবঃ ) লোকে ( জগতি ) দুর্ভগেতি ( মন্দভাগেতি ) বিশ্রুতা ( বিখ্যাতা, অভবদিতি শেষঃ ) যা ( কালকন্যা জরা ) রাজর্ষয়ে ( রাজর্ষয়ে ) পূরবে ( তদাখ্যায় যযাতিপুত্রায় ) তুষ্টা (সন্তুষ্টা সতী, পিতৃপ্রার্থনয়া স্বীয়যৌবনস্য পিত্রে প্রদানেনেতি শেষঃ ) বৃতা ( স্বেচ্ছয়া আশ্রিতা সতী ) বরম্ অদাৎ ( দত্তবতী )। [ যদ্যপি স্বীয়জরাগ্রাহিণে পুরুনাম্নে পুত্রায় যযাতিরেব বরমদাৎ, তথাপি তস্য জরাগ্রহণমূলকত্বাৎ জরা এব বরং দত্তবতীতি ব্যপদেশঃ ] ॥ ২০

মূলানুবাদ।—যিনি, রাজর্ষি পুরু ( নিজ যৌবন বিনিময়ে পিতার নিকট হইতে ) তাঁহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন, সেই কালকন্যা জরা নিজ মন্দভাগ্যহেতু জগতে 'দুর্ভগা' এই নামে খ্যাত হইলেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—পূরবে যযাতিপুত্রায, তেন বৃতা সতী বরমদাৎ। যযাতিঃ শুক্রশাপাজ্জরাং প্রাপ্য পুত্রানুবাচ, ইমাং গৃহ্নীতেতি। তাং জ্যেষ্ঠাশ্চত্বারো ন জগৃহুঃ পুরুস্তু জগৃহে। ততো যযাতিস্তস্মৈ রাজ্যং দদাবিতি জরৈবাদাদিত্যুক্তম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।— কদাচিৎ ( একদা ) অটমানা ( পরিভ্রমন্তী ) সা ( জরা ) ব্রহ্মলোকাৎ ( ব্রহ্মণঃ পুরাৎ ) মহীং ( পৃথিবীং ) গতং ( প্রাপ্তং, পৃথিব্যাং ভ্রমন্তমিত্যর্থঃ ) বৃহদ্‌ব্রতং ( নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণং ) মাং জানতী ( পশ্যন্তী ) কামমোহিতা ( কামেন মোহং প্রাপিতা সতী ) বব্রে ( মাং গৃহাণেতি বৃতবতী ) [ অত্র মহীং গতমিত্যনেন প্রাকৃতমনুষ্যভ্রান্তিঃ সূচিতা, বৃহদ্‌ব্রতমিত্যনেন চ সা ব্রহ্মচারিণং বা সন্ন্যাসিনং বা অন্যং বা কমপি নোপেক্ষতে ইতি ভাবঃ সংসূচিতঃ ] ॥ ২১

মূলানুবাদ।—একদা সেই জরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আমাকে ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে উপস্থিত দেখিয়া কামমোহিতা হইয়া বরণ করিল ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—সা জরা। বৃহদ্‌ব্রতং নৈষ্ঠিকম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—ময়ি ( তাং প্রত্যাখ্যাতবতি ময়ীত্যর্থঃ ) সংরভ্য ( মদীয়প্রত্যাখ্যানেন কোপং কৃত্বা ) হে মুনে! ( মননশীল! ) মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখঃ ( মম যাচ্ঞাযাং প্রণয়প্রার্থনায়াং বিমুখঃ ত্বম্ ) একত্র ( একস্মিন্ স্থানে ) স্থাতুং ( চিরমিতি শেষঃ, স্থিরীভবিতুমিত্যর্থো বা ) ন অর্হসি ( যোগ্যো ভবসি ) [ ইতি ] সুদুঃসহম্ ( অতিশয়েন দুঃখেন সহ্যং ) বিপুলং ( মহান্তং ) শাপম্ অদাৎ। [ বস্তুতস্তু নারদস্য কর্ম্মারব্ধদেহাভাবাৎ স্বয়মেব তত্তাদৃশদেহে

ততো বিহতসঙ্কল্পা কন্যকা যবনেশ্বরম্। ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্ ॥ ২৩
ঋষভং যবনানাং ত্বাং বৃণে বীরেপ্সিতং পতিম্। সঙ্কল্পস্ত্বয়ি ভূতানাং কৃতঃ কিল ন রিষ্যতি ॥ ২৪
দ্বাবিমাবনুশোচন্তি বালাবসদবগ্রহৌ। যল্লোকশাস্ত্রোপনতং ন রাতি ন তদিচ্ছতি ॥ ২৫

প্রবেশঃ অশক্যঃ, তদেব প্রত্যাখ্যানমেন কৃপালুতয়া এব সর্ব্বত্র সঞ্চারাং একত্র অস্থিরত্বং শাপছলরূপেণ ময়, সমুৎপ্রেক্ষ্যত ইতি বোধম্ ] ॥ ২২

মূলানুবাদ।—আমি যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম, তখন সে ক্রোধ করিয়া আমাকে এই দুঃসহ কঠোর শাপ দিল যে,—হে মুনি! তুমি যখন আমার প্রার্থনাপূরণে বিমুখ হইলে, তখন তুমি একস্থানে বহুকাল স্থির থাকিতে পারিবে না, এই শাপ দিতেছি ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—প্রত্যাখ্যাতবতি ময়ি সংরম্ভা ক্রোধং কৃত্বা নৈকত্র স্থাতুমর্হসীতি শাপমদাৎ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ততঃ ( তদনন্তরং ) বিহতসঙ্কল্পা ( বিহতঃ নষ্টঃ সঙ্কল্পঃ মনোরথঃ যস্যাঃ তথাভূতা, মযা প্রত্যাখ্যানেন বিঘ্নিতসঙ্কল্পা ইত্যর্থঃ ) [ সা ] কন্যকা ( জরা ) ময়া ( নারদেন ) উপদিষ্টং ( 'স এব ভয়নামা যবনেশ্বরস্তু যোগ্যঃ পতিরতস্তমেব বৃণীষ' ইত্যেবম্ উপদেশেন কথিতং ) নাম্না ভয়ং ( ভয়নামকং ) যবনেশ্বরং যবনানাম্ আধিব্যাধিরূপাণাম্ ঈশ্বরম্ অধিপতিম্ ) আসাদ্য ( লব্ধা ) পতিং ( স্বামিনং ) বব্রে ( বৃতবতী )। [ লোকানাং ভয়ং জরয়া জীর্য্যতু ইতি লোকেষু কৃপালুত্বমাত্মনঃ সূচ্যতে ] ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—অনন্তর ভ্রষ্টসঙ্কল্পা জরা আমার উপদেশে ভয়নামক যবনগণের ( আধিব্যাধিগণের ) অধীশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকেই পতিরূপে বরণ করিলেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—আধয়ো ব্যাধয়শ্চ যবনাঃ তেষামীশ্বরং ভয়নামানং বব্রে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[ বরণার্থং প্রার্থনাপ্রকারমাহ ঋষভমিত্যাদিনা ] [হে] বীর! যবনানাম্ (আধিব্যাধিরূপাণাং যবনসৈনিকানাম্ ) ঋষভম্ ( অধিনায়কম্ ) ঈপ্সিতম্ ( আপ্তুমিষ্টম্, অভিলষিতমিত্যর্থঃ ) ত্বাং পতিং বৃণে ( অহং পতিত্বেন বৃণোমি ইত্যর্থঃ )। [ স্বাভাবতো রমণীনাং বীরপ্রিয়ত্বাৎ বীরেতি হেতুগর্ভশৌর্য্যপ্রকাশকং সম্বোধনম্ ] ত্বয়ি ( যবনেশ্বরে ) কৃতঃ ( উৎপাদিতঃ ) ভূতানাং ( সর্ব্বপ্রাণিনাং ) সঙ্কল্পঃ ( মনোরথঃ ) ন রিষ্যতি ( ন নশ্যতি ) কিল। [ পক্ষে ভূতানাং ভগবদ্‌ভক্তানাং নারদাদীনাং কৃতঃ সঙ্কল্পঃ ত্বয়ি ন রিষ্যতি, তথা হি নারদাভিলাষো যৎ ত্বং মাং বরিষ্যসি স চ নান্যথা ভবিতুমর্হতি ইতি ভাবঃ ] ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে বীরবর! যবনাধিনায়ক তোমাকে আমি পাইতে ইচ্ছা করিয়া পতিরূপে বরণ করিতেছি, তোমাতে ভগবদ্‌ভক্ত নারদের সঙ্কল্প অন্যথা হইতে পারে না ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—হে বীর! সাম্যীপ্সিতং পতিং বৃণে। ন রিষ্যতি ন নশ্যতি ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—[ যঃ ] যদ্ ( বস্তু ) লোকশাস্ত্রোপনতং ( লোকতঃ শাস্ত্রতশ্চ উপনতং দেয়ত্বেন গ্রাহ্যত্বেন চ পরিপ্রাপ্তং, লোকে শাস্ত্রে চ দেয়তয়া গ্রাহ্যতয়া চ যদুপদিষ্টমিতি ভাবঃ ) তৎ ( বস্তু ) ন রাতি ( দদাতি ) ন [ চ ] ইচ্ছতি (গ্রহীতুমভিবাঞ্ছতি) ইমৌ দ্বৌ বালৌ ( অজ্ঞৌ ) অসদবগ্রহৌ ( অসন্ অসমীচীনঃ অবগ্রহঃ আগ্রহঃ যয়োঃ তৌ, দেয়স্য দানে গ্রাহ্যস্য চাদানে বিমুখৌ ইত্যর্থঃ ) অনুশোচন্তি (সন্ত ইতি শেষঃ) [ স্বয়ংবরায়াঃ কন্যায়া গ্রহণস্য শাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ স্বয়ং বৃয়তীং মাং ত্বমবশ্যং গৃহাণ ইতি ভাবঃ। পক্ষে লোকস্য ভয়ং জরয়া জীর্ণং ভবতু ইতি নারদাভিপ্রায়স্য শাস্ত্রীয়ত্বাৎ মম গ্রহণং ত্বয়া কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ] ২৫

অথো ভজস্ব মাং ভদ্র ভজন্তীং মে দয়াং কুরু।
এতাবান্ পৌরুষো ধর্ম্মো যদার্ত্তাননুকম্পতে ॥ ২৬

কালকন্যোদিতবচো নিশম্য যবনেশ্বরঃ। চিকীর্ষুর্দ্দেবগুহ্যং স সস্মিতং তামভাষত ॥ ২৭

ময়া নিরূপিতস্তুভ্যং পতিরাত্মসমাধিনা। নাভিনন্দতি লোকোহয়ং ত্বামভদ্রামসম্মতাম্ ॥ ২৮

ত্বমব্যক্তগতির্ভুঙ্ক্ষ্ব লোকং কর্ম্মবিনির্ম্মিতম্। যা হি মে পৃতনাযুক্তা প্রজানাশং প্রণেষ্যসি ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ যেরূপে জ্ঞাত বস্তুর দান করে না এবং যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞরূপে জ্ঞাত বস্তুর গ্রহণ করে না, সাধুগণ এই দ্বিবিধ মূঢ় ও অসদাগ্রহী ব্যক্তিকেই শোচনীয় মনে করেন। ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—লোকতো বেদতশ্চ যজ্ঞ্যতেন প্রাজ্ঞেন চ উদনতং প্রাপ্তং, তৎ যাচ্যমানং যো ন দদাতি, যশ্চ দীয়মানং নেচ্ছতি ন গৃহ্ণাতি, ইমৌ দ্বৌ কর্ম্মভৃতৌ অনুশোচন্তি সন্তঃ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—[হে] ভদ্র! অথো (অতঃ কারণাৎ) ভজন্তীং (ত্বাং পতিত্বেন বৃণতীং) মাং ভজস্ব (ভোগ্যারূপেণ গৃহাণ), মে (মম সম্বন্ধে, মদীয়ার্থঃ) দয়াং (করুণাং) কুরু। [তথা হি ত্বং যদি মাং স্ত্রীত্বাঙ্গীকুর্য্যা দৈব মে দুঃখশান্তিরতঃপরদুঃখপ্রহরণেচ্ছাপরাধায়া দয়য়া তদ্বদং কার্য্যমিতি ভাবঃ] [কথং ময়া দয়া কার্য্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ এতাবানিত্যাদি] আর্ত্তান্ (দুঃখিতান্) অনুকম্পতে (দয়তে ইতি) যৎ এতাবান্ পৌরুষঃ (পুরুষজনোচিতঃ) ধর্ম্মঃ ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—হে ভদ্র! আমি তোমাকে বরণ করিতেছি, উক্ত কারণে তুমিও আমাকে ভজনা কর আমার প্রতি সদয় হও। (যেহেতু) আর্ত্তব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা পুরুষোচিত ধর্ম্ম। ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—পুরুষেণ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মঃ পৌরুষঃ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—[অথ প্রার্থিতস্য যবনেশ্বরস্য কৃত্যমাহ কালেত্যাদিনা] যবনেশ্বরঃ (যবনাধিপতিঃ প্রজ্বারঃ) কালকন্যোদিতবচঃ (কালকন্যয়া উদিতং কথিতং বচঃ বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) দেবগুহ্যং (দেবস্য পরমেশ্বরস্য গুহ্যং রহস্যং, সংসারচক্রপ্রবর্ত্তনমিত্যর্থঃ। যৎ লোকানাং বৈরাগ্যহেতোর দেবৈর্গুপ্তং জরাপ্রযুক্তং মরণমিত্যর্থঃ) চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ) তাং (কালকন্যাং) সস্মিতং (মৃদুহাস্যসহিতং যথা স্যাৎ তথা) অভাষত ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।** যবনাধীশ্বর কালকন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক গোপিত সংসার প্রবর্ত্তন (জরাপ্রযুক্ত মরণ) সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় মৃদুহাস্যসহকারে তাহাকে বলিলেন। ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—দেবগুহ্যং মরণং তদ্ধি প্রাণিনাং বৈরাগ্যহেতুত্বাৎ দেবৈর্গোপ্যতে। ২৭

**অন্বয়ঃ।**—[যবনেশ্বরস্য উক্তিং বিবৃণোতি ময়া ইত্যাদিনা] অয়ং লোকঃ অভদ্রাম্ (অকল্যাণকারিণীম্) অসম্মতাম্ (অনভিপ্রেতাং) ত্বাং (কালকন্যাং) ন অভিনন্দতি (ন আদ্রিয়তে)। [অতঃ] ময়া তুভ্যং (ত্বদর্থং, তদর্থমিত্যর্থঃ) আত্মসমাধিনা (জ্ঞানদৃষ্ট্যা) পতিঃ (ভোক্তা ভবতি যেন) নিরূপিতঃ (নিশ্চিতঃ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—এই জগতে কেহই অকল্যাণকারী ও অনভিপ্রেতা বলিয়া তোমাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে না, এইজন্য আমি পূর্ব্বেই জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তোমার যোগ্য পতি নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—তুভ্যং তব। আত্মসমাধিনা জ্ঞানদৃষ্ট্যা। যাচ্যমানঃ অত্র লোকস্ত্বাং নেচ্ছতি। ২৮

**অন্বয়ঃ।**—ত্বম্ অব্যক্তগতিঃ (অব্যক্তা অলক্ষিতা গতিঃ যস্যাঃ সা, অলক্ষ্যগমনশীলা সতীত্যর্থঃ) কর্ম্মবিনির্ম্মিতং (কর্ম্মণা জনিতং) লোকং (জগৎ) ভুঙ্ক্ষ্ব। [যে মম] পৃতনাযুক্তা (সৈনিকসমভিব্যাহৃতা, প্রজ্বারাদিসহিতা ইত্যর্থঃ) যা হি (যস্মাৎ)। [এবং] প্রজানাশং (প্রজানাং বিনাশনং) প্রণেষ্যসি (কর্ত্তুং শক্ষ্যসি) [ন কোহপি তব ভোগবিরোধং কর্ত্তুং শক্ষ্যতীতি ভাবঃ] ॥ ২৯

প্রজ্বারোঽয়ং মম ভ্রাতা ত্বঞ্চ মে ভগিনী ভব।
চরাম্যুভাভ্যাং লোকেঽস্মিন্নব্যক্তো ভীমসৈনিকঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—তুমি অলক্ষ্যগতিতে কর্ম্মোপার্জ্জিত সকল লোককে ভোগ কর, আমার যবনসেনা (আধি ব্যাধি) সহায় করিয়া গমন কর, তবেই তুমি প্রজাগণের বিধ্বংস সাধন করিতে পারিবে। (কেহই তোমার ভোগের বিরোধিতা করিতে পারিবে না) ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—অতোঽব্যক্তগতিঃ কুতঃ প্রাপ্তেঽপ্যনক্ষিতগতিঃ সতী লোকমাক্রম্য ভুঙ্ক্ষ্ব। এবং সর্ব্বোঽপি লোকস্তব পতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং ত্বয়া শঙ্কনীয়ং—প্রতিকূলাং মাং লোকে হনিষ্যতীতি, যস্মাৎ ত্বমেব প্রজানাং নাশং করিষ্যসীত্যাহ—যা হীতি। যা মদীয়া যবনপৃতনা, তয়া যুক্তা ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ।**—অয়ং (দৃশ্যমানঃ) প্রজ্বারঃ (তদাখ্যঃ, অথ চ বৈষ্ণবজ্বররূপঃ প্রবলজ্বরঃ) মম ভ্রাতা [অস্তীতি শেষঃ] ত্বঞ্চ মে (মম) ভগিনী ভব। ভীমসৈনিকঃ (ভীমাঃ ভয়ানকাঃ সৈনিকা আধিব্যাধিরূপাঃ সেনাঃ যস্য তথাভূতঃ অহম্) উভাভ্যাং (দ্বাভ্যাং প্রজ্বারেণ ভ্রাত্রা ত্বয়া চ ভগিন্যা সহেতি শেষঃ) অব্যক্তঃ (অলক্ষিতঃ সন্) অস্মিন্ লোকে (জগতি) চরামি (চরিষ্যামি)। [যদ্যপি নারদেন কালকন্যায়াঃ পতিত্বমেব যবনেশ্বরে সমাদিষ্টং তথাপি অবর্ণাবংশোদ্ভবানাং ভগিন্যপি ভার্য্যা স্যাদিতি নাত্রপত্তিরিতি বিশ্বনাথাভিপ্রায়ঃ] ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—এই প্রজ্বার (বৈষ্ণবজ্বর) আমার ভ্রাতা হব, তুমিও আমার ভগিনী হও। আমি ভীষণ সেনা সমভিব্যাহারে তোমাদের দুই জনের সহিত অব্যক্তভাবে এই জগতে বিচরণ করিব ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ প্রজ্বার ইতি মারকো বৈষ্ণবো জ্বরঃ। মাহেশ্বরস্য ব্যাধ্যন্তঃপাতিত্বাৎ। ভীমা ঘোরাঃ সৈনিকা যস্য ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**—প্রজাগর পুরঞ্জন-পুরের রক্ষক, সে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়াই যুদ্ধ করিয়া পুরঞ্জনের পুরী রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, যতকাল তাহার অসীম সামর্থ্য ছিল, ততকাল তাহার হাত হইতে কেহই পুরীকে আক্রমণ করিয়া হস্তান্তরিত করিতে পারে নাই, সম্প্রতি বয়সের আধিক্যে যেমন তাহার বল ক্ষীণ হইয়াছে, অমনি পূর্ণ উদ্যমে গন্ধর্ব্বগণ অবসর বুঝিয়া তীব্রপরাক্রমে পুরঞ্জন-পুরী আক্রমণ করিল। প্রজাগর একাকী সাতশত বিংশতিসংখ্যক গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বীর গতিরোধ করিতে পারিল না, ক্রমেই তাহার সামর্থ ক্ষয় পাইতে লাগিল, পুরঞ্জন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এতকাল যাবৎ তিনি বিষয়সুখে ব্যাসক্ত ছিলেন, প্রজাগরই তাঁহার পুরী অব্যাহতভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, কাজেই তিনি নিঃশঙ্কভাবে বিষয়সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার পার্ষদগণ নানাদিক্ হইতে তাঁহার ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিত, তিনি যথেচ্ছভাবে সেই ভোগ্য বস্তুর ভোগ করিতেন। পরে যখন এইরূপে পঞ্চাশদ্বর্ষ অতীত হইল, তখন তাঁহার এই বিপন্ন অবস্থা আসিয়া দেখা দিল, বয়সের আধিক্যে প্রজাগর ক্ষীণশক্তি, নিজেরও আর তেমন সামর্থ নাই—কাজেই তিনি মহাচিন্তায় পতিত হইলেন।

অধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রজাগর অর্থাৎ প্রাণ জন্মাবধি শরীরকে রক্ষা করে, পঞ্চাশদ্-

বর্ষ পর্য্যন্ত সেই প্রাণের শক্তি অব্যাহত থাকে। এই সময়ের মধ্যে প্রাণশক্তিপ্রভাবে শরীর দিন দিন সেরূপ ক্ষীণ হয় না বরং বর্দ্ধিত হইতে থাকে, পরে যখন পঞ্চাশদ্বর্ষ অতিক্রান্ত হয়, তখন প্রাণের সামর্থ কমিয়া যায়, দেহও ক্রমশঃ দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন আর প্রাণশক্তি তাহার প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারেনা, পরন্ত জীব বার্দ্ধক্যের আক্রমণে চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে। পঞ্চাশদ্বর্ষ পরে শরীরকে যে জরায় আসিয়া আক্রমণ করে, উহা উপন্যাসচ্ছলে বুঝাইবার জন্য দেবর্ষি নারদ পৃথকরূপে আবার বলিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বে যে-কালের কথা বলিয়াছি, তাহার একটী কন্যা আছে, তাহার নাম জরা। ঐ জরা যখন রাজা যযাতিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখনও তাঁহার বিষয়ভোগের বাসনা থাকায় তিনি পুত্রদিগের নিকট একে একে তাহাদের যৌবন ভিক্ষা করিলেন এবং নিজ জরা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, রাজার প্রার্থনায় কোনও পুত্র সম্মত হইল না, একমাত্র পুরু নামক পুত্রই পিতার জরার বিনিময়ে নিজ যৌবন পিতাকে দান করিল। রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিয়া ভাবি রাজ্যের অধিকারী করিলেন, অপর সকলকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইল। জরাও পুরুর নবীন দেহ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল, সেই যেন সন্তোষবশে তাহাকে উক্ত বর দিল। সেই জরানামক কালকন্যা পতির অন্বেষণের জন্য সমস্ত ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াও কাহারও নিকট সমাদর পাইল না, সকলেই তাহাকে অকল্যাণময়ী ও অপকৃষ্টা বলিয়া ঘৃণা করিল। নারদ ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে আসিলে জরা তাঁহার কাছে নিজ কামনা জ্ঞাপন করিয়াও যখন প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন তাহার নৈরাশ্যবশতঃ কষ্টের আর সীমা থাকিল না। পরে নারদের উপদেশে জরা যবনেশ্বর ভয়কে পতিরূপে বরণে উদ্যত হইল। যবনেশ্বর তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার অসংখ্য সেনা লইয়া যথা ইচ্ছা তথায় যাইয়া অভীষ্ট মত ব্যক্তির ভোগ কর। প্রজ্বার যেমন আমার ভ্রাতা, সেইরূপ তুমিও আমার ভগিনী হইলে। আমি আমার সমস্ত সৈন্য লইয়া তোমাদের দুইজনের সাহায্যে সমস্ত জগৎ পরাজিত করিতে পারিব। তুমি আমার ভগিনী হইলেও নীচ জাতির আচার অনুসারে নারদের আদেশ রক্ষা করিবার জন্য আমি তোমাকেও ভোগ করিব। কাজেই তুমি দেবর্ষি নারদের বাক্যের ব্যর্থতা আশঙ্কা করিও না।

অধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যবনেশ্বররূপে ভয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রজ্বার অর্থাৎ প্রবল বৈষ্ণবজ্বর ও জরা, এই দুই ব্যক্তি ভয় বা মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মৃত্যুও বৈষ্ণবজ্বর এবং জরার সাহায্যে জীবের দেহে অন্তিম অবস্থা আনিয়া দেয়। মৃত্যুর পক্ষে যেমন আধিব্যাধিগুলি সহায়, সেইরূপ বৈষ্ণব-জ্বর ও জরা তাহার সহায়, অতএব তিনি বৈষ্ণবজ্বর ও আধিব্যাধিদিগকে যেমন সাদর সহকারে স্থান দিয়াছেন, সেইরূপ জরাকেও সহায় জানিয়া স্থান দেওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ঐ জরাকে সাধারণের ভোগ্যারূপে ছাড়িয়া না দিলে জগতের বিধ্বংস সাধন অসম্ভব, এইজন্য তাহাকে গৃহে আবদ্ধ না রাখিয়া সমস্ত জগৎ ভোগ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মাহেশ্বর জ্বর ব্যাধির অন্তঃপাতী, অতএব উহা সেনার অন্তর্গত; বৈষ্ণব জ্বর ব্যাধি হইলেও উহা মারক বলিয়া প্রধানরূপে উহাকে মৃত্যুর ভ্রাতা বলা হইয়াছে।

যবনেশ্বর জরাকে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'অমব্যক্তগতিভুঙ্‌ক্ষ্ লোকং কর্ম্মবিনির্ম্মিতম্' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের দেহ কর্ম্মনির্ম্মিত, তাহাদিগকেই তুমি ভোগ করিবে। যে সকল ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভক্ত, তাঁহাদের দেহ কর্ম্মনির্ম্মিত নহে, পরন্ত অলৌকিক, অতএব তুমি তাঁহাদের নিকট যাইবে না, পরন্ত ভগবদ্‌ভক্তের স্থলে আমিই তোমার পতিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাকে ভোগ করিব অর্থাৎ আমিও যদি ভগবদ্‌ভক্তের সমীপবর্ত্তী হইতে যাই, তবে তুমি আমাকেও ভোগ করিয়া সংহার করিতে দ্বিধা করিবে না। তাৎপর্য্য এই যে প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তের নিকট আমাদের কাহারও সেরূপ প্রভাব নাই॥ ১৮—৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ে শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্যানুবাদঃ॥ ২৭

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

— —০*০— —

## অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

———( :*: )———

শ্রীনারদ উবাচ।

সৈনিকা ভয়নাম্নো যে বর্হিষ্মন্ দিষ্টকারিণঃ। প্রজ্বারকালকন্যাভ্যাং বিচেরুরবনীমিমাম্ ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—[ সম্প্রতি পুরঞ্জনরূপেণ পূর্ব্বমুপদিষ্টস্য জীবস্য স্থূলদেহরূপপুরপরিহারপ্রকারং বিবৃণোতি 'সৈনিকা' ইত্যাদিনা 'পুরং বিহায়োপগত' ইত্যন্তেন বাক্সন্দর্ভেণ ] [ হে ] বর্হিষ্মন্! ( হে প্রাচীনবর্হি! ) দিষ্টকারিণঃ ( দুঃ মরণাদিরূপদুরদৃষ্টফলজনকাঃ ) যে ভয়নাম্নঃ ( কালকন্যয়া জরয়া পতিত্বেন বৃতস্য ভয়নামকস্য যবনেশ্বরস্য ) সৈনিকাঃ ( যবনত্বেন আরোপিতানি ব্যাধিরূপাণি সৈন্যানি ) [ তে ] প্রজ্বারকালকন্যাভ্যাং মারকেণ বৈষ্ণবজ্বরেণ কালকন্যয়া জরয়া চ, সহেতি শেষঃ) ইমাং ( ভবদধিষ্ঠিতাম্ ) অবনীং ( বসুন্ধরাং ) বিচেরুঃ (বিশেষেণ বভ্রমুঃ, সর্ব্বতশ্চেরুরিত্যর্থঃ ) ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে প্রাচীনবর্হি! ( কালকন্যা জরা যাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন ) সেই ভয়নামক যবনেশ্বরের দুঃখ-মরণাদিরূপ দুরদৃষ্টফলোৎপাদক যে সকল ( ব্যাধিরূপ ) সৈনিক ( আছে ), তাহারা ( মারক ) বৈষ্ণবজ্বর ও কালকন্যার ( জরার ) সহিত এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

অষ্টাবিংশে তু বৈদর্ভ্যাখ্যানেন স্ত্রীবিচিন্তয়া। স্ত্রীত্বং প্রাপ্তস্য দৈবেন কদাচিন্মুক্তিরুচ্যতে ॥

ইদানীন্তু পুরঞ্জনস্য পুংদেহত্যাগপূর্ব্বকং স্ত্রীত্বপ্রকারমাহ—সৈনিকা ইত্যাদিরাজসিংহস্য বেশ্মনীত্যন্তেন গ্রন্থেন। দিষ্টং দৈবং কুর্ব্বন্তি অধিকুর্ব্বন্তীতি তথা মৃত্যোরাদেশকারিণ ইতি বা ॥ ১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—রাজা প্রাচীনবর্হি দেবর্ষি নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে মহাভাগ! আমার বুদ্ধি কর্ম্মদ্বারা বিক্ষিপ্ত এইজন্য আমি পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি না, অতএব আমি যাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারি, সেইরূপ বিমল জ্ঞানের উপদেশ করুন'। তাহার উত্তর দেবর্ষি নারদ রাজা পুরঞ্জনের উপাখ্যান বর্ণনাপূর্ব্বক প্রাচীনবর্হিকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, ইহা এই স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায় আলোচনা করিলেই জানা যায়। উক্ত উপাখ্যানে যে পুরঞ্জন প্রভৃতির নাম করা হইয়াছে, উহা বাস্তবিক কোনও রাজাপ্রভৃতির নাম নহে। নারদ বিবেচনা করিলেন যে, রাজা প্রাচীনবর্হি কর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত, ইহার বুদ্ধি অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, ইহার নিকট যদি মুখ্যরূপে আত্মতত্ত্বাদির উপন্যাস করিয়া উপদেশ দিতে যাই, তবে আমার সমস্ত যত্ন ব্যর্থ হইবে। অতএব সাধারণভাবে এমন একটী গল্পের অবতারণা করিতে হইবে,

যে কাহিনী বৈষয়িক ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিকর, অথচ সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। এই ভাবিয়া নারদ জীবকে উপাখ্যানভাগে পুরঞ্জন নামে অভিহিত করিয়া লইলেন এবং যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের একমাত্র সাহায্য লাভ করিয়া জীব সংসারসুখাদি উপভোগ করে, তাহাকেই তাঁহার পত্নীরূপে কল্পনা করিলেন। (এইরূপ অপরাপর রূপকগুলি এই স্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায় আলোচনা করিলেই সম্যক উপলব্ধি হইবে)।

জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে পুর অর্থাৎ শরীর রচনা করে বলিয়া তাহাকে পুরঞ্জন এবং বুদ্ধি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়রূপে শরীরের কারণ বলিয়া তাহাকে পুরঞ্জনী বলা হইয়াছে ও জীবের আধি ও ব্যাধিসমূহকে যবনরূপে গ্রহণ করিয়া ভয়কে তাহার অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কালকন্যা জরা নারদের উপদেশে উক্ত যবনেশ্বর ভয়কে পতিরূপে বরণ করিলেন, যবনেশ্বর কিন্তু জরাকে নিজ ভগিনীর অধিকার দিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমি চিন্তা করিয়া তোমার পতি স্থির করিয়াছি। যদিও তোমাকে জগতের কেহই কামনা করে না, তথাপি তুমি অলক্ষিত ভাবে কর্ম্মনির্ম্মিত সকল জীবকেই পতিরূপে উপভোগ করিতে পারিবে। তুমি আমার যবনসেনা লইয়া যাও, তবেই অনায়াসে প্রজ্ঞানাশ করিতে পারিবে। বৈষ্ণবজ্বর আমার ভ্রাতা, তুমি আমার ভগিনী, আমি তোমাদের দুই জনের সহিত যবনসেনা সমভিব্যাহারে অলক্ষিতভাবে এই জগতে ভ্রমণ করিব। যবনাধীশ্বর জরাকে উক্তরূপ সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় ভ্রাতা বৈষ্ণবজ্বর ও স্বীয় যবনসেনাদিগকে আদেশ করিয়া দিলেন যে, তোমরা বৈষ্ণবজ্বর ও জরার সাহায্যার্থ সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে এবং ইহাদের সহিত সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া ইহাদের অভিপ্রেত কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুমাত্রও ত্রুটি করিবে না। প্রভুর আদেশবাহী যবন-সৈনিকগণ অসাধারণশক্তিসম্পন্ন, তাহারা যাহাকে আক্রমণ করে, তাহাকেই অসীম দুঃখ কষ্ট উৎপাদন করিয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে, কি রাজা কি প্রজা কেহই তাহাদের শক্তি ব্যর্থ করিতে পারে না। জগতে এমন কোনও শক্তিমান্ ব্যক্তি দেখা যায় না, যাহাকে সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের হাতে পড়িতে হয় নাই। স্বর্গের ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত কত সময় কত কঠোর দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, অন্যের আর কথা কি বলিব? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাংসারিক সুখ মাত্রই দুঃখসংস্পৃষ্ট, দেহী মাত্রই মৃত্যুর দাস, মৃত্যু যখনই আসিয়া আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহাকে তদীয় অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। তবে একটু সুবিধা এই যে, মৃত্যু খুব নিয়মতৎপর, তাহার যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সময় ছাড়া অপর সময়ে ভ্রমক্রমেও সে জীবকে আক্রমণ করিতে আসে না।

জীব সদ্বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নিরন্তর পুণ্য কার্য্য করিতে থাকিলেও কালনিয়মে তাহাকে জরা-রোগাদি ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রানুমোদিত পুণ্যকার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজর্ষি যযাতি পর্য্যন্তও তাহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। (এই বিষয় সপ্তবিংশ অধ্যায় আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ সপ্তবিংশ অধ্যায়ের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব উক্ত টীকাকারের গ্রন্থসন্দর্ভকেও এতদ্বিষয়ে প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে।)

যাহা হউক, উক্ত অসাধারণশক্তিসম্পন্ন প্রভুভক্ত যবনসৈনিকগণ বৈষ্ণবজ্বর ও কালকন্যা জরার সহিত সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। যবনেশ্বরের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিবার জন্য কোথাও বা আধি অর্থাৎ মানসিক বেদনার প্রভাবে, কোথাও বা ব্যাধির প্রভাবে, আবার কোথাও বা জরার প্রভাবে জগতের শান্তিসাধন আরম্ভ করিল ও সকলেই তাহাদের প্রভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, বৈষ্ণবজ্বর ও কালকন্যা জরা যবনসৈনিকগণের প্রভাবে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাহারা এমন অনন্য ভাবে কার্য্য করিতে লাগিল যে, কেহই তাহাদের গতি-

ত একদা তু তরসা পুরঞ্জনপুরীং নৃপ।
রুরুধুর্ভৌমভোগাঢ্যাং জরৎপন্নগপালিতাম্ ॥ ২

বিধি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতীকার করিতে করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপে অনায়াসে বহু স্থান তাহাদের আয়ত্ত হইল ॥ ১

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ যবনসৈনিকানামাধিব্যাধিরূপাণাং পুরঞ্জনপুরীসমাক্রমণমাহ ত একদেত্যাদিনা ] নৃপ। ( হে রাজন্। ) একদা তু ( একস্মিন্ সময়ে তু, কদাচিদিত্যর্থঃ ) তে ( যবনসৈনিকাঃ ) তরসা (বেগেন) [ পুরঞ্জনপুর্য্যাঃ পন্নগপালিতত্বাৎ তত্র পূর্ব্বাপেক্ষয়া বেগাতিশয়স্য আবশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ ] ভৌমভোগাঢ্যাং ( পার্থিবভোগোপকরণবহুলাম্, সুখদুঃখসাক্ষাৎকাররূপস্য ভোগস্য পুর্য্যামসম্ভবেন যথাশ্রুতার্থাসঙ্গতেঃ ) জরৎপন্নগপালিতাং ( বহুকালাতিক্রমেণ জরাগ্রস্তেন প্রাণরূপসর্পেণ সুরক্ষিতাম্ ) পুরঞ্জনপুরীং ( পুরঞ্জনস্য রাজ্ঞঃ নগরীম্, অথ চ জীবাশ্রিতং শরীরম্ ) রুরুধুঃ ( আচক্রমতুঃ ) ॥ ২

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্! একদিন সেই যবনসৈনিকগণ, বৈষ্ণবজ্বর ও কালকন্যা জরা সহ মিলিত হইয়া জরাগ্রস্ত সর্পদ্বারা রক্ষিত পার্থিব ভোগোপকরণে সজ্জিত রাজা পুরঞ্জনের পুরী প্রবল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিল ॥ ২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—যবনসৈনিকগণ বৈষ্ণবজ্বর ও জরার সহিত পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক ক্রমে যখন পুরঞ্জনপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ঐ পুরীর শোভা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল ও ভাবিল যে, আমরা প্রায় সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করিয়াছি, কত নগর, কত পর্ব্বত, কত পাদপ, কত নদ নদী, কত প্রান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কৈ এমন সুন্দর পুরী ত আর কোথাও দেখি নাই। অতএব এই পুরী যদি আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিতে না পারি, তবে আমাদের সমস্ত প্রযত্নই ব্যর্থ হইবে। এতাবৎকাল যে সকল বস্তু ভোগ করিয়াছি, ইহার নিকট তাহা অতি তুচ্ছ, অতএব যাহাতে এই পুরী অনায়াসে অধিকৃত হয়, তদ্রূপ চেষ্টা অবলম্বন করা আবশ্যক। এই মনে করিয়া যেমন তাহারা ঐ পুরীর নিকটবর্ত্তী হইতে যাইবে,—অমনি দেখিতে পাইল—একটি সর্প অবহিতভাবে ঐ পুরীর রক্ষাকার্য্যে ব্যপৃত থাকিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে স্বীয় সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। উহা দেখিয়া তাহারা চিন্তিত হইল, কেননা এতকাল যে সকল স্থান তাহারা অধিকার করিয়া অনায়াসে ভোগ করিয়া আসিয়াছে, এস্থান অধিকার করা হয়ত তদপেক্ষা একটু কঠিন হইবে। পরন্তু যে সর্পটি পুরীর রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহার অবস্থিতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে, এই সর্পটি জরাগ্রস্ত, কাজেই ইহার ভয়ে অধিক ভীত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ জরা হেতু ইন্দ্রিয়শক্তির শৈথিল্য বশত ইহার অগোচরেই আমরা আমাদের অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিতে পারিব। অন্যস্থান যে পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি, এস্থান যদি তদপেক্ষা শতগুণ অধিক পরাক্রমে আক্রমণ করি, তবে কাহার এমন শক্তি যে, তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে? যেরূপেই হউক, এমন পার্থিব ভোগ্য বস্তুর আধার পুরীকে আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া যবনসৈনিকগণ প্রবলপরাক্রমে পুরঞ্জনপুরী আক্রমণ করিল।

বর্ত্তমানশ্লোকে দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হিকে 'নৃপ' এই শব্দদ্বারা সম্বোধন করিয়া একটি গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। উক্ত গূঢ় তাৎপর্য এই যে, হে মহারাজ! তুমি নৃপ অর্থাৎ নরগণের পালনকর্তা প্রভাবশালী রাজা, তোমার ন্যায় পুরঞ্জনও একজন রাজা ছিলেন, তাঁহারও রাজোচিত প্রভাব ছিল, পরন্তু যখন যবনসৈনিকগণ প্রবলপরাক্রমে তাঁহার পুরী আক্রমণ করিল, তখন তিনি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারিলেন? অতএব দেখা যায় যে, কালের গতি অনুসারে যখন যাহাকে আধিব্যাধির হস্তে পতিত হইতে হয়,

তখন তাহার প্রতিকার শত প্রযত্নেও করা অসম্ভব। তাই রাজা পুরঞ্জন কালের প্রতিপক্ষে নিজ শক্তিকে দণ্ডায়মান করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

এই শ্লোকে পুরঞ্জনপুরীর যে দুইটী বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটী 'ভৌমভোগাঢ্যা' ও অপরটী 'জরৎপন্নগপালিতা'। ইহার প্রথম বিশেষণটী পুরীর প্রতি সৈনিকগণের অনুরাগ বর্দ্ধন করিয়া তাহার ভোগে প্রবৃত্তি সম্পাদনের জন্য দেওয়া হইয়াছে, কারণ অন্য স্থান অপেক্ষা এই পুরীর বিশেষ কোনও উৎকর্ষ না থাকিলে অন্যস্থান অপেক্ষা ইহার প্রতি উহাদের অসাধারণ আগ্রহ আসিবে কেন? এইজন্য উক্ত বিশেষণ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ এস্থানে এতই পার্থিব উপভোগের বস্তু বর্ত্তমান আছে, যাহা দেখিয়া কামী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার ভোগে আকাঙ্ক্ষা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণটী দ্বারা অধিক পরাক্রমে পুরঞ্জনপুরের আক্রমণের হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ অন্যস্থান এরূপ ক্রূরপ্রকৃতি সর্পজাতি দ্বারা রক্ষিত নহে বলিয়াই এস্থানে অল্প পরাক্রমে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, এইজন্যই অধিক পরাক্রমে পুরী অবরোধের কথা 'তরসা' শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। উক্ত প্রবল পরাক্রম অবলম্বনের একমাত্র কারণ সর্পদ্বারা পুরীর রক্ষণ। পন্নগাংশে 'জরৎ' বিশেষণ দ্বারা পন্নগের সামর্থ্য ক্ষীণ হইয়াছে, কাজেই বিপক্ষসৈন্য পুরী আক্রমণ করিতে পারিয়াছে, ইহাই সূচিত হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে—পুরঞ্জন অর্থাৎ জীব, তাহার পুরী অর্থাৎ শরীর। এই শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে, কারণ এই অধ্যায়ে পুরঞ্জনের পুরী ত্যাগ করার কথা রহিয়াছে অর্থাৎ জীব পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর আশ্রয় করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা আছে, সুতরাং এই শরীরকে স্থূল শরীর ভিন্ন সূক্ষ্ম শরীর বলা চলিবে না, যেহেতু জীব সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়াই গতায়াত করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন নিরবলম্ব ভাবে তাঁহার গতি অসম্ভব। অতএব যখন জীব এক শরীর ত্যাগ করিয়া অপর শরীর অবলম্বন করিবেন, তখন সূক্ষ্ম শরীরের সহিত উহার সম্বন্ধ একান্ত আবশ্যক হয়। শরীর যে জীবের পুরী, ইহা পুরুষশব্দের 'পুরী শেতে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলেও প্রমাণিত হয়। ঐ শরীর আবার 'ভৌমভোগাঢ্য' অর্থাৎ ঐহিক পার্থিব ভোগোপকরণযুক্ত। এস্থলে ভোগপদে ভোগের উপকরণ বুঝিতে হইবে, তাহা না হইলে ভোগপদের মুখ্য অর্থ 'সুখদুঃখসাক্ষাৎকার' অংশে যেমন 'ভৌম' বিশেষণ সঙ্গত হয় না, সেইরূপ আবার দেহে ভোগ পদার্থ থাকিতে পারে না। অবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে শরীরে সুখদুঃখসাক্ষাৎকাররূপ ভোগ থাকিতে পারে বটে, যেহেতু শাস্ত্রকারগণ অনেকেই 'ভোগায়তনং শরীরম্' অর্থাৎ যদবচ্ছেদে আত্মা অথবা অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি ভোগ হয় তাহাই শরীর, এইরূপ শরীরের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু 'ভৌমভোগাঢ্যাং' এই বিশেষণটীর তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সৈনিকগণের পুরীর প্রতি আগ্রহাতিশয্য জন্মানই উক্ত বিশেষণের কার্য্য। পুরীতে ভোগের যে উপকরণসমূহ আছে, পুরী অধিকার করিতে পারিলেই ঐসকল উপকরণের সাহায্যে সুখভোগ করিতে পারা যাইবে, এই চিন্তাদ্বারা পুরীর প্রতি উৎকট আকাঙ্ক্ষা আসিতে পারে, প্রকারান্তরে তাহাতে ভোগ করিতে থাকিলেও পুরী আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে স্বীয় সুখভোগ হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা থাকে না। জীবমাত্রই সুখ বা সুখের উপায় কামনা করিয়া থাকে, অতএব উক্তস্থলে সুখের উপায় লাভের আকাঙ্ক্ষাতেই পুরী অধিকারে সৈনিকগণের প্রবৃত্তি সম্ভবপর। শরীরে যে সকল সুখের উপকরণ আছে, উহা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও প্রায় সকলেই নিজ নিজ অনুভবের সাহায্যেই বুঝিতে পারেন। যেমন আমরা চক্ষুদ্বারা রূপের অনুভব করিয়া সুখ বা দুঃখের সাক্ষাৎকাররূপ ভোগ প্রাপ্ত হই, অতএব চক্ষু একটী ভোগের উপকরণ। এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকা দ্বারা গন্ধ, রসনা বা জিহ্বা দ্বারা রস, শ্রবণ বা কর্ণদ্বারা শব্দ, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের

কালকন্যাপি বুভুজে পুরঞ্জনপুরং বলাৎ। যয়াভিভূতঃ পুরুষঃ সদ্যো নিঃসারতামিয়াৎ ॥ ৩

উপলব্ধি করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করি। এইত গেল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা। এতদ্ভিন্ন আবার বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারাও ভোগ হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ই শরীর, অতএব ভোগের প্রভূত উপকরণই যে শরীরে আছে, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কাজেই অধ্যাত্মপক্ষে 'পুরী' অংশে 'ভৌমভোগাঢ্যা' বিশেষণ যে সুসঙ্গত, ইহা নিঃসন্দেহ। উক্ত বিশেষণের সার্থক্য পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ আবার পুরীর আর একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, যথা 'জরৎপন্নগপালিতা'। অধ্যাত্মপক্ষে উহার অর্থ 'জীর্ণপ্রাণপালিতা', অর্থাৎ যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ অবস্থান করে, সেই শরীরের যতই বয়স হইতে থাকে, ততই প্রাণের শিথিলতা আসিতে থাকে, ঐ শিথিলতাই প্রাণের জীর্ণতা বুঝিতে হইবে। শৈশব অবস্থায় শ্বাসের গতি যেরূপ সতেজ থাকে,বয়ঃস্থ অবস্থায় ঠিক সেরূপ থাকে না,ইহা বহুস্থানেই প্রত্যক্ষ দেখা যায়, কাজেই জরাক্রমণের উপক্রমে যে প্রাণের জীর্ণতা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত নহে। প্রাণকে যে 'পন্নগ' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার অনেক কারণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ 'পন্নগ' যেরূপ বক্রগামী, প্রাণও সেইরূপ বক্রগামী, কারণ প্রাণবায়ু নিঃশ্বাস রূপে যখন শরীর হইতে নিঃসৃত হয়, তখন মুখরন্ধ্ররূপ সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্রভাবে নাসিকারন্ধ্র পথে নিঃসৃত হইয়া থাকে, আবার প্রশ্বাসরূপে অভ্যন্তরগমন কালেও ঠিক সেই বক্রপথেই অন্তর্গমন করে। অতএব বক্রগামিত্ব বা তির্য্যক্গমন গ্রহণ করিয়া পন্নগ ও প্রাণ উভয়ের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রাণ বায়ুময় পদার্থ, অতএব তাহার যে বক্রগামিত্ব হইবে ইহা স্বাভাবিক। দার্শনিকগণ বায়ুর স্বাভাবিক বক্রগতিই স্থির করিয়াছেন, 'তির্য্যগ্‌গমনবানেষ' ইত্যাদি ন্যায়বিশেষিকসিদ্ধান্ত আলোচনা করিলেই উহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পন্নগের সহিত প্রাণের অপর সাদৃশ্য এই যে, পন্নগ বায়ুভুক্, সে বায়ু আহার না করিয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক আত্মসত্তা লাভ করিতে পারে না, প্রাণও বাহিরের বায়ু গ্রহণ না করিয়া কেবল অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ থাকিলে আত্মসত্তা লাভ করিতে পারে না, অল্পকাল মধ্যেই স্বরূপ হারাইয়া ফেলে, অতএব উক্ত রূপেও প্রাণকে পন্নগ বলিয়া কল্পনা করা সুসঙ্গত হইয়াছে ॥ ২

অন্বয়ঃ। –[যবনসৈনিকৈরাধিব্যাধিরূপৈরিব কালকন্যয়া জরয়াপি পুরঞ্জনপুরস্য জীবাশ্রয়ীভূতশরীররূপস্য ভোগমাহ কালেত্যাদিনা]। কালকন্যাপি (কালকন্যা জরা অপি, অপি শব্দঃ পূর্ব্বোক্তান্ সৈনিকান্ সমুচ্চায়যতি) বলাৎ (বলমাশ্রিত্য, ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী) পুরঞ্জনপুরং (যবনসৈনিকৈরুপরুদ্ধং পুরঞ্জনস্য নগরং, বস্তুপক্ষে আধিব্যাধিগৃহীতং শরীরমিত্যর্থঃ) বুভুজে (ভুক্তবতী, ভোগার্থমাশ্রিতবতীত্যর্থঃ) যযা (কালকন্যয়া যয়া জরয়া) অভিভূতঃ (আক্রমণেন পরাভূতঃ) পুরুষঃ (শরীরী) সদ্যঃ (তৎক্ষণ এব, ন তু সমধিককালবিলম্বেনেতি মহাপ্রভাবকথনমস্যাঃ) নিঃসারতাং (সারশূন্যতাম্) ইয়াৎ (লভেত, অত্র লিঙর্থো ন বিবক্ষিতঃ, লভত ইত্যেব পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। যচ্ছব্দস্য উত্তরবাক্যগতত্বেন প্রকৃতে তচ্ছব্দানপেক্ষা ইতি) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—যে-কালকন্যা জরার আক্রমণে অভিভূত হইয়া পুরুষ অবিলম্বেই অসারতা প্রাপ্ত হয়, সেই কালকন্যা জরাও বলপূর্ব্বক পুরঞ্জনপুর আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। (অধ্যাত্মপক্ষে যে জরার আক্রমণে পুরুষ আর কর্ম্মক্ষম থাকে না, সেই জরা আসিয়া কালের অলঙ্ঘনীয় প্রভাবে বলীয়সী হইয়া আধিব্যাধির তুল্য দেহকে আক্রমণ করিয়া বসিল) ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—জরৎপন্নগেন জীর্ণপ্রাণেন পালিতাম্ ॥ ২।৩

শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী।—যবনসৈনিকগণ যখন নিজ শক্তিপ্রভাবে পুরঞ্জনপুরী অবরোধ করিয়া

বসিল, তখন কালকন্যা জরা চিন্তা করিল যে, যবনসৈন্যগণ ত এমন সুন্দর ভোগ্যবস্তুবহুল পুরী আক্রমণ করিয়াছে, এইবার আমারও আক্রমণ করা প্রয়োজন। যবনসৈনিকগণের আক্রমণে উহার যেরূপ শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাতে এখন উহা আক্রমণ করা আমার পক্ষে অধিক কষ্টসাধ্য হইবে না। যাহা হউক, তথাপি শক্তিপ্রয়োগ পূর্ব্বক উহা আক্রমণ করিতে হইবে, কারণ যবনসৈনিকগণ প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াও সম্পূর্ণ বলপ্রয়োগেই উহাকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, আমি রমণী, আমি যদি সম্পূর্ণ বলপ্রয়োগ না করি, হয়ত প্রযত্ন ব্যর্থ হইবে। এই ভাবিয়া জরাও প্রবল পরাক্রমে পুরঞ্জনের পুরী আক্রমণ করিল ও অবিলম্বেই আক্রমণ সফল হইল, পুরঞ্জনপুরী অল্প প্রযত্নেই আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিবার সুযোগ লাভ ঘটিল। জরা বড় সামান্য মহিলা নহে, জরা যখন যাহাকে স্পর্শ করে যখন যাহাকে আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সত্বই তাহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়. শারীরিক সৌন্দর্য্য, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, বল, বিক্রম, স্মৃতিশক্তি সকলই যেন কোথায় চলিয়া যায়। চক্ষু আর পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পায় না, শ্রোত্র আর পূর্ব্বের ন্যায় শুনিতে পায় না, নাসিকা আর পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ গ্রহণ করে না, ত্বক্ আর পূর্ব্বের মত স্পর্শের উপলব্ধি করে না, রসনা আর পূর্ব্বের মত রসের আস্বাদনজনিত তৃপ্তি বিতরণ করে না। এ ত গেল বহিরিন্দ্রিয়ের কথা, অন্তরিন্দ্রিয় মনও আর পূর্ব্বের ন্যায় তখন স্মরণাদির সাহায্য করে না। এইজন্য কবি কালিদাস তাঁহার নাটকরত্ন অভিজ্ঞান-শকুন্তলে কঞ্চুকীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—'ক্ষণাৎ প্রবোধমায়াতি লঙ্ঘ্যতে তমসা পুনঃ। নির্ব্বাস্যতঃ প্রদীপস্য শিখেব জরতো মতিঃ॥' অর্থাৎ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা যেমন দেখিতে দেখিতে ক্ষণকালের মধ্যে দীপ্ত হইয়া উঠে, আবার ক্ষণকালের মধ্যে দীপ্তিশূন্য হইয়া তিমিরাক্রান্ত হয়, সেইরূপ বৃদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতিও ক্ষণকালের মধ্যে হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়, আবার ক্ষণকালের মধ্যে অজ্ঞানাবৃত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। সেই অসীমশক্তিশালিনী জরা পুরঞ্জনপুর আক্রমণ করিলে অমনি তাহা আবিষ্টের মত তাহার বশীভূত হইল।

পূর্ব্বশ্লোকে যে 'রুরুধুঃ' এই পদটি আছে, কেহ কেহ তাহার অর্থ—'আক্রমণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে আরম্ভ করিল' এইরূপ করিয়া থাকেন, আমরা বলি যে, উহার অর্থ ভোগ করা নহে, কেবল রোধ করা, কারণ যবনেশ্বর ভয় জরাকে বলিয়াছিলেন যে তুমি অলক্ষ্যগতিতে সকলকেই পতিরূপে ভোগ করিতে পারিবে, তুমি আমার এই যবনসেনাগণকে লইয়া যাও, ইহাদের সাহায্যে তুমি প্রজানাশ করিতে পারিবে, নিজ অভিলষিত বিষয় অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে। তাহাতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, যবনসেনাগণ জরার ভোগের সাহায্যার্থই আদিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পূর্ব্বশ্লোকে 'রুরুধুঃ' এই পদের 'ভোগ' পর্য্যন্ত অর্থ করিলে জরাকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমতঃই উহাদের পুরঞ্জনপুর ভোগ অসঙ্গত হয়। এস্থানে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, যবনসেনাগণ পৃথিবীর বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছে, কোথাও তাহারা এমন পুরী দেখিতে পায় নাই, অতএব তাহারা পুরঞ্জনপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া যেমন দেখিতে পাইল যে, অতিসুন্দর অদৃষ্টপূর্ব্বদৃশ্যসম্পন্ন একটি পুরী, তাহাতে সর্ব্ববিধ ভোগের উপকরণ সজ্জিত, তখন তাহারা প্রভুর আদেশের গুরুত্ব ভুলিল, জরাকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা উহা ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাহা না হইলে 'ভৌমভোগাঢ্যাং' এই বিশেষণটী পূর্ব্বশ্লোকে না দিয়া এই শ্লোকেই দেওয়া উচিত ছিল। উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেই 'কালকন্যাপি' এই স্থলের সমুচ্চয় অর্থটীও সুসঙ্গত হয়।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, চতুর্থ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় - 'জরা যখন পুরঞ্জনপুরী ভোগ করিতে লাগিল, তখন যবনসেনাগণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল' কাজেই পুরে প্রবেশ না করিয়া ভোগ করা অসম্ভব বলিয়া পূর্ব্বশ্লোকে 'রোধ' মাত্রই অর্থ করিতে হইবে। 'ভৌমভোগাঢ্যাং' বলিবার তাৎপর্য্য জরার ভোগ লইয়াও সঙ্গত হইতে পারে।

'সত্বঃ' এই পদদ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জরার আক্রমণের পর ক্ষণকালও পুরুষের সারবত্তা থাকে

তযোপভুজ্যমানাং বৈ যবনাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
দ্বার্ভিঃ প্রবিশ্য সুভৃশং প্রার্দ্দযন্ সকলাং পুরীম্ ॥ ৪

তস্যাং প্রপীড্যমানায়ামভিমানী পুরঞ্জনঃ। অবাপোরুবিধাংস্তাপান্ কুটুম্বী মমতাকুলঃ ॥ ৫

না, কাজেই জরা নারী হইয়াও অনায়াসে পুরুষকে জয় করিয়া বসে, ইচ্ছা করিলেও পুরুষ তাহার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে পারে না, তাহা না হইলে নারী হইয়া জরা পুরুষকে পরাভূত করিতে পারিবে কেন? ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—যবনাঃ বৈ ( আধিব্যাধিরূপাঃ যবনসৈনিকাস্তু, বৈ-শব্দঃ ভেদদ্যোতকঃ ) তয়া ( জরয়া ) উপভুজ্যমানাম্ ( উপভোগনিয়মেন আস্বাদ্যমানাং ) সকলাং ( নিঃশেষাং ) পুরীং ( শরীররূপাং পুরঞ্জননগরীম্ ) সর্ব্বতো দিশং ( সমন্ততঃ ) দ্বার্ভিঃ ( চক্ষুরাদিরূপৈঃ দ্বারৈঃ ) প্রবিশ্য ( রোগাদিরূপেণ প্রবিশ্য ) সুভৃশম্ ( অত্যর্থং ) প্রার্দ্দযন্ ( অর্দ্দিতবন্তঃ )। [ জরাপ্রবেশাৎ পরমবিলম্বমেব চক্ষুরাদিরোগাবির্ভাবস্য আবশ্যকত্বাৎ আধিব্যাধিরূপাণাং যবনসৈনিকানাং পুরঞ্জনপুরস্য জরয়া উপভুজ্যমানতাদশায়াং চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ শরীরে প্রবেশ উপক্ষিপ্তঃ ] ॥৪

**মূলানুবাদ।**—জরা যখন পুরঞ্জনের পুরী উপভোগ করিতে লাগিলেন, তখন যবনসৈনিকগণ সকল দিক্ দিয়া ( চক্ষুরাদি ) দ্বারসাহায্যে ( পুরীর মধ্যে ) প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত পুরীকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল ॥ ৪

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্ত্তিনী।**—জরা যেমন শরীরে প্রবেশ করে, অমনিই শরীর অসার হইয়া পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হইয়া যায়, কাজেই ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গুলিকে দুর্ব্বল দেখিয়া রোগ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে থাকে। এইজন্যই জরার পুরঞ্জনপুরে প্রবেশের পরই ব্যাধিরূপ যবনসৈনিকগণের চক্ষুরাদি দ্বার দিয়া পুরঞ্জনপুর অর্থাৎ শরীরে প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। জরাগ্রস্ত অবস্থায় যে একটি ইন্দ্রিয়ই রোগগ্রস্ত হয় তাহা নহে, পরন্তু সকল ইন্দ্রিয়াদিরই অল্পাধিক পরিমাণে রোগগ্রস্ততা উপস্থিত হয়, এই জন্য 'সর্ব্বতো দিশং' বলা হইয়াছে। 'দ্বার্ভিঃ' এই পদের বহুবচনটী, উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছে। যৌবনাদি অবস্থায় এমন অনেক রোগ শরীরে লুপ্তভাবে থাকে, যাহা তৎকালে শরীরে বিশেষ কষ্ট দান করে না, সেই সকল রোগ শরীরে থাকিয়াও বিশেষ কোনও ক্ষতি উৎপাদন করে না। কিন্তু জরাক্রমণের পর যে সকল রোগ শরীরে প্রবেশ করে বা অবস্থান করে, তাহা উৎকটভাবে কষ্ট দান করে, এইজন্যই ব্যাসদেব 'সুভৃশং' বলিয়াও তৃপ্তি লাভ না করিয়া 'প্রার্দ্দযন্' এস্থলেও আতিশয্যবোধক একটি প্র-শব্দ সন্নিবেশ পূর্ব্বক পীড়ার অত্যধিক উৎকটভাব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উহারা পুরীতে প্রবেশ করিয়া যে পুরীর কোনও একটা স্থানকে উৎপীড়িত করিয়াছিল এমন নহে, পরন্তু পুরীর সকল স্থানকেই উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। পুরঞ্জনের পুরীমধ্যে এমন কোনও নিরুপদ্রব স্থান ছিল না, যেখানে তিনি কুটুম্ব-বান্ধবগণের সহিত প্রবলপরাক্রান্ত শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। অথচ অধ্যাত্মভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, 'ইন্দ্রিয়' দ্বারাই জীব বিষযোপভোগ করিয়া শরীর ধারণ করে, সেই ইন্দ্রিগুলি যখন রোগগ্রস্ত হইল, তখন তাহা দ্বারা বিষযোপভোগ করিয়া শরীরকে পরিপুষ্ট ও তৃপ্ত করা অসম্ভব, কাজেই তখন সমস্ত শরীরই অত্যন্ত উৎপীড়িত হয় ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ যবনৈঃ পুর্য্যাঃ প্রপীড়নেন পুরঞ্জনস্য দুঃখাতিরেকমাহ তস্যামিত্যাদিনা ] তস্যাং ( সকলায়াং পুরঞ্জনপুর্য্যাং ) প্রপীড্যমানায়াং ( যবনসৈনিকৈরর্দ্দ্যমানায়াম্ ) অভিমানী ( তস্যাং পুর্য্যাং মদীয়ত্ব-বোধশালী ) কুটুম্বী ( পুত্রদারাদিকুটুম্বযুক্তঃ ) মমতাকুলঃ ( স্বীয়কুটুম্বেষু মমত্বযোগাদ্ ব্যাকুলঃ ) পুরঞ্জনঃ ( পূর্ব্বোক্তঃ তন্নামধেয়ো রাজা ) উরুবিধান্ ( বহুবিধান্ গুরুতরান্ বা ) তাপান্ ( দুঃখানি ) অবাপ ( লেভে, অনুবভূবেতি যাবৎ )। [ অভিমানীত্যাদি পুরঞ্জনবিশেষণত্রযং হেত্বর্থগতমবগন্তব্যম্ ] ॥ ৫

কন্যোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ। নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্য্যো গন্ধর্ব্বৈর্যবনৈর্বলাৎ ॥ ৬

বিশীর্ণাং স্বপুরীং বীক্ষ্য প্রতিকূলাননাদৃতান্।

পুত্রান্ পৌত্রানুগামাত্যান্ জায়াঞ্চ গতসৌহৃদাম্ ॥ ৭

আত্মানং কন্যয়া গ্রস্তং পঞ্চালানরিদূষিতান্। দুরন্তচিন্তামাপন্নো ন লেভে তৎপ্রতিক্রিয়াম্ ॥৮

**মূলানুবাদ।**—যখন ঐ যবনসেনাগণ পুরঞ্জনের উক্ত পুরীকে পীড়িত করিতে লাগিল, তখন পুরীর প্রতি মদীয়ত্ববোধযুক্ত কুটুম্ব-পরিবেষ্টিত পুরঞ্জন (কুটুম্বগণের) মমতায় আকুল হইয়া প্রবলতর দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—দ্বাভিশ্চক্ষুরাদিভিঃ রোগরূপেন প্রবিশ্য ॥ ৪।৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—জরা পুরঞ্জনের পুরী ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যবনসেনাগণ তাহার সাহায্যার্থ অপ্রতিহত পরাক্রমে পুরদ্বার দিয়া পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যথেচ্ছভাবে অত্যাচার করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহাদের বাধা দিতে পারিতেছে না। এমন কোনও শক্তিমান্ ব্যক্তিকে ঐ পুরে দেখা যাইতেছে না, যিনি ঠিক উহার তুল্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া উহাদিগকে পশ্চাৎপদ করেন, স্বয়ং পুরঞ্জন শক্তিমান্ হইলেও জরার স্পর্শ তাঁহাকে ক্ষণকাল মধ্যেই হীনশক্তি করিয়া ফেলিয়াছে, অতএব নিজ পুরের প্রতি অভিমানী কুটুম্বযুক্ত পুরঞ্জন মমতায় আকুল হইয়া মনে মনে রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় সাতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল হায়! কত যত্নে কত পরিশ্রমে আমি আমার এই অতুলনীয় অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছি, অনন্ত ভোগোপকরণ যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া ইহাকে সজ্জিত করিয়াছি, চিরকাল ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আজ দুর্ভাগ্যবশে প্রবলপরাক্রম যবনসেনার অত্যাচারে সে সমস্তই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পুত্রকলত্রাদি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ যাহারা এই অপূর্ব্ব পুরী আশ্রয় করিয়া আমারই উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া রহিয়াছে, যাহাদের স্নেহে, প্রণয়ে ও ভক্তিতে আমি দিবানিশি মুগ্ধ হইয়া স্বর্গাধিক সুখের উপভোগ করিতেছি, আজ এই যবনসেনার আক্রমণে তাহাদেরই বা কি দশা হইতে বসিয়াছে। আমিও জরার আক্রমণে এমন শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, নিজপ্রভাব প্রকাশ করিয়া প্রতিপক্ষের কবল হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার অণুমাত্র সামর্থ্যও আমার আর নাই। তবে এখন কি উপায় করি? কোথায় যাই? কাহাকে আশ্রয় করিলে এই বিপদ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি? এইরূপে পুরঞ্জন উপায়ান্তর না দেখিয়া অন্তঃসন্তাপে জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিলেন ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।** [অথ শ্লোকত্রয়াত্মকেন বিশেষকেণ জরাগ্রাসাদিপ্রযুক্ত-শ্রীনাশাদিরূপনানাবিধাপ্রতিবিধেয়বিপৎ-পাতেন দুরন্তচিন্তামাপন্নস্য পুরঞ্জনস্য তৎপ্রতীকারলাভাভাবমাহ কন্যোপগূঢ় ইত্যাদিনা] [অথ] কন্যোপগূঢ়ঃ (কাল-কন্যয়া জরয়া আলিঙ্গিতদেহঃ) [অত এব] নষ্টশ্রীঃ (বিলুপ্তসৌন্দর্য্যঃ, জরায়াঃ শ্রীনাশকত্বস্য সুপ্রসিদ্ধেঃ) [অত এব] কৃপণঃ (সুতরাং দৈন্যমাপন্নঃ) বিষয়াত্মকঃ বিষয়েষু ভোগ্যবস্তুষু আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ব্যধিকরণবহুব্রীহিণা বিষয়ব্যাসক্তমানস ইত্যর্থঃ) [অত এব চ] নষ্টপ্রজ্ঞঃ (বিধ্বস্তবিবেকঃ, বিষয়ব্যাসঙ্গাৎ তৎ-ময়েন দৈন্যেন বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণামভূতায়াঃ প্রজ্ঞায়াস্তিরোধানাদেতি ভাবঃ) [অত এব] বলাৎ (বলাৎকারমাশ্রিত্য) গন্ধর্ব্বৈঃ (দেবযোনিবিশেষৈঃ, প্রকৃতে দিবসরূপৈরিত্যর্থঃ) [তথা] যবনৈঃ (যবনসৈনিকৈঃ, প্রকৃতে আধিব্যাধি-রূপৈরিত্যর্থঃ) হৃতৈশ্বর্য্যঃ (আচ্ছিদ্য গৃহীতসম্পত্তিকঃ, প্রজ্ঞানাশে বিবেকবলেন সম্পত্তিরক্ষণসামর্থ্যাভাবাৎ পরৈস্তস্য বক্তিভূমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ) [সঃ পুরঞ্জনঃ] স্বপুরীং (স্বীয়নগরীং, প্রকৃতে দেহরূপাম্) বিশীর্ণাং (বিশীর্য্যমাণাম্, বর্ত্তমানে ক্তপ্রত্যয়ঃ) [বীক্ষ্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গনীয়ম্] প্রতিকূলান্ (শোকাদীন্ স্বপ্রতিকূলভূতান্) অনাদৃতান্ (অনাদর-

মকুর্ব্বতঃ, সর্ব্বাত্মনা কবলয়িতুমুপক্রমমাণানিত্যর্থঃ ) [ প্রতিকূলানিতি অনাদৃতানিতি চ অনন্তরবক্ষ্যমাণানাং পুত্রা-দীনাং বিশেষং বা, তন্মতে প্রতিকূলানিত্যস্য অনভিলষিতবিষয়োপস্থাপকানিত্যর্থঃ ) পুত্রান্ ( তনয়ান্, প্রকৃতে বিবেকাদীনিত্যর্থঃ ) পৌত্রানুগামাত্যান্ ( পৌত্রান্, প্রকৃতে ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিরূপান্, অনুগান্ ভৃত্যান্ ইন্দ্রিয়রূপান্, অমাত্যান্ মনঃপ্রভৃত্যধিষ্ঠাতৃভূতচন্দ্রাদিদেবরূপাংশ্চ) [গতসৌহৃদান্ বীক্ষ্যেতি লিঙ্গবচনব্যত্যয়েনান্বয়ঃ কার্য্যঃ] জায়াং (বুদ্ধিরূপাং স্বীয়ভার্য্যাং) গতসৌহৃদাং ( বিলুপ্ত-প্রণয়াম্, অধ্যবসায়াদিশূন্যামিত্যর্থঃ ) আত্মানং ( স্বীয়ং দেহং) কন্যয়া ( জরয়া ) গ্রস্তম্ (অধিকৃতম্, আলিঙ্গিতমিত্যর্থঃ) পঞ্চালান্ (পঞ্চালবিষয়ান্ শব্দাদিরূপান্ ) অরিদূষিতান্ (রোগাদি-রূপৈঃ শত্রুভিঃ সবিঘ্নান্ ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দুরন্তচিন্তাম ( উৎকটকষ্টহেতুভূতাং ভাবনাম্ ) আপন্নঃ ( প্রাপ্তঃ সন্নপি ) তৎপ্রতিক্রিয়াং ( তেষাং তেষাং মন্ত্রৌষধাদিসম্পাদ্যমপি প্রতীকারং ) ন লেভে ( ন প্রাপ্তবান্, নিষেদ্ধুং ন শশাক ইত্যর্থঃ ) ॥ ৬—৮

**মূলানুবাদ ।**—( অনন্তর ) জরা আসিয়া যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, তখন তাঁহার শ্রী নষ্ট হইল, তিনি অত্যন্ত বিষয়কামী বলিয়া সাতিশয় দৈন্য প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার বিবেক বিনষ্ট হইল, সুতরাং গন্ধর্ব্বগণ ও যবনসেনাগণ বলাৎকারপূর্ব্বক তদীয় সমগ্র ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিয়া লইল। তিনি তখন দেখিলেন—নিজ পুরী বিশীর্ণ হইতেছে, পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য, অমাত্য ও ভার্য্যা কেহই আর ( পূর্ব্বের ন্যায় ) স্নেহ করে না, সকলেই অনভিপ্রেত বিষয়গুলি ভোগের জন্য উপস্থিত করে। স্বীয় দেহ জরাগ্রস্ত এবং নিজ পঞ্চালদেশ শত্রুর আক্রমণে দূষিত, তখন তিনি উৎকট চিন্তা করিয়াও তাহার কোনও প্রতীকার দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬—৮

**শ্রীধরটীকা ।**—কন্যয়া জরয়া উপগূঢ়ঃ সন্ তৎপ্রতিক্রিয়াং ন লেভে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। হৃতৈশ্বর্য্যঃ উত্থানাদ্যশক্তেঃ ॥ ৬ ॥ প্রতিকূলান্ অনপেক্ষিতবিষয়প্রাপকান্। অনাদৃতান্ আদরমকুর্ব্বাণান্, স্বাধীনত্বাভাবাৎ। অনুগা ইন্দ্রিয়াণি, অমাত্যা ইন্দ্রিয়দেবতাঃ। গতসৌহৃদান্ অধ্যবসায়াভাবাৎ ॥ ৭ ॥ কন্যয়া জরয়া গ্রস্তম্। পঞ্চালান্ বিষয়াণি, অরিভির্ব্যাধ্যাদিভির্দূষিতান্ ॥ ৮

**শ্রীভাগবতাম্বতবর্ষিণী ।** - সম্প্রতি তিনটী শ্লোকে জরার আলিঙ্গনে পুরঞ্জনের সৌন্দর্য্যনাশাদিহেতু দুশ্চিন্তা ও তৎপ্রতীকারের উপায়াভাব বর্ণিত হইতেছে। জগতে যে ব্যক্তি যাহাতে অনুরক্ত হয়, কোনও ক্রমে সেই বস্তুর অভাবের সম্ভাবনা বা অভাব উপস্থিত হইলে তাহার চিত্তে অসাধারণ দুঃখ উপস্থিত হয়। পুরঞ্জন বিষয়কামী জীব, সুতরাং জরার আলিঙ্গনে যখন তাঁহার শরীরের পূর্ব্বসৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল, তখন তিনি বড়ই দীনভাব প্রাপ্ত হইলেন। দৈন্য তমোগুণের কার্য্য, কাজেই উক্ত তমোগুণের কার্য্য দৈন্য যখন অন্তঃকরণে আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিল, তখন সাত্ত্বিক অন্তঃকরণের কার্য্য প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হইল ও যে-প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া পুরঞ্জন এতাবৎকাল পুরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা যেমনই বিলুপ্ত হইল, অমনি গন্ধর্ব্ব ও যবন সেনাগণ অবসরক্রমে তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও সমগ্র আধিপত্য অপহরণ করিল। দিন দিন রোগাদির আক্রমণে তাঁহার শক্তি ক্ষীণ হইতে লাগিল, এমন কি উত্থানশক্তি পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইতে চলিল। এরূপ অবস্থায় তিনি দেখি লেন -শত্রুগণ নিজনগরের বিশীর্ণতা উৎপাদন করিতেছে, পুরের তোরণাদি ভগ্ন করিতেছে, বিলাসোদ্যান বিধ্বস্ত করিতেছে, সুসজ্জিত উপকরণগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে, সুন্দর সকল বস্তুই নষ্ট করিয়া দিতেছে। এদিকে আবার পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য,অমাত্য ও ভার্য্যা কেহই আর পূর্ব্বের মত ভালবাসে না, সকলেই যেন অবজ্ঞায় ঘৃণা কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দূরে দূরে অবস্থান করে, অভিপ্রেত বিষয়সমূহ আর যথাকালে ইচ্ছানুরূপ উপস্থিত করে না। যদিও কোনও ভোগ্য বস্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে, তাহাও তাঁহার অভিলষিত বস্তু নহে। নিজেও যে নিজ অভিপ্রেত বিষয়গুলি আহরণ করিয়া লইবেন, তাহারও উপায় নাই, কারণ তাঁহাকে তখন জরা এমনই পাইয়া

কামানভিলষন্ দীনো যাতযামাংশ্চ কন্যয়া। বিগতাত্মগতিস্নেহঃ পুত্রদারাংশ্চ লালয়ন্ ॥ ৯
গন্ধর্ব্বযবনাক্রান্তাং কালকন্যোপমর্দ্দিতাম্। হাতুং প্রচক্রমে রাজা তাং পুরীমনিকামতঃ ॥ ১০

বসিয়াছে যে, তাঁহার সমস্ত শক্তি লুপ্ত, এমন কি উত্থানের সামর্থ্য পর্য্যন্তও অপগতপ্রায় হইয়াছে। নিজ পঞ্চাল দেশও শত্রুগণের নানাবিধ উপায়ে দূষিত হইয়াছে, কাজেই তাহা উপভোগ করাও নিরাপদ নহে। এরূপ অবস্থায় পুরঞ্জন কি করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কূল পাইলেন না, যতই ভাবিতে লাগিলেন, কিছুতেই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। সুতরাং কি উপায়ে ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে, তাহার পথ বহুচিন্তায়ও আবিষ্কৃত হইল না।

বর্ত্তমান তিনটী শ্লোকের প্রথম শ্লোকে যে গন্ধর্ব্বের কথা বলা হইয়াছে, উহা দিবসরূপ বুঝিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, ব্যাধিরূপ যবনসেনাগণ দিবসরূপ গন্ধর্ব্বের সহিত মিলিত হইয়া পুরঞ্জনের অর্থাৎ জীবাত্মার ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ প্রভুত্ব হরণ করিল—তাৎপর্য্য এই যে দিন দিন ব্যাধির আক্রমণে শরীর অবসন্ন হওয়ায় জীবাত্মা স্বেচ্ছানুরূপ কোনও কার্য্য করিতে পারিতেছিলেন না। যে বস্তু দ্বারা অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা যদি কোনও কারণে বিকল হইয়া পড়ে, তবে তাহা দ্বারা কার্য্য করা যেমন অসম্ভব হয়, সেইরূপ জরাদির আক্রমণে যন্ত্ররূপ দেহ বিকল হইলে যন্ত্রী জীবাত্মা আর তাহা দ্বারা কিরূপে স্বাভিলষিত কার্য্য করিতে পারেন?

স্বপুরী অর্থাৎ দেহ জরা ও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আধি-ব্যাধির আক্রমণ বশতঃ উহা বিশীর্ণ হইয়া থাকে। পুত্র পদে বিবেকাদি, পৌত্র পদে ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদি, অনুগ পদে ভৃত্যের তুল্য ভোগ্য বিষয়ের উপস্থাপক ইন্দ্রিয়সমূহ, অমাত্য পদে উক্ত ভৃত্যস্থানীয় ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি চন্দ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং জায়াপদে বুদ্ধি। যখন পুরুষের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় এবং দেহ রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন শারীরিক অবসন্নতা হেতু মনও অবসন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বের মত আর বিবেক, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি থাকে না। ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ব্বে যেমন ভৃত্যের মত ইচ্ছামাত্রেই ভোগ্য বস্তু উপস্থিত করিয়া নিরন্তর চিত্তের সন্তোষ বিধান করিতেছিল, এখন নানা কারণে ইন্দ্রিয়গুলি শক্তিহীন ও অবসন্ন হওয়ায় আর সেরূপ করে না। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূর্ণ অধিষ্ঠান থাকিলে ইন্দ্রিয়গুলি অকর্ম্মণ্য হইতে পারে না, কাজেই ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা দর্শনে প্রতীতি হয় যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও আর পূর্ব্বের মত সানুগ্রহ নহেন, অতএব ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। তদবস্থায় বুদ্ধি যে পূর্ব্ববৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুধাবন করিতে পারে না, পূর্ব্বেই এ সকল বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চাল পদে শব্দাদি বিষয়, উহা রোগাদির আক্রমণে পূর্ব্বের ন্যায় যে গৃহীত হয় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ৬—৮

অন্বয়ঃ।—কন্যয়া (কালকন্যয়া জরয়া) যাতযামান্ (যাতঃ অপগতঃ যামঃ কালঃ যেষাং তান্, অতীতকালান্ নিঃসারানিতি যাবৎ) কামান্ (সুমিষ্টভোগান্) অভিলষন্ (আকাঙ্ক্ষন্) পুত্রদারাংশ্চ (পুত্রান্ কলত্রাণি চ) লালয়ন্ (সমাদ্রিয়মাণঃ) দীনঃ (কাতরতামাপন্নঃ) বিগতাত্মগতিস্নেহঃ (বিগতৌ অপগতৌ আত্মনো গতিঃ পারলৌকিকী তথা স্নেহঃ পুত্রাদিস্নেহশ্চ যস্য তথাভূতঃ) [ সঃ ] রাজা (পুরঞ্জনঃ) অনিকামতঃ (অনিচ্ছন্নপি) গন্ধর্ব্বযবনাক্রান্তাং (গন্ধর্ব্বৈঃ গন্ধর্ব্বসৈনিকৈঃ তথা যবনৈঃ যবনসৈনিকৈঃ আক্রান্তং, পক্ষে দিবসৈঃ আধিব্যাধিভিশ্চ আক্রান্তামিত্যর্থঃ) কালকন্যোপমর্দ্দিতাং (কালকন্যয়া জরয়া উপমর্দ্দিতাম্ উপমর্দ্দনেন বিশৃঙ্খলতাং নীতাং) তাং পুরীং (পক্ষে শরীরং) হাতুং (পরিত্যক্তুং) প্রচক্রমে (প্রবব্রতে) ॥ ৯।১০

মূলানুবাদ।—কালকন্যা জরা যে সকল ভোগ্যবস্তুকে অসার করিয়া দিয়াছে, সেই ভোগ্যবস্তু ভোগ

ভয়নাম্নোঽগ্রজো ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
দদাহ তাং পুরীং কৃৎস্নাং ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১১
তস্যাং সন্দহ্যমানায়াং সপৌরঃ সপরিচ্ছদঃ। কৌটুম্বিকঃ কুটুম্বিন্যা উপাতপ্যত সান্বয়ঃ ॥ ১২

করিবার জন্য অভিলাষী, পুত্র ও দারগণের সমাদরে ব্যাপৃত পারলৌকিক গতি ও ঐহিক পুত্রাদিস্নেহ হইতে ভ্রষ্ট দীনভাবাপন্ন রাজা পুরঞ্জন গন্ধর্ব্ব ও যবনগণ দ্বারা আক্রান্ত এবং কালকন্যা জরার আক্রমণে মর্দ্দিত সেই পুরীকে অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭।১০

**অন্বয়ঃ**।—ভয়নাম্নঃ ( ভয়নামকস্য যবনেশ্বরস্য ) অগ্রজঃ ( জ্যেষ্ঠঃ ) ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যুপস্থিতঃ [ তস্যাঃ পুর্য্যামিতি শেষঃ ] [ অধ্যাত্মপক্ষে বৈষ্ণবজ্বরাক্রমণানন্তরং মৃত্যোরধিকারাৎ বৈষ্ণবজ্বরে ভয়াগ্রজত্বব্যপদেশঃ ] ভ্রাতুঃ ( ভয়স্য অনুজস্য ) প্রিয়চিকীর্ষয়া ( প্রিয়স্য কার্য্যস্য কর্ত্তুমিচ্ছয়া ) তাং কৃৎস্নাং ( সমগ্রাং ) পুরীং দদাহ ( দগ্ধবান্, বৈষ্ণবজ্বরঃ প্রাদুর্ভূয় শরীরং সাতিশয়ং তাপয়তীতি শরীরমুপতাপিতবানিত্যর্থঃ ) ॥ ১১

**মূলানুবাদ**।—ভয়নামক যবনেশ্বরের অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার ( মৃত্যুর পূর্ব্বজাত বিষ্ণুজ্বর) উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা যবনেশ্বরের ( মৃত্যুর ) প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছায় সেই সমগ্র পুরীটীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। (নিজ তাপে সমস্ত শরীর সাতিশয় উত্তপ্ত করিতে লাগিল ) ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা**।—কালকন্যয়া হেতুভূতয়া, যাতযামান্ নিঃসারানপি কামান্ অভিলষন্। বিগতা আত্মনো গতিঃ পারলৌকিকী, ঐহিকঃ পুত্রাদিস্নেহশ্চ যস্য সঃ। গতিঃ স্নেহাদিতি বা পাঠঃ। স রাজা পুরঞ্জনো হাতুং প্রচক্রমে উপক্রান্তবানিতি দ্বযোরন্বয়ঃ। অনিকামতঃ অনিচ্ছয়াপি ॥ ৯—১২

**অন্বয়ঃ**।—তস্যাং ( পুর্য্যাং ) সন্দহ্যমানায়াং ( প্রজ্বারেণ, পক্ষে বিষ্ণুজ্বরেণ দগ্ধীক্রিয়মাণায়াং ) সপৌরঃ ( পৌরগণসহিতঃ, পক্ষে সপ্তধাতবঃ পৌরাঃ, তৈঃ সহিতঃ ) সপরিচ্ছদঃ ( পরিচ্ছদৈঃ ভৃত্যবর্গৈঃ সহিতঃ, পক্ষে সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহিতঃ ) সান্বয়ঃ ( অন্বয়েন পুত্রপৌত্রাদ্যাত্মকেন স্বীয়বংশেন সহিতঃ, পক্ষে বিবেকাদিভিঃ সহিত ইত্যর্থঃ ) কৌটুম্বিকঃ ( কুটুম্বেন আত্মীয়জনেন দীব্যতি যঃ স কৌটুম্বিকঃ, গৃহস্থঃ ) [ পুরঞ্জনঃ ] কুটুম্বিন্যা ( স্বীয়গৃহিণ্যা, পক্ষে বুদ্ধ্যা সহ ) উপাতপ্যত ( সুতরাং তপ্তো বভূব ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ**।—সেই পুরীটীকে যখন প্রজ্বার ( বিষ্ণুজ্বর ) দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন পুরবাসিগণ ( সপ্তধাতু ), ভৃত্যবর্গ ( সকল ইন্দ্রিয় ) ও নিজ পুত্র-পৌত্রাদি ( বিবেকাদি ) সহিত বর্ত্তমান গৃহস্থ পুরঞ্জন ( জীব ) নিজ গৃহিণী সমভিব্যাহারে ( বুদ্ধির সহিত ) অত্যন্ত তাপ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা**।—সপরিচ্ছদঃ ভৃত্যবর্গসহিতঃ। কুটুম্বেন দীব্যতীতি কৌটুম্বিকঃ। কুটুম্বিন্যা, সন্নির্নাত্র বিবক্ষিতঃ। সান্বয়ঃ পুত্রাদিসহিতঃ ॥ ১২

**শ্রীভাগবতভাবভববর্ষিণী**।—রাজা পুরঞ্জন অপ্রতীকার্য্য দুর্দ্দমনীয় চিন্তায় আকুল হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কামনা বর্ত্তমান থাকায় ভোগ্যবস্তু সহসা পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইল। কালকন্যা জরার আক্রমণে তাঁহার ভোগের সময় চলিয়া গিয়াছিল, কাজেই হৃদয়ের কামনা লইয়া কেবল তিনি দৈন্যই অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার পারলৌকিক গতি বা ঐহিক পুত্রাদিস্নেহ কিছুই নির্ব্বাধ ছিল না, তথাপিও অভ্যাসবশে পুত্রকন্যা-কলত্রাদির প্রতি সমাদর পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া যতই তাহাদের কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কষ্ট বাড়িতে লাগিল , কিন্তু কি করিবেন ? ইচ্ছা করিয়াও আর অবাধে পুরী উপভোগ করা চলে না, কারণ গন্ধর্ব্বগণ ও যবনসেনাগণ কালকন্যা জরার সহিত একযোগে পুরী আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে,

যবনোপরুদ্ধায়তনো গ্রস্তায়াং কালকন্যয়া। পুর্য্যাং প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ পুরপালোঽন্বতপ্যত ॥ ১৩

ন শেকে সোঽবিতুং তত্র পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ।
গন্তুমৈচ্ছৎ ততো বৃক্ষকোটরাদিব সানলাৎ ॥ ১৪

সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে পুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে, এই ভাবিয়া দুঃখে নিজেই পুরী পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। ভয়নামক যবনেশ্বরের অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার সর্ব্বদাই ভ্রাতা যবনেশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত, তিনি অবসর বুঝিয়া পুরঞ্জনের পুরীতে উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাতার প্রীতিকর কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে পুরীতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। পুরী দগ্ধ হইতে লাগিল, পুরবাসিগণ সকলেই পুরী দগ্ধ হইতে দেখিয়া পর্য্যাকুল হইয়া পড়িল, সকলের সহিত পুরঞ্জনও তাপে অধীর হইয়া পড়িলেন।

আধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বার্দ্ধক্যে জরা যখন শরীরকে আক্রমণ করিয়া বসে, তখন জীবের হৃদয় হইতে কামনা সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই, পরন্তু ভোগের শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দিনের পর দিন চলিয়া যাওয়ায় এবং আধিব্যাধির আক্রমণে ও জরার প্রবল প্রভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় ইচ্ছা না থাকিলেও শরীর ত্যাগ করা তখন জীবের আবশ্যক হইয়া উঠে। তারপর আবার যখন উৎকট বৈষ্ণবজ্বর আসিয়া শরীরে দেখা দেয়, তখন জ্বরের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া জীব শরীরের সমস্ত উপকরণের সহিত, এমন কি বুদ্ধির সহিত উৎকট যাতনা ভোগ করিতে থাকে। তখন শরীরের শক্তি স্বভাবতই কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার রোগের যাতনা উপস্থিত হইয়া অপরিমিত কষ্ট দান করিতে থাকে। তখন মনে হয়, জীবন অপেক্ষা বুঝি মৃত্যুই ভাল, তাহাতে বুঝি এত যাতনা নাই। এইরূপে জীব তখন নানা প্রকার কষ্ট অনুভব করে॥ ৯—১২

**অন্বয়ঃ।**—কালকন্যয়া ( কালস্য সুতয়া জরয়া ] পুর্য্যাং ( পুরঞ্জনস্য ভবনে, শরীরে চ ) গ্রস্তায়াং ( আক্রান্তায়াং সত্যাং ) যবনোপরুদ্ধায়তনঃ ( যবনৈঃ যবনসৈনিকৈঃ, আধিব্যাধিভিশ্চ উপরুদ্ধম্ আক্রান্তম্ আয়তনং স্থানং বিভূতিশ্চ যস্য তথাভূতঃ ) প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ ( প্রজ্বারেণ ভয়নাম্নো যবনেশ্বরস্য ভ্রাতা অথ চ বৈষ্ণবজ্বরেণ সংসৃষ্টঃ সম্বদ্ধঃ ) পুরপালঃ ( পুরীরক্ষকঃ প্রজাগরঃ, অথ চ প্রাণঃ ) অন্বতপ্যত ( অনুতাপং প্রাপ ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—কালকন্যা জরা যখন পুরঞ্জনের পুরীকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করিয়া বসিল, তখন পুরপাল প্রজাগরের ( প্রাণের ) মহাদুঃখ উপস্থিত হইল, কারণ তাহার আয়তনও ( বিভূতিও ) যবনসেনাগণ ( আধিব্যাধিসমূহ ) নিরুদ্ধ করিয়াছিল এবং প্রজ্বার ( বিষ্ণুজ্বর ) তাহাকেও আক্রমণ করিয়া কষ্ট দিতেছিল॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—যবনৈরুপরুদ্ধানি আয়তনানি যস্য স পুরপালঃ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—তত্র ( তস্মিন্ পুরঞ্জনপুরে, শরীরে চ ) ) পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ ( পুরু গুরুতরং কৃচ্ছ্রং কষ্টং যস্য তথাভূতঃ উরুঃ গুরুতরঃ বেপথুঃ কম্পঃ যস্য তথাভূতশ্চ ) সঃ ( প্রজাগরঃ, প্রাণশ্চ ) অবিতুং ( পুরীং রক্ষিতুং ) ন শেকে ( ন শশাক ) সানলাৎ ( অনলযুক্তাৎ ) বৃক্ষকোটরাদিব ( বৃক্ষস্য কুহরাদিব ) গন্তুং ( অন্যত্র অনলশূন্যে স্থানে আত্মত্রাণায় প্রস্থাতুম্ ) ঐচ্ছৎ। [ প্রজাগরস্য সর্পত্বেন রূপণাৎ সর্পো যথা অগ্নিপ্রদীপ্তাৎ বৃক্ষকোটরাদন্যত্র গন্তুমীহতে তথা ইতি সামান্ প্রতীয়তে ]॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—সেই পুরে প্রজাগর ( প্রাণ ) অত্যন্ত কষ্ট ও গুরুতর কম্প প্রাপ্ত হইলেন, বহু চেষ্টায়ও তাঁহার পুরী রক্ষা করিবার সামর্থ্য হইতেছিল না; সুতরাং সর্প যেমন অগ্নিপ্রদীপ্ত বৃক্ষকোটর হইতে অন্যত্র নিরাপদ্ স্থানে যাইবার ইচ্ছা করে, তিনিও সেইরূপ ঐ পুরী ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—পুরু বহু কৃচ্ছ্রং, তেন উরুর্বেপথুর্যস্য। বৃক্ষকোটরাদিব সর্পঃ॥ ১৪

শিথিলাবয়বো যর্হি গন্ধর্বৈর্হৃতপৌরুষঃ। যবনৈররিভী রাজন্নপরুদ্ধো রুরোদ হ॥ ১৫
দুহিতৄঃ পুত্রপৌত্রাংশ্চ জামিজামাতৃপার্ষদান্। স্বত্বাবশিষ্টং যৎকিঞ্চিদ্গৃহকোষপরিচ্ছদম্॥ ১৬
অহং মমেতি স্বীকৃত্য গৃহেষু কুমতির্গৃহী। দধ্যৌ প্রমদয়া দীনো বিপ্রয়োগ উপস্থিতে॥ ১৭
লোকান্তরং গতবতি ময্যনাথা কুটুম্বিনী। বর্তিষ্যতে কথন্ত্বেষা বালকাননুশোচত॥ ১৮
ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে নাস্নাতে স্নাতি মৎপরা।
ময়ি রুষ্টে সুসন্ত্রস্তা ভৎর্সিতে যতবাগ্‌ভয়াৎ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ**।—যর্হি (যস্মিন্ কালে) [পুরঞ্জনঃ] শিথিলাবয়বঃ (শিথিলাঃ প্রস্তসন্ধিবন্ধাঃ অবয়বাঃ দেহাংশা যস্য তথাভূতঃ) গন্ধর্বৈঃ (গন্ধর্বসৈনিকৈঃ দিবসৈশ্চ গচ্ছদ্ভিঃ) হৃতপৌরুষঃ (হৃতং ক্ষয়ং নীতং পৌরুষং পুরুষকারঃ যস্য তথাভূতঃ) অরিভিঃ (শত্রুভূতৈঃ) যবনৈঃ (যবনসেনাভিঃ, আধিব্যাধিভিশ্চ) কণ্ঠে উপরুদ্ধঃ (আক্রান্ত সন্) রুরোদ (চক্রন্দ, পক্ষে আসন্নমৃত্যুঃ সন্ ঘুরঘুরশব্দং চকার) [তদা এব পুরপালো গন্তুমৈচ্ছদিতি পূর্বেণান্বয়ঃ সমাপ্যঃ]॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—যখন পুরঞ্জনের অবয়বগুলি জরাপ্রভাবে শিথিল হইয়া পড়িল, গন্ধর্বগণ (দিবসসমূহ) তাহার পৌরুষ হরণ করিল এবং শত্রু যবনসেনাগণ (আধি-ব্যাধিসমূহ) কর্তৃক কণ্ঠে রুদ্ধ হইয়া তিনি রোদন করিতে লগিলেন। (মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় ঘর্ ঘর্ শব্দ করিতে লাগিলেন)॥ ১৫

**শ্রীপ্রভটীকা**।—কণ্ঠে উপরুদ্ধো রুরোদ ঘুরঘুরধ্বনিং চকার॥ ১৫

**অন্বয়ঃ**।—প্রমদয়া (স্বীয়ভার্যাভূতয়া রমণ্যা, পক্ষে বুদ্ধ্যা) বিপ্রয়োগে (বিরহে) উপস্থিতে (সতি) কুমতিঃ (অসদ্‌বুদ্ধিসম্পন্নঃ) গৃহী (গৃহস্থঃ সঃ) গৃহেষু দুহিতৄঃ (কন্যাঃ) পুত্রপৌত্রান্ (পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ) জামিজামাতৃপার্ষদান্ (জাময়ঃ স্নুষাঃ, পুত্রবধ্ব ইতি যাবৎ, জামাতরঃ কন্যাপতয়ঃ, পার্ষদাঃ স্বীয়সভাস্তারাঃ, তান্) স্বত্বাবশিষ্টং (স্বত্বমাত্রেণ অবশিষ্টং) যৎকিঞ্চিদ্ গৃহকোষপরিচ্ছদং (গৃহং, কোষঃ ধনাগারঃ, পরিচ্ছদশ্চ তং) অহং মমেতি (মমত্বেন ইত্যর্থঃ) স্বীকৃত্য (স্বসম্বন্ধিতয়া নির্দ্ধার্য্য) দীনঃ (কাতরঃ সন্) দধ্যৌ (চিন্তয়ামাস) [তথা হি তেষু সর্ব্বেষু বস্তুষু অভিমানাৎ তেষাং সর্ব্বেষাং শত্রুভিরাক্রমণাৎ সমুদ্বিগ্নঃ সঞ্জাতঃ]॥ ১৬।১৭

**মূলানুবাদ**।—(বুদ্ধিরূপা) প্রমদার সহিত বিযোগ উপস্থিত হওয়ায় গৃহী পুরঞ্জন দীনভাবাপন্ন হইলেন এবং অসদ্‌বুদ্ধির প্রভাবে কন্যা, পুত্র, পৌত্র পুত্রবধূ, জামাতা, পারিষদ ও অপরাপর যে কিছু স্বত্বাবশিষ্ট গৃহ, কোষ ও পরিচ্ছদাদি, তাহাতে প্রবল মমতা হেতু তদ্বিষয়ে চিন্তান্বিত হইলেন॥ ১৬।১৭

**শ্রীপ্রভটীকা**।—দুহিত্রাদীন্ দধ্যাবিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। জাময়োহত্র স্নুষাঃ। স্বত্বমাত্রেণাবশিষ্টং, ভোগস্তু প্রাগেব ক্ষীণঃ॥ ১৬।১৭

**অন্বয়ঃ**।—[ধ্যানপ্রকারমেবাহ লোকান্তরমিত্যাদিনা] ময়ি (আশ্রয়ভূতে পত্যৌ) লোকান্তরং (পরলোকং) গতবতি (সতি) অনাথা (নাথেন ময়া বিযুক্তা) কুটুম্বিনী (মদীয়া ভার্য্যা) একা (একাকিনী) বালকান্ (সন্তানসমূহান্) অনুশোচতী, (অনুশোচন্তী, নুমভাব আর্ষঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) বর্তিষ্যতে (স্থাস্যতি) [তথা হি মদভাবে অস্যা অনাথায়াঃ সন্ততীনাঞ্চ মম সুমহৎ কষ্টং স্যাদিতি দুঃশকমেব সোঢ়ুমিতি ভাবঃ]॥ ১৮

**মূলানুবাদ**।—আমি পরলোকে গমন করিলে আমার ভার্য্যা পুরঞ্জনী অনাথা হইয়া একাকিনী অবস্থায় বালকদিগের কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিয়া কিরূপে অবস্থান করিবে?॥ ১৮

**শ্রীপ্রভটীকা**।—ধ্যানমেবাহ লোকান্তরমিত্যাদিনা॥ ১৮

প্রবোধয়তি মাঽবিজ্ঞং ব্যুষিতে শোককর্শিতা। বর্ত্মৈতদ্‌গৃহমেধীয়ং বীরসূরপি নেষ্যতি ॥ ২০
কথং নু দারকা দীনা দারকীর্বাপরায়ণাঃ। বর্ত্তিষ্যন্তে ময়ি গতে ভিন্ননাব ইবোদধৌ ॥ ২১
এবং কৃপণয়া বুদ্ধ্যা শোচন্তমতদর্হণম্। গ্রহীতুং কৃতধীরেনং ভয়নামাভ্যপদ্যত ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—মৎপরা ( অহমেব পরঃ শ্রেষ্ঠঃ যস্যাঃ সা মামেব পরমং মন্বানা ইত্যর্থঃ। এষা প্রমদা ) ময়ি অনাশিতে ( ন আশিতে ভোজিতে সতি, স্নেনেতি শেষঃ ) ন ভুঙ্‌ক্তে। [ময়ি] অস্নাতে ( স্নানমকৃতবতি সতি ) ন স্নাতি ( স্নানমাচরতি ) ময়ি রুষ্টে ( ক্রোধং প্রাপ্তবতি সতি ) সন্ত্রস্তা ( সম্যক্ ত্রাসং প্রাপ্তা ভবতীতি শেষঃ ) ভর্ৎসিতে ( ময়ি তাং ভর্ৎসিতবতি সতি ) ভয়াৎ যতবাক্ ( যতাঃ সংযতাঃ বাচঃ যস্য তথাভূতঃ। ভয়েন তদা বাচমেকামপি মৎসমীপে ন প্রযুঙ্‌ক্ত ইতি ভাবঃ ) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—একমাত্র আমার প্রতি অনুরক্ত পুরঞ্জনী আমার ভোজন না হইলে ভোজন করে না, আমার স্নান শেষ না হইলে স্নান করে না, আমি ক্রুদ্ধ হইলে অত্যন্ত ত্রাস প্রাপ্ত হয় এবং আমি ভর্ৎসনা করিলে ভয়ে বাক্য সংযত করিয়া চুপ্ করিয়া থাকে ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—অনাশিতে অভোজিতে। ভর্ৎসিতে ভর্ৎসনে কৃতে যতবাগ্ ভবতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[ এষা ] অবিজ্ঞম্ অবিবেকিনং ) মা ( মাং ) প্রবোধয়তি (উপদেশদানেন বিজ্ঞং করোতি) ব্যুষিতে ( প্রবাসং গতে সতি, ময়ীতি শেষঃ ) শোককর্শিতা ( শোকেন মদীয়বিরহজনিতেন কর্শিতা কৃশতাং নীতা ভবতীতি শেষঃ ) বীরসূঃ ( বীরপ্রসবিনী ইয়ং ) এতৎ গৃহমেধীয়ং ( গার্হস্থ্যং ) বর্ত্ম ( মার্গম্ ) অপি ( কিং ) নেষ্যতি ( অনুবর্ত্তিষ্যতি, অথবা মদীয়বিরহদুঃখসহমানা আত্মানং ত্যক্ষ্যতীতি ভাবঃ ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—আমি অবিবেকগ্রস্ত হইলে আমার এই গৃহিণী আমাকে উপদেশদানে বুঝাইয়া থাকেন, আমি প্রবাসে গমন করিলে শোকে কৃশ হইয়া পড়েন। ইঁনি বীর সন্তান প্রসব করিয়াছেন, সম্প্রতি আমার বিরহে উন্মনস্কা হইয়া এই গৃহস্থ কর্ম্ম কি ইঁনি অনুবর্ত্তন করিবেন ? (অথবা আমার বিরহে আকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া বসিবেন ? ) ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—অবিজ্ঞম্ অবিবেকিনং মাম্। ব্যুষিতে দেশান্তরং গতে। গৃহমেধীয়ং বর্ত্ম গৃহধর্ম্মম্ অপি কিং নেষ্যতি অনুবর্ত্তয়িষ্যতি ? যুক্তমেতৎ, যতো বীরসূঃ পুত্রবতী। কিংবা মদ্বিরহমসহমানা মরিষ্যত্যেবেত্যর্থঃ ॥২০

অন্বয়ঃ।—অপরায়ণাঃ ( ন বিদ্যতে পরং মদ্‌ভিন্নং মদীয়ভার্য্যাভিন্নং বা অয়নং আশ্রয়ঃ যেষাং যাসাঞ্চ তথাভূতাঃ, ইদং দারকাণাং দারিকাণাঞ্চ বিশেষণম্ ) দারকাঃ ( পুত্রাঃ ) দারকীঃ বা ( দারিকাঃ কন্যা ইতি যাবৎ, দারকীরিত্যার্ষম্ ) ময়ি গতে ( মৃতে সতি ) উদধৌ ( সমুদ্রে ) ভিন্ননাব ইব ( ভিন্না ভগ্না নৌঃ নৌকা যেষাং তথাভূতা ইব ) দীনাঃ ( কাতরতাং গতাঃ সন্তঃ ) কথং ( কেন রূপেণ ) বর্ত্তিষ্যন্তে ( স্থাস্যন্তি নু ( নুঃ প্রশ্নে ) । [ তথা হি মম মরণেন মদীয়ভার্য্যায়া অপি বিপত্তিশ্চেৎ তদা নিরাশ্রয়তয়া অমীষাং পুত্রাদীনাং নাস্তি বর্ত্তনোপায় ইতি ভাবঃ ) [ বিবেকাদীনামপি জীববৃত্ত্যারক্ষণত্বাৎ তদা তদপায়ে বিপত্তিরিতি পক্ষে ] ॥ ২১

মূলানুবাদ।—আমার পুত্রগণ ও কন্যাগণের একমাত্র আমি ও আমার ভার্য্যাই আশ্রয়, অতএব আমি মরিয়া গেলে তাহারা দীনদশায় পতিত হইয়া, সমুদ্রে যাহাদের নৌকা ভগ্ন হয়, তাহাদের ন্যায় কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে ? ২১

অন্বয়ঃ।—এবং ( উক্তরূপেণ ) কৃপণয়া ( দীনভাবং গতয়া ) বুদ্ধ্যা ( অন্তঃকরণেন ) শোচন্তং ( ভার্য্যা-পুত্রাদিবিষয়ে শোকং কুর্ব্বন্তম্ ) অতদর্হণং (স্বস্বরূপতয়া তস্মিন্ শোককার্য্যে অনর্হং, অযোগ্যমিতি যাবৎ। এবং

পশুবদ্‌যবনৈরেষ নীয়মানঃ স্বকং ক্ষয়ম্ । অন্বদ্রবন্নুপথাঃ শোচন্তো ভৃশমাতুরাঃ ॥ ২৩
পুরীং বিহায়োপগত উপরুদ্ধো ভুজঙ্গমঃ । যদা তমেবানু পুরী বিশীর্ণা প্রকৃতিং গতা ॥ ২৪
বিকৃষ্যমাণঃ প্রসভং যবনেন বলীয়সা । নাবিন্দৎ তমসাবিষ্টঃ সখায়ং সুহৃদং পুরঃ ॥ ২৫

( পুরঞ্জনং ) গ্রহীতুম্ ( আয়ত্তীকর্ত্তুং ) কৃতধীঃ ( নিপুণবুদ্ধিঃ ) ভয়নামা ( ভয়নামকঃ যবনেশ্বরঃ মৃত্যুশ্চ ) অভ্যপদ্যত ( প্রাপ, তৎসমীপে উপস্থিতো বভূব ইত্যর্থ ) [ অতদর্হণমিত্যস্য ধার্ম্মিকত্বেন ভয়স্য গ্রহণানর্হমিত্যর্থ ইতি কেচিৎ ] ॥ ২২

**মূলানুবাদ** ।—স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া শোকের অযোগ্য হইলেও পুরঞ্জন যখন কাতর অন্তঃকরণে উক্তরূপে শোক করিতেছিলেন, তখন নিপুণবুদ্ধি ভয়নামক যবনেশ্বর (মৃত্যু) তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা** ।—ন বিদ্যতে পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে অপরায়ণাঃ পুত্রাঃ কন্যাশ্চ। যদ্বা পরাশ্রয়াঃ কন্যাঃ ভিন্না নোর্বেষাম্ ॥ ২১ ॥ অতর্দর্হণং বস্তুতস্তস্য ব্রহ্মত্বাৎ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ** ।—এষঃ (পুরঞ্জনঃ) [যদা] যবনৈঃ (ভয়ানুচরৈঃ যবনসৈনিকৈঃ) পশুবৎ (পশুতুল্যঃ, বন্ধনেনেতি ভাবঃ ) স্বকম্ ( আত্মীয়ং ) ক্ষয়ং (স্থানং, গৃহমিতি যাবৎ) নীয়মানঃ [অভূদিতি শেষঃ] [ তদা ] অনুপথাঃ ( পুরঞ্জনস্য জীবস্য চ অনুবর্ত্তিনঃ, পক্ষে ইন্দ্রিয়াদয়ঃ ) ভৃশম্ ( অত্যর্থম্ ) আতুরাঃ ( কাতরাঃ সন্তঃ ) শোচন্ত ( শোকং কুর্ব্বন্তঃ ) অন্বদ্রবন্ ( তমনুজগ্মুঃ ) [ অধ্যাত্মপক্ষে 'তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' ইতি শ্রুতিরূপজীব্যা ] ॥ ২৩

**মূলানুবাদ** ।—এই পুরঞ্জনকে যখন ( যবনপতি ভয়ের আদেশে ) যবনসেনাগণ ( আধিব্যাধিরূপ যমদূতগণ ) পশুর তুল্য বন্ধন করিয়া যবনপতির ( মৃত্যুর ) ভবনে লইয়া যাইতেছিল, তখন তদীয় অনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ (অনুগামী ইন্দ্রিয়াদি ) অত্যন্ত দৈন্যপ্রাপ্ত হইয়া শোক করিতে করিতে তাঁহারই অনুগমন করিল ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা** । -এষ যদা ক্ষয়ং স্থানং নীয়মানঃ, তদা অনুপথাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি চ। তথা চ শ্রুতিঃ—তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীতি ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ** ।—[ অথ প্রজাগরস্য অবস্থাং পূর্য্যা অবস্থাবিশেষঞ্চ আহ পুরীমিত্যাদিনা ] যদা ( যস্মিন্ কালে ) পুরীং বিহায় ( পরিত্যজ্য ) উপগতঃ ভুজঙ্গমঃ ( প্রজাগরঃ সর্পঃ, প্রাণশ্চ ) উপরুদ্ধঃ ( যবনসৈনিকৈঃ যমদূতৈশ্চ গৃহীতঃ ) তমেবানু ( তৎকালাদনন্তরমেব ) [সা] পুরী বিশীর্ণা (শীর্ণতাং প্রাপ্তা, রক্ষকাভাবাৎ যেন কেনাপি শত্রুণা বিক্ষোভং নীতা, পক্ষে প্রাণাধিষ্ঠানাভাবেন স্বল্পকালেনৈব বিশীর্ণতাং গতা ইত্যর্থঃ ) প্রকৃতিং (মহাভূতাত্মকতাম্) গতা ( প্রাপ্তা ) [ গৃহস্য পার্থিবত্বাৎ বিশীর্ণতায়াং সত্যাং পৃথিবীলয়ঃ, শরীরস্যাপি পার্থিবস্য তথা ইতি ধ্যেয়ম্] ॥২৪

**মূলানুবাদ** ।—যখন প্রজাগর সর্প (প্রাণ) পুরী ( দেহ ) পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, তখন যবনাধিপতির অনুচরগণ ( আধিব্যাধিরূপ যমদূতগণ ) তাহাকে রুদ্ধ করিল এবং পরক্ষণে পুরঞ্জনের পুরী ( দেহ ) রক্ষকাভাবে (প্রাণের অধিষ্ঠান না থাকায় ) বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া মহাভূতে বিলীন হইল ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ** । বলীয়সা ( প্রবলশক্তিশালিনা ) যবনেন ( যবনসৈন্যেন ) প্রসভম্ ( অত্যর্থং ) বিকৃষ্যমাণঃ ( আকৃষ্যমাণঃ ) [ সঃ পুরঞ্জনঃ ] তমসাবিষ্টঃ ( তমসা অজ্ঞানেন আবিষ্টঃ অভিভূতঃ সন্ অথ চ তমসি অন্ধকারে আবিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ ) পুরঃ ( সমীপে ) সখায়ং ( সমপ্রাণং বন্ধুং ) সুহৃদং ( পরদুঃখদুঃখিতং সহৃদয়ং বা কঞ্চিৎ ) ন অবিন্দৎ ( ন প্রাপ্তবান্ ) ॥ ২৫

তং যজ্ঞপশবোঽনেন সংজ্ঞপ্তা যেঽদয়ালুনা।
কুঠারৈশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রুদ্ধাঃ স্মরন্তোঽমীবমস্য তৎ ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—প্রবলপরাক্রমশালী যবনসৈন্য সবলে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে থাকিলে তিনি অজ্ঞানে অভিভূত (অন্ধকারাচ্ছন্নদৃষ্টি) হইয়া সম্মুখে কোনও বন্ধু বা সহৃদয় এমন কোনও ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না, যে তাঁহাকে এই কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিতে পারে॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—প্রকৃতিং মহাভূতাবৃতাম্ ॥২৪॥ নাবিন্দৎ ন স্মার, পুরঃ পূর্ব্বং সখায়ং সন্তমীশ্বরম্ ॥২৫

**অন্বয়ঃ।** অদয়ালুনা (নির্দ্দয়স্বভাবেন) অনেন (পুরঞ্জনেন) যে যজ্ঞপশবঃ (যজ্ঞীয়াঃ অশ্বাদয়ঃ) সংজ্ঞপ্তাঃ (মারিতাঃ খড়্গাদিভিশ্ছিন্নাঃ) [তে] অস্য (পুরঞ্জনস্য) তৎ (স্বীয়চ্ছেদনরূপ) অমীবম্ (অপরাধং) স্মরন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ [সন্তঃ] তং পুরঞ্জনং, পূর্ব্বং নাবদোক্তরূপেণ অপেক্ষ্যমাণমিতি শেষঃ) কুঠারৈঃ (কুঠারাস্ত্রৈঃ) চিচ্ছিদুঃ (স্বীয়দেহাচ্ছেদনপ্রতিশোধনকাময়া তদীয়ং দেহং খণ্ডশঃ কল্পযামাসুরিতি ভাবঃ)॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—নির্দ্দয়স্বভাব পুরঞ্জন পূর্ব্বে যজ্ঞক্রিয়ায় যে সকল যজ্ঞীয় অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন, তাহারা সম্প্রতি পুরঞ্জনের সেই পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করিয়া ক্রোধে কুঠার দ্বারা তাঁহাকে ছেদন করিতে লাগিল॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—অদয়ালুনা কাম্যকর্ম্মসু যে সংজ্ঞপ্তা হতাঃ। অমীবং পাপং ক্রৌর্য্যং বা॥ ২৬

**শ্রীভাগবতভাবানুবর্দ্ধিনী।**—কালকন্যা জরা যখন পুরীটীকে গ্রাস করিয়া বসিল এবং প্রজ্বার যখন তাহারই সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল, তখন পুররক্ষক প্রজাগর অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন, আর পুরী রক্ষা করিবার বা আত্মরক্ষা করিবার কোনও প্রকার উপায় নাই দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, উৎকট কষ্টে তিনি অভিভূত হইলেন। তখন আর কি করিবেন? পুরী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। বৃক্ষ যদি অনলে দগ্ধ হইতে থাকে, তবে তদাশ্রিত সর্প বা পক্ষী প্রভৃতি যেমন তাহাতে থাকিতে না পারিয়া অন্যত্র নিরাপদ্ স্থান লাভের আশায় প্রস্থান করে, প্রজাগরও সেইরূপ কোনও প্রকারে পুরীতে থাকিয়া আত্মরক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করাই স্থির করিলেন এবং পুরী ছাড়িয়া বহির্গত হইলেন। তিনি যেমন পুরী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য বহির্গত হইয়াছেন, অমনি যবনসেনা তাঁহাকে পলাইতে দেখিয়া আক্রমণ করিল এবং বাঁধিয়া ফেলিল, প্রজাগর পলাইতে পারিলেন না, শত্রুকবলে পতিত হইয়া তাঁহার কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল।

অধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আধিব্যাধির আক্রমণে যখন শরীর কর্ম্মক্ষমতা পরিত্যাগ করে, বিশেষতঃ আবার প্রবল বিষ্ণুজ্বরের আক্রমণে যখন শরীর অত্যন্ত তাপ ভোগ করিতে থাকে, তখন প্রাণ যেন অগ্নির মধ্যে থাকিয়াই কষ্টভোগ করে, তখন অগত্যা তাহাকে শরীর ছাড়িয়া পলাইতে হয়, কারণ বিষ্ণুজ্বর মারক, সে প্রাণবায়ুকে শরীরে থাকিতে দিবে কেন?

এদিকে আবার পুরঞ্জনের বার্দ্ধক্য অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার শরীরের সন্ধিবন্ধগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে, কাজেই ইচ্ছাক্রমে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ গন্ধর্ব্বগণের প্রাত্যহিক আক্রমণে এখন তাঁহার সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যবনসেনা যেমন আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, অমনি তিনি পরাভূত হইয়া পড়িলেন, তাহারা উহার কণ্ঠে বন্ধন করিলে, অগতিক হইয়া তিনি কেবল রোদন করিতে লাগিলেন এবং নিজ পুত্র-কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের কথা ও প্রাণাধিক প্রিয়তমা

অনন্তপারে তমসি মগ্নো নষ্টস্মৃতিঃ সমাঃ । শাশ্বতীরনুভূয়ার্তিং প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ ॥ ২৭
তামেব মনসা গৃহ্ণন্ বভূব প্রমদোত্তমা । অনন্তরং বিদর্ভস্য রাজসিংহস্য বেশ্মনি ॥ ২৮

পুরঞ্জনীর কথা ভাবিয়া শোক করিতে লাগিলেন যে তাঁহার অভাবে পুরঞ্জনী কি ভাবে জীবন ধারণ করিবেন, পূর্ব্বে ত ক্ষণকালও বিরহ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, এখন কি করিয়া তিনি তাঁহার এই চির-বিরহ সহ্য করিবেন ?

নিশ্চয়ই তাঁহার বিরহ-যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া এবং পুত্রাদির দুরবস্থা দেখিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না, প্রাণত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে নিরাশ্রয় পুত্র-কন্যাগণেরই বা কি দুরবস্থা হইবে ? এইরূপে পুরঞ্জন যখন বিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখনই যবনেশ্বর মৃত্যু আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে লইয়া গেল। যাহারা তাঁহার অনুগামী ব্যক্তি ছিল, তাহারাও প্রভুর অনুগমন করিল, তখন পুরঞ্জন এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, যে তাঁহাকে যবনেশ্বরের হাত হইতে রক্ষা করিবে। তিনি যখন যবনেশ্বরের পুরীতে নীত হইলেন, তখন ইতিপূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক যজ্ঞে হত পশুগণ,—যাহারা এতকাল যাবৎ পুরঞ্জনের মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা কুঠার দ্বারা তাঁহাকে ছেদন করিতে লাগিল।

অধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 'প্রমদয়া বিপ্রযোগ উপস্থিতে' এই অংশ দ্বারা যে ভার্য্যার সহিত বিয়োগের কথা বলা হইয়াছে, উহা বুদ্ধির সহিত বিচ্ছেদ নহে, কারণ স্থূলশরীর নষ্ট হইলেও বুদ্ধির সহিত বিয়োগ হয় না, সূক্ষ্মশরীর আশ্রয় করিয়াই বুদ্ধি অবস্থান করে। অতএব এই প্রমদা রূপে কল্পিত বুদ্ধি অন্যপ্রকার বুদ্ধিই বলিতে হইবে। কথাপক্ষেও ঐ প্রমদা পুরঞ্জনী নহে, পরন্তু অন্য ভোগ্যা স্ত্রী। এই দুহিতা প্রভৃতিও তদীয় গর্ভজাত বলিতে হইবে। মরণকালে জীব স্ত্রীপুত্রাদির স্মরণ করিয়া থাকে, ইহা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সদ্বুদ্ধিকেই পুরঞ্জনীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, অতএব মৃত্যুসময়ে সেই সদ্বুদ্ধির সহিত বিচ্ছেদ এবং অসদ্বুদ্ধির সহিত জীবের যোগ বর্ণনা করাই উহার উদ্দেশ্য, অতএব কথাপক্ষেও ঐ প্রমদা পুরঞ্জনীই বুঝিতে হইবে। সদ্বুদ্ধির সহিত আত্মার বিচ্ছেদ দুঃখপ্রকাশের উদ্দেশ্যে কেহ বলেন যে, আমি ধর্ম্ম কার্য্য শেষ করিতে পারি নাই, অথচ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত, এঅবস্থায় আমি কি করিব ? ইত্যাদি ॥ ১৩—২৬

**অন্বয়ঃ ।**—[অথাস্য বহুলকষ্টভোগানন্তরং মরণকালে প্রমদানুস্মরণজনিতং জন্মান্তরে স্বীয়প্রমদাভাবমাহ অনন্তপার ইত্যাদিদ্বাভ্যাম্ ] অনন্তপারে ( ন বিদ্যতে অন্তপারঃ সীমাভূতং তীরং যস্য তথাভূতে ) তমসি ( দুঃখে, অনন্তপার ইত্যনেন তমসঃ সমুদ্ররূপত্বমভিব্যজ্যতে ) মগ্নঃ নষ্টস্মৃতিঃ ( নষ্টা লুপ্তা স্মৃতিঃ যস্য সঃ ) প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ, ( প্রমদায়াঃ স্বীয়ভার্য্যায়াঃ আসঙ্গেন মরণকালেঽপি গভীরাসক্ত্যা দূষিতঃ ) [ সঃ পুরঞ্জনঃ ] শাশ্বতীঃ সমাঃ ( বহূন্ বৎসরান্, সুচিরং কালমিতি যাবৎ ) আর্ত্তিং ( নানাবিধং কষ্টন্ ) অনুভূয় ( ভুক্ত্বা ) মনসা ( অন্তঃকরণেন ) তামেব (স্বীয়ভার্য্যামেব, ন তু প্রমদান্তরমিতি ভাবঃ, এতেনাস্য ধর্ম্ম্যভাবাদবিচ্যুতিরুক্তা) গৃহ্ণন্ ( মরণকালে গাঢ়ং ভাবয়ন্ ) অনন্তরং বিদর্ভস্য ( বিদর্ভদেশাধিপস্য ) রাজসিংহস্য ( শ্রেষ্ঠস্য রাজ্ঞঃ ) বেশ্মনি ( গৃহে ) প্রমদোত্তমা ( সুতরামুৎকৃষ্টা নারী ) বভূব। [ তস্য ধর্ম্ম্যভাবাদ্ ভ্রংশাভাবেন ধর্ম্মময়স্যৈব রাজ্ঞো গৃহে জন্মাভূদিতি ধ্যেয়ম্ ] ॥ ২৭।২৮

**মূলানুবাদ ।**—অন্তপারশূন্য দুঃখে মগ্ন লুপ্তস্মৃতি পুরঞ্জন বহু বৎসর কাল যাবৎ কষ্ট অনুভব করিয়া নিজ ভার্য্যার প্রতি মরণকালেও যে গভীর আসক্তি সহকারে তাহাকে মনে ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দোষে পরে স্ত্রীরূপে তাঁহার জন্ম হইল, পরন্তু নিজ ধর্ম্মপত্নীর চিন্তা করিয়াই মৃত্যু হইয়াছিল, অন্য রমণীর চিন্তা করিয়া নহে, এই জন্য ধার্ম্মিক বিদর্ভরাজের গৃহে জন্ম লাভ করিলেন ॥ ২৭।২৮

উপযেমে বীর্য্যপণাং বৈদর্ভীং মলয়ধ্বজঃ। যুধি নির্জ্জিত্য রাজন্যান্ পাণ্ড্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২৯
তস্যাং স জনয়াঞ্চক্রে আত্মজামসিতেক্ষণাম্। যবীয়সঃ সপ্ত সুতান্ সপ্ত দ্রবিড়ভূভৃতঃ ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—শাশ্বতীঃ সমা আত্রিমহভূয় ॥ ২৭ ॥ অন্তকালে তাং ভার্য্যামেব মনসা গৃহ্নন্ স্মরন্ মনস্তদ্বং বিদর্ভস্য বেশ্মনি প্রমদোত্তমা বভূব। অতঃ পরমস্মিন্ প্রকরণে এতাবদেব প্রকৃতোপযোগি বিবক্ষিতম্। স্ত্রীধ্যানেন স্ত্রীত্বপ্রাপ্তাবপি পতিব্রতাধ্যানেন পূর্ব্বাদৃষ্টেন চ ধার্ম্মিকাৎ বিদর্ভাৎ জন্মাভূৎ। ধার্ম্মিকসঙ্গেন চ বিশুদ্ধস্য ভাগবতেন মলয়ধ্বজেন সঙ্গোঽভূৎ। ততো বিষ্ণুভক্তিঃ, ততো বৈরাগ্যং, ততস্তমেব ভর্ত্তুরূপং গুরুং পাতিব্রত্যধর্ম্মেণ ভজতো ভগবৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি। অন্যৎ তু কথালঙ্কারমাত্রং, তথাপি কিঞ্চিদ্বৃত্তিমাত্রেণ ইহ যোজনীয়ম্। বিদর্ভস্য বিশিষ্টদর্ভোপলক্ষিতস্য কর্ম্মঠস্য রাজসিংহস্য, ধর্ম্মেণ হি প্রজাপালনেন যজ্ঞাদিনা চ ক্ষত্রিয়া রাজন্যে, তেষু শ্রেষ্ঠস্য বেশ্মনি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[ অথ তস্যা বিদর্ভদুহিতুঃ মলয়ধ্বজেন সাধুচরিতেন পরিণয়মাহ উপযেমে ইত্যাদিনা ] [অথ] পাণ্ড্যঃ ( পণ্ডদেশোদ্ভবঃ, পক্ষে পণ্ডা সতী বুদ্ধিঃ তামর্হতি ইতি পণ্ড্যঃ, পণ্ড এব পাণ্ড্য ইতি স্বার্থে কঃ ) পরপুরঞ্জয়ঃ ( শত্রুপুরবিজয়ী, পক্ষে মতান্তরসমুত্থিতসংশয়নিরাসকারী ) মলয়ধ্বজঃ ( তদাখ্যঃ দক্ষিণদেশীয়ঃ রাজা, পক্ষে সমাদরণীয়তামাধর্ম্মেণ মলয়তুল্যেষু সাধুষু ধ্বজ ইব শ্রেষ্ঠঃ ) যুধি ( যুদ্ধে, তামেব বৈদর্ভীমবলম্ব্য প্রবৃত্ত ইতি ভাবঃ ) রাজন্যান্ ( ক্ষত্রিয়ান্ ) নির্জ্জিত্য ( নিঃশেষেণ জিত্বা, পক্ষে পাপাপরাধকালকর্ম্মাদীন্ নির্ম্মূলীকৃত্য ইত্যর্থঃ ) বীর্য্যপণাং (বীর্য্যং বীরত্বং তদেব পণঃ শুল্কং যস্যাঃ তাং, উপস্থিতেষু যঃ সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমঃ তেনৈব গ্রহণীয়ামিত্যর্থঃ) বৈদর্ভীং ( বিদর্ভরাজকন্যাম্ ) উপযেমে ( পরিণিনায় ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—শত্রুপুরবিজেতা পণ্ডদেশীয় নরপতি মলয়ধ্বজ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়সমূহকে পরাভূত করিয়া বীর্য্যশুল্কা বিদর্ভরাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—মলয়োপলক্ষিতে দক্ষিণদেশে ধ্বজ ইব দর্শনীয়ঃ। স হি শ্রীবিষ্ণুভক্তিপ্রধানো দেশঃ, তত্র মুখ্যঃ, মহাভাগবত ইত্যর্থঃ। পণ্ডা নিশ্চয়বুদ্ধিঃ, তামর্হতীতি পাণ্ড্যঃ, স উপযেমে। পুরঞ্জনো ভাগবতসঙ্গং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[ অথাস্য বৈদর্ভ্যাং সন্তানোৎপাদনমাহ তস্যামিত্যাদিনা ] সঃ ( মলয়ধ্বজঃ ) তস্যাং (বৈদর্ভ্যাং পত্ন্যাম্) অসিতেক্ষণাম্ (অসিতং কৃষ্ণবর্ণং,তারকাদেশে ইতি শেষঃ,ঈক্ষণং নেত্রং যস্যাঃ তাম্,অথ চ অসিতস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ঈক্ষণং দর্শনং যয়া হেতুভূতয়া তাম্ ) আত্মজাং কন্যাং, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবারুচিরূপামিত্যর্থঃ ) সপ্ত দ্রবিড়ভূভৃতঃ ( দ্রবিড়দেশীয়ভূপান্ ) অথ চ দ্রবিড়দেশে জ্ঞানকর্ম্মাদিসকলবিজয়েন ভূপবৎপ্রতীয়মানানিত্যর্থঃ ) যবীয়সঃ ( অনন্তরজাতান্ আত্মজায়া অনুজাতানিত্যর্থঃ ) সপ্ত সুতান্ ( পুত্রান্, পক্ষে শ্রবণ-স্মরণ কীর্ত্তন-পাদসেবার্চ্চন বন্দন-দাস্য-রূপান্ সখ্যস্য আত্মনিবেদনস্য চ প্রথমতো দুষ্করত্বাৎ পরতোঽপি স্বতএব সমুৎপৎস্যমানত্বাৎ ন পুত্রতয়া সমুল্লেখঃ ) জনয়াঞ্চক্রে ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—রাজা মলয়ধ্বজ নিজপত্নী বৈদর্ভীর গর্ভে সুনীল-লোচনা একটী কন্যা ও দ্রবিড় দেশের সাতজন অধিপতি ভূপ অনন্তর জাত সাতটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। ( পক্ষে মলয়ধ্বজ বৈদর্ভীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবিষয়ে রুচি ও দ্রবিড়দেশে জ্ঞানকর্ম্মাদির পরাভবকারী শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তন, পাদসেবন, বন্দন, অর্চ্চন ও দাস্যরূপ সেবারুচির অনন্তরোৎপন্ন সাতটী উপায় লাভ করিলেন ) ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—আত্মজাং শ্রীকৃষ্ণসেবারুচিম্। সৎসঙ্গেন ভগবদ্ধর্ম্মে রুচিরভূদিত্যর্থঃ। অসিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য

একৈকস্যাভবৎ তেষাং রাজন্নর্ব্বুদমর্ব্বুদম্। ভোক্ষ্যতে যদ্বংশধরৈর্মহী মন্বন্তরং পরম্ ॥ ৩১
অগস্ত্যঃ প্রাগ্ দুহিতরমুপযেমে ধৃতব্রতাম্। যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্মবাহাত্মজো মুনিঃ ॥ ৩২

ঈঙ্গণং যথা তাম্। যবীয়সঃ সপ্ত সুতান্—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যমিতি ভক্তিপ্রকারান্। সখ্যাত্মনিবেদনযোস্তৎপদার্থজ্ঞানোত্তরকালত্বাৎ তস্য চ ভগবতৈবোত্তরত্র উপদেক্ষ্যমাণত্বাৎ ইদানীমনুৎপত্তেঃ সপ্তেত্যুক্তম্। ভগবদ্ধর্ম্মরুচ্যা তৎশ্রবণকীর্ত্তনাদিরং জাতমিত্যর্থঃ। দ্রবিড়ভূমিপালকান্, দ্রবিড়ভূমির্হি শ্রবণাদিভক্তিরেব স্বরক্ষিতাস্তীতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ**।—হে রাজন্। তেষাং ( সুতানাং ) একৈকস্য অর্ব্বুদম্ অর্ব্বুদং ( বহবঃ সন্তানাঃ ) অভবৎ। ( পক্ষে শ্রবণাদীনাং প্রত্যেকং বহবো মার্গাঃ প্রাবর্ত্তন্ত ইতি ভাবঃ ) যদ্বংশধরৈঃ ( যতো জাতাভিঃ সন্ততিভিঃ পক্ষে যেভ্যো মার্গেভ্যঃ প্রবৃত্তৈঃ সম্প্রদায়ভেদৈঃ ) মন্বন্তরং পরং ( ততঃ পরঞ্চ ) মহী ভোক্ষ্যতে ( পক্ষে অবিদ্যাকামকর্ম্মভ্যোঽপি রক্ষিষ্যতে ) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্। সেই পুত্রগণের প্রত্যেকের বহুসংখ্যক সন্তান হইল, যাহাদের বংশধরগণ মন্বন্তর ও তৎপরবর্ত্তী কালেও পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন। ( পক্ষে সেই শ্রবণ-স্মরণাদি হইতে নানা প্রকার মার্গভেদ উৎপন্ন হইয়া বহু সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিল, সেই সম্প্রদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অনন্তকাল যাবৎ পৃথিবীতে অবিদ্যাদি হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল ) ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা**।—অর্ব্বুদমিতি শ্রবণাদীনাং প্রত্যেকম্ অনেকপ্রকারা অভবন্নিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভামিনি ভাব্যতে ইতি। যেষাং বংশধরৈর্যতঃ প্রবৃত্তৈঃ সম্প্রদায়ভেদৈঃ কৃৎস্না মহী, মন্বন্তরং, ততঃ পরঞ্চ ভোক্ষ্যতে, অবিদ্যাকামকর্ম্মভ্যোঽপি রক্ষিষ্যতে ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ**।—প্রাক্ ( প্রথমজাতাং ) ধৃতব্রতাং ( ধৃতং ব্রতং সংযমঃ যয়া তথাভূতাং, সংযমবতীং ) দুহিতরং ( কন্যাং মলয়ধ্বজস্যেতি শেষঃ ) অগস্ত্যঃ ( তদাখ্যঃ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী মুনিঃ ) উপযেমে ( পরিণিনায় ) [ অস্যা অগস্ত্যপরিগ্রহত্বে ধৃতব্রতত্বং হেতুঃ, পক্ষে অগানি স্বতো গমনাশক্তানি ইন্দ্রিয়াণি স্ত্যায়তি স্বেন সঙ্গময্য গতিসমর্থানি করোতি ইতি অগস্ত্যো মনঃ, সঃ কৃষ্ণসেবারুচিং সমাশ্রিতবানিত্যর্থঃ ) যস্যাং মলয়ধ্বজস্য দুহিতরি ) ইধ্মবাহাত্মজঃ ( ইধ্মবাহঃ তদাখ্যঃ আত্মজঃ পুত্রো যস্য তথাভূতঃ ) দৃঢ়চ্যুতঃ ( তদাখ্যঃ ) মুনিঃ ( মননশীলঃ তাপসঃ ) জাতঃ ( সমুৎপন্নঃ ) [ এতেনাস্য মলয়ধ্বজস্য পুত্রপৌত্রাদিবংশসমৃদ্ধিরুক্তা ] [ পক্ষে যস্যাং শ্রীকৃষ্ণসেবারতৌ দৃঢ়চ্যুতঃ দৃঢেভ্যঃ সত্যলোকাদিভ্যো জ্ঞানাদিভ্যো বা চ্যুতঃ ভ্রষ্টঃ তদ্রহিত ইত্যর্থঃ। ইহামুত্র ভোগে বিরাগঃ জাতঃ। তস্যৈব উপশমাত্মকত্বেন মুনিত্বমুক্তম্। ইধ্মবাহাত্মজ ইতি ইধ্মপদং সমিৎপর, গুরুপসদনে সমিৎপাণিশ্রুতেঃ ইধ্মবাহ আত্মজঃ গুরুপসত্তিরূপঃ যস্য সঃ। বিরাগাদস্য উৎপত্তেঃ ] ॥ ৩২

**মূলানুবাদ**।—বৈদর্ভীর গর্ভে মলয়ধ্বজের প্রথমেই যে কন্যা হইয়াছিল, তিনি শম-দমাদি গুণসম্পন্ন হওয়ায় মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে ইধ্মবাহ মুনির পিতা দৃঢ়চ্যুত মুনি জন্মগ্রহণ করেন। (অধ্যাত্মপক্ষে অগস্ত্য অর্থ মন, শ্রীকৃষ্ণসেবায় রতি লাভ করিল, তাহা হইতে সত্যলোক ও জ্ঞানাদি বিষয়ে বৈরাগ্য ও তাহা হইতে সমিৎপাণি হইয়া গুরুর অনুসরণরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইল ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা**।—অগস্ত্যঃ অগানি নিষ্ক্রিয়াণি গাত্রাণি স্ত্যায়তি সংঘাতয়তীত্যগস্ত্যো মনঃ, স প্রাক্-প্রথমজাতাং দুহিতরং কৃষ্ণসেবারুচিম্ উপযেমে, তস্য মনঃ শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়াং রতিং ববন্ধেত্যর্থঃ। ধৃতানি শমদমাদীনি ব্রতানি যয়া তাং রতিম্। দৃঢেভ্যঃ সত্যলোকাদিভ্যোঽগেভ্যোঽপি চ্যুতস্তদ্রহিতঃ, শ্রীকৃষ্ণরতৌ ইহামুত্র ভোগরাগো

বিভজ্য তনয়েভ্যঃ ক্ষ্মাং রাজর্ষির্মলয়ধ্বজঃ। আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং স জগাম কুলাচলম্ ॥ ৩৩

হিত্বা গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ বৈদর্ভী মদিরেক্ষণা।
অন্বধাবত পাণ্ড্যেশং জ্যোৎস্নেব রজনীকরম্ ॥ ৩৪

তত্র চন্দ্রবসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা। তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্ ॥ ৩৫

কন্দাষ্টিভির্মূলফলৈঃ পুষ্পপর্ণৈস্তৃণোদকৈঃ। বর্ত্তমানঃ শনৈর্গাত্রকর্শনং তপ আস্থিতঃ ॥ ৩৬

জাত ইত্যর্থঃ। স এবোপশমাত্মকত্বাৎ মুনিঃ। কথম্ভূতঃ? ইধ্মবাহঃ আত্মজো যস্য সঃ। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা সমিদ্বহনোপলক্ষিতা গুরূপসত্তিৰ্বৈরাগ্যাদভূদিত্যর্থঃ। ন হ্যবিরক্তস্য গুরূপসত্তিঃ সম্ভবতি। কথাপক্ষে যথাশ্রুতমেব ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ মলয়ধ্বজস্য বংশপ্রবর্ত্তনানন্তরং বানপ্রস্থমাহ বিভজ্যেত্যাদিনা ] সঃ রাজর্ষিঃ (রাজাপি শমদমাদিগুণশালিত্বেন ঋষিতুল্যঃ) মলয়ধ্বজঃ তনয়েভ্যঃ (পুত্রেভ্যঃ পক্ষে শ্রবণস্মরণাদিভ্যঃ) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) বিভজ্য (বিভাগেন দত্ত্বা) কৃষ্ণং (শ্রীবিষ্ণুম্) আরিরাধয়িষুঃ (আরাধয়িতুমিচ্ছুঃ সন্) কুলাচলং (কুলপর্ব্বতং, বেঙ্কটাদি শৈলং বা তত্রৈব সাতিশয়ভক্তিহেতুত্বাৎ, পক্ষে একান্তস্থলমিত্যভিপ্রায়ঃ) জগাম ॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—সেই রাজর্ষি মলয়ধ্বজ পুত্রদিগকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার ইচ্ছায় কুলাচলে গমন করিলেন। (অধ্যাত্মপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের সেবারুচি হইতে যে শ্রবণাদি উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্ত জগতে তাহার প্রচার করিয়া একান্তে মলয়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন) ॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা।**—ক্ষ্মাং বিভজ্য তত্র শ্রবণাদিভক্তিভেদং ব্যবস্থাপ্য ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ বৈদর্ভ্যাঃ পত্যনুসরণমাহ হিত্বেত্যাদিনা ] মদিরেক্ষণা (মদয়তি মত্ততাং জনয়তি ইতি মদিরং সমুন্মাদকম্ ঈক্ষণং চক্ষুঃ আলোকনং বা যস্যাঃ সা, পক্ষে মাদ্যতি হৃষ্যতি ইতি মদ, তথাভূতা হৃষ্টচিত্তার্থঃ। যা ইরা বাক্ তস্যাং বেদরূপায়াং বাচি ঈক্ষণং দৃষ্টি যস্যাঃ সা, বেদপ্রতিপাদিতং গুরুসেবায়া উৎকর্ষম্ অধিগচ্ছন্তী-ত্যর্থঃ) বৈদর্ভী (বিদর্ভরাজকন্যা) গৃহান্ সুতান্ (পুত্র-পৌত্রাদীন্) ভোগান্ (রাজোচিতবিষয়ভোগাংশ্চ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) জ্যোৎস্না (চন্দ্রিকা) রজনীকরমিব (চন্দ্রমিব) পাণ্ড্যেশং (পাণ্ড্যদেশাধিপতিং মলয়ধ্বজং, পক্ষে পণ্ডাখ্যবুদ্ধিসম্পন্নম্) অন্বধাবত (অনুসৃতবতী। [ অধ্যাত্মপক্ষে যদ্যপি মদিরেক্ষণেত্যনেন স্ত্রিয়াস্তস্যা বৈদর্ভ্যা বেদলক্ষণবাক্পরিচয়ঃ প্রতীয়তে, তচ্চ অন্যায্যং তথাপি জন্মান্তরীণপুরঞ্জনশরীরাবচ্ছেদেন তজ্জ্ঞানবত্ত্বান্ন বিরোধঃ। অথবা রূপকে বস্তুতো নেয়ং স্ত্রী পরং জীব এব তস্য চ শরীরান্তরে বেদগ্রহণযোগ্যত্বেন গ্রহণং নানুপপন্নম্। সুত্যাদিভ্যো বেদার্থবিজ্ঞানবতীতি বার্থঃ ] ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর মদিরেক্ষণা (বেদবাক্যে নিষ্ঠাসম্পন্না) বৈদর্ভী গৃহ, পুত্র-পৌত্রাদি পরিজন ও রাজোচিত বিষয়ভোগ সকল পরিত্যাগ করিয়া, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের অনুগামিনী হয়, সেইরূপ পাণ্ড্যপতি (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধীশ্বর) মলয়ধ্বজের অনুগামিনী হইলেন ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—ইদানীং পুরঞ্জনস্য স্ত্রীভাবং প্রাপ্তস্য সর্ব্বতো বিরক্তস্য—পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণামিতি বচনাৎ পতিসেবয়া গুরুশুশ্রূষাপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—হিত্বেত্যাদিনা নবম্যা ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। মদিরেক্ষণেতি মদিরনীক্ষণং যস্যাঃ ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ।**—তত্র (তপসার্থং মলয়ধ্বজেনাশ্রিতে স্থানে) চন্দ্রবসা (চন্দ্রবসং কর্পূরবৎ রজনীকরবৎ বা

শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি ক্ষুৎপিপাসে প্রিয়াপ্রিয়ে । সুখদুঃখে ইতি দ্বন্দ্বান্যজয়ৎ সমদর্শনঃ ॥ ৩৭
তপসা বিদ্যয়া পক্ক-কষায়ো নিয়মৈর্যমৈঃ । যুযুজে ব্রহ্মণ্যাত্মানং বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ ॥ ৩৮

স্বচ্ছা শীতলশ্চ রসঃ সলিলং যস্যাঃ সা ) তাম্রপর্ণী ( তদাখ্যা ) বটোদকা নাম ( তদাখ্যা চ ) [ নদ্যঃ সন্তীতি শেষঃ ] তৎপুণ্যসলিলৈঃ ( তাসাং নদীনাং পুণ্যৈঃ পবিত্রৈঃ সলিলৈঃ ) উভয়ত্র ( বহিরভ্যন্তরে চ ) আত্মনঃ ( স্নান্, অন্তঃ-করণং বহিঃকরণং দেহাবয়বাংশ্চ ইতি ভাবঃ ) নিত্যং ( প্রতিদিনং ) মৃজন্ ( শোধয়ন্ ) কন্দাষ্টিভিঃ ( কন্দানাদ্ অষ্টিভিঃ অস্যতে ক্ষিপ্যতে ভূমৌ অঙ্কুরোৎপত্ত্যর্থমিত্যষ্টয়ঃ বীজানী তাভিঃ ) মূলফলৈঃ ( মূলৈঃ ফলৈশ্চ ) পুষ্পপর্ণৈঃ ( পুষ্পৈঃ পত্রৈশ্চ, পুষ্পাণাং দলৈরিতি বা ) তৃণোদকৈঃ ( তৃণৈঃ, উদকৈঃ জলৈশ্চ, তৃণাগ্রস্থিতৈঃ জলৈরিতি বা ) বর্ত্তমানঃ ( বৃত্তিং জীবিকাং সম্পাদয়ন্ ইত্যর্থঃ ) শনৈঃ ( মন্দং মন্দং, ক্রমেণেত্যর্থঃ ) গাত্রকর্শনং ( শরীরস্য কৃশতা-সম্পাদকং ) তপঃ আস্থিতঃ ( সমাশ্রিতঃ ) ॥ ৩৫।৩৬

**মূলানুবাদ** ।—মলয়ধ্বজ যে স্থানে তপস্যার জন্য গমন করিলেন, তথায় চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নামে তিনটী নদী প্রবাহিত ছিল। ঐ নদীগুলির পবিত্র সলিলে প্রতিদিন তিনি নিজ বাহ্য ও অভ্যন্তরের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া কন্দ, বীজ, ফল, মূল, পুষ্প, পত্র, তৃণ ও জল দ্বারা নিজ জীবিকা অর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রমে শরীরের কৃশতা সমুৎপাদক তপস্যায় রত হইলেন ॥ ৩৫।৩৬

**শ্রীধরটীকা** ।—তত্র চন্দ্রবসাদ্যা নদ্যঃ। তাসাং পুণ্যৈঃ সলিলৈরুভয়ত্র অন্তর্বহিশ্চ আত্মনো মলং ক্ষালয়ন্ তপ আস্থিত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ** ।—[ সঃ ] সমদর্শনঃ ( সমং তুল্যং তারতম্যশূন্যং দর্শনং জ্ঞানং যথাভূতঃ ) শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি ( শীতম্ উষ্ণং বাতঃ বায়ুঃ, বর্ষং বৃষ্টিশ্চ ) ক্ষুৎপিপাসে ( ক্ষুধা তৃষ্ণা চ ) প্রিয়াপ্রিয়ে ( প্রিয়ং প্রীতিকরং বস্তু গন্ধমাল্যা-দিকম্, অপ্রিয়ম্ অপ্রীতিকরং বস্তু পুরীষাদিকং, অথবা প্রিয়াপ্রিয়ে ইতি সুখদুঃখে ইত্যস্য বিশেষণং, প্রীতিবিষয়ঃ সুখং, অপ্রীতিবিষয়শ্চ দুঃখমিতি ) সুখদুঃখে ( সুখং দুঃখঞ্চ ) ইতি ( উক্তরূপাণি ) দ্বন্দ্বানি ( পরস্পরবিরোধিভূতানি যুগ্মানি ) অজয়ৎ ( জিতবান্, তদভিভবং ন প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ) ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ** ।—মলয়ধ্বজ সমদৃষ্টি হইয়া শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এই সকল দ্বন্দ্ব পদার্থকে জয় করিলেন। ( অর্থাৎ ইহার কোনও কারণেই বিচলিত হইলেন না ) ॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা** ।—অস্যতে ভূমৌ ক্ষিপ্যত ইত্যষ্টির্বীজম্ ॥ ৩৬।৩৭

**অন্বয়ঃ** ।—[ অথাস্য ব্রহ্মণি আত্মযোগমাহ তপসেত্যাদিনা ] বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ ( বিজিতাঃ পরাভূতাঃ আয়ত্তীকৃতা ইতি যাবৎ অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি, অনিলঃ প্রাণবায়ুঃ, আশয়ঃ অন্তঃকরণঞ্চ যেন তথাভূতঃ, প্রাণায়ামপ্রত্যা-হারাদিনা প্রাণবায়্বাদিকং স্বাত্মবশীকৃতবানিত্যর্থঃ ) তপসা ( তপস্যয়া ) বিদ্যয়া ( উপাসনয়া) নিয়মৈঃ যমৈশ্চ (যোগ-শাস্ত্রোক্তৈঃ ) পক্ককষায়ঃ ( বিদগ্ধকামাদিবাসনঃ ) [ সঃ ] ব্রহ্মণি ( পরমাত্মনি ) আত্মানম্ ( অন্তঃকরণং ) যুযুজে ( সমাহিতবান্ ) ॥ ৩৮

**মূলানুবাদ** ।—রাজা মলয়ধ্বজ প্রাণায়ামাদি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিয়া তপস্যা, উপাসনা, নিয়ম ও যম দ্বারা কামাদি বাসনার উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক পরব্রহ্ম বাসুদেবে অন্তঃকরণ সমাহিত করিলেন ॥ ৩৮

**শ্রীধরটীকা** ।—বিদ্যয়া উপাসনয়া পক্ককষায়ঃ দগ্ধকামাদিবাসনঃ। যুযুজে আত্মনো ব্রহ্মতাং ভাবয়ামাস। অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি অনিলঃ প্রাণঃ, আশয়শ্চিত্তং, বিজিতা অক্ষাদয়ো যেন ॥ ৩৮

আস্তে স্থাণুরিবৈকত্র দিব্যং বর্ষশতং স্থিরঃ। বাসুদেবে ভগবতি নান্যদ্বেদোদ্বহন্ রতিম্ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—[ সঃ ] স্থাণুরিব ( কাণ্ডাদিরহিতঃ বৃক্ষ ইব ) স্থিরঃ ( নিশ্চলঃ সন্ ) একত্র (একস্মিন্নেব স্থানে) দিব্যং বর্ষশতং ( দিব্যেন মানেন মিতং সংবৎসরশতং যাবৎ ) আস্তে ( তিষ্ঠতি স্ম ) [ শ্রীধরব্যাখ্যায়াং 'আস্তে স্ম বর্ষশত'মিতি মূলপ্রতীকদর্শনাৎ 'অণুরিব পরমাণুরিব আস্তে স্ম' ইত্যর্থো গম্যতে ] ভগবতি ( সর্কৈশ্বর্য্যশালিনী ) বাসুদেবে ( পরব্রহ্মরূপে বিষ্ণৌ ) রতিম্ ( অনুরাগম্ ) উদ্বহন্ ( ধারয়ন্ ) অন্যৎ ( তদতিরিক্তং বস্তু ) ন বেদ ( ন জানাতি স্ম, সর্ব্ববিষয়ব্যাবৃত্তেন অন্তঃকরণেন ভগবন্তমেব রত্যা আরাধয়ামাসেতি ভাবঃ ) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—তিনি স্থাণুর ন্যায় ( অথবা পরমাণুর ন্যায় ) একই স্থানে স্থিরভাবে দেবতার পরিমাণে শত বৎসর যাবৎ অবস্থান করিলেন। তৎকালে একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি চিত্ত সন্নিবিষ্ট করায় তাঁহার অপর বিষয়ের জ্ঞান ছিল না। ৩৯

শ্রীধরটীকা।—আস্তে স্ম বর্ষশতমিতি জ্ঞানস্য দুঃখসাধনতাং দর্শয়তি। অতএব হরৌ ভক্তিং কৃতবানিত্যাহ। বাসুদেবে রতিমুদ্বহন্ অন্যৎ দেহাদিকং ন বেদ ॥ ৩৯

শ্রীভাগবতাম্বুতবর্ষিণী।—রাজা পুরঞ্জন বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইজন্য সেই যজ্ঞের ফলে তাঁহার প্রভূতকাল স্বর্গভোগ হইল বটে, কিন্তু স্বর্গসুখেরও ক্ষয় আছে, উহা অক্ষয় নহে, ইহা নানা যুক্তি ও প্রমাণে নিশ্চিত হয়। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ সাংখ্যের 'দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ' এই কারিকাংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহার অর্থ এই যে, দৃষ্ট দুঃখনিবৃত্তির লৌকিক উপায় সমূহ যেমন অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও তারতম্য দোষে দূষিত, সেইরূপ আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপও অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও তারতম্য দোষে দূষিত, অতএব উহা গ্রহণীয় নহে। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে পশু ও বীজহিংসা আবশ্যক হয়। পশুর যেমন চেতনা আছে, ঐরূপ ব্রীহি প্রভৃতি শস্যবীজেরও চেতনা আছে, কেবল পার্থক্য এই যে, পশুসমূহ বহিশ্চেতন ও বীজসমূহ অন্তশ্চেতন, অতএব পশুসমূহকে বধ করায় যেমন পাতক হয়, ঐরূপ বীজবধেও জীবের পাতক হইয়া থাকে। সুতরাং অশ্বমেধাদি যাগের অনুষ্ঠান করিলে যেমন স্বর্গভোগের উপভোগী পুণ্য সঞ্চিত হয়, ঐরূপ সঙ্গে সঙ্গে দুঃখভোগের উপযোগী পাতকও সঞ্চিত হইয়া থাকে; তথাপি যজ্ঞক্রিয়ায় লোকের প্রবৃত্তির কারণ এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠানে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, উহা অতি অধিক পরিমাণ, তদপেক্ষা পাপের ভাগ অতি অল্প এবং স্বর্গভোগের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাতকের ফলে যে দুঃখ ভোগ হয়, তাহাও অতি অল্পমাত্র। তত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতিমিশ্র উহা একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—"মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীতস্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাম্।" অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যসম্ভার-প্রভাবে পুণ্যবান্ জীব যখন স্বর্গরূপ সুধাময় মহাহ্রদে আবগাহন করে, তখন পশুহিংসাদিজনিত পাতক হেতু যে দুঃখময় বহ্নিকণিকার তাপে উত্তপ্ত হয়, তাহা সে অনায়াসেই সহ্য করিয়া লয়, সে দুঃখ তাহার ধারণাতে আসে না। কাজেই যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সুখের ভোগ অধিক বলিয়াই উহাতে লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। গীতায় আছে—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' অর্থাৎ পুণ্যপ্রভাবে যে ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিয়াছে, তাহারও স্বর্গভোগের উপযোগী পুণ্যরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। স্বর্গভোগ কাহারও অনন্তকাল ধরিয়া হইতে পারে না, কোন না কোনও কালে তাহাকে আবার স্বর্গবিচ্যুত হইতেই হইবে। এই জন্যই পুরাণে বহুস্থলে অসুরপ্রভাবে বিদ্রুত হইয়া স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন, ইহা বর্ণিত দেখা যায়।

অতএব স্বর্গ ক্ষয়শীল বলিয়াই কিয়ংকাল স্বর্গভোগের পর পুরঞ্জন অনন্ত দুঃখসাগরে পতিত হইলেন। তাঁহার অন্য সমস্ত স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেল, নিজপত্নী পুরঞ্জনীর প্রতি অসীম স্নেহে মরণকালে যে তাঁহাকেই

ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি রমণী হইয়াই জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ ঠিক এই কথাই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে। কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥" অর্থাৎ হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন। জীব অন্তকালে যে যে বস্তু বা ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাবের বাসনায় চিত্ত বাসিত থাকায় পরজন্মে সেই সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরঞ্জনেরও ঠিক তাহাই হইল, মৃত্যুকালে তাঁহার চিত্ত একমাত্র পুরঞ্জনীর চিন্তাকেই অবলম্বন করিয়াছিল, সেই তাঁহার ধ্যান ও জ্ঞান হইয়াছিল, কাজেই মৃত্যুর পর কাজেকাজেই তাঁহাকে স্ত্রীরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। তবে বিশেষ এই হইল যে, পুরঞ্জনী পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, তাঁহাকেই অনবরত চিন্তা করিয়া পুরঞ্জন ধার্ম্মিকোত্তম বিদর্ভরাজের গৃহে ধর্ম্মভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, কোনও নিকৃষ্ট ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন না, অথবা নিজেও সেই জন্মে কোনওরূপ অধর্ম্মভাব আশ্রয় করিলেন না।

অধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মৃত্যুকালে জীব অত্যন্ত অসহনীয় দুঃখের তাড়নে মূর্চ্ছিত হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য সদ্‌বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্গভোগের পর অবশিষ্ট পুণ্যবলে সেইপ্রকার ধর্ম্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াই ধার্ম্মিকের গৃহে জন্ম লইলেন। স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্মপক্ষে বলা অনাবশ্যক, কারণ পুরুষ কর্ম্মানুসারে কখনও স্ত্রী, কখনও পুরুষ, কখনও দেবতা, কখনও মানুষ, কখনও তির্য্যগ্‌জাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে, উহা জীবের কর্ম্মফল মাত্র।

পুরঞ্জন যে সকল যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে তাঁহার স্বর্গভোগ হইয়াছিল, ইহা নারদ স্পষ্টরূপে প্রাচীনবর্হির নিকট ব্যক্ত করেন নাই, তাহার কারণ এই যে নারদ পুরঞ্জনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া প্রাচীনবর্হির বৈরাগ্য সমুৎপাদনে চেষ্টা করিতেছিলেন ও কর্ম্মকাণ্ডের যে দোষ আছে, তাহা দেখাইয়া প্রাচীনবর্হিকে কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিরত করিয়া জ্ঞানমার্গে প্রবর্ত্তিত করাই তখন তাঁহার একমাত্র কাম্য। ঐ অভিপ্রায়ের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড হইতে যে দুঃখভোগ হয়, মাত্র তাহাই দেখাইলে দৃঢ়রূপে বৈরাগ্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু প্রাচীনবর্হির সম্মুখে কর্ম্মকাণ্ড হইতে যে স্বর্গভোগের মত উৎকৃষ্ট বস্তুও উৎপন্ন হয়, ইহা প্রকাশ করিলে হয়ত তাঁহার বৈরাগ্য বাধা-প্রাপ্ত হইতে পারে, অতএব স্বর্গভোগের অংশ চাপা রাখিয়া কেবল দুঃখের অংশই নারদ ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বর্গরূপ ফলও যে দুঃখসংসৃষ্ট, ক্ষয়শীল ও তারতম্যযুক্ত, ইহা যদিও পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইলেও আপাততঃ সুখের আধিক্য জানিয়া উহার প্রতি উৎকর্ষজ্ঞান অসম্ভব নহে, এই ভাবিয়াই নারদ ঐরূপে কিয়দংশ অনুক্ত রাখিয়াছেন।

পুরঞ্জন বিদর্ভরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই বৈদর্ভীরূপে সচ্চরিত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন ও পুণ্য চরিত্র বিদর্ভরাজের সংসর্গে ও উপদেশে ক্রমেই তাঁহার উৎকর্ষ হইতে লাগিল। যখন তাঁহার বিবাহের যোগ্য বয়স হইল, তখন রাজা স্থির করিলেন যে, আমার কন্যা যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত পাত্রে ইহাকে দান করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বীর্য্যপ্রকর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ, অতএব যে রাজা বা রাজকুমার বীর্য্যপ্রকর্ষে উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকেই আমি কন্যাদান করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদর্ভরাজ ক্ষত্রিয়গণকে আহ্বান করিয়া সমবেত করিলেন এবং নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজন্যগণ চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে সম্মত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। অনন্তর পাণ্ড্যদেশের অধিপতি মলয়ধ্বজ সকলকেই পরাভূত করিলেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। তিনি বহু শত্রু পরাজয় করিয়া জগতে পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সম্প্রতিও সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া 'বীর্য্যপণা' বৈদর্ভীকে বিবাহ করিলেন, অপর রাজন্যবর্গ পরাজিত হইয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া গেলেন।

পুরঞ্জনের যেমন পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা পত্নীর ধ্যানহেতু ধার্ম্মিক বিদর্ভের ঔরসে জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ ধার্ম্মিকপ্রধান মলয়ধ্বজের সহিত তাঁহার বিবাহও হইল। প্রথমতঃ পুণ্যবান্ ভাগবতপ্রধান মলয়ধ্বজের সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল, পরে ভাগবতসঙ্গহেতু বিষ্ণুভক্তির উদ্রেক হইল এবং বৈরাগ্য ও পতিদেবতার ভজনা-প্রভাবে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-লব্ধ জ্ঞানের উদয় হওয়ার পরে তাঁহার মোক্ষ হইয়াছিল।

বিদর্ভ যে পুণ্যবান্ ছিলেন, তাহা গ্রন্থকার বিদর্ভ শব্দের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিদর্ভ শব্দের অর্থ—বিশিষ্ট দর্ভ দ্বারা অর্থাৎ কুশদ্বারা উপলক্ষিত। কর্ম্মকাণ্ড যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যে কুশের প্রয়োজন হয়, অতএব বিদর্ভ শব্দ দ্বারা কর্ম্মঠ অর্থ লাভ করা যায়, 'কর্ম্মঠ' বলিয়াই আবার তাঁহাকে রাজসিংহ অর্থাৎ রাজশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রজাপালন ও যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন।

মলয়ধ্বজ শব্দের অর্থ—মলয় পর্ব্বত দ্বারা উপলক্ষিত যে দক্ষিণদেশ আছে, তথায় ধ্বজের তুল্য অর্থাৎ প্রধান। উক্ত দেশ বিষ্ণুভক্তি-প্রধান, তথায় মহাভাগবত বলিয়াই উক্ত রাজার অত্যন্ত উৎকর্ষ ঘোষিত হইত। কেহ কেহ আবার 'মলয়ধ্বজ' শব্দে মলয়তুল্য যে সকল সাধু ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের ধ্বজের তুল্য শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, উহাতেও রাজা মলয়ধ্বজের পরম উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয়।

যাহা হউক, মলয়ধ্বজ ও বৈদর্ভী উভয়ে পরমপ্রীতি সহকারে কিছুদিন অতিসুখে দিন কাটাইলেন, পরে কাল-ক্রমে তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। ঐ কন্যাটি অলৌকিক নেত্রশোভা সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে আবার তাঁহাদের সাতটী পুত্র হইল এবং কালক্রমে তাঁহারা দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশের আধিপত্য লাভ করিয়া-ছিলেন। পূতচরিত্র পুণ্যবান্ মলয়ধ্বজের ঔরসে ও পুণ্যচরিত্রা বৈদর্ভীর গর্ভে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা সকলেই যে পুণ্যচরিত্র পিতামাতার অনুকরণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

অধ্যাত্মপক্ষে—শ্রীকৃষ্ণসেবাবিষয়ে অভিরুচিকে মলয়ধ্বজ ও বৈদর্ভীর কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত পক্ষে 'অসিতেক্ষণা' শব্দের অর্থ—অসিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন যে কৃষ্ণসেবারুচি প্রভাবে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই 'অসিতেক্ষণা' বুঝিতে হইবে। ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সর্ব্বত্র সাধু না হইলেও ব্যাসের উক্ত লেখায় ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হইতে কোনও বাধা নাই, কারণ এইরূপ প্রসিদ্ধ শিষ্টপ্রয়োগ স্থলে কদাচিৎ ব্যধিকরণ বহুব্রীহিও হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে জীবের শ্রীকৃষ্ণসেবাবিষয়ে রুচি জন্মে, পরে 'শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা ও দাস্য' এই সাতটী পবিত্রভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে। কাজেই প্রথমত কন্যার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া পরে উক্ত সাতটী ভাবকে পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত শ্রবণাদি সপ্তভাব দক্ষিণদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বলিয়াই উহাদিগকে 'দ্রবিড়ভূভুৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সখ্য ও আত্মনিবেদন রূপ ভাবদ্বয় প্রথম অবস্থায় দুষ্কর, পরে উহা স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবান্‌ই উহার উপদেশ করিবেন, এইজন্য উক্ত ভাবদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণাদি সাতটী পদার্থকেই পুত্ররূপে ও শ্রীকৃষ্ণসেবারুচিকে কন্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঐ সমস্ত পুত্রের প্রত্যেকের আবার বহুসংখ্যক পুত্র পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিল; সেই বংশ ঐরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বহুকাল যাবৎ পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিল। বৈদর্ভী ও মলয়ধ্বজের পুণ্যপ্রভাবে তাঁহাদের বংশ যে জগতে অসীম প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, ইহা সম্ভাবনা করিতে কেহই দ্বিধা করিল না।

অধ্যাত্মপক্ষে যে শ্রবণাদিকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক হইতে লীলাভেদে, অবতারভেদে ও দাস্যাদি ভাবভেদে অসংখ্য প্রকার ভাব আবির্ভাব প্রাপ্ত হইল। ঐ শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন ভাবসমূহ মন্বন্তর যাবৎ জগতে বিস্তৃত হইতে লাগিল। শ্রবণাদিকে মূলরূপে গ্রহণ করিয়া কত সম্প্রদায়, কত মত কত

নিকায় যে জগতে প্রচার লাভ করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন যে—"ভক্তিযোগা বহবো মার্গৈর্ভাবিনি ভারতে।' অর্থাৎ বহু প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া বহুবিধ ভক্তিযোগ সম্পাদন করা যাইতে পারে।

মলয়ধ্বজের কন্যা বিশুদ্ধস্বভাবা ও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার যখন বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল, তখন অগস্ত্য তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন ও অনুরূপ বর-বধূ মিলনে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। এই অগস্ত্য যে বিন্ধ্য পর্ব্বতের গুরু অগস্ত্য,ইহা নির্ণয় করা যায় না, কারণ ক্রমসন্দর্ভে দেখা যায় যে—'অগস্ত্যোঽপি তত্রত্যোঽপি মহাভাগবতঃ তত্তুল্যোঽন্যো বা কশ্চিৎ" অর্থাৎ এই অগস্ত্য মহাভাগবত মহর্ষি অগস্ত্য, অথবা তত্তুল্য অপর কোনও ব্যক্তি হইবেন। যাহা হউক, তিনি যিনিই হউন না কেন, তিনি যে মহাভাগবত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎকারণেই মলয়ধ্বজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

অধ্যাত্মপক্ষে দেখা যায় যে—অগস্ত্য শব্দের অর্থ—অগ অর্থাৎ নিজ শক্তিদ্বারা ক্রিয়ায় অসমর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ, তাহাকে যে নিজের সহিত মিলিত ও সক্রিয় করে, ঐরূপ ব্যুৎপত্তিদ্বারা অগস্ত্য শব্দে মনকে পাওয়া যায়। মলয়ধ্বজের কন্যা কৃষ্ণসেবারুচির রূপক মাত্র, অতএব মলয়ধ্বজের মন সেই কৃষ্ণসেবারুচিকে প্রাপ্ত হইল। উক্ত 'ধৃতব্রত' শব্দের অর্থ শমদমাদিরূপ ব্রতযুক্ত অর্থাৎ যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে সেবারুচি জন্মে, তাঁহার শমদমাদিগুণ থাকা একান্ত আবশ্যক, অতএব উক্ত শম-দমাদি গুণপ্রভাবেই মলয়ধ্বজ ও বৈদর্ভীর মন কৃষ্ণসেবারুচিকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কথাপক্ষে ঐ কন্যার গর্ভে অগস্ত্যের ঔরসে দৃঢ়চ্যুত নামে পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই দৃঢ়চ্যুতের আবার ইধ্মবাহ নামে পুত্র হইল, এই প্রকারে ক্রমে ঐ বংশের অভিবৃদ্ধি হইয়াছিল।

অধ্যাত্মপক্ষে দৃঢ়চ্যুত পদের অর্থ দৃঢ় অর্থাৎ সত্যলোকাদি হইতেও চ্যুত অর্থাৎ তদ্বাসনাশূন্য ; শ্রীকৃষ্ণের সেবার রুচি উৎপন্ন হইলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের প্রতি যে বিরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই দৃঢ়চ্যুত বলা হইয়াছে। ঐ বৈরাগ্য উৎপন্ন হওয়ার পর জীব সংসারকে অসার ভাবিয়া হস্তে সমিৎকুশ গ্রহণ পূর্ব্বক যে গুরুর নিকটে তত্ত্বলাভের জন্য উপস্থিত হয়, ঐ গুরুর আসক্তি বা সান্নিধ্যকেই ইধ্মবাহ আখ্য বলা হইয়াছে।

রাজর্ষি মলয়ধ্বজের যখন কৃষ্ণসেবাবিষয়ে দৃঢ় রতি উৎপন্ন হইল, তখন রাজ্য কণ্টকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, বৈষয়িক সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত অত্যন্ত ব্যর্থ মনে হইতে লাগিল, একমাত্র শ্রীভগবানের আরাধনাকেই মনুষ্য জীবনের সারবস্তু বলিয়া ধারণা করিলেন। পরন্তু রাজ্যে যে সকল প্রজা একমাত্র তাঁহাকেই রক্ষকরূপে পাইয়া নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিতেছে, তাহাদের উপেক্ষা করা উচিত নহে, তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্ম পালন না করিলে যে প্রত্যবায় হইবে, তাহার ফলে নিজেকে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, এই সকল ভাবিয়া উপযুক্ত পুত্রগণের উপর রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্য তিনি কুলাচলে গমন করিলেন।

বৈদর্ভী পতিপরায়ণা ছিলেন,পতির সঙ্গই তাঁহার সুখময় বোধ হইত, একদণ্ডও পতির শুশ্রূষা হইতে বিচ্যুত হওয়া তাঁহার পাতক বলিয়া মনে হইত। চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করে না, সেইরূপ তিনিও এ যাবৎ পতি-শুশ্রূষাপরায়ণা পতির অনুগতভাবে অবস্থান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পতিদেবতা যেমন কুলাচলে শ্রীকৃষ্ণআরাধনার জন্য সংকল্প করিয়া যাত্রা করিলেন, অমনি বৈদর্ভীও তাঁহার অনুগমন করিলেন, রাজ্য বৈভব, স্নেহময় পুত্র কন্যা ও রাজোচিত প্রমোদ জনক ভোগ্যবস্তু সমূহ তুচ্ছ করিয়া একমাত্র পাওয়াই নিজপতি মলয়ধ্বজের অনুগমন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে,উদয়ে অভ্যুদয় ও অস্তকালে অস্ত যায়,সেইরূপ পতিপরায়ণা বৈদর্ভীও মলয়ধ্বজের সহগামিনী হইয়া পতিব্রতাধর্ম্ম পালন করিলেন।

স ব্যাপকতয়াত্মানং ব্যতিবিক্তবাত্মনি। বিদ্বান্ স্বপ্ন ইবামর্শ-সাক্ষিণং বিররাম হ॥ ৪০
সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ। বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্॥ ৪১

সতীর মাহাত্ম্য এইরূপই বটে। সতী রমণী পতিকেই সর্ব্বার্থসার মনে করে, পতির সঙ্গ ছাড়িয়া সে কোনও সুখ-ভোগকেই সুখভোগ বলিয়া ভাবে না ও দুঃখভোগ করিলেও পতির সাহচর্য্যে স্বর্গাধিক সুখ অনুভব করে।

অধ্যাত্মপক্ষে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাজর্ষি মলয়ধ্বজ দক্ষিণদেশের অধিপতি ছিলেন; তিনি সমস্ত রাজ্যে বিষ্ণুভক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকেই রাজ্যের রক্ষক করিয়া দিলেন, অর্থাৎ তাঁহারই প্রযত্নে রাজ্যে যে-শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভগবদুপাসনা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তৎপ্রভাবেই সমগ্র রাজ্য বিপদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কল্যাণ লাভ করিতে থাকিল। তিনি রাজ্যে শ্রবণাদির ভূয়ঃ প্রচার দেখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে শ্রীভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া নিভৃত স্থানে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির নির্বিঘ্নতা সম্পাদনের জন্য গমন করিলেন ও মদিরেক্ষণা বৈদর্ভী তাঁহার অনুগমন করিলেন, অর্থাৎ জীব সৎসঙ্গকেই পরম উপাদেয় রূপে গ্রহণ করিলেন। এস্থলে 'মদিরেক্ষণা' শব্দের অর্থ যে, মদির অর্থাৎ আনন্দজনক ভগবদ্রূপ, তাহাকেই যিনি দর্শন করিতেছেন, অর্থাৎ পতিতেই যিনি মূর্ত্তিমান্ ভগবানের রূপ অনুভব করিতেছেন। কেহ বলেন যে, 'মাদ্যতি' এই অর্থে মদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'মৎ' এই পদ হর্ষযুক্ত অর্থ বুঝাইতেছে, 'ইরা' শব্দের অর্থ বাণী; উক্ত হর্ষযুক্ত বাণী যে বেদ, তাহাতে যিনি দৃষ্টিস্থাপন করিয়াছেন, তিনিই মদিরেক্ষণা, অর্থাৎ বেদোক্ত বিষয়কে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, কাজেই তিনি মলয়ধ্বজের অনুগমন করিয়াছিলেন।

মলয়ধ্বজ যে স্থানে তপস্যার জন্য গমন করিলেন, সে স্থান বড় মনোরম; তাহার নিকটে চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নামে তিনটী নদী সুপবিত্র সলিলরাশি বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মলয়ধ্বজ তাহার পবিত্র জলে প্রতিদিন অবগাহন করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মালিন্য দূর করিতে লাগিলেন ও ফলমূলাদিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া তপস্যায় নিজশরীর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। সুখ-দুঃখ বা শীত-উষ্ণ কিছুতেই তাঁহার কষ্ট হইত না, অনায়াসে সকলই সহ্য করিতে পারিতেন। একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া স্থিরভাবে শ্রীভগবানে অনুরাগ পোষণ পূর্ব্বক বহুকাল যাবৎ স্থাণুর ন্যায় একই স্থানে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বৈদর্ভীও সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন॥ ২৭—৩৯

অন্বয়ঃ।—[ অথাস্য শরীরাদিব্যতিরিক্তত্বেন আত্মসন্দর্শনমাহ স ব্যাপকতয়েত্যাদিনা। ] [ হে ] নৃপ। সঃ (মলয়ধ্বজঃ) সাক্ষাৎ ভগবতা (পরমৈশ্বর্য্যশালিনা) গুরুণা (গুরুরূপধারিণা) হরিণা (বিষ্ণুনা) উক্তেন (উপদিষ্টেন) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাং দিশমভিব্যাপ্য) স্ফুরতা (দীপ্যমানেন) বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন (নির্ম্মলজ্ঞানালোকেন) স্বপ্নে ইব (স্বপ্নাবস্থায়াং যথা তথা) আমর্শসাক্ষিণং (বিমর্শাখ্যায়া অন্তঃকরণবৃত্তেরপি প্রকাশকারিণম্) আত্মানং (চৈতন্যরূপম্) আত্মনি ব্যাপকতয়া (দেহাদিপ্রকাশকতয়া) ব্যতিরিক্ততয়া (দেহেন্দ্রিয়াতিরিক্তত্বেন) বিদ্বান্ (জানন্) বিররাম হ (স্পষ্টমেব সংসারাদ্ বিরতিং লেভে) [ যথা স্বপ্নে মম ইদং শিরশ্ছিন্নমিত্যাদি প্রতীতৌ শিরসঃ শরীরাবয়বস্য সম্বন্ধিতয়া আত্মা ভিন্নঃ প্রতীয়তে, তথেতি লোকপ্রসিদ্ধবস্তুনো দৃষ্টান্তত্বমিতি ]॥ ৪০-৪১

মূলানুবাদ।—হে রাজন্। রাজা মলয়ধ্বজ গুরুরূপী ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপদিষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপের সাহায্যে অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশক আত্মাকে স্বপ্নাবস্থার ন্যায় দেহাদি প্রকাশক ও দেহাদিভিন্নরূপে আত্মাতে অনুভব করিয়া সংসার হইতে দৃঢ়রূপে বিরতি লাভ করিলেন॥ ৪০।৪১

শ্রীধরটীকা।—স এবং বর্ত্তমান আত্মনি আত্মানং বিদ্বান্ অন্তর্মাত্রপরবান। কথং বিদ্বান্? ব্যতিরিক্ত-

তয়া দেহাদিব্যতিরিক্তত্বেন। কুতঃ? ব্যাপকতয়া দেহাদিপ্রকাশকত্বেন। ননু দেহাদ্যাকারো বিমর্শঃ এতৎ প্রকাশযতি, ন তু নিরাকার আত্মা, অত আহ—আমর্শস্যাপি সাক্ষিণম্। অয়ং ভাবঃ—আমর্শো নামান্তঃকরণবৃত্তিঃ, সা চ জডত্বাদাত্মপ্রকাশ্যৈবেতি। যথা স্বপ্নে মমেদং শিরশ্ছিন্নমিত্যাদিপ্রতীতৌ তদ্ব্যতিরিক্তমাত্মানং বেত্তি তদ্বৎ॥ ৪০॥ কেন বিদ্বান্? তত্রাহ। সাক্ষাদ্ধরিরেব যো গুরুস্তেনোক্তেন সর্ব্বতোমুখং যথা তথা স্ফুরতা অনবচ্ছিন্নেন জ্ঞানেন॥ ৪১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মলয়ধ্বজ সুদীর্ঘ কাল শ্রীভগবানের প্রতি রতিমান্ হইয়া অনন্যাসক্তচিত্তে সমাধি করিয়া ক্রমে আত্মদর্শনলাভ করিলেন, ফলে তাঁহার নিকট সকল বস্তুতেই শ্রীভগবানের রূপ প্রকাশ পাইল। সংসারাবস্থায় দেহ এবং আত্মার ভেদের উপলব্ধি না হওয়ায় দেহ প্রভৃতি স্থূল পদার্থকেই জীব আত্মা বলিয়া ভ্রম করে, কিন্তু যখন যোগশক্তির প্রভাবে আত্মাকে দেহভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন আর তাহার সে জ্ঞান থাকে না, তখন দেহকেই আর সে পরমার্থ বলিয়া মনে করিতে পারে না; কাজেই রাজা মলয়ধ্বজ যখন শ্রীভগবানে রতি স্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে যোগশক্তিপ্রভাবে ভগবদুপদিষ্ট মার্গের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে দেহাদি অপেক্ষা ভিন্ন ও জডদেহাদির প্রকাশক বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন আর তাঁহার বিনশ্বর সংসারে আসক্তি থাকিল না, তিনি সম্পূর্ণরূপে সংসারাসক্তি বর্জ্জন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইলেন। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি হইতে যে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম অন্তঃকরণ বা মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, উহা জড, প্রকাশময় নহে; আত্মার অতিসন্নিধানে থাকায় ঐ অন্তঃকরণ জড হইলেও প্রকাশ ও ক্রিয়াশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোনও জড বস্তুর ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারই মূলে একটা চেতন পদার্থের শক্তি পরিচালকরূপে বর্ত্তমান আছে। পথে অসংখ্য শকট চলিতেছে, উহা অচেতন জড পদার্থ হইলেও অশ্ব প্রভৃতি চেতন পদার্থের চালনায় উহার ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাষ্পীয় যান অচেতন, তাহারও ক্রিয়াশক্তি সারথি পরিচালকের সাহায্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং নির্ণয় করিতে হইবে যে, যেমন দৃষ্টস্থল সমূহে যাবতীয় অচেতন পদার্থের ক্রিয়াশক্তিই কোনও চেতন পদার্থের পরিচালন অপেক্ষা করে, সেইরূপ অদৃষ্ট বিষয় স্থলেও ঐরূপ ক্রিয়াশক্তির সাহায্যকারী এক চেতন পদার্থ আছে ইহা বুঝিতে হইবে; অতএব জডপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অচেতন অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তি কোনও চেতন পদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া হইতে পারে না বলিয়া তাহার পরিচালক আত্মা সিদ্ধ হইয়া থাকে। নৈয়ায়িককুলাচার্য্য উদয়ন 'কুসুমাঞ্জলি'গ্রন্থে ঐ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই অচেতন অদৃষ্টের পরিচালকরূপে চেতন পরমেশ্বরের সিদ্ধি করিয়াছেন। এই যুক্তিতেই বুঝিতে হইবে যে, আমর্শ অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি অপ্রকাশ ও জড হইলেও তাহার প্রকাশকারী স্বপ্রকাশ চেতন আত্মা আছেন, ঐ আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানই প্রকৃত আত্মতত্ত্বজ্ঞান। উক্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সংসারের কারণ মিথ্যাজ্ঞান আর স্থিতিলাভ করে না, কাজেই সংসারের বিলয় হইয়া যায়। শ্রীবিশ্বনাথপাদ 'আমর্শসাক্ষিণং' এই পদের অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আমর্শ অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি যাহার সাক্ষী অর্থাৎ প্রকাশক, সেই আত্মাকে জানিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা রূপশূন্য, উহাকে চক্ষুঃ দ্বারা দেখা অসম্ভব; কারণ যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করা যায় না, ইহাই দার্শনিক সিদ্ধান্ত; অতএব আত্মাকে দর্শন করিতে হইলে একমাত্র অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উহাকে দর্শন করিতে হইবে; এইজন্যই উক্তরূপ অর্থ করা হইয়াছে। বিশ্বনাথের মতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'বিশ্বতোমুখং স্ফুরতা' এই অংশটী তিনি ভগবান্ শ্রীহরির বিশেষণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার তেজ চারিদিকে প্রসৃত হইতেছে, সেই ভগবান্ হরি অর্থাৎ সন্তাপহারী বিষ্ণু গুরুরূপে যে জ্ঞানদীপের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সাহায্যেই রাজার আত্মদর্শন হইল। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ

যে মলয়ধ্বজকে উপদেশ দিবার জন্য গুরুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা এস্থলের অভিপ্রায় নহে, পরন্তু গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভগবানের যে অমূল্য উপদেশরাজি বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ উপদেশের গুরু বলিয়াই ভগবান্‌কে এস্থলে গুরুরূপী বলা হইয়াছে। অথবা গুরুর উপদেশ ব্যতীত যোগাদি কোনও কার্য্য সাফল্য লাভ করে না বলিয়া মলয়ধ্বজ তপস্যার জন্য কুলাচলে যাইয়া গুরু বলিয়া কাহাকেও আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। 'যস্তাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্মবাহস্তজো মুনিঃ' ইহার অগ্যান্য পদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলেও গুরুর শরণাগত হওয়া যে কর্ত্তব্য ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। 'সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং' ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জীব যখন সংসারানলে নানাপ্রকারে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহার স্বতঃই মনে হয় যে, এমন কি উপায় আছে, যাহা আশ্রয় করিলে আমার এই সাংসারিক ত্রিতাপজ্বালা নিবৃত্ত হইতে পারে? কে আমাকে সেই পথ বলিয়া দিবে? কে এমন করুণাময় আছে যে আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সমিৎ-কুশাদি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হয়, গুরুও তাহার তত্ত্বজ্ঞানে অভিলাষ জানিয়া তত্ত্বের উপদেশদানে তাহার ত্রিতাপজ্বালার নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকেন। অতএব মলয়ধ্বজও যে ঐরূপে সংসারের দুঃখতাপে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া গুরুর অন্বেষণ করিয়া লইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সেই গুরুও যে ভগবানেরই রূপান্তরমাত্র, তাহারও বহু প্রমাণ আছে। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে—'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুরেব মহেশ্বরঃ' অর্থাৎ গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইতে পৃথক্ নহেন। তত্ত্ববুভুৎসু শিষ্যের ঐকান্তিক আগ্রহ জানিয়া শ্রীভগবান্‌ই গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তের অভিপ্রায় পূর্ণ করেন। এইজন্যই নারায়ণকে গুরুরূপী উপদেশকরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

টীকাকার বিশ্বনাথ—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং' 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' এই দুই অংশ শ্রীভগবানের উপদেশরূপে প্রকৃত স্থানে উদ্ধৃত করিয়া ভগবানের গুরুরূপে অর্জ্জুনের নিকট উপদেশই যে উক্ত গুরুরূপী ভগবানের উপদেশ, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত গীতোক্ত ভগবদুপদেশ অনুসারেই ভগবান্‌কে গুরুরূপে কল্পনা করিয়া লইয়া মলয়ধ্বজ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ইহা বলা যাইতে পারে। মূলে যে স্বপ্নাবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বপ্নে কাহারও কাহারও এরূপ জ্ঞান হয় যে, 'আমার শির ছিন্ন হইয়াছে' 'আমার চরণ চলিতেছে না' আমার দেহ লক্ষ্য করিয়া ব্যাঘ্র বসিয়া আছে' ইত্যাদি। ঐ সকল স্থলে 'আমার শির' 'আমার চরণ' ও 'আমার দেহ' এইরূপে 'আমি' ও 'শির' প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর একটা ভেদেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। 'আমি' শব্দের অর্থ আত্মা; যদি আমি শব্দের অর্থ আত্মা ও শিরপ্রভৃতি শব্দের অর্থ দেহাবয়ব দেহ এক হইত, তবে 'আমি শির' এইরূপ প্রতীতিই হইতে পারিত। কিন্তু ইহা কাহারও স্বপ্নাবস্থায়ও হইতে দেখা যায় না। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায়ও যখন দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয় না, তখন আত্মা যে নিশ্চয়ই দেহস্বরূপ নহে, ইহা স্থির করা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ পক্ষান্তরে স্বপ্ন শব্দের অর্থ সুষুপ্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সুষুপ্তি অবস্থায় কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বেরই প্রকাশ হইয়া থাকে, ঐ অবস্থায় বাহ্য কোনও বস্তু প্রতিভাত হয় না, ঐ অবস্থাতে কেবল আত্মতত্ত্বেরই ভান হয় বলিয়া উহাকে মুক্তি অবস্থার তুল্য বলিয়া অনেক দার্শনিকই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঐ সুষুপ্তির পরে যে 'সুখমহমস্বাপ্সং' বলিয়া স্মরণ হয়, উহা দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থায় যে সুখের অনুভব প্রমাণিত হয়, তাহা নহে, সুষুপ্তি অবস্থায় সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকে না, অতএব দুঃখের অভাবকেই ঐস্থলে সুখ বলিয়া উপচার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইজন্য ঐ প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' অর্থাৎ 'আমার আত্মব্যতিরিক্ত কোন বস্তু

পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি। ঈক্ষমাণো বিহায়েক্ষামস্মাদুপররাম হ॥ ৪২
পতিং পরমধর্ম্মজ্ঞং বৈদর্ভী মলয়ধ্বজম্। প্রেম্ণা পর্য্যচরদ্ধিত্বা ভোগান্ সা পতিদেবতা॥ ৪৩

বিষয়েই জ্ঞান ছিল না' এরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। যাঁহারা আত্মাকে সুখস্বরূপ কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতে ঐ সুখকে আত্মস্বরূপ সুখ ধরিয়া লইয়াও উপপত্তি করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদিগের মত এই যে, রাজা মলয়ধ্বজ আত্মাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক ও সকলব্যাপ্য জগৎ হইতে অতিরিক্ত রূপে ও আত্মাতে অধিষ্ঠাতৃরূপে জানিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। ঐ বিষয়েই 'আমর্শসাক্ষিণং' ইহা দৃষ্টান্ত। উক্ত মতে 'আমর্শসাক্ষিন্' শব্দের অর্থ মনঃপ্রভৃতির দ্রষ্টা বা প্রকাশক। অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থায় প্রকাশমান আত্মা যেমন ব্যাপক ও দেহাদি হইতে অতিরিক্তরূপে প্রকাশিত, মলয়ধ্বজ সেই ব্যাপক ও দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে জানিয়া মিথ্যাজ্ঞানের অপসারণ পূর্ব্বক সংসারবিরতি লাভ করিলেন। শ্রুতিতে আছে যে, 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরকে জানিয়াই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, অন্যপ্রকারে নহে। যদিও মিথ্যাজ্ঞানরূপ অর্থাৎ আত্মভিন্ন বস্তুতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যাই সংসারের মুখ্যকারণ এবং উহার নিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার বিরোধী বিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞান আবশ্যক, তথাপি উক্তরূপে পরমেশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পরে জীবের স্বরূপজ্ঞানও অবশ্য উৎপন্ন হইবে। ইহা পরমেশ্বরস্বরূপ জ্ঞানের অলৌকিক মহিমা, কাজেই পরমেশ্বর জ্ঞান হইলেই যে সংসার-কারণ অবিদ্যার অবশ্যই উচ্ছেদ হইবে, ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

বস্তুতঃ মিথ্যাজ্ঞানই যে সংসারের কারণ, তাহা নহে, মিথ্যাজ্ঞানের বাসনা বা সংস্কারই সংসারের কারণ। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বাসনা মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী নিশ্চয়জ্ঞান হইতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব ঈশ্বরের তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর যখন মিথ্যাজ্ঞান-বিরোধী আত্মতত্ত্বনিশ্চয় হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের বাসনা স্থিতি লাভ করে না; সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের বাসনা জন্য সংস্কারও বিরত হয়। (গ্রন্থের বিস্তৃতি আশঙ্কায় সংক্ষেপে ইহাই মাত্র বলা গেল)॥ ৪০।৪১

**অন্বয়ঃ।**—[অথ ব্রহ্মস্বরূপতাপত্তৌ তদীক্ষণস্যাপি ব্যবধায়কত্বাৎ তদীক্ষণস্যাপি সম্পাদিতকর্ত্তব্যস্য পরিহানমাহ পর ইত্যাদিনা] [সঃ] পরে ব্রহ্মণি (নির্গুণত্বাদিধর্ম্মৈঃ জীবাপেক্ষয়া সমুৎকৃষ্টে পরমাত্মস্বরূপে) আত্মানং (জীবং, জীবাভেদমিত্যর্থঃ,) ঈক্ষমাণঃ ('ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী' ইতি সংসারিভেদপ্রতিপত্তিপূর্ব্বকং পশ্যন্নিত্যর্থঃ) তথা আত্মনি (জীবে) পরং ব্রহ্ম ঈক্ষমাণঃ (পরব্রহ্মাভেদং পশ্যন্ ইত্যর্থঃ) [অনন্তরম্] ঈক্ষাং (তাদৃশং ব্যতীহারেণ অভেদজ্ঞানং) বিহায় (পরিত্যজ্য) অস্মাৎ (সংসারাৎ) উপররাম (উপরতিং প্রাপ্তবান্) ['ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী' ইতি রূপেণ ব্রহ্মণি আত্মাভেদনির্ণয়ে 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি শ্রুতিসূচিতা শোকাদিনিবৃত্তিঃ, 'অহমেব ব্রহ্ম' ইতি আত্মনি ব্রহ্মাভেদনির্ণয়ে চ ব্রহ্মণঃ পরোক্ষতানিবৃত্তিরিতি উভয়মেব উপযুজ্যতে]॥ ৪২

**মূলানুবাদ।**—সেই রাজা পরব্রহ্মে আত্মার অভেদ ও আত্মাতে পরব্রহ্মের অভেদ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে উহাও মুক্তির অন্তরায় জানিয়া ঐ জ্ঞানও পরিত্যাগ করিলেন এবং সংসার হইতে উপরতি লাভ করিলেন॥ ৪২

**অন্বয়ঃ।**—[অথ তদবস্থায়ামপি বৈদর্ভ্যাঃ পতিসেবামাহ পতিমিত্যাদিনা] সা পতিদেবতা (পতিরেব দেবতা যস্যাঃ তথাভূতা, পতিব্রতা) বৈদর্ভী (বিদর্ভরাজদুহিতা মলয়ধ্বজস্য পত্নী) ভোগান্ (বিষয়ভোগান্) হিত্বা (পরিত্যজ্য, মনসাপি বিস্মৃত্য ইত্যর্থঃ) পরমধর্ম্মজ্ঞং (পরমোত্তমং ধর্ম্মং জানন্তং) পতিং (স্বামিনং) [এতদ-

চীরবাসা ব্রতক্ষামা বেণীভূতশিরোরুহা। বভাবুপ পতিং শান্তা শিখা শান্তমিবানলম্॥ ৪৪

অজানতী প্রিয়তমং যদোপরতমঙ্গনা। সুস্থিরাসনমাসাদ্য যথাপূর্ব্বমুপাচরৎ॥ ৪৫

যদা নোপলভেতাঙ্‌ঘ্রাবুষ্মাণং পত্যুরর্চ্চতী। আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী যথা॥ ৪৬

বিশেষণদ্বয়মেব বৈদর্ভ্যাঃ তৎসেবায়ামুপযোগপ্রদর্শনার্থমিতি ধ্যেয়ম্ ] মলয়ধ্বজং প্রেম্ণা ( প্রণয়েন, ন তু কেবলং লৌকিকধর্ম্মানুবর্ত্তনেনেতি ভাবঃ ) পর্য্যচরৎ ( সিষেবে ) [ ইতঃ প্রভৃতি চতুঃশ্লোক্যা সিদ্ধিদশাপর্য্যন্তং গুরুসেবায়াং বর্ত্তেতেতি সূচ্যতে ]॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—সেই পতিব্রতা বৈদর্ভী সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরমধর্ম্মজ্ঞ পতি মলয়ধ্বজকে অত্যন্ত প্রণয়ের সহিত ( কেবল লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্য নহে ) পরিচর্য্যা করিতেছিলেন॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—তদেবাহ—পর ইতি। ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারীতি ব্রহ্মণ্যাত্মন ঈক্ষণে শোকাদিনিবৃত্তিঃ। অহমেব ব্রহ্ম ইত্যাত্মনি ব্রহ্মণ ঈক্ষণে ব্রহ্মপারোক্ষ্যনিবৃত্তিঃ। অতো ব্যতিহারেণ ঈক্ষমাণঃ অস্মাৎ সংসারাদুপররাম। নন্বেবমপি জীবস্য কুতো ব্রহ্মত্বাপত্তিঃ, ঈক্ষণস্যৈব ব্যবধায়কত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ঈক্ষাং বিহায়। দগ্ধেন্ধনানলবৎ তস্যাঃ স্বয়মেবোপশান্তিরিতি ভাবঃ॥ ৪২।৪৩

অন্বয়ঃ।—[ তস্যা স্বামিসেবাকালে নিয়মপরিপালনমাহ চীরবাসা ইত্যাদিনা ] চীরবাসাঃ ( চীরং বাসঃ বসনং যস্যাঃ সা, চীরবসনধারিণী ) ব্রতক্ষামা ( ব্রতেন নিয়মপরিপালনেন ক্ষামা ক্ষীণশরীরা ) বেণীভূত-শিরোরুহা ( বেণীভূতাঃ সংস্কারাভাবেন একবেণীভাবং গতাঃ শিরোরুহাঃ কেশাঃ যস্যাঃ তথাভূতা ) [ সা বৈদর্ভী ] শান্তং ( উপশমং গতম্ ) অনলং ( বহ্নিম্ ) উপ ( সমীপে, উপশব্দস্য কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বয়া অনলমিত্যত্র পতিমিত্যত্র চ দ্বিতীয়াবিভক্তিঃ ) শান্তা ( শুদ্ধা ) শিখা ইব ( জ্বালেব ) পতিং ( স্বামিনং মলয়ধ্বজম্ ) উপ ( মলয়ধ্বজস্য পত্যুঃ সমীপে ) বভৌ ( শুশুভে )॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—সেই বৈদর্ভী চিরবসন পরিধান করিয়া ব্রতপালন হেতু কৃশশরীর হইয়া এবং সংস্কারের অভাবে একবেণীভাবে পরিণত কেশরাজিযুক্ত হইয়া শান্ত অনলশিখা যেমন অঙ্গারপ্রাপ্ত নির্ধূম অনলের নিকট শোভা পায়, সেইরূপ পতি মলয়ধ্বজের নিকটে শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—উপ পতিং পত্যুঃ সমীপে। যদ্বা পত্যুঃ কিঞ্চিন্মাত্রং ন্যূনা তৎসমানা সতী বভাবিত্যর্থঃ। উপোঽধিকে চেতি কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ, তদ্‌যোগে চ দ্বিতীয়া। শান্তমঙ্গারাবস্থমনলমুপ শান্তা শুদ্ধা জ্বালা যথা ভাতি তদ্বৎ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—[ অথ উপরতস্যাপি মলয়ধ্বজস্য বৈদর্ভ্যা অজ্ঞানেন সেবামাহ অজানতীত্যাদিনা ] যদা ( যস্মিন্ কালে, যাবৎকালমিত্যর্থঃ ) অঙ্গনা ( নারী সা বৈদর্ভী ) প্রিয়তমং ( সর্ব্বতঃ প্রিয়ং পতিং মলয়ধ্বজম্ ) উপরতং ( ত্যক্তদেহম্ ) অজানতী ( অবিদুষী ) [ আসীদিতি শেষঃ। তাবৎকালম্ ] সুস্থিরাসনম্ ( অচঞ্চলম্ আসনম্ ) আসাদ্য ( অবলম্ব্য এব ) যথাপূর্ব্বম্ ( অনুপরতাবস্থায়ামিব ) উপাচরাৎ ( অসেবত )॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—নারী বৈদর্ভী যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতিপ্রিয় পতি মলয়ধ্বজকে উপরত ( মৃত ) জানিতে পারিলেন না, ( ততক্ষণ পর্য্যন্ত ) স্থির আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—তদানীমপি সুস্থিরমাসনং যস্য। অত এবাজানতী যদা, তদা যথাপূর্ব্বমসেবত॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—যদা [ যস্মিন্ কালে ] অর্চ্চতী ( পত্যুঃ অঙ্‌ঘ্রিম্ অর্চ্চয়ন্তি, নুমভাবঃ আর্ষঃ ) পত্যুঃ অঙ্‌ঘ্রৌ ( চরণে ) উষ্মাণং ( জীবদেহোচিতং তাপং ) ন উপলভেত ( নোপলভে, অতীতার্থে বিধিলিঙ্‌প্রয়োগ আর্ষঃ ) [ তদা ] যথা যূথ-

আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ। স্তনাবাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা॥ ৪৭
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে ইমামুদধিমেখলাম্। দস্যুভ্যঃ ক্ষত্রবন্ধুভ্যো বিভ্যতীং পাতুমর্হসি॥ ৪৮
এবং বিলপতী বালা বিপিনেঽনুগতা পতিম্। পতিতা পাদয়োর্ভর্ত্তু রুদত্যশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥ ৪৯
চিতিং দারুময়ীং চিত্বা তস্যাং পত্যুঃ কলেবরম্। আদীপ্য চানুমরণে বিলপন্তী মনো দধে॥ ৫০

ভ্রষ্টা (স্ববর্গবিচ্যুতা) মৃগী [তথা] [সা] সংবিগ্নহৃদয়া (সংবিগ্নং উদ্বেগযুক্তং হৃদয়ং চিত্তং যস্যাঃ তথাভূতা সোদ্বেগ-চিত্তা) আসীৎ। [পতিগতপ্রাণত্বাৎ তত্র কাননে অনন্যসহায়ত্বাচ্চ প্রভূতমুদ্বেগং মনসি দধারেতি ভাবঃ] ৪৬

মূলানুবাদ।—পতির চরণ সেবা করিতে করিতে যখন তিনি তাঁহার চরণে জীবিত জনের চিহ্ন তাপ উপলব্ধি করিলেন না, তখন যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—পত্যুরঙ্ঘ্রিম্ অর্চ্চয়ন্তি যদা তস্মিন্নঙ্ঘ্রাবুষ্মাণং নাপশ্যৎ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—সা (বৈদর্ভী) দীনং (কাতরভাবাপন্নম্) অবন্ধুং (কাননে তস্যাস্তদেকসহায়তয়া বান্ধবান্তর-রহিতম্) আত্মানং (স্বং) শোচতী (সুমভাব আর্ষঃ) বিক্লবাশ্রুভিঃ (বিক্লবেন মানসবিকারেণ দুঃখরূপেণ জাতানি যানি অশ্রূণি নেত্রসলিলানি তৈঃ) স্তনৌ আসিচ্য (অভিষিচ্য) বিপিনে (তস্মিন্ কাননে) সুস্বরং প্ররুরোদ (রোদনং কর্ত্তুমারেভে)॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—বৈদর্ভী দীনভাবাপন্ন বন্ধুশূন্য নিজের বিষয়ে বহুপ্রকার শোক করিতে লাগিলেন এবং চিত্তের বৈকল্যহেতু উচ্ছ্বসিত বাষ্পধারায় স্তনদ্বয় অভিষিক্ত করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—[অথ তস্যাঃ শোকবচনান্যাহ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠেত্যাদিনা] [হে] রাজর্ষে! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ (শোক-সম্ভ্রমাদ্ দ্বিরুক্তিঃ) দস্যুভ্যঃ (দস্যুবৃত্তিমবলম্বমানেভ্যঃ) ক্ষত্রবন্ধুভ্যঃ (নিকৃষ্টক্ষত্রিয়েভ্যঃ) বিভ্যতীং (ভয়ং দধানাম্) ইমাম্ উদধিমেখলাম্ (উদধিঃ সমুদ্র এব মেখলা কাঞ্চীস্বরূপো যস্যাঃ তাং, সমুদ্রমেখলাং, বসুন্ধরামিতি শেষঃ) পাতুং (রক্ষিতুং পরিত্রাতুমিতি যাবৎ) অর্হসি। [তথা হি এতাবৎকালং তবৈব প্রভাবেণ দস্যুভ্যঃ ক্ষত্রিয়বন্ধুভ্যশ্চ বসুন্ধরায়া ভয়ং নাসীৎ, অদ্য তু ত্বদভাবেন কস্তস্যা রক্ষক ইতি ভাবঃ। পক্ষে হে শ্রীগুরো! ইমাং বসুন্ধরাং ত্বয়া প্রবর্ত্তিতাং শ্রবণাদিভক্তিং দস্যুতুল্যেভ্যঃ ভক্তিবিরোধিভাবনিবহেভ্যঃ পরিত্রায়স্ব ইতি গুরুং প্রতি শিষ্যস্যোক্তি-রিয়মিতি ভাবঃ] ৪৮

মূলানুবাদ।—হে রাজর্ষে! উঠ উঠ! দস্যু ও নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণের আক্রমণ হইতে ভীত এই সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীকে রক্ষা করা তোমার উচিত॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—অবন্ধুং পতিরহিতম্। অশ্রুভিরাসিচ্য॥ ৪৭॥ ক্ষত্রবন্ধুভ্যঃ অধার্ম্মিকক্ষত্রিয়েভ্যোঽপি॥৪৮

অন্বয়ঃ।—বিপিনে (বনে) পতিং (স্বামিনং মলয়ধ্বজম্) অনুগতা (অনুসৃতবতী) [সা] বালা (নাতি বয়স্কা স্ত্রী, এতেন তদ্দাম্পত্যাঃ ভোগলালসাযোগ্যত্বমভিব্যজ্যতে। অথবা বালা ইতি বালিকাবৎ চঞ্চলান্তঃকরণা ইত্যর্থঃ) এবম্ (উক্তরূপেণ) বিলপতী (বিলাপং কুর্ব্বতী, অত্রাপি নুমভাব আর্ষঃ) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ) পাদয়োঃ (চরণয়োঃ) পতন্তী রুদন্তী অশ্রূণী (নেত্রবাষ্পসলিলানি) আবর্ত্তয়ৎ (প্রবর্ত্তয়ামাস)॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—সেই কাননোদ্দেশে পতি মলয়ধ্বজের অনুগামিনী বালভাবা বৈদর্ভী এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে পতির চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দনপূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—[বিলাপানন্তরমস্যাঃ পত্যুরগ্নিসংস্কারপ্রবৃত্তিমাহ চিতিমিত্যাদিনা] [অথ] [সা] দারুময়ীং (কাষ্ঠময়ীং) চিতিং (চিতাং) চিত্বা (রচয়িত্বা) তস্যাং (চিতায়াং) পত্যুঃ (স্বামিনঃ) কলেবরং (দেহম্

তত্র পূর্ব্বতবঃ কশ্চিৎ সখা ব্রাহ্মণ আত্মবান্। সান্ত্বয়ন্ বল্গুনা সাম্না তামাহ রুদতীং প্রভো ॥৫১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি।

জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ ॥ ৫২

অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে। হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ ॥ ৫৩

আদীপ্য ( অগ্নিসংযোগেন প্রজ্বলিতং কৃত্বা ) বিলপন্তী ( ক্রন্দনং কুর্ব্বতী, পতিবিরহশোকাৎ, ন তু আত্মনো দেহপরিত্যাগদুঃখাদিতি ভাবঃ ) অনুমরণে ( পত্যুরিতি শেষঃ ) মনঃ দধে ( সংকল্পং কৃতবতী ) [ এষ কিল পরমোত্তমশিষ্টব্যবহারো যৎ বিযুক্তপ্রাণং শ্রীগুরোঃ শরীরং হুতাশনদগ্ধং কৃত্বা শ্রীগুরুচরণবিযুক্তস্য প্রাণধারণং তদুপদিষ্টশ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তৌ শক্তিরাহিত্যঞ্চ নিশ্চিত্য মরণে সঙ্কল্পং করোতীতি তদেবাদর্শয়িতুমযমুপক্রম ইতি গূঢ়ভাবো ব্যজ্যতে ] ॥ ৫০

মূলানুবাদ।—( কিছুকাল ক্রন্দনের পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ) বৈদর্ভী কাষ্ঠদ্বারা চিতা রচনা পূর্ব্বক তাহাতে পতির দেহ স্থাপন করিয়া অগ্নিদ্বারা উহা প্রজ্বলিত করিলেন এবং পতিবিরহদুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুমরণে সঙ্কল্প করিলেন ॥ ৫০

শ্রীধরটীকা।—অবর্ত্তয়ৎ প্রবর্ত্তয়ামাস ॥ ৪৯ ॥ তস্যাং নিধায়, অগ্নিদানেনাদীপ্য চ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—[ অথাস্য ভূতপূর্ব্বেণ কেনাপি মিত্রভূতেন ব্রাহ্মণেন সান্ত্বনমুপক্রম্য স্বীয়গুরুশোকব্যাকুলতায়াং শিষ্যস্য ভগবদ্দর্শনং ভবতীতি গূঢ়ার্থমপি ব্যঞ্জয়তি তত্রেত্যাদিনা ] হে প্রভো ! ( রাজন্ ! ) তত্র ( তস্মিন্ চিতাস্থানে ) কশ্চিৎ ( একঃ, ঈশ্বরপক্ষে অনির্ব্বচনীয়স্বরূপঃ ) পূর্ব্বতরঃ ( ভূতপূর্ব্বঃ, পক্ষে অনাদিঃ ) সখা ( বন্ধুভূতঃ ) আত্মবান্ ( সংযতচিত্তঃ, পক্ষে অন্তরাচ্ছন্নীকৃতস্বরূপযুক্তঃ ) ব্রাহ্মণঃ ( বিপ্রঃ, ব্রাহ্মণবেশধারী চ ) বল্গুনা ( প্রিয়েণ ) সাম্না ( সান্ত্বনাবাক্যেন ) রুদতীং ( বিলাপং কুর্ব্বতীং ) তাং ( বৈদর্ভীম্ ) সান্ত্বয়ন্ আহ ( কথয়ামাস ) ॥ ৫১

মূলানুবাদ।—হে রাজন্। সেই স্থানে একজন পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণ ( অনাদিসিদ্ধ আত্মবান্ ব্রাহ্মণরূপধারী পরমেশ্বর ) প্রিয় সান্ত্বনাবাক্যে রোদনতৎপরা বৈদর্ভীকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৫১

শ্রীধরটীকা।—পূর্ব্বতরঃ অনাদিরীশ্বরঃ সখা, দ্বা সুপর্ণাবিতি শ্রুতেঃ। সাম্না প্রিয়বাক্যেন সম্বোধয়ন্ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—[ তেন কথিতং বচনং প্রস্তৌতি কা ত্বমিত্যাদিনা ] [ হে ভদ্রে। ] ত্বং কা ( কিম্পরিচয়া, অসীতি শেষঃ ) [ ত্বং ] কস্য অসি ( কস্য ভার্য্যা ত্বমিতি ভাবঃ ) যস্য ( জনস্য শয়ানস্য অর্থে ) শোচসি ( শোকং করোষি ) শয়ানঃ অয়ং ( দৃশ্যমানঃ জনঃ ) বা কঃ ( কিম্পরিচয়ঃ ) যেন ( সহ ) অগ্রে ( পূর্ব্বস্মিন্ কালে ) বিচচর্থ হ ( বহুবিচরণং কৃতবতী ত্বমিতি শেষঃ ) [ ত্বং ] সখায়ং ( বন্ধুস্বরূপং ) মাং ( ব্রাহ্মণং, ব্রাহ্মণরূপধারিণং পরমেশ্বরং ) কিং জানাসি ( অবধারয়সি ? ) ॥ ৫২

মূলানুবাদ।—( হে ভদ্রে ! ) তুমি কে এবং কাহার ভার্য্যা ? তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, এই শয়ান ব্যক্তিই বা কে ? তুমি পূর্ব্বে যাহার সহিত বিচরণ করিয়াছ, আমি সেই সখা ; আমাকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না ॥ ৫২

শ্রীধরটীকা।—যস্য যং শোচসি। অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বিচচর্থ, ময়ি স্থিতয়েব সখ্যাত্তদধস্তদ্ভূতবানসি। ৫২

অন্বয়ঃ।—[ অথ বৈদর্ভীরূপস্তাং গতং পুরঞ্জনং তস্যাত্মস্বরূপতাং সখ্যং স্মারয়িতুমাহ অপীত্যাদি ] [ হে ] সখে।

হংসাবহঞ্চ ত্বঞ্চার্য্য সখায়ৌ মানসায়নৌ। অভূতামন্তরা বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥ ৫৪

স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতো গ্রাম্যমতির্মহীম্।

বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্ম্মিতং স্ত্রিয়া ॥ ৫৫

বন্ধোঃ [ প্রাক্তনপুংস্ত্বং স্মারয়িতুং বৈদর্ভ্যাঃ স্ত্রিয়া অপি সখে ইতি পুংযোগ্যসম্বোধনম্ ) অবিজ্ঞাতসখং ( ন বিজ্ঞাতঃ সখা বন্ধুর্যস্য তং, বহুব্রীহাবপি আর্ষঃ সমাসান্তঃ অৎপ্রত্যয়ঃ, অথবা বিজ্ঞাতঃ সখা বিজ্ঞাতসখ ইতি তৎপুরুষসংজ্ঞা-ভাক্‌কর্ম্মধারয়সমাসোত্তরং সমাসান্তপ্রত্যয়ঃ, ন বিদ্যতে বিজ্ঞাতসখঃ পরিজ্ঞাতঃ সখা যস্য তমিত্যর্থঃ ) আত্মানম্ অপি স্মরসি ( অপিঃ প্রশ্নে ) [ ত্বং ] মাং ( সখায়ম্, অথ চ পরমেশ্বরং ) হিত্বা ( ত্যক্ত্বা ) পদং ( স্থানম্ ) অন্বিচ্ছন্ ( অনু-সন্দধৎ ) ভৌমভোগরতঃ ( ভৌমে পার্থিবে ভোগে রতঃ আসক্তঃ সন্ ) গতঃ ( প্রস্থিতঃ )। [ ইতি চ স্মরসি ইতি অন্বয়শেষঃ ] [ অধ্যাত্মপক্ষে মাং পরমেশ্বরং হিত্বেতি প্রাচীনকর্ম্মবশতঃ সৃষ্টেঃ প্রারম্ভে ইতি ভাবঃ ] ৫৩

মূলানুবাদ।—হে সখে। তোমার একজন সখা ছিল, তাহাকে তুমি বিশেষরূপে জানিতে না, সেই অবস্থা কি তোমার মনে আছে? তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে পার্থিব ভোগে রত হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলে ॥ ৫৩

শ্রীধরটীকা।—ননু নাহমাবয়োঃ সখ্যং সহচরত্বঞ্চ জানামীতি চেৎ, তত্রাহ। যদ্যপি মাং ন জানাসি তথাপি আত্মানং ত্বাম্ অবিজ্ঞাতসখম্ অবিজ্ঞাতঃ কশ্চিন্মে সখা আসীদিত্যেবং কিং স্মরসি? সখ ইতি পুংস্ত্বনির্দ্দেশঃ প্রাক্তনপুংস্ত্বস্মরণায়। সখ্যং স্মারয়ন্ স্ববিয়োগকৃতমনর্থমাহ—হিত্বেতি সার্দ্ধৈঃ ষড্‌ভিঃ। পদং স্থানম্ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—[ অথ স্বস্য বৈদর্ভ্যাশ্চ হংসরূপতাং প্রাক্তনীং পরমাত্ম-জীবাত্মস্বরূপতাঞ্চ ব্যনক্তি হংসাবি-ত্যাদিনা ] [ হে ] আর্য্য। অহঞ্চ ( বক্তা ব্রাহ্মণঃ, পরমেশ্বরশ্চ ) ত্বঞ্চ ( বোধ্যশ্চ, জীবাত্মা চ ইত্যর্থঃ ) সহস্রপরিবৎসরান ( সহস্র-সংখ্যবান্ বর্ষান্ ব্যাপ্য, মহাপ্রলয়কালং যাবদিতি চ ) ওকঃ ( স্থানম্ ) অন্তরা বা ( বিনৈব, বাশব্দ এবার্থে ) মানসায়নৌ ( মানসং তদাখ্যং সরঃ অয়নং আশ্রয়ঃ যয়োঃ তৌ, অথ চ মানসং হৃদয়পুণ্ডরীকম্ অয়নং আশ্রয়ঃ যয়োঃ তৌ) সখায়ৌ ( পরস্পরং সখিস্বরূপৌ ) হংসৌ ( মরালৌ, অথচ শুদ্ধৌ আত্মানৌ ) অভূতাম্ (জাতৌ, অভূতামিত্যার্ষং, ব্যাকরণরীত্যা প্রকৃতে উত্তমপুরুষপ্রসঙ্গাৎ। অত্রাপি আর্য্যেতি পুংসম্বোধনং জন্মান্তরগতং পুংস্ত্বমবলম্ব্য তৎস্মার ণার্থম্। অত্র 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' ইত্যাদি শ্রুতিরধ্যাত্মপক্ষে অনুসন্ধেয়া ] ॥ ৫৪

মূলানুবাদ।—হে আর্য্য। তুমি এবং আমি সহস্র বৎসর যাবৎ গৃহশূন্য হইয়া মানস-সরোবরে ( হৃদয়-পুণ্ডরীকে ) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরস্পর বন্ধুভাবে দুইটী হংসরূপে ( আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ) অবস্থান করিয়াছিলাম ॥ ৫৪

শ্রীধরটীকা।—হংসৌ শুদ্ধৌ, মানসং হৃদয়মায়নং যয়োঃ। কথাপক্ষে মানসসরসি স্থিতৌ পক্ষিণৌ। অভূতাং জাতৌ। ওকো গৃহম্, অন্তরা বিনৈব। বাশব্দ এবার্থে। সহস্রপরিবৎসরান্ মহাপ্রলয়ং যাবৎ ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—[ হে ] বন্ধো স ত্বং গ্রাম্যমতিঃ ( গ্রাম্যে লৌকিকে সাধারণসুখে মতি যস্য সঃ; অথবা গ্রাম্যা নশ্বরসুখাসক্ত্যা নিন্দনীয়া মতিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্ ) মাং বিহায় ( পরিত্যজ্য ) মহীং ( পৃথিবীং ) গতঃ ( প্রাপ্তঃ ) [ ততঃ ] বিচরন্ ( তত্র মহ্যাং বিচরণং কুর্ব্বন্ ) কয়াচিৎ স্ত্রিয়া ( রমণ্যা, অথ চ মায়য়া ) নির্ম্মিতং ( রচিতং, সৃষ্টমিতি যাবৎ ) পদং ( স্থানং, অথ চ শরীরং ) অদ্রাক্ষীঃ ( দৃষ্টবান্ )। [ বহুকালাৎ পরং কর্ম্মবশেন ত্বং মানবশরীরং প্রাপ্তোঽসি ইতি অধ্যাত্মপক্ষে যোজনম্। কথাপক্ষে তু যথাশ্রুতমেব সম্যক্। মাং বিহায় পরমেশ্বরং বিস্মৃত্য ইত্যধ্যাত্মপক্ষার্থঃ ] ৫৫

পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্। ষট্‌কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্ ॥ ৫৬

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো।
তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ॥৫৭

বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া। শক্ত্যধীশঃ পুমানত্র প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে ॥ ৫৮

মূলানুবাদ।—হে বন্ধো! তুমি গ্রাম্যসুখ কামনায় মুগ্ধ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীতে গমন করিলে এবং তথায় বিচরণ করিতে করিতে কোনও যাত্রীজনের নির্মিত একটি স্থান দেখিতে পাইলে ॥ ৫৫

শ্রীধরটীকা।—হে বন্ধো! গ্রাম্যে সুখে মতির্যস্য। স্ত্রিয়া মায়য়া ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—[ অথ উক্তং স্থানং বিশিনষ্টি পঞ্চারামমিত্যাদিনা ] পঞ্চারামং ( পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যকাঃ অথচ পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ, আরামাঃ উপবনানি অথচ সুখলাভস্থানানি যত্র তথাভূতম্ ) নবদ্বারং ( নবসংখ্যকদ্বারযুক্তম্ অথচ নবপ্রাণচ্ছিদ্রসহিতম্ ) একপালং ( একঃ পালঃ রক্ষকঃ যত্র তথাভূতং, একেন দ্বাররক্ষকেণ সর্পরূপিণা রক্ষিতম্ অথচ একেন প্রাণেন গুপ্তমিত্যর্থঃ ) ত্রিকোষ্ঠকং ( ত্রীণি কোষ্ঠানি প্রাকারাঃ তেজোঽবন্নরূপাণি চ যত্র তথাভূতম্, প্রাকারত্রয়বেষ্টিতং তেজোঽবন্নাত্মককোষ্ঠত্রয়সমন্বিতঞ্চ ) ষট্‌কুলং ( ষট্‌কুলানি অভীষ্টবিষয়সমর্পকাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়মনাংসি চ যত্র তথাভূতম্ ) পঞ্চবিপণং ( পঞ্চ বিপণাঃ হট্টাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ যত্র তথাভূতম্ ) পঞ্চপ্রকৃতি ( পঞ্চ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতানি প্রকৃতিঃ উপাদানকারণং যত্র তথাভূতং ) স্ত্রীধবং ( স্ত্রী ধবঃ স্বামিনী যত্র অথচ স্ত্রী বুদ্ধিরেব ধবঃ পরিচালিকা যস্য তথাভূতং বুদ্ধ্যা পরিচালিতমিত্যর্থঃ। পদমদ্রাক্ষীরিতি পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ সমাপ্যঃ ) [ উক্তরূপকাণি পরতো ব্যক্তী করিষ্যন্তে স্বয়মেব ] ॥ ৫৬

মূলানুবাদ।—সেই পুরে পাঁচটী উপবন, নয়টী দ্বার, একটী দ্বাররক্ষক, তিনটী কোষ্ঠ,ছয়টি কুল, পাঁচটি ক্রয়-বিক্রয় স্থান হট্ট, পঞ্চ ভূত উপাদান কারণ আছে এবং একটি স্ত্রী তাহার অধীশ্বরী ॥ ৫৬

শ্রীধরটীকা।—পঞ্চ শব্দাদয় আরামা উপবনানি যস্মিন্। নব দ্বারাণি প্রাণচ্ছিদ্রাণি যস্মিন্। একঃ প্রাণঃ পালো যস্মিন্। ত্রীণি পৃথিব্যপ্তেজাংসি কোষ্ঠানি প্রাকারা যস্মিন্। ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়মনাংসি কুলানি অভীষ্টবিষয়সমর্পকা বণিজো যস্মিন্। পঞ্চ বিপণাঃ হট্টাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি যস্মিন্। পঞ্চ ভূতানি প্রকৃতিরুপাদানকারণং যস্য স্ত্রী বুদ্ধিরেব ধবঃ পতিঃ স্বামিনী যস্মিন্ ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—[ উক্তানামারামাদীনাং প্রকৃতং স্বরূপমুপবর্ণয়তি পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা ইত্যাদিনা ] [ হে ] প্রভো! [ তত্র ] পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থাঃ ( জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকবিষয়ীভূতাঃ শব্দাদয়ঃ ) আরামাঃ ( উপবনত্বেন আরোপিতাঃ ) প্রাণাঃ ( প্রাণচ্ছিদ্রাণি মুখনাসিকারন্ধ্রাণি ) নবদ্বারঃ ( নবসংখ্যকানি দ্বারাণি ) কোষ্ঠানি ( প্রকোষ্ঠতয়া আরোপিতানি ) তেজোঽবন্নানি ( তেজঃ আপঃ অন্নঞ্চ, শরীরস্য তেজোময়জলময়ান্নময়কোষরূপধাতবোক্তিঃ ) ইন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ( মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহশ্চেতি ষট্ ) কুলম্ ( কুলত্বেন আরোপিতঃ ) ॥ ৫৭

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! পূর্ব্বশ্লোকে যে আরাম বলা হইয়াছে, উহা শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয়ক পদার্থ, শরীরের নয়টি ছিদ্রই নবদ্বার; তেজ, অপ্ ও অন্নময় কোষই প্রকোষ্ঠ, মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহই কুল অর্থাৎ অভীষ্টবিষয়প্রাপক ॥ ৫৭

শ্রীধরটীকা।—স্বয়মেব ইমং শ্লোকং ব্যাচষ্টে—পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা ইতি। ষট্‌কুলমিতি ষট্‌কম্, একপালমিতি চ স্পষ্টার্থত্বান্ন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—[ অবশিষ্টমাহ বিপণাদিত্যাদিনা ] ক্রিয়াশক্তিঃ বিপণঃ ( হট্টঃ ) অব্যয়া ( [illegible] ) ভূত-

প্রকৃতিঃ ( ভূতান্যেব পঞ্চ ভূতান্যেব প্রকৃতিঃ উপাদানকারণম্ ) অত্র ( অস্মিন্ শরীরলক্ষণে পুরে ) প্রবিষ্টঃ ( আশ্রিতঃ ) শক্ত্যধীশঃ ( শক্তিঃ বুদ্ধিরেব অধীশা স্বামিনী নিয়মনকারিণী যস্য তথাভূতঃ বুদ্ধিপরাধীন ইত্যর্থঃ ) পুমান্ ( জীবঃ ) ন অববুধ্যতে ( ন বোধবান্ ভবতি, মুহ্যতীতি যাবৎ ) ॥ ৫৮

মূলানুবাদ।—ক্রিয়াশক্তিই উক্ত হউ, পঞ্চ ভূত, অব্যয় প্রকৃতি এই শরীররূপপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধির অধীনতা স্বীকার করায় জীব বোধশূন্য অবস্থায় মুগ্ধতা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে ॥ ৫৮

শ্রীধরটীকা।—ভূতান্যেবাব্যয়া প্রকৃতিরুপাদানং যস্য। স্ত্রীপুংমিত্যস্য ব্যাখ্যানং শক্তিরধীশা যস্য, তদ্বশঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৫৮

শ্রীভাগবতভাবামৃতবর্ষিণী।—রাজা মলয়ধ্বজ যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যখন উপরত হইলেন, তখনও বৈদর্ভী জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পরমদেবতা পতি পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই তিনি যেমন তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন। স্থিরভাবে পরিচর্য্যা করিতে থাকিয়া কিছুকাল পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামীর চরণে আর জীবিত জনের যোগ্য তাপ নাই, উহা মৃত ব্যক্তির দেহের ন্যায় শীতল হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার চেতনা হইল, তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পতিদেবতা নশ্বর পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া যোগমার্গে পরলোকগত হইয়াছেন। ইহা জানিয়া তাঁহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বন্ধুবান্ধববিহীন গভীর অরণ্যে একমাত্র পতির চরণপ্রান্তেই তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই চরণসেবা তাঁহাকে শত দুঃখেও অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিতেছিল, সে আনন্দ বুঝি তিনি স্বর্গেও পাইতেন না, সকল দুঃখ-কষ্ট তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে আত্মাকে উদ্ভাসিত করিয়া এতাবৎ কাল নিয়মের পরিপালন করিয়া আসিতেছিলেন; আজ তাঁহার সেই স্বামী তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—ইহা যে কি কঠোর ও হৃদয়বিদারক, তাহা অনুভবশীল ব্যক্তি ছাড়া কে বুঝিবে? তিনি শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা, বন্ধুশূন্য দশা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন, দরদর ধারায় শোকাশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিল। তিনি চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজর্ষি পতিদেবতা আমার। ওঠ, জাগ, আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার কোনমতেই উচিত হই-তেছে না। হে পৃথিবীর পালনকর্ত্তা! আমার কথা না ভাবিলেও তোমার পৃথিবীর কথা ভাবিয়া উঠিতে হইবে। তোমার স্নেহের পৃথিবীকে তুমি ছাড়া কে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে? শত শত দস্যুর আক্রমণে যখন পৃথিবী বিপন্ন হইবে, তখন কে তাহাকে দস্যুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ করিবে? শত শত অত্যাচারী রাজার যথেচ্ছ ব্যবহারে যখন তোমার পৃথিবী অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে, তখন কে তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া সান্ত্বনা দিবে? এই সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীর তুমি ভিন্ন আর উপযুক্ত অবলম্বন কে আছে? হে বীর! ওঠ, আমার প্রতি লক্ষ্য না করিলেও তোমার সহস্র সহস্র কোটি কোটি প্রজার মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তুমি কখনই উদাসীন থাকিতে পারিবে না। হে প্রজারঞ্জন। করুণায় একবার উঠিয়া পূর্ব্বের মত কথা কও"। বৈদর্ভী এইরূপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন, তাঁহার অশ্রুতে যেন নদী বহিয়া গেল। এই ভাবে কিছুকাল পতির চরণে পতিত হইয়া রোদন করিবার পর তাঁহার মনে হইল, ছি। ছি! এ আমি কি করিতেছি। আমার পতি যোগমার্গে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন; আমি তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইয়া কেবল তাঁহার জন্য কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছি। ইহা ত আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার পরিত্যক্ত দেহে অগ্নি সংস্কার করাই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, ঐ কার্য্য না করিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করা আমার পক্ষে প্রত্যবায়-জনক ও তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক উন্নতির প্রতিবন্ধক; অতএব রোদন পরিত্যাগ করিয়া আমার এখন তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া চারিদিক হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন এবং যথারীতি চিতা সজ্জিত করিয়া অগ্নি

সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভাবিলেন—পতিব্রতা রমণীর একমাত্র কর্ত্তব্য পতির সহমরণ বা পতির অনুমরণ। সহমরণ ত হইল না, অতএব আমি দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইব কেন? পতিব্রতা রমণী পতিকে সর্ব্বস্ব ধারণা করিয়া লয়; পতিই তাহার ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা; সেই পতি যখন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন সে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দেখে, বৃশ্চিকের দংশনে তাহার সমস্ত দেহ মন অস্থির হইয়া উঠে, তখন এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, সে আর পতির বিরহ ক্ষণকালমাত্রও সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সংসারের সুখসম্ভোগ আর তাহার ভাল লাগে না, চারিদিকের সুখভোগ্য বস্তুসমূহ বিষের মত অসহ্য বোধ হইতে থাকে। সুতরাং সতী রমণী সকল দুঃখের শান্তির জন্য পতির সহমরণ বা অনুমরণ কর্ত্তব্য মনে করিয়া তীব্র অনলশিখাকেও কুসুমাস্তরণের তুল্য কোমল, করকারাশির ন্যায় শীতল ও অমৃতের মত তৃপ্তিপদ মনে করিয়া পতির চিতায় আত্মসমর্পণ করে। পতিব্রতা বৈদর্ভীও পতি মলয়ধ্বজের অসহ্য বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া চিতায় একসঙ্গে আরোহণ করিবার মনন করিলেন। পতির দেহ চিতায় তুলিয়া দিয়া যখন তিনিও তাহাতে আত্মসমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার সম্মুখে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি কে? তোমার অভিভাবকই বা কে? তুমি দেখিতেছি রমণী, অতএব তুমি এই গভীর অরণ্যে নিঃসহায়া অবস্থায় আছ ইহা কল্পনা করা যায় না, নিশ্চয়ই তোমার কেহ রক্ষক আছে। এই যে ব্যক্তি শয়ান রহিয়াছেন, যাহার জন্য তুমি অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া শোকে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছ, ইঁনিই বা কে? তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছ, আমি তোমারই একজন বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে তুমি আমার সহিত কত বিচরণ করিয়াছ—কত ক্রীড়া করিয়াছ—সে সকল কিছুই তোমার মনে নাই কি? বাল্যকালে আমার সহিত খেলা করিতে করিতে সহসা আমাকে ত্যাগ করিয়া পার্থিব সুখভোগের লালসায় অন্য স্থান অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলে—ভোগের যোগ্য স্থানও বোধ হয় লাভ করিতে পারিয়াছিলে। তুমি এবং আমি এই দুইজনে মানস সরোবরে হংসরূপে বহুকাল ক্রীড়াসহকারে অবস্থান করিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় তুমি পরিতুষ্ট না হইয়া গ্রাম্য সুখভোগের কামনায় পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে এবং কালক্রমে একটী পুরী প্রাপ্ত হইলে। ঐ পুরী রমণীর নির্ম্মিত, তথায় পাঁচটী সুন্দর উপবন, নয়টী দ্বার, একটি দ্বাররক্ষী, তিনটী প্রকোষ্ঠ, ছয়টী কুল, পাঁচটী হট্ট ও একটী স্ত্রীলোক তাহার অধিপতি আছে।

অধ্যাত্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সহসা বৈদর্ভীর নিকটে যে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। যখন বৈদর্ভী চিতায় আত্মসমর্পন করিবেন স্থির করিলেন, তখন তাঁহার পরমেশ্বরের কথা মনে পড়িল, তিনি ভাবিলেন যে, পরমেশ্বর বলিয়া ত আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁহাকে ত আমি বন্ধু বলিয়া কখনও মানিয়া লই নাই। আমি প্রথমতঃ যে পর্য্যন্ত দেহ অবলম্বন করি নাই, সে পর্য্যন্ত তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, অদৃষ্টক্রমে তাঁহাকে পরিহার করিয়া পার্থিব সুখের প্রত্যাশায় জন্মলাভ করিয়া দেহী হইলাম, পরমেশ্বরকে ভুলিয়া গেলাম। বস্তুতঃ আমি আত্মা ও তিনি পরমাত্মা; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধির মোহে রচিত নরদেহ লাভ করিয়া গ্রাম্যসুখে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, স্বপ্নেও তাঁহার কথা ভাবিলাম না। বুদ্ধির মোহে জড়িত হইয়াই সকল বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে দূরে রহিলাম। আমি কে, আমি কাহারই বা অধীন এবং যাহার জন্য শোক করিতেছি, এই বা কে? আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অতএব ইহার জন্য শোক করা কি উচিত হইতেছে? এইরূপে নানাপ্রকার তাত্ত্বিক বিষয় তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

দেহকেই জীনিন্দিত পদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, উক্ত স্ত্রী বুদ্ধি। আমরা সৎ বা অসৎ যত কিছু কার্য্য সম্পাদন করি, তাহা হইতে পুণ্য বা পাপ নামে যে চিরস্থির সংস্কার উৎপন্ন হয়, উহা বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধি উক্ত অদৃষ্ট অনুসারে জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগের আনুকূল্য করিয়া থাকে; অতএব পুরঞ্জন যে দেহ লাভ করিয়াছিলেন, উহা বুদ্ধিই অদৃষ্ট

তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্তো দশাং পাপীয়সীং প্রভো ॥ ৫৯
ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃৎ তব। ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধো নবমুখে যয়া ॥ ৬০

দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এইজন্যই শ্লোকে 'নির্ম্মিতং স্ত্রিয়া' বলা হইয়াছে। ঐ স্ত্রীনির্ম্মিত পুরে পাঁচটী বিবরকে পাঁচটী আরাম রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বিলাসী ব্যক্তি যেমন উপবনে বিহারার্থ গমন করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয়সমূহের উপভোগ করিয়া পরম সুখ অনুভব করে—লৌকিক সুখবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ পায়, সেইরূপ জীব সংসারে জন্ম লাভ করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ বাহ্য ও আভ্যন্তর করণ সাহায্যে উপভোগ পূর্ব্বক নানা প্রকার অভিলষিত সুখের উপলব্ধি করিয়া থাকে। শব্দাদি বিষয়ই জীবের সংসার দশায় এক-মাত্র বিহার স্থান; জীব উক্ত অবস্থায় উহাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানের আলোক তাহাকে স্পর্শ করে না, বুদ্ধির প্রভাবে তাহাকে প্রকাশাবস্থা হইতে বিচ্যুত থাকিতে হয়। শরীরের নয়টী রন্ধ্রকে নয়টী দ্বার বলা হইয়াছে, উহা নগরীর বায়ু ও মলের নির্গমন ও প্রবেশের মার্গ, ইহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এইজন্যই টীকাকার শ্রীধরস্বামী উহার অর্থ বিবরণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন 'নব দ্বারাণি প্রাণচ্ছিদ্রাণি'। প্রাণকে বলা হইয়াছে 'পাল' অর্থাৎ পালক বা দ্বাররক্ষক; প্রত্যেক দ্বারেই প্রাণবায়ুর সন্নিধান রহিয়াছে, এইজন্যই এক প্রাণকেই 'পাল' বা পালক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর রূপকগুলির তাৎপর্য্য নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। এই অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের প্রথমভাগে প্রসঙ্গক্রমে আমরা অনেক রূপকান্তরের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছি, ঐ সকল রূপকের তাৎপর্য্য অনুসারে অনুক্ত কতিপয় রূপকের ভাবও সমন্বয় করা যাইতে পারে।' ৪২—১৮

অন্বয়ঃ।—[ অথ ঈদৃশদশাং প্রতি স্পষ্টং হেতুমাহ তস্মিংস্ত্বমিত্যাদিনা ] হে প্রভো। ( প্রভাবশালিন্। প্রভাবশালিনাঽপি বিজয়েন বুদ্ধেরসামান্যতাং প্রতিপাদয়িতুমিদং সম্বোধনম্ ) তস্মিন্ ( প্রাগুক্তে প্রাপ্তে পদে ) ত্বং রাময়া ( স্ত্রিয়া পুরঞ্জন্যা, পক্ষে বুদ্ধ্যা ) স্পৃষ্টঃ ( অভিভূতঃ, পক্ষে প্রচ্ছাদিতস্বরূপঃ ) রমমাণঃ ( ক্রীড়াং কুর্ব্বন্, সাংসারিকরাগং প্রবন্নিতি চ ) অশ্রুতস্মৃতিঃ ( ন শ্রুতে ব্রহ্মত্বে স্মৃতির্যস্য সঃ, শ্রুত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানমনাপ্ত ইত্যর্থঃ, ন শ্রুতা শ্রবণবিষয়ীকৃতা স্মৃতিঃ স্বজ্ঞানং যেন স ইতি কেষাঞ্চিদর্থঃ ) তৎসঙ্গাৎ ( তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ বুদ্ধেশ্চ সঙ্গাৎ সম্পর্কাৎ ) ঈদৃশীম্ ( অনুভূয়মানাং ) পাপীয়সীং ( কলুষবহুলাং ) দশাম্ ( অবস্থাং ) প্রাপ্তঃ। [ তথা হি তব স্বতঃ নাস্তি মালিন্যং, পরং নির্ম্মলদর্পণো যথা স্বসমীপস্থমলিনবস্তুপ্রতিবিম্বেন মলিন ইব প্রতীয়তে তথা ত্বং মলিনবুদ্ধিসত্ত্বসন্নিধানাদেব তথা কলুষভাবাপন্নঃ প্রতীয়স ইতি ভাবঃ ] ॥ ৫৯

মূলানুবাদ।—হে প্রভাবশালিন্। তুমি সেই স্থানে স্ত্রী ( পুরঞ্জনী ) দ্বারা অভিভূত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলে; তাহারই সম্পর্কে তুমি এই পাপবহুল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৫৯

শ্রীধরটীকা।—স্পৃষ্টঃ অভিভূতঃ। অতো ন বিদ্যতে শ্রুতে ব্রহ্মত্বে স্মৃতির্যস্য ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—[ বিস্মৃতাত্মস্বরূপস্যাস্য আত্মস্মরণং কারয়তি ন ত্বমিত্যাদিনা ] ত্বং বিদর্ভদুহিতা ( বিদর্ভস্য রাজ্ঞঃ দুহিতা কন্যা ) ন [ অসীতি শেষঃ ] অয়ং ( দৃশ্যমানঃ শয়ানো জনঃ ) বীরঃ ( বীর্য্যবান্ ) তব সুহৃৎ ( বন্ধুঃ পতিরূপেণেতি শেষঃ ) ন [ ভবতীতি শেষঃ ] ত্বং যয়া ( পুরঞ্জন্যা স্ত্রিয়া ) নবমুখে ( নবদ্বারে পুরে ) রুদ্ধঃ ( নিরুদ্ধঃ, পূর্ব্বজন্মনীতি শেষঃ ) [ তস্যাঃ ] পুরঞ্জন্যাঃ ( পুরঞ্জনস্য তব পত্নীত্বেন প্রতীতায়াঃ ) পতিঃ ( স্বামী ) ন [ ভবতীতি শেষঃ ] [ ত্বং বস্তুতঃ অবিদ্যোপহিতং চৈতন্যমসীতি ভাবঃ ] ॥ ৬০

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্।
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্ * ॥ ৬১
অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥ ৬২
যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ। দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ॥ ৬৩

মূলানুবাদ।—তুমি বিদর্ভদুহিতা নহ এবং এই শয়ান বীর তোমার পতি নহে। যে পুরঞ্জনী তোমাকে পূর্ব্বজন্মে নবদ্বার পুরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তুমিও তাহার পতি নহ॥ ৬০

শ্রীধরটীকা।—তত্ত্বমুপদিশতি—ন ত্বমিতি চতুর্ভিঃ। সুহৃৎ পতিঃ। নবদ্বারে পুরে যয়া রুদ্ধোঽসি তস্যাঃ॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—[ননু যদ্যেবং তর্হি কথং মম তথা তথা মিথ্যাপ্রতীতিস্তত্রাহ মায়েত্যাদি] ময়া হি (পরমেশ্বরেণ) এষা (নিরুক্তরূপা) মায়া সৃষ্টা (উৎপাদিতা) যৎ (যতঃ) [আত্মানং] পুমাংসং (পুংস্ত্বযুক্তং পুরঞ্জনং) মন্যসে [পূর্ব্বজন্মনীতি শেষঃ] [ইহ জন্মনি চ] সতীং (পতিব্রতাং) স্ত্রিয়ং (বৈদর্ভীরূপাং) মন্যসে (অবধারয়সি) যৎ উভয়ং (স্ত্রীপুংসয়োরন্যতররূপং) ন [ভবতীতি শেষঃ] [আবাং] হংসৌ (বিশুদ্ধৌ আত্মানৌ) অথ (অনন্তরং) নৌ (আবয়োঃ) গতিং (বক্ষ্যমাণং স্বরূপং) পশ্য (আলোচয়) [তথা হি ত্বং চৈতন্যমাত্রমেব পরং স্ত্রীত্বপুংস্ত্বাদিচিন্তা ত্বয়ি মন্মায়াকৃতমেবেতি তত্ত্বং জানীহি ইতি ভাবঃ]॥ ৬১

মূলানুবাদ।—তুমি যে নিজেকে পূর্ব্বজন্মে পুরুষরূপে ও ইহজন্মে স্ত্রীরূপে ধারণা করিয়াছ, উহা কেবল মৎসৃষ্ট মায়ার প্রভাবমাত্র। বস্তুতঃ তুমি পুরুষ বা স্ত্রী নহ, তুমি এবং আমি বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র; আমাদের স্বরূপ আমি পরে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ৬১

শ্রীধরটীকা।—পুমাংসং পূর্ব্বজন্মনি যদমন্যথাঃ, ইদানীঞ্চ সতীং শ্রেষ্ঠাং স্ত্রিয়ং যন্মন্যসে, এষা মায়া। যত উভয়মপি বস্তুতো নাস্তি, যস্মাদাবাং হংসৌ শুদ্ধৌ। নৌ আবয়োর্বক্ষ্যমাণাং গতিং স্বরূপং পশ্য॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—[জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ স্বরূপং বিবৃণ্বন্ অভেদং প্রতিপাদয়তি অহমিত্যাদিনা] ভোঃ (সম্বোধনে) অহং (পরমাত্মা) ভবান্ (জীবঃ) ত্বং (জীবঃ) অন্যঃ (মদপেক্ষয়া ভিন্নঃ) ন চ [ভবসীতি শেষঃ] অহং ত্বমেব [ইতি] বিচক্ষ্ব (সবিমর্শং পশ্য) [দার্ঢ্যার্থম্ অভিন্নস্যাপি অর্থস্য পুনঃ পুনরুক্তির্ন দুষ্যতি] [কেচিত্তু অহম্ অকোপং যথা স্যাৎ তথা বিচক্ষ্ব, 'হস্ত কোপে সমাখ্যাতং শিবে চ কুক্কুরেঽপি চ' ইতি মেদিনীকোষাৎ] কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিন ইতি যাবৎ) নৌ (আবয়োঃ) জাতু (কদাচিৎ) মনাগপি (অল্পমপি) ছিদ্রম্ (অন্তরং প্রভেদমিত্যর্থঃ) ন পশ্যন্তি (ন জানন্তি)। [তথা হি শ্রুতিস্মৃত্যাদিষু জীবাত্মপরমাত্মানোরৈক্যমেব সিদ্ধম্, অতঃ পরমাত্মনা ময়া সহ জীবাত্মনস্তব ভেদো নাল্পোঽপি বিদ্যতে ইতি ভাবঃ]॥ ৬২

মূলানুবাদ।—হে ভদ্র। আমি তোমারই স্বরূপ, তুমি আমা হইতে ভিন্ন নহ, আমি ও তুমি অভিন্ন, ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক আলোচনা কর। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা তোমার এবং আমার অল্পমাত্র ভেদও কদাপি উপলব্ধি করেন না॥ ৬২

শ্রীধরটীকা।—তত্ত্ব-পদার্থয়োশ্চিদংশেন ঐক্যমাহ। অহমেব ভবান্। উপচারং বারয়তি—ন চান্য ইতি। ব্যতিহারোপদেশ উক্তাভিপ্রায়ঃ। ছিদ্রমন্তরম্॥ ৬২

অন্বয়ঃ।—[ননু যদি অভিন্নাবেব, তৎ কথং ভবান্ সর্ব্বং জানাতি অহঞ্চ সর্ব্বং ন জানামি, মায়া

* পশ্যাবয়োরিতি পাঠো বহুষু পুস্তকেষু। (সং)

এবং স মানসো হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ। স্বস্থস্তদ্ব্যভিচারেণ নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্ ॥৬৪
বর্হিষ্মন্নেতদধ্যাত্মং পারোক্ষ্যেণ প্রদর্শিতম্।
যৎ পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

তব অধিকৃতা, অহঞ্চ মায়য়া অধিকৃত ইত্যাদিভাবপার্থক্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যথেত্যাদি] যথা পুরুষঃ আদর্শ-চক্ষুষোঃ (আদর্শে দর্পণে পরস্য চক্ষুষি চ) একম্ (অভিন্নমেব) আত্মানং (স্বীয়দেহস্বরূপং) দ্বিধাভূতং (দ্বিপ্রকারম্) অবেক্ষেত (পশ্যতি) [তথা হি পুরুষস্য একমেব শরীরং সমীপস্থে নির্ম্মলে দর্পণে প্রতিবিম্বিতং মহান্তং স্থিরং নির্ম্মলঞ্চ পুরুষঃ পশ্যতি, তদেব পুনরন্যদীয়নেত্রকনীনিকায়াং প্রতিবিম্বিতং ক্ষুদ্রম্ অস্থিরং মলিনঞ্চ আলোকয়তি ইতি ভাবদ্বৈধং প্রতিবিম্বদ্বয়স্য একবিম্বমূলকস্যাপি দৃষ্টম্ ইতি ভাবঃ] আবয়োঃ (জীবাত্মপরমাত্মনোঃ) তথৈব অন্তরং (পার্থক্যম্) [ভবতীতি শেষঃ] [তথা হি আবয়োরভেদে সত্যপি বিদ্যাবিদ্যাকৃতমেব তাদৃশং পার্থক্য-মনুসন্ধেয়মিতি ভাবঃ] ॥ ৬৩

**মূলানুবাদ।**—পুরুষ যেমন একই দেহকে দর্পণে ও পরের নেত্রতারায় দুইরূপে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায় (অর্থাৎ দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা বৃহৎ, নির্ম্মল ও স্থির এবং পরকীয় নেত্রে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা ক্ষুদ্র, মলিন ও অস্থির) সেইরূপ আমি (পরমাত্মা) ও তুমি (জীবাত্মা) এই উভয়ের পার্থক্য জানিবে। (অর্থাৎ আত্মা অবিদ্যার প্রভাবে অসর্ব্বজ্ঞ ও মায়ার অধীনতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই এক আত্মাই আবার অবিদ্যা-প্রভাবে অপ্রভাবিত অবস্থায় ঐ সকল সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে) ॥ ৬৩

**শ্রীধরটীকা।**—তর্হি কথমাবয়োরজ্ঞত্বাদিধর্ম্মভেদঃ? তত্রাহ—যথেতি। আত্মানং দেহম্ আদর্শে নির্ম্মলং মহান্তং স্থিরঞ্চাবেক্ষেত, পরস্য চক্ষুষি চ তদ্বিপরীতম্। বিদ্যাবিদ্যোপাধিকৃতো ধর্ম্মভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩

**অন্বয়ঃ।**—[অথ পূর্ব্বপ্রস্তুতোপদেশেন তস্য স্বরূপস্মরণমাহ এবমিত্যাদিনা] স মানসঃ (মানসসরোবরচারী) হংসঃ (অথ চ অন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যরূপো জীবঃ) হংসেন (মরালেন, অথচ পরমেশ্বরেণ) এবম্ (উক্ত রূপেণ) প্রতিবোধিতঃ (সমুপদিষ্টঃ) [অত এব] স্বস্থঃ (স্বভাবস্থঃ) তদ্ব্যভিচারেণ (ভগবদ্বৈমুখ্যেন) নষ্টাং (ভ্রষ্টাং হারিতামিত্যর্থঃ) স্মৃতিং (স্বরূপস্মরণম্) আপ (লেভে) [তদীয়েন উপদেশেন বিস্মৃতমাত্মস্বরূপং তস্য প্রতিবভৌ ইতি ভাবঃ। অত্র পুনঃ-শব্দেন স্মৃতিশব্দেন চ তদ্বিস্মৃতের্নাশাদিখণ্ডনং বিবক্ষিতম্] ॥ ৬৪

**মূলানুবাদ।**—এইরূপে হংস কর্ত্তৃক (পরমেশ্বর কর্ত্তৃক) মানসসরোবরচারী হংস (অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য রূপ জীব) উপদিষ্ট হইয়া স্বভাবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের হেতু যে স্মৃতি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আবার লাভ করিলেন ॥ ৬৪

**শ্রীধরটীকা।**—এবমমুনা প্রকারেণ স মানসো হংসঃ ক্ষেত্রজ্ঞো হংসেন পরমাত্মনা বোধিতঃ সন্ স্বস্থ আত্মনি স্থিতঃ সন্ চিরং ধ্যাত্মা তদ্ব্যভিচারেণ ঈশ্বরবিয়োগেন বিষয়াভিলাষবুদ্ধ্যা নষ্টা স্মৃতিম্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানং পুনঃ প্রাপ্তবান্ ॥ ৬৪

**অন্বয়ঃ।**—[পূর্ব্বোক্তস্য বৃত্তান্তস্য রূপকেণ পরমার্থতত্ত্বোপদেশপরত্বাৎ কথামাত্রবুদ্ধিং প্রতিষেদ্ধুমাহ বর্হিষ্মন্নিত্যাদি] হে বর্হিষ্মন্! (প্রাচীনবর্হি!) এতৎ পরোক্ষ্যেণ (পরোক্ষরূপেণ, প্রচ্ছন্নরূপেণেতি যাবৎ)

অধ্যাত্মম্ ( অধ্যাত্মতত্ত্বং ) প্রদর্শিতং ( প্রতিপাদিতম্ ) যৎ ( যস্মাৎ ) দেবঃ বিশ্বভাবনঃ ( বিশ্বস্রষ্টা, সকলচিন্তনীয়ো বা ) ভগবান্ ( ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরঃ ) পরোক্ষপ্রিয়ঃ ( প্রচ্ছন্নরূপেণ তৎপ্রতিপাদনেন প্রীতিমান্ ভবতীতি শেষঃ ) [ অতএব স্পষ্টতয়া অনুক্তা প্রচ্ছন্নরূপেণ ময়া তন্মোবিকৃতমিতি ভাবঃ ] ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—হে বর্হিষ্মন্! আমি এই অধ্যাত্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে প্রতিপাদন করিলাম ; তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর পরোক্ষরূপে প্রতিপাদিত বস্তু দ্বারাই পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ( প্রকাশ্যরূপে তেমন প্রীতিলাভ করেন না ) ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—কথামাত্রমিতি বুদ্ধিং বারয়তি বর্হিষ্মন্নিতি। পারোক্ষ্যেণ রাজকথামিষেণ। তত্র হেতুঃ—যদ্ যস্মাৎ। ( হে বর্হিষ্মন! প্রাচীনবর্হিঃ! এতদ্রাজকথামিষেণ আত্মকথা প্রদর্শিতা, যদ্দেবঃ শ্রীনারায়ণঃ পরোক্ষপ্রিয়ঃ সাক্ষাদাত্মজ্ঞানকথনেন তব চেতসি কথা নাযাতীতি ভাবঃ ) ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—অতঃপর সেই ব্রাহ্মণরূপী বন্ধু তাঁহাকে আরও বলিতে লাগিলেন—হে প্রভাবশালিন্! তুমি প্রভাবশালী বটে, কিন্তু অনেকের প্রভাবই রমণীর নিকট ব্যর্থ হইয়া যায় এবং তোমারও তাহাই হইয়াছিল। তুমি যখন সেই পুরে উপস্থিত হইয়া একটী সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পন্না রমণীকে দেখিতে পাইলে, তখনই তুমি তাহার বশীভূত হইয়া পড়িলে, তাহার সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই মনে রহিল না, একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার সহিত বিলাসে মগ্ন হইলে। তাহার সংসর্গে ক্রমেই তুমি বিষয়ভোগের মোহে কলুষভাব প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে ও ক্রমে তাহারই ফলে আজ তুমি নারীজন্ম লাভ করিয়াছ এবং এই শোকের কঠোর পীড়ন সহ্য করিতেছ। বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, তুমি বিদর্ভরাজের কন্যা বা মলয়ধ্বজের পত্নী নহ এবং এই যে পুরুষ ধরায় পতিত রহিয়াছেন, যাহার জন্য তুমি শোকে আত্মহারা হইয়া ক্রন্দন করিতেছ, এই বীরপ্রকৃতি রাজা মলয়ধ্বজ তোমার পতিও নহেন। পূর্ব্বজন্মে তুমি পুরঞ্জনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নবদ্বারযুক্ত পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া যে রমণীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলে, যাহার প্রণয় তোমার নিকট অলোকসামান্য প্রীতি উৎপাদন করিত, সেই পুরঞ্জনীও তোমার পত্নী নহে। আমারই মায়ায় ঐ সকল বস্তু সৃষ্ট, তাই তাহারই প্রভাবে অলৌকিক মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া তোমাকে ভ্রান্ত করিয়াছে ও নিজেকে পুরঞ্জন এবং পুরঞ্জনীকে স্বীয় স্ত্রী মনে করিয়াছ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে কিছুই নহে ; আমি পরমেশ্বর, তুমি জীব ; আমার সহিত তোমার কোনও পার্থক্য নাই।

এই স্থলে মূলে আদর্শে ( দর্পণে ) ও চক্ষুর তারায় যে দেহের বিভিন্ন প্রকার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা অভিন্ন আত্মা ও পরমাত্মার ভাবের পার্থক্য সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পুরুষ সংসারদশায় ও মোক্ষদশায় আত্মার ভাবের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া থাকে। নিজ দেহের সন্নিধানে যখন একখানি নির্ম্মল দর্পণ স্থাপিত হয়, তখন মধ্যভাগে কোনও বস্তুর ব্যবধান না থাকিলে যেমন তাহাতে শরীরের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা সুবৃহৎ, নির্ম্মল ও অচল বলিয়া মনে হয়, আবার সেই শরীরের প্রতিবিম্বই আমরা যখন পরকীয় চক্ষুর তারায় দেখিতে পাই, তখন তাহা ক্ষুদ্র ও মলিন বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধির যোগে একই আত্মা ক্ষুদ্র, মলিন ও সক্রিয় এবং উপাধিমুক্ত মোক্ষাবস্থায় বা পরমেশ্বরাবস্থায় তাহাকেই মহান্, নির্ম্মল ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া বোধ

হয়। আমি (ঈশ্বর) দেহে পরমাত্মরূপে বর্ত্তমান আছি এবং তুমি জীবরূপে বর্ত্তমান আছ, কেবল বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভাবেই আমাদের উভয়ের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপে জীব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া আত্মস্বরূপ বিষয়ে স্মরণ করিলে তাঁহার মোহ বিগত হইল।

নারদ এই বলিয়া ঘটনার উপসংহার করিবার প্রসঙ্গে বলিলেন—হে বর্হিষ্মন্। আমি যে এই পুরঞ্জন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, ইহা কেবল কথামাত্র মনে করিও না, পরোক্ষরূপে তত্ত্বোপদেশ করিবার জন্যই আমি ঐ বৃত্তান্তের অবতারণা করিয়াছি। আমি উহা স্পষ্টরূপে বলিতে পারিতাম বটে, কিন্তু পরোক্ষরূপে বস্তু প্রতিপাদন করিলে শ্রীভগবান্ তাহাতে অধিক পরিতুষ্ট হন, এইজন্যই আমি উহা পরোক্ষরূপে প্রতিপাদন করিলাম। ইহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হইবেন এবং তাহাতে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মঙ্গল হইবে॥ ৫৯—৬৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

—*০*—

## একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

### শ্রীপ্রাচীনবর্হিরুবাচ।

ভগবংস্তে বচোঽস্মাভির্ন সম্যগবগম্যতে।
কবয়স্তদ্বিজানন্তি ন বয়ং কর্ম্মমোহিতাঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—[ অথ প্রাচীনবর্হিঃ শ্রীনারদোক্তমুপাখ্যানমুখেনোক্তমধ্যাত্মতত্ত্বং সম্যগবুদ্ধা পৃচ্ছতি ভগবন্নিত্যাদিনা ] ভগবন্! অস্মাভিঃ ( ময়া, অস্মদো বহুত্বমেকত্বার্থে আনুশাসনিকং প্রতিপত্তব্যম্ ) তে ( তব, নিরুক্তমুপাখ্যানমুপাদিশতস্তত্ত্বদর্শিনো নারদস্য ইত্যর্থঃ ) বচঃ ( অষ্টাবিংশাধ্যায়পর্য্যন্তমুক্তং বচনমিত্যর্থঃ ) সম্যক্ ( প্রকৃষ্টরূপেণ ) [ উপাখ্যানবস্তুনঃ সরলতয়া অবগতত্বাৎ সামান্যতো বুদ্ধং ন তু তাত্ত্বিকতয়া ইতি সম্যক্পদতাৎপর্য্যম্ ] ন অবগম্যতে ( বুধ্যতে )। তৎ ( ভবদুক্তম্ অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রতিপাদকং বচঃ ) কবয়ঃ ( অধ্যাত্মতত্ত্ববেদিনঃ ) বিজানন্তি ( অবধারয়ন্তি )। কর্ম্মমোহিতাঃ ( কর্ম্মান্ধাঃ ) বয়ম্ ন ( অত্রাপি একত্বে বহুবচনমানুশাসনিকম্, অথবা বয়মস্মাদৃশা ইতি সামান্যতঃ কথনম্ ন বিজানীম ইতি পুরুষব্যত্যয়েনান্বয়সমাপ্তিঃ কর্ত্তব্যা )॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীপ্রাচীনবর্হি বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি আপনার বাক্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি না; উহা অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন, আমরা কর্ম্মমুগ্ধ, কাজেই আমরা বুঝিতে পারিব না॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—ঊনত্রিংশে পরোক্ষার্থ-ব্যাখ্যানেনোপসংহৃতম্। স্ত্রীসঙ্গতো ভবস্তীশসঙ্গান্মুক্তিরিতি স্ফুটম্॥ কবয়ঃ অধ্যাত্মবিদঃ॥ ১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীনারদ ঋষি প্রাচীনবর্হির নিকটে উপাখ্যানচ্ছলে যে তত্ত্বোপদেশ করিলেন, তাহা প্রাচীনবর্হি সম্যক্ ধারণা করিতে পারিলেন না, কারণ অধ্যাত্মতত্ত্ব কর্ম্মান্ধ সামান্য ব্যক্তির অবগতির বস্তু নহে। যে পর্য্যন্ত হৃদয়ের মালিন্য অপগত না হয়, সে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতে পারে না। এস্থলে লৌকিক ভাবে মলিন আদর্শ বা দর্পণ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যেমন দর্পণে যখন মালিন্য থাকে, তখন তাহাতে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, আবার যখন মার্জ্জনা করিয়া ঐ মালিন্য বিদূরিত করা হয়, তখন যে বস্তুই তাহার সম্মুখস্থ হউক না কেন—তাহারই সম্যক্ প্রতিবিম্ব ঐ দর্পণে পতিত হয়। সেইরূপ যে পর্য্যন্ত হৃদয়ের মালিন্য থাকে, সে পর্য্যন্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব কেহ উপদেশ করিলেও তাহা বোধগম্য হয় না, কিন্তু বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানাদির সাহায্যে যখন হৃদয়ের মালিন্য অপগত হয়, তখন সামান্য যত্নেই অধ্যাত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। তাই মলিনান্তঃকরণ প্রাচীনবর্হিকে দেবর্ষি নারদ অস্পষ্টভাবে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ করিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না, সুতরাং তিনি নারদের নিকট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! আপনি আমার নিকট যে কথা বলিলেন, ইহা একটী সুন্দর উপাখ্যান বটে, কিন্তু আপনার কথার ভঙ্গীতে আমি এই মাত্র বুঝিয়াছি যে,

## শ্রীনারদ উবাচ।

পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাদ্ যদ্ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্। একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্॥ ২
যোঽবিজ্ঞাতাহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ। যন্ন বিজ্ঞায়তে পুম্ভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ॥ ৩

কেবল একটী সামান্য কাহিনী বলিবার জন্যই আপনি প্রবৃত্ত হ'ন নাই। স্থানে স্থানে উক্তির বৈচিত্র্যে মনে হইয়াছে যে, এই উপাখ্যান কোনও গভীর তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই আমার নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, অথচ আমার চিত্তের নির্ম্মলতা না থাকায় এবং বিষয়মোহে অন্তঃকরণ একান্ত মুগ্ধ থাকায় আমি ঐ গভীর তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনি যদি কৃপা করিয়া ঐ গূঢ় রহস্য আমার নিকট ব্যক্ত করেন, তবেই আমি উহা কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিব এবং অজ্ঞানজনিত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। অতএব আপনি কৃপা পূর্ব্বক উহা ব্যক্ত করিয়া আমার দুঃখ দূর করুন। আপনি যাহা বলিয়াছেন, উহা কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বোধ্য বস্তু, মাদৃশ কর্ম্মমুগ্ধ ক্ষুদ্র জীব উহা কিরূপে বুঝিবে? ॥ ১

অন্বয়ঃ।—[ অথ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষঃ প্রশ্নস্যোত্তরমিতুমুপক্রমতে পুরুষমিত্যাদিনা ] যৎ ( যস্মাৎ ) [ পুরঞ্জন-পদেন নিরুক্তঃ পুরুষঃ ] আত্মনঃ ( স্বসম্বন্ধি ) একদ্বিত্রিচতুষ্পাদম্ ( একপাদযুক্তং দ্বিপাদযুক্তং ত্রিপাদযুক্তং চতুষ্পাদযুক্তং বা ) বহুপাদং ( চতুরধিকপাদযুক্তং বা ) অপাদকং ( একান্ততঃ পাদশূন্যং বা ) পুরং ( শরীরং ) ব্যনক্তি ( স্বীয়কর্ম্মানু-সারেণ প্রকটয়তি, অথবা চেতনীকরোতি ) [ তস্মাৎ ] পুরঞ্জনং ( পুরঞ্জনপদেন ময়া প্রাগভিহিতং ) পুরুষং ( পুরুষপদবাচ্যং ) বিদ্যাৎ ( জানীয়াৎ )। [ তথা হি কশ্চিৎ জীবঃ কর্ম্মানুসারেণ একপদং শরীরমন্যো দ্বিপাদং পরোঽপি ত্রিপাদম্ অপরশ্চতুষ্পাদম্ অন্যশ্চ তদধিকপাদম্ অন্যশ্চ পাদশূন্যং শরীরমারভতে, অতএব পুরং শরীরং জনয়তি কর্ম্মানুসারেণ প্রারভত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা পুরুষপদাভিধেয়ো জীব এব ময়া পুরঞ্জনপদেন উপদিষ্ট ইতি ভাবঃ। ] ॥ ২

মূলানুবাদ।—শ্রীনারদ ঋষি বলিলেন—হে প্রাচীনবর্হি! পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাই স্বীয় কর্ম্মানুসারে একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ অথবা অধিকপাদযুক্ত কিংবা সম্পূর্ণ পাদশূন্য শরীরের প্রকটন করিয়া থাকেন; এই জন্য পুরঞ্জনপদে পুরুষকেই বুঝিতে হইবে॥ ২

শ্রীধরটীকা।—ব্যনক্তি লিম্পতি, চেতনীকরোতীত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যনক্তি প্রকটয়তি। ততশ্চ স্বকর্ম্মণা পুরং জনয়তীতি পুরঞ্জনপদং ব্যাখ্যাতং ভবতি। একদ্বাদয়ঃ পাদা যস্য। ২

অন্বয়ঃ।—[ অথ রূপকেণোক্তমীশ্বরং বিবৃণোতি য ইত্যাদিনা ] যঃ তস্য ( পুরঞ্জনতয়া ব্যাখ্যাতস্য ) পুরুষস্য ( জীবস্য ) অবিজ্ঞাতাহৃতঃ ( অবিজ্ঞাতঃ আহৃতঃ ব্যাহৃতঃ কথিত ইতি যাবৎ, অবিজ্ঞাতশব্দেন উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ ) সখা [ সঃ ] ঈশ্বরঃ ( ঈশ্বরপদবাচ্যঃ )। [ নন্বু 'তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাঽবিজ্ঞাতচেষ্টিত' ইত্যনেন তস্য নাম্নঃ ক্রিয়ায়াশ্চ অবিজ্ঞাতত্বমুক্তং, তদিহ কথং সঙ্গচ্ছতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যন্নেত্যাদি ] যৎ ( যস্মাৎ ) পুংভিঃ ( অশাস্ত্রজ্ঞৈঃ পুরুষৈঃ ) নামভিঃ ক্রিয়াগুণৈর্ব্বা ন বিজ্ঞায়তে ( ন অবধার্য্যতে ) [ অসৌ ঈশ্বর ইতি শেষঃ। নামাদীনাং শাস্ত্রৈকগম্যত্বেনাশাস্ত্র-জ্ঞৈরূহিতুমশক্যত্বাৎ। অত এব অস্য ঈশ্বরস্য অবিজ্ঞাতনামক্রিয়ত্বাৎ সখিত্বেন উপদিষ্টঃ, অবিজ্ঞাতনামক্রিয়ঃ স ঈশ্বর ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩

মূলানুবাদ।—সেই পুরুষরূপ পুরঞ্জনের সখা অবিজ্ঞাতনামা ও অবিজ্ঞাতচেষ্টিত বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি ঈশ্বর; কারণ অশাস্ত্রজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তি তাঁহার নাম ও ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে পারে না॥ ৩

যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কার্ৎস্ন্যেন প্রকৃতের্গুণান্। নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রিং তত্রামনুত সাধ্বিতি ॥৪

বুদ্ধিন্তু প্রমদাং বিদ্যান্মমাহমিতি যৎকৃতম্।

যামধিষ্ঠায় দেহেঽস্মিন্ পুমান্ ভুঙ্‌ক্তেঽক্ষভির্গুণান্ ॥ ৫

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কর্ম্ম চ যৎকৃতম্। সখ্যস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তির্যথোরগঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[ অথ তেষু প্রাগুক্তেষু একপাদাদিযুক্তেষু দেহেষু মধ্যে মানুষদেহস্য নবদ্বারাদিবৈলক্ষণ্যদুক্তস্য প্রকর্ষং সূচয়তি যদেত্যা-দিনা ] যদা ( যস্মিন্ অবসরে ) পুরুষঃ ( জীবঃ ) কার্ৎস্ন্যেন ( সাকল্যেন ) প্রকৃতেঃ ( প্রধানস্য বুদ্ধিতত্ত্বোপাদানস্য, বুদ্ধিতত্ত্বরূপেণ পরিণমমানস্য ইত্যর্থঃ ) গুণান্ ( সুখদুঃখাদীন্ ) জিঘৃক্ষন্ ( গ্রহীতুমিচ্ছন্, ভবতীতি শেষঃ ) [ তদা ] তত্র ( তেষু প্রাগুক্তেষু একপাদাদিযুক্তেষু পুরেষু মধ্যে, নির্দ্ধারে সপ্তমী ) নবদ্বারং ( নবসংখ্যকানি দ্বারাণি মুখরন্ধ্রনাসারন্ধ্রাদিলক্ষণানি যস্য তথাভূতং ) দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রিং ( দ্বৌ হস্তৌ অঙ্ঘ্রী চরণৌ চ যস্য তৎ। হস্তদ্বয়যুক্তং পাদদ্বয়যুক্তঞ্চ ইত্যর্থঃ। শরীরমিতি শেষঃ ) সাধু ( প্রকৃষ্টম্ ) ইতি অমনুত ( অমন্যত ) [ তথা হি মনুষ্যদেহস্য নবদ্বারযুক্ততয়া হস্তদ্বয়পাদদ্বয়যুক্ততয়া চ সকলদেহবৈলক্ষণ্যেন সর্ব্বেন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুভোগোপযুক্তত্বাৎ তমেব দেহং সাধুং মত্বা জীবস্তদা তমেব সমাশ্রয়ত ইতি ভাবঃ। ] ॥ ৪

মূলানুবাদ।—জীব যখন প্রকৃতির সুখ-দুঃখাদি গুণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে অভিলাষী হ'ন, তখন তিনি নবদ্বার, হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়যুক্ত মনুষ্যদেহকেই উক্ত দেহগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন ( এবং উক্ত দেহকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন ) ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—অবিজ্ঞাতশব্দেন আহূতঃ ব্যাহৃতঃ উক্তো যঃ স ঈশ্বরঃ, অবিজ্ঞাতনামনিরুক্তিঃ। যদ্‌যস্মাৎ পুম্ভির্নামাদিযোগেন ন বিজ্ঞায়তে ॥ ৩ ॥ তত্র তেষু পুরেষু মধ্যে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—[ অথ পুরঞ্জনস্য প্রমদাং তত্ত্বতো বিবৃণোতি বুদ্ধিমিত্যাদিনা ] প্রমদাম্ ( প্রমদারূপেণ প্রাগুপদিষ্টাং স্ত্রিয়ং ) বুদ্ধিং ( বুদ্ধিতত্ত্বম্, অবিদ্যামিত্যর্থঃ ) বিদ্যাৎ ( জানীয়াৎ ) মমাহমিতি ( মম অহমিত্যাকারকং জ্ঞানং, অহঙ্কারতত্ত্বমিতি বা ) যৎকৃতং ( যয়া বুদ্ধ্যাখ্যয়া অবিদ্যয়া কৃতং উৎপাদিতম্ ভবতীতি শেষঃ ) [ অন্যদপি বৈশিষ্ট্যমাহ যামিত্যাদিনা ] যাং ( বুদ্ধিম্ ) অধিষ্ঠায় ( অধিষ্ঠানরূপেণ অঙ্গীকৃত্য, স্বামিতয়া স্বীকৃত্য ইতি বা ) পুমান্ ( জীবঃ ) অস্মিন্ দেহে ( মানবশরীরে, মনুষ্যদেহাবচ্ছেদেনেত্যর্থঃ ) অক্ষভিঃ ( অক্ষৈঃ, ইন্দ্রিয়ৈরিত্যর্থঃ। অক্ষৈরিতি বক্তব্যে অক্ষভিরিত্যার্ষম্, অক্ষশব্দসমানার্থকঃ কশ্চিদক্ষন্ শব্দমিতি কেচিত্তপাদকা ব্যাহরন্তি) গুণান্ ( প্রকৃতেঃ সুখদুঃখাদীন্ গুণান্ ) ভুঙ্‌ক্তে ( অনুভবতি ) [ বুদ্ধিসহকারং বিনা পুরুষস্য সুখদুঃখাদিভোগসামর্থ্যশূন্যত্বাৎ তদধিষ্ঠানেনৈব তস্য প্রকৃতিগুণভোগ ইতি দর্শনম্। ] ॥ ৫

মূলানুবাদ।—যে-বুদ্ধিতত্ত্ব বা অবিদ্যা হইতে জীবের মমাকার এবং অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যাহাকে অধিষ্ঠানরূপে অবলম্বন করিয়া জীব এই দেহে ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা প্রকৃতির সুখদুঃখাদি গুণরাজি ভোগ করিয়া থাকেন, সেই বুদ্ধি বা অবিদ্যাকেই আমার কথিত প্রমদা বলিয়া জানিবে। ৫

অন্বয়ঃ।—[ অথ 'ভৃত্যৈর্দশভিরায়াস্তী'মিত্যনেনোপদিষ্টান্ ভৃত্যান্ নির্দ্দিশতি সখায় ইত্যাদিনা ] ইন্দ্রিয়গণাঃ ( জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ) সখায়ঃ ( ভৃত্যরূপেণ বর্ণ্যন্তে, ভৃত্যানামপি ইষ্টকার্য্যকারিতয়া সখিত্বোক্তির্নিরস্তা ভবতি ইতি মন্তব্যম্ ) জ্ঞানং ( চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাদিকং ) কর্ম্ম চ ( বচনাদিকঞ্চ ) যৎকৃতং ( যৈঃ চক্ষুরাদিভিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ বাগাদিভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ কৃতম্ উৎপাদিতম্, চাক্ষুষাদৌ চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বচনাদৌ বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রি-

বৃহদ্বলং মনো বিদ্যাদুভয়েন্দ্রিয়নায়কম্। পঞ্চালাঃ পঞ্চ বিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্॥ ৭
অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিশ্নগুদাবিতি। দ্বে দ্বে দ্বারৌ বহির্যাতি যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ॥ ৮

যাণাঞ্চ করণত্বাৎ) তদ্বৃত্তয়ঃ (তেষাম্ ইন্দ্রিয়গণানাং চক্ষুরাদীনাং বাগাদীনাঞ্চ বৃত্তয়ঃ সন্নিকর্ষাঃ) সখ্যঃ ('ঐকৈকশত-নায়কৈ'রিত্যনেন সূচিতা ইত্যর্থঃ) পঞ্চবৃত্তিঃ (পঞ্চ প্রাণাপানসমানোদানব্যানলক্ষণাঃ বৃত্তয়ঃ যস্য তথাভূতঃ) প্রাণঃ (প্রাণবায়ুঃ) যথা উরগঃ (সর্প ইব) [ তথা হি পূর্ব্বং যঃ পঞ্চশিরাঃ সর্পঃ দ্বাররক্ষকতয়া উপদিষ্টঃ, স পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণবায়ুরেব নান্য ইতি ভাবঃ ]॥ ৬

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বে যে দশটী ভৃত্যরূপী সখার কথা বলিয়াছি, উহারা জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ ; যাহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম উৎপাদিত হইয়া থাকে, উহার বৃত্তিসমূহই সখী বা নায়িকা। প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণবায়ুই পূর্ব্বোক্ত পুররক্ষক পঞ্চশিরা সর্প॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—অক্ষভিরিন্দ্রিয়ৈঃ॥ ৫ ॥ পঞ্চবৃত্তিত্বাৎ পঞ্চশিরাঃ সর্প ইব প্রাণঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—['একাদশ মহাভটা' ইত্যনেন মহাভটস্য কস্যচিদেকাদশসংখ্যাপূরকত্বমুক্তং, তস্যৈব প্রকৃতং স্বরূপং নির্ব্বক্তি বৃহদ্বলমিত্যাদিনা ] বৃহদ্বলং (বৃহৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপদশভটাপেক্ষয়া মহত্তরং বলং সামর্থ্যং তদুভয়-পরিচালকতয়া যস্য তথাভূতং, মহাভটতয়া নিরুক্তমিত্যর্থঃ) উভয়েন্দ্রিয়নায়কং (জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়পরিচালকং) মনঃ (মনোরূপমহঙ্কারতত্ত্বসমুদ্ভূতমন্তঃকরণং) বিদ্যাৎ। পঞ্চ বিষয়াঃ (ভোগ্যাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ) পঞ্চালাঃ (পঞ্চালদেশপদবাচ্যাঃ, পঞ্চালদেশরূপেণ আরোপিতা ইতি বা) যন্মধ্যে (যেষাং পঞ্চালানাং শব্দাদিবিষয়াণাং মধ্যে) নবখং (নবানি নবসংখ্যকানি খানি দ্বারাণি রন্ধ্রাণি ইত্যর্থঃ, যস্য তথাভূতং) পুরং (শরীরং) [ বর্ত্তত ইতি শেষঃ। দেহস্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা বিষয়ৈকাধিষ্ঠিতত্বাদিতি ভাবঃ ]॥ ৭

মূলানুবাদ।—দশটী ভৃত্যের পরিচালক মহাভট বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক মহাশক্তিসম্পন্ন মন। শব্দাদি পঞ্চ বিষয় পঞ্চালদেশ, যাহার মধ্যে সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা নবদ্বারযুক্ত শরীর অধিষ্ঠান করিয়া থাকে।॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—একাদশ মহাভটা ইত্যনেন একাদশো মহাভটো নায়ক ইত্যুক্তঃ, তং দর্শয়তি। বৃহৎ বলং যস্য তৎ মনঃ। নব খানি দ্বারাণি যস্য॥ ৭

অন্বয়ঃ।—['বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখ' ইত্যনেন সূচিতমর্থং সমাসেন প্রতিপাদয়তি অক্ষিণী ইত্যাদিনা ] অক্ষিণী (চক্ষুর্দ্বয়ং) নাসিকে (নাসিকাদ্বয়ং) কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়ং) মুখং (বাগ্রসনাভেদেন অত্রাপি দ্বারদ্বয়মুপপাদিতং শ্রীধরেণ। বিশ্বনাথস্তু দ্বে দ্বে দ্বারৌ ইত্যত্র একৈকা চ দ্বাঃ ইত্যুক্তবান্) শিশ্নগুদৌ (উপস্থগুহ্যদ্বারে) ইতি (উক্তরূপে) দ্বে দ্বে দ্বারৌ [ মনুষ্যদেহে তু ইতি শেষঃ ] যঃ (আত্মা) তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ (তৈঃ উক্তরূপৈঃ অক্ষাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সংযুতঃ দেহদ্বারেণ যুক্তঃ) [ সঃ ] [ তাভিঃ দ্বার্ভিঃ ) বহিঃ (বহির্বিষয়ান্) যাতি (উপালভতে)॥ ৮

মূলানুবাদ।—(শরীরে) চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, এবং উপস্থ ও মলদ্বার এই দুইটী দুইটী দ্বার আছে। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত জীব ঐ দ্বার সাহায্যে বহির্গমন করিয়া থাকেন॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—দ্যুমৎসখ ইত্যাদেরর্থং সংক্ষেপেণাহ। যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ স আত্মা তাভির্দ্বার্ভি র্বহির্যাতীতি॥ ৮

অক্ষিণী নাসিকে আস্যমিতি পঞ্চ পুরঃ কৃতাঃ।
দক্ষিণা দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরা চোত্তরঃ স্মৃতঃ ॥ ৯

পশ্চিমে ইত্যধোদ্বারৌ গুদং শিশ্নমিহোচ্যতে।
খদ্যোতাবির্ম্মুখী চাত্র নেত্রে একত্র নির্ম্মিতে।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুষেশ্বরঃ ॥ ১০

নলিনী নালিনী নাসে গন্ধঃ সৌরভ উচ্যতে।
ঘ্রাণোঽবধূতো মুখ্যাস্যং বিপণো বাগ্রসবিদ্রসঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[ পুরস্য পূর্ব্বভাগে দ্বারপঞ্চকমুক্তং তদিদানীং বিশিনষ্টি অক্ষিণী ইত্যাদিনা ] অক্ষিণী নাসিকে আস্যং ( মুখম্ ) ইতি পঞ্চ ( সমষ্ট্যা পঞ্চসংখ্যকাঃ ) [ দ্বার ইতি শেষঃ ] পুরঃ ( পূর্ব্বভাগে ) কৃতাঃ। [ তথা হি পুরস্য পূর্ব্বভাগে যৎ দ্বারপঞ্চকমুক্তং তৎ মুখ-চক্ষুর্দ্বয়-নাসিকাদ্বয়রূপং রন্ধ্রপঞ্চকং শরীরান্তর্বর্ত্তি ইতি জ্ঞেয়ম্ ] দক্ষিণঃ ( দক্ষিণভাগবর্ত্তী ) কর্ণঃ দক্ষিণা ( যাম্যদিগ্‌বর্ত্তিনী দ্বার ইতি শেষঃ ) উত্তরশ্চ ( বামদিগ্‌বর্ত্তী কর্ণশ্চ ) উত্তরা ( উত্তরদিগ্‌বর্ত্তিনী দ্বাঃ ) স্মৃতঃ ( কথিতঃ, উদ্দেশ্যপদস্য পুংত্বাৎ পুংত্বম্ ) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত পুরের পূর্ব্বভাগে যে পাঁচটী দ্বার বলা হইয়াছে, উহারা দুইটী চক্ষু, দুইটী নাসিকা ও মুখ এই পাচটী রন্ধ্ররূপ জানিবে। দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণ দ্বার ও বামকর্ণ উত্তর দ্বার বলা হইয়াছে॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—পুরঃ পূর্ব্বভাগে কৃতাঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[ পুরস্য পশ্চিমে ভাগে দ্বারদ্বয়মুক্তং তদিদানীং বিশিনষ্টি পশ্চিমে ইত্যাদিনা ] ইহ ( অস্মিন্ মন্ত্রক্তে উপাখ্যানে ) গুদং ( গুহ্যদ্বারং ) শিশ্নম্ ( উপস্থঃ ) পশ্চিমে ( পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তিন্যৌ ) অধো দ্বারৌ ( অধোভাগস্থে দ্বারৌ ) ইতি উচ্যতে ( কথ্যতে, অতীতসামীপ্যে লট্ ) [ তথাহি পশ্চিমভাগস্থং যৎ দ্বারদ্বয়মুক্তং, তৎ গুদশিশ্নরূপমধোরন্ধ্রদ্বয়-মেব নান্যৎ কিমপি ইতি ভাবঃ। ] অত্র ( অস্মিন্ পুরে ) খদ্যোতাবির্মুখী চ ( খদ্যোতা খদ্যোতবদল্পপ্রকাশা আবির্মুখী বহুপ্রকাশা চ দ্বারৌ ইতি শেষঃ। ) একত্র নির্ম্মিতে ( রচিতে ) নেত্রে ( বামচক্ষুর্দ্দক্ষিণচক্ষুরন্ধ্ররূপে ) ঈশ্বরঃ ( পুরঞ্জনঃ আত্মা ) তাভ্যাং ( চক্ষুরন্ধ্রাভ্যাং দ্বারাভ্যাং ) বিভ্রাজিতং ( প্রকাশিতম্ ) রূপং ( রূপাখ্যং বিষয়ং ) চক্ষুষা ( চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ ) বিচষ্টে ( অনুভবতি )॥ ১০

মূলানুবাদ।—এই শরীরে যে গুহ্যদ্বার ও শিশ্ন ( উপস্থ ) নামে অধোভাগে দুইটী রন্ধ্র আছে, উহা পুরের পশ্চিম ভাগের দুইটী দ্বার বলিয়া বলা হইয়াছে। খদ্যোতা অর্থাৎ অল্পপ্রকাশ, আবির্মুখী অর্থাৎ বহুপ্রকাশ নামে যে দুইটী দ্বারের কথা বলা হইয়াছে, উহা একই মুখাবয়বে নির্ম্মিত নেত্ররন্ধ্রদ্বয়। পুরঞ্জন অর্থাৎ আত্মা উহার সাহায্যে প্রকাশিত রূপাখ্যবিষয় চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিয়া থাকেন॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—নেত্রে ইতি রূপমিতি চক্ষুষেতি চ খদ্যোতাদীনাং ব্যাখ্যানম্। শেষোঽনুবাদঃ। ঈশ্বরঃ পুরঞ্জনঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—[ অথ নলিন্যাখ্যাং নালিন্যাখ্যাঞ্চ দ্বারং বিশিনষ্টি নলিনীত্যাদিনা ] নলিনী ( নলিনাখ্যং দ্বারং ) নালিনী ( নালিন্যাখ্যং দ্বারং ) নাসে ( নাসারন্ধ্রে ) গন্ধঃ ( গন্ধাখ্যঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো বিষয়ঃ ) সৌরভঃ ( সৌরভাখ্যো বিষয়ঃ, তদাখ্যো দেশ ইত্যর্থঃ ) উচ্যতে ( অনন্তরমুক্ত ইত্যর্থঃ, অত্রাপি ভূতসামীপ্যে লট্ ) অবধূতঃ

( অবধুনোতি কম্পযতি ইতি অবধূতঃ বাযুঃ, তদাত্মকেনোচ্ছ্বাসেন সহ একস্থানত্বাৎ ঘ্রাণোঽপ্যবধূত উচ্যতে) ঘ্রাণঃ। মুখ্যা ( মুখ্যানামনিবক্তপূর্ব্বা দ্বাঃ ) আস্যং ( মুখং ) [ 'রসজ্ঞবিপণান্বিত' ইত্যুক্তং বিশিনষ্টি বিপণ ইত্যাদিনা ] বিপণঃ বাক্ ( বাগিন্দ্রিযম্ ) রসবিৎ ( রসজ্ঞঃ ) রসঃ ( রসনেন্দ্রিযম্ ) [ আর্ষত্বান্ন চ্ছন্দোভঙ্গঃ ] ॥ ১১

**মূলানুবাদ**।—নাসিকারন্ধ্রদ্বযকেই নলিনী ও নালিনী নামক দুইটী দ্বার, ঘ্রাণগ্রাহ্য গন্ধনামক বিষযকে সৌরভনামক দেশ, ঘ্রাণকে অবধূত, মুখকে মুখ্যানামক দ্বার, বাগিন্দ্রিযকে বিপণ ও রসনেন্দ্রিযকে রসজ্ঞ বলা হইযাছে ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা**।—নাসে ইতি ব্যাখ্যা। অবধুনোতীতি অবধূতো বাযুঃ, তদাত্মকেনোচ্ছ্বাসেন সহৈকস্থানত্বাৎ ঘ্রাণোঽবধূতঃ। আস্যমিতি ব্যাখ্যা। রসজ্ঞবিপণান্বিত ইত্যত্র রসজ্ঞশব্দনির্দ্দিষ্টস্য রসবিদিত্যনুবাদঃ। রস ইতি ব্যাখ্যা, রসনেন্দ্রিযমিত্যর্থঃ। বিপণো বাগ্রসবিদ্রস ইত্যেব পাঠঃ। আর্ষত্বান্ন দোষশ্ছন্দোভঙ্গে ॥ ১১

**শ্রীভাগবতভাবামৃতবর্ষিণী**।—রাজা প্রাচীনবর্হি যখন দেবর্ষি নারদের নিকট নিজ অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, তখন নারদ করুণাপরবশ হইযা তদীয প্রশ্নের উত্তরদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হির জ্ঞানোৎপাদনের জন্য আসিযাছেন, কাজেই যে কোনও উপাযে তাঁহার জ্ঞান উৎপাদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিতৃপ্তি হইবে কেন? অতএব নারদ স্বচ্ছন্দচিত্তে স্পষ্টরূপে নিজ কথিত বিষযের বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

নারদ বলিলেন—হে মহারাজ! এ জগতে জীবগণের মধ্যে যে যেরূপ কার্য্য করে, সে সেই কার্য্যের অনুরূপ ফল পাইযা থাকে। কার্য্য দুই প্রকার, পুণ্য কার্য ও পাপকার্য্য; যে কার্য্য করিলে পুণ্য হয, তাহাকে পুণ্যকার্য্য বলে, আর যে কার্য্য করিলে পাপ জন্মে, তাহাকে পাপকার্য্য বলে। এই পুণ্যকার্য্য ও পাপকার্য্যের প্রভাবে জগৎ বিচিত্র-মষ। পুণ্যকার্য্য শাস্ত্রে কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইযাছে, আর পাপকার্য্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধরূপে কথিত হইযাছে। পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে পুণ্যনামক অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টের উৎপত্তি হয, তাহা হইতে জীব অভিলষিত সুখ ভোগ করিযা থাকে, আবার পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে পাপনামক অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টের উৎপত্তি হয, তাহা হইতে জীব অন-ভিলষিত দ্বেষের বিষয দুঃখ ভোগ করিযা থাকে, ইহা শাস্ত্রকারগণ ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ নির্দ্ধারণ করিযাছেন। এই পাপকার্য্যের ও পুণ্যকার্য্যের আবার বহুপ্রকার তারতম্য লক্ষিত হয। পুণ্যকার্য্যের মধ্যেও পরস্পর তারতম্য থাকায কোনও পুণ্যকার্য্যে অল্পমাত্র সুখভোগ হয, আর কোনও পুণ্যকার্য্যে সমধিক সুখভোগ হইযা থাকে। জীব পুণ্যফলে যে মনুষ্যজন্ম লাভ করিযা থাকে, তন্মধ্যে কতিপয মনুষ্য রাজচক্রবর্ত্তী হইযা অশেষপ্রকার সুখভোগ করিযা থাকেন, আবার কতিপয মনুষ্য তাঁহার ভৃত্যরূপে বা প্রকারান্তরে অল্প পরিমাণ সুখভোগ করিযা সময অতিবাহিত করিতে থাকে। কেহ বা শকটে আরূঢ় হইযা চলিযাছে, কেহ বা ঐ শকট চালাইযা যাইতেছে। কেহ বা ভোগ্য বস্তু শিরে বহন করিযা স্বামীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত করিতেছে, কেহ বা সেই ভোগ্য বস্তু সুখে উপভোগ করিতেছে; পুণ্যকার্য্যের পরস্পর তারতম্য না থাকিলে জগতে এইরূপ পরস্পর ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিতে পারিত না, সকলেই তুল্যরূপ সুখের অধিকারী হইতে পারিত। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, জীব নিজকর্ম্মের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বশতঃ যে গুরু ও লঘু পুণ্যের ও পাপের অধিকারী হয, সেই পুণ্য ও পাপের বলাবল অনুসারেই তাহাকে সুখ ও দুঃখের ভাগী হইতে হয। জগতে জীবের দেহ নানাপ্রকার দেখা যায। কোনও জীব ক্রিমিদেহগত, কোনও জীব মনুষ্যদেহগত, আবার হস্তিপ্রভৃতি কোনও জীব বিশালকায পশুর দেহে প্রবেশ করে। ইহা জীবের নিজ কর্ম্মের সৃষ্টি; নিজ নিজ কর্ম্মই জীবকে সেই সেই বিভিন্নাকার দেহ সৃজন করিযা দেয, এইজন্যই আমি জীবকে তোমার নিকটে পুরঞ্জন নামে অভিহিত করিযাছি। আমার কথিত পুরঞ্জন প্রকৃত কোনও রাজা নহে, জীবাত্মা

নিজ কর্ম্মানুসারে মনুষ্যাদি শরীর উৎপাদন করে বলিয়া ঐ জীবাত্মাকেই 'পুর' অর্থাৎ শরীরকে নিজ কর্ম্মানুসারে যে উৎপাদন করে, এই অর্থে পুরঞ্জন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি।

সেই পুরঞ্জন বা জীবাত্মার সখা বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহার নাম ও ক্রিয়া অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নহেন, কারণ জীব যখন সংসারে কর্ম্মান্ধ হইয়া দুঃখ-সাগরে হাবু ডুবু খাইতে থাকে, তখন সেই পরমেশ্বরই কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে সেই সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে, যে যাহাই করিতেছে, সকল কার্য্যের তিনিই একমাত্র পরিচালক। অদৃষ্ট অনুসারে জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করে বটে, কিন্তু সেই অচেতন অদৃষ্টেরও একমাত্র সেই শ্রীভগবানই পরিচালক, এইজন্যই অর্জ্জুন ভগবানে সম্পূর্ণরূপ আত্মনির্ভর করিয়া বলিয়াছিলেন—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ। হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি॥" তাৎপর্য্য এই যে,—হে ভগবন্। আমি ধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না, অধর্ম্ম জানিয়াও তাহা হইতে কেবল নিজ ইচ্ছায় নিবৃত্ত হইতে পারি না; তুমি আমার হৃদয়ে আমাকে যেরূপ ভাবে চালাইতেছ, আমি শুধু তাহাই করিয়া যাইতেছি"। জীবের সেই সখা ভগবান্ অচিন্ত্যপ্রভাব পরমেশ্বর প্রকৃতপক্ষে কি নামে অভিহিত, কিংবা তাঁহার প্রকৃত ক্রিয়াবলী কিরূপ, তাহা কে বলিতে পারে? কেহই যথার্থরূপে তাহা জানে না, এইজন্যই তাঁহাকে 'অবিজ্ঞাত' ও 'অবিজ্ঞাতচেষ্টিত' বলা হইয়াছে। এখন ঐ পুরঞ্জনের সখা বলিয়া কাহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিবে।

জীব নিজ কর্ম্মবশে যে সকল শরীর পরিগ্রহ করেণ করেন, তন্মধ্যে মনুষ্যশরীরই উৎকৃষ্ট; কারণ মনুষ্যশরীরে যে সকল ভোগের উপকরণ বর্ত্তমান, তাহা অন্য কোনও শরীরে নাই। অন্য শরীরের কোনটী একপদ, কোনটী দ্বিপদ, কোনটী ত্রিপদ, কোনটী চতুষ্পদ বা কোনটী তদধিক পদ বিশিষ্ট হইলেও দ্বিপদ ও দ্বিহস্ত এবং নবদ্বারযুক্ত মনুষ্য দেহ দ্বারা সমীচীন রূপে যে সকল ইষ্টকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, অন্য শরীর দ্বারা জীব তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারে না; বিশেষতঃ মনুষ্যদেহে জীবের যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, অন্য কোনও দেহে সেরূপ হয় না; অতএব জীব যখন প্রকৃতির গুণ সুখাদি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে মনন করেন, তখন তিনি সর্ব্বপ্রকার দেহের মধ্যে মনুষ্যদেহকেই সমীচীন মনে করিয়া তাহাকেই আশ্রয় করেন। কর্ম্ম তখন তাঁহাকে মনুষ্যদেহে যুক্ত করিয়া দেয়, জীব তখন মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া সমীচীনরূপে সম্পূর্ণ সুখাদির অনুভব করিয়া থাকেন। স্বচ্ছ বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষে তাঁহার অভীষ্ট তখন আর অপূর্ণ থাকে না। এখন আলোচনা করিয়া দেখ—যে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা সর্ব্বপ্রকার স্বার্থসাধনে উপযোগী, ইচ্ছা করিলে তুমি এই দেহ দ্বারা সুখের চরম সীমায় উপনীত হইতে পার, এরূপ দেহ তুমি আর পাইবে না, অথচ তুমি তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া পশুহিংসাদি পাপবৃত্তির সহিত কাল কাটাইতেছ। এমন সর্ব্বোপকরণসমন্বিত সর্ব্বশরীরের মধ্যে উৎকৃষ্ট মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া পরমপদের উপযোগি কার্য্যে তাহাকে চালিত না করিয়া যে অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিতেছ, ইহা মহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তাই বলি, তুমি এই উৎকৃষ্ট দেহের সার্থক্য সম্পাদন কর, কেবল কর্ম্মকাণ্ডের মোহে অন্ধ থাকিও না।

পূর্ব্বে যে আমি তোমার নিকটে একটি প্রমদার কথা বলিয়াছি, ঐ প্রমদা বাস্তবিক কোনও রমণী নহে, বুদ্ধি বা অবিদ্যাকেই আমি ঐ প্রমদারূপে বর্ণন করিয়াছি। ঐ বুদ্ধি হইতেই জীবের অহঙ্কার বা অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব যে সংসারী হইয়া 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ইহা ঐ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার-তত্ত্বেরই প্রভাব জানিবে। দেহ অবলম্বন করিয়া জীব এই বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রিরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে বিষয়ভোগ করিয়া থাকে।

সংসারী মনুষ্যের পক্ষে বিষয়ভোগকার্য্যে যেমন স্ত্রীই প্রধান সহায়, সেইরূপ জীবাত্মার বিষয়ভোগ বিষয়ে

আধ্যাত্মিক ভাবে বুদ্ধিতত্ত্ব বা অবিদ্যাই প্রধান সহায়। বুদ্ধিতত্ত্বে যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়, পুরুষ তাহারই ভোক্তা বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-প্রণালিকা দ্বারা বহির্গমন করিয়া বাহ্যবস্তুর আকারে যেমন আকারিত হয়, ঐ বস্তুর প্রতিবিম্ব লইয়াই পুরুষ ঐ বিষয়ের ভোক্তা বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। কাজেই দেখা যায় যে, বুদ্ধিই জীবের বিষয়ভোগে প্রধান সহায়কারিণী এবং ইন্দ্রিয় তাহার দ্বার। এইজন্যই বুদ্ধিকে উক্ত প্রমদারূপে নির্দিষ্ট করিয়াছি।

পূর্ব্বে 'ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীম্' এই অংশদ্বারা ঐ প্রমদার দশটী ভৃত্যের কথা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ দশটী ভৃত্য বুদ্ধির প্রধান সহায় বলিয়া উহাদিগকে সখা বা বন্ধু বলা যাইতে পারে। ঐ দশটী ভৃত্য দশটী ইন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, সমষ্টিতে দশটী ইন্দ্রিয়। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু চাক্ষুষ রূপাদির জ্ঞান, কর্ণ শব্দাদির জ্ঞান, নাসিকা ঘ্রাণজ গন্ধ-জ্ঞান, জিহ্বা রাসন রসজ্ঞান ও ত্বক্ ত্বাচ স্পর্শজ্ঞান উৎপাদন করিয়া বুদ্ধির সাহায্য করে; আর বাক্ বচন, পাণি গ্রহণ, পাদ গমন, পায়ু বিসর্জ্জন ও উপস্থ আনন্দদানরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। কাজেই দেখা যায় যে, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপাদন করিয়া এবং পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্ম উৎপাদন করিয়া বুদ্ধির ভৃত্য বা সখার কার্য্য সম্পাদন করে, ঐ ইন্দ্রিয় আবার বৃত্তি বা ব্যাপার ব্যতীত কোনও কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তি গুলিকে উহার সখীরূপে বলা হইয়াছে। এক একটি ইন্দ্রিয়ের অসংখ্য বৃত্তি বলিয়া 'একৈকশতনায়কৈঃ' এই অংশ দ্বারা বহুত্ব প্রতিপাদন হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে পুর-রক্ষক একটী সর্পের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা প্রাণবায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবৃত্তি; এই পাঁচটী বৃত্তিকে পুররক্ষক সর্পের পাঁচটী শির বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাণবায়ুকে কি কারণে সর্প বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং সর্পের সহিত উহার কিরূপ সাদৃশ্য হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেও কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করা হইয়াছে, এইজন্য এস্থলে আর তদ্বিষয়ে বিবৃত করিব না।

পূর্ব্বে দশটী ভৃত্যের পরিচালক একটী মহাভটের কথা বলা হইয়াছে, ঐ মহাভট অন্তরিন্দ্রিয় মন। বহিরিন্দ্রিয় চক্ষু প্রভৃতিকে মন যখন যে পথে চালায়, তখন সে সেই পথেই চলিয়া থাকে। মনের চালনা ব্যতীত বহিরিন্দ্রিয়ের সামর্থ নাই যে, সে বিষয়ে যুক্ত হইয়া বিষয়গ্রহণে সাহায্য করিতে পারে; কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়গুলি তুল্যরূপে বিষয়ের সন্নিধানে থাকিলেও এক কালে দুইটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না, একটী মাত্র ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হইয়া থাকে; এইজন্যই কল্পনা করিতে হইবে যে ইন্দ্রিয় যখন পরিচালিত হয়, কেবল সেই ইন্দ্রিয়েরই সেই সময়ে কার্য্য হয়, অন্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে। ঐ মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েন্দ্রিয়েরই পরিচালক, এইজন্য সাংখ্যদর্শনে স্পষ্টরূপে মনকে উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া মহাভট শব্দে মনকেই বুঝিতে হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ভোগ্য বিষয়কেই পঞ্চাল দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রাজার ভোগ্য যেমন রাজ্য, সেইরূপ জীবের ভোগ্যবিষয় শব্দাদি, কাজেই বিষয় বা রাজ্যের সহিত উহার সাম্য আছে।

উক্ত পঞ্চাল দেশের মধ্যে যে নবদ্বারযুক্ত একটী পুরের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা বিষয়ভোগপ্রবণ শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। শরীরে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া শরীর সর্ব্বদা বিষয়ের উপরই পড়িয়া আছে, প্রায় কখনও সে বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করে না, এইজন্যই পঞ্চবিষয়াত্মক

আপণো ব্যবহারোঽত্র চিত্রগন্ধো বহূদনম্। পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ॥ ১২

পঞ্চাল দেশকেই ঐ শরীররূপী পুরের আবাসভূমি কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ শরীরে যে নয়টী দ্বার আছে, তদ্বিষয়ে অনন্তর বিবরণ বলিতেছি।

পূর্ব্বে পুরের যে নয়টী দ্বারের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটী চক্ষু দুইটী দ্বার, দুইটী কর্ণ দুইটী দ্বার, নাসিকাদ্বয় দুইটি দ্বার, মুখ একটী দ্বার, আর দুইটী দ্বার গুহ্যদ্বার ও উপস্থ। জীব ঐ সকল দ্বারের সাহায্যে বহির্বিষয়ে গমন করিয়া থাকেন। মূলে যে 'দ্বে দ্বে দ্বারৌ' বলা হইয়াছে, তাহাতে মুখকে দুইটী দ্বার বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ক্রমসন্দর্ভকার তাহার তাৎপর্য্য বলিয়াছেন যে বাক্ একটী দ্বার ও রসনা একটী দ্বার, এই দুইটী অবলম্বন করিয়াই মুখকেও দুইটী দ্বার বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'মুখাদিকমেকৈকঞ্চ' এই বলিয়া মুখকে যে একটী দ্বার বলিয়াই ধরিয়াছেন, উক্ত মতই সমীচীন, তাহা না হইলে মুখকে যদি দুইটী দ্বার বলিয়া ধরা যায়, তবে পুরের দশটী দ্বার হইয়া পড়ে, তাহাতে সর্ব্বত্র যে পুরকে নবদ্বারযুক্ত বলা হইয়াছে, তাহার অসঙ্গতি হয়।

ঐ নয়টী দ্বারের মধ্যে পূর্ব্বভাগে যে পাঁচটী দ্বার, উহা অক্ষিদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ। শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বলিতে গেলে যেমন শরীরের উপরিভাগ বোঝা যায়, সেইরূপ এস্থলেও শরীরের উপরিভাগকেই পূর্ব্ব বলিয়া ধরা হইয়াছে, কাজেই উক্ত পাঁচটী রন্ধ্রই শরীরের উপরিভাগে বলিয়া ঐ পাঁচটী পূর্ব্বদিকের দ্বার। দক্ষিণদিকের দ্বার দক্ষিণ কর্ণ ও উত্তরদিকের দ্বার বামকর্ণ। অধোভাগের গুহ্যদ্বার ও উপস্থরন্ধ্র পশ্চিমদিকের দুইটী দ্বার। ঊর্দ্ধদিকের যে পাঁচটী দ্বার কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা যদি পূর্ব্বদিগের দ্বার হয়, তবে তাহার ঠিক বিপরীত মধ্যভাগে স্থিত রন্ধ্রকেই পশ্চিমদিগের দ্বার কল্পনা করিতে হইবে, এইজন্যই অধোভাগের দুইটী রন্ধ্রকে পশ্চিমদিগের দুইটী দ্বার বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বদিকের পাঁচটী দ্বারের মধ্যে 'খদ্যোতা' ও 'আবির্ম্মুখী' নামে যে দুইটী দ্বার আছে, উহা দুইটী নেত্র, ঠিক সমভাবে উক্ত দুইটী দ্বার নির্ম্মিত, তন্মধ্যে সাধারণতঃ বামনেত্রের দীপ্তি অল্প বলিয়া বামনেত্রকে খদ্যোতের তুল্য অল্পপ্রকাশ এবং দক্ষিণনেত্রের দীপ্তি অধিক বলিয়া উহাকে 'আবির্ম্মুখী' বা বহুপ্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত দ্বারদ্বয়ের সাহায্যে যেরূপ বিষয় প্রকাশ পায়, তাহাই জীব উপভোগ করিয়া থাকেন। ভবনের যে দ্বার থাকে, তাহা দ্বারা অভ্যন্তরে আলোক প্রবিষ্ট হইয়া যখন যে বস্তু প্রকাশ করে, তখনই যেমন সেই বস্তু চক্ষুর গোচর হয়, সেইরূপ তৈজস চক্ষুর সাহায্যে যে রূপ প্রকাশিত হয়, সেই বস্তুর রূপই জীব গ্রহণ করিতে সমর্থ হ'ন, অপ্রকাশিত বস্তুর রূপ গ্রহণ করিতে পারেন না।

পূর্ব্বদিকে নলিনী ও নালিনী নামে আর যে দুইটী দ্বার আছে, উহা নাসিকাদ্বয়, নাসিকার ছিদ্রদ্বয় নলের ছিদ্রের মত, এই জন্যই উহাকে নলিনী ও নালিনী বলা হইয়াছে। গন্ধকে সৌরভদেশ বলা হইয়াছে।

বস্তু কম্পিত করে বলিয়া অবধূত অর্থে বায়ু, শ্বাসরূপ বায়ুর সহিত একস্থানে অবস্থান হেতু ঘ্রাণকে অবধূত বলা হয়। আস্যকে মুখ্যা, বাক্‌কে বিপণ ও রসনেন্দ্রিয়কে রসজ্ঞ শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি বলিলাম, পরে আরও বর্ণনা করিতেছি। ২—১১

অন্বয়ঃ।—[ অথ 'মুখ্যানাম পুরস্তাদ্দ্বাস্তয়াপণ-বহূদনৌ। বিষয়ৌ যাতি—'ইত্যাদিনা সূচিতমাপণং বহূদনঞ্চ নির্ব্বক্তি আপণ ইত্যাদিনা ] অত্র (অস্মিন্ উপাখ্যানে) আপণঃ ( আপণপদার্থঃ) ব্যবহারঃ (ক্রয়বিক্রয়াদিঃ), বহূদনং ( বহূদনপদার্থঃ ) চিত্রং, বিচিত্রং চতুর্ব্বিধম্ ) অন্নঃ (অন্নম্ ), পিতৃহূঃ ( পিতৃহূপদার্থঃ ) দক্ষিণঃ কর্ণঃ, দেবহূঃ ( দেবহূপদার্থঃ ) উত্তরঃ কর্ণঃ ( বামকর্ণঃ ) স্মৃতঃ ( কথিতঃ )। [ বহূদনমিতি আর্ষম্ ]। ১২

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম্ । পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাচ্ছ্রুতধরাদ্‌ব্রজেৎ ॥ ১৩

আসুরী মেঢ্রমর্ব্বাগ্‌দ্বার্ব্যবায়ো গ্রামিণাং রতিঃ ।
উপস্থো দুর্ম্মদঃ প্রোক্তো নির্ঋতির্গুদ উচ্যতে ॥ ১৪

বৈশসং নরকং পায়ুর্লুব্ধকোঽন্ধৌ তু মে শৃণু ।
হস্তপাদৌ পুমাংস্তাভ্যাং যুক্তো যাতি করোতি চ ॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—উক্ত উপাখ্যানে যে আপণের কথা বলা হইয়াছে, উহা ব্যবহার বা ক্রয়-বিক্রয়। বহূদন পদের অর্থ বিচিত্র অন্ন। পিতহূ পদের অর্থ দক্ষিণ কর্ণ এবং দেবহূ বামকর্ণকে বলা হইয়াছে ॥ ১২

**অন্বয়ঃ**।—[ 'যাতি দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ' ইত্যাদিনা সূচিতং দক্ষিণপঞ্চালপদার্থং বিবৃণোতি প্রবৃত্তঞ্চেত্যাদিনা ] প্রবৃত্তঞ্চ ( প্রবৃত্তিপ্রধানঞ্চ ) নিবৃত্তঞ্চ (নিবৃত্তিপ্রধানঞ্চ) শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতং (পঞ্চাল-পদেন অভিহিতম্ ) শ্রুতধরাৎ (শ্রুতং শ্রবণবিষয়ীকৃতং বস্তু ধরতি যৎ তস্মাৎ, শ্রুতবিষয়ধারিণঃ) শ্রোত্রাৎ (শ্রবণাৎ) পিতৃযানং ( পিতৃলোকপ্রাপকং যানং ) [ তথা ] দেবযানং ( দেবলোকপ্রাপকং যানং ) ব্রজেৎ [ জন ইতি শেষঃ ]। [শ্রুতধরাৎ শ্রোত্রাদিতি 'শ্রুতধরান্বিত' ইত্যনেন প্রোক্তস্য শ্রুতধরপদস্যার্থবিবরণম্ । প্রবৃত্তশাস্ত্রেণ শ্রুতেন পিতৃযানং নিবৃত্তিশাস্ত্রেণ শ্রুতেন চ দেবযানং ব্রজেদিতি যথাক্রমমর্থো বোধ্যঃ ]॥ ১৩

**মূলানুবাদ**।—প্রবৃত্তিশাস্ত্র ও নিবৃত্তিশাস্ত্রকে পঞ্চাল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রুত বিষয়ের ধারণকারী শ্রোত্র হইতে তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া পুরুষ যথাক্রমে পিতৃযান ও দেবযান লাভ করিয়া থাকেন॥১৩

**শ্রীধরটীকা**।—অন্বয়ঃ অন্নম্ ॥ ১২।১৩

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ পশ্চিমদ্বারয়োর্বিবরণমাহ আসুরীত্যাদিনা ] আসুরী ( আসুরীসংজ্ঞয়া অভিহিতা ) অর্ব্বাগ্‌দ্বাঃ ( পশ্চিমদ্বারং ) মেঢ্রম্ ( উপস্থঃ ), গ্রামিণাং রতিঃ ( গ্রামকসংজ্ঞকঃ বিষয়ঃ ) ব্যবায়ঃ স্ত্রীসঙ্গমঃ ), দুর্ম্মদঃ ( দুর্ম্মদপদার্থঃ ) উপস্থঃ প্রোক্তঃ ( কথিতঃ ) নির্ঋতিঃ ( নির্ঋতিপদার্থঃ ) গুদঃ উচ্যতে ॥ ১৪

**মূলানুবাদ**।—আসুরী নামক যে পশ্চিম দ্বারের কথা বলা হইয়াছে, উহা মেঢ্র বা উপস্থ, গ্রামক নামক যে বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে, উহা ব্যবায় বা স্ত্রীসঙ্গম, দুর্ম্মদ পদে উপস্থ ও নির্ঋতিপদে মলদ্বার কথিত হইয়াছে ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ বৈশসাদিবিবরণমাহ বৈশসমিত্যাদিনা ] বৈশসং ( 'বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতম্' ইত্যাদিনা সূচিতং বস্তু ) নরকং, লুব্ধকং ( তত্রৈব লুব্ধকপদার্থঃ ) পায়ুঃ ( গুহ্যদ্বারম্ ) অন্ধৌ ( 'অন্ধাবমীষাং পৌরাণাম্' ইত্যাদিনা অন্ধতয়া প্রতিপাদতৌ ) হস্তপাদৌ ( হস্তশ্চ পাদশ্চ তৌ, সমাহারাভাব আর্ষঃ ) তু মে ( মত্তঃ ) শৃণু ( আকর্ণয় )। তাভ্যাং ( হস্তেন পাদেন চ ) যুক্তঃ ( সম্বদ্ধঃ ) পুমান্ যাতি ( গচ্ছতি ) করোতি [ গ্রহণাদিকমিতি শেষঃ ] ॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—বৈশস নামক যে বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে, উহা নরক, লুব্ধক গুহ্যদ্বার, যে দুইটী অন্ধের কথা বলা হইয়াছে, উহা হস্ত ও পাদ, ইহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। ঐ হস্ত ও পাদ দ্বারা যুক্ত হইয়া পুরুষ গ্রহণাদি কার্য্য ও গমনাদি কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ অচেতন হস্তের সাহায্যে গ্রহণ ও অচেতন পাদের সাহায্যে গমনরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা**।—গ্রামকমিত্যস্যানুবাদঃ গ্রামিণাং রতিরিতি। তস্য ব্যাখ্যা ব্যবায় ইতি ॥ ১৪।১৫

অন্তঃপুরঞ্চ হৃদয়ং বিষূচির্মন উচ্যতে। তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্‌গুণৈঃ ॥১৬
যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা। তথা তথোপদ্রষ্টাত্মা তদ্বৃত্তীরনুকার্য্যতে ॥ ১৭
দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সংবৎসররয়োঽগতিঃ। দ্বিকর্ম্মচক্রস্ত্রিগুণ-ধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ ॥ ১৮
মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হৃন্নীড়ো দ্বন্দ্বকূবরঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ 'স যর্হ্যন্তঃপুরগত' ইত্যাদ্যর্থং বিবৃণোতি অন্তঃপুরঞ্চেত্যাদিনা ] অন্তঃপুরঞ্চ ('অন্তঃপুরগত' ইত্যনেন সূচিতমিত্যর্থঃ) হৃদয়ং বিষূচিঃ ('বিষূচীনসমন্বিত' ইত্যনেন সূচিতঃ পদার্থঃ) মনঃ (অন্তঃকরণভেদঃ) উচ্যতে। তত্র তদ্‌গুণৈঃ, (মনোগুণৈঃ, সত্ত্বরজস্তমোভিঃ) প্রসাদং (প্রসন্নতাং সুখং বা) হর্ষং (মোদং চাঞ্চল্য-লক্ষণং ভাবং বা) মোহং বা প্রাপ্নোতি। [ তথা হি সত্ত্বগুণেন প্রসাদঃ, রজোগুণেন হর্ষঃ, তমোগুণেন চ মোহঃ প্রাপ্যতে ] ॥ ১৬

**মূলানুবাদ**।—অন্তঃপুরপদে প্রকৃতস্থলে হৃদয়, বিষূচীন পদে মন কথিত হইয়াছে। জীব ঐ মনের গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোদ্বারা যথাক্রমে প্রসাদ, হর্ষ ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা**।—বিষূচীনপদার্থানুবাদো বিষূচিরিতি। তদ্‌গুণৈঃ মনোগুণৈঃ তমঃসত্ত্বরজোভিঃ ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ 'মহিষী যদ্ যদীহেত' ইত্যাদিনা কথিতমাত্মনো বুদ্ধ্যনুকরণং বিশিনষ্টি যথা যথেত্যাদিনা ] [ সা বুদ্ধিরূপা মহিষী ] যথা যথা (যেন যেন প্রকারেণ) বিক্রিয়তে (বিকৃতা ভবতি) বিকরোতি (বিকারং জনয়তি বা) গুণাক্তঃ (গুণৈঃ লিপ্তঃ) আত্মা উপদ্রষ্টা (উপদ্রষ্টৈবাপি সন্) তথা তথা তদ্বৃত্তীঃ (তস্যা বুদ্ধেঃ বৃত্তীঃ দর্শন-স্পর্শনাদ্যাঃ) অনুকার্য্যতে (বুদ্ধ্যা হেতুকর্ত্রীরূপয়া অনুকৃতিং কার্য্যতে ইত্যর্থঃ) [ তথা হি আত্মা যদ্যপি সাক্ষিরূপো নির্গুণঃ, তথাপি বুদ্ধেঃ দর্শনস্পর্শনাদিপ্রতিবিম্বেনৈব সগুণঃ সক্রিয়শ্চ প্রতীত্য তদনুকারকারী ব্যবস্থিত ইতি ভাবঃ ] ॥ ১৭

**মূলানুবাদ**।—স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি যেরূপ যেরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রদ্দশাতে যেরূপ যেরূপ বিকার জন্মায়, বুদ্ধির গুণে লিপ্ত হইয়া আত্মা কেবল সাক্ষিরূপ হইয়াও সেই সেই রূপে তদীয় বৃত্তির অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা**।—মহিষী যদ্‌যদীহেতেত্যাদেরর্থং সংগৃহ্নাহ। যথা যথা বুদ্ধিঃ স্বপ্নে বিক্রিয়তে, জাগ্রতি বিকরোতি বা ইন্দ্রিয়াণি পরিণময়তি, তস্যা গুণে রক্তো লিপ্ত আত্মা তস্যা বৃত্তীর্দর্শনস্পর্শনাদ্যাঃ কেবলমুপদ্রষ্টৈব সন্ বলাদনুকার্য্যতে ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ**।—[ 'স একদা মহেষ্বাসো রথং পঞ্চাশ্বমাশুগ'মিত্যাদিনা পুরঞ্জনস্য রথারোহণং প্রাগভিহিতম্, তস্য রথস্য সম্প্রতি বিবরণং ক্রিয়তে 'দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্ব' ইত্যাদিনা ] ইন্দ্রিয়াশ্বঃ (ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অশ্বাঃ পঞ্চ অশ্বাঃ যস্য তথাভূতঃ। পঞ্চাশ্বমিত্যত্র শ্রীধরাদিভিঃ তথৈব ব্যাখ্যানাৎ) রথস্ত দেহঃ (শরীরং) [ শরীরস্য ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণ অনুপযোগাৎ হয়াভাবে রথস্যেবেতি ইন্দ্রিয়াণাং হয়ত্বনিরুক্তিঃ ] [ আশুগমিত্যস্য বিবরণমাহ সংবৎসরেত্যাদিনা ] সংবৎসররয়ঃ (সংবৎসরস্য তদাখ্যকালভেদস্য রয়ঃ বেগঃ) গতিঃ (রথস্য গমনবেগঃ) [ 'সংবৎসররয়োঽগতি'রিতি পাঠে সংবৎসরঃ তদাখ্যঃ কালঃ রয়ঃ বেগঃ যস্য সঃ, তথা অগতিঃ স্বপ্নশরীরাদের্দৃশ্যবেব নিবৃত্তত্বেন দেশান্তরগত্যভাবাৎ বস্তুতো গতিশূন্য ইত্যর্থঃ। সংবৎসর ইতি কালান্তরস্যাপি উপলক্ষণম্ ] [ দ্বিচক্রমিত্যর্থং বিবৃণোতি দ্বিকর্ম্মেত্যাদিনা ] দ্বিকর্ম্মচক্রঃ (দ্বে কর্ম্মণী পুণ্যপাপালক্ষণে চক্রে রথাঙ্গে যস্য তথাভূতঃ,

আকূতির্বিক্রমো বাহো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি।
একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ।
সংবৎসরশ্চণ্ডবেগঃ কালো যেনোপলক্ষিতঃ॥ ২০
তস্যাহানীহ গন্ধর্ব্বা গন্ধর্ব্ব্যো রাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। হরন্ত্যায়ুঃ পরিক্রান্ত্যা ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্॥ ২১

যথা চক্রং বিনা রথস্য ন গতিঃ, তথা এব পুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম বিনা দেহস্য ন স্পন্দনমপীতি কর্ম্মণোঃ চক্রত্বমারোপিতং সঙ্গচ্ছতে) [ত্রিবেণুমিত্যস্য বিবরণমাহ ত্রিগুণধ্বজ ইত্যনেন] ত্রিগুণধ্বজঃ (ত্রয়ো গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি ধ্বজাঃ যস্য তথাভূতঃ) [পঞ্চবন্ধুর ইত্যস্য বিবরণং পঞ্চাসুবন্ধুর ইতি] পঞ্চাসুবন্ধুরঃ (পঞ্চ অসবঃ প্রাণাঃ বন্ধুরাঃ নিবন্ধনানি যস্য তথাভূতঃ) ['একরশ্ম্যেকদমন'মিত্যাদীনাং বিবরণমাহ মন ইত্যাদিনা] মনোরশ্মিঃ (মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণং রশ্মিঃ প্রগ্রহঃ যস্য তথাভূতঃ) [তথা হি যথা অশ্বস্য রশ্মিঃ যথা যথা প্রসরতি সঙ্কোচং গচ্ছতি চ তথা তথৈব অশ্বানাং গতিভেদেন রথস্য গতিভেদঃ, তথা যথা যথা মনসঃ গতিভেদস্তথা তথৈব ইন্দ্রিয়াণাং গতিভেদাৎ শরীরগতিভেদ ইতি সুষ্ঠুক্তং মনসঃ রশ্মিত্বম্ ইতি ভাবঃ] বুদ্ধিসূতঃ (বুদ্ধিঃ সূতঃ সারথিঃ যস্য তথাভূতঃ যথা সারথেরিচ্ছয়া রথাদীনাং প্রবৃত্তিঃ, তথা বুদ্ধেরিচ্ছয়া প্রকৃতে ইতি যুক্তং বুদ্ধেঃ সূতত্বারোপণম্) হৃন্নীড়ঃ (হৃৎ হৃদয়ং নীড়ং রথিন উপবেশনস্থানং যস্য তথাভূতঃ, আত্মনো হৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানত্বাৎ রথিরূপেণারোপিতস্য জীবস্য নীড়ভূতং হৃদয়মিতি ভাবঃ) দ্বন্দ্বকূবরঃ (দ্বন্দ্বং শোকমোহৌ কূবরৌ যুগবন্ধনস্থানং যস্য তথাভূতঃ) পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপম্ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থাঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ, তে প্রক্ষেপাঃ ইন্দ্রিয়াণাং প্রক্ষেপস্থানানি যস্য তথাভূতঃ, পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং অর্থেষু স্বস্ববিষয়েষু প্রক্ষেপঃ যেন ইত্যর্থো বা। ইদং পঞ্চপ্রহরণানিতি প্রাগুক্তস্য ব্যাখ্যানম্) সপ্তধাতুবরূথকঃ (সপ্ত ধাতবঃ বরূথা রথরক্ষণার্থং চর্ম্মাদ্যাবরণানি যস্য তথাভূতঃ, সপ্তভির্ধাতুভিরবিকৃতৈরেব দেহস্য সংরক্ষণাৎ ইতি ভাবঃ)॥ ১৮।১৯

**মূলানুবাদ**।—পূর্ব্বে যে পঞ্চ অশ্বযুক্ত রথের কথা বলিয়াছি, উহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত দেহ। সংবৎসররূপ কাল এই রথের বেগ, বাস্তবিক উহা গতিসম্পন্ন নহে। পাপ ও পুণ্যরূপ দুইটি বস্তু উহার দুইটী চক্র, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ উহার ধ্বজ, পঞ্চ প্রাণ উহার বন্ধন, মন উহার রশ্মি, বুদ্ধিই সারথি, রথীর উপবেশন স্থান হৃদয়পুণ্ডরীক যুগবন্ধন স্থান, শোক ও মোহ উহার প্রক্ষেপ স্থান, শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ রথরক্ষার নিমিত্ত চর্ম্মাদি আবরণ সপ্তধাতু—ইহাই জানিবে॥ ১৮।১৯

**শ্রীধরটীকা**।—আশুগমিত্যেতৎ ব্যাচষ্টে। সংবৎসরস্যেব অপ্রতিহতো রয়ো বেগঃ প্রতীতিতো যস্য স সংবৎসররয়ঃ। বস্তুতস্তু অগতিঃ, স্বপ্নশরীরাদের্দ্ধ্বারেব বিবৃতত্বেন দেশান্তরগত্যভাবাৎ। সংবৎসররয়োগতিরিতি পাঠে সংবৎসরশ্চ তৎকৃতং রয়শ্চ তাভ্যাং গতির্যস্যেতি। দ্বীষমিত্যস্য ব্যাখ্যা নাদরেণ ন কৃতা। দ্বিকর্ম্মচক্র ইতি দ্বিচক্রমিত্যস্য ব্যাখ্যা। ত্রিগুণধ্বজ ইতি ত্রিবেণুপদব্যাখ্যা॥ ১৮॥ পঞ্চপ্রহরণমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপ ইতি॥ ১৯

**অন্বয়ঃ**।—[পঞ্চবিক্রমমিত্যস্যার্থং বিবৃণোতি আকূতিরিত্যাদিনা] আকূতিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং) বিক্রমঃ (বিক্রমপদপ্রতিপাদ্যং বস্তু) একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ (একাদশ ইন্দ্রিয়াণি চমূরূপাণি যস্য তথাভূতঃ, একাদশেন্দ্রিয়রূপসেনানায়কঃ) পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ (পঞ্চসূনাবিনোদং পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ সূনাবিনোদমিব অন্যায়েন বিষয়সেবাং করোতি যঃ সঃ) বাহঃ (বহনীয়ঃ আত্মা) মৃগতৃষ্ণাং (মৃগতৃষ্ণারূপাং মৃগয়াং) প্রধাবতি (অনুসরতি) [এতেন 'চচার মৃগয়াং তত্রে'তি ব্যাখ্যাতম্] চণ্ডবেগঃ (চণ্ডবেগপদেন সূচিতঃ) সংবৎসরঃ (সংবৎসরাখ্যঃ) যেন (সংবৎসরেণ) কালঃ

( কালসামান্যম্ ) উপলক্ষিতঃ, (তথা হি চণ্ডবেগপদেন কাল এব উক্ত ইত্যর্থঃ) ইহ (অস্মিন্ স্থলে ) তস্য ( সংবৎসরস্য, ঘটকত্বং সপ্তম্যর্থঃ ) অহানি ( দিবসাঃ ) গন্ধর্ব্বাঃ ( গন্ধর্ব্বপদেন সূচিতাঃ ) রাত্রয়ঃ (রজন্যশ্চ) গন্ধর্ব্যঃ (গন্ধর্ব্বীপদেন সূচিতাঃ ) স্মৃতাঃ। ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ং ( তানি অহানি তাশ্চ রাত্রয়ঃ ) পরিক্রম্য ( পরিভ্রমণেন) আয়ুঃ (দেহিনঃ জীবিতকালং ) হরন্তি ॥ ২০।২১

**মূলানুবাদ।**—বিক্রম পদের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা সূনাবিনোদের ন্যায় অন্যায়রূপে বিষয়সেবী একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ চমূর অধিনায়ক বহনীয় জীব মৃগতৃষ্ণারূপ মৃগয়ায় ধাবিত হইয়া থাকেন। চণ্ডবেগ পদে সংবৎসর, উহা দ্বারা কালসামান্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, অর্থাৎ চণ্ডবেগরূপে সামান্যতঃ কালের কথাই বলা হইয়াছে। ঐ সংবৎসরের নিষ্পাদক দিনগুলি গন্ধর্ব্ব ও রাত্রিগুলি গন্ধর্ব্বী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঐ তিনশত ষাট সংখ্যক দিন ও রাত্রি পরিভ্রমণ করিয়া কাল জীবের আয়ুঃ হরণ করিয়া থাকে॥ ২০।২১

**শ্রীধরটীকা।**—পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ সূনাবিনোদমিব অন্যায়েন বিষয়সেবাং করোতীতি পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ। অনেন চচার মৃগয়াং তত্রেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্॥ ২০॥ পরিক্রম্য পরিভ্রমণেন॥ ২১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পূর্ব্বে পুরের পশ্চিম দিকে যে দুইটী দ্বারের কথা বলা হইয়াছে,তাহার মধ্যে যে একটীকে আসুরী সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে, ঐ আসুরী নামক দ্বার মেঢ় বা উপস্থরন্ধ্র, ঐ দ্বারের সাহায্যে গ্রামক নামক বিষয়ে গমন করা হয়। গ্রামক শব্দের দ্বারা ব্যবায় বা স্ত্রীসঙ্গ লক্ষিত হইয়াছে। উক্ত দ্বারের সাহায্যে স্ত্রীসঙ্গরূপ ব্যবায়ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আসুরিকবল-সাপেক্ষ, এইজন্যই উহাকে আসুরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উপস্থকে দুর্ম্মদ ও গুহ্যদ্বারকে নির্ঋতিনামে অভিহিত করা হইয়াছে। উপস্থকে দুর্ম্মদ সংজ্ঞায় অভিহিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে উপস্থ যখন ক্রিয়াপ্রবণ হয়, তখন তাহাকে পরাভূত করা দুষ্কর, কাজেই উহার দুর্দ্দমনীয়তা হেতু দুর্ম্মদসংজ্ঞা হইয়াছে, আর গুহ্যদ্বার অপবিত্র মলের দ্বার, এইজন্য তাহাকে নির্ঋতি বলা হইয়াছে। উক্ত সংজ্ঞাবিষয়ে শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায় এই যে, অসুর পদের অর্থ ইন্দ্রিয়জনিত আরাম, তৎসম্বন্ধীয় বলিয়াই উহার আসুরী সংজ্ঞা, বাস্তবিক উক্ত তাৎপর্য্যমূলক এই সংজ্ঞা হইলে অপরাপর ইন্দ্রিয়-দ্বারেরও ঐরূপ সংজ্ঞা হইতে পারে, কাজেই স্বামিপাদের মত অতিক্রম করিয়াও প্রকারান্তরে উহার তাৎপর্য্য বিবরণ করা হইল।

ব্যবায় বা স্ত্রীসঙ্গকে যে পূর্ব্বে গ্রামক বিষয় নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, তাহার ব্যুৎপত্তি এই যে, 'গ্রাম' পদের অর্থ গ্রামস্থজন, তাহার পক্ষে 'ক' অর্থাৎ সুখকর। সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তি ব্যবায় বা স্ত্রীসঙ্গকে যেরূপ সুখজনক মনে করে, সেরূপ অপর কোনও বিষয়কে নহে, কাজেই বিশেষ করিয়া গ্রামক পদে উহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গুহ্যদ্বার মৃত্যুদ্বার বলিয়া তাহাকে নির্ঋতি বলা হইয়াছে।

পুরঞ্জন লুব্ধকযুক্ত হইয়া বৈশস নামক বিষয়ে গমন করিয়া থাকেন, ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, লুব্ধক পদে পায়ু—ঐ স্থানের সাহায্যে যদি আত্মার উৎক্রান্তি অর্থাৎ বহির্গমন বা মৃত্যু ঘটে, তবে তাহার ঊর্দ্ধগতি হয় না, নরকে গতি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে দুইটী অন্ধের কথা বলা হইয়াছে, ঐ দুইটা অন্ধ হস্ত ও পাদ। তাহাদের স্বতঃ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নাই বলিয়া উহাদিগকে অন্ধ বলা হইয়াছে। পুরুষ হস্তদ্বারা বস্তু গ্রহণ করে এবং পদের দ্বারা গতিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

হৃদয়কে যে অন্তঃপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে,মহিষী ও রাজা দুইজনে মিলিত হইয়া অন্তঃপুরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যেমন নানাবিধ বিহারাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপ হৃদয়রূপ অন্তঃপুরস্থানবর্ত্তিনী

বুদ্ধির সাহায্যে পুরুষ নানাবিধ বিষয়ের উপভোগরূপ বিহারসাধন করিয়া থাকেন। পুরুষ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, ইহাও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মা বিষূচীন অর্থাৎ মনের সহিত যুক্ত হইয়া জাযাত্মজোদ্ভূত হর্ষ, প্রসাদ ও মোহ অনুভব করিয়া থাকেন। ঐ বিষূচীন পদের অর্থ মন, কারণ,উহার ব্যুৎপত্তি এই যে—বিষু শব্দের অর্থ সকল স্থানে, অঞ্চতি অর্থাৎ গচ্ছতি, অর্থাৎ যে সকল স্থানে অপ্রতিহতভাবে গমন করে। মনের অগম্য কোনও স্থান নাই, অন্য ইন্দ্রিয়গুলির যেমন একটী একটি বিষযনির্দ্দেশ আছে, মনের তেমন কোনও বিষয়-নির্দ্দেশ নাই—সকল ইন্দ্রিয়ার্থেই উহার সম্বন্ধ সম্ভব, এইজন্যই উহাকে বিষূচীন পদে নির্দেশ করা হইযাছে। ঐ মনের যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ আছে, ঐ তিনটী গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রসাদ উৎপাদন করে, রজোগুণ হর্ষ উৎপাদন করে, আর তমোগুণ মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। জীব অন্তঃকরণের সাহায্যে যে প্রসাদাদি লাভ করে, উহাতে জীবের কোনও স্বাধীনতা নাই, সত্ত্বগুণাদিই উহার কারণ ও অন্তঃকরণের প্রভাবেই উহা হইয়া থাকে। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-প্রণালিকা দ্বারা বহির্গমন পূর্ব্বক বাহ্যবস্তুর আকারে আকারিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন অন্তঃকরণে সুখ দুঃখাদির উদ্ভব হইযা থাকে। আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইলেও ঐ রূপান্তরিত অন্তঃকরণের সান্নিধ্য হেতু এই রূপের আশ্রয় বলিযা প্রতীত হইয়া থাকেন। সেই অবস্থাই আত্মার বুদ্ধির অনুকরণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কোনও রূপ বা রূপান্তর নাই, উহা সর্ব্বদা একরূপ, কোনও কারণে তাহার বিকৃতি হয় না, শুধু বুদ্ধির বিকারকেই মুগ্ধজীব বিকার বলিয়া ধরিযা লয়। ইহার একটী সুন্দর দার্শনিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও একখানি স্বচ্ছ দর্পণে যেমন একটী কালীর দাগ দিলে তাহার সন্নিহিত অপর দর্পণেও এই চিহ্নযুক্ত দর্পণের প্রতিবিম্ব পতিত হওযায় সম্মুখস্থ চিহ্নশূন্য দর্পণকেও চিহ্নযুক্ত বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ স্বচ্ছ আত্মাকেও সুখদুঃখাদিযুক্ত বলিয়া মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক এই সুখ-দুঃখাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে, আত্মা কেবলমাত্র বুদ্ধি-সাক্ষী, বুদ্ধিকে প্রকাশিত করাই উহার কার্য্য, অন্যথা জড়প্রকৃতি কিরূপে প্রকাশপ্রাপ্ত হইবে?

পুরঞ্জনের মৃগয়াগমন প্রসঙ্গে যে রথের কথা বলা হইয়াছে, সেই রথ জীবের অধিষ্ঠান-শরীর। রথী যেমন রথে আরোহণ করিয়া মৃগযায় যাইয়া বহু পশু বধ করিযা থাকে, সেইরূপ জীবাত্মাও শরীর আশ্রয় করিয়া বহু ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করিয়া থাকেন এবং এই বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়গুলিই সহায। অশ্বের সাহায্য ব্যতীত যেমন রথের গতি হয় না, সেইরূপ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত শরীর চালিত হইতে পারে না এবং বিষয়ভোগও সম্ভব হয় না, এই জন্য পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে পাঁচটি অশ্ব রূপে বর্ণনা করা হইযাছে। অশ্ব যেমন অনিবার্য্যগতি,ইন্দ্রিযসমূহও সেইরূপ অনিবার্য্যগতি, কাজেই অশ্বের সহিত উক্তরূপে সাম্য থাকায় ইন্দ্রিযকে অশ্ব বলিযা নিরূপণ করা হইয়াছে।

সংবৎসর অর্থাৎ কালকে রথের বেগ বলিযা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই দেহ স্বাপ্নিক দেহ অভিপ্রেত থাকায় স্বপ্নশরীরাদির বুদ্ধিতেই পর্য্যবসান বলিয়া বাস্তবিক উহাকে অগতি অর্থাৎ গতিশূন্য বলা হইয়াছে। দুইটি কর্ম্ম পাপ ও পুণ্য এই রথের চক্র, অর্থাৎ যেমন চক্র ব্যতীত রথের গতি অসম্ভব, সেইরূপ পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম্ম ব্যতীত দেহের গতি হয না। এই জগতে জীব নিজ কর্ম্মানুসারে সংসারধর্ম্মী হইযা বিচরণ করে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই পাপ ও পুণ্য যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই জীব শরীর লাভ করিয়া সংসারী হয়, তত্ত্ব-জ্ঞানাদি কারণ বশতঃ যখন তাহার সেই পাপ ও পুণ্য বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত কারণ না থাকায় আর সংসার-ধর্ম্মী হইতে হয় না, কাজেই রথের চক্রের ন্যায কর্ম্মই যে দেহের গতিসাধক, ইহা বলা যায।

'ত্রিগুণধ্বজ' এই অংশদ্বারা তিনটি ধ্বজার কথা বলা হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণ, একটি রক্তবর্ণ এবং অপরটি কৃষ্ণবর্ণ, ইহাই অভিপ্রায, কারণ, গুণপদে সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ, 'অজামেকাং লোহিত-

শুক্লকৃষ্ণাম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের যথাক্রমে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ এই তিনটী বর্ণের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণকে ধ্বজরূপে বর্ণনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ধ্বজদ্বারা যেমন রথের পরিচয় হয়, অর্থাৎ কোনও রথ শুক্লধ্বজাযুক্ত, কোনও রথ লোহিতধ্বজাযুক্ত, আবার কোনও রথ কৃষ্ণধ্বজাযুক্ত, ঐ রথগুলির পরিচয়প্রসঙ্গে যেমন বিভিন্নবর্ণবিশিষ্ট ধ্বজা দ্বারা বিশেষরূপে রথের পরিচয় দেওয়া যায়, সেইরূপ সত্ত্বাদিগুণের আধিক্য ও ন্যূনতা বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদিরূপে শরীরের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। গুণকে ধ্বজরূপে উল্লেখের তাদৃশ বিশেষ কোনও কারণ টীকাকারগণ নির্দ্দেশ করেন নাই বটে, তবে এইরূপে সমাধান করিলে তাহা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারে।

'পঞ্চাসুবন্ধুর' এই অংশ দ্বারা পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক পাঁচটী অভ্যন্তর-বর্ত্তী বায়ুকে দেহের বন্ধন বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত অভ্যন্তরবর্ত্তী ঐ পাঁচটী বায়ু অবিকৃত থাকে, সেই পর্য্যন্তই দেহ সুশৃঙ্খল থাকে, কিন্তু যেমন ঐ পঞ্চবায়ুর বিকৃতি ঘটে, অমনি দেহও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। প্রাণবায়ুই দেহকে নিয়মিত রাখে, তাহার অভাবে অথবা তাহার বিকৃতিতে আর উহা নিয়মিত রহে না, এইজন্যই পঞ্চবায়ুকে বন্ধন বলা সঙ্গত হইয়াছে।

মনকে যে রথের রশ্মি বা রাশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন রথের অশ্বে যে রশ্মি যোজিত থাকে, তাহা যে দিকে আকর্ষণ করা হয়, অশ্বগুলি ঠিক সেই দিকেচলিয়া রথকে সেই দিকে চালিত করে, তদ্রূপ মনের গতি যেদিকে চালিত হয়, ইন্দ্রিয়গুলিও ঠিক সেই দিকে চালিত হইয়া শরীরকে সেই পথে চালিত করে; মনের বিপরীত দিকে ইন্দ্রিয় বা শরীরের গতি কখনই সম্ভবপর হয় না।

রথের রশ্মি আকর্ষণ করিয়া অশ্বগুলিকে উপযুক্তপথে চালিত করিতে হইলে তাহার একজন সারথি প্রয়োজন, কারণ রশ্মি অচেতন, উহা স্বয়ং কোনও দিকে চালিত হইতে পারে না, আর অশ্বগুলি বিবেকশূন্য, তাহারাও প্রকৃত গন্তব্যস্থান বুঝিয়া চলিতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিকে ঐ রথের সূত বা সারথি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইচ্ছা বুদ্ধির বৃত্তিবিশেষ, ঐ বুদ্ধি ইচ্ছাদ্বারা মনকে চালিত করে, তাহাতেই ইন্দ্রিয় চালিত হয় এবং সেই কারণেই দেহ চলিতে থাকে।

রথে যে রথী থাকে, তাহার উপবেশন করিবার জন্য রথের অভ্যন্তরভাগে যে একটী স্থান থাকে, রথী সেইস্থানে উপবিষ্ট থাকেন। দেহরথের রথী জীব, তাঁহার অধিষ্ঠান হৃদয়-পুণ্ডরীক, এইজন্যই হৃদয়কে বা হৃদয়-পুণ্ডরীককে নীড় বা রথীর উপবেশনস্থান বলা হইয়াছে।

উক্ত রথ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি উদ্দেশেই চালিত হইয়া থাকে। যেখানে ভোগ্য বিষয় পাওয়া যায়, সেইদিকেই সংসারীর দেহ অগ্রসর হইতে থাকে, কারণ সংসারী জীব বিষয়ভোগ করিয়া সুখই কামনা করে, কাজেই তদনুকূলভাবেই তাহার প্রবর্ত্তন হয়।

সপ্তধাতুকে রথ রক্ষার উপযোগী চর্ম্মাদি আবরণ বলা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অবিকৃত সপ্ত-ধাতুই শরীরের পরিপোষক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরের সপ্তধাতু অবিকৃত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর অবসন্ন হয় না, সপ্তধাতুর বিকার ঘটিলেই শরীর অবসন্ন ও বিপন্ন হয়, কাজেই রথের পক্ষে চর্ম্মাবরণের সহিত দেহের পক্ষে সপ্তধাতুর অত্যন্ত সাম্য আছে।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বিক্রম বা গতিবিশেষ বলা হইয়াছে। রথের গতি নানাপ্রকার, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও নানাপ্রকার, অতএব উক্ত নানাপ্রকার বচন, আদান প্রভৃতি কর্ম্মগুলি রথের বিভিন্নপ্রকার গতির সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত, এইজন্য উক্ত আরোপ করা যাইতে পারে।

কালকন্যা জরা সাক্ষাল্লোকস্তাং নাভিনন্দতি। স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ ॥ ২২
আধয়ো ব্যাধয়স্তস্য সৈনিকা যবনাশ্চরাঃ। ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ প্রজ্বারো দ্বিবিধো জ্বরঃ ॥ ২৩

প্রাণীবধ করিয়া লোক যেমন আত্মবিনোদন করে, সেইরূপ পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা জীব অন্যান্যরূপেও বিষয়-ভোগ করিয়া যে আত্মবিনোদন করিয়া থাকে, উহা কেবলমাত্র কামনার প্রভাব। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিনায়ক জীব এই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যে কত ন্যায্য অন্যায্য বিষয়ের অনুষ্ঠান করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সে ইন্দ্রিয় গুলির সাহায্যে নিরন্তরই দেহ-রথে আরূঢ় থাকিয়া ভোগ্যবিষয়ে উপনীত হইয়া থাকে।

চণ্ডবেগ বলিয়া সংবৎসররূপী কালকে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই সংবৎসরের অঙ্গ দিনগুলিকে গন্ধর্ব্ব রাত্রিগুলিকে গন্ধর্ব্বীরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ দিন ও রাত্রি তিনশত ষাটসংখ্যক, উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের আয়ুঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, যতদিন ও যত রাত্রি অতীত হয়, ততই পুরুষের আয়ুও অতীত হইতে থাকে। উহার বেগ অতিপ্রচণ্ড, কেহই উহার গতি রোধ করিতে পারে না, কাজেই উহা চণ্ডবেগ নামে আখ্যাত হইয়াছে ॥ ১২—২১

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ 'কালস্য দুহিতা কাচিৎ' ইত্যাদ্যুক্তাং কালকন্যাং নির্বক্তি কালকন্যেত্যাদিনা ] কাল-কন্যা ( কালস্য দুহিতা ইত্যনেনোক্তা ) সাক্ষাৎ ( স্বয়ং ) জরা ( বার্দ্ধক্যম্ )। লোকঃ তাং ন অভিনন্দতি ( নাদ্রিয়তে )। [ তাং ] যবনেশ্বঃ ( যবনানাম্ আধিব্যাধিরূপাণাম্ ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ ) মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় ( লোকানাং ক্ষয়সম্পাদনায় ) স্বসারং ( ভগিনীং ) জগৃহে ( জগ্রাহ, আত্মনেপদমার্ষম্, কালকন্যাং ভগিনীত্বেন গৃহীতবানিত্যর্থঃ ) [ পক্ষে স্বসা ক্ষয়ায় স্বসারমপি তাং জগৃহে, অধর্ম্মবংশোদ্ভবত্বাদ্ ভোগ্যত্বেনোপজগ্রাহ ইতি ] ॥ ২২

**মূলানুবাদ**।—কাল দুহিতা বলিয়া যে রমণীর কথা বলা হইয়াছে, উহা স্বয়ং জরা, তাহাকে কোনও লোক আদর করে না। যবনেশ্বর মৃত্যু লোকক্ষয়ের জন্য তাহাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা**।—ভগিনীত্বেন জগৃহে, লোকানাং ক্ষয়ায় ॥ ২২

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ যবনেশ্বরস্য সৈনিকান্ বিবৃণোতি আধয় ইত্যাদিনা ] তস্য ( যবনেশ্বরস্য মৃত্যোঃ ) সৈনিকাঃ যবনাঃ চরাঃ আধয়ঃ ( মনোব্যথাঃ ) ব্যাধয়ঃ ( রোগাশ্চ ), প্রজ্বারঃ ( প্রজ্বারপদেন উক্তঃ ) ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ ( ভূতানাং প্রাণিনাম্ উপসর্গঃ উপদ্রবভূতঃ আশুরয়ঃ ক্ষিপ্রবেগঃ যস্য তথাভূতঃ ) দ্বিবিধঃ জ্বরঃ ( শীতোষ্ণভেদেন প্রবেশনির্গমভেদাৎ দ্বিপ্রকারঃ জ্বররোগ এব ) [ ভূতসম্বন্ধ্যুপসর্গাশ্চ পবনজলহিমাগ্নির্ঘাতপকুপথ্যাদিকৃতাঃ শ্বাসতন্দ্রাপ্রলাপাদয়ঃ। ভূতোপসর্গাশুরয় ইতি প্রজ্বারপদঘটকপ্রশব্দব্যাখ্যানমভিপ্রেত্য ] [ ভূতোপসর্গাস্তরয় ইতি পাঠে ভূতোপসর্গাঃ ভূতকৃতাঃ রাজচৌরক্রিমিজলাদিকৃতাঃ উপসর্গাঃ পীড়াস্ত অরয়ঃ 'অরিভিরূপরুদ্ধ' ইত্যনেনো-পক্ষিপ্তাঃ শত্রবঃ। অনেন অরিপদব্যাখ্যা কৃতা ] ॥ ২৩

**মূলানুবাদ**।—যবনেশ্বরের সৈনিক যবন-চরগণ আধি ও ব্যাধি। শীতোষ্ণভেদে দ্বিবিধ জ্বর, যাহার আশুবেগ প্রাণীদিগের উপসর্গরূপ, উহাই প্রজ্বারপদে সূচিত হইয়াছে ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা**।—চরাঃ সঞ্চারিণঃ। ভূতানামুপসর্গে পীড়ায়াম্ আশু শীঘ্রো মৃত্যুহেতু রয়ো বেগো যস্য প্রজ্বারস্যেতি প্রশব্দব্যাখ্যা। ভূতোপসর্গাস্তরয় ইতি পাঠে ভূতকৃতা অরয়ঃ। অনেন চ অরিভিরূপরুদ্ধ ইত্যরিপদং ব্যাখ্যাতম্। দ্বিবিধঃ শীতোষ্ণরূপেণ প্রবেশনির্গমভেদাৎ ॥ ২৩

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দেবভূতাত্মসম্ভবৈঃ। ক্লিশ্যমানঃ শতং বর্ষং দেহে দেহী তমোবৃতঃ ॥ ২৪
প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণঃ। শেতে কামলবান্ ধ্যায়ন্ মমাহমিতি কর্ম্মকৃৎ ॥ ২৫
যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্। পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥ ২৬
গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতেঽবশঃ। শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথা কর্ম্মাভিজায়তে ॥২৭

শুক্লাৎ প্রকাশভূয়িষ্ঠাঁল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ ক্বচিৎ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[ অথ বিশেষত আরোপিতানর্থান্ ব্যাখ্যায় সামান্যতঃ কথাতাৎপর্য্যমাহ এবমিত্যাদিনা বিরম-ক্রমেণেত্যেস্তেন ] তমোবৃতঃ ( তমসাচ্ছন্নঃ ) দেহী ( জীবঃ ) এবং দেবভূতাত্মসম্ভবৈঃ ( দেবাঃ গ্রহাদয়ঃ, ভূতানি পশু-পক্ষ্যাদীনি, আত্মা বাহ্যঃ অভ্যন্তরশ্চ, তেভ্যঃ সম্ভবঃ উৎপত্তির্যেষাং তথাভূতৈঃ, আধিদৈবিকৈঃ আধিভৌতিকৈঃ ত্বিবিধৈরাধ্যাত্মিকৈশ্চ) বহুবিধৈঃ দুঃখৈঃ দেহে ( শরীরব্যবচ্ছেদেন ) শতং বর্ষং (যাবৎ) ক্লিশ্যমানঃ ( ক্লেশং ভুঞ্জানঃ ) প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মান্ (প্রাণবৃত্তিধর্ম্মান্ ক্ষুৎপিপাসাদীন্, ইন্দ্রিয়বৃত্তিধর্ম্মান্ অন্ধত্বাদীন্, মনোবৃত্তিধর্ম্মাংশ্চ কামাদীন্ ) নির্গুণঃ [ অপি ] আত্মনি অধ্যস্য ( আরোপ্য ) কামলবান্ ( ক্ষুদ্রান্ বিষয়ভোগকামান্ ) ধ্যায়ন্ ( নিরন্তরং চিন্তয়ন্ ) মম অহমিতি ( ইদং মম অয়মহং সুখী দুঃখী ইত্যাদিবুদ্ধ্যা ) কর্ম্মকৃৎ শেতে ( অবতিষ্ঠতে ) ॥২৪।২৫

মূলানুবাদ।—তমোগুণাচ্ছন্ন জীব শতবর্ষ কাল এইরূপে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, ও আধ্যাত্মিক বহুবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ-ধর্ম্ম ক্ষুৎপিপাসাদি, ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম অন্ধত্বাদি ও মনোধর্ম্ম কামাদিকে নির্গুণ আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভোগের চিন্তা সহকারে 'ইহা আমার' ও 'এই আমি সুখী ও দুঃখী' ইত্যাদি জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে থাকে ॥ ২৪।২৫

শ্রীধরটীকা।—এবংপরোক্ষমেনোক্তমর্থং ব্যাখ্যায় সর্ব্বকথাতাৎপর্য্যমাহ এবমিত্যাদিনা বিরমক্রমেণে-ত্যন্তেন আধিদৈবিকাদিভির্দুঃখৈঃ ক্লিশ্যমানো মমাহমিতি দেহে শতং বর্ষাণি শেতে বর্ত্ততে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ২৪।
অশনাপিপাসাদীন্ প্রাণধর্ম্মান্, অন্ধত্বাদীন্ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মান্, কামাদীন্ মনোধর্ম্মাংশ্চ নির্গুণোঽপি আত্মনি অধ্যস্য কামলবান্ বিষয়সুখলেশান্ ধ্যায়ন্ কর্ম্মকৃৎ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—[ অথ তাদৃশাবস্থায়াঃ ফলমাহ যদেত্যাদিনা ] স্বদৃক্ (স্বপ্রকাশস্বভাবোঽপি) পুরুষস্তু (জীবস্তু) যদা ( যাবৎ ) ভগবন্তং পরং গুরুং ( পরমগুরুম্ ) আত্মানং ( পরমাত্মানম্ ) অবিজ্ঞায় ( স্বরূপেণ অবিদিত্বা ) প্রকৃতেঃ ( মূলকারণভূতায়াঃ অবিদ্যায়াঃ, অন্তঃকরণস্য বা ) গুণেষু ( সুখদুঃখাদিষু ) বিষজ্জেত ( আসক্তো ভবতি ) গুণাভিমানী ( প্রকৃতের্গুণাত্মনি অভিমন্যমানঃ ) সঃ তদা অবশঃ ( পরতন্ত্রঃ সন্ ) কর্ম্মাণি কুরুতে। [অপি চ] শুক্লং ( সাত্ত্বিকং ) কৃষ্ণং ( তামসং ) লোহিতং ( রাজসং ) বা যথা কর্ম্ম ( যাদৃশং স্বকৃতং কর্ম্ম পুণ্যপাপাদিদৃষ্টং ) [ তথা ] অভিজায়তে ( তদনুসারেণ লোকাদিমাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ) ॥ ২৬।২৭

মূলানুবাদ।—জীব স্বপ্রকাশ স্বভাব হইলেও যাবৎ সে ভগবান্ পরমগুরু পরমাত্মার স্বরূপ জানিতে পারে না বলিয়া প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাবৎ প্রকৃতির গুণে অভিমান হেতু অবশভাবে কর্ম্ম করে এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে বিভিন্ন লোকে জন্মলাভ করিয়া থাকে। ২৬।২৭

শ্রীধরটীকা।—ততঃ কিম্, অত আহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। স্বদৃক্ স্বপ্রকাশস্বভাবোঽপি। ২৬। শুক্লং সাত্ত্বিকং, কৃষ্ণং তামসং, লোহিতং রাজসম্। যথা কর্ম্ম তথা জায়তে ॥ ২৭

নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্ম্মণাং কর্ম্ম কেবলম্। দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ ॥ ৩৪
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা ॥ ৩৫
অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা। সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—প্রতিক্রিয়াণামপি দুঃখরূপত্বাৎ ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথা হীতি ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—[ নহু দুঃখমূলীভূতানাং কর্ম্মণাং কেচিৎ কর্ম্মণা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যত্বে মূলাভাবাৎ দুঃখানামেকান্তবিগমঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈকান্তত ইত্যাদি ] হে অনঘ। কেবলং ( জ্ঞানরহিতং ) কর্ম্ম কর্ম্মণাম্ একান্ততঃ প্রতীকারঃ ( প্রতীকারোপায়ঃ ) ন ( ভবতীতি শেষঃ ) [ জ্ঞানরহিতস্য কর্ম্মণঃ কর্ম্মজনকত্বাৎ পুনঃ কর্ম্মজন্য কস্য দুঃখস্যাবশ্যম্ভাবাৎ ন একান্ততো দুঃখপ্রতীকার ইতি ভাবঃ ] [ তত্রৈব হেতুমাহ দ্বয়মিত্যাদিনা ] হি ( যস্মাৎ ) দ্বয়ং ( নিবর্ত্ত্যং নিবর্ত্তকঞ্চেতি দ্বিতয়ং কর্ম্ম ) স্বপ্নে ( স্বপ্নাবস্থায়াং ) স্বপ্ন ইব ( স্বপ্নাবস্থা ইব ) অবিদ্যোপসৃতম্ ( অবিদ্যয়া উপসৃতং ব্যাপ্তং ) [ তথা হি যথা স্বাপ্নিকং দুঃখং স্বপ্নানুভূতাবস্থামাত্রেণ প্রবোধং বিনা ন নিবর্ত্ততে, তথা সংসারনিবৃত্তিং বিনা কেবলেন সাংসারিককর্ম্মণা সাংসারিকং দুঃখং নৈব নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—হে অনঘ। জ্ঞানবর্জিত কর্ম্ম একান্তরূপে কর্ম্মের নিবর্ত্তক নহে, কারণ, স্বপ্নাবস্থার অভ্যন্তরে যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, ঐ দুইটাই যেমন অবিদ্যাপ্রসূত বলিয়া একটী স্বপ্নের দুঃখ জাগরণ ব্যতীত অপর স্বপ্নের দ্বারা একান্তরূপে নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ সংসারনিবৃত্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানশূন্য সাংসারিক কর্ম্মদ্বারা ঐ কর্ম্মের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ( অতএব কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে এই বুদ্ধি ভ্রম মাত্র ) ॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা।**—দুঃখস্য মূলভূতানি কর্ম্মাণি প্রতিক্রিয়াদিকর্ম্মভির্নৈব নিবর্ত্তন্ত ইত্যাহ নৈকান্তত ইতি। অত্যন্তং সবাসনং, কেবলং জ্ঞানরহিতম্। অবিদ্যয়া উপসৃতং প্রাপ্তম্। অতোঽবিরোধান্ন নিবর্ত্ত্যনিবর্ত্তকত্বমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্নে দৃষ্টঃ স্বপ্নঃ প্রবোধং বিনা যথা তং স্বপ্নমত্যন্তং ন প্রতিকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ।**—[ নহু 'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' ইত্যাদিশ্রুত্যাবেদিতস্য অসঙ্গস্য পুরুষস্য সুখদুঃখাদিভির্বস্তুতঃ সঙ্গাভাবেন তন্নিবর্ত্তনপ্রয়াসঃ কথং স্বত এব তস্য নিবৃত্তসংসারধর্ম্মত্বাৎ সুখদুঃখাদের্বস্তুত আত্মবিকত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থ ইত্যাদি ] লিঙ্গরূপেণ ( উপাধিভূতেন ) মনসা ( মনোরূপান্তঃকরণেন সহ ) বিচরতঃ ( জীবস্য ) স্বপ্নে ( স্বপ্নাবস্থায়াং ) যথা [ তথা ] অর্থে ( সুখদুঃখাদিরূপে বিষয়ে ) অবিদ্যমানেঽপি ( বস্তুগত্যা আত্মনি অবর্ত্তমানেঽপি, সুখদুঃখাদীনামনাত্মধর্ম্মত্বেঽপীত্যর্থঃ ) সংসৃতিঃ ( সংসারঃ ) ন নিবর্ত্ততে। [ তথা হি জীবঃ স্বপ্নাবস্থায়াং যদ্ যদ্ দুঃখমনুভবতি, তস্য সর্ব্বস্য অলীকত্বেঽপি যথা প্রবোধং বিনা তৎ নাপগচ্ছতি, পরং স্বপ্নাবস্থাসমকালং তৎসর্ব্বং প্রতিকূলং সদা জীবস্তাম্যতি, তথা সংসারসমকালং দুঃখাদেরাত্মধর্ম্মত্ববিরহেঽপি জ্ঞানং বিনা পরিতাপকত্বমেবেতি তন্নিবর্ত্তন প্রয়াসো যুক্ত এবেতি ভাবঃ ] ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ।**—যেমন উপাধিভূত মনের সহিত বিচরণকারী জীব যখন স্বপ্নাবস্থা অনুভব করে, তখন তাহার স্বাপ্নিক দুঃখ অলীক হইলেও জাগরণ ব্যতীত উহার নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ সুখ-দুঃখাদি বস্তুতঃ আত্মায় অলীক হইলেও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সংসারের নিবৃত্তি হয় না। ( এইজন্যই ঐ দুঃখাদির নিবৃত্তির নিমিত্ত যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেইরূপ প্রযত্নের অনুষ্ঠান করা ব্যর্থ নহে ) ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা।**—নহু তর্হ্যজ্ঞানবিলসিতত্বেন সংসৃতের্দেহাদেরপাসত্ত্বাৎ কিং তন্নিবর্ত্তনপ্রয়াসেন? তত্রাহ অর্থে হীতি। লিঙ্গরূপেণ উপাধিভূতেন ॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—[অথ তর্হি কুতস্তস্য সংসারস্য নিবৃত্তিরিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অথেত্যাদি] অথ (ভক্তিপ্রকরণারম্ভে,

অত্র আরম্ভার্থকঃ অথ শব্দঃ, 'অথ স্যান্মঙ্গলে প্রশ্নে কার্য্যারম্ভেষ্বনন্তর' ইতি কোষাৎ ) অর্থভূতস্ত ( পরমার্থসৎস্বরূপস্য ) আত্মনঃ যতঃ ( যস্মা অবিদ্যাতঃ ) অনর্থপরম্পরা ( পারম্পরিকানর্থবহুলা ) সংসৃতিঃ ( সংসারঃ ) [ ভবতীতি শেষঃ ] গুরৌ ( হরিভক্ত্যুপদেশকে, হরৌ চ ) পরমযা ভক্ত্যা তদ্ব্যবচ্ছেদঃ ( তস্যাঃ সংসৃতেঃ নিবর্ত্তনম্, ভবতীতি শেষঃ ) [ অতএব পুরঞ্জনস্ত জন্মান্তরে গুরৌ হরৌ চ ভক্ত্যা সংসারবিনিবৃত্ত্যা পরমার্থলাভো ব্যাখ্যাতঃ ] ॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—পরমার্থভূত সৎস্বরূপ আত্মার যে অবিদ্যা হইতে অনর্থপর্য্যায়রূপ সংসার উৎপন্ন হয়, হরিভক্তির উপদেশকারী গুরু ও শ্রীহরির প্রতি ভক্তি দ্বারাই তাহার বিচ্ছেদ হইয়া থাকে ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা।**—তদেবং সংসৃতিপ্রকারমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তিপ্রকারমাহ। অথ তস্মাৎ পুরুষার্থভূতস্যৈব আত্মনঃ যতোঽজ্ঞানাৎ মনসো বা অনর্থপরম্পরারূপা সংসৃতির্ভবতি, তস্য ব্যবচ্ছেদো গুরুরূপে বাসুদেবে ভক্ত্যৈব ॥ ৩৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ইতিপূর্ব্বে যে কাল-কন্যার কথা বলা হইয়াছে, যিনি ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়াও কাহারও নিকট সমাদর পান নাই, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি জীবদেহের জরা। জরা উপস্থিত হইলে আর ভোগশক্তি থাকে না বলিয়া ভোগকামী জীব তাহাকে কামনা করে না, কিন্তু কামনা না করিলে কি হইবে? কালের দুরতিক্রম গতিপ্রভাবে সকলকেই অনিচ্ছায়ও উক্ত জরার কবলে পতিত হইতে হয়। এইজন্যই পুরঞ্জন তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না, জরা আসিয়া যেমন যথাকালে তাঁহার নিকট কামনা পূর্ব্বক উপস্থিত হইল,— অমনি তাঁহাকে তাহার কবলে পতিত হইতে হইল। ঐ জরাকে যবনেশ্বর মৃত্যু ভগিনীরূপে গ্রহণ করিয়াও ভোগ্যারূপে পরিণত করিয়াছিলেন, উহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে যবনেশ্বর মৃত্যুর যবন চরের কথা বলা হইয়াছে, উহা আধি ও ব্যাধিসমূহ। লোকে যখন আধি ও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখনই তাহাদের জীবনীশক্তি অল্পতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে তাহাকে মৃত্যুর অধীন হইতে হয়, কাজেই আধি ও ব্যাধিসমূহ জীবের মৃত্যুর সহায় বলিয়া ঐগুলিকে যবনেশ্বর মৃত্যুর সহায় চররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রজ্বার বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা জ্বর, ঐ জ্বর উষ্ণরূপে শরীরে প্রবেশ করে এবং শীতরূপে নির্গত হয় বলিয়া উহাকে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। ঐ জ্বর যখন দেহকে আশ্রয় করে, তখন তাহার বেগে প্রাণিগণ অত্যন্ত উপক্রুত হইয়া উঠে এবং ঐ অবস্থায় হিম বাতাদি ভোগে ও কুপথ্যাদি যোগে উহার বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এইজন্যই কেবল জ্বর মাত্র না বলিয়া প্র-শব্দ দ্বারা উহার উৎকট ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। কেহ কেহ 'ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ' এই স্থলে 'ভূতোপসর্গাস্বরয়ঃ' এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া অর্থ করেন যে, ভূতকৃত অর্থাৎ রাজা, চৌর ও ক্রিমি প্রভৃতি জনিত উপসর্গ প্রাণীর পক্ষে অরি, অর্থাৎ পূর্ব্বে 'অরিভিরুপরুদ্ধ' এই অংশদ্বারা যে অরির সূচনা করা হইয়াছে, এই ভূতকৃত উপসর্গকেই উক্ত অরিপদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। হে প্রাচীনবর্হি! এই তোমার নিকট আরোপিত বিষয়গুলির বিবরণ করিলাম, এখন আর তোমার তদ্বিষয়ে কোনও রূপ সন্দেহ নাই বলিয়াই মনে করি। এখন দেখ যে তমসাচ্ছন্ন জীব শতবর্ষব্যাপী মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কত প্রকার কঠোর দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। যখন লোকের গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হয়, তখন যে দুঃখ অনুভব করে তাহাকে এবং বিদ্যুদগ্নি প্রভৃতি জনিত দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়; সর্পদংশন প্রভৃতি কারণ হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আধিভৌতিক অর্থাৎ প্রাণিজ দুঃখ বলা হয়; আবার কাম্যবিষয়ের অপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণ হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ নামে অভিহিত করা হয়। যে কোনও দুঃখ এই তিন প্রকারের অন্তর্গত এবং এই ত্রিবিধ দুঃখ জগতে নিয়তই জীবকে ভোগ করিতে হয়। জীবের এই ত্রিবিধ দুঃখ অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই, যে পর্য্যন্ত সংসারী অবস্থা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ত্রিবিধ দুঃখ

সংসারী থাকিবে, যখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সকল কর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করে, তখন আর সুখ-দুঃখের হেতু কর্ম্ম থাকে না বলিয়া আর দুঃখ অনুভব করিতে হয় না, এইজন্য দার্শনিকগণ অনেকেই মুক্তিকে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীব যখন সংসারী অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তখন অজ্ঞানবশে অনাত্মা ও আত্মার ভেদ উপলব্ধি করিতে না পারায় অনাত্মার ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করিয়া লয় ও প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনে যে সকল পিপাসাদি, আত্মা প্রভৃতি ও কামাদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা 'আত্মাতে বর্ত্তমান' এইরূপ ধারণা করিয়া মুগ্ধ হয়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বত্র আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, পরন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব ঐ নির্গুণ আত্মাকে সগুণ বলিয়া মনে করে। যে সকল গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম, তাহা বস্তুগত্যা প্রকৃতির বলিয়া নির্ণয় করিতে পারে না, কাজেই সুখ-দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ভ্রান্তিহেতু বিষয়ভোগে সুখাদির সমুৎপাদনের জন্য চেষ্টিত হয় ও অভিমানের প্রভাবে অপারমার্থিক বস্তুকে পারমার্থিক বলিয়া মনে করিয়া 'আমি ও আমার' ইত্যাদি মিথ্যা ধারণা পোষণ করে। আত্মা যে স্বপ্রকাশ, তাঁহার যে কোনওরূপ মালিন্য নাই, তিনি যে অসঙ্গ, একথা জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে না। যেমন কোনও মালিন্যযুক্ত দর্পণের সম্মুখে যদি কোন বস্তু থাকে, তবে তাহাতে সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন অন্তঃকরণের সম্মুখে শত শত উপদেশের প্রযত্নও ব্যর্থ হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণে কিছুতেই তাহার বিপরীত বুদ্ধি অপগত হইবার উপযোগী তত্ত্বজ্ঞান স্থান লাভ করে না। এইজন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" অর্থাৎ 'যে সকল কার্য্য প্রকৃতির গুণদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে, অহঙ্কারের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া জীব তাহাকে নিজকৃত কার্য্য বলিয়াই ধরিয়া লয়'। এই গুণাভিমান যত কাল পর্য্যন্ত আত্মায় বর্ত্তমান থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত সে ঐ ভাবেই কার্য্য করিতে থাকে, পরে সৌভাগ্যোদয়ে যখন সদ্গুরুর সাহায্যাদি লাভ করিয়া পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তাহার সেই অবস্থা হইতে বিমুক্তি হয় ও তখনই জীব পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, অন্য সময়ে নহে। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' অর্থাৎ 'একমাত্র পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই মুক্তিলাভ হয়, উহার অন্য কোনও উপায় নাই'। জীব অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন অবস্থায় যেরূপ কার্য্য করে, সেই সেই কর্ম্মের অনুসারে তাহাকে ভবিষ্যতে নানাবিধ যোনি লাভ করিয়া সুখ-দুঃখাদির ভোগ করিতে হয়। উক্ত কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, শুক্ল অর্থাৎ সাত্ত্বিক, কৃষ্ণ অর্থাৎ তামসিক ও লোহিত বা রাজসিক। শুক্লকর্ম্মে প্রকাশবহুল সূর্য্যাদিলোক, রাজস বা লোহিত কর্ম্মে মধ্যমলোক মর্ত্ত্যলোক ও কৃষ্ণ বা তামস কর্ম্মে অধোলোক প্রাপ্ত হইতে হয়। জীব কর্ম্মবশে কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও ক্লীব, কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, আবার কখনও বা তির্য্যক্ রূপে জন্ম লাভ করে ও উহার প্রত্যেক অবস্থাতেই বিভিন্ন প্রকার সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থাসমূহের মধ্যে প্রত্যেক অবস্থাতেই মিশ্রভাবে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতে হয়। যাহার যেরূপ অদৃষ্টানুসারে জন্ম, তাহাকে ঠিক তদনুরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ইহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যখন গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে অন্ন লাভের আশায় ভ্রমণ করিতে থাকে—যেখানে অন্ন পাইবার আশা আছে, সেইখানেই যাইয়া কত প্রকারে নিজ আর্ত্তভাব ব্যক্ত করিতে থাকে—তখন ঐ কুক্কুর কোনও স্থানে হয়ত কেবল তাড়নাই লাভ করে, আবার কোথাও হয়ত কিঞ্চিৎ অন্ন লাভ করিয়া ক্ষুধার উপশম করিতে পারে। সেইরূপ বুভুক্ষু জীব নিজ কামনার বশে সর্ব্বত্রই ভোগ্য বস্তু লাভের প্রত্যাশা করে বটে, কিন্তু অদৃষ্টের তারতম্যে কোথাও কেহ ভোগ্য বস্তু অনায়াসে লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করে, আবার কোথাও হয়ত ভোগ্যবস্তু লাভের কথা দূরে থাকুক—

নাথাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। হায় কামী জীব! তোমার কামনাই যে সকল অনর্থের মূল, ইহা তুমি কিছুতেই বুঝিতেছ না।

এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে—পূর্ব্বে যে কুক্কুরের দৃষ্টান্তে জীবের সুখ ও দুঃখ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাতে এই বলা যাইতে পারে যে, কুক্কুর অত্যন্ত বুদ্ধিহীন জীব,কিন্তু বুদ্ধিমান্ মনুষ্য তাহার ন্যায় অযথা দুঃখভোগ করিবে কেন? বুদ্ধিমান্ জীব কিরূপে দুঃখের প্রতীকার করিতে হয় তাহা জানে, এবং যাহাতে দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে তাহার পরিহার করিয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সামর্থ্য পোষণ করে, তবে বুদ্ধিমান্ জীব মনুষ্যাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, দুঃখের প্রতীকার করিতে হইলেও প্রতীকারের উপায় অনুষ্ঠানের জন্য যে একটা কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহার হাত হইতে জীব কোনও মতেই অব্যাহতি পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি অর্থের অভাবে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাকে যদি ঐ আর্থিক কষ্টের উপশম করিতে হয়, তবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে বাণিজ্য বা পরকীয় দাস্যাদি অবলম্বন করিতে হইবে এবং তাহাতে যে আবার প্রভূত কষ্টের উৎপত্তি হয়, উহা অনুভবশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন। কাজেই দেখা যায় যে, লৌকিক উপায়ে দুঃখের কথঞ্চিৎ প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকিলেও ঐ প্রতীকারের উপায় অনুষ্ঠানাদির জন্য যে কষ্ট অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহা কোনও রূপেই অতিক্রম করা সম্ভবপর নহে। দুঃখের প্রতীকারের লৌকিক উপায়গুলি একে একে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক উপায়ের অনুষ্ঠানই কষ্টসাধ্য, এমন কোন উপায় নাই, যাহা বিনা আয়াসে অনুষ্ঠিত হইয়া দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করে। আরও বিশেষ কথা এই যে, জীবের অনন্ত বিষয়ে অনন্ত দুঃখ আছে, সেই অনন্ত দুঃখের প্রতীকার অনন্ত উপায়ের অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, ঐ অনন্ত উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্ত দুঃখের নিবৃত্তি সাধন কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নহে, কাজেই প্রত্যেক জীবকেই কোন না কোনও দুঃখ অনবরতই ভোগ করিতে হইবে, অতএব জীবের কোনও রূপেই দুঃখের সহিত একান্ত বিচ্ছেদ সম্ভবপর নহে। ভারবাহী কোনও পুরুষ যখন মস্তকে প্রভূত ভার লইয়া এক গ্রাম হইতে সুদূরবর্ত্তী অপর গ্রামে যাইতে থাকে এবং কিছুদূর যাইয়া প্রভূত ভারে যখন তাহার মস্তক ক্লান্ত হইয়া ভারবহনে অক্ষম হয়, তখন সেই ভারবাহী মস্তকের কষ্ট নিবারণার্থে ঐ ভার স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া চলিতে থাকে, আবার যখন স্কন্ধদেশ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আবার কিঞ্চিৎ বিশ্রামপ্রাপ্ত মস্তকে ঐ ভার আরোপিত করিয়া চলিতে থাকে, অথচ সে যখন এক অঙ্গের কষ্ট বারণের জন্য অপর অঙ্গের সাহায্যে ভারবহন করে, তখন তাহার পূর্ব্ব অঙ্গের কষ্ট কথঞ্চিৎ উপশমিত হইলেও অপর অঙ্গের কষ্ট স্বীকার করিয়া লইতে হইল না কি? ঐ অবস্থাদ্বয়ের প্রত্যেক অবস্থাতেই যে তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হইতেছিল এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, কাজেই এক দুঃখের প্রতীকারের উপায় করিতে গিয়া অপর দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হইতেছে ইহা নিশ্চিত। তবেই দেখা যায় যে, দুঃখের প্রতীকার করিতে গেলেও দুঃখের হাত হইতে জীবের একান্ত অব্যাহতি নাই। উক্ত রূপ শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকৃত বিষয় বুঝান যাইতে পারে।

পুনরায় এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাধারণ লৌকিক উপায়গুলি দুঃখময় হইলেও এমন কোনও শাস্ত্রোক্ত মার্গের অনুষ্ঠান করা হইবে, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ একসঙ্গে নিবৃত্তি হইতে পারে, কারণ শাস্ত্রে দুরদৃষ্ট বা পাপকেই দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, ঐ দুরদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলেই আর কোনওরূপ দুঃখের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব এমন কোনও যাগ করিব—যাহাতে ঐ সর্ব্ব প্রকার দুরদৃষ্ট নিবৃত্ত হইতে পারে, তবেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপায়ানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইল। তাহার উত্তর এই যে—না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, দেখা যায় যে, স্বপ্নে অনিষ্টবিষয় দর্শন করিয়া যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তি যেমন স্বপ্নাবস্থাদ্বারা হয় না,

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ। সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥ ৩৭
সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ। শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ ॥ ৩৮

জাগরণেই তাহার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা একান্তরূপে কর্ম্মের নিবৃত্তি হইতে পারে না। এইস্থলে দার্শনিক একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে, তাহা এই,—যেমন যে ব্যক্তি শীতার্ত্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহার শরীরে যদি করকা-শীতল সলিলরাশি সেক করা যায়, তবে যেমন তাহার শীতের নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত শীতের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্মজন্য দুঃখে যে ব্যক্তি আর্ত্ত, তাহার দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দুঃখের নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক—ঐ কর্ম্মজন্য দুঃখই তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে কর্ম্ম নিবর্ত্তক ও যে কর্ম্ম নাশ্য, ঐ উভয় কর্ম্মই অবিদ্যাশ্রিত, কাজেই অবিদ্যাপ্রসূত দুঃখ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে গেলে পশুহিংসা ও বীজহিংসাদি অবশ্যই করিতে হইবে, ঐ পশুহিংসা ও বীজহিংসাদি হইতে যে পাপের উৎপত্তি হয়, তাহার ফল দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, অতএব উক্তরূপ যজ্ঞাদি দ্বারাও দুঃখের একান্ত প্রতীকার অসম্ভব। (এই বিষয় 'সাংখ্যকারিকা' ও 'সাংখ্যদর্শন' প্রভৃতি বহুগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত আছে। 'দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ' ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রভৃতি টীকা আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিবে না।)

ফল কথা এই যে—মিথ্যাজ্ঞান সংসারের কারণ, যে পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হইবে, সে পর্য্যন্ত জীবকে সংসারী থাকিয়া অবশ্যই দুঃখভোগ করিতে হইবে। যখন গুরু ও ভগবানে ভক্তি বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান অন্তঃকরণকে আলোকিত করিবে, তখন মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, তখন জীব পরমার্থলাভে কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২২—৩৬

**অন্বয়ঃ।**—[ ননু মিথ্যাজ্ঞানহেতুকোঽয়ং সংসারঃ, মিথ্যাজ্ঞানঞ্চ তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যং তদনিবৃত্তৌ সংসারা-নিবৃত্তেঃ তস্য চ ভগবদ্‌ভক্ত্যা অনিবৃত্তত্বাৎ কথং ভগবদ্‌ভক্ত্যা সংসারবিচ্ছেদ উক্ত ইত্যাশঙ্কায়ামাহ বাসুদেব ইত্যাদি ] ভগবতি বাসুদেবে ( শ্রীকৃষ্ণে ) সমাহিতঃ ( সম্যকৃতয়া আহিতঃ ) ভক্তিযোগঃ (প্রেমবিশেষঃ) সধ্রীচীনেন ( সমীচীনেন প্রকারেণ ) বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ ( তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ) জনয়িষ্যতি। [ সধ্রীচীনেন ইত্যনেন সাযুজ্যপ্রযো-জনকয়োর্জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ব্যাবৃত্তিঃ কৃতা। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্ত্যুদ্‌ভবত্বাৎ তদর্থং ভক্তেঃ প্রয়াসান্তরং নাস্তীতি ভাবঃ ] ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি সম্যক্‌রূপে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইয়া সমীচীন বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। ( কাজেই বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ব্যতীত যে সংসারের বিচ্ছেদ ঘটে না, তাহা ভগবানের প্রতি ভক্তি হইতেই হইতে পারে ) ॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—ননু সংসৃতিনিবৃত্তির্বৈরাগ্যপূর্ব্বকাৎ জ্ঞানাদেব, ন তু ভক্ত্যা—তরতি শোকমাত্মবিদিতি শ্রুতেঃ, অত আহ বাসুদেব ইতি। সধ্রীচীনেন সমীচীনেন প্রকারেণ ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ।**—[ তস্য মহাফলজনকস্য ভক্তিযোগস্য উপায়মাহ সোঽচিরাদেবেত্যাদিনা ] হে রাজর্ষে! অচ্যুতকথাশ্রয়ঃ ( অচ্যুতস্য নারায়ণস্য কথা বৃত্তান্তঃ আশ্রয়ঃ যস্য তথাভূতঃ, অচ্যুতকথামাশ্রিত্য বর্ত্তমানঃ ) সঃ ( ভক্তিযোগঃ ) শ্রদ্দধানস্য ( শ্রদ্ধাযুক্তস্য ) শৃণ্বতঃ ( শ্রবণকারিণঃ ) নিত্যদা ( সর্ব্বদা ) অধীয়তঃ ( অধীয়ানস্য, নিত্যদেতি অধীয়ত ইতি চার্থম্ ) অচিরাদেব ( অবিলম্বেনৈব ) স্যাৎ স্যাৎ ( স্যাদিত্যস্য দ্বিরুক্তিস্তদুৎপত্ত্যবশ্যম্ভাব-সূচনার্থা ইতি মন্তব্যম্। অথবা শৃণ্বতঃ স্যাৎ অধীয়ানস্য চ স্যাদিতি সম্বন্ধিদ্বয়ভেদেন ক্রিয়াদ্বয়ান্বয়ঃ ) ॥ ৩৮

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ। ভগবদ্‌গুণানুকথন-শ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ৩৯

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্‌ভয়শোকমোহাঃ ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—হে রাজর্ষে। অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের কথা অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধাযুক্তভাবে সর্ব্বদা শ্রবণ ও কীর্ত্তন-কারী ভগবদ্‌ভক্তের অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—নন্বসৌ মহাকলো ভক্তিযোগঃ কথং স্যাৎ? অত আহ—স তু অচ্যুতস্য কথামাশ্রিত্য বর্ত্তমানোঽচিরাৎ স্যাৎ। কস্য স্যাৎ? তত্রাহ—শৃণ্বতঃ অধীযানস্য চ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—[ কুত্র স্যাদিত্যাকাঙ্খায়ামাহ যত্রেত্যাদি ] হে রাজন্। যত্র ( যস্মিন্ স্থানে ) ভগবদ্‌গুণানুকথন-শ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ( ভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোঃ গুণানাম্ অনুকথনে অনুবাদে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরং চেতঃ অন্তঃকরণং যেষাং তে, গৃহকর্ম্মান্তরালেঽপি অয়ং শ্রীকৃষ্ণস্য গুণানুবাদকালঃ সমতিক্রামতি, অয়ঞ্চ শ্রবণকালঃ সমেতি, অয়-মসৌ কীর্ত্তনকালঃ প্রাপ্ত ইত্যেবং বুদ্ধ্যা কর্ম্মান্তরপরিহারেণ তৎসাধনবিষয়ে সত্বরতাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ) বিশদাশয়াঃ ( নির্ম্মলান্তরাঃ, হিংসাদ্বেষাদিরহিতচিত্তা ইত্যর্থঃ ) ভাগবতাঃ ( ভগবদ্‌ভক্তাঃ ) সাধবঃ ( সজ্জনাঃ ) [ সন্তীতি শেষঃ ] ৩৯

মূলানুবাদ।—হে রাজন্। যে স্থানে শ্রীভগবানের গুণানুবাদ ও গুণশ্রবণবিষয়ে ব্যগ্রচিত্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ ভগবদ্‌ভক্ত সজ্জনগণ অবস্থান করেন ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—কুত্র স্যাৎ? তদাহ যত্রেতি। ভগবতো গুণানুকথনে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরং চেতো যেষাং তে ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—[ তত্র কিং স্যাদিত্যাকাঙ্খায়ামাহ তস্মিন্নিত্যাদি ] তস্মিন্ ( স্থানে ) পরিতঃ ( সমন্ততঃ ) মহন্মুখরিতাঃ ( মহদ্ভিঃ সজ্জনৈঃ মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ, মহান্তো মুখরিতা বাচিতা ইত্যর্থ ইতি কেচিৎ ) মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষশেষসরিতঃ ( মধুভিঃ মধুসূদনো নারায়ণঃ তস্য যৎ চরিত্রং তদেব পীযূষম্ অমৃতং তদেব শেষঃ অবশিষ্টং যত্র তথাভূতাঃ সরিতঃ নদ্যঃ, অসারাংশপরিহারেণ কেবলনারায়ণচরিতামৃতবাহিন্য ইত্যর্থঃ ) স্রবন্তি ( প্রবহন্তি ) হে নৃপ! যে ( জনাঃ ) অবিতৃষঃ ( অলংবুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ ) গাঢ়কর্ণৈঃ ( গাঢ়ৈঃ সুদৃঢ়ৈঃ দৃঢ়ত্বেন প্রবসম্ভাবনাশূন্যৈ-রিত্যর্থঃ। অথবা গাঢ়ৈঃ অত্যন্তমাসক্তৈঃ কর্ণৈঃ ) তাঃ ( নিরুক্তরূপাঃ সরিতঃ ) পিবন্তি ( সাগ্রহং সেবন্তে ) [ পিবন্তীত্যনেন স্বাদাধিক্যং তৃষ্ণাধিক্যঞ্চ ব্যক্তম্, তা ইত্যনেন তাসামেকস্যাপি কণস্য পরিত্যক্তুমশক্যত্বং ব্যঞ্জিতম্ ] তান্ ( নিরুক্তসরিৎপানকারিণো জনান্ ), অশনতৃড়্‌ভয়শোকমোহাঃ ( অশনং ক্ষুধা, তৃট্ পিপাসা, ভয়ং, শোকঃ, মোহশ্চ, তে ) ন স্পৃশন্তি ( অল্পমপি ন আশ্রয়ন্তি ) ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—হে নৃপ। সেই স্থানে মহাজনকীর্ত্তিত নারায়ণের চরিতামৃতবাহিনী নদী চারিদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। যে সজ্জনগণ অলংবুদ্ধিশূন্য হইয়া গাঢ় শ্রবণ সাহায্যে সেই নদীর অমৃত নিঃশেষরূপে পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভয়, শোক বা মোহ কিছুই অল্পমাত্রও স্পর্শ করে না ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—ননু সাধুসঙ্গং বিনা স্বয়মেব হরিকথাচিন্তনাদিনা ভক্তির্ভবেদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ দ্বাভ্যাম্। তস্মিন্ স্থানে মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ। মধুভিদশ্চরিত্রমেব পীযূষং, তদেব শিষ্যত ইতি শেষো যাসু, অসারাংশ-রহিতাঃ শুদ্ধামৃতবাহিন্য ইত্যর্থঃ। অবিতৃষঃ অলংবুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ গাঢ়ৈঃ সাবধানৈঃ কর্ণৈর্যে তাঃ সরিতঃ পিবন্তি সেবন্তে, অশনশব্দেন ক্ষুল্লক্ষ্যতে, অশনাদয়স্তান্ ন স্পৃশন্তি ভক্তিরসিকান্ ন বাধন্ত ইত্যর্থ ॥ ৪০

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ৪১
প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ৪২
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৩
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪

**অন্বয়ঃ।**—[ সাধুসঙ্গমলব্ধবতঃ কথাচিন্তনাদৌ আলস্যাদিনা পরমানুরাগশূন্যস্য ক্ষুধাতৃষ্ণাদ্যভিভাবেন ন ভক্তি-সম্ভব ইত্যাহ এতৈরিত্যাদিনা ] স্বভাবজৈঃ ( স্বাভাবিকৈঃ ) এতৈঃ ( অশন-তৃড্ভয়শোকমোহৈঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ দোষৈঃ ) নিত্যং ( প্রতিনিয়তম্ ) উপদ্রুতঃ ( আবাসিতঃ ) জীবলোকঃ নূনং ( নিশ্চিতং ) হরেঃ কথামৃতনিধৌ ( চরিতামৃত-সাগরে ) রতিম্ ( অনুরাগং সন্তোষং বা ) ন করোতি। [ অশনাদিভিরভিভূতান্তঃকরণতয়া হরিকথারতিমন্তরে-ণোপগন্তুমর্হন্তীতি ভাবঃ ] ॥ ৪১

**মূলানুবাদ।**—জীব উক্ত অশনাদি স্বাভাবিক দোষসমূহের উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে আর শ্রীহরিচরিতামৃত-সাগরে অন্তঃকরণের রতি লাভ করিতে পারে না, ইহা নিশ্চিত ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা।**—সৎসঙ্গমন্তরেণ স্বয়মেব কথাচিন্তনাদাবালস্যাদিনা রসবেশাভাবাচ্চ ক্ষুৎপিপাসাদ্যভিভূতস্য ভক্তির্ন সম্ভবতীত্যাহ এতৈরিতি ॥ ৪১

**অন্বয়ঃ।**—[ সত্যপি জ্ঞানে ভক্তিং বিনা ন পরমার্থসম্ভব ইত্যাবেদয়িতুং জ্ঞানিনাং ব্রহ্মাদীনাং দৃষ্টান্তমাহ প্রজাপতীত্যাদিনা ] প্রজাপতিপতিঃ ( সর্ব্বেষাং প্রজাপতিনাং শ্রেষ্ঠঃ ব্রহ্মা ) সাক্ষাৎ ভগবান্ গিরিশঃ ( শঙ্করঃ ) মনুঃ প্রজাধ্যক্ষাঃ ( প্রজাপতয়ঃ ) দক্ষাদয়ঃ ( দক্ষ-প্রজপতিপ্রভৃতয়ঃ ) নৈষ্ঠিকাঃ ( নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ ) সনকাদয়ঃ ( সনক-সনন্দাদয়ঃ ) মরীচিঃ অত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ভৃগুঃ বসিষ্ঠঃ ইত্যেতে মদন্তাঃ ( অহমন্তঃ চরমঃ যেষাং তথা-ভূতাঃ, ময়া সহিতা ইতি ভাবঃ ) ব্রহ্মবাদিনঃ ( ব্রহ্মোপদেশকাঃ ) বাচস্পতয়ঃ ( বাক্যাধিপতয়ঃ ) তপোবিদ্যা-সমাধিভিঃ ( তপঃ তপ্তকৃচ্ছ্রাদিকং, বিদ্যা উপাসনা, সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং, তৈঃ ) পশ্যন্তং ( সর্ব্বসাক্ষিণং ) পরমেশ্বরং পশ্যন্তোঽপি ( বিচিন্বন্তোঽপি ) অদ্যাপি ( বহুযুগাতিক্রমেঽপি ) ন পশ্যন্তি ( স্বরূপেণ ন জানন্তি ) [ মদন্তা ইত্যনেন স্বস্যাপি নিন্দাপ্রকটনাৎ ন কেবলং তানেব নিন্দামি, অপি ত্বাত্মানমপি ইত্যভিপ্রায়ো ব্যজ্যতে ] [ বাচস্পতয় ইত্যনেন অন্যান্ প্রতি শাস্ত্রার্থমুপদেষ্টুং তে বাগীশা ভবন্তি স্বয়ন্তু শাস্ত্রার্থং নাবগচ্ছন্তীতি কটাক্ষো ব্যজ্যতে ] [ অদ্যাপীত্যনেন তপস্যাবাস্তেষাং পরিপাকোঽপি জাতস্তথাপি ভক্তিং বিনা ন তজ্জ্ঞানমিতি ভাবঃ ব্যক্তঃ ] ॥ ৪২—৪৪

**মূলানুবাদ।**—সকল প্রজাপতিগণের অধীশ্বর ব্রহ্মা, সাক্ষাৎ ভগবান্ গিরিশ, মনু, দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতি, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সনকাদি ঋষি, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ এবং আমি ( নারদ ) পর্য্যন্ত ব্রহ্মবাদী বাক্যাধিপতিগণ আজ পর্যন্তও তপস্যা, উপাসনা ও চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধিদ্বারা সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৪২—৪৪

**শ্রীধরটীকা।**—ভগবদনুগ্রহমন্তরেণ তু ন কস্যাপি জ্ঞানসম্ভব ইতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ চতুর্ভিঃ। প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা ॥ ৪২ ॥ মদন্তাঃ অহং নারদোঽন্তে যেষাং তে ॥ ৪৩ ॥ বাচাং পতয়োঽপি তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ উপায়ৈঃ পশ্যন্তো বিচিন্বন্তোঽপি পশ্যন্তং সর্ব্বসাক্ষিণং ন পশ্যন্তি ॥ ৪৪

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে। মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্ ॥ ৪৫

যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ৪৬

তস্মাৎ কর্ম্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু। মার্থদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—[তত্রৈব হেতুমুপহসন্নাহ শব্দেত্যাদি] দুষ্পারে (অর্থতঃ অপারে) উরুবিস্তরে (উরুঃ মহান্ বিস্তরঃ শব্দবিস্তৃতিঃ যস্য তথাভূতে, শব্দতোঽপি মহিমলোপাৎ দুষ্পারে) শব্দব্রহ্মণি (বেদে) চরন্তঃ (বিচরন্তঃ, তদালোচনাং কুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ) মন্ত্রলিঙ্গৈঃ (মন্ত্রনিরুক্তৈঃ বজ্রহস্তত্বাদিভিঃ চিহ্নৈঃ) ব্যবচ্ছিন্নং (পরিচ্ছিন্নম্, ইন্দ্রাদিকমিত্যর্থঃ) ভজন্তঃ (উপাসীনাঃ) পরং (পরমেশ্বরং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি)॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—শব্দবিস্তৃতি ও অর্থবিস্তৃতি হেতু অপার বেদের আলোচনা পূর্ব্বক যাঁহারা মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট বজ্র-প্রহরণাদি চিহ্নযুক্ত ইন্দ্রাদির ভজনা করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারেন না॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—কুত ইত্যত আহ। শব্দব্রহ্মণি বেদে, উরুর্বিস্তরো যস্য। অর্থতোঽপি পারশূন্যে তস্মিন্ বর্ত্তমানাঃ, মন্ত্রাণাং লিঙ্গৈঃ বজ্রহস্তত্বাদিপ্রাদুক্তবিবিধদেবতাভিধানসামর্থ্যৈঃ পরিচ্ছিন্নমিন্দ্রাদিরূপং তত্তৎকর্ম্মাগ্রহেণ ভজন্তঃ পরমেশ্বরং ন বিদুঃ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—[কর্ম্মাগ্রহং পরিহায় কস্য পরমেশ্বরভজনং সুসম্ভবি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যদেত্যাদি] আত্মভাবিতঃ (আত্মনি ভাবিত, 'হে ভগবন্! ইমং ত্বদনুগতং জনং সংসারাৎ সমুদ্ধরন্ আত্মীয়ং কুরু' এবমাত্মনিবেদনেন সম্প্রার্থিত ইত্যর্থঃ) ভগবান্ যদা যম্ (জনম্, নিজভক্তম্) অনুগৃহ্ণাতি (প্রসন্নতাং ব্রজতি) [তদা] সঃ (ভক্তঃ) লোকে (লৌকিকব্যবহারে) বেদে চ (কর্ম্মকাণ্ডে চ) পরিনিষ্ঠিতাং (নিষ্ঠাং) মতিং জহাতি (ত্যজতি) [তদা স লৌকিকব্যবহারবৎ বৈদিকযাগাদিব্যবহারমপি হিত্বা কেবলয়া ভগবদ্ভক্ত্যানুশাসিতো ভবতীতি ভাবঃ]॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—ভক্তকর্ত্তৃক অন্তঃকরণে স্থাপিত শ্রীভগবান্ যখন যে-ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সেই ভক্তই লৌকিক ব্যবহার ও বৈদিক ব্যবহারে দৃঢ়মতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ তখন তিনি একমাত্র ভগবদ্ভক্তিসহায় হইয়া লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডকেও ব্যর্থ মনে করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সম্বল করেন)॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—তর্হি অন্তঃ কো নাম কর্ম্মাগ্রহং হিত্বা পরমেশ্বরমেব ভজেৎ, ইত্যত আহ, যদা যমনু-গৃহ্ণাতি। অনুগ্রহে হেতুঃ—আত্মনি ভাবিতঃ সন্। স তদা লোকে লোকব্যবহারে, বেদে চ কর্ম্মমার্গে পরি-নিষ্ঠিতাং মতিং ত্যজতি॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—[অথ স্পষ্টতয়া কর্ম্মসু অর্থবুদ্ধিং প্রতিষেধতি তস্মাদিত্যাদিনা] হে বর্হিষ্মন্! তস্মাৎ (হেতোঃ) অজ্ঞানাৎ (অবিদ্যাবশাৎ) অর্থকাশিষু (অর্থবৎ কাশিতুং প্রতীতিবিষয়তাং গন্তুং শীলং যেষাং তথাভূতেষু, বস্তুতোঽনর্থেষ্বপি অর্থবৎ প্রতীয়মানেষু ইত্যর্থঃ) শ্রোত্রস্পর্শিষু (শ্রোত্রবিষয়েষু, শ্রোত্রপ্রিয়েষিত্যর্থঃ) অস্পৃষ্টবস্তুষু (ন স্পৃষ্টং বস্তু যৈঃ তথাভূতেষু, বস্তুশূন্যেষু) কর্ম্মসু (যাগাদিষু) অর্থদৃষ্টিং (পুরুষার্থবুদ্ধিং) মা কৃথাঃ (ন কুরু)॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—হে বর্হিষ্মন্! উক্ত কারণে অজ্ঞানপ্রযুক্ত যে কর্ম্মগুলি অর্থের ন্যায় প্রতীত হয়, যাহার কথা শুনিতে অতি রমণীয়, বস্তুতঃ যাহাতে কোনও পরমার্থ নাই, সেই কর্ম্মসমূহে পুরুষার্থবুদ্ধি পরিত্যাগ কর॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—অর্থকাশিষু পরমার্থবৎ প্রকাশমানেষু পুরুষার্থবুদ্ধিং মা কৃথাঃ। শ্রোত্রস্পর্শিষু কেবলং শ্রোত্রপ্রিয়েষু। ন স্পৃষ্টং বস্তু যৈঃ॥ ৪৭

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ। আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ॥ ৪৮

আস্তীর্য্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কার্ৎস্ন্যেন ক্ষিতিমণ্ডলম্।
স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম্ম নাবৈষি যৎ পরম্।
তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া॥ ৪৯

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ। তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—[ নন্ বেদাদৌ কর্ম্মণাং স্বর্গাদিসাধনতাকীর্ত্তনাৎ বেদস্য চ আপ্তবাক্যত্বাদিভিঃ সত্যত্বাবধারণাৎ কথং তেষামস্পৃষ্টবস্তুত্বমিত্যাশঙ্কায়ামাহ স্বং লোকমিত্যাদি ] অতদ্বিদঃ ( ন তং বেদার্থং বিদন্তি যে তে, বেদার্থানভিজ্ঞাঃ ) ধূম্রধিয়ঃ ( মলিনবুদ্ধয়ঃ ) [ যে ] বেদং সকর্ম্মকং ( কর্ম্মমাত্রপ্রতিপাদকম্ ) আহুঃ ( বদন্তি ) [ তে ] যত্র ( বৈকুণ্ঠলোকে ) দেবঃ জনার্দ্দনঃ ( নারায়ণঃ ) [ তং ] স্বং ( স্বীয়ং স্বপ্রাপ্যং ) লোকং ন বিদুঃ ( ন জানন্তি ) [ কিন্তু স্বর্গাদিলোকমেব স্বীয়ং লোকমবধারয়ন্তি ইতি ভাবঃ ]॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ মলিনবুদ্ধি যে ব্যক্তিগণ বেদকে কেবল কর্ম্মপরক্রপ ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা যেস্থানে ভগবান্ জনার্দ্দন বাস করেন, সেই বৈকুণ্ঠলোককে নিজ প্রাপ্য লোক মনে করেন না, পরন্তু স্বর্গাদিলোককেই নিজ প্রাপ্য লোক মনে করেন। ( অথচ স্বর্গাদিলোক ক্ষয়ী বলিয়া উহা যে প্রকৃত বস্তু নহে, ইহা তাঁহারা অবধারণ করেন না ; কাজেই কর্ম্ম অস্পৃষ্ট বস্তু )॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—নন্ বেদেন স্বর্গাদিসাধনত্বেন উক্তানি কর্ম্মাণীতি বেদবাদিনো বদন্তি, কথমস্পৃষ্টবস্তুত্বমিতি উচ্যতে ? তত্রাহ। যে ধূম্রধিয়ঃ মলিনবুদ্ধয়ঃ সকর্ম্মকং কর্ম্মপরং বেদমাহুঃ, তে অতদ্বিদঃ অবেদজ্ঞাঃ। যতস্তে স্বং স্বরূপভূতং লোকম্ আত্মতত্ত্বং বেদতাৎপর্য্যগোচরং ন বিদুঃ, যত্র দেবোঽস্তি॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—[ যজ্ঞাদিকর্ম্মণা তে পরমার্থলাভচিন্তা মূর্খতৈব ইত্যাহ আস্তীর্য্যেত্যাদিনা ] বৃহদ্বধাৎ ( বৃহতাং পশূনাং হননেন ) মানী ( গর্ব্বিতঃ ) স্তব্ধঃ ( মূঢ়ঃ, ত্বং ) প্রাগগ্রৈঃ ( পূর্ব্বাভিমুখাগ্রভাগৈঃ ) দর্ভৈঃ ( কুশৈঃ ) কার্ৎস্ন্যেন ( নিঃশেষরূপেণ ) ক্ষিতিমণ্ডলম্ আস্তীর্য্য ( আচ্ছাদ্য ) যৎ পরং ( পরমার্থসাধকং, ভগবদুপাসনাদিলক্ষণং ) [ তৎ ] ন অবৈষি ( ন জানাসি। তথা হি পশুহিংসাদিভিঃ যাগোপকরণৈঃ তে পরমার্থলাভো ন স্যাদিতি ভাবঃ। ) [ কিং তর্হি পরং কর্ম্ম ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তৎকর্ম্মেত্যাদি ] যৎ ( কর্ম্ম ) হরিতোষং ( হরেঃ নারায়ণস্য সন্তোষসাধকম্ ) তৎ কর্ম্ম ( পরং কর্ম্ম ), যয়া ( বিদ্যয়া ) তন্মতিঃ ( হরিবিষয়িণী মতিঃ বুদ্ধিঃ ) সা বিদ্যা ( সৈব পরা বিদ্যা ) [ তথা হি হরিতোষসাধককর্ম্মভিন্নং কর্ম্ম, হরিবিষয়কমতিসাধকবিদ্যাভিন্না চ বিদ্যা, ন কথমপি কর্ম্মবিদ্যে এব, পরবস্তুসাধকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। ]॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—( হে রাজন্ ! ) তুমি বড বড পশু বধ করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অভিমানী হইয়া মূর্খতাপ্রযুক্ত প্রাগগ্র কুশসমূহে সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডল প্রচ্ছাদন করিয়া যাহা পরম কর্ম্ম, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। ( অনর্থকর কর্ম্মকেই উত্তম বলিয়া ধারণা করিতেছ। ) বাস্তবিক পক্ষে যে কর্ম্ম নারায়ণের সন্তোষ উৎপাদন করে, তাহাই পরম কর্ম্ম এবং যে বিদ্যা নারায়ণ বিষয়ে অন্তঃকরণের রতি জন্মাইয়া দেয়, তাহাই পরা বিদ্যা। ( অন্য কর্ম্ম বা বিদ্যা, কর্ম্ম ও বিদ্যাপদবাচ্যই নহে )॥ ৪৯

শ্রীধরটীকা।—তত্র মহামূর্খ ইত্যাহ আস্তীর্য্যেতি। বৃহদ্বধাৎ বহুপশুবধাৎ মানী যজ্বাহমিত্যহঙ্কারী, অতঃ স্তব্ধঃ অবিনীতঃ সন্ কর্ম্ম নাবৈষি, পরং বিদ্যাস্বরূপং তচ্চ ন বেৎসি। নারদঃ স্বয়ং কৃপয়া তদ্দ্বয়ং নিরূপয়তি। হরিং তোষয়তীতি হরিতোষং যৎ তদেব কর্ম্ম। যয়া তস্মিন্ হরৌ মতির্ভবতি সৈব বিদ্যা, মহাফলত্বাৎ॥ ৪৯

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি। ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥ ৫১

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রশ্ন এবং হি সঞ্ছিন্নো ভবতঃ পুরুষর্ষভ। অত্র মে বদতো গুহ্যং নিশাময় সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—[ তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যদিত্যুক্তং তত্রৈব হেতুমাহ হরিরিত্যাদিনা ] হরিঃ দেহভৃতাং ( দেহিনাং ) আত্মা ( স্বরূপং, অতস্তস্য তোষং বিনা কথং স্বস্য সন্তোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ )। ঈশ্বরশ্চ। [ যতঃ সঃ ] স্বয়ং প্রকৃতিঃ ( স্বাতন্ত্র্যেণ সর্ব্বজগৎকারণম্ ) তৎপাদমূলং ( তস্য হরেঃ চরণমূলং ) শরণম্ ( আশ্রয়ঃ ) ইহ ( অস্মিন্ সংসারে ) যতঃ ( যস্মাৎ তৎপাদমূলাৎ ) নৃণাং ( দেহভৃতাং ) ক্ষেমঃ ( মঙ্গলং ) [ ভবতীতি শেষঃ ] [ কেচিত্তু, হরিঃ দেহভৃতামাত্মা প্রকৃতিঃ মূলকারণং ঈশ্বরঃ পুরুষতত্ত্বঞ্চ, প্রকৃতিপুরুষৌ ইত্যর্থঃ। সকলস্যাস্য জগতঃ মাতাপিতরাবপি হরিরেবেতি এতেন তত্তোষকং কর্ম্মৈব কর্ম্মেতি ভাবঃ ] ॥ ৫০

মূলানুবাদ।—শ্রীহরি নারায়ণই সকল দেহীদিগের আত্মা ও ঈশ্বর; কারণ, তিনিই নিরপেক্ষভাবে সকল জগতের কারণ। তাঁহার চরণমূলই একমাত্র দেহীর আশ্রয়, যেহেতু তাহা হইতেই জীবের সংসারের মঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ৫০

শ্রীধরটীকা।—কৃত ইত্যপেক্ষায়াং হরেঃ পরমফলত্বং দর্শয়ন্নাহ দ্বাভ্যাম্। হরির্দেহভৃতামাত্মা ঈশ্বরশ্চ। তত্র হেতুঃ—স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ প্রকৃতিঃ কারণম্। অতস্তস্যৈবাং তৎপাদমূলমেব শরণম্ আশ্রয়ঃ। যতো যস্মিন্ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—সঃ বৈ ( স হরিরেব ) প্রিয়তমঃ ( সর্ব্বেষাং প্রিয়বস্তূনাং মধ্যে উত্তমঃ ) আত্মা ( আত্মস্বরূপশ্চ ) [ অথবা স আত্মা আত্মস্বরূপঃ হরিঃ প্রিয়তমশ্চ ইত্যন্বয়ঃ। ] যতঃ ( যস্মাৎ শ্রীহরেঃ ) অণু অপি ( অল্পমাত্রমপি ) ভয়ং ন [ অস্তীতি শেষঃ ] [ তথা হি তদাশ্রিতানাং ভক্তানাং সর্ব্বথা অনতিক্রমণীয়ং যমাদি-ভয়মপি বিলুপ্যত ইতি ভাবঃ। ] ইতি ( উক্তরূপং বস্তু ) যো বেদ ( জানাতি ) স বৈ ( স এব ) বিদ্বান্ ( প্রকৃষ্টবিদ্যা-) সম্পন্নঃ ) যো বিদ্বান্ স [ এব চ ] গুরুঃ হরিশ্চ ॥ ৫১

মূলানুবাদ।—সেই শ্রীহরিই প্রিয়তম, যাঁহাকে আশ্রয় করিলে অণুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না, ইহা যিনি বোঝেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্, তিনিই গুরু, তিনিই স্বয়ং নারায়ণের তুল্য ॥ ৫১

শ্রীধরটীকা।—ন চ তদ্ভজনেঽন্যভজন ইব দুঃখং ভয়ঞ্চেত্যাহ স ইতি। ইতি যো বেদ স এব বিদ্বান্, স গুরুঃ, স এব হরিশ্চ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—[ পুনরপি গূঢ়মর্থবিশেষং বক্তুমুপক্রমতে প্রশ্ন ইত্যাদিনা ] হে পুরুষর্ষভ ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এবং ( উক্তরূপেন ) হি ভবতঃ প্রশ্নঃ ( জিজ্ঞাসা ) সংছিন্নঃ ( নিবর্ত্তিতঃ, ময়েতি শেষঃ। জ্ঞানস্য জিজ্ঞাসানিবর্ত্তকত্বাৎ তস্য বিষয়স্য জ্ঞানমুৎপাদ্য ভবতো জিজ্ঞাসা ময়া অপনীতেতি ভাবঃ ) অত্র বদতঃ ( কথয়তঃ ) মে ( মম, মত্ত ইত্যর্থঃ, সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী ) সুনিশ্চিতম্ ( অসন্দিগ্ধং ) গুহ্যং ( রহস্যং ) নিশাময় ( শৃণু ) ॥ ৫২

মূলানুবাদ।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই সকল কথা বলিয়া আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিলাম। এখন আমি বলিতেছি, আমার নিকট দৃঢ়রূপে নিশ্চিত গুহ্য বিষয় শ্রবণ কর ॥ ৫২

শ্রীধরটীকা।—উক্তমুপসংহরতি প্রশ্ন ইতি। এবং ভবতঃ প্রশ্নঃ সঞ্ছিন্নঃ পরিহৃতঃ। তদেবমাত্মনো বন্ধমোক্ষ-প্রকারে কথারূপেণ কথিতেঽপি নাতিনির্ব্বিণ্ণচিত্তং পুত্রাগমনং প্রতীক্ষমাণং সন্তং তৎক্ষণমেব মহাভয়প্রকম্পিত-সকলগাত্রং গৃহান্নির্গময়িতুং হরিণরূপকমাহ অত্রেতি। বদতো মে বচঃ শৃণু ॥ ৫২

ক্ষুদ্রশ্চরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ণম্।
অগ্রে বৃকানসুতৃপোঽবিগণয্য যান্তং পৃষ্ঠে মৃগং মৃগয লুব্ধকবাণভিন্নম্ ॥ ৫৩

সুমনঃসমধর্ম্মণাং স্ত্রীণাং শরণ আশ্রমে পুষ্প-মধু-গন্ধবৎ ক্ষুদ্রতমং কাম্যকর্ম্মবিপাকজং কামসুখলবং জিহ্বোপস্থাদিভির্বিচিন্বতং মিথুনীভূয তদভিনিবেশিতমনসং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামগীতবদতিমনোহর-বনিতাদিজনালাপেষ্বতিতরামতিপ্রলোভিতকর্ণমগ্রে বৃকযূথবদাত্মন আয়ুর্হরতোঽহোরাত্রান্তান্ কাললববিশেষানবিগণয্য গৃহেষু বিহরন্তং পৃষ্ঠত এব পরোক্ষমনুপ্রবৃত্তো লুব্ধক কৃতান্তোঽন্তঃ শরেণ যমিহ পরাবিধ্যতি তমিমমাত্মানমহো রাজন্ ভিন্নহৃদযং দ্রষ্টুমর্হসীতি যথা মৃগযুহতং মৃগমিতি ॥ ৫৪

**অন্বয়ঃ।**—[নারদোক্তেন পুরঞ্জনবৃত্তান্তেন বৈরাগ্যভক্তিভ্যামাত্মনঃ পরমার্থলাভপ্রকারং বিদিত্বাপি রাজ্যে পুত্রান্ অভিষিচ্য অনন্তরং প্রব্রজ্যাং গ্রহীষ্যামীতি কালবিলম্বং মনসি বিচারযন্তং রাজানং বিমৃশ্য সদ্য এব তস্য গৃহাৎ নিঃসারণমভিপ্রেত্য হরিণরূপকেণ কথাং প্রস্তৌতি ক্ষুদ্রশ্চরমিত্যাদিনা] ক্ষুদ্রশ্চরং (ক্ষুদ্রং অল্পং চরতি যঃ তং, ক্ষুদ্রং দূর্ব্বাদিকং শষ্পং চরতি অভ্যবহরতি যস্তমিতি বা, মুমাগম আর্ষঃ) সুমনসাং (পুষ্পাণাং) শরণে (আশ্রযে উদ্যানে) মিথিত্বা (মিথুনভাবমাশ্রিত্য) রক্তম্ (আসক্তং) ষডঙ্ঘ্রিগণসামসু (ষডঙ্ঘ্রিগণানাং ভ্রমরাণাং সামসু সঙ্গীতেষু) লুব্ধকর্ণং (লুব্ধৌ লোভযুক্তৌ কর্ণৌ যস্য তম্) অগ্রে (অগ্রভাগে) অসুতৃপঃ (অসুভিঃ স্বেন হতানাং পরেষাং পশূনাং প্রাণৈঃ স্বান্ অসূন্ তৃপ্যন্তি তর্পযন্তীত্যসুতৃপঃ তান্) বৃকান্ (ব্যাঘ্রবিশেষান্, ব্যাঘ্রাকারকুক্কুরবিশেষান্ বা) অবিগণয্য (অজ্ঞানবশাৎ অগণযিত্বা) যান্তং (বিচরন্তং) পৃষ্ঠে (পশ্চাদ্ভাগে) লুব্ধকবাণভিন্নং (লুব্ধকস্য ব্যাধস্য বাণেন ভিন্নং বিদ্ধং) মৃগং (হরিণং) মৃগয (অন্বেযয) [শীঘ্রমিমং হরিণং পুষ্পোদ্যানাদন্যত্র অপসারয যেন বৃকা লুব্ধকাশ্চ এনং সহসা ন হন্যুরিতি ভাবঃ] ॥ ৫৩

**মূলানুবাদ।**—(হে রাজন্।) পুষ্পোদ্যানে একটী মৃগ মৃগীর সহিত মিথুনভাবে ভ্রমণ করিতেছে; সে ক্ষুদ্র দূর্ব্বাদি ঘাস ভোজন করে, ভ্রমরের সঙ্গীতে তাহার কর্ণদ্বয আসক্ত, তাহার সমীপে যে—পরপ্রাণ দ্বারা নিজ প্রাণের তৃপ্তিসাধক বৃকসমূহ আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না, পৃষ্ঠদেশে ব্যাধ তাহাকে বাণদ্বারা প্রায বিদ্ধ করিযাছে; তাহার বিষয একবার ভাব ॥ ৫৩

**শ্রীধরটীকা।**—ক্ষুদ্রমল্পং চরতীতি তথা তম্ অলুক্। সুমনসাং পুষ্পানাং শরণে আশ্রমে বাটিকাযাং মিথিত্বা মিথঃ পরস্পরং স্ত্রিযা সহ মিলিত্বা তত্রৈব রক্তমাসক্তং, ষডঙ্ঘ্রযো ভ্রমরাস্তেষাং গণাঃ তেষাং সামসু গীতেষু লুব্ধং কর্ণৌ যস্য তম্। পরেষামসুভির্হ্রৈতৈঃ স্বীযানসূংস্তর্পযন্তীত্যসুতৃপস্তান্ অবিগণয্য অগণযিত্বা লুব্ধকস্য বাণেন ভিন্নং মৃগং মৃগয অন্বেষয ॥ ৫৩

**অন্বযঃ।**—[অথেদানীং অঙ্গৈঃ সহ সমারোপিতস্য হরিণস্য স্পষ্টতযা নির্দ্দেশং করোতি সুমন ইত্যাদিগদ্যভাগেন] [সুমনসাং শরণ ইত্যস্য ব্যাখ্যানমাহ] সুমনঃসধর্ম্মণাং (পরিণামবিরসত্বাপাতরমণীযত্বাদিধর্ম্মৈঃ পুষ্পতুল্যানাং) স্ত্রীণাং (রমণীনাং) শরণে (গৃহস্থাশ্রমে) [ক্ষুদ্রশ্চরমিত্যস্য ব্যাখ্যানমাহ] পুষ্পমধুগন্ধবৎ (পুষ্পসম্বন্ধিমধুগন্ধসদৃশং) ক্ষুদ্রতমং কাম্যকর্ম্মবিপাকজং (সকামকর্ম্মপরিপাকজন্যং) কামসুখলবং (স্বল্পমাত্রং বিষযভোগসুখং) জিহ্বোপস্থাদিভিঃ (জ্ঞানেন্দ্রিযৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিযৈশ্চ, জিহ্বাপদং জ্ঞানেন্দ্রিযোপলক্ষণং, উপস্থপদঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিযোপলক্ষণম্) বিচিন্বন্তম্ (অন্বিষ্যন্তং) মিথুনীভূয (স্ত্রিযা সহ মিলিত্বা) তদভিনিবেশিতমনসং (তস্যাং স্ত্রিযামেব অভি-

স ত্বং বিচক্ষ্য মৃগচেষ্টিতমাত্মনোঽন্তশ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণধুনীঞ্চ চিত্তে।
জহ্যঙ্গনাশ্রমমসত্তমযূথগাথং, প্রীণীহি হংসশরণং বিরম ক্রমেণ॥ ৫৫

নিবেশিতং মনঃ যস্ত তং, অথবা তস্মিন্ কামসুখে এব অভিনিবেশিতমানসং, ইদঞ্চ মিথিত্বা রক্তমিত্যস্য বিবরণম্) [ষডঙ্ঘ্রীত্যাদিব্যাখ্যানমাহ] অগ্রে ষডঙ্ঘ্রিগণসামগীতবৎ (ভ্রমরসঙ্গীতবৎ) অতিমনোহরবনিতাদিজনালাপেষু (সুমনোজ্ঞস্ত্রীজনালাপেষু) অতিতরাং প্রলোভিতকর্ণং বৃকযূথবৎ (বৃকসমূহবৎ) আত্মনঃ আয়ুঃ হরতঃ (ক্ষয়ং নয়তঃ) অহোরাত্রান্তান্ কাললবিশেষান্ অবিগণয্য (তেষাং নিরন্তরমায়ুঃক্ষযকারিত্বমনবধার্য্য ইত্যর্থঃ) গৃহেষু (গৃহস্থাশ্রমেষু) বিহরন্তং (তমিমমাত্মানং) পৃষ্ঠত এব পরোক্ষম্ (অপ্রত্যক্ষং যথা স্যাৎ তথা) অনুপ্রবৃত্তঃ লুব্ধকঃ (লোভপরবশঃ, ব্যাধতুল্য ইতি বা) [অয়ং] কৃতান্তঃ অন্তঃ (অন্তর্নালিকায়াং) শরেণ (অলক্ষিতেন রমণব্যাপারেণেত্যর্থঃ) ইহ যং পরাবিধ্যতি (বিদ্ধং করোতি) অহো রাজন্। তমিমং ভিন্নহৃদয়ং (ভিন্নপ্রায়বক্ষসম্) আত্মানং মৃগবুহৃৎং (মৃগবৎ ব্যাধেন হতং হতপ্রায়ং) মৃগং যথা (তথা) দ্রষ্টুম্ অর্হসি ইতি। [তথা হি যদি নৈনং তথা আলোচয়সি তথা অচিরাদেব তব দুর্গতিঃ স্যাদিতিঃ ভাবঃ।]॥ ৫৪

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্। পুষ্পের সহিত তুল্যধর্ম্মযুক্ত পরিণামদুঃখদ ও আপাতরমণীয় স্ত্রীগণের শরণরূপ গৃহস্থাশ্রমে পুষ্পের মধুগন্ধসদৃশ ক্ষুদ্রতম কাম্যকর্ম্মপরিপাক অল্পমাত্র বিষয়ভোগসুখকে যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সাহায্যে নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, স্ত্রীর সহিত মিথুনভাবে অবস্থিত থাকিয়া যিনি সেই কামসুখেই চিত্তের অভিনিবেশ করিয়াছেন, ভ্রমরের সঙ্গীতের ন্যায় অতিমনোহর বনিতাজনের আলাপে যাঁহার কর্ণ অত্যন্ত আসক্ত, বৃকসমূহের ন্যায় অগ্রে থাকিয়া অহোরাত্র প্রভৃতি কাল যে নিরন্তর নিজ আয়ুর ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা যিনি বুঝিতে না পারিয়া গৃহে সর্ব্বদা বিহারে ব্যাপৃত আছেন, পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিয়া লুব্ধক কৃতান্ত সেই আত্মাকে অন্তর্নালিকায় গূঢ় রমণাদি ব্যাপাররূপ শর দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে। ব্যাধ যেমন শরদ্বারা মৃগের হৃদয় বিদ্ধ করে, সেইরূপ কৃতান্ত তাঁহার হৃদয় প্রায় বিদ্ধ করিল, ইহা তোমার সর্ব্বদা বিবেচনা করা উচিত॥ ৫৪

**শ্রীধরটীকা।**—শ্লোকং প্রস্তুতে যোজনম্ ব্যাচষ্টে। সুমনোভিঃ সমানো ধর্ম্মঃ পরিণামবিরসত্বং যাসাং স্ত্রীণাম্। মিথিত্বেত্যস্য ব্যাখ্যা—মিথুনীভূয়, স্ত্রীভিঃ সহেতি শেষঃ। রক্তমিত্যস্য ব্যাখ্যা—তাস্বভিনিবেশিতং মনো যেন। অসুতৃপ ইত্যস্য ব্যাখ্যা—আয়ুর্হরত ইতি। যান্তমিত্যস্য ব্যাখ্যা—বিহরন্তমিতি। অন্তর্নালিকায়াং গূঢেন শরেণ পরাবিধ্যতি দূরাদেব তাড়যতি॥ ৫৪

**অন্বয়ঃ।**—[উক্তস্য উপদেশস্য সারং স্পষ্টতয়া প্রতিপাদয়তি স ত্বমিত্যাদিনা] স ত্বং (উক্তমৃগরূপেণ আরোপিতঃ ত্বম্) আত্মনঃ (স্বস্য) মৃগচেষ্টিতং (মৃগস্যেব চেষ্টিতং ব্যবহারং) বিচক্ষ্য (বিবিচ্য, আর্ষঃ ল্যাদেশাভাবঃ) অন্তর্হৃদি (হৃদয়স্য অভ্যন্তরে) চিত্তং (মনঃ) নিযচ্ছ (নিরুদ্ধং কুরু) কর্ণধুনীঞ্চ (কর্ণযোঃ ধুনীং নদীমিব বহির্বৃত্তিং চ) চিত্তে (অন্তরে, নিযচ্ছেত্যন্বয়ঃ। কর্ণপদং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্, সকলবহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তর্মুখীং কুরু ইত্যর্থঃ) অসত্তমযূথগাথং (অসত্তমানাং দুর্বৃত্তানাং যৎ যূথং তস্য গাথা বার্ত্তা যস্মিন্ তং, যূথশব্দস্য পশু-তির্য্যগ্‌-বিষয়ত্বেঽপি দুর্বৃত্তানাং পশুতুল্যত্বমাদায় তৎপ্রয়োগঃ প্রকৃতে ন দুষ্যতি।) অঙ্গনাশ্রমং (গৃহাশ্রমং) জহি (পরিত্যজ) হংসশরণং (হংসানাং যতীনাং শরণম্ আশ্রয়ং ভগবন্তং) প্রীণীহি (প্রীণয়) [এবং] ক্রমেণ বিরম (সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যঃ আত্মনো বিরতিং সম্পাদয়)॥ ৫৫

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্। সেই তুমি নিজের মৃগতুল্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া চিত্তকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ কর। কর্ণধুনী অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া চিত্তে সংযত কর। অসজ্জনের বার্ত্তাযুক্ত

গৃহাশ্রম পরিত্যাগ কর। যতিগণ যাহাকে একমাত্র মুখ্য আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন, সেই শ্রীভগবান্‌কে প্রীত কর এবং ক্রমে সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক আনন্দ হইতে বিরতি প্রাপ্ত হও॥ ৫৫

**শ্রীধরটীকা।**—উপদেশসারমাহ স ইতি। বিচক্ষ্য বিচার্য্য, অন্তর্হৃদি চিত্ত', কর্ণযোর্ধুনীং নদীমিব বহির্ব্বৃত্তিং চিত্তে নিযচ্ছ। এতচ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপলক্ষণার্থম্। অঙ্গনাশ্রমং গৃহাশ্রমঞ্চ জহি। কীদৃশম্? অসন্তমানামতিকামুকানাং যানি বৃথানি তেষাং গাথা বার্ত্তা যস্মিন্। হংসানাং জীবানাং শরণমীশ্বরম্। এবং ক্রমেণ সর্ব্বতো বিরম॥ ৫৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—নারদ বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্। গুরু ও শ্রীহরির প্রতি পরমা ভক্তি উৎপন্ন হইলেই ভক্ত সংসারের বিচ্ছেদ লাভ করে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন তোমার এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রুতিতে আছে—'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি অর্থাৎ "যাঁহার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তিনিই শোক অতিক্রম করেন" অর্থাৎ দুঃখ হইতে একান্ত বিরতি লাভ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হ'ন; তবে ভক্তিদ্বারা সংসারের বিচ্ছেদ হয়, এ কথার কিরূপ সঙ্গতি হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, যখন ভক্ত ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করে, তখন সেই ভক্তি হইতেই বৈরাগ্য ও জ্ঞান অর্থাৎ বৈরাগ্যের সহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহাতে কোনও রূপ অন্যথা হয় না। ভগবদ্‌ভক্তির ইহাই অসাধারণ শক্তি যে উহা অপর দেবতার ভক্তির ন্যায় ক্ষুদ্রফল দান করিয়াই বিরত হয় না, সঙ্গে সঙ্গেই বৈরাগ্যের সহিত জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। তবেই দেখ যে, ভগবানের পরমা ভক্তি হইতেই সংসারের বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে।

এই যে ভক্তির কথা বলা হইল, ইহা জীবের পক্ষে একান্ত দুর্ল্লভ নহে; অতএব হে রাজর্ষি। তুমি যেন এ কথা শুনিয়া নিরাশ হইও না। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া প্রতিনিয়ত তদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন, তাঁহারই উক্ত ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব তুমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উক্ত কার্য্য করিতে থাক, তাহা হইলেই অনায়াসে তোমার অন্তঃকরণে ভক্তির উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশিত হইবে এবং বৈরাগ্য ও জ্ঞানের প্রভাবে তোমাকে আর দুঃখময় সংসারের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। ইহা ভিন্ন যে কোনও কার্য্যই কর না কেন, তাহা প্রকৃত পরমার্থসাধক হইবে না।

যেখানে শ্রীভগবানের একনিষ্ঠ ভক্তগণ ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন ও গুণশ্রবণ বিষয়ে একান্ত আসক্ত, সেই স্থানে গমন করিলেই তুমি নিরন্তর ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে পাইবে। সেই গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে আর তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ কিছুই থাকিবে না। আলোকের উপস্থিতি মাত্রেই যেমন গাঢ় অন্ধকারও দূরে সরিয়া যায়, সেইরূপ শ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ ও গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে আর তমোময় ভয়-শোকাদি কিছুই থাকিবে না, তখন তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার কি আনন্দ। শ্রীভগবানের চরিত্র কথা পীযুষের তুল্য মধুর, উহা সাগ্রহে যখনই পান করিবে, তখনই অনন্যভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি পাইবে। সাধুগণ ঐ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই নিরন্তর শ্রীভগবানের যে গুণশ্রবণ ও গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সাংসারিক বিষয়সুখ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। ঐ মধুর পীযুষধারা যখন তুমি সাগ্রহে পান করিতে থাকিবে, তখন অন্য সর্ব্ববিধ সুখই তোমার নিকট অতি লঘু মনে হইবে। অতএব অন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অলংবুদ্ধিশূন্য হইয়া তুমি শ্রীভগবানের চরিতামৃত পান করিতে থাক, অচিরকাল মধ্যেই তোমার উত্তমপদ লাভ হইবে।

সাধারণ জীব অতি কঠোর ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির প্রতীকার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকে ও উহার উপদ্রবে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে উহার প্রতীকার অন্বেষণ করিয়া ব্যর্থ লৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতীকারের প্রযত্ন করে। কিন্তু মূঢ় জীব জানে না যে, লৌকিক উপায়ে যে

ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়, উহা ক্ষণিকমাত্র, একবার লৌকিক উপায়ের সাহায্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি সাধন করিলেও পুনরায় অল্পকাল পরেই ঐ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইতে হয়। লৌকিক এমন কোনও উপায় নাই—যাহা আশ্রয় করিয়া চিরকালের জন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি সাধন করা যাইতে পারে। মোহবশে জীব হরিকথামৃত-মাহাত্ম্য না বুঝিয়া উহা দূরে পরিত্যাগ করে। হায় মূঢ় জীব। তুমি মোহ পরিত্যাগ করিয়া একবার হরিকথামৃত পান কর, দেখিতে পাইবে—তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক সকলই চলিয়া গিয়াছে। ঐ উপায়ে একবার যদি ক্ষুধাদি দোষের নিবৃত্তি করিতে পার, তবে আর সে দোষে আক্রান্ত হইতে হইবে না। কিন্তু মূঢ় জীব স্বপ্নেও একবার এ কথা মনে করে না, সর্ব্বদা সে কেবল মোহজালেই আবৃত হইয়া থাকে।

ভক্তিমার্গ পরিহার করিয়া কেহই কখনও পরমার্থলাভে সক্ষম হয় না। সাধারণ ব্যক্তির কথা আর কি বলিব—ব্রহ্মাদি দেবগণ, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ পর্য্যন্তও ভক্তিমার্গ পরিহার করিয়া পরমাত্মতত্ত্বদর্শনে সক্ষম হ'ন নাই। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উপদেশক হইয়াও বৃথাই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, যখন তাঁহারা ভক্তিযুক্ত, তখনই তাঁহাদের পরমার্থলাভ, অন্যথা নহে। অন্যের নিকট শাস্ত্রার্থ উপদেশ বিষয়ে তাঁহারা স্বয়ং বৃহস্পতির তুল্য বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভক্তিমার্গ পরিহার করিয়া তাঁহারা নিজেরাই তত্ত্বানভিজ্ঞ, অথচ তাঁহারা যে তপোবিদ্যাদি বিষয়ে ন্যূন, তাহা নহে, বরং তাঁহাদের তপোবিদ্যা সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব দেখ—ভক্তিই পরম উৎকৃষ্ট বস্তু। যাঁহারা দুস্তর বেদরাশির অনুশীলন করিয়া মন্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত বজ্রাদিচিহ্নে চিহ্নিত ইন্দ্রাদিদেবতার উপসনা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের ঘোরাবর্ত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহারা পরতত্ত্বলাভে সফলকাম নহেন। বজ্রাদিচিহ্নদ্বারা চিহ্নিত ইন্দ্রাদি ভগবানের স্বরূপ হইলেও উহা তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন আত্মা নহে, উহা ভগবানের পরিচ্ছিন্ন রূপ, ঐ রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিলে যে ফল লাভ হয়, তাহাও পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন নহে, অতএব অপরিচ্ছিন্ন ফল লাভ করিতে হইলে একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে ভক্তিভরে আশ্রয় করিতে হইবে, কর্ম্মকাণ্ডদ্বারা প্রতিপাদিত বজ্রহস্ত পুরন্দরাদি দেবতাকে পরমেশ্বর বলিয়া ভাবিয়া তাঁহার উপাসনাকেই মুখ্যরূপে গ্রহণ করিলে চলিবে না। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের নিকট অনবরত একান্তমনে প্রার্থনা করিতে থাকে যে—'হে ভগবন্। তুমি আমাকে এই সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া নিজের করিয়া লও' তাহার প্রতিই ভগবান্ প্রসন্নতা অবলম্বন করেন। শ্রীভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আর তাহার লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে রতি থাকে না, ও তখনই সে বুঝিতে পারে যে, আমি যে লৌকিক বিষয়ভোগে ব্যাপৃত রহিয়াছি এবং বৈদিক কর্ম্মকলাপকে যে পরমসুখসাধক বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছি, এ সকলই অন্যায় কার্য্য করিতেছি। লৌকিক সুখ বা বৈদিক সুখ কিছুই প্রকৃত সুখ নহে, অতএব যে সুখ চিরস্থায়ী, তাহার সাধক কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম। এই ভাবিয়া সে তখন লৌকিক উপায় ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে আস্থাশূন্য হইয়া পরমার্থসাধক শ্রীভগবানের প্রতিই আত্মসমর্পণ করে এবং ভগবানে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তখনই তাহার সকল মোহ, সকল দুঃখ, সকল ভয় চলিয়া যায়, উজ্জ্বল আলোকে অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হয়, অতএব হে রাজন্। যাহাতে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ হয়, সেই বিষয়ে যত্ন কর।

অজ্ঞানবশে জীব তুচ্ছ সুখকে পরমার্থ বলিয়া ধারণা করে ও তাহারই ফলে ঐ সুখ লাভ করিবার জন্য তীব্র প্রযত্ন আশ্রয় করিয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে কিন্তু উক্ত সুখ অতিতুচ্ছ। কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাগাদি কর্ম্ম স্বর্গ প্রভৃতি ফল দান করে, ঐ শ্রুতিবাক্যাদি শ্রবণ করিয়াই মুগ্ধ জীব ভুলিয়া যায়, আপাতরমণীয় ঐ ফলকেই পরমার্থ মনে করিয়া তদুপদিষ্ট কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করে। ঐ যাগাদি হইতে যে ফল লাভ হয়, তাহা বাস্তবিক বস্তুস্বরূপ নহে, উহাতে যে ক্ষণভঙ্গুরত্ব প্রভৃতি

নানাবিধ দোষ আছে, ইহা পূর্ব্বেও প্রসঙ্গতঃ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তবে যে শ্রুতিতে স্বর্গাদিকে যাগাদি কর্ম্মের ফলরূপে বলা হইয়াছে এবং যাগাদি কর্ম্মকলাপ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, উহা আপাততঃ, বাস্তবিক সকল বেদেরই তাৎপর্য্য পরমেশ্বরে পর্য্যবসিত, ইহা জানিবে। মলিনবুদ্ধি ব্যক্তিগণই বেদকে কেবল কর্ম্মকাণ্ডে পর্য্যবসিত মনে করিয়া ভ্রান্ত হ'ন, কারণ, ভগবান্ বলিয়াছেন— "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥" অর্থাৎ "যখন কালক্রমে প্রলয়ে বেদনামক শব্দময় বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আবার আমিই সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার নিকট মদীয় তাৎপর্য্যযুক্ত বেদধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছি"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদে যে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার কতিপয় কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্যই আচরণ করিতে হয়, উক্ত কার্য্য না করিলে চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হয় না, ও চিত্তের মলিনতা বিদূরিত না হইলে অন্তঃকরণে পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রতিফলিত হয় না। কাজেই পরমেশ্বরতত্ত্বকে আত্মায় প্রতিফলিত করিবার জন্য সেই সকল কর্ম্ম আচরণ করিতে হয়। সুতরাং কেবলমাত্র ঐ সকল কর্ম্মে আসক্ত থাকিলেই চলিবে না, উহার উদ্দেশ্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

হে রাজন্! তোমার পুরোহিতগণ যে তোমার নিকট বেদের কর্ম্মমাত্রে তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া তোমাকে কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের বুদ্ধির মালিন্যের ফল। তাঁহারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ নহেন, এইজন্যই বেদের কর্ম্মমাত্রে তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া তোমাকেও তাঁহারা ভ্রান্ত করিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের উপদেশক্রমে মুগ্ধ হইয়া যে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহাতে কত জীবহিংসা, কত বীজহিংসা করিয়া পাপ অর্জ্জন করিতেছ—সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলকে যজ্ঞীয় কুশাস্তরণে একরূপ প্রচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছ এবং নিজ কার্য্যে অসীম গর্ব্ব অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু তুমি বুঝিতেছ না যে, উহা তোমার লক্ষ্য নহে, যে পরতত্ত্ব লাভ করিলে তুমি বাস্তবিক উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহা তাহার পক্ষে প্রতিকূল বই অনুকূল নহে। যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবানের সন্তোষ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত কার্য্য, ঐ যাগাদি কার্য্য পশু-বধাদি দোষে একান্ত দূষিত বলিয়া ভগবানের সন্তোষজনক নহে। তুমি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, কর্ম্মকাণ্ডের আলোচনা করিয়া তুমিও বুঝিতেছ যে, ঐ কার্য্য করিলে স্বর্গাদি লাভ হইবে, কিন্তু অপরা বিদ্যার প্রভাবে তোমার পরা বিদ্যা আবির্ভূত হইতে পারিতেছে না। যে বিদ্যা অর্জ্জন করিলে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি প্রকৃত অনুরাগ জন্মে, উহাই পরা বিদ্যা জানিবে। সেই বিদ্যার উন্মেষ হইলেই শ্রীভগবানের তুষ্টিসম্পাদক কার্য্যে রতি জন্মে। অতএব তুমি এখন ঐ সকল তুচ্ছ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর। যাহাতে শ্রীভগবানের তৃপ্তি হয়, যে কার্য্য করিলে প্রকৃত কর্ম্মী বলিয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ তোমাকে সমাদর করিবেন, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অচিরে তোমার পরমার্থ লাভ হইবে, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কেবল কর্ম্মকাণ্ডের অবিশুদ্ধ কর্ম্ম লইয়াই মত্ত থাকিও না, কারণ উহাতে যে বহু প্রকার দোষ বিদ্যমান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভগবান্ শ্রীহরিই সকল দেহীদিগের আত্মা বা স্বরূপ, কাজেই যে কার্য্যে তাঁহার তৃপ্তি না হয়, তাহাতে আত্মারও তৃপ্তি হইতে পারে না। এই ভগবান্ই সর্ব্বকারণকারণ, তিনি যে জগৎ উৎপাদন করেন, তাহাতে অপরের কোনও রূপ অপেক্ষা করিতে হয় না। নানা শাস্ত্রে জগতের কারণ প্রকৃতি বলিয়া যাঁহার বিষয় উল্লেখ করা হয়, তিনিই ভগবান, আর কেহ নহে, আবার সর্ব্বগুণযুক্ত সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর বলিয়া যাঁহার বিষয় উল্লেখ করা হয়, সেও ভগবানই, আর কেহ নহে, অতএব দেখা যায় যে, জগতের মাতা ও পিতা সেই ভগবান্। প্রকৃতি ও পুরুষকেই স্পষ্টরূপে দর্শন-বিশেষে মাতৃস্থানীয় ও পিতৃস্থানীয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ মাতৃস্থানীয় ও পিতৃস্থানীয় প্রকৃতি

ও পুরুষই স্বয়ং ভগবান্. অতএব সকল জগতের কারণ ও সকল জগতের আত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের চরণমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ আয়ত্ত হয়, কোনও কল্যাণের জন্যই আর অন্যের নিকট ভিক্ষুকজনোচিত দৈন্য আশ্রয় করিতে হয় না। হে রাজন্! তুমি একমাত্র তাঁহাকেই উপাস্য মনে করিয়া তুচ্ছ ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা করিতে থাক, তবেই সর্ব্ববিধ কল্যাণ তোমার করায়ত্ত হইবে। তুমি যে সকল বস্তুকে প্রীতিকর মনে:করিয়া আশ্রয় কর, তাহার সকল গুলিই পরিণামে দুঃখপ্রদ, অতএব প্রিয়বস্তু প্রিয়াভাস মাত্র, কিন্তু সকল প্রিয়বস্তুর মধ্যে সেই শ্রীভগবান্ই প্রিয়তম, কারণ সেই ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে আর অণুমাত্র ভয়ও থাকে না, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কেহ কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হয় না বা অনিষ্ট লাভ করে না। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মহাজন। সেই ব্যক্তিকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলেই যথার্থ আত্মতত্ত্বের বিকাশ হইতে পারে। যিনি নিজে তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি অপরকে তত্ত্ব উপদেশ করিতে পারেন না। সেই গুরুই শ্রীহরি, তাঁহা হইতেই অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীব পরমার্থ লাভ করিয়া থাকে।

দেবর্ষি নারদের নিকট ঐরূপ গভীর উপদেশ লাভ করিয়া রাজা প্রাচীনবর্হি উহার সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন এবং ভাবিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষেই তিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছেন, তাহা প্রকৃত কার্য্য নহে, উহা হইতে পরমার্থলাভ হইবে না। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিয়া উপাসনা করা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, যেহেতু বৈরাগ্য ও ভক্তির সাহায্য ব্যতীত পরমার্থ লাভ হইবে না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি পুত্র-দিগকে রাজ্যশাসনের উপযুক্ত করিয়া রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিতেছি, ততকাল পর্য্যন্ত আমার ঐ ভাবে উপাসনা করিবার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ সম্ভবপর হইতেছে না, অতএব ঐ কার্য্যের পরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যাইবে। নারদ ঋষি রাজার ঐরূপ চিন্তার আভাস পাইয়া ভাবিলেন—তাহা হইবে না, রাজাকে অচিরকাল মধ্যেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইতে হইবে, তাহা না হইলে ঐ সারবত্তা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই যদি রাজা প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিয়া পুনরায় বিষয়ভোগে মগ্ন হন, তবে ক্রমশঃ বিষয়ভোগের ইচ্ছা প্রবলতর হইয়া উঠিবে, রাজা আর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, আমার অভিলাষ ও প্রযত্ন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। যেহেতু বিষয়ের এমনই মোহিনী শক্তি আছে যে, বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ার পরও যদি আবার বিষয় সন্নিধানে থাকা যায়, তবে তাহার সে বৈরাগ্য টুটিয়া যায় —আবার জীব বিষয়ভোগপ্রবণ হইয়া পড়ে, তাহা ছাড়িয়া পুনরায় বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই শাস্ত্রে উপদেশ আছে যে, "যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ যে সময়েই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, ঠিক সেই সময়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, অণুমাত্র কালবিলম্ব করিবে না। প্রব্রজ্যার পক্ষে নানাবিধ বিঘ্ন হইতে পারে, কোন্ বিঘ্ন কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে কে বলিতে পারে? অতএব রাজাকে আর কালবিলম্ব করিতে দেওয়া হইবে না। এই ভাবিয়া নারদ একটী মৃগের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেহের ক্ষণভঙ্গুরভাব বুঝাইবার জন্য বলিতে আরম্ভ করিলেন—হে রাজন্! এই দেহ ব্যাধের লক্ষ্য হরিণের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর। মৃগের সঙ্গে ইহার নানাপ্রকারেই সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মৃগ যেমন নানাবিধ ফল-পুষ্পের কাননে বিচরণ পূর্ব্বক দূর্ব্বাদি তৃণরাজি ভোজন করিয়া সুখানুভব করে, জীব সেইরূপ স্ত্রী-পুত্রাদিযুক্ত গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান থাকিয়া পুষ্পমধুগন্ধের ন্যায় মধুর রূপে প্রতীত কাম্যকর্ম্মের পরিপাকজাত বিষয়ভোগজনিত সুখ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সাহায্যে উপভোগ করিয়া থাকে। ('জিহ্বোপস্থাদিভিঃ' এই মূলস্থ জিহ্বাপদ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ ও উপস্থপদ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ, এই জন্য সাধারণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ অর্থ লাভ করা গিয়াছে।) হে রাজন্! মৃগ যেমন পুষ্পমধুলুব্ধ ভ্রমরের সঙ্গীতে মুগ্ধ থাকিয়া—বৃকযূথ তাহার সমীপে প্রাণ হরণ করিতে আসিতেছে এবং পশ্চাতে যে লুব্ধক ব্যাধ তাহার

শ্রীরাজোবাচ।

শ্রুতমন্বীক্ষিতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাষত। নৈতজ্জানন্ত্যুপাধ্যায়াঃ কিং ন ব্রূযুর্বিদুর্যদি॥ ৫৬
সংশয়োঽত্র তু মে বিপ্র সংছিন্নস্তৎকৃতো মহান্। ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি যত্র নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥ ৫৭

প্রতি বাণক্ষেপ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ জীবও বনিতাপ্রভৃতির মধুর আলাপে মুগ্ধ হইয়া প্রতি-নিয়তই যে অহোরাত্রাদি কাল নিজ আয়ুঃ ক্ষয় করিতেছে এবং কৃতান্ত যে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া প্রাণহরণের চেষ্টা করিতেছে, তাহা জানিতে পারে না। জীব ঐ সকল অনিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া কেবল গৃহাশ্রমের সুখেই মগ্ন থাকে, অথচ কৃতান্ত ক্রমশঃ কালের সাহায্যে আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া অজ্ঞাতভাবে কখন যে প্রাণহরণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া শীঘ্র তুমি বাহ্যবিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। ইন্দ্রিয়ের বহির্বৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া গৃহাশ্রমের সুখচিন্তা পরিত্যাগ কর। রাজ্যের কথা, পুত্রের কথা, কলত্রের কথা, নিজ নশ্বর দেহের কথা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় কর। তিনিই তোমার আশ্রয়, তিনিই তোমার কল্যাণদাতা, তিনিই তোমার ইহকাল ও পরকাল। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই তোমার সর্ব্বার্থলাভ হইবে। দেবর্ষি নারদ রাজাকে এইরূপ বুঝাইয়া বিরত হইলেন॥ ৩৭—৫৫

অন্বয়ঃ।—[ অথেদানীমপরং বিষয়ং প্রষ্টুমুক্তার্থস্য স্বেন সম্যক্‌তয়া বিজ্ঞানমাবেদয়তি শ্রুতমিত্যাদিনা ] হে ব্রহ্মন্। ( ব্রাহ্মণ। নারদ। ) ভগবান্ ( ভবান্ ) যৎ অভাষত [ তৎ ] শ্রুতম্ অন্বীক্ষিতং ( বিচারিতঞ্চ ) এতৎ ( ভগবতা প্রোক্তম্ আত্মতত্ত্বম্ ) উপাধ্যায়াঃ ( মম উপদেষ্টারঃ আচার্য্যাঃ ) ন জানন্তি। যদি বিদুঃ ( জানন্তি ) [ তদা ] কিং ন ব্রূযুঃ ( ন কথয়েয়ুঃ, তথা হি তেষাং তত্ত্বস্য অজ্ঞানাদেব মৎসমীপে অনুক্তিরিতি ভাবঃ )॥ ৫৬

মূলানুবাদ।—রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এই বিষয় আমার উপাধ্যায় অর্থাৎ উপদেশক আচার্য্যগণ নিশ্চয়ই জানেন না। যদি জানিতেন, তবে আমার নিকট তাহা বলিলেন না কেন?॥ ৫৬

শ্রীধরটীকা।—অর্থান্তরং প্রষ্টুং পূর্ব্বোক্তমর্থমনুবদতি শ্রুতমিতি। অন্বীক্ষিতং বিচারিতঞ্চ। ব্রহ্মন্! হে নারদ! এতৎ ত্বদুক্তমাত্মতত্ত্বম্ উপাধ্যায়াঃ যে মম কর্ম্মোপদেষ্টার আচার্য্যাঃ, তে ন জানন্তি॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—[ নারদোক্তবিষয়স্য বিচারেণ স্বীয়সংশয়োচ্ছেদমাহ সংশয়োঽত্রেত্যাদিনা ] হে বিপ্র! অত্র তু মে ( মম ) তৎকৃতঃ ( তৈঃ উপাধ্যায়ৈঃ কৃতঃ উৎপাদিতঃ ) মহান্ সংশয়ঃ সংছিন্নঃ ( ত্বয়া সম্যক্‌তয়া অপসারিতঃ ) [ অত্র ] ঋষয়োঽপি হি ( মন্ত্রদ্রষ্টার আপ্তপুরুষা অপি ) মুহ্যন্তি ( মোহং গচ্ছন্তি ) যত্র ( যস্মিন্ বিষয়ে ) ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ( ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ ব্যাপারাঃ ) ন [ প্রভবন্তীতি শেষঃ ] [ অথবা যত্র নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্যাঃ জিতেন্দ্রিয়া অপি ঋষয়ঃ মুহ্যন্তীত্যন্বয়ঃ ] [ অথবা অস্য সংশয়স্য উচ্ছেদেঽপি যত্র ঋষয়োঽপি মুহ্যন্তি তত্র কর্ম্মমার্গে একঃ সংশয়োঽস্তীতি ভাবঃ ]॥ ৫৭

মূলানুবাদ।—হে বিপ্র! এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপাধ্যায়কৃত মদীয় মহান্ সংশয় আপনি সম্যক্‌রূপে ছিন্ন করিয়াছেন, যে বিষয়ে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ পর্য্যন্তও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। ( অথবা ) আপনার বাক্যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু কর্ম্মমার্গ—যদ্বিষয়ে ঋষিগণও প্রাজ্ঞ নহেন, তাহার বিষয়ে সংশয় রহিয়াছে, ঐ বিষয়েই আমি আপনার নিকট কিঞ্চিৎ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি উক্ত বিষয়েও আমার সংশয় ছিন্ন করুন॥ ৫৭

কর্ম্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্। অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে ॥ ৫৮
ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রূয়তে তত্র তত্র হ। কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥৫৯

## শ্রীনারদ উবাচ

যেনৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎ পুমান্। ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥৬০

**শ্রীধরটীকা।**—অতস্তৎকৃত উপাধ্যানকৃতঃ তদ্বাক্যবিবোধেনাসম্ভাবনারূপো মহান্ সংশয়ঃ সঞ্ছিন্নস্তথা। অত্র তু কশ্চিৎ সংশয়ো বর্ত্ততে। যত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তীনামপ্রবৃত্তের্মুহন্তি ॥ ৫৭

**অন্বয়ঃ।**—[ কর্ম্মমার্গে মম যঃ সংশয়ো বর্ত্ততে, তমপি নিবাকুরু ইত্যাহ কর্ম্মাণীত্যাদিনা ] পুমান্ ( জীবঃ ) যেন ( দেহেন করনেন ) কর্ম্মাণি ( যাগাদীনি ) কুরুতে তং ( দেহম্ ) সঃ ( স এব জীবঃ ) ইহ ( অস্মিন্নেব লোকে ) বিহায় অমুত্র ( পরলোকে ) অন্যেন দেহেন জুষ্টানি ( উপভুক্তানি স্বর্গনরকাদীনি পুণ্যপাপয়োঃ ফলভূতানি বস্তূনি ) অশ্নুতে ( লভতে ) ইতি যৎ বেদবিদাং ( শ্রুতিবিষয়ে প্রজ্ঞাবতাং ) তত্র তত্রবাদঃ ( উক্তিঃ ) শ্রূয়তে হ। [ কিঞ্চ ] প্রোক্তং ( বেদোক্তং ) যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে ( জনৈরিহ অনুষ্ঠীয়তে ) পরোক্ষং ( ক্ষণকালাতিক্রম এব কর্ম্মণঃ ক্ষণিকত্ব-স্বভাবতয়া বিনাশেন অপ্রত্যক্ষং ) [ তৎ ] ন প্রকাশতে (ন জ্ঞানবিষয়তামাপদ্যতে) [ অতঃ কর্ম্মণো নিরন্তরং নষ্টত্বাৎ অনন্তরক্ষণে তস্য তজ্জন্যাদৃষ্টস্য চ সত্ত্বে প্রমাণাদর্শনাৎ তৎপ্রকাশাভাবেন কথং তৎফলস্যাপি ভোগ ইতি সংশয়ার্থঃ ] ॥ ৫৮।৫৯

**মূলানুবাদ।**—জীব ইহকালে যে, দেহদ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই দেহ ইহলোকেই পরিত্যাগ করিয়া পরকালে অন্য দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা দ্বারা ঐ কর্ম্মের ফল স্বর্গনরকাদি ভোগ করিয়া থাকে, নানাস্থানে এইরূপে বেদবিদ্‌ব্যক্তিগণের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জনগণ বেদোক্ত যে কার্য্য করে, উহা ক্ষণকাল পরেই অদৃশ্য হইয়া যায়, কারণ কর্ম্ম ক্ষণস্থায়ী, উহা ক্ষণকাল পরেই স্বভাবতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কাজেই উহা আর প্রকাশ পায় না, তবে ঐ বিনষ্ট কার্য্যের ফল কিরূপে ভোগ করা সম্ভবপর হয়? ॥ ৫৮।৫৯

**শ্রীধরটীকা।**—সংশয়মাহ দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মাণি যেন দেহেন করোতি, তমত্রৈব বিহায় অমুত্র লোকান্তরে কর্ম্মোপস্থাপিতেন অন্যেন দেহেন জুষ্টানি উপভুক্তানি জীবোঽশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ৫৮ ॥ ইতি বাদঃ শ্রূয়তে—প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানিতি, শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নর ইতি, তথা চোক্তং—শাশ্বতীরনুভূয়ার্ত্তিমিতি। এতচ্চ কর্ত্তৃভোক্তৃদেহভেদেন কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গান্ন সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ। সংশয়ান্তরমাহ। প্রোক্তং বেদোক্তং কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে জনৈঃ, তচ্চ নিরন্তরক্ষণ এব পরোক্ষমদৃশ্যং সৎ ন প্রকাশতে। অতঃ কর্ম্মণো নষ্টত্বাৎ তদ্ভোগোঽপ্যতিদুর্ঘট ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯

**অন্বয়ঃ।**—[ আদৌ একেন দেহেন ঐহিকেন কর্ম্ম ক্রিয়তে অপরেণ চ পারত্রিকেণ ফলং কথং ভুজ্যতে ইত্যাশঙ্কামপাকুর্ব্বন্নাহ যেনৈবেত্যাদি ] পুমান্ ( জীবঃ ) যেনৈব ( লিঙ্গশরীরেণ মনঃপ্রধানেন ) [ ইহ ] কর্ম্ম ( যাগাদিকম্ ) আরভতে ( অনুতিষ্ঠতি ) তেনৈব অব্যবধানেন ( স্থূলদেহান্তরব্যবধানরহিতেন ) মনসা ( মনঃপ্রধানেন ) লিঙ্গেন (লিঙ্গশরীরেণ, স্থূলদেহান্তরেঽপি শরীরান্তরেঽপি অনুবর্ত্তমানেন একেন তেনৈব ইত্যর্থঃ ) স্বয়ং ( স পুমানেব ) ভুঙ্‌ক্তে ( তৎফলমনুভবতি ॥ ৬০

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে রাজন্! পুরুষ ইহলোকে যে-মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে, পরলোকে ও ব্যবধানশূন্য সেই মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর দ্বারাই স্বয়ং তৎফল স্বর্গনরকাদির ভোগ করিয়া

শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা । কর্ম্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা ॥ ৬১
মমৈতে মনসা যদ্ যদসাবহমিতি ব্রুবন্ । গৃহ্ণীয়াৎ তৎ পুমান্ রাদ্ধং কর্ম্ম যেন পুনর্ভবঃ ॥ ৬২

থাকে। (অতএব ইহলোকে ও পরলোকে স্থূলদেহ পৃথক্ হইলেও সূক্ষ্মশরীর এক থাকায় কোনও অসঙ্গতি হয় না, সূক্ষ্মশরীরকে কর্ম্ম ও তৎফলভোগের করণ স্বীকার করিলেই আর কোনও দোষ হয় না ) ॥ ৬০

**শ্রীধরটীকা**।—প্রথমপ্রশ্নোত্তরমাহ যেনৈবেতি। অব্যবধানেন কর্তৃভোক্তৃদেহবিচ্ছেদং বিনা। স্থূলদেহনাশেঽপি মনঃপ্রধানস্য লিঙ্গদেহস্যানাশান্নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৬০

**অন্বয়ঃ**।—[অথ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন লিঙ্গদেহবিশিষ্টস্য এব জীবস্য ভোক্তৃত্বং, ন তু স্থূলদেহবিশিষ্টস্যেতি সমুপপাদয়তি শয়ানমিত্যাদিনা ] পুরুষঃ শয়ানং (সুপ্তিমগ্নং) শ্বসন্তং (জীবন্তম্) ইমম্ (ঐহিকমেব স্থূলদেহম্) উৎসৃজ্য (পরিত্যজ্য, স্থূলদেহস্য শ্বসতস্তস্যাভিমানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ) আত্মনি (অন্তঃকরণে) আহিতং (সংস্কাররূপেণ আহিতং) কর্ম্ম যথা ভুঙ্‌ক্তে, [তথা] তাদৃশেন (শয়ানদেহসদৃশেন) ইতরেণ (তদন্যপ্রকারদেহেন বা কর্ম্মণা সমুপস্থাপিতেনেতি শেষঃ) আত্মনি (অন্তঃকরণে) আহিতং (সংস্কাররূপেণ কর্ম্মোৎপাদিতং পাপপুণ্যলক্ষণমদৃষ্টং) ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬১

**মূলানুবাদ**।—জীব যেমন সুপ্তিমগ্ন জীবদেহে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণে সংস্কাররূপে আহিত কর্ম্ম স্বপ্নাবস্থায় ভোগ করে, সেইরূপ ঐ দেহের তুল্য অথবা অন্যপ্রকার সূক্ষ্মদেহ দ্বারা জীব লোকান্তরেও কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় শয়ান স্থূলদেহ ছাড়িয়াও স্থানান্তরে সূক্ষ্মদেহে যেমন আত্মার ভোগ হয়, সেইরূপ লোকান্তরেও ঐহিক দেহ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপস্থাপিত স্থূলদেহান্তর সাহায্যে সূক্ষ্মদেহ আত্মার ভোগ হয়) ॥ ৬১

**শ্রীধরটীকা**।—লিঙ্গদেহবিশিষ্টস্য ভোক্তৃত্বং স্বপ্নদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি। শয়ানমিমং জাগ্রদ্দেহং শ্বসন্তং জীবন্তমুৎসৃজ্য তদভিমানং ত্যক্ত্বা, আত্মনি মনসি সংস্কাররূপেণাহিতং কর্ম্ম যথা ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেন শয়ানদেহসদৃশেন কর্ম্মোপস্থাপিতেন দেহেন, অন্যেন বা পশ্বাদিদেহেন তথা লোকান্তরেঽপীতি ভাবঃ ॥ ৬১

**অন্বয়ঃ**।—[ননু ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্বয়োঃ লিঙ্গদেহবিশিষ্টে আত্মনি সত্ত্বেঽপি দানপ্রতিগ্রহাদিকর্ম্মণাং স্থূলদেহবৃত্তিত্বমেব তৎকথমুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ মমৈতে ইত্যাদি ] মম এতে (দৃশ্যমানাঃ পুত্রাদয়ঃ) অসৌ অহং (ব্রাহ্মণাদিঃ) ইতি ব্রুবন্ (আত্মনা উল্লিখন্) যৎ যৎ (শরীরং) পুমান্ (জীবঃ) মনসা (অন্তঃকরণেন) গৃহ্ণীয়াৎ (অভিমানবিষয়ী কুর্য্যাৎ) তৎ (ততো দেহাৎ) রাদ্ধং (সিদ্ধং) কর্ম্ম (গৃহ্ণীয়াৎ) যেন (কর্ম্মণা) পুনর্ভবঃ (পুনর্জন্ম, ভবেত ইতি শেষঃ) ॥ ৬২

**মূলানুবাদ**।—জীব লিঙ্গদেহযুক্ত থাকিয়া 'আমার এই পুত্রাদি' 'আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি এইরূপে উল্লেখ করিয়া যে যে দেহাদিতে অভিমান পোষণ করে, সেই সেই দেহ হইতে সিদ্ধ কর্ম্মই সে লাভ করে, যাহা হইতে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬২

**শ্রীধরটীকা**।—ননু ভবতু নাম লিঙ্গবিশিষ্টস্যানেন দৃষ্টান্তেন ভোক্তৃত্বং, কর্তৃত্বন্তু দানপ্রতিগ্রহাদিষু স্থূলদেহবিশিষ্টস্যৈব দৃশ্যতে, তত্রাহ। মমৈতে পুত্রাদয়ঃ, অসাবহং ব্রাহ্মণ ইতি ব্রুবন্ মনসা যদ্যদ্দেহং গৃহ্ণীয়াৎ তৎ ততো দেহাৎ রাদ্ধং সিদ্ধং কর্ম্ম পুমান্ গৃহ্ণীয়াৎ। যেন কর্ম্মণা এবমহঙ্কারগৃহীতেন পুনর্ভবো ভবতি, অন্যথা জন্মানুপপত্তেঃ। অতোঽভিমন্তৃমনোবিশিষ্টস্যৈব কর্তৃত্বম্, অভিমানবিষয়স্য তু দেহস্য পুত্রাদিদেহবৎ দ্বারমাত্রমিতি ভাবঃ ॥ ৬২

যথানুমীযতে চিত্তমুভযৈরিন্দ্রিযেহিতৈঃ। এবং প্রাগ্দেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৩
নানুভূতং ক্ব চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্। কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃগাত্মনি ॥ ৬৪
তেনাস্য তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্। শ্রদ্ধৎস্বাননুভূতোঽর্থো ন মনঃ স্প্রেষ্টুমর্হতি ॥৬৫

অন্বয়ঃ।—[ চিত্তবৃত্তিভিরপি যুগপদনুদ্ভূতাভিঃ পূর্ব্বদেহজস্য কর্ম্মণো লক্ষণাৎ কর্ম্মণো নাশেঽপি সংস্কার-সত্ত্বাৎ অমুত্র ভোগ উপপদ্যত ইত্যাহ যথেত্যাদিনা ] উভযৈঃ ( জ্ঞানকর্ম্মোভযপ্রকারৈঃ ) ইন্দ্রিযেহিতৈঃ ( ইন্দ্রিয-কর্ম্মভিঃ, যুগপদনুদ্ভূতৈরিতি শেষঃ ) যথা চিত্তং ( মনোরূপমন্তঃকরণম্ ) অনুমীযতে (অনুমানেন প্রমাণেন সাধ্যতে, [ তথা হি তুল্যতযা সত্যপি বিষযেণ ইন্দ্রিযদ্বযযোগে একেন ইন্দ্রিয়েণ জ্ঞানং জন্যতে নাপরেণ ইত্যুপপাদনং মনোযোগ-রূপবিলক্ষণকারণান্তরং বিনা দুষ্করমিতি মনোরূপমন্তঃকরণং সিধ্যতি, তথা চ মনসা যেন ইন্দ্রিযেণ যোগস্তজ্জন্য-মেব তত্র জ্ঞানং যেন চ ন মনোযোগঃ ন তেন তদা জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি সঙ্গতিঃ ] এবং ( তথা ) চিত্তবৃত্তিভিঃ ( যুগপদনুত্থিতাভিঃ অন্তঃকরণবৃত্তিভিঃ ) প্রাগ্দেহজং ( পূর্ব্বজন্মশরীরজাতং ) কর্ম্ম লক্ষ্যতে ( অনুমীযতে ) [ তথা হি যেন যেন কর্ম্মণা যদা যদা যা যা চিত্তবৃত্তিঃ যুজ্যতে, তদা তদা তেন তেন কর্ম্মণা সৈব চিত্তবৃত্তিঃ ভদ্রা অভদ্রা বাপ্যুদ্ভবতি, তেন কর্ম্মণঃ ক্ষণবিনাশিত্বেঽপি তৎসংস্কারস্য অবস্থানাৎ ন দোষ ইতি ভাবঃ ] ॥ ৬৩

মূলানুবাদ।—যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয প্রকার ইন্দ্রিয ব্যাপার দ্বারা চিত্তের অনুমান করা হয, সেইরূপ চিত্তবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্বদেহান্তরজনিত কর্ম্ম লক্ষিত হইযা থাকে ॥ ৬৩

শ্রীধরটীকা।—যদুক্তং কর্ম্মণো নষ্টত্বান্নামুত্র ভোগ ইতি, তত্রাহ যথেতি। উভযৈর্জ্ঞানকর্ম্মরূপৈরিন্দ্রিযাণা-মীহিতৈঃ কদাচিৎ ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তিভিশ্চিত্তমনুমীযতে, সত্যপি সর্ব্বেন্দ্রিযবিষযসম্বন্ধে যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তেঃ। তদুক্তমক্ষপাদেন—যুগপজ্জ্ঞানানুপপত্তির্মনসো লিঙ্গমিতি। এবং চিত্তবৃত্তিভিরপি পূর্ব্বদেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে, তাসামপি যুগপদনুৎপত্তেঃ ॥ ৬৩

অন্বয়ঃ।—[ বক্ষ্যমাণযুক্ত্যাপি কর্ম্মানুমানং শক্যমুপপাদযিতুমিত্যাহ নানুভূতমিত্যাদিনা ] অনেন ( বর্ত্ত-মানেন ) দেহেন ক্ব চ ( কদাচিদপি ) নানুভূতম্ ( অনুপভুক্তম্ ) অদৃষ্টম্ অশ্রুতঞ্চ যৎ রূপং ( বস্তুনঃ স্বরূপং, যদ্রূপং বস্তু ইতি বা ) যাদৃক্ ( যৎপ্রকারঞ্চ ) আত্মনি ( মনসি ) কদাচিৎ ( কস্মিংশ্চিদেব কালে ) উপলভ্যেত ( জ্ঞাযেত ) [ তথা হি স্বপ্নমনোরথাদিষু যদ্ যদ্ বস্তু যথা যথা প্রতিভাসতে, তস্য সর্ব্বস্য বস্তুনঃ অস্মিন্ জন্মনি অনুভবো ন দৃষ্টঃ, অনুভবমন্তরেণ তদা তদা বস্তনুভবে চ সর্ব্বস্যৈব নিযমেন কথং নানুভব ইত্যসঙ্গতিমপোহিতুং জন্মান্তরে তদনুভবা-দিকং স্বীকার্য্যমেবেতি প্রাগ্দেহজেন কর্ম্মণা নিবামকেন তদুপপত্তিঃ কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ ] ॥ ৬৪

মূলানুবাদ।—বর্ত্তমান দেহদ্বারা জীব কখনও যে বস্তুর উপভোগ, দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, স্বপ্নাদি অবস্থায কদাচিৎ সেই প্রকার বস্তুর সেইরূপে উপলব্ধি হইতে দেখা যায। ( এই কারণে ঐ উপলব্ধির কদাচিৎ উৎপত্তি উপপাদন করিবার জন্য কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয, ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বদেহজাত ভিন্ন বলা চলে না, কাজেই ইহা দ্বারা জন্মান্তর ও তদীয কর্ম্ম সিদ্ধ হয ) ॥ ৬৪

শ্রীধরটীকা।—ইতোঽপি কর্ম্ম লক্ষ্যতে ইত্যাহ নানুভূতমিতি দ্বাভ্যাম্। অনেন বর্ত্তমানেন দেহেন ক্ব চ কুত্রচিদপি নানুভূতমনুপভুক্তম্, অদৃষ্টঞ্চ, অশ্রুতঞ্চ, যদ্রূপং, যদাত্মকং, যাদৃক্ যৎপ্রকারঞ্চ, তৎ কদাচিৎ স্বপ্নমনোরথা-দিষু আত্মনি মনসি উপলভ্যেত ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ।—[ সিদ্ধমেবোক্তমর্থমাহ তেনেত্যাদিনা ] হে রাজন্। তেন ( হেতুনা ) অস্য লিঙ্গিনঃ ( লিঙ্গ-দেহাশ্রিতবাসনাবাসিতস্য জীবস্য ) তাদৃশং ( এতদ্দেহাবচ্ছেদেনাননুভূতবিষযানুভবাদিযুক্তং ) দেহসম্ভবং ( পূর্ব্ব-

মন এব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি শংসতি। ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥ ৬৬
অদৃষ্টমশ্রুতঞ্চাত্র ক্বচিন্মনসি দৃশ্যতে। যথা তথানুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৬৭

দেহসমুৎপাদং ) শ্রদ্ধৎস্ব ( শ্রদ্ধয়া মন্যস্ব ) [ কথমিত্যাকাঙ্ক্ষামপাকর্ত্তুমাহ অননুভূত ইত্যাদি ] অননুভূতঃ ( কদাচিদপি অনুভবেন অবিষয়ীকৃতঃ ) অর্থঃ ( বিষয়ঃ ) মনঃ ( অন্তঃকরণং ) স্প্রষ্টুম্ ( আশ্রয়িতুং ) ন অর্হতি। [ যদা কদাচিদনুভূতস্যৈব পদার্থস্য মনসি স্ফুরণং নাননুভূতস্যেতি এতদ্দেহাবচ্ছেদেন কদাপ্যননুভূতস্যাপি স্বপ্নমনোরথাদৌ স্ফুরণদর্শনাৎ অন্ততো জন্মান্তরে বৃত্তস্তদনুভবঃ কল্পনীয় ইতি ভাবঃ ] ॥ ৬৫

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! এই লিঙ্গদেহযুক্ত জীবের সেই সেই অনুভবাদিযুক্ত পূর্ব্বদেহের উৎপত্তি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন কর। যে বিষয় কদাচিৎ অনুভূত হয় নাই, তাহা কখনও চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে না ॥ ৬৫

শ্রীধরটীকা।—তেন হেতুনা অস্য লিঙ্গিনো বাসনাশ্রয়স্য জীবস্য তাদৃশং তদনুভবাদিযুক্তং পূর্ব্বদেহসম্ভবং শ্রদ্ধৎস্ব নিশ্চয়েন মন্যস্ব। ন হি অননুভূতোঽর্থো মনঃ স্প্রষ্টুং মনসি স্ফুরিতুমর্হতি ॥ ৬৫

অন্বয়ঃ।—[ মনোবৃত্ত্যা এব পূর্ব্বাণ্যপরাণি চ শুভানি অশুভানি চ শরীরাদীনি সূচ্যন্ত ইত্যাহ মন এবেত্যাদিনা ] মন এব মনুষ্যস্য ( বর্ত্তমানস্য ) ভবিষ্যতশ্চ পূর্ব্বরূপাণি ( পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাদীনি ) শংসতি ( সূচয়তি, পূর্ব্বময়মীদৃশ আসীদিতি, ভাবিনি কালে চায়মীদৃশো ভবিষ্যতীতি বিজ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ ) তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ( পুনর্ন জনিষ্যমাণস্য মুক্তির্ভবিষ্যতীতি মন এব জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ ) তে ( তুভ্যং ) ভদ্রম্ ( কল্যাণম্, অস্তু ইতি শেষঃ ) [ অয়মাশীর্ব্বাদঃ অমিদং বুধ্যস্ব ইতি ভাবঃ ] [ তথা হি একমেব লিঙ্গশরীরং ভূতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতি চ জন্মনি অনুগতং শুভান্যশুভানি চ বিন্দতি একেনৈব মনসা প্রকৃতত্বাদিতি তাৎপর্য্যম্ ] ॥ ৬৬

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! মনই বর্ত্তমান মনুষ্যের পূর্ব্বশরীরাদি ও ভবিষ্যৎ মনুষ্যের ভাবী শরীরাদি সূচনা করিয়া থাকে। সেইরূপ আবার যে জন্মগ্রহণ করিবে না, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবে, তাহারও পূর্ব্বাবস্থা ও ভাবী অবস্থার সূচনা করিয়া দেয়। তোমার মঙ্গল হউক। ( অর্থাৎ তুমি এই বিষয়ে বিবেক অর্জ্জন কর ) ॥ ৬৬

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ মনোবৃত্ত্যৈব পূর্ব্বাপরাণি শুভাশুভনিমিত্তানি শরীরাণি জ্ঞায়ন্ত ইত্যাহ মন এবেতি। ভদ্রং ত ইতি সম্যগবধানার্থমাশিষাভিনন্দতি। ভবিষ্যত উদ্ভবং প্রাপ্স্যতঃ, ন ভবিষ্যতো নীচত্বং প্রাপ্স্যতোঽপি ভাবীনি রূপাণি শংসতি। মন এবৌদার্য্যকার্পণ্যাদিবৃত্তিভিঃ পূর্ব্বমপ্যেবমাসীৎ পশ্চাদপ্যেবমেব ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—[ ননু কদাচিৎ দর্শনশ্রবণাদ্যযোগ্যমপি পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্রাদিকং স্বপ্নে প্রতীয়ত ইতি দর্শনাৎ অদৃষ্টাশ্রুতয়োরপি প্রতীতিঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ অদৃষ্টমিত্যাদি ] অত্র অদৃষ্টং ( কদাচিৎ দৃষ্ট্যা অবিষয়ীকৃতং, দর্শনানর্হমিত্যর্থঃ ) অশ্রুতঞ্চ ( কদাচিদপি শ্রবণেন অবিষয়ীকৃতং, শ্রবণানর্হমপীত্যর্থঃ ) ক্বচিৎ যথা মনসি দৃশ্যতে, তথা দেশকালক্রিয়াশ্রয়ং ( দেশঃ অন্যস্থানং, কালঃ নিশাদিঃ, ক্রিয়া শিরশ্ছেদাদিঃ, তা এব আশ্রয়া যস্য তথাভূতং, তথা হি অন্যদেশাশ্রয়ঃ অন্যকালাশ্রয়ঃ অন্যক্রিয়াশ্রয়শ্চ নিদ্রাদোষেণ সম্বন্ধিভেদমুপেত্য পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্রঃ, দিবা নক্ষত্রাদিকম্, স্বশিরশ্ছেদাদিকঞ্চ অনুভাব্যতে ইতি ) [ এতেন একান্ততো বিশৃঙ্খলরীত্যাপি অদৃষ্টানাং ন দর্শনং, পরং যথা কথঞ্চিৎ দৃষ্টানাং শ্রুতানামেব চ যথা সম্বন্ধভ্রমেণ নিদ্রয়া, তথৈব প্রকৃতে কর্ম্মাদিদোষেণেতি তাৎপর্য্যমনুধেয়ম্ ] ॥ ৬৭

মূলানুবাদ।—যেমন পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্র প্রভৃতি কদাচিৎ দর্শনের ও শ্রবণের অযোগ্য বিষয়গুলিও নিদ্রাদি-দোষে কদাচিৎ দর্শনের গোচর হয়, সেইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাভাবে অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয়গুলি কর্ম্মাদিদোষে কদাচিৎ মিলিতভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়। ( যাহা কখনও বিশৃঙ্খলরূপেও দৃষ্টি বা শ্রবণের বিষয় নহে, তাহা কখনও মনে স্ফুরিত হইতে পারে না, কাজেই উহাদ্বারা পূর্ব্বদেহাদি সিদ্ধ হইতে কোনও বাধা নাই ) ॥ ৬৭

সর্ব্বে ক্রমানুবোধেন মনসীন্দ্রিয়গোচবাঃ। আযান্তি বহুশো যান্তি সর্ব্বে সমনসো জনাঃ ॥ ৬৮
সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি। তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপবজ্যাবভাসতে ॥ ৬৯

**শ্রীধরটীকা।**—নন্থ কদাচিদ্দর্শনানর্হমপি স্বপ্নে প্রতীযতে, যথা পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্রঃ, দিবা নক্ষত্রাণি, স্বশির-শ্ছেদ ইত্যাদি। তত্রাহ অদৃষ্টমিতি। অন্যদেশাশ্রযং সমুদ্রাদিকং পর্ব্বতাগ্রে, নিশাশ্রযং নক্ষত্রাদিকং দিবা, অভ্যঙ্গাদি-ক্রিয়াশ্রয়ং স্বশিরশ্ছেদনাদিকং নিদ্রাদিদোষেণ হি তথা প্রতীযত ইত্যনুমন্তব্যম্। পরস্যাপি তদনুপপত্তেস্তুল্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬৭

**অন্বয়ঃ।**—[ নিরঙ্কুশস্য মনসঃ সর্ব্ববিষয়গ্রাহিত্বসম্ভবেন একান্ততো নাস্তি তস্যাবিষয ইত্যাহ সর্ব্ব ইত্যা-দিনা। ] সর্ব্বে ইন্দ্রিয়গোচবাঃ ( পদার্থাঃ ) ক্রমানুরোধেন ( পর্য্যায়ক্রমেণ ) মনসি ( মনোমার্গে ) বহুশঃ আযান্তি যান্তি চ [ তথা হি বিষযাণাং সর্ব্বেষামেব যদা কদাচিৎ মনসা পরিচিন্তনমনিযমেন নিবঙ্কুশতযা মনসঃ সম্ভবত্যেবেতি ন কস্যাপি বস্তুনঃ একান্ততোঽননুভূতত্বং শক্যনিশ্চয়মিতি ভাবঃ] [কথং সর্ব্বেষামেব জীবানাং তথাত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষাযামাহ সর্ব্ব ইত্যাদি ] সর্ব্বে জনাঃ সমনসঃ ( মনোযুক্তাঃ ) [ তথা হি সর্ব্বেষামেব জীবানাং সমনস্কতয়া মনসি সর্ব্বার্থানাং প্রবেশস্য উক্তরীত্যা সুসম্ভবেন সর্ব্ব এব জীবাঃ যদা কদাচিৎ সর্ব্ববিষয়গ্রহণক্রমং সম্প্রাপ্তুমর্হন্তীতি একান্ততো ন তস্যানন্থভূতং কিমপীতি ভাবঃ ] ॥ ৬৮

**মূলানুবাদ।**—সকল ইন্দ্রিযগোচর পদার্থই ক্রমে ক্রমে মনোমার্গে বহুবার আগমন ও গমন করিযা থাকে, কারণ সকল জীবেরই একটী করিয়া মন আছে। ( এই মনের সাহায্যে যে কোনও সমযে সকল বিষযেরই চিন্তা সম্ভব হওযায এমন কোনও বিষয নাই, যাহা জীবনে কদাপি অনুভূত নহে ) ॥ ৬৮

**শ্রীধরটীকা।**—নন্থ দরিদ্রঃ ক্বচিদাত্মানং মহারাজং পশ্যতি, রাজা চ বঙ্কমাত্মানং পশ্যতি, তৎ কথম-সম্ভাবিতং সন্দৃশ্যতে? তত্রাহ সর্ব্ব ইতি। আয়ান্তি ভোগ্যত্বেন প্রাপ্নুবন্তি, যান্তি চ ভোগানন্তরম্। যদি চ কশ্চিদমনা ভবেৎ তর্হি এবং ন স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তীত্যাহ সর্ব্বে সমনস ইতি। অতঃ সর্ব্বেষাং সমনস্কত্বাৎ মনসি চ সর্ব্বার্থানাং ক্রমেণ প্রবেশাৎ নাত্যন্তাদৃষ্টচরঃ কস্যাপি কশ্চিদর্থোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ ভগবৎসান্নিধ্যেন কস্যচিৎ কদাচিৎ যুগপদপি সর্ব্বেষামর্থানাং সন্দর্শনমাহ সত্ত্বৈকনিষ্ঠ ইত্যাদিনা ] চন্দ্রমসি ( প্রকাশাত্মকে চন্দ্রে ) তমঃ ইব (রাহুরিব) সত্ত্বৈকনিষ্ঠে ( সত্ত্বে বিশুদ্ধসত্ত্বে চিদ্বিভূতাবেব একা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্যস্য তথাভূতে ) মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি ( ভগবৎসান্নিধ্যযুক্তে, ভগবদ্ধ্যানপরে সতীত্যর্থঃ ) ইদং ( বিশ্বম্ ) উপরজ্য ( সংযোগমিব প্রাপ্য ) অবভাসতে ( প্রকাশতে, জ্ঞানবিষযতামাপদ্যতে ইত্যর্থঃ ) [ অথবা তাদৃশে মনসি উপরজ্য সংযোগমিব প্রাপ্য অবভাসতে ইত্যন্বযঃ। তথা হি রাহুর্যথা চন্দ্রসংসর্গাদেব দৃশ্যঃ নান্যথা, তথা ইদং বিশ্বমপি ভগবদ্ধ্যানপরচিত্তসম্পর্কাদেব সাকল্যেন দৃশ্যং জীবস্য নান্যথেতি তদা যুগপৎ সর্ব্বদর্শনোপপত্তিঃ। ] ॥ ৬৯

**মূলানুবাদ।**—প্রকাশাত্মক চন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেই যেমন অদৃশ্য রাহুও দৃষ্টির বিষয হয়, সেইরূপ সত্ত্বৈকনিষ্ঠচিত্ত শ্রীভগবানের ধ্যানতৎপর হইলেই তাঁহার সংসর্গে সমগ্র বিশ্ব অবভাসিত হইয়া দৃষ্টির গোচর হয় ॥ ৬৯

**শ্রীধরটীকা।**—তদেবং সর্ব্বৈরপি সর্ব্বেঽর্থাঃ ক্রমেণ দৃশ্যন্ত ইত্যুক্তম্। ইদানীং যুগপদপি সর্ব্বদর্শনং কদাচি-দ্ভবতীত্যাহ। সত্ত্বৈকনিষ্ঠে ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি ভগবদ্ধ্যানপরে মনসি ইদং বিশ্বম্ উপরজ্য সংযোগমিব প্রাপ্য অব-ভাসতে। প্রতীত্যনর্হস্যাপি কদাচিৎ প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ—চন্দ্রমসি উপরজ্য তমো রাহুরিব। তদিদং শুদ্ধে মনসি সর্ব্ববিষয়স্ফুরণং যোগিপ্রত্যক্ষমিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৯

নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে । যাবদ্বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থ-গুণব্যূহো হ্যনাদিমান্ ॥ ৭০
সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু প্রাণায়নবিঘাততঃ । নেহতেঽহমিতি জ্ঞানং মৃত্যুপ্রজ্বারয়োরপি ॥ ৭১
গর্ভে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা । লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা ॥ ৭২

**অন্বয়ঃ** ।—[ ননু স্থূলদেহনাশেঽপি কর্তুর্ভোক্তুশ্চ একস্যৈব লিঙ্গশরীরস্য জন্মান্তরেঽপি সত্ত্বেন কর্তৃভোক্তৃ-ভেদশঙ্কা নিরস্তাঽপি স্থূলদেহদ্বারেণৈব সূক্ষ্মদেহস্য ভোগাৎ তদভাবে ভোগাভাবেন মুক্তিপ্রসঙ্গ আত্মনঃ কথং রোধনীয় ইত্যাশঙ্কায়ামাহ নাহমিত্যাদি ] যাবৎ হি ( যৎকালপর্য্যন্তম্ ) অনাদিমান্ ( ন আদিমান্ উৎপত্তিমান্, অবিজ্ঞাত-প্রথমোৎপত্তিকাল ইতি যাবৎ ) বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থগুণব্যূহঃ ( বুদ্ধিঃ অধ্যবসায়াত্মকমন্তঃকরণং, মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণং, অক্ষাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ অর্থাঃ বিষয়াঃ তদ্রূপঃ গুণব্যূহঃ গুণপরিণামঃ লিঙ্গং, অস্তীতি শেষঃ ) [ তাবৎ ] 'অহং মম' ইতি অয়ং ভাবঃ ( অভিমানজঃ স্থূলদেহসম্বন্ধঃ ) পুরুষে ( জীবে ) ন ব্যবধীয়তে ( ন বিচ্ছিন্নো ভবতি ) [ তথা হি একস্থূলদেহত্যাগেঽপি তাদৃশস্য অহঙ্কারস্য পরতোঽপি অনুবর্ত্তনাৎ স্থূলদেহান্তর-সম্বন্ধাবশ্যম্ভাবেন ন তদা তদা মুক্তিপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ] ॥ ৭০

**মূলানুবাদ** ।—যতকাল পর্য্যন্ত অনাদিরূপে প্রতীত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থের পরিণামরূপ লিঙ্গদেহ অনুবর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত 'আমি আমার' এইরূপ অভিমানসম্ভূত স্থূলদেহের সহিত লিঙ্গদেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না ॥ ৭০

**শ্রীধরটীকা** ।—তদেবং স্থূলদেহনাশেঽপি লিঙ্গদেহস্যানাশাৎ অন্যঃ কর্ত্তা, অন্যো ভোক্তেতি দোষো নাস্তী-ত্যুক্তং, তত্রৈবং শঙ্কতে—নন্ু লিঙ্গদেহস্য স্থূলদেহদ্বারেণৈব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে ন তু কেবলস্য । তত্র কদাচিৎ স্থূলদেহা-ভাবে জীবস্য কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভাবাৎ মুক্তিঃ প্রসজ্যেত ? তত্রাহ । অহং মমেতি ভাবঃ স্থূলদেহসম্বন্ধঃ পুরুষে জীবে ন ব্যবধীয়তে ন বিচ্ছিন্নো ভবতি, কিং পর্য্যন্তম্ ? বুদ্ধ্যাদীনাং ব্যূহঃ পরিণামো লিঙ্গং যাবদস্তি । অনাদিমান অনাদিঃ সন ॥ ৭০

**অন্বয়ঃ** ।—[ ননু স্বাপাদৌ অহঙ্কারস্যাদর্শনাৎ তদা মুক্তিপ্রসঙ্গঃ কথমুক্তরীত্যা বারণীয় ইত্যাশঙ্কায়ামাহ সুপ্তীত্যাদি ] সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু ( সুপ্তিঃ সুষুপ্তিঃ মূর্চ্ছা মোহঃ, তয়োঃ যে উপতাপাঃ, তজ্জনিতানি যানি ইষ্ট-বিয়োগাদিদুঃখানি তেষু, অথবা সুপ্তিঃ মূর্চ্ছা উপতাপশ্চ তেষু ) মৃত্যু-প্রজ্বারয়োরপি ( মৃত্যৌ অজ্ঞানদশোপস্থাপকে প্রকৃষ্টে জ্বরে চ ) প্রাণায়নবিঘাততঃ (প্রাণায়নানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিঘাততঃ ব্যাপারবিরহরূপাপগমাদিত্যর্থঃ) অহমিতি জ্ঞানম্ ( অভিমানঃ ) ন ঈহতে ( ন প্রকাশতে, পরং অপ্রকাশমানস্যাপি তস্য সত্ত্বমেবেতি পরতো দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যতে ) [ অতস্তদাপি মুক্তিপ্রসঙ্গো নিরস্ত ইতি ভাবঃ ] ॥ ৭১

**মূলানুবাদ** ।—সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ, মৃত্যু ও উৎকট জ্বরাদির অবস্থায় 'আমি' ইত্যাদি অভিমান-জ্ঞান থাকিলেও ইন্দ্রিয়ব্যাপার একান্তরূপে বিরত হওয়ায় উহা প্রকাশ পাইতে পারে না । ৭১

**শ্রীধরটীকা** ।—স্বাপাদাবহঙ্কারাদ্যভাবাৎ তদ্বিচ্ছেদমাশঙ্ক্যাহ দ্বাভ্যাম্ । সুপ্ত্যাদিষু উপতাপঃ ইষ্টবিয়ো-গাদিদুঃখম্ । তেষু অহমিতি জ্ঞানম্ অহঙ্কারঃ নেহতে,ন প্রকাশতে, প্রাণায়নানামিন্দ্রিয়াণাং বিঘাতাৎ । ইন্দ্রিয়ৈর্বিষ-য়াস্পদবস্তুগ্রহণে অহঙ্কারঃ স্ফুরতি, নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৭১

**অন্বয়ঃ** ।—[ সতোঽপি বস্তুনঃ কালবিশেষেণ অনভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তমাহ গর্ভ ইত্যাদিনা । ] যূনঃ ( যৌবন-যুক্তস্য দেহস্য ) [ যৎ ] একাদশবিধং ( জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, অন্তঃকরণঞ্চেতি একাদশপ্রকারৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিস্ফুটং ) লিঙ্গং ( লিঙ্গদেহম্ অহঙ্করণম্ ) [ তৎ ] তদা গর্ভে বাল্যেঽপি অপৌষ্কল্যাৎ ( অসম্পূর্ণত্বাৎ )

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৭৩
এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্। এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৪
অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি। হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি ॥ ৭৫

কুহ্বাম্ ( অমাবস্যায়াং ) চন্দ্রমসঃ ( চন্দ্রস্য ) লিঙ্গং ( রূপং ) যথা [ তথা ] ন দৃশ্যতে ( ন প্রতীয়তে ) [ তথা হি অমাবস্যায়াং যথা সতোঽপি চন্দ্ররূপস্য ন দর্শনং তিথ্যন্তরে চ দর্শনং, তথৈব সুপ্ত্যাদৌ সতোঽপি অহঙ্করণস্য ন প্রকাশঃ, পরমবস্থান্তরেষ্বেবেতি তদাপি তদনুবৃত্তেঃ ন মুক্তিপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ] ॥ ৭২

**মূলানুবাদ।**—যৌবন অবস্থায় যেরূপ একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণতাবশতঃ তাহা দ্বারা পরিস্ফুট হইয়া লিঙ্গদেহ বা অহঙ্করণ স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ, অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রের রূপের ন্যায়, গর্ভাবস্থায় ও বাল্যাবস্থায় একাদশ ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা হেতুই উক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রস্তুত লিঙ্গদেহ বা অহঙ্করণ প্রতীত হয় না ( উহা দেখিতে পাওয়া যায় ) ॥ ৭২

**শ্রীধরটীকা।**—অপৌষ্কল্যাৎ অসম্পূর্ণত্বাৎ প্রাণায়নানামিতি শেষঃ। যূনস্তরুণস্য যদেকাদশবিধম্ একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ স্ফুটং লিঙ্গমহঙ্করণং, তন্ন দৃশ্যতে গর্ভাদাবিতি। সতোঽপ্যনভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তঃ—কুহ্বামমাবস্যায়াং চন্দ্রমসো-লিঙ্গং রূপমিব ॥ ৭২

**অন্বয়ঃ।**—[ অহঙ্কারাস্পদস্য স্থূলদেহস্য কদাপি একান্ততো বিচ্ছেদবিরহেণ বস্তুভূতার্থাভাবেঽপি ন সংসারনিবৃত্তিরিত্যাহ অর্থ ইত্যাদিনা ] অর্থে ( গ্রাহ্যে বিষয়ে ) অবিদ্যমানেঽপি হি ( বস্তুতোঽবর্ত্তমানেঽপি ) স্বপ্নে ( স্বপ্নাবস্থায়াং ) যথা অনর্থাগমঃ ( অনর্থস্য বস্তুতোঽর্থভিন্নস্য স্বাপ্নিকস্য পদার্থস্য আগমঃ প্রাপ্তিঃ অনুভব ইতি যাবৎ তথা ) বিষয়ান্ (সংসারিকান্ ভোগ্যপদার্থান্, বস্তুতোঽনর্থভূতানপি) ধ্যায়তঃ ( চিন্তয়তঃ, বস্তুতয়া অবধারয়ত ইত্যর্থঃ ) অস্য ( সংসারিণঃ ) সংসৃতিঃ ( সংসারঃ, জন্মমরণসম্বন্ধঃ ) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৭৩

**মূলানুবাদ।**—স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ অবিদ্যমান বিষয়গুলিও জীবের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া ভোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বস্তুতঃ সাংসারিক বস্তু অসৎ হইলেও অবিদ্যাপ্রভাবে জীব উহার ধ্যান করিতে থাকে বলিয়াই তাহার সংসারনিবৃত্তি হয় না, ( কারণ, অবিদ্যাপ্রভাবে উৎপন্ন বিষয়-কামনা বশতঃ স্থূলদেহের সম্বন্ধ হইতে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে না ) ॥ ৭৩

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মাৎ অহঙ্কারাস্পদস্য স্থূলদেহস্যাবিচ্ছেদাৎ বস্তুভূতার্থাভাবেঽপি সংসৃতিনিবৃত্তির্নাস্তীত্যাহ অর্থে হীতি ॥ ৭৩

**অন্বয়ঃ।**—[ কিমিদং লিঙ্গং কো বা তল্লিঙ্গদেহবিশিষ্টো জীব ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ এবমিত্যাদি ] পঞ্চবিধং ( পঞ্চতন্মাত্রাত্মকম্, পঞ্চ প্রাণাঃ বিধাঃ বিদধতশ্চেষ্টাং কুর্ব্বন্তো বা যত্র তথাভূতমিতি বা ) ত্রিবৃৎ ( ত্রিগুণম্ ) ষোড়শবিস্তৃতং ( ষোড়শবিধবিকারাত্মনা, একাদশেন্দ্রিয়াদ্যাত্মনেত্যর্থঃ, বিস্তৃতম্ ) এবম্ (উক্তপ্রকারং) লিঙ্গং ( লিঙ্গ-শরীরম্ ) এষঃ চেতনয়া (চৈতন্যাত্মকেন বস্তুনা) যুক্তঃ জীব ইতি অভিধীয়তে ( কথ্যতে )। [ তথা হি ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরমেব চেতনাধিষ্ঠিতং জীবসংজ্ঞয়া সংজ্ঞায়তে, ন তু তদ্ বস্ত্বন্তরমিতি ভাবঃ ] অনেন ( নিরুক্তলিঙ্গ-শরীরেণ ) পুরুষঃ ( জীবঃ ) দেহান্ ( স্বস্বকর্ম্মসমুপস্থাপিতান্ নবপশ্বাদিদেহান্ ) উপাদত্তে ( গৃহ্লাতি ) [ তথা তত্তদ্দেহভোগাবসানে সতি ] বিমুঞ্চতি ( প্রাপ্তং দেহং পরিত্যজতি ) অনেন ( এতেনৈব লিঙ্গদেহেন ) হর্ষম্ ( উৎসবাদিজনিতমানন্দম্ ) শোকং ( প্রিয়মরণাদিজনিতং দুঃখং ) ভয়ম্ ( অনিষ্টকরপ্রাণ্যাদিসমাগমজনিতং ত্রাসং ) দুঃখম্ ( অভীষ্টবিষয়ালাভাদিপ্রযুক্তং কষ্টং ) সুখঞ্চ ( অভীষ্টবিষয়োপভোগাদিজনিতমানন্দঞ্চ ) বিন্দ-

যথা তৃণজলৌকেবং নাপযাত্যপযাতি চ । ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্‌দেহাভিমতিং জনঃ ॥ ৭৬
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্ম্মণাম্ । মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্ ॥ ৭৭

( লভতে ) [ তথা হি লিঙ্গশরীরস্য ইন্দ্রিয়াদিঘটিতত্বাৎ এতেনৈব সহায়েন জীবঃ সুখদুঃখাদিকমুপভুঙ্‌ক্তে নান্যেন ইতি ভাবঃ ] ॥ ৭৪।৭৫

**মূলানুবাদ** ।—পঞ্চতন্মাত্র, তিন গুণ ও ষোড়শ প্রকার বিকার-পদার্থ মিলিতভাবে এই 'লিঙ্গশরীর' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ লিঙ্গশরীর চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া 'জীব' এই নামে আখ্যাত হয়। এই লিঙ্গদেহের সাহায্যেই পুরুষ একদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেহ লাভ করে, আবার সেই দেহের ভোগ সমাপ্ত হইলে ঐ লিঙ্গদেহের সাহায্যেই উক্ত দেহ পরিহার করিয়া থাকে। এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষ হর্ষ ( উৎসবাদিজনিত আনন্দ ), শোক ( প্রিয়মরণাদিসম্ভূত দুঃখ ), ভয়, দুঃখ ও সুখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৭৪।৭৫

**শ্রীধরটীকা**—যাবল্লিঙ্গং স্থূলদেহাবিচ্ছেদাৎ সংসারানিবৃত্তিরিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়তি এবমিতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। পঞ্চবিধং পঞ্চতন্মাত্রাত্মকং, ত্রিবৃৎ ত্রিগুণং, ষোড়শবিকারাত্মনা বিস্তৃতম্ ॥ ৭৪।৭৫

**অন্বয়ঃ** ।—[ নন্থ লিঙ্গদেহং যদি একং পরিত্যজ্য অপরমাশ্রয়তি, তদা একপরিত্যাগস্য অপরাশ্রয়ণস্য চ অন্তরালদশায়াং বিদেহতাসম্ভবঃ কথং বারণীয় ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যথেত্যাদি ] যথা ইহং ( প্রত্যক্ষদৃশ্যমানা ) তৃণজলৌকা ( তৃণোপরি বিহরন্তী জলৌকা ) ন অপযাতি ( আশ্রিতপূর্ব্বং তৃণম্ একান্ততো ন জহাতি ) অপযাতি ( তৃণান্তরমাশ্রয়তি চ ) [ তথা ] জনঃ ম্রিয়মাণোঽপি ( পূর্ব্বং দেহং মরণকালে ত্যজন্নপি ) প্রাগ্‌দেহাভিমতিং ( পূর্ব্বদেহাভিমানং ) ন ত্যজেৎ [ তথা হি যথা তৃণস্থিতা জলৌকা অপরং তৃণমনাশ্রিত্য পূর্ব্বং তৃণং ন জহাতি, তথৈব পরদেহমভিমানেন অনাশ্রিত্য পূর্ব্বদেহাভিমানং জীবো ন জহাতি, অত এব নাস্তি ক্ষণোঽপি বালস্তু স্থূলদেহমনভিমন্যমানস্যেতি ন দোষঃ ] [ নন্থ স পূর্ব্বদেহাভিমানঃ কিয়ৎকালমনুবর্ত্তেত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যাবদন্য-মিত্যাদি ] যাবৎ ( যৎকালপর্য্যন্তং ) কর্ম্মণাং ( পূর্ব্বদেহারম্ভকাণাং ) ব্যবধানেন ( সমাপ্ত্যা ) অন্যম্ ( অপরং দেহং ) ন বিন্দেত ( ন লভেত, জীব ইতি শেষঃ ) [ তাবৎ ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্‌দেহাভিমতিং ন ত্যজেদিত্যন্বয়শেষঃ ] হে মনুষ্যেন্দ্র। মন এব ( মনঃপ্রধানং লিঙ্গশরীরমেব ) ভূতানাং ( প্রাণিনাম্ ) ভবভাবনম্ ( সংসারকারণং ) [ এতেন প্রকৃতবস্তূপসংহারঃ কৃতো ভবতি ] ॥ ৭৬।৭৭

**মূলানুবাদ**—কোনও তৃণে অবস্থিত জলৌকা ( জোঁক ) যেমন যে তৃণটীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে অন্য তৃণে যাইবার সময় অপর তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বতৃণ ত্যাগ করে না, সেইরূপ জীব লিঙ্গদেহ দ্বারা যে-শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে, মরণকালে তাহা হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিবার সময়ও দেহান্তর আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বদেহাভিমান ত্যাগ করে না। পূর্ব্বদেহারম্ভক কর্ম্মের ব্যবধানহেতু যাবৎ অন্যদেহ প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উক্ত অভিমান বর্ত্তমান থাকে। হে মনুষ্যেন্দ্র। এই মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীরই সকল প্রাণীর সংসারের কারণ ॥ ৭৬।৭৭

**শ্রীধরটীকা** ।—নন্থ একং দেহং বিসৃজ্য দেহান্তরপ্রবেশাৎ পূর্ব্বং বিদেহতা স্যাদেব, ইত্যত আহ যথেতি। নাপযাতি পূর্ব্বতৃণস্যাত্যাগাৎ। অপযাতি চ, তৃণান্তরবারণাৎ। তথা প্রাগ্‌দেহাভিমতিং ন ত্যজেৎ ম্রিয়মাণোঽপি ॥৭৬॥ অন্যং দেহম্। কর্ম্মণাং প্রাগ্‌দেহারম্ভকাণাং ব্যবধানেন বিচ্ছেদেন সমাপ্ত্যা। প্রকরণার্থমুপসংহরতি মন এবেতি। ভবভাবনং সংসারহেতুঃ ॥ ৭৭

যদাক্ষৈশ্চরিতান্ ধ্যায়ন্ কর্ম্মাণ্যাচিনুতেঽসকৃৎ। সতি কর্ম্মণ্যবিদ্যায়াং বন্ধঃ কর্ম্মণ্যনাত্মনঃ ॥৭৮
অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্ব্বাত্মনা হরিম্। পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ ॥ ৭৯

**অন্বয়ঃ**।—[ উক্তং মানোজন্যং সংসারং মনঃ কদা ভাবয়তি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যদেত্যাদি ] যদা ( জীবঃ ) অক্ষৈঃ ( ইন্দ্রিয়ৈঃ ) চরিতান্ ( উপভুক্তান্ পদার্থান্ ) ধ্যায়ন্ ( মনসা ভাবয়ন্ ) কর্ম্মাণি অসকৃৎ ( পুনঃ পুনঃ, ) আচিনুতে ( সঞ্চিনোতি, কর্ম্মজন্যমদৃষ্টমন্তঃকরণে ভাবয়তি ইত্যর্থঃ ) [ তদা ] কর্ম্মণি সতি অবিদ্যায়াং [ সত্যাং ] ( কর্ম্মসহকারিণ্যা অবিদ্যায়া বর্ত্তমানতায়ামিত্যর্থঃ ) অনাত্মনঃ ( আত্মভিন্নস্য দেহাদেঃ ) কর্ম্মণি বন্ধঃ [ ভবতীতি শেষঃ ] [ এতেন অসঙ্গস্য আত্মনঃ কথং বন্ধ ইতি শঙ্কাপি নিরস্তা ] ॥ ৭৮

**মূলানুবাদ**।—যখন জীব ইন্দ্রিয় দ্বারা পূর্ব্বভুক্ত পদার্থসমূহ স্মরণ করিয়া সকামভাবে পুনঃপুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক অদৃষ্ট সঞ্চয় করে, তখন কর্ম্ম ও অবিদ্যার সত্তাবশতঃ আত্মভিন্ন দেহাদির কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া থাকে। ( অতএব অসঙ্গ আত্মা কিরূপে বদ্ধ হয় এবং কখনই বা মন সংসার জন্মায়, এই দুই প্রশ্নেরই উত্তর হইল ) ॥ ৭৮

**শ্রীধরটীকা**।—কথং সতি? তদাহ যদেতি। চরিতান্ উপভুক্তান্। যতঃ কর্ম্মণি সতি। ননু অসঙ্গস্য কুতঃ কর্ম্ম? তত্রাহ। অবিদ্যায়াং সত্যাম্ অনাত্মনো দেহাদেঃ কর্ম্মণি বন্ধো ভবতি ॥ ৭৮

**অন্বয়ঃ**।—[ ননু তস্য দুঃখময়স্য বন্ধস্য অপসারণার্থং কিং কর্ত্তব্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অত ইত্যাদি ] অতঃ ( অস্মাদ্ধেতোঃ ) তদপবাদার্থং ( তস্য বন্ধস্য নিষেধার্থং ) যতঃ (যস্মাৎ শ্রীহরেঃ সকাশাৎ) স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়াঃ ( স্থিতিঃ, উৎপত্তিঃ, অপ্যয়ো বিনাশশ্চ, জগত ইতি শেষঃ ) তদাত্মকং ( তৎস্বরূপং, শ্রীহরিস্বরূপমিত্যর্থঃ ) বিশ্বং ( সকলং জগৎ ) পশ্যন্ ( অবধারয়ন্ ) সর্ব্বাত্মনা ( একনিষ্ঠেন অন্তঃকরণেন ) হরিঃ ( শ্রীবিষ্ণুং ) ভজ (আরাধয়, তেনৈব সকলা-বিদ্যাদিদোষনিবৃত্তের্বন্ধনিবৃত্তিরবশ্যম্ভাবিনীতি ভাবঃ ) ॥ ৭৯

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্! উক্ত কারণে সেই বন্ধের নিবৃত্তির জন্য সকল বিশ্বকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ পরমাত্মস্বরূপ ভাবিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই পরমেশ্বরের আরাধনা কর। (তবেই তোমার সকল অনিষ্টময় বন্ধের নিবৃত্তি হইবে ) ॥ ৭৯

**শ্রীধরটীকা**।—বিশ্বস্থিত্যাদয়ো যতো হরের্ভবন্তি ॥ ৭৯

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।- দেবর্ষি নারদের তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা প্রাচীনবর্হির অন্তঃকরণ জ্ঞানা-লোকে উদ্ভাসিত হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যে আত্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়াছেন, উহা তাঁহার পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইলে যে, পুরুষ ইহলোকে যে শরীরদ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, পরলোকে যখন সেই শরীর লইয়া গমন করিতে পারে না, তখন সেই কর্ম্মফলের ভোগে কে সহায় হয়? অথচ অমূর্ত্ত আত্মা দেহের সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মফলও ভোগ করিতে পারে না। বেদাদির উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া জীব পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে, কিন্তু ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? আমি কর্ম্ম করিব এক দেহে, অপর দেহে তাহার ফল কেন ভোগ করিব? আর যদি তাহাই হয়, তবে আমার কর্ম্মফল যেমন আমি ভোগ করি, সেইরূপ অন্যেই বা ভোগ করিবে না কেন? যেহেতু একজন কর্ত্তা ও অপর জন ভোক্তা, ইহাতে যদি কোনও বাধা না থাকে, তবে তাহার প্রতিষেধ কিরূপে করা যায়? কর্ম্ম ক্ষণভঙ্গুর, অতএব তাহা হইতে পরকালে কিরূপে ফল হয়? নারদের নিকট রাজা অকপটে ঐ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ আবার বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! তুমি এই যে স্থূলদেহ দেখিতেছ, ইহার ন্যায় শরীরের অভ্যন্তরচারী আর একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, ঐ সূক্ষ্মদেহই সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। মন উহার পক্ষে প্রধান ঐ মনঃ-

প্রধান লিঙ্গশরীর এই স্থূলদেহে বর্ত্তমান থাকিয়া যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবের প্রধান সহায়, সেইরূপ ঐ লিঙ্গদেহই এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন পূর্ব্বক পরলোকে সুখ-দুঃখাদিভোগেও প্রধান সহায়। জীব যখন নিদ্রাভিভূত হয়, তখন তাহার শরীর শয্যায় পতিত রহিয়াছে, সেই কালে স্বপ্নাবস্থায় যে বিষয়-সুখের ভোগ হয়, তাহা ত স্থূলদেহ দ্বারা হইতে দেখা যায় না, অথচ দেহী যখন নিদ্রিত, তখন স্বপ্নাবস্থায় বহু অসন্নিহিত ও সন্নিহিত বস্তুই তাহার জ্ঞানগোচর হইতে দেখা যায়। অতএব তোমাকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই স্থূলদেহ ব্যতীত আত্মার অপর একটী সূক্ষ্মদেহ আছে, যাহা দ্বারা ঐ স্বাপ্নিক অসন্নিহিত বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব ইহলোকে ও পরলোকে তাহাকে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগে প্রধান সহায় বলিলে আর তোমার প্রশ্ন হইতে পারে না।

এখন এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, লিঙ্গদেহবিশিষ্ট আত্মারই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইলেও দান-প্রতিগ্রহাদি কার্য্য যখন স্থূলদেহবিশিষ্ট আত্মারই দেখা যায়, তখন উহার ফল উক্ত স্থূলদেহবিশিষ্ট আত্মারই হওয়া উচিত, অন্য স্থূলদেহবিশিষ্ট আত্মার নহে,—তাহার উত্তর এই যে, বাস্তবিক দান-প্রতিগ্রহাদি কার্য্য স্থূলদেহের দ্বারা সাধিত হয়, ইহা দেখিয়া স্থূলদেহবিশিষ্ট আত্মার উক্ত বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ও তাহারই ভোক্তৃত্ব উচিত বলিয়া মনে হইলেও উক্ত কার্য্যসমূহ অভিমানমূলক, এইজন্য অভিমানের আশ্রয় মনকে উক্ত বিষয়ে বাদ দেওয়া অসম্ভব। 'আমি দান করি, আমি গ্রহণ করি, ইহা আমার ধন' ইত্যাদি অভিমান না থাকিলে যখন দানাদি হইতে পারে না, তখন অভিমানমূলক দানাদিতে মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীরকেই কারণ বলিতে হইবে। লিঙ্গদেহবিশিষ্ট জীব যে স্থূলদেহ অবলম্বন করে, তাহাতে তাহার মদীয় বলিয়া অভিমান হইয়া থাকে। ঐ অভিমানের বিষয়ীভূত স্থূলদেহ কর্ম্মে ও ফলভোগে দ্বার মাত্র, বাস্তবিক অভিমানকারী লিঙ্গদেহবিশিষ্ট আত্মাই কর্ত্তা ও ভোক্তা, স্থূলদেহবিশিষ্ট জীব নহে। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির মিলনে একটী লিঙ্গশরীর গঠিত হয়, ঐ লিঙ্গশরীর আবার চেতনার যোগে 'জীব' নামে আখ্যাত হয়, কাজেই জ্ঞানের ও কর্ম্মের কারণগুলি সমস্তই লিঙ্গশরীরের মধ্যে যখন বর্ত্তমান, তখন কোনও কার্য্য বা কোনও ভোগবিষয়ে তাহারই যে প্রাধান্য হইবে ইহা ত বলাই বাহুল্য। স্থূলদেহ স্থূলভূতের কার্য্য, উহা জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বার, অতএব লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট আত্মাই যে কর্ত্তা ও ভোক্তা এ বিষয়ে সংশয়ের বিষয় নাই।

ঐ লিঙ্গদেহবিশিষ্ট জীব দেহে অভিমান পোষণ করিয়া যে যেরূপ কার্য্য করে, তদনুসারে তাহার অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনুরূপ যোনি লাভ করিয়া তাহাকে জন্মান্তরে সেই সেই কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়। উক্ত কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট যদিও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তথাপি উহার সত্তা অনুমানাদি প্রমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। অনুমান দ্বারা মনের সিদ্ধিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি কোনও স্থলে বিষয়ের সহিত দুইটী ইন্দ্রিয়ের যোগ হয়,—যেমন ঘটরূপ বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ ও ত্বগিন্দ্রিয়ের যোগ হইল, তখন দুইটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দুইটি জ্ঞান একদা হয় না, পরন্তু একটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই একদা হইয়া থাকে, অথচ ঐ ইন্দ্রিয় দুইটীরই জ্ঞান উৎপাদনে তুল্যরূপ সামর্থ্য বর্ত্তমান আছে। এইজন্যই মন বলিয়া একটী অতিরিক্ত বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। ঐ মন স্বীকার করিলে মনের সহিত যে-ইন্দ্রিয়ের যৎকালে যোগ থাকিবে, সেই ইন্দ্রিয়ই তৎকালে বিষয়যুক্ত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করিবে, অপর ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকিবে, ইহা বলিয়া উপপত্তি করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই ঋষি গৌতম 'ন্যায়সূত্রে' 'যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্' এই সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইরূপ চিত্তের বৃত্তিগুলি একদা উৎপন্ন হয় না বলিয়া তাহার একটা বিশেষ কারণ স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে চিত্তবৃত্তিগুলি যে একদা উৎপন্ন হইবে না, ইহার উপপত্তি করা যায় না, সেই কারণই পূর্ব্বদেহে আচরিত কর্ম্মের সংস্কার। পূর্ব্বদেহে জীব যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহাই

অন্তঃকরণে সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকায় নিয়মিতরূপে ঐ সংস্কারের বলে একদা একটী একটী চিত্তবৃত্তি উদ্ভূত হয়, বিশৃঙ্খলরূপে একদা অসংখ্য চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয় না। সেই কর্ম্মসমূহই সংস্কাররূপে বর্ত্তমান হইয়া সর্ব্বপ্রকারে জন্মান্তর উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

কর্ম্ম স্বীকার করিবার আরও অনেক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—বর্ত্তমান দেহ লাভ করিয়া আমি যাহা কখনও দেখি নাই, বা যাহার কথা কখনও শুনি নাই, এমন অনেক বিষয় স্বপ্নাদিযোগে আমার জ্ঞানগোচর হয়, অথচ কদাচিৎ অননুভূত বস্তু—যাহা কখনও অদৃষ্ট, অশ্রুত বা অননুভূত, তাহা মন কখনও উপলব্ধি করে না, তবেই বুঝিতে হইবে যে, মন যখন অননুভূত বস্তু স্মরণ করে না, অথচ স্বপ্নাদি অবস্থায় ইহজন্মে অদৃষ্ট বহু বস্তুই মনে জাগিতেছে, তখন এ জন্ম ছাড়া অপর জন্মে যে সকল দর্শনাদি কার্য্য করা হইয়াছে, তাহারই ফলে এই জন্মে মন ঐ সকল বস্তুর অনুভব করিতেছে বুঝিতে হইবে। যে-মন পূর্ব্বজন্মে ছিল, এ জন্মে লিঙ্গদেহের সহিত সেই মন থাকায় পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিষয় স্মরণ করিয়া সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিতে পারিতেছে।

এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, স্বপ্ন নানা প্রকার দেখা যায়, তন্মধ্যে কতকগুলি স্বপ্ন সম্ভবপর বিষয় লইয়া এবং কতকগুলি স্বপ্ন অসম্ভবপর বিষয় গ্রহণ করিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অবস্থিত থাকিয়া আমি 'বিশ্বেশ্বরের মস্তকে বিল্বদল অর্পণ করিতেছি' কিংবা 'শ্রীক্ষেত্রে ভগবান্ জগন্নাথের পূজা করিতেছি' ইহা সম্ভবপর বিষয়, 'পাহাড়ের মাথায় সমুদ্র দেখিতেছি' 'সূর্য্য ভূমিতলে লুটাইতেছে' এই সকল অসম্ভব বিষয়। সম্ভবপর বিষয়সমূহের স্থলে পূর্ব্বানুভব সম্ভব হইলেও অসম্ভব বিষয়ের স্থলে তাহার উপপাদনের উপায় কি? তাহার উত্তর এই যে—পূর্ব্বে যে পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্র প্রভৃতি অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা পরস্পরসম্বন্ধরূপে অসম্ভব বস্তু হইলেও পর্ব্বতাগ্র ও সমুদ্র এই প্রত্যেক রূপে উহা অসম্ভব বস্তু নহে, অর্থাৎ পর্ব্বতাগ্র ও সমুদ্র বিভিন্নরূপে দেখা অসম্ভব নহে, অতএব বিভিন্নরূপে দৃষ্ট ঐ পর্ব্বতাগ্র ও সমুদ্র এই দুইটি বস্তুর সম্বন্ধবিষয়ে নিদ্রাদোষপ্রযুক্ত ভ্রম হইতে পারে। এইরূপে আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, মনে যে সকল বস্তুর স্ফুরণ হয়, সেই সকল বস্তুই পূর্ব্বে কখনও না কখনও জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। একথা বলা যায় না যে, মনে এই এই বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট রূপে প্রবেশ হইবে, জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, কখনও না কখনও তাহার সকলগুলিরই অন্তরে প্রবেশ সম্ভব হইতে পার, কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিরই যখন এক একটী পৃথক্ মন রহিয়াছে এবং মনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট না থাকায় প্রত্যেক পদার্থই যখন অনিয়তরূপে মনে স্ফুরিত হইতে পারে, তখন এই বস্তু অনুভূত হইয়াছে ও এই বস্তু পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই, ইহা নির্দ্দিষ্ট রূপে বলা যাইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বে যে অসংখ্য কর্ম্মবশে জীব অসংখ্য জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কখনও না কখনও কোনও না কোনও বিষয় তাহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল, ইহাই কল্পনা করা যাইতে পারে ও তবে আর উক্ত অনুপপত্তি থাকিতে পারে না।

এইরূপে ক্রমিক যে জাগতিক সকল বস্তুরই অন্তঃকরণে স্ফুরণ হয়, ইহা বলা হইল। এখন দেখা যাউক যে, এমন কোনও সময় বা এমন কোনও ব্যক্তি আছেন কিনা, যে সময়ে বা যাঁহার জাগতিক সকল বিষয়ে মনের গতি হয় ও সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান জন্মে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এককালে দুইটী লৌকিক জ্ঞান হইতে পারে না, এক একটীই এককালে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ এক একটী জ্ঞানই কোনও সময় একটী মাত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া জন্মে, আবার কখনও বহুবিষয় লইয়া জন্মে। সাধারণতঃ জ্ঞান হইতে গেলে একটী বিষয়ই তাহাদ্বারা স্ফুরিত হয়, আবার যেখানে বহুবিষয় অবলম্বন করিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলে। সাংসারিক ব্যক্তির অবিদ্যাদোষে অন্তঃকরণ প্রচ্ছাদিত থাকে বলিয়া জাগতিক সকল বস্তুবিষয়ে একদা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু যোগী যখন নিজ অন্তঃকরণতত্ত্বকে শ্রীভগবানের সন্নিহিত করিতে পারেন—যখন তাঁহার অন্তঃ-

করণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আলোকে আলোকিত হয়—তখন অবিদ্যাদোষের অপগম হেতু তাঁহার চিত্তের আর সঙ্কীর্ণতা থাকে না, তখন জাগতিক সকল বস্তুই একদা তাঁহার অন্তঃকরণের গোচর হয়,—তখন আর তাঁহার জ্ঞাতব্য বস্তু অবশিষ্ট থাকে না, ও কোনও প্রাপ্তব্য পাইতে বাকী থাকে না। কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায় যে, যোগী দুই প্রকার—যুক্ত ও যুঞ্জান। যিনি যুক্তযোগী, তাঁহার যৌগিক শক্তির প্রভাবে সর্ব্বদাই অন্তঃকরণে নিখিল বস্তুর স্ফুরণ হয়, যোগশক্তিই তাহার পক্ষে একমাত্র কারণ, বহিরিন্দ্রিয়-সম্বন্ধ অপেক্ষা না করিয়াও যোগদৃষ্টি প্রভাবে তিনি একই স্থানে থাকিয়া সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আর যিনি যুঞ্জান-যোগী, তিনি চিন্তা করিলেই তাঁহার অন্তঃকরণে যে কোনও বস্তু প্রতিভাত হয়। ঐ উভয় প্রকার যোগীর মধ্যে যুক্তযোগী যে উৎকৃষ্ট, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যে ভগবদ্ভক্ত সত্ত্বৈকনিষ্ঠ চিত্তকে শ্রীভগবানের সন্নিহিত করিতে পরিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত বিষয়ান্তর হইতে একান্ত বিরত হইয়া একমাত্র শ্রীভগবানের রূপধ্যানেই নিযুক্ত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ যুক্তাবস্থা অনায়াসলভ্য সন্দেহ নাই। সূর্য্য যেমন একই স্থানে বহুদূরে থাকিয়াও পৃথিবীর সকল বস্তুই নিজ তেজঃপ্রভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ যোগীও দূরব্যবহিত প্রদেশে একই স্থানে থাকিয়াও জগতের সমস্ত বস্তুই অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। উহার কারণ এই যে, শ্রীভগবানের সান্নিধ্যহেতু যোগীর চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হইয়া যায়—চিত্ত একটী বিশাল আলোকময় পদার্থের ন্যায় সকল বস্তুকেই আলোকিত করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখন যে কোনও বস্তু তাঁহার চিত্তের সন্নিহিত হউক না কেন, তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে যে লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহের কথা বলা হইয়াছে, স্থূলদেহের বিনাশ হইলেও ঐ লিঙ্গদেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যতকাল পর্য্যন্ত জীবের জন্ম-মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত ঐ একই সূক্ষ্মদেহ আত্মার অনুবর্ত্তন করিবে। কাজেই দেখা যায় যে, জন্মে জন্মে স্থূলদেহের যতই পার্থক্য হউক না কেন, সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য হয় না। সূক্ষ্মদেহ যখন যে-স্থূলদেহকে অবলম্বন করায় ভোগ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্থূলদেহের যোগ্য ভোগ্যবস্তু বিষয়েই উদ্বোধিত সংস্কার বশতঃ ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্যই একজাতীয় স্থূলদেহ অবলম্বন করিয়া অপর জাতীয় স্থূলদেহের যোগ্য ভোগ্যবস্তু যে ভোগ করে না ইহা প্রায় সকল দর্শনেই স্বীকৃত আছে। ঐ সূক্ষ্মদেহের সাহায্য ব্যতীত জীব ভোগকার্য্যে সমর্থ হয় না, অতএব আশঙ্কা হইতে পারে যে—সূক্ষ্মদেহ দৈবাৎ যদি কখনও স্থূলদেহশূন্য হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুক্তি অনিবার্য্য। সাংসারিক অবস্থায় সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই যে স্থূলদেহ থাকিবে ইহার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, জীব স্বকৃত কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ স্থূলদেহ লাভ করিয়া থাকে ও যে পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মবন্ধন ক্ষীণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে তাহাকে একটী না একটী স্থূলদেহ লইয়া ভোগে প্রবৃত্ত থাকিতেই হইবে। বুদ্ধি, মন প্রভৃতি গুণপরিণাম যতকাল থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্তই তাহার ভোগার্থ স্থূলদেহসম্বন্ধ ও তদভিমান থাকিতে হইবে। এই বুদ্ধি প্রভৃতি গুণপরিণাম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এমন কোনও সময় পাওয়া যায় না—যে সময়কে উহার প্রথম কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এইজন্যই দার্শনিকগণ সংসারকে অনাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাস্তবিক যে সংসারের একটা আদি নাই, এমন নহে, কারণ, জগতে বিভিন্নরূপে যে সকল বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যাইতেছে, তাহা দ্বারা প্রত্যেক সাংসারিক বস্তুর সমষ্টি লইয়া সংসারেরও একটা আদি কল্পনা করা যাইতে পারে, পরন্তু উহা অনির্বাচ্য, কেহই সংসারের আদি সীমা নির্ণয় করিতে পারে না, ইহাই ঐ অনাদি শব্দের অর্থ।

আরও স্পষ্টভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এবং পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, অভিমান বা অহঙ্কারই সংসারের মূল। যে পর্য্যন্ত 'অহং মম' ইত্যাদি অভিমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সংসারের বিচ্ছেদ ঘটিবে না। তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে

যখন মিথ্যাজ্ঞানের বিরতি ঘটিবে, তখনই অভিমানের বিলয় সাধন হইবে, সংসারও আর থাকিবে না। এখন এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীব যখন সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা বা উৎকট শোকাদিতে বিহ্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহার সকল প্রকার জ্ঞান, সকল প্রকার অভিমান নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং সে অবস্থায় ত সংসারের বিরতি হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। ইহার উত্তর এই যে, তখন যে অহঙ্কার থাকে না এমন নহে, তবে ঐ অহঙ্কারের স্ফুরণ হয় না এই মাত্র, কারণ যে কোনও বস্তুর স্ফুরণ হইতে গেলে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, বাহ্য হউক বা আন্তর হউক, একরূপ না একরূপ ইন্দ্রিয় থাকিলে তবেই বস্তুর লৌকিক স্ফুরণ সম্ভবপর হয়। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিই স্ব স্ব ব্যাপারে অসমর্থ বলিয়া ঐ অবস্থায় অভিমান থাকিলেও তাহার স্ফুরণ হইতে পারে না। জীব যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, অথবা নিতান্ত শৈশবাবস্থায় থাকে, তখন তাহার সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তির স্ফুরণ হয় না, কিন্তু যখন সেই জীবদেহ যৌবনে উপনীত হয়, তখনই তাহার সকল ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, বাল্যাবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয় ছিল না, যৌবনাবস্থায় উহা উৎপন্ন হইয়াছে? তেজোময় চন্দ্র প্রতিদিনই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও কৃষ্ণপক্ষে উহা সম্পূর্ণরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, এমন কি অমাবস্যা তিথির রাত্রিকালে চন্দ্র বলিয়া যে একটী পদার্থ আছে, ইহারও সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহার মূর্ত্তি তখন গগনের কক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, অমাবস্যার রাত্রিতে চন্দ্র একান্ত বিনষ্ট বা অসৎ? তাহা নহে। বস্তুর সত্তা থাকিলেও কদাচিৎ কোনও কোনও কারণে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। অতএব সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও যে অভিমান রূপ পদার্থ নাই, এরূপ নহে, তবে তৎকালে তাহার বিশেষ কারণে স্ফুরণ হয় না এইমাত্র; অতএব সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও অহঙ্কার আছে বলিয়া উক্ত অবস্থায় সংসারের নিবৃত্তি আশঙ্কা করা উচিত নহে।

এস্থলে অন্য একটী আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন জীবের সূক্ষ্মদেহ একটী স্থূলদেহ-ত্যাগ করিয়া স্থূলদেহান্তরে যাইতে থাকে, তখন পূর্ব্বদেহের ত্যাগ ও পরদেহের প্রাপ্তির অন্তরালে যে সময়টুকু থাকে, তৎকালে তাহার সেই স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং তখন তাহার বিদেহ অবস্থায় মুক্তি হওয় [illegible]ম্ভব, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্থূলদেহের সম্বন্ধ ব্যতীত জীব ভোগ করিতে পারে না, অতএব সেই অবস্থায় ত[illegible]াহার সুখ-দুঃখভোগরূপ সংসার-বন্ধ হইতে মুক্তি অসম্ভব নহে। তাহার উত্তর এই যে, যখন জীব এক দেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহদ্বারা অপর দেহকে আশ্রয় করে, তখন যে পূর্ব্বদেহ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াই অপর দেহকে আশ্রয় করে এমন নহে। জলৌকা (জোঁক) যেমন পূর্ব্বে যে তৃণটীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই তৃণ হইতে যখন সে তৃণান্তরে গমন করে, তখন পূর্ব্ব তৃণটী না ছাড়িয়াই অপর তৃণটী আশ্রয় করে, পরে অপর তৃণটী আশ্রিত হইলে পরে সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীবও এক দেহ ছাড়িয়া অপর দেহে সংক্রান্ত হইবার সময় পূর্ব্বদেহের অভিমান না ছাড়িয়াই পরবর্ত্তী দেহকে আশ্রয় করে এবং পরদেহ আশ্রিত হইলেই পূর্ব্বদেহাভিমান পরিত্যাগ করে। ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভগবদগীতায় স্পষ্টরূপে উল্লিখিত দেখা যায়,—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" অর্থাৎ যেমন কোনও বস্ত্র যখন পুরাতন হয়, তখন সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন একখানি বস্ত্র পরিধান করা হয়, সেইরূপ শরীর জরাগ্রস্ত কর্ম্মাসমর্থ হইলে জীব অপর কর্ম্মক্ষম নূতন দেহ অবলম্বন করে। পরন্তু লোক যখন এক বস্ত্র ছাড়িয়া অপর বস্ত্র পরিধান করে, তখন পূর্ব্ব বস্ত্রখানি ত্যাগ করিয়া নগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপর বস্ত্র পরিধান করে না। যে বস্ত্রখানি ত্যাগ করা হইতেছে, তাহা যেমন পরিত্যাগ করিতে করিতেই অপর বস্ত্র পরিধান করে, অন্তরালে ক্ষণকালও বস্ত্রশূন্য অবস্থান থাকে না,

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ভাগবতমুখ্যো ভগবান্ নারদো হংসয়োর্গতিম্।
প্রদর্শ্য নৃপমামন্ত্র্য সিদ্ধলোকং ততোঽগমৎ॥ ৮০

প্রাচীনবর্হী রাজর্ষিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে। আদিশ্য পুত্রানগমৎ তপসে কপিলাশ্রমম্॥ ৮১

সেইরূপ দেহীও একটী দেহ পরিত্যাগ করিতে করিতেই অপর দেহ অবলম্বন করে, অন্তরালে ক্ষণকালও দেহশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় না।

হে রাজন্! ইন্দ্রিয় দ্বারা জীব যে সকল বিষয়ের উপভোগ করিয়াছে, নিরন্তর তাহারই অনুধ্যান করিতে থাকিয়া সে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্ম অবিদ্যার সহকারে জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখে। সেই বন্ধের নিবৃত্তি করিতে হইলে ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্ব্বান্তঃকরণে আরাধনা করিতে হইবে—সমগ্র বিশ্বকে তন্ময় দেখিতে হইবে। সেই শ্রীভগবান্ই জগতের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য সকল ঐশ্বর্য্যের শীর্ষস্থানীয়, যদি এইরূপে সমগ্র জগৎকে তন্ময় ধারণা করিয়া বিশ্বের ধারণা পরিবর্ত্তিত করিতে পার—যদি তাঁহাকেই একমাত্র আত্মার অবলম্বন করিয়া লইতে পার—তবেই তোমার আর শোক, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না এবং সংসারের ত্রিবিধ সন্তাপ আর তোমাকে উপদ্রুত করিতে পারিবে না। শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া যদি শ্রীভগবান্কে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পার, তখন আর সংসারের বস্তুকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া মনে হইবে না, তখন তোমার মনে হইবে যে, আমার প্রাপ্য সমস্ত বস্তুই আমি পাইয়াছি—আমার দ্রষ্টব্য সকলই আমি দেখিয়াছি, আর এমন কিছু বস্তু নাই, যাহা এই বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দ হইতে অধিক আনন্দ দান করিতে পারে। তখন কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ অসার মনে হইবে, তুমি যে যাগাদি ক্রিয়ায় নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছ, তাহা অত্যন্ত অসার মনে করিয়া তখন তুমি তাহা পরিত্যাগ করিবে। অতএব হে রাজন্! যাগযজ্ঞাদির সঙ্কীর্ণ সুখ অতিতুচ্ছ মনে করিয়া যাহাতে স্থিতিশীল পরমার্থ লাভ করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। নারদ এইরূপ উপদেশ দিয়া বিরত হইলেন॥ ৬০—৭৯

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ নিরুক্তরূপেণ তত্ত্বোপদেশানন্তরং নারদস্য সিদ্ধলোকগমনমাহ ভগবতেত্যাদিনা ] ভাগবতমুখ্যঃ ( ভগবদ্ভক্তপ্রধানঃ ) ভগবান্ নারদঃ হংসয়োঃ ( জীবেশ্বরয়োঃ হংসপদবাচ্যয়োঃ ) গতিং ( স্বরূপাবস্থাং ) প্রদর্শ্য ( রাজানং জ্ঞাপয়িত্বা ) নৃপং ( রাজানং প্রাচীনবর্হিষম্ ) আমন্ত্র্য ( আপৃচ্ছ্য ) ততঃ ( তস্মাৎ স্থানাৎ ) সিদ্ধলোকম্ অগমৎ॥ ৮০

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ভাগবতপ্রধান ভগবান্ দেবর্ষি নারদ রাজা প্রাচীনবর্হির নিকট জীব ও ঈশ্বরের গতি বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া সেই স্থান হইতে সিদ্ধলোকে প্রস্থান করিলেন॥ ৮০

**শ্রীধরটীকা।**—হংসয়োর্জীবেশ্বরয়োঃ॥ ৮০

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ রাজ্ঞোঽপি জ্ঞাততত্ত্বস্য তপসে প্রস্থানমাহ প্রাচীনবর্হীত্যাদিনা ] রাজর্ষিঃ প্রাচীনবর্হিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে ( প্রজানাং সর্গে সৃষ্টৌ, অভিরক্ষণে পালনে চ, অথবা প্রজাসর্গস্য সৃষ্টানাং, স্বেন রাজগুণোৎকর্ষাৎ প্রজাত্বং প্রাপিতানাং জনানামিত্যর্থঃ, অভিরক্ষণে পালনে ) পুত্রান্ ( তত্র অসন্নিহিতানপি স্বীয়তনয়ান্ ) আদিশ্য ( মন্ত্রিষু আজ্ঞাপ্য ) তপসে ( তপস্যার্থং ) কপিলাশ্রমম্ অগমৎ॥ ৮১

**মূলানুবাদ।**—রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি প্রজাসৃষ্টিরক্ষণ বিষয়ে মন্ত্রিগণের নিকট অনুপস্থিত পুত্রগণকে আদেশ করিয়া তপস্যার জন্য কপিলাশ্রমে প্রস্থান করিলেন॥ ৮১

তত্রৈকাগ্রমনা ধীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্।
বিমুক্তসঙ্গোঽনুভজন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ ॥ ৮২

এতদধ্যাত্মপারোক্ষ্যং গীতং দেবর্ষিণানঘ। যঃ শ্রাবয়েদ্যঃ শৃণুয়াৎ স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে ॥ ৮৩

এতন্মুকুন্দযশসা ভুবনং পুনানং দেবর্ষিবর্য্যমুখনিঃসৃতমাত্মশৌচম্।
যঃ কীর্ত্ত্যমানমধিগচ্ছতি পারমেষ্ঠ্যং নাস্মিন্ ভবে ভ্রমতি মুক্তসমস্তবন্ধঃ ॥ ৮৪

অধ্যাত্ম-পারোক্ষ্যমিদং মযাধিগতমদ্ভুতম্।
এবং স্ত্রিয়াশ্রমঃ পুংসশ্ছিন্নোঽমুত্র চ সংশয়ঃ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
প্রাচীনবর্হির্নারদসংবাদো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ তপসা সিদ্ধস্য প্রাচীনবর্হিষঃ ভগবৎসারূপ্যমাহ তত্রৈকেত্যাদিনা ] তত্র ( তস্মিন্ কপিলাশ্রমে ) ধীরঃ ( স্বাভাবিকধৈর্য্যযুক্তঃ সঃ ) একাগ্রমনাঃ ( একাগ্রং ভগবদেকনিষ্ঠং মনঃ যস্য সঃ, ভগবদেকপরায়ণ ইত্যর্থঃ ) [ তথা ] বিমুক্তসঙ্গঃ ( সংসারাসক্তিশূন্যশ্চ সন্ ) ভক্ত্যা ( ভক্তিযোগেন, নারদোপদিষ্টপ্রকারেণেত্যর্থঃ ) গোবিন্দচরণাম্বুজম্ অনুভজন্ ( নিরন্তরমারাধয়ন্ ) তৎসাম্যতাং (তৎসাম্যমেব তৎসাম্যতা, তাং স্বার্থে তল্প্রত্যয়ঃ, তৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ ) অগাৎ ( প্রাপ ) ॥ ৮২

**মূলানুবাদ**।—ধীরস্বভাব রাজা প্রাচীনবর্হি সেই কপিলাশ্রমে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া নারদের উপদিষ্ট ভক্তিযোগাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীহরির চরণপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তদীয় সারূপ্য লাভ করিলেন ॥৮২

**অন্বয়ঃ**।—[অথ মৈত্রেয়ঃ শ্রোতারং বিদুরমুদ্দিশ্য এতত্তত্ত্বশ্রাবণয়োঃ ফলমাহ এতদিত্যাদিনা ] হে অনঘ। ( এতচ্ছ্রবণমাত্রকেণাপি পাপশূন্য ইতি এতাবৎকালম্ এতস্য বস্তুনঃ শ্রবণং তে সার্থকমিতি ভাবঃ ) দেবর্ষিণা ( নারদেন ) গীতং ( প্রোক্তম্ ) এতৎ ( নিরুক্তরূপম্ ) অধ্যাত্মপারোক্ষ্যং (পরোক্ষমধ্যাত্মতত্ত্বম্) যঃ ( জনঃ ) শ্রাবয়েৎ (পরস্য শ্রুতিবিষয়তাং নয়েৎ) যঃ (যশ্চ জনঃ) শৃণুয়াৎ ( স্বয়ং শ্রুতিগোচরীকুর্য্যাৎ ) সঃ ( শ্রাবয়িতা শ্রোতা চ ) লিঙ্গেন ( লিঙ্গদেহেন ) বিমুচ্যতে (বিচ্ছিদ্যতে, লিঙ্গদেহস্য যাবৎ সত্ত্বং তাবদেব সংসার ইতি তদ্বিমুক্তৌ বিদেহমুক্তিরিতি ভাবঃ ) ॥ ৮৩

**মূলানুবাদ**।—হে অনঘ! দেবর্ষি নারদ যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, সেই পরোক্ষ অধ্যাত্মতত্ত্ব যে ব্যক্তি পরকে শ্রবণ করায়, অথবা স্বয়ং শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি লিঙ্গদেহ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৮৩

**শ্রীধরটীকা**।—পুত্রান্ আদিশ্যেতি পুত্রাণামাদেশং মন্ত্রিণামগ্রে কথয়িত্বা ॥ ৮১—৮৩

**অন্বয়ঃ**।—[ পুনরপি এতচ্ছ্রবণস্য মহাফলত্বং বিস্তারাদর্থ্যায় শংসতি এতদিত্যাদিনা ] যঃ ( জনঃ ) মুকুন্দযশসা ( নারায়ণযশসা ) ভুবনং ( ত্রিলোকীং ) পুনানং ( পবিত্রং বিদধৎ ) দেবর্ষিবর্য্যমুখনিঃসৃতং ( দেবর্ষিবর্য্যস্য নারদস্য মুখাৎ নিঃসৃতং নির্গতম্ ) আত্মশৌচম্ ( আত্মনঃ মনসঃ শুদ্ধিসম্পাদকম্ ) পারমেষ্ঠ্যং ( সর্ব্বোৎকৃষ্টবর্ণনং ) এতৎ ( বৃত্তং ) কীর্ত্ত্যমানম্ ( কথ্যমানম্ ) অধিগচ্ছতি ( শৃণোতি ) [সঃ] মুক্তসমস্তবন্ধঃ ( সকলসংসারবন্ধমুক্তঃ সন্ ) অস্মিন্ ভবে ( সংসারে ) ন ভ্রমতি ( তস্য নাস্তি পুনর্ভব ইতি ভাবঃ ) ॥ ৮৪

**মূলানুবাদ**।—দেবর্ষি নারদের মুখকমল হইতে নির্গত আত্মশুদ্ধিসম্পাদক এই কথা ত্রিলোকের

যশোরাশিতে সমস্ত ভুবন পবিত্র করে ও ইহা সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল দান করিয়া থাকে। উক্ত মহাফলপ্রদ কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত বন্ধন নষ্ট হয়, তাহাকে আর ইহ সংসারে যাতায়াত করিয়া খিন্ন হইতে হয় না ॥ ৮৪

**শ্রীধরটীকা।**—আত্মশৌচং মনঃশোধকম্। পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টফলদম্ ॥ ৮৪

**অন্বয়ঃ।**—[ অথেদানীং সর্ব্বমুপসংহরন্ প্রকৃতস্য অধ্যাত্মতত্ত্বস্য জ্ঞাতস্য অহঙ্কারচ্ছেদকত্বং প্রতিপাদয়তি অধ্যাত্মেত্যাদিনা ] ময়া ( মৈত্রেয়েণ ) অদ্ভুতম্ ইদম্ ( উক্তরূপম্ ) অধ্যাত্মপারোক্ষ্যং ( পরোক্ষমধ্যাত্মতত্ত্বম্, অথবা অধ্যাত্মতত্ত্বস্য পরোক্ষত্বম্ ) অধিগতং ( প্রাপ্তম্, জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ) এবং ( তাদৃশাধ্যাত্মতত্ত্বাধিগমেন ইত্যর্থঃ ) স্ত্রিয়াশ্রয়ঃ ( স্ত্রিয়া বুদ্ধ্যা সহিতস্য আত্মনঃ আশ্রয়ঃ অহঙ্কার ইত্যর্থঃ, স্ত্রিয়াশ্রয় ইতি ছান্দস ইয়াদেশঃ ) [ সস্ত্র্যাশ্রয় ইতি পাঠে স্ত্রিয়া বুদ্ধ্যা সহ বর্ত্তমানঃ সস্ত্রীঃ, বুদ্ধি সহিত জীবঃ ইত্যর্থঃ, তস্য আশ্রয়ঃ অহঙ্কারঃ ] অমুত্র ( পরলোকে ) পুংসঃ ( জীবস্য ) সংশয়শ্চ ( কথং পরলোকে কর্ম্মফলভোগ ইত্যেবং সন্দেহশ্চ ) ছিন্নঃ [ ভবতীতি শেষঃ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—হে বিদুর। আমি এই অদ্ভুত পরোক্ষ অধ্যাত্মতত্ত্ব ( গুরুর নিকট হইতে ) জানিতে পারিয়াছি। এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে বুদ্ধিযুক্ত জীবের আশ্রয় অহঙ্কার এবং জীবের পরলোকে কর্ম্মফলভোগ বিষয়ে সংশয় সম্যক্ রূপে ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা।**—স্ত্রী বুদ্ধিঃ, তৎসহিতস্য আশ্রয়োঽহঙ্কারশ্ছিন্নো ভবতি। অমুত্র কর্ম্মফলভোগঃ কথমিতি সংশয়শ্ছিন্নঃ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরের নিকট নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নানাবিধ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়া এবং নারদ প্রাচীনবর্হিকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিয়া বলিলেন—হে বিদুর। এইরূপে নারদ প্রাচীনবর্হির নিকট তত্ত্বকথার উপদেশ করিয়া যখন বুঝিলেন যে, প্রাচীনবর্হি সংসারে নিঃস্পৃহ হইয়া তপস্যায় যাইবার জন্য মনন করিয়াছেন, তখনই নিজ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল মনে করিয়া প্রাচীনবর্হিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া সিদ্ধলোকে প্রস্থান করিলেন। এদিকে প্রাচীনবর্হিও কালবিলম্ব না করিয়া তপস্যার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, অথচ তাঁহার উপর যে রাজ্যের ভার রহিয়াছে, তাহা পুত্রগণের উপর অর্পণ করাই রাজনীতি সঙ্গত, এই মনে করিয়া রাজধর্ম্ম অতিক্রম করা অন্যায় ভাবিয়া পুত্রগণ তৎকালে নিজপুরে উপস্থিত না থাকিলেও মন্ত্রিগণকে বলিলেন—হে মন্ত্রিগণ। আমার পুত্রগণ সম্প্রতি রাজপুরে অনুপস্থিত, অতএব যে পর্য্যন্ত আমার পুত্রগণ রাজপুরে প্রত্যাবৃত্ত না হন, সে পর্য্যন্ত তোমরা সকলে মিলিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিবে, পুত্রগণ আসিলে তাহারা ধর্ম্মানুমোদিত রাজ্যভার গ্রহণ করিবে। আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই আমাকে কালবিলম্ব না করিয়া তপস্যার যাত্রা করিতে হইবে। এই বলিয়া মন্ত্রিগণের নিকট পুত্রগণের প্রতি রাজ্যশাসনের আদেশ জানাইয়া তিনি তপস্যার জন্য কপিলাশ্রমে গমন করিলেন।

প্রাচীনবর্হি কপিলাশ্রমে যাইয়া অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধীরপ্রকৃতি রাজা অণুমাত্রও চঞ্চল হইলেন না, বিষয়ের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণচিন্তা করিতে লাগিলেন। এতকাল যে

বিষয়সমূহে তিনি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে ক্ষণকালের জন্যও তত্ত্বকথা তাঁহার মনে স্থান পাইত না, সেই বিষয়সমূহের কথা একবারও তাঁহার মনে জাগিল না, ক্রমে ক্রমে তিনি ভক্তিতৎপরভাবে শ্রীভগবানের ধ্যান করিয়া সারূপ্য লাভ করিলেন।

হে বৎস বিদুর! তুমি যে এতকাল আমার নিকটে ধীরভাবে থাকিয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, ইহাতে তোমারও পরম উপকার সাধিত হইয়াছে। ইহা মনে করিও না যে, তোমার এই কষ্ট স্বীকার নিষ্ফল, ভগবান্ নারদঋষি যে তত্ত্বের কথা প্রাচীনবর্হির নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন, উহা শ্রবণ করিলেও মুক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহার আত্মা যে বন্ধনমুক্ত হয় তাহার যুক্তি এই যে, এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে যে আত্মতত্ত্ব জানা যায়, তদ্বিষয়ে অনুধ্যান মুক্তির কারণ হইতে পারে, অতএব তুমি যখন এই বৃত্তান্ত মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছ, তখন তোমার আর কর্ম্মবন্ধন থাকিতে পারিবে না। এইরূপ নানাবিধ তত্ত্বকথা বলিয়া মৈত্রেয় মুনি বিরত হইলেন॥ ৮০—৮৫

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম-তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ॥ ২৯

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

—০:০:০—

## ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

### শ্রীবিদুর উবাচ ।

যে ত্বয়াভিহিতা ব্রহ্মন্ সুতাঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
তে রুদ্রগীতেন হরিং সিদ্ধিমাপুঃ প্রতোষ্য কাম্ ॥ ১
কিং বার্হস্পত্যেহ পরত্র বাথ কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ববর্ত্তিনঃ ।
আসাদ্য দেবং গিরিশং যদৃচ্ছয়া প্রাপুঃ পরং নূনমথ প্রচেতসঃ ॥ ২

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ প্রাচীনবর্হিষো বৃত্তান্তশেষমুক্ত্বা সম্প্রতি তৎপুত্রাণাম্ অবশিষ্টং বৃত্তং কথয়িতুমুপক্রমমাণঃ শ্রীবিদুরঃ প্রশ্নং প্রস্তৌতি যে ত্বয়েত্যাদিনা ] হে ব্রহ্মন্ ! ত্বয়া যে প্রাচীনবর্হিষঃ সুতাঃ ( পুত্রাঃ ) অভিহিতাঃ ( কথিতাঃ ) তে ( প্রাচীনবর্হিষঃ সুতাঃ ) রুদ্রগীতেন ( রুদ্রোক্তেন ভগবতঃ স্তুতিবাদেন ) হরিং প্রতোষ্য ( সম্যক্‌তয়া সন্তোষ্য ) কাং ( কীদৃশীং ) সিদ্ধিম্ আপুঃ ( অধিগতবন্তঃ ) ॥ ১

**মূলানুবাদ**।—শ্রীবিদুর বলিলেন—হে বিপ্রবর ! আপনি যে প্রাচীনবর্হি রাজার পুত্রদিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া কিরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন ? ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**।—

প্রসঙ্গাৎ পঞ্চভিঃ প্রোক্তং বৃত্তং প্রাচীনবর্হিষঃ ।   বর্ণ্যতে চ পুনর্দ্বাভ্যাং প্রস্তুতং তৎ প্রচেতসাম্ ॥
তত্র ত্রিংশে তপস্তুষ্টাদীশাল্লব্ধবরাস্ততঃ ।   আগত্য বার্ক্ষীমুদ্বাহ্য রাজ্যং চক্রুবিতীর্য্যতে ॥
হরিং প্রতোষ্য কাং সিদ্ধিমাপুঃ ? ॥ ১

**অন্বয়ঃ**।—হে বার্হস্পত্য ! ( বৃহস্পতিশিষ্য ! কস্যাঞ্চিদ্বিদ্যায়াম্ উদ্ধব মৈত্রেয়যোঃ বৃহস্পতিশিষ্যত্বাৎ তথোক্তিঃ, বৃহস্পতেরয়মিতি বুৎপত্ত্যা বার্হস্পত্যেতি পদসিদ্ধিরিতি ) অথ [ তে ] প্রচেতসঃ কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ববর্ত্তিনঃ ( কৈবল্যনাথস্য ভগবতো বিষ্ণোঃ প্রিয়ঃ প্রীতিভাজনং যঃ গিরিশঃ, তস্য পার্শ্ববর্ত্তিনঃ সমীপচারিণঃ, তৎসমাগমেন তদনুগৃহীতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ) দেবং গিরিশং ( মহাদেবং রুদ্রং ) যদৃচ্ছয়া ( দৈবগত্যা ) আসাদ্য ( প্রাপ্য ) নূনং পরং ( মোক্ষম্ ) প্রাপুঃ । অথ ( ততঃ পূর্ব্বন্তু ) ইহ পরত্র বা কিং প্রাপুঃ ? ॥ ২

**মূলানুবাদ**।—হে বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য মৈত্রেয় ! সেই প্রচেতাগণ কৈবল্যাধিপতি ভগবান্ নারায়ণের প্রিয় রুদ্রদেবের সান্নিধ্যলাভে অনুগৃহীত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ঐশ্বর্য্যযুক্ত মহাদেবকে পাইয়া নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রচেতসোঽন্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ। জপযজ্ঞেন তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্ ॥ ৩
দশবর্ষসহস্রান্তে পুরুষস্তু সনাতনঃ। তেষামাবিরভূৎ কৃচ্ছ্রং শান্তেন শময়ন্ রুচা ॥ ৪
সুপর্ণস্কন্ধমারূঢো মেরুশৃঙ্গমিবাম্বুদঃ। পীতবাসা মণিগ্রীবঃ কুর্ব্বন্ বিতিমিরা দিশঃ ॥ ৫
কাশিষ্ণুনা কনকবর্ণবিভূষণেন ভ্রাজৎকপোলবদনো বিলসৎকিরীটঃ।
অষ্টায়ুধৈরনুচরৈর্মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈ-রাসেবিতো গরুড়কিন্নরগীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৬
পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা স্পর্দ্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ।
বর্হিষ্মতঃ পুত্রান্ আহ সুতান্ প্রপন্নান্ পর্জ্জন্যনাদরুতয়া সঘৃণাবলোকঃ ॥ ৭

করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ইহলোকে অথবা পরলোকে তাঁহারা তপঃপ্রভাবে কিরূপ ফল পাইয়াছিলেন? ॥ ২

**শ্রীধরটীকা।**—হে বার্হস্পত্য। কস্যাঞ্চিদ্বিদ্যায়াং বৃহস্পতের্মৈত্রেয়ঃ শিষ্য ইতি জ্ঞাতব্যম্। তে যদৃচ্ছয়া গিরিশং প্রাপ্য তস্যৈব কৈবল্যনাথপ্রিয়স্য গিরিশস্য পার্শ্ববর্ত্তিনস্তদনুগৃহীতাঃ সন্তো নূনং পরং মোক্ষং প্রাপুরেব। ততঃ পূর্ব্বন্তু ইহ অথবা পরত্র কিং প্রাপুঃ? ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ প্রচেতসাং তপসা হরিতোষণমাহ প্রচেতস ইত্যাদিনা ] পিতুঃ ( প্রাচীনবর্হিষঃ স্বীয়জনকস্য ) আদেশকারিণঃ ( আজ্ঞাপালনকারিণঃ ) প্রচেতসঃ অন্তরুদধৌ ( উদধেঃ সমুদ্রস্য অন্তঃ অভ্যন্তরে, তিষ্ঠন্ত ইতি শেষঃ ) জপযজ্ঞেন ( রুদ্রগীতজপরূপেণ যাগেন ) তপসা [ চ ] পুরঞ্জনং ( ভগবন্তং হরিম্ ) অতোষয়ন্ [ পুরঞ্জনং স্বীয়মাত্মানম্ অতোষয়ন্ ইতি আত্মতৃপ্তিং লেভিরে ইত্যর্থ ইতি বা ] ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—স্বীয় পিতার আজ্ঞাপালনকারী প্রচেতাগণ সমুদ্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া রুদ্রগীতরূপ জপযজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা পুরঞ্জন নারায়ণের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—রুদ্রগীতজপরূপেণ যজ্ঞেন তপসা চ পুরঞ্জনং হরিম্ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—[অথ তৈঃ পরিতোষিতস্য ভগবতঃ শ্রীনারায়ণস্য তৎসমীপে আবির্ভাবমাহ দশেত্যাদিনা ] সনাতনঃ ( নিত্যঃ ) পুরুষস্তু (শ্রীনারায়ণঃ) দশবর্ষসহস্রান্তে (অযুতসংখ্যকানাং সংবৎসরাণাম্ অবসানে) রুচা (স্বীয়শরীরকান্ত্যা) কৃচ্ছ্রং ( তেষাং তপোজনিতং ক্লেশং ) শময়ন্ ( লঘূকুর্ব্বন্ ) শান্তেন ( শান্তভাবযুক্তেন, বপুষেতি শেষঃ ) তেষাং ( প্রচেতসাং সমীপে ) আবিরভূৎ ( আবির্ব্বভূব ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর সনাতন ভগবান্ নারায়ণ দশসহস্র বৎসরের পর স্বীয় শরীরসৌন্দর্য্যে প্রচেতাগণের তপঃ ক্লেশ লঘু করিয়া শান্তভাবপূর্ণ মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সমীপে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—তেষাং কৃচ্ছ্রং তপঃক্লেশং রুচা কান্ত্যা শময়ন্ শান্তেন সত্ত্বেন বপুষা আবির্ভূতঃ ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—[ অথাস্য রূপং বিশিনষ্টি সুপর্ণেত্যাদিনা ত্রিকেণ ] অম্বুদঃ ( মেঘঃ ) মেরুশৃঙ্গমিব ( সুমেরুশিখরমিব ) সুপর্ণস্কন্ধং ( সুপর্ণস্য গরুড়স্য স্কন্ধং স্কন্ধদেশম্ ) আরূঢঃ ( আশ্রিতঃ ) পীতবাসাঃ ( পীতং পীতবর্ণং বাসঃ বসনং যস্য সঃ, পীতাম্বরঃ ) মণিগ্রীবঃ ( মণিযুক্তা কৌস্তুভমণিভূষিতা গ্রীবা যস্য, মধ্যপদলোপী সমাসঃ, মণিঃ গ্রীবায়াং যস্য স ইতি ব্যধিকরণবহুব্রীহিরিতি কেচিৎ ) দিশঃ (সর্ব্বা আশাঃ) বিতিমিরা ( বিগতং তিমিরং যাভ্যঃ তাঃ, অন্ধকাররহিতাঃ ) কুর্ব্বন্ কাশিষ্ণুনা ( প্রকাশশীলেন ) কনকবর্ণবিভূষণেন ( কনকময়েন নানাবর্ণরঞ্জিতেন প্রকৃষ্টবর্ণেন বা

শ্রীভগবানুবাচ।

বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো যূয়ং মে নৃপনন্দনাঃ। সৌহার্দ্দেনাপৃথগ্ধর্ম্মাস্তুষ্টোঽহং সৌহৃদেন বঃ ॥ ৮

বিভূষণেন অঙ্গদাদ্যলঙ্কারেণ) ভ্রাজৎকপোলবদনঃ (ভ্রাজৎ ভ্রাজমানং দীপ্যমানমিতি যাবৎ, কপোলং গণ্ডদেশঃ, বদনম্ আননঞ্চ যস্য সঃ) বিলসৎকিরীটঃ (বিলসৎ শোভমানং কিরীটং মুকুটং যস্য সঃ) অষ্টায়ুধৈঃ (অষ্টাভিঃ আয়ুধৈঃ) অনুচরৈঃ (অনুচরভাবমাশ্রিতৈঃ) মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈঃ (দেবশ্রেষ্ঠৈশ্চ) আসেবিতঃ (সম্যক্ সেবিতঃ) গরুড়কিন্নরগীতিকীর্ত্তিঃ (গরুড় এব কিন্নরঃ তেন গীতা কীর্ত্তিঃ যস্য সঃ) [তথা] পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা (পীনাঃ আয়তাশ্চ যে অষ্টৌ ভুজাঃ, তেষাং মণ্ডলস্য মধ্যে স্থিতয়া লক্ষ্ম্যা সহ) স্পর্দ্ধৎশ্রিয়া (স্পর্দ্ধন্তী স্পর্দ্ধমানা শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ তয়া, স্পর্দ্ধৎ ইতি শতৃ-প্রত্যয় আর্ষঃ) বনমালয়া পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) আদ্যঃ (সর্ব্বেষামাদিভূতঃ) পুরুষঃ (নারায়ণঃ) সঘৃণাবলোকঃ (ঘৃণয়া দয়য়া সহিতঃ অবলোকঃ দৃষ্টিঃ যস্য সঃ, করুণাব্যঞ্জকদৃষ্টিপাতং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ) পর্জ্জন্যনাদরুতয়া (পর্জ্জন্যস্য মেঘবিশেষস্য নাদ ইব রুতং শব্দো যস্যাঃ তয়া, বাচেত্যধ্যাহার্য্যম্) প্রপন্নান্ (শরণাগতান্) বর্হিষতঃ (প্রাচীনবর্হিষঃ) সুতান্ (পুত্রান্, প্রচেতস ইত্যর্থঃ) আহ (কথয়ামাস) ॥ ৫—৭

**মূলানুবাদ।**—জলপূর্ণ কৃষ্ণমেঘ যেমন সুমেরু-শৃঙ্গে আরোহণ করে, সেইরূপ গরুড়ের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া শ্রীনারায়ণ তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র এবং গ্রীবায় কৌস্তুভ মণি ছিল, মণিকিরণে ও নিজ দেহের উজ্জ্বল তেজে তিনি সকল দিকের অন্ধকার তিরোহিত করিয়াছিলেন। দীপ্তিমান্ সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে তাঁহার গণ্ডদেশ ও আনন শোভা পাইতেছিল, কিরীটের দীপ্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অষ্টভুজে অষ্টপ্রকার আয়ুধ শোভা পাইতেছিল, মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠ দেবগণ অনুচররূপে তাঁহার সেবা করিতেছিলেন, গরুড় কিন্নরের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তিগান করিতেছিল, পীন বিশাল অষ্টভুজমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত লক্ষ্মীর সহিত স্পর্দ্ধাকারী শোভাযুক্ত বনমালায় বেষ্টিত সেই পুরাণপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ সদয় দৃষ্টিপাতে অবলোকনপূর্ব্বক শরণাগত প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাদিগকে মেঘগম্ভীর শব্দে বলিতে লাগিলেন। ৫—৭

**শ্রীধরটীকা।**—সুপর্ণস্কন্ধমারূঢ় ইত্যাদীনাং বর্হিষতঃ সুতান্ আহেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ কনকময়েন বর্ণবতা বিভূষণেন ভ্রাজমানং কপোলং বদনঞ্চ যস্য। অষ্টভিরায়ুধৈঃ। গরুড় এব কিন্নরঃ, তেন পঞ্চস্বরৈর্গীতা কীর্ত্তির্যস্য ॥ ৬ ॥ পীনাশ্চ তে আয়তা অষ্টৌ ভুজাঃ, তেষাং মণ্ডলং সমূহঃ, তন্মধ্যে স্থিতয়া লক্ষ্ম্যা স্পর্দ্ধমানা শ্রীঃ শোভা যস্যাস্তয়া বনমালয়া পরিবৃতঃ, আদ্যঃ পুরুষ আহ। পর্জ্জন্যস্য নাদ ইব রুতং নাদো যস্যাস্তয়া বাচা। সঘৃণঃ অবলোকো যস্য ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—[ভগবতা প্রোক্তমেবাহ বরমিত্যাদিনা] হে সৌহার্দ্দেন অপৃথগ্ধর্ম্মাঃ। (সৌহার্দ্দেন পরস্পরং প্রণয়েণ হেতুনা ন পৃথক্ বিভিন্নপ্রকারাঃ ধর্ম্মঃ বৃত্তিঃ যেষাং তথাভূতাঃ। ধর্ম্মশব্দস্য ধর্ম্মন্‌রূপাভাবঃ বৈকল্পিকঃ) নৃপনন্দনাঃ (হে রাজপুত্রাঃ।) অহং (নারায়ণঃ) বঃ (যুষ্মাকং) সৌহৃদেন (প্রণয়েন) তুষ্টঃ। যূয়ং মে (মৎসকাশাৎ) বরম্ (অভীষ্টং) বৃণীধ্বম্ (প্রার্থয়ধ্বং) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (কল্যাণং, ঐহিকং পারত্রিকঞ্চেত্যর্থঃ) [অস্তু ইতি শেষঃ] ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে রাজপুত্রগণ। তোমরা পরস্পর সৌহার্দ্দ হেতু অভিন্নবৃত্তি হইয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছ। তোমাদের এই সৌহার্দ্দে আমি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, তোমাদের মঙ্গল হউক ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—যূয়ং মে মত্তো বৃণীধ্বম্। সৌহার্দ্দেন হেতুনা অপৃথক্ ধর্ম্মো যেষাং তেষাং সম্বোধনম্। বঃ পরস্পরং সৌহৃদেন তুষ্টোঽহম্ ॥ ৮

যোহনুস্মরতি সন্ধ্যায়াং যুষ্মাননুদিনং নরঃ। তস্য ভ্রাতৃষ্বাত্মসাম্যং তথা ভূতেষু সৌহৃদম্ ॥ ৯

যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ।
স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাঞ্চ শোভনাম্ ॥ ১০

যদ্‌যূয়ং পিতুরাদেশমগ্রহীষ্ট মুদান্বিতাঃ। অথো ব উশতী কীর্ত্তির্লোকাননু ভবিষ্যতি ॥ ১১

ভবিতা বিশ্রুতঃ পুত্রোঽনবমো ব্রহ্মণো গুণৈঃ।
য এতামাত্মবীর্য্যেণ ত্রিলোকীং পূরয়িষ্যতি ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—[সন্তোষস্যাধিক্যেন অপ্রার্থিতমপি বরমন্যমন্যতে যোঽনু স্মরতীত্যাদিনা] যঃ নরঃ অনুদিনং (প্রতিদিনং) সন্ধ্যায়াং (প্রদোষবেলায়াং) যুষ্মান্ (পরস্পরং তথা সৌহার্দ্দমাপন্নান্ প্রচেতস ইত্যর্থঃ) অনুস্মরতি তস্য (নরস্য) ভ্রাতৃষু আত্মসাম্যম্ (আত্মনস্তুল্যতা, স্বস্মিন্নিব প্রণয় ইত্যর্থঃ) তথা ভূতেষু (প্রাণিষু) সৌহৃদং (স্নেহঃ, ভবতীতি শেষঃ) [ভ্রাতৃষু আত্মসাম্যমিত্যস্য আত্মা যথা আত্মানং বহু মন্যতে, তথৈব ভ্রাতরোঽপি তং বহুমন্যেরন্নিতি বা তাৎপর্য্যম্] ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—যে ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদের (প্রচেতাদিগের) কথা স্মরণ করিবে, তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিজের তুল্য ভালবাসা জন্মিবে এবং সকল প্রাণীর প্রতিই তাহার স্নেহ আবির্ভূত হইবে ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—ভূতেষু সৌহৃদঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—যে তু (জনাঃ) সমাহিতাঃ (একাগ্রমনসঃ সন্তঃ) সায়ং (সন্ধ্যায়াং) প্রাতঃ (প্রভাতকালে চ) রুদ্রগীতেন (নিরুক্তেন রুদ্রোক্তেন স্তোত্রেণ) মাং স্তুবন্তি (আরাধয়ন্তি) [তেভ্যঃ] অহং কামবরান্ (অভীষ্টান্ বরান্) শোভনাং (নির্ম্মলাং) প্রজ্ঞাঞ্চ (মতিঞ্চ) দাস্যে (দাস্যামি) [তথা হি ইতরেভ্যোঽপি তথাভূতেভ্যঃ কামবরাদিকং প্রদাস্যামি কিং পুনর্যুষ্মভ্যমিতি ভাবঃ] ॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—যে সকল লোক একাগ্রচিত্ত হইয়া সন্ধ্যায় ও প্রাতে রুদ্রগীত দ্বারা আমার স্তব করিবে, তাহাদিগকে আমি অভীষ্ট বর ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা দান করিব ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—তেভ্যো দাস্যে, কিং পুনর্যুষ্মভ্যমিতি শেষঃ ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—যৎ (যস্মাৎ কারণাৎ) যূয়ং (প্রচেতসঃ) মুদান্বিতাঃ (হর্ষযুক্তাঃ সন্তঃ, ন তু বিষণ্ণা ইতি ভাবঃ) পিতুঃ আদেশম্ (আজ্ঞাম্, আত্মোন্নতয়ে তপঃসাধনবিষয়ামিত্যর্থঃ) অগ্রহীষ্ট (গৃহীতবন্তঃ) অথো (অস্মাৎ কারণাৎ) বঃ (যুষ্মাকম্) উশতী (কমনীয়া) কীর্ত্তিঃ লোকান্ অনু (সর্ব্বেষু লোকেষু) ভবিষ্যতি [অথবা লোকান্ জগন্তি সর্ব্বাণি অনুভবিষ্যতি উপভোক্ষ্যতে, যুষ্মাকং কীর্ত্তিরিয়ং সর্ব্বজগদ্ব্যাপিনী ভবিষ্যতীতি ভাবঃ] ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—হে রাজপুত্রগণ। যেহেতু তোমরা পিতার আদেশ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়াছ, এই হেতু তোমাদের কমনীয় কীর্ত্তি সমস্ত ভুবনে পরিব্যাপ্ত হইবে ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা।**—অগ্রহীষ্ট গৃহীতবন্তঃ। অথো ইতি হেতোঃ। লোকান্ অনু লোকেষু ভবিষ্যতি। যদ্বা লোকাননুভবিষ্যতি ভ্রক্ষ্যতি, ব্যাপ্স্যতীত্যর্থঃ ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—[অথৈতেভ্যঃ পুত্রবরপ্রদানমাহ ভবিতেত্যাদিনা] [যুষ্মাকং] গুণৈঃ (নানাবিধৈঃ গুণৈর্হেতুভিঃ) ব্রহ্মণঃ (সৃষ্টিকর্ত্তুঃ পিতামহাৎ) অনবমঃ (অন্যূনঃ, ব্রহ্মণঃ সুসদৃশ ইত্যর্থঃ) বিশ্রুতঃ (প্রখ্যাতঃ) পুত্রঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) যঃ (পুত্রঃ) আত্মবীর্য্যেণ (আত্মনঃ সন্তানেন) এতাং ত্রিলোকীং (ত্রিভুবনং) পূরয়িষ্যতি ॥ ১২

কণ্ডোঃ প্রম্লোচয়া লব্ধা কন্যা কমললোচনা । তাঞ্চাপবিদ্ধাং জগৃহুর্ভূরুহা নৃপনন্দনাঃ ॥ ১৩
ক্ষুৎক্ষামায়া মুখে রাজা সোমঃ পীযূষবর্ষিণীম্ । দেশিনীং রোদমানায়া নিদধে স দয়ান্বিতঃ ॥১৪
প্রজাবিসর্গ আদিষ্টাঃ পিত্রা মামনুবর্ত্ততা । তত্র কন্যাং বরারোহাং তামুদ্বহত মা চিরম্ ॥১৫

**মূলানুবাদ**।—হে রাজপুত্রগণ। গুণে ব্রহ্মা অপেক্ষা অন্যূন তোমাদের একটী কীর্ত্তিমান্ পুত্র হইবে, যে পুত্র নিজ সন্তান দ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিবে ॥ ১২

**শ্রীধরটীকা**।—অনবমঃ অন্যূনঃ। আত্মনো বীর্য্যেণ সন্তানেন ॥ ১২

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ পুত্রার্থমপেক্ষিতাং ভার্য্যাং নির্দ্দিশন্নাহ কণ্ডোরিত্যাদি ] নৃপনন্দনাঃ ( হে রাজপুত্রাঃ। ) প্রম্লোচয়া ( প্রম্লোচাখ্যয়া কণ্ডুমুনিতপোনাশার্থমিন্দ্রপ্রেরিতয়া স্বর্বেশ্যয়া ) কণ্ডোঃ ( স্বীয়রূপলাবণ্যাদিভির্বশীকৃতাৎ কণ্ডুনামকাৎ মুনেঃ ) কমললোচনা ( পদ্মবৎ সুন্দরনেত্রা ) কন্যা লব্ধা। অপবিদ্ধাং ( পরিত্যক্তাং, তয়া ইতি শেষঃ ) তাঞ্চ ( কন্যাং ) ভূরুহাঃ ( বৃক্ষাঃ ) জগৃহুঃ। [ কদাচিৎ কণ্ডুর্নাম ঋষিঃ কঠোরং তপস্তপ্যমান ইন্দ্রেণ উপলব্ধঃ। অথ তত্তপোনাশার্থম্ ইন্দ্রেণ প্রেষিতয়া প্রম্লোচাখ্যয়া বহুকালং রমমাণঃ স তদ্গর্ভে কাঞ্চিৎ কন্যাং জনয়ামাস. তাঞ্চ তত্র বৃক্ষে ত্যক্ত্বা প্রম্লোচা স্বর্গং প্রস্থিতেতি পূর্ব্ববৃত্তমনুসন্ধেয়ম্ ] ॥ ১৩

**মূলানুবাদ**।—হে রাজপুত্রগণ। প্রম্লোচানাম্নী ইন্দ্রপ্রেরিতা স্বর্গবেশ্যা কণ্ডুনামক ঋষির ঔরসে কমললোচনা একটী কন্যা উৎপাদন করিয়াছিল। তাহাকে যখন সে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন বৃক্ষসমূহ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা**।—পুত্রার্থমাদৌ ভার্য্যাং সম্পাদয়তি ভগবান্ কণ্ডোরিতি ত্রিভিঃ। তপোনাশার্থমিন্দ্রপ্রেষিতয়া প্রম্লোচয়া কণ্ডুর্নাম ঋষির্বহুকালং রেমে। সা চ ততঃ স্বর্গং গচ্ছন্তী কণ্ডোর্জ্জাতং গর্ভং বৃক্ষেষু ত্যক্ত্বা জগাম। তদেতদুক্তম্। অপবিদ্ধাং ত্যক্তাম্ ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ বৃক্ষেষু ত্যক্তায়াস্তস্যা জীবনোপায়মাহ ক্ষুৎক্ষামায়া ইত্যাদিনা ] সঃ ( প্রসিদ্ধঃ ) রাজা (বনস্পতীনামধিপতিঃ) সোমঃ দয়ান্বিতঃ (কৃপাযুক্তঃ সন্) ক্ষুৎক্ষামায়াঃ (ক্ষুধয়া ক্ষীণতাং প্রাপ্তবত্যাঃ) রোদমানায়াঃ (রোদনং কুর্ব্বত্যাঃ, রোদমানায়া ইতি শানচ্-প্রত্যয় আর্ষঃ) [তস্যা ইতি শেষঃ] মুখে পীযূষবর্ষিণীম্ (অমৃতপ্রস্রবণকারিণীং ) দেশিনীং ( তর্জ্জনীমঙ্গুলীং ) নিদধে ( স্থাপিতবান্, তত এব চ অমৃতং প্রস্রুতং সৎ তস্যাঃ ক্ষুধাকষ্টমুপশময়ামাসেতি তস্যা জীবনোপায় ইতি তাৎপর্য্যম্ ) [ অস্যা অপ্সরোগর্ভসম্ভূতত্বাৎ পীযূষপানেন দেহোপচয়াচ্চ শ্রমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদিশূন্যত্বং লোকাতিশায়িলাবণ্যাদিকঞ্চ ব্যজ্যতে ]॥ ১৪

**মূলানুবাদ**।—ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যখন সেই কন্যা সাতিশয় ক্রন্দন করিতেছিল, তখন বনস্পতিগণের অধিপতি প্রসিদ্ধ সোমরাজ তাহার মুখে অমৃতবর্ষিণী তর্জ্জনী অঙ্গুলী স্থাপন করিয়াছিলেন। ( সেই অঙ্গুলী হইতে অমৃত ক্ষরিত হইয়া তাহার ক্ষুধার উপশম করায় তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল )॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা**।—স প্রসিদ্ধো বনস্পতীনাং রাজা সোমঃ অমৃতস্রাবিণীং দেশিনীং তর্জ্জনীং রুদত্যাস্তস্যা মুখে নিদধে। অনেনোপ্সরোগর্ভসম্ভবেন অমৃতাহারেণ চ তস্যা লাবণ্যং শ্রমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদিরাহিত্যঞ্চোক্তম্ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ তস্যাঃ কন্যায়াঃ উদ্বাহাদেশমাহ প্রজেত্যাদিনা ] মাং ( ভগবন্তং নারায়ণম্ ) অনুবর্ত্ততা ( সাম্প্রতম্ অনুবর্ত্তমানেন, অনুবর্ত্ততেতি শতৃপ্রত্যয় আর্ষঃ ) পিত্রা ( যুষ্মাকং জনকেন প্রাচীনবর্হিষা ) প্রজাসর্গে ( প্রজানাং সন্ততীনাং সর্গে সৃষ্টিবিষয়ে ) আদিষ্টাঃ ( আজ্ঞপ্তাঃ যূয়মিতি শেষঃ ) তত্র ( প্রজাসর্গে নিমিত্তে, প্রজাসৃষ্ট্যর্থমিত্যর্থঃ) বরারোহাং তাং কন্যাং মা চিরং (ন চিরম্, অবিলম্বমিত্যর্থঃ) উদ্বহত (পাণিগ্রহণ-বিধিনা গৃহ্নীত) ॥১৫

অপৃথগ্ধর্ম্মশীলানাং সর্ব্বেষাং বঃ সুমধ্যমা। অপৃথগ্ধর্ম্মশীলেয়ং ভূয়াৎ পত্ন্যর্পিতাশয়া ॥ ১৬
দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রমহতৌজসঃ।
ভৌমান্ ভোক্ষ্যথ ভোগান্ বৈ দিব্যাংশ্চানুগ্রহান্মম ॥ ১৭
অথ ময্যনপায়িন্যা ভক্ত্যা পক্বগুণাশয়াঃ। উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্ব্বিদ্য নিরয়াদতঃ ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—তোমরা মদীয় অনুবর্ত্তনকারী পিতা প্রাচীনবর্হিকর্তৃক সন্তানোৎপাদনে আদিষ্ট হইয়াছ বলিয়া ঐ কার্য্যের জন্য বরারোহা সেই কন্যাটীকে অবিলম্বে বিবাহবিধি অনুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ কর ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—যামনুবর্ত্তমানেন পিত্রা নিযুক্তাঃ সন্তঃ তত্র প্রজাবিসর্গে নিমিত্তে তামুদ্বহত ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—[ নন্ বহূনামস্মাকং কথমেকৈব সা ভার্য্যা ভবেদিত্যাশঙ্কায়ামাহ অপৃথগ্ধর্ম্মেত্যাদি ] অপৃথগ্-ধর্ম্মশীলানাং ( ন পৃথক্ বিভিন্নপ্রকারে ধর্ম্মশীলে যেষাং তথাভূতানাং ) বঃ ( যুষ্মাকং ) সর্ব্বেষাম্ ইয়ং সুমধ্যমা (বার্ক্ষী কন্যা ) অপৃথগ্ধর্ম্মশীলা ( অভিন্নপ্রকারধর্ম্মশীলশালিনী ) অর্পিতাশয়া ( অর্পিতঃ ভবৎসু সর্ব্বেষু তুল্যরূপেণ সমারোপিতঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণং যয়া তথাভূতা ) পত্নী ( সহধর্ম্মচারিণী ) ভূয়াৎ [ তথা হি মমাশীর্ব্বাদবলেনৈব এনাং পত্নীরূপেণ সংগৃহ্য তুল্যতয়া ব্যবহরতামপি যুষ্মাকং ন দৃষ্টাদৃষ্টবিরোধঃ সম্পৎস্যত ইতি ভাবঃ ] ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—হে রাজপুত্রগণ। তোমাদের সকলেরই ধর্ম্ম ও স্বভাব অভিন্ন প্রকার, অতএব এই কন্যাও তোমাদের সহিত অভিন্ন ধর্ম্ম ও চরিত্র আশ্রয় করিয়া তোমাদের সকলের প্রতি তুল্যরূপে অন্তঃকরণ স্থাপন করিয়া সহধর্ম্মচারিণী হইবে। ( আমার আশীর্ব্বাদে ও উভয়ের কর্ম্ম এবং শীলের ঐক্য হেতু তোমাদের কোনওরূপ দৃষ্টাদৃষ্টবিরোধ উৎপন্ন হইবে না ) ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—নন্ বহূনাং কথমেকা ভার্য্যা স্যাৎ ? তত্রাহ। অপৃথক্ ধর্ম্মঃ শীলং যেষাং তেষাং বঃ পত্নী ভূয়াৎ। অর্পিতো ভবৎসু আশয়ো যয়া। ধর্ম্মশীলয়োরৈক্যাৎ মদ্বাক্যাচ্চ ন দৃষ্টাদৃষ্টবিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—মম অনুগ্রহাৎ ( প্রসাদাৎ ) [ যূয়ম্ ] অহতৌজসঃ ( অহতানি অপ্রতিহতানি ওজাংসি বলানি যেষাং তথাভূতাঃ, অপ্রতিহতবিক্রমা সন্তঃ ) দিব্যবর্ষসহস্রাণাং ( দৈবপরিমাণেন ত্রিসহস্রসংখ্যকবৎসরাণাং ) সহস্রং [ প্রাপ্য ] ভৌমান্ ( পার্থিবান্, ঐহিকানিত্যর্থঃ ) দিব্যাংশ্চ ( পারলৌকিকান্ স্বর্গাদিভবাংশ্চ ইত্যর্থঃ ) ভোগান্ ভোক্ষ্যথ বৈ [ দিব্যবর্ষসহস্রাণামিত্যত্র 'কপিঞ্জলানালভেত' ইত্যত্র ত্রিকপিঞ্জলপ্রতীতিবৎ ত্রয়াণাং দিব্যবর্ষসহস্রাণামিত্যর্থপ্রতীতির্বোধ্যা ] ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—তোমরা আমার অনুগ্রহে দৈবপরিমাণে তিন সহস্র বৎসরের সহস্রগুণ কাল ব্যাপিয়া অপ্রতিহতশক্তিসহকারে ভৌম ( ঐহিক ) ও দিব্য ( পারলৌকিক ) ভোগ লাভ করিবে ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—অহতৌজসঃ অপ্রতিহতবলাঃ সন্তঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—[ অথ ঐহিক-পারত্রিকদ্বিবিধভোগানন্তরং তেষাং ভগবদ্ধামপ্রাপ্তিমাশংসতি অথেত্যাদিনা ] অথ ( অনন্তরম্, উক্তদ্বিবিধভোগানাং সম্যক্তয়া ভোগাৎ পরং ) ময়ি ( পরমেশ্বরে ) অনপায়িন্যা ( অপায়শূন্যায়া স্থিরতরয়া ইত্যর্থঃ ) ভক্ত্যা ( ভক্তিযোগেন ) পক্বগুণাশয়াঃ ( পক্বগুণঃ দগ্ধকামাদিমলঃ আশয়ঃ যেষাং, তথাভূতাঃ যূয়ম্ ) অতঃ ( অস্মাৎ ) নিরয়াৎ ( নরকতুল্যাৎ দুঃখশবলাৎ, দ্বিবিধভোগাদিতি ভাবঃ ) নির্বিদ্য ( নির্ব্বেদং প্রাপ্য ) মদ্ধাম ( মম স্থানং, মললেশেনাপি রহিতং বৈকুণ্ঠলোকম্ ) উপযাস্যথ ( প্রাপ্স্যথ ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—অনন্তর আমার প্রতি তোমাদের স্থিরভক্তিবলে অন্তঃকরণ হইতে কামাদি মল সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় তোমরা এই নরকতুল্য দ্বিবিধ ভোগ হইতে নির্ব্বিণ্ন হইয়া মদীয় ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্। মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥ ১৯
নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—পক্বগুণো দগ্ধকামাদিমল আশয়ো যেষাম্, অতো লোকদ্বয়ভোগাৎ নিরয়প্রায়াৎ নির্ব্বিণ্ণ মৎস্থানং প্রাপ্স্যথ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ**—[নমু গৃহে নিবসতামস্মাকং গৃহভোগাসক্ত্যা ত্বদীয়ভক্তিনির্ব্বেদয়োরসম্ভবেন বন্ধ এব স্যাৎ, তৎ কথমস্মান্ গৃহায় বিসৃজসীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ গৃহেষ্বিত্যাদি] কুশলকর্ম্মণাং (কুশলং কল্যাণকরং কর্ম্ম যেষাং তথাভূতানাং, সাধুষু কর্ম্মসু ব্যাসক্তানাং) মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং (মম বার্ত্তায়া বৃত্তান্তেন যাতাঃ ব্যতীতাঃ যামাঃ সর্ব্ব এব কালঃ যেষাং তেষাম্, নিরতং মদ্বৃত্তকীর্ত্তনশ্রবণাদিনা কালং যাপয়তাং) পুংসাং (পুরুষাণাং) গৃহেষু (বিবিধাসক্তিজনকবস্তূপকরণেষু গৃহস্থাশ্রমেষু) আবিশতাঞ্চাপি (প্রবিশ্য বর্ত্তমানানামপি সতাম্) গৃহাঃ (গৃহস্থাশ্রমাঃ) বন্ধায় (বন্ধরূপায় ফলায়) ন মতাঃ (ন কথিতাঃ) [তথা হি তত্র সৎস্বপি নানাবিধেষু বন্ধোপকরণেষু মদীয়বার্ত্তাশ্রবণকীর্ত্তনাদিপ্রভাবদেব তানি ন পুরুষং বন্ধুং ক্ষমন্তে ইতি অলমনিষ্টাশঙ্কয়া ইতি ভাবঃ]॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—যাঁহারা সর্ব্বদা সাধুকর্ম্মে ব্যাপৃত এবং আমারই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া সমস্ত সময় অতিবাহিত করেন, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও ঐ গৃহস্থাশ্রম তাঁহাদের বন্ধসাধন করে না, ইহাই পণ্ডিতগণ বলেন॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—নমু গৃহেষু প্রবিষ্টানামস্মাকং তদাসক্ত্যা বন্ধ এব স্যাৎ, কুতস্ত্বদ্ভক্তিনির্ব্বেদো বা? তত্রাহ গৃহেষ্বিতি। কুশলং ময্যর্পিতং কর্ম্ম যেষাং, মদ্বার্ত্তয়া যাতো যামঃ কালো যেষাম্॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—[অথ ত্বদ্বার্ত্তাযাতযামানাং পুংসাং কথং ন বন্ধ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ নব্যেত্যাদি] যৎ (যস্মাৎ কথাশ্রবণাৎ) জ্ঞঃ (জানাতি সর্ব্বমিতি জ্ঞঃ, জানাতেঃ কর্ত্তরি কঃ, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ) এতৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপঃ) [অহমীশ্বর ইতি শেষঃ] ব্রহ্মবাদিভিঃ (ব্রহ্মস্বরূপং বদন্তি উপদিশন্তি যে তৈঃ, ব্রহ্মোপদেশকৈঃ নিমিত্তভূতৈঃ) হৃৎ (অন্তঃকরণং, শ্রোতৄণামিতি শেষঃ) নব্যবৎ (প্রতিপদং নবীনবৎ) অয়ে (আশ্রয়ামি) [তথা হি মম ব্রহ্মস্বরূপতয়া শ্রুতিদ্বারেণ মম তেষামন্তঃকরণাধিষ্ঠানাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তেষাং ভবতীতি ভাবঃ] [কথমেতদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ ন মুহ্যন্তীত্যাদি] যতঃ (ব্রহ্মরূপং যদ্ বস্তু) গতাঃ (অন্তঃকরণদ্বারেণ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) ন মুহ্যন্তি (অবিদ্যামোহং ন লভন্তে) ন শোচন্তি (ন দুঃখিতা ভবন্তি) ন হৃষ্যন্তি (ন সুখং প্রাপ্নুবন্তি) [তথা হি ব্রহ্মস্বরূপলাভানন্তরং অবিদ্যায়া নিঃশেষমুচ্ছেদাৎ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিপ্রধানমুক্তাবস্থায়া উপস্থিত্যা ন বন্ধাশঙ্কাপীতি ভাবঃ]॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—যেহেতু মদীয় কথা শ্রবণ জন্য সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ আমি ব্রহ্মবাদী বক্তার সাহায্যে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠান লাভ করিয়া নূতনের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকি; (কাজেই শ্রোতৃগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করায় মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।) যে-ব্রহ্মকে লাভ করিলে আর মোহ, শোক বা হর্ষ কিছুই থাকিতে পারে না॥২০

**শ্রীধরটীকা।**—ত্বদ্বার্ত্তাশ্রোতৄণাং গৃহৈর্ন বন্ধ ইতি কুতঃ? তত্রাহ নব্যবদিতি। যদ্যস্মাৎ কথাশ্রবণাৎ জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞোঽহমীশ্বরঃ ব্রহ্মবাদিভিঃ প্রবক্তৃভির্নিমিত্তভূতৈঃ শ্রোতৄণাং হৃৎ হৃদয়ং নব্যবৎ প্রতিপদং নূতনবৎ অয়ে প্রাপ্নোমি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবতীত্যর্থঃ। নমু ত্বৎকথাশ্রবণে কথং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ? তত্রাহ। যোঽহম্, এতদেব ব্রহ্ম তত্র হেতুঃ—যতো গতাঃ যং মাং প্রাপ্তাঃ সন্তো মোহশোকহর্ষান্ ন প্রাপ্নুবন্তি। অতো মৎকথাশ্রবণেন নব্যবৎ মম হৃদ্যাবির্ভাবাৎ তস্যৈব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারত্বাৎ গৃহেষু বসতামপি ন বন্ধ ইত্যর্থঃ॥ ২০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচটী সর্গ দ্বারা রাজা প্রাচীনবর্হির বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, সম্প্রতি অবশিষ্ট দুইটি সর্গ দ্বারা প্রচেতাদিগের প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইবে। তন্মধ্যে প্রথমে ত্রিংশ অধ্যায় দ্বারা এই বর্ণিত হইবে যে, প্রচেতাগণ তপস্যা করিয়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিলে পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে বরদান করেন এবং তাঁহারই আদেশক্রমে সকলে মিলিত হইয়া বার্ক্ষীকে বিবাহ করিয়া রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি প্রথমতঃ প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিবার জন্য বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট প্রশ্ন করিলেন—হে দ্বিজবর। আপনি যে প্রাচীনবর্হির কথা বলিলেন, তাহা আমি সম্যক্ অবগত হইয়াছি। ঐ প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ তদীয় পিতার আদেশক্রমে সমুদ্রে তপস্যার জন্য যাইবার সময় ভগবান্ রুদ্রদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট যে রুদ্রগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন, তাহাও আপনি পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ কঠোর তপস্যা করিয়া পরে কিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। অতএব সম্প্রতি ঐ বিষয় জানিবার জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরের প্রশ্নে আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য প্রকৃত বৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন। যিনি উত্তম বক্তা, তিনি শ্রোতাকে নিজ বাক্যের শ্রবণে এবং তদীয় তত্ত্বগ্রহণে উন্মুখ দেখিলে পরম আনন্দিত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার মনে হয় যে, আমি যে বচনপ্রয়োগের পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি, ইহা নিরর্থক নহে। মৈত্রেয়েরও ঠিক সেই কারণেই আনন্দ হইল, তিনি ভাবিলেন যে বিদুর উত্তম শ্রোতা, অতএব ইহার নিকট আমার বাগিন্দ্রিয়ের পরিশ্রম সার্থক হইবে, এই ভাবিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মৈত্রেয় বলিলেন—হে বিদুর। প্রচেতাগণ পিতার আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রের অভ্যন্তরে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং নানাপ্রকার কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া নারায়ণকে পরিতুষ্ট করিলেন। ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহাদিগকে যে স্তুতির উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই স্তুতির বিষয় স্মরণ করিয়া উত্তমরূপে তপস্যা করায় ভগবান্ বিষ্ণু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনায় তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইল। দশসহস্র বৎসর পরে শ্রীভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের সমীপে আবির্ভূত হইলেন। সনাতন পরমপুরুষ ভগবান্ যে রূপ লইয়া তাঁহাদের সমীপে আবির্ভূত হইলেন, তাহার সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিল। অযুতবৎসর অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর তপস্যা করিয়া তাঁহাদের যে লোকাতীত পরিশ্রম হইয়াছিল, শ্রীভগবানের রূপ দর্শনে এককালেই তাহার শান্তি হইল, তাঁহাদের নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হইল, মনে হইল—যেন তাঁহাদের নয়ন-মন,—এমন কি সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়কে যেন অমৃত সিঞ্চনে সিক্ত করিয়া দিল। কোথায় গেল তাঁহাদের পরিশ্রম জনিত অবসাদ, কোথায় গেল সাংসারিক ভাবনা। এতকাল তাঁহারা যে পরমপুরুষের ধ্যানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তিনিই রমণীয় রূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাদের কি আর এ সুখ রাখিবার স্থান আছে? তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ়, গরুড়ের স্বর্ণবর্ণ দেহের উপরিভাগে নবজলধর শ্যামমূর্ত্তি অধ্যাসীন রহিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছিল—যেন জলপূর্ণ একখানি নবীন মেঘ স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার বসন পীতবর্ণ, কণ্ঠে মণির দীপ্তি দেদীপ্যমান। সেই উজ্জল দীপ্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে চারিদিকের অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, যেন সহসা তাঁহারা কোনও আলোকময় লোকে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কর্ণে স্বর্ণময় মণিখচিত কুণ্ডল, শিরে কিরীট, উহার দীপ্তিতে তাঁহার বদনের শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অষ্টভুজে অষ্ট আয়ুধ শোভা পাইতেছিল, মুনি ও দেববৃন্দ তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। গরুড় বাহনরূপে আসিয়া

তাঁহাব স্তুতিগান কবিতেছিল, তাঁহাব বক্ষে বনমালা শোভা পাইতেছিল। অহো। কি অপরূপ রূপ। এমন রূপ তাঁহারা আব কখনও দেখেন নাই। পবমপুরুষ ঐরূপে আবির্ভূত হইযা তাঁহাদিগেব প্রতি কৃপাদৃষ্টি স্থাপন কবিযা জলদগম্ভীব স্বরে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—হে রাজপুত্রগণ। তোমাদেব ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে পরস্পব অবিচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দ বর্ত্তমান, সেই সৌহার্দ্দ বশে একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইযা যে আজ তোমবা আমাব আরাধনায় ব্যাপৃত বহিযাছ—কঠোব তপস্যায একই ভাবে আত্মনিযোগ কবিযা একই উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য অবাধ প্রযত্ন কবিতেছ—ইহাতে আমি অত্যন্ত পবিতুষ্ট হইযাছি, ঐ সৌহার্দ্দ রক্ষা না করিযা এতদপেক্ষা কঠোব তপস্যা কবিলেও আমি এত পবিতুষ্ট হইতাম না। (ক্রমসন্দর্ভ টীকায ঠিক এই ভাবটী স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইযাছে, তাহাতে দেখা যায যে—'সৌহৃদেন বৈশিষ্ট্যং প্রাপ্তেন তেন তুষ্টোঽহং যথা, ন তথা, মদুপাসনযাপীত্যর্থঃ') তোমাদেব নিশ্চয কল্যাণ হইবে, তোমবা আমাব নিকট বর গ্রহণ কব। হে ভক্তগণ। আমি ভক্তেব বাধ্য হইযা তাহাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিযা থাকি, অতএব তোমরা যথেচ্ছ বব গ্রহণ কবিতে পাব। আমি তোমাদের ভক্তিতে প্রীত হইযা বলিতেছি, শোন,—তোমবা আমাব তপস্যা কবিয়া উত্তম মাহাত্ম্য লাভ কবিযাছ, অতএব তোমাদেব কথা আলোচনা কবিলেও পুণ্য হয। যে ব্যক্তি তোমাদেব কথা প্রতিদিন সন্ধ্যায স্মরণ করিবে, তাহাদেব পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি পাইবে, সকল প্রাণীব প্রতি তাহাদেব অসাধাবণ সৌহার্দ্দ উদ্ভূত হইবে। ইহা কেবল আমাব উপাসনারই ফল নহে, তোমবা যে পবস্পব স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইযা স্নেহময ভ্রাতাব আদর্শস্থল হইযাছ, ইহা তাহাবই প্রভাব। তোমাদের কথা আলোচনার ফলে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ থাকিবে না।

তোমবা যে রুদ্রগীত সাহায্যে তপস্যা কালে আমাব আরাধনা কবিযাছ, সেই রুদ্রগীত আমার বড়ই প্রিয় বস্তু। যদি কেহ একাগ্রচিত্তে সাযংকালে ও প্রাতঃকালে ঐ রুদ্রগীত দ্বাবা আমাব আবাধনা করে, তবে তাহাকে আমি তাহাব সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু দান করি। তাহাব তখন আর কোনও কামনার বস্তু অলভ্য থাকিবে না, এমন কি,—তাহাকে পরম পুরুষার্থসাধক তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত দান করিব। অতএব দেখ—পুরুষ এই রুদ্রগীত সাহায্যে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকাব ফলই লাভ কবিতে পাবিবে। তোমরা মহান্, অতএব সকল জগতের উপকারই তোমাদেব কাম্য, এইজন্যই সকল জগতেব উপকাব প্রসঙ্গে আমি যাহা বলিলাম, ইহা কেবল জগতেব পক্ষে ববদান কবা নহে, ইহাই তোমাদিগকেও ববদান করিলাম বলিযা জানিবে। ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগকেও ববদান কবিতেছি, শ্রবণ কর,—তোমবা যে পিতাব আদেশ গ্রহণ কবিয়া সানন্দচিত্তে সুদীর্ঘ কাল এই কঠোর তপস্যায ব্রতী হইযা পিতৃভক্তিব পবিচয দিযাছ, ইহাতে তোমরা জগতে কীর্ত্তিমান্ হইবে, সমগ্র জগৎ তোমাদিগের এই কীর্ত্তি আকল্প কাল ঘোষণা কবিবে। সকল জগতেব সাধুসম্প্রদাবই তোমাদের এই কীর্ত্তি আদর্শ কবিযা পিতৃভক্তিব বিমল আলোকে অন্তব আলোকিত কবিবে। হে বাজপুত্রগণ। তোমরা এখন আবার গৃহস্থাশ্রমে ফিবিয়া যাও, কাবণ তোমবা পিতৃভক্ত, তোমাদের পিতৃদেব তোমাদিগকে আন্তবিক উৎকর্ষ ও শক্তিসঞ্চযের জন্য তপস্যায পাঠাইযাছেন, কিন্তু তাঁহাব এরূপ অভিপ্রায নহে যে, তোমবা তপস্যায মগ্ন হইযা উদাসীন থাকিবে। তোমবাও পিতাব আদেশ পালনেব জন্য তপস্যায আসিযাছ, সম্প্রতি তোমাদেব শক্তি সঞ্চিত হইযাছে, অতএব পিতাব তপস্যাবিষযের অনুষ্ঠান করিযা যেমন আদেশ পালন কবিবাব যোগ্যতা লাভ কবিযাছ, সেইরূপ সংসারে যাইযা প্রজাসৃষ্টি সাধন পূর্ব্বক তাঁহাব আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন কব, তাহা হইলেই তোমবা উত্তম পুত্রেব কার্য্য কবিযা পবম পবিত্র পদ্ধতিব আশ্রযে পুণ্যবান্ হইবে।

গৃহস্থাশ্রমে যাইযা প্রজাসৃষ্টির জন্য তোমরা যাহাকে দাবরূপে গ্রহণ কবিবে, তাহার কথাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। কণ্ডুনামে এক ঋষি ছিলেন, তিনি যখন কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, তখন নিজ পদের ভ্রংস আশঙ্কা করিয়াই

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং ব্রুবাণং পুরুষার্থভাজনং জনার্দ্দনং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রচেতসঃ।
তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলা গিরা গৃণন্ গদ্গদয়া সুহৃত্তমম্ ॥ ২১

হউক, অথবা ঋষির তপস্থার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্যই হউক, দেবেন্দ্র বাসব প্রম্লোচানাম্নী স্বর্গবেশ্যাকে কণ্ডুঋষির তপস্যা ভাঙ্গিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কণ্ডু ঋষি প্রম্লোচার রূপলাবণ্য ও হাব-ভাব উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি উহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মন চঞ্চল হইল, প্রম্লোচার সহিত বিহার করিয়া তাহার গর্ভে তিনি এক কন্যা উৎপাদন করিলেন, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল—আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রম্লোচাও নিজ কার্য্য সিদ্ধ দেখিয়া নিজ কন্যাকে বৃক্ষের আশ্রয়ে রাখিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেল। কন্যার কি হইল, একবার চিন্তাও করিল না, ঋষিও অনুতপ্তহৃদয়ে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন, ফলে অচিরপ্রসূতা কন্যা নিরাশ্রয় অবস্থায় তথায়ই পড়িয়া রহিল।

সেই কন্যাকে বৃক্ষের আশ্রয়ে ত্যাগ করা হইয়াছিল, এইজন্য তাহার 'বার্ক্ষী' এই সংজ্ঞা হইয়াছে। কিছু কাল পরে ক্ষুধায় ও পিপাসায় ক্লান্ত হইয়া যখন কন্যাটী রোদন করিতে লাগিল, তখন বনস্পতিরাজ সোম নিজ তর্জ্জনী তাহার মুখে স্থাপন করিলেন, তাহা হইতে অমৃত ক্ষরিত হইতে লাগিল, সেই অমৃত পান করিয়া কন্যা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হইল। সেই কন্যা ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যৌবনবতী হইয়াছে, তাহাকে তোমরা সকলে পরিণয় কর। তাহার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তান প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইবে ও তাহার সন্তান সন্ততি দ্বারা এই ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইবে। এইরূপে তোমরা পিতার আদেশ সার্থক করিতে পারিবে। তোমরা ভ্রাতৃগণ পরস্পর যেরূপ সৌহার্দ্দ-সম্পন্ন, তাহাতে সকলে মিলিয়া সেই একটী কন্যাকে বিবাহ করিলেও বিরোধের কোনও আশঙ্কা নাই, সেই কন্যাও তোমাদিগের সকলকেই তুল্যভাবে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্মে সফলতা লাভ করিবে, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

এইরূপে তোমরা সহস্র সহস্র বৎসর কাল পার্থিব ও অপার্থিব ভোগ লাভ করিয়া আমার প্রতি অসীম ভক্তি হেতু সংসার হইতে যথাকালে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার ধামে যাইতে পারিবে। সংসারে থাকিয়াও তোমাদের মালিন্য স্পর্শ করিবে না, কারণ যে সকল ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও আমার প্রতি ভক্তি পোষণ করে এবং ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মদীয় প্রীতিকর কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সংসারের কর্ম্মরাশি তাহাদের চিরবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমি তাহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকি, তাহাদের শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ—কিছুতেই অন্তঃকরণ অভিভূত হইতে পারে না। আমিই ব্রহ্মপদার্থস্বরূপ; কাজেই আমি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়, তখন সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, হৃদয়ে মালিন্যের লেশমাত্র থাকে না, তখন সে সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন ॥ ১—২০

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ ভগবতো নারায়ণস্য নিরুক্তাং বাচং শ্রুত্বা ভক্তিপূর্ণানাং প্রচেতসাং তদীয়স্তুতিপ্রবৃত্তিমাহ এবমিত্যাদিনা ] তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলাঃ ( তস্য ভগবতঃ নারায়ণস্য দর্শনেন সাক্ষাৎকারেণ ধ্বস্তঃ বিনাশং প্রাপ্তঃ তমোরজোমলঃ তামসিকং রাজসিকঞ্চ চিত্তমালিন্যং যেষাং তথাভূতাঃ ) প্রচেতসঃ প্রাঞ্জলয়ঃ ( প্রকৃতঃ অঞ্জলিঃ যৈঃ তথাভূতাঃ, কৃতাঞ্জলিবদ্ধাঃ সন্ত ইতি শেষঃ ) এবম্ ( উক্তরূপং ) ব্রুবাণং ( কথয়ন্তং ) পুরুষার্থভাজনং

শ্রীপ্রচেতস ঊচুঃ।

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশনায় নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায়।
মনোবচোবেগপুরোজবায় সর্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ ॥ ২২

শুদ্ধায় শান্তায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া মনস্যপার্থং বিলসদ্দ্বয়ায়।
নমো জগৎস্থানলয়োদয়েষু গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় ॥ ২৩

( পুরুষার্থং ভাজয়তি প্রাপয়তি যস্তম্, অথবা পুরুষার্থস্য ভাজনং পাত্রং ) সুহৃত্তমং ( সকলেষু সুহৃৎসু শ্রেষ্ঠভূতং ) জনার্দ্দনং ( নারায়ণং ) গদ্‌গদয়া ( ভক্তিগদ্‌গদভাবপূর্ণয়া ) গিরা ( বাচা ) অগৃণন্ ( অস্তুবন্ ) [ স্তুতিপ্রকারশ্চ অগ্রে বক্ষ্যতে ] ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—প্রচেতাগণ শ্রীভগবানের রূপদর্শনে যখন তমোগুণ ও রজোগুণের মালিন্য হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া উক্তরূপ বাক্যপ্রয়োগকারী সুহৃত্তম পুরুষার্থসাধক ভগবান্ নারায়ণকে ভক্তিগদ্‌গদভাবপূর্ণ বাক্যে স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—পুরুষার্থং ভাজয়তি প্রাপয়তীতি তথা তম্ ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ স্তুতিপ্রকারমাহ নমো নম ইত্যাদিনা। ] ক্লেশবিনাশনায় ( ক্লেশান্ অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষা-ভিনিবেশাখ্যান্ পঞ্চবিধান্ বিনাশয়তি যস্তস্মৈ, অবিদ্যাদিক্লেশানাং স্বীয়জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তকায়) নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায় ( নিরূপিতাঃ বেদাদিভিঃ নিখিলকল্যাণসাধকতয়া প্রতিপাদিতা উদারগুণাঃ শ্রেষ্ঠগুণাঃ আহ্বয়া নামানি চ যস্য তথাভূতায়, তুভ্যমিতি শেষঃ ) নমো নমঃ ( ভূয়োভূয়ঃ নমস্কারঃ ) [ তথা ] মনোবচোবেগপুরোজবায় ( মনসঃ বচসশ্চ যো বেগঃ তস্মাদপি পুরঃ অগ্রতঃ জবঃ বেগঃ যস্য তথাভূতায়, মনোবাক্যয়োরপি অগোচরায় ইত্যর্থঃ ) সর্ব্বাক্ষমার্গৈঃ ( সকলেন্দ্রিয়দ্বারৈঃ ) অগতাধ্বনে ( অগতঃ অবিজ্ঞাতঃ অধ্বা মার্গো যস্য তথাভূতায়, সকলেন্দ্রিয়াণা-মপি বহির্ভূতায় ইত্যর্থঃ ) [ তুভ্যং ] নমঃ ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—প্রচেতাগণ বলিলেন—তুমি অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের নিবর্ত্তক, তোমার উদারগুণ ও নাম সকল কল্যাণসাধক বলিয়া বেদাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব ( হে ভগবন্। ) তোমাকে নমস্কার। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—বেদৈঃ সকলশ্রেয়ঃসাধনত্বেন নিরূপিতা উদারগুণা আহ্বয়া নামানি চ যস্য। মনোবচসো-র্বেগাদপি পুরোঽগ্রতো জবো বেগো যস্য, মনোবচসোরগোচরাবেত্যর্থঃ। অতএব সর্ব্বৈরাক্ষাণাং মার্গৈরগতোঽ-নবগতঃ অধ্বা মার্গো যস্য তস্মৈ তে নমঃ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—স্বনিষ্ঠয়া ( স্বরূপতোঽবস্থানেন ) শুদ্ধায় ( অপেতমলায় ) শান্তায় ( শান্তভাবযুক্তায় মনসি ) ( নিমিত্তভূতে চিত্তে সতি ) অপার্থং ( ব্যর্থমেব ) বিলসদ্দ্বয়ায় ( বিলসৎ দীপ্যমানং দ্বয়ং দ্বৈতং যস্মিন্ যস্মাদ্ বা তথাভূতায়, অপার্থায় অপি দ্বৈতপ্রতীতেরধিষ্ঠানরূপায় ইত্যর্থঃ ) নমঃ [ তুভ্যমিতি শেষঃ ] জগৎস্থানলয়োদয়েষু ( জগতঃ প্রপঞ্চস্যাস্য স্থানং স্থিতিঃ, লয়ঃ সংহৃতিঃ, উদয়ঃ উদ্ভবঃ, সৃষ্টিরিতি যাবৎ, তেষু ) গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় ( গৃহীতা আশ্রিতাঃ মায়াগুণৈঃ অবিদ্যাগুণৈঃ বিগ্রহাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরশরীরাণি যেন তথাভূতায় মায়য়া সহকারিণ্যা সৃষ্ট্যর্থং ব্রহ্মরূপং, স্থিত্যর্থং বিষ্ণুরূপং, সংহারার্থং রুদ্ররূপঞ্চ গৃহীতবতে ইত্যর্থঃ ) নমঃ [ তুভ্যমিতি শেষঃ ] ॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—তুমি স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ ও শান্তভাবাপন্ন। নিমিত্তভূত মন থাকায় তোমাতেই

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে। বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্ব্বসাত্বতাম্ ॥ ২৪
নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ২৫
নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পিশঙ্গামলবাসসে। সর্ব্বভূতনিবাসায় নমোঽযুঙ্ক্ষ্মহি সাক্ষিণে ॥ ২৬
রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম্। আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥ ২৭

সমস্ত জগৎ দ্বৈতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার। মায়াপ্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি ও সংহার-কার্য্যে তুমি মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—স্বনিষ্ঠয়া স্বরূপস্থিত্যা শুদ্ধায়, অতঃ শান্তায়। মনসি নিমিত্তে সতি অপার্থং ব্যর্থমেব বিলসৎ বিস্ফূরিতং দ্বয়ং যস্মিন্। গৃহীতা মায়াগুণৈর্বিগ্রহাঃ ব্রহ্মাদিমূর্ত্তয়ো যেন ॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—বিশুদ্ধসত্ত্বায় (স্বতো নির্ম্মলসত্ত্বরূপায়) হরিমেধসে (হরতি সংসারমিতি হরিঃ সংসারনিবর্ত্তিকা মেধাঃ বিজ্ঞানং যস্য তথাভূতায়, সংসারনিবর্ত্তকজ্ঞানগোচরায় ইত্যর্থঃ) সর্ব্বসাত্বতাং (নিখিলানাং ভগবদ্ভক্তানাং) প্রভবে (স্বামিনে) বাসুদেবায় (বসুদেবনন্দনরূপায়) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণরূপধারিণে) হরয়ে (নারায়ণায়) নমঃ [তুভ্যমিতি শেষঃ] ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বরূপে অবস্থিত, তোমাকে জানিতে পারিলে আর এই সংসারের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। তুমি সকল ভাগবতগণের প্রভু বসুদেবনন্দন কৃষ্ণরূপে বর্ত্তমান নারায়ণ, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—কমলনাভায় (নাভিপ্ররূঢ়কমলায়, তুভ্যমিতি শেষঃ) নমঃ। কমমালিনে (কমলমালা-শোভিতকণ্ঠায়, তুভ্যমিতি শেষঃ) নমঃ। কমলপাদায় (কমলতুল্যচরণশালিনে, তুভ্যমিতি শেষঃ) নমঃ। কমলেক্ষণ! (হে কমলতুল্যনেত্র!) তে (তুভ্যং, কমলেক্ষণায় নম ইতি শেষঃ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! তোমার নাভিদেশ হইতে কমল উত্থিত হইয়াছে, তোমাকে নমস্কার, তোমার কণ্ঠে কমলের মালা শোভা পাইতেছে, তোমাকে নমস্কার, তোমার চরণ কমলের তুল্য, তোমাকে নমস্কার, তোমার চক্ষু কমলের তুল্য, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—স্বতন্ত্র বিশুদ্ধসত্ত্বরূপায়। সংসারং হরতি মেধা জ্ঞানং যস্য তস্মৈ ॥ ২৪।২৫

**অন্বয়ঃ।**—কমলকিঞ্জল্কপিশঙ্গামলবাসসে (কমলস্য পদ্মস্য কিঞ্জল্কবৎ পিশঙ্গং পীতবর্ণম্ অমলং নির্ম্মলঞ্চ বাসঃ বসনং যস্য তথাভূতায়, তুভ্যমিতি শেষঃ) নমঃ। সর্ব্বভূতনিবাসায় (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিবাসায় আশ্রয়ভূতায়, সকলপ্রাণিনামেকায়নস্বরূপায়) সাক্ষিণে (সাক্ষিরূপেণ সকলজগৎপ্রকাশায়) [তুভ্যমিতি শেষঃ] নমঃ অযুঙ্ক্ষ্মহি (কৃতবন্তো বয়মিতি শেষঃ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! তোমার যে রূপে কমলকিঞ্জল্কের তুল্য নির্ম্মল বসন পরিহিত, সেই রূপকে নমস্কার; তুমি সকল প্রাণীর অধিষ্ঠান, সর্ব্বজগতের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—অযুঙ্ক্ষ্মহি কৃতবন্তো বয়ম্ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—[বরং বৃণীধ্বমিতি ভগবতা প্রোক্তমুত্তরয়িতুমাহ রূপমিত্যাদি] ভগবতা তু (অশেষৈশ্বর্য্যশালিনা ভবতা) ক্লিষ্টানাম্ (অবিদ্যাদিক্লেশনিগৃহীতানাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) এতৎ (প্রত্যক্ষতো দৃশ্যমানম্) অশেষক্লেশ-সংক্ষয়ম্ (অশেষাণাং সমগ্রাণাং ক্লেশানাং দুঃখানাম্ অবিদ্যাদোষাণাং দুঃখমূলভূতানাং বা সংক্ষয়ঃ বিনাশঃ যস্মাৎ তথাভূতং) রূপং (স্বরূপম্) আবিষ্কৃতং (প্রকাশিতম্) তু অন্যৎ (এতদপেক্ষয়া অপরং) কিং (কীদৃশম্) অনুকম্পিতম্ (অনুকম্পা দয়েতি যাবৎ, অনুকম্পিতমিতি ভাবে ক্তঃ) [অস্ত ইতি শেষঃ] ॥ ২৭

এতাবত্ত্বং হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ।
যদনুস্মর্য্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাভদ্রবন্ধন ॥ ২৮
যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ ॥ ২৯
অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে। প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ ॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্। ঐশ্বর্য্যশালী তুমি অবিদ্যাদি ক্লেশে উপদ্রুত আমাদিগের সম্মুখে যে অশেষ ক্লেশনিবর্ত্তক এই অপরূপ রূপ প্রকাশ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আর অধিক দয়াপ্রকাশ কিরূপে হইতে পারে? ( অতএব আমরা অন্য কোনও বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি না ) ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—যদুক্তং বরং বৃণীধ্বমিতি, তত্রানসি বিধায়াহুঃ—রূপমিতি। সমস্তানাং ক্লেশানাং সংক্ষয়ো যস্মাৎ। নঃ আবিষ্কৃতং প্রকটিতম্, অতোঽন্যৎ কিমনুকম্পিতম্ অনুকম্পা? ইয়মেবাস্মাকং পরমানুকম্পেত্যর্থঃ ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—অভদ্রবন্ধন। ( হে অমঙ্গলনাশন। ) দীনেষু ( দৈন্যযুক্তেষু, দাসেষু ) বৎসলৈঃ ( বাৎসল্যযুক্তৈঃ বিভুভিঃ ( প্রভুভিঃ ) এতাবত্ত্বং হি (এতাবদেব, ন তু অধিকমিতি ভাবঃ, এতাবত্ত্বমিত্যত্র ত্বপ্রত্যয়ার্থো ন বিবক্ষিতঃ) ভাব্যং ( কর্ত্তব্যম্ ) যৎ কালে ( স্বীয়সেবাদিসময়ে ) স্ববুদ্ধ্যা ( এতে মদীয়া ইতি জ্ঞানেন) অনুস্মর্য্যতে [ তথা হি যদি ত্বং স্বীয়সেবাদিসময়ে অস্মানাত্মীয়ান্ মন্যেথাস্তদেব নো বহুতরং ততো নান্যৎ কিমপি কাম্য মস্ত্যস্মাকমিতি ভাবঃ] ॥২৮

**মূলানুবাদ।**—হে অমঙ্গলনাশন ভগবন্। দীন দাসের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত প্রভুগণের এইটুকুই কর্ত্তব্য যে, তাহারা যখন প্রভুর সেবাদি কার্য্য করে, তখন তাহাদিগকে নিজের বলিয়া মনে করা। ( ভক্তভৃত্য এতদপেক্ষা অধিক কামনা করে না ) ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা।**—কুত ইত্যত আহুঃ। হে অভদ্রবন্ধন। অমঙ্গলনাশন-ত্বপ্রত্যয়োঽত্র ন বিবক্ষিতঃ, এতাবদেব দীনেষু বৎসলৈঃ প্রভুভির্ভাব্যং কার্য্যম্। কিং তৎ? তদাহ যদিতি। অস্মদীয়া এত ইতি বুদ্ধ্যা উচিতে কালে অনুস্মর্য্যত ইতি যৎ। ত্বয়া তু রূপমপি দর্শিতমিতি ভাবঃ ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—[ তে ভক্তাঃ ভৃত্যাঃ কুতো নৈতদধিকং কাময়ন্ত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যেনেত্যাদি] যেন (হেতুনা অনুস্মরণমাত্রকেণেত্যর্থঃ) ভূতানাং ( ভক্তানাং প্রাণিনাম্ ) উপশান্তিঃ ( সুখং, ভবতীতি শেষঃ ) [ কাম্যস্য সুখস্য তন্মাত্রকেণৈব লাভাৎ তৃপ্ততয়া নাপরং তে কাময়ন্ত ইতি ভাবঃ ] ক্ষুল্লকানাং ( ক্ষুদ্রাণাম্ ) অপি ঈহতাম্ (ইচ্ছতাং, সকামানামিত্যর্থঃ, ঈহতেঃ শতৃঙ্ প্রত্যয় আর্ষঃ ) অন্তর্হৃদয়ে (অন্তঃকরণান্তরে) অন্তর্হিতঃ ( অন্তর্য্যামিরূপেণ রহস্যবস্থিতঃ ভবান্ ) কস্মাৎ ( হেতোঃ ) নঃ ( অস্মাকম্) আশিষঃ (কামান্) ন বেদ (ন জানাতি) [ তথা হি অন্তর্য্যামিণঃ সকলান্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞভবতস্তব অস্মদন্তঃকরণবৃত্তেরপি প্রকাশেন কিমস্মাকং বরণীয়মিতি কথংবা পৃষ্টমিতিভাবঃ] ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—(যেহেতু) উক্ত অনুস্মরণ বশতঃই ভক্তপ্রাণিগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। হে ভগবন্। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও যাহা কামনা করিতেছি, তাহা তুমি কেন জানিতেছ না? কারণ তুমি সকলের অন্তর্য্যামিরূপে সকলেরই ত হৃদয়ের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আসন পরিগ্রহণ করিয়া রহিয়াছ ॥ ২৯

**শ্রীধরটীকা।**—যেনানুস্মরণেন স্মৃতানাং তেষাম্ উপশান্তিঃ সুখং ভবতি। কিঞ্চ ক্ষুল্লকানামপি ভূতানামন্তর্হৃদয়ে অন্তর্হিতঃ অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতো ভবান্ ঈহতামিচ্ছতাং ত্বদুপাসকানাং নোঽস্মাকম্ আশিষঃ কস্মাদ্ধেতোর্ন বেদ? জানাত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ।**—জগতঃ পতে ( হে ঈশ্বর!) অপবর্গগুরুঃ (অপবর্গস্য মোক্ষস্য গুরুঃ উপদেষ্টা মোক্ষমার্গপ্রদ-

বরং বৃণীমহেঽথাপি নাথ ত্বং পরতঃ পরাৎ।
ন হ্যন্তো ত্বদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে॥ ৩১
পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে।
ত্বদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি॥ ৩২

র্শক ইত্যর্থঃ) গতিঃ (আশ্রয়ভূতঃ, স্বতঃ পুরুষার্থভূতো বা) ভগবান্ (ঈশ্বরো ভবান্) যেষাম্ (অস্মাকং) প্রসন্নঃ (অনুগ্রহবান্ জাতঃ) [তেষাম্] অস্মাকং অসৌ এব (তব প্রসাদ এব) বরঃ (কাম্যো বিষয়ঃ, ন তু অন্যবিধোঽপি কশ্চিৎ ইতি ভাবঃ) ঈপ্সিতঃ (অভিলষিতঃ) [অস্তীতি শেষঃ] [তথা হি বয়ং ভবানেন দর্শনদানানুগ্রহেণৈব কৃতকৃত্যা জাতাস্তং কিমপরেণ বস্তুনা কৃতার্থানামস্মাকমিতি ভাবঃ]॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—হে জগদীশ্বর। তুমি মোক্ষমার্গের প্রদর্শক একমাত্র গতি, তুমি যে আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন দিয়াছ, ইহাতেই আমাদের অভীপ্সিত বর প্রদান করা হইয়াছে। (ইহা অপেক্ষা আমাদের আর কোনও বর প্রার্থনীয় নাই)॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—তথাপি বক্তব্যং চেৎ, তর্হি যেষামস্মাকং ভগবান্ প্রসন্নঃ, অসাবেব বরঃ। ভবৎপ্রসাদ এবাস্মাকমীপ্সিতো বর ইত্যর্থঃ। অপবর্গগুরুঃ মোক্ষমার্গপ্রদর্শকঃ। গতিঃ স্বতশ্চ পুরুষার্থভূতঃ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ।**—অথাপি (যদ্যপি কাম্যং নাবশিষ্যতে তথাপীত্যর্থঃ) হে নাথ। পরতঃ পরাৎ (পরাৎপরস্বরূপাৎ) ত্বং (ভবত্তঃ) বরং (কমপি কাম্যং বিষয়ং) বৃণীমহে (প্রার্থয়ামহে) যৎ (যস্মাৎ) বিভূতীনাং (তব ঐশ্বর্য্যাণাং) ন হি অন্তঃ (সীমা, বর্ত্তত ইতি শেষঃ) [তস্মাৎ] সঃ (তাদৃশস্ত্বম্) অনন্ত ইতি গীয়সে (কীর্ত্ত্যসে) [তব বিভূতীনামানন্ত্যেন যঃ কোঽপি বরস্ত্বয়া অবশ্যমেব দেয় ইতি প্রার্থ্যসে ইতি ভাবঃ]॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—হে নাথ। তথাপি পরাৎপররূপী তোমার নিকটে কোনও বর কামনা করিতেছি, যেহেতু তোমার ঐশ্বর্য্যের অন্ত বা সীমা নাই, এইজন্য তোমাকে মুনি-ঋষিগণ 'অনন্ত' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—যদ্যপ্যেবং তথাপি হে নাথ। ত্বং ত্বত্তঃ বরমেকং বৃণীমহে। কথম্ভূতাৎ? পরতঃ কারণাদপি পরাৎ। অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ। অতো যদ্যপি ত্বং দাতুং সমর্থঃ, ন চ দেয়ানাং ত্বদ্বিভূতীনামন্তোঽস্তি, যতোঽনন্তবিভূতিত্বাৎ অনন্ত ইতি গীয়সে॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**—[ভগবদ্ভক্তস্য ভগবতো লাভেন কৃতার্থতয়া বিষয়ান্তরকামনারাহিত্যে দৃষ্টান্তমুপন্যস্যতি—পারিজাত ইত্যাদিনা] সারঙ্গঃ (ভ্রমরঃ) পারিজাতে (পারিজাতপুষ্পে পারিজাতবৃক্ষে বা) অঞ্জসা (অনায়াসেন) লব্ধে (প্রাপ্তে সতি) অন্যৎ (পারিজাতাদপরং বৃক্ষপুষ্পাদিকং, মধুলোভেনেতি শেষঃ) ন সেবতে (ন আশ্রয়তি) [অতঃ] ত্বদঙ্ঘ্রিমূলং (তবচরণমূলং) সাক্ষাৎ আসাদ্য (প্রত্যক্ষতো লব্ধা) কিং কিং (তদিতরবস্তু) বৃণীমহি (প্রার্থয়েমহি) [তথা হি যথা সর্ব্বপুষ্পেষু শ্রেষ্ঠভূতং পারিজাতকুসুমং লব্ধা তত্রত্য মধুপানেন পরিতৃপ্তানাং ভ্রমরাণাং নান্যপুষ্পাদিবিষয়ে অভিলাষঃ, তথা সর্ব্ববিধানন্দহেতুষু পরমোৎকৃষ্টং ত্বচ্চরণং প্রত্যক্ষতো লব্ধা কৃতার্থানামস্মাকং নান্যবস্তুবিষয়ে অভিলাষ ইতি ভাবঃ]॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—ভ্রমর যদি অনায়াসে পারিজাত পুষ্প লাভ করে, তবে তাহার মধুদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া অপর নিকৃষ্ট পুষ্পাদির কামনা করে না, অতএব প্রত্যক্ষরূপে তোমার চরণমূল লাভ করিয়া আবার অন্য কি বস্তু কামনা করিব? (অর্থাৎ তোমার চরণ দর্শন করিয়া আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, অপর বিষয়ানন্দ তাহার শতাংশের একাংশও নহে, অতএব আমাদের আর কোনও কামনা করিবার বিষয় নাই)॥ ৩২

যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে॥ ৩৩
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ৩৪
যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্ব্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন॥ ৩৫
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ ন্যাসিনাং গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃপুনঃ॥ ৩৬

**শ্রীধরটীকা**।—তথাপি যথা সারঙ্গো ভ্রমরঃ পবিজাতে সুখেন লব্ধে সতি স্থলভমপ্যন্যৎ বৃক্ষান্তরং ন সেবতে, তথা বয়মপি সাক্ষাৎ ত্বদঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্য কিং কিং বৃণীমহি? ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। যদ্বা কিমপ্যন্যৎ তুচ্ছং কিমর্থং বৃণীমহি? যদ্বা যদি বৃণীমহি তর্হি কিং কিং বৃণীমহি? অনন্তত্বেন মনোরথানামনবস্থানাদিত্যর্থঃ॥ ৩২

**অন্বয়ঃ**।—[ বরং বৃণীমহেঽথাপীত্যনেন সূচিতং কাম্যান্তরং কথয়তি যাবত্তে ইত্যাদিনা ] যাবৎ ( যৎকাল-পর্য্যন্তম্ ) ইহ ( অস্মিন্ সংসারে ) তে ( তব ) মায়য়া ( শক্তিভূতয়া অবিদ্যয়া ) স্পৃষ্টাঃ ( ব্যাপ্তাঃ সন্তঃ ) কর্ম্মভিঃ ( সুকৃত-দুষ্কৃতৈঃ হেতুভিঃ) ভ্রমাম ( যাতায়াতে করিষ্যামঃ ) তাবৎ ( তৎকালপর্য্যন্তং ) ভবে ভবে (প্রতিজন্মনি) নঃ ( অস্মাকং ) ভবৎপ্রসঙ্গানাং ( ভবতি পরমেশ্বরে প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ আসক্তিঃ যেষাং তথাভূতানাং, ভবদেকনিষ্ঠানাং ভক্তানাম্ অথবা ভবৎপ্রসঙ্গানাং ভবতো নামকীর্ত্তনাদিরূপপ্রসঙ্গানামিত্যর্থঃ ) সঙ্গঃ ( সম্পর্কঃ ) স্যাৎ [ প্রতিজন্মনি যথা বয়ং ভগবদ্ভক্তানাং সঙ্গং লভেমহি ভবন্নামকীর্ত্তনাদিব্যাপৃতা বা নৈরন্তর্য্যেণ ভবেম তথা প্রসাদঃ ক্রিয়তা-মিতি ভাবঃ ]॥ ৩৩

**মূলানুবাদ**।—হে ভগবন্। যতকাল পর্য্যন্ত এই সংসারে তোমারই মায়ায় ব্যাপ্ত হইয়া সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মানুসারে যাতায়াত করিতে থাকিব, ততকাল পর্য্যন্ত প্রতি জন্মে যাহাতে আমাদিগের ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, অথবা তোমার নাম-কীর্ত্তনাদি কার্য্য করিতে পারি, এইরূপ বর দান কর॥ ৩৩

**শ্রীধরটীকা**।—অত এতাবদেব প্রার্থয়ামহে ইত্যাহুঃ যাবদিতি। স্পৃষ্টা ব্যাপ্তাঃ। ভবতি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যেষাং তেষাং সঙ্গোঽস্মাকং স্যাৎ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ**।—[ ভগবদ্ভক্তানাং সঙ্গলাভঃ সর্ব্বেষাং কাম্যানাং পরস্তাদিত্যাহ তুলয়াম ইত্যাদিনা ] ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবতি পরমেশ্বরে ভবতি সঙ্গিনঃ আসক্তিমন্তঃ, ভবদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ, তেষাং সঙ্গস্য সমাগমস্য) লবেনাপি ( লেশমাত্রকেণাপি ) স্বর্গং ( নিরবচ্ছিন্নসুখরূপতয়া প্রখ্যাতস্য স্বর্গস্য ভোগং ) ন তুলয়াম ( সমানং মন্যামহে ) অপুনর্ভবং ( মোক্ষঞ্চ ) ন [ তুলয়ামেতি শেষঃ ] মর্ত্ত্যানাং ( মর্ত্ত্যলোকবাসিনাম্ ) আশিষঃ (কাম্যবিষয়ান্) কিমুত, [ তথা দুঃখলেশেনাপি অস্পৃষ্টয়োঃ স্বর্গাপবর্গয়োরপি তদংশমাত্রতুল্যত্বাভাবাৎ দুঃখবহুলবৈষয়িকসুখস্য তত্তুল্যত্বং নাস্তীতি অনায়াসসিদ্ধমেবেতি এতৎপরিহারেণ তৎকামনা ন যুক্তেবেতি ভাবঃ ]॥ ৩৪

**মূলানুবাদ**।—তোমার প্রতি আসক্ত ভক্তগণের লেশমাত্র সঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মুক্তিকেও তুল্য মনে করি না, অতএব মর্ত্ত্যবাসী ব্যক্তিগণের কাম্য সুখ-সম্পদের আর কথা কি?॥ ৩৪

**শ্রীধরটীকা**।—ননু রাজ্যভোগান্ স্বর্গাপবর্গৌ চ বিহায় কিমিদং প্রার্থ্যতে? তত্রাহুঃ তুলয়ামেতি। ভগ-বৎসঙ্গিনাং সঙ্গস্য লবেনাপি॥ ৩৪

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥ ৩৭
বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।**—[ ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য স্বর্গাপবর্গাভ্যামপি উপাদেয়তবত্বমাহ যত্রেড্যন্ত ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ ] যত্র (যেষু ভক্তেষু) মৃষ্টাঃ (বিশুদ্ধাঃ) কথাঃ (ভগবদ্বার্ত্তাঃ) ঈড্যন্তে (স্তূয়ন্তে) যতঃ (যাভ্যঃ কথাভ্যঃ) তৃষ্ণায়াঃ (সর্ব্ববিধবাসনায়াঃ) প্রশমঃ (উপশান্তিঃ, ভবতীতি শেষঃ) যত্র (যস্মিন্ তৃষ্ণাভাবে সতি, যেষু ভক্তেষু ইতি বা) ভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) নির্বৈরং (বৈরাভাবঃ) যত্র কশ্চন উদ্বেগঃ (ভয়ং) ন [ অস্তীতি শেষঃ ] যত্র (যেষু) ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিনাং) গতিঃ (আশ্রয়ভূতঃ) ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ) মুক্তসঙ্গৈঃ (সংসার-বাসনারহিতৈঃ) সৎকথাসু পুনঃ পুনঃ প্রস্তূয়তে (কীর্ত্ত্যতে) তীর্থানাং (তীর্থস্থানানামপি) পাবনেচ্ছয়া (পবিত্রতা সম্পাদনকাম্যয়া) পদ্ভ্যাং বিচরতাং (তত্র তত্র তীর্থেষু বিহরতাং) তেষাং তাবকানাং (ত্বৎসম্বন্ধিনাং ভক্তানাং) সমাগমঃ (সঙ্গঃ) ভীতস্য (সংসারাদ্ ভীতস্য, ভীতায় ইত্যত্র ভীতস্যেত্যার্ষম্) কিং (কথং) ন রোচেত (রুচিকরঃ ন স্যাৎ) [ তথা হি স্বর্গে অপবর্গে বা তথা তথা সমুৎকর্ষাভাবাৎ তাদৃশোৎকর্ষবান্ তব ভক্তানাং সমাগমঃ ততোঽপি উৎকৃষ্ট ইতি স এব কাম্যতে ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩৫—৩৭

**মূলানুবাদ।**—যে-ভক্তগণের নিকট তোমার ঈদৃশ বিশুদ্ধ কথা উদ্‌ঘোষিত হয়, যাহা হইতে তৃষ্ণার প্রশমন হয়, যে-ভক্তগণ কোনও প্রাণীর প্রতি বৈরভাব পোষণ করেন না, যাঁহাদের অন্যের নিকট হইতেও কোনও ভয় নাই, যাঁহাদিগের নিকট সন্ন্যাসিজনের একমাত্র গতি ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ সৎকথাপ্রসঙ্গে নিষ্কামভাবে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হ'ন, তীর্থসমূহের পবিত্রতাসম্পাদনেচ্ছায় যাঁহারা চরণ দ্বারা তীর্থে তীর্থে বিচরণ করেন, তোমার তাদৃশ ভক্তগণের সহিত সমাগম সংসারভীত মাদৃশ জীবের পক্ষে প্রীতিকর হইবে না কেন? (অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গে ঐ সকল উৎকৃষ্ট বস্তু নাই, তোমার ভক্তের সমাগমে আছে, অতএব স্বর্গ ও অপবর্গ অপেক্ষা উহাই আমাদের প্রিয়) ॥ ৩৫—৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—সৎসঙ্গস্য শ্রৈষ্ঠ্যং প্রপঞ্চয়তি যত্রেতি ত্রিভিঃ। যত্র যেষু। যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ। নির্ব্বৈরং বৈরাভাবঃ। উদ্বেগো ভয়ম্ ॥ ৩৫।৩৬ ॥ পদ্ভ্যাং পাবনেচ্ছয়া। সংসারাদ্ভীতস্য ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ ভগবদ্ভক্তোত্তমস্য শিবস্য সাক্ষাৎকারেণ জ্ঞাতেনৈব ইদানীং স্বেষাং ভগবল্লাভমুপন্যস্য ভক্তসঙ্গস্য সার্থক্যং প্রতিপাদয়তি বয়ন্ত্বিত্যাদিনা ] প্রিয়স্য (তব নিতরাং প্রীতিভাজনস্য) সখ্যুঃ ভবস্য (শিবস্য) ক্ষণসঙ্গমেন (ক্ষণকালমপি সমাগমেন, তপস্যায়া উপক্রম ইতি শেষঃ) ভগবান্ (পরমেশ্বরো ভবান্) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষঃ, অস্মাকমিতি শেষঃ) [ অতঃ ভগবদ্ভক্তসমাগমস্য ফলং বয়ং প্রত্যক্ষত এবানুভবাম ইতি ভাবঃ ] বয়ন্তু সুদুশ্চিকিৎস্যস্য (অতিশয়েন দুঃখেন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যস্য, অসাধ্যস্যেত্যর্থঃ) ভবস্য (জন্মনঃ) মৃত্যোঃ (মরণস্য চ) ভিষক্তমং (বৈদ্যপ্রধানং) গতিং (প্রতীকারোপায়ভূতং) ত্বা (ভবন্তম্ ভগবন্তম্) অদ্য গতিং (শরণং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) স্ম। [ তথা হি ত্বামাশ্রিত্যৈবাদ্য বয়ং জন্মমৃত্যুপরিহারং কর্ত্তুমিচ্ছামঃ নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ৩৮

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! তোমার প্রিয়ভক্ত মহাদেবের ক্ষণকালমাত্র সমাগমহেতুই তুমি আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ, (অতএব তোমার ভক্তের সহিত সমাগমের ফল আমরা প্রত্যক্ষই পাইয়াছি,) সম্প্রতি আমরা অসাধ্য জন্ম ও মৃত্যুরূপ ব্যাধির একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ বৈদ্যপ্রধান তোমাকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩৮

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥ ৩৯
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥ ৪০
মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ যেঽন্যে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—সংসঙ্গমাত্রমভিবেদয়ন্তি ভূতমিত্যাহুঃ বরস্থিতি। তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং তাং গতিং প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—[ অস্মাভির্যদ্যৎ কৃতং পুণ্যং কর্ম্ম তত্তদেব পরিতোষণার্থং ভবতু ইতি প্রার্থয়ন্তি—যন্ন ইত্যাদিনা ] হে ঈশ! নঃ ( অস্মাকং ) যৎ স্বধীতং ( সুষ্ঠু বেদাধ্যয়নং ) সদা (সর্ব্বদা) অনুবৃত্ত্যা (ছন্দানুবর্ত্তনেন) গুরবঃ বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ( জ্ঞানাধিকাশ্চ ) প্রসাদিতাঃ ( সন্তোষিতাঃ ) আর্য্যাঃ ( ভক্ত্যধিকাঃ জনাঃ ) সুহৃদঃ ( বান্ধবাঃ ) ভ্রাতরশ্চ ( সোদরাদয়শ্চ ) নতাঃ ( নমস্কৃতাঃ, নমস্কারেণ প্রসাদিতা ইত্যর্থঃ) [তথা] সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) অনসূয়য়া এব ( অসূয়ারাহিত্যেনৈব ) [ প্রসাদিতানীতি শেষঃ] [তথা] অদভ্রং ( প্রভূতং ) কালং [ব্যাপ্য] নিরন্ধসাম্ ( অন্নোপযোগরহিতানাং, নিরশনানামিতি ভাবঃ ) নঃ ( অস্মাকম্ ) অপ্সু ( সমুদ্রে ) যৎ এতৎ তপঃ সুতপ্তং ( যথাবিহিতমাচরিতং ) তদেতৎ সর্ব্বং ( পূর্ব্বোক্তং সকলং ) ভূম্নঃ পুরুষস্য ( ব্রহ্মস্বরূপস্য ) তে পরিতোষণায় [ ভবতু ইতি বরং বৃণীমহে ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩৯। ৪০

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! আমরা যে উত্তমরূপে বেদাদির অধ্যয়ন করিয়াছি, গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধগণের নিরন্তর ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া যে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়াছি, অধিকভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতৃগণের নিকট নত হইয়া যে তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি, সকল প্রাণিগণের প্রতি অসূয়া বর্জ্জন করিয়া যে তাহাদিগের সন্তোষ জন্মাইয়াছি এবং এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ অনশনে থাকিয়া যে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি, এই সকলই ভূমা পরমপুরুষ তোমার পরিতুষ্টিসম্পাদনের জন্য হউক, ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ৩৯। ৪০

শ্রীধরটীকা।—বরান্তরং বৃণুতে যন্ন ইতি দ্বাভ্যাম্। নতাঃ নমস্কৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ নিরন্ধসাং নিরন্নানাম্। অদভ্রং বহুকালম্। তে পরিতোষণায় ভবত্বিতি বৃণীমহে ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—[ অজ্ঞানামপ্যস্মাকং ত্বৎস্তুতির্নানুচিতেত্যাহ—মনুরিত্যাদিনা ] মনুঃ স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) ভগবান্ ভবশ্চ ( শঙ্করশ্চ ) [ তথা ] তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ( তপসা জ্ঞানেন চ বিশুদ্ধং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণসত্ত্বং যেষাং তে ) যে অন্যে ( তদ্ভিন্নাঃ মহাজনাঃ ) তে যন্মহিম্নঃ ( যস্য তব মাহাত্ম্যস্য ) অদৃষ্টপারাঃ ( অনধিগতসীমানোঽপি ) স্তুবন্তি ( স্তুতিং কুর্ব্বন্তি, যথাজ্ঞানমিতি শেষঃ ) অথো ( অত এব ) ত্বা ( ভবন্তম্ ) আত্মসমং ( স্বীয়শক্ত্যনুরূপং ) গৃণীমঃ ( স্তুমঃ, বয়মিতি শেষঃ ) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—মনু, ব্রহ্মা, ভগবান্ শঙ্কর এবং তপস্যা ও জ্ঞান দ্বারা নির্ম্মলান্তঃকরণ অপর যোগি-ঋষিগণ যে তোমার মহিমার সীমা না পাইয়াও তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, অতএব আমরাও নিজ শক্তির অনুরূপ ভাবে তোমার স্তুতি করিতেছি ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—অজ্ঞানামপ্যস্মাকং ত্বৎস্তুতির্নানুচিতেত্যাহুঃ মনুরিতি। যস্য তব মহিম্নো ন দৃষ্টং পারং যৈস্তেঽপি ত্বাম্ আত্মসমং স্বমত্যনুরূপং যথা স্তুবন্তি, অথো। অতঃ বয়মপি গৃণীমঃ ॥ ৪১

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ। বাসুদেবায় সত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—[ অথ স্তুত্যা উপসংহরতি নম ইত্যাদিনা ] সমায় ( সর্ব্বত্র তুল্যরূপায় ) শুদ্ধায় (অসঙ্গায়) পরায় পুরুষায় চ ( পরমপুরুষস্বরূপায় ইত্যর্থঃ ) নমঃ। বাসুদেবায় ( বসুদেবসুতায় ) ভগবতে সত্বায় ( শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তয়ে ) তুভ্যং নমঃ ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—সর্ব্বত্র তুল্যভাবাপন্ন অসঙ্গ পরমপুরুষ তোমাকে নমস্কার, বসুদেবনন্দনরূপী ভগবান্ শুদ্ধসত্বরূপী তোমাকে নমস্কার। ( হে ভগবন্! ইহা অপেক্ষা আর আমরা তোমার স্বরূপ জানি না, অতএব ইহাতেই তুমি তুষ্ট হও ) ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—সত্বমূর্ত্তয়ে বাসুদেবায় ॥ ৪২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীনারায়ণ প্রচেতাগণকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ বরের কথা জানাইলেন, কিন্তু প্রচেতাগণ পার্থিব বিষয়ে বরের কথা একবারও ভাবিলেন না, তাঁহারা যে ভগবান নারায়ণের আনিন্দ্য-সুন্দর সুদুর্ল্লভ অষ্টভুজ মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহাদের হৃদয় হইতে তামসিক ও রাজসিক সর্ব্বপ্রকার অপকৃষ্ট ভাবগুলি তিরোহিত হইল, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ লাভের একমাত্র প্রধান উপায় শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া তাঁহাদের আর অন্য কোনও সুখের কামনা অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। তাই ভক্তিগদ্‌গদভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! জগতে যত প্রকার ক্লেশ আছে, যাহাকে দার্শনিকগণ অবিদ্যা, অস্মিতাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, তুমি সে সকলের একমাত্র বিনাশক, তোমার করুণায় জীব অনায়াসে সেই সংসারের মূলীভূত পঞ্চবিধ উৎকট ক্লেশ পরিহার করিয়া অন্তঃকরণের নির্ম্মল ভাব লাভ করিয়া থাকে। তোমার অসীম গুণ বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং সাধারণ জীব তোমার নাম ও গুণের মহিমা কি বুঝিবে? তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, বহিরিন্দ্রিয়ের আর কথা কি? কাহারও স্তুতি করিতে হইলে যাঁহার স্তব করিতে হইবে, তাঁহার নাম ও গুণ জানা আবশ্যক বটে, কিন্তু মূঢ় জীব আমরা তোমার নাম ও গুণ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ নহি, এইজন্য স্তব করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। হে ভগবন্! তুমি স্তবের অতীত, অবাঙ্‌মনসগোচর, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত পরব্রহ্ম বস্তু, তোমার স্তব করিতে ইচ্ছা হইলেও আমরা কিরূপে সেই ইচ্ছা সার্থক করিতে পারি? হে শান্ত! হে শুদ্ধ! এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মময় হইলেও ভ্রান্ত জীব মায়ার প্রভাবে ঘটপটাদি নানা বস্তুরূপে ভ্রম করিয়া থাকে। এই দ্বৈতভাব জগতে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কারণ তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিস্বরূপ মায়া ইন্দ্রজালের ন্যায় বার্থই নানাবস্তু জীবের দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকে। তোমার প্রতি নির্ম্মল ভক্তির উৎপত্তি হইলে জীব তোমাকে যখন সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে, তখনই তাহার সেই মায়ার উচ্ছেদ হয়—তখন আর জীবের বন্ধন থাকে না—তখনই তুমি সংসারের কর্ষণ করিয়া নিজ 'কৃষ্ণ' নামের সার্থক্য প্রতিপাদন করিয়া থাক। হে বিশুদ্ধসত্বরূপিন্ ভগবন্! তোমার স্বরূপ অন্তরে প্রতিভাত করিতে পারিলেই জীবের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সত্বালোক জাগরিত হয়, অতএব তোমার অসীম শক্তি মনীষিগণকে তোমার চরণপ্রান্তে স্বতঃই অবনত করিয়া দেয়। হে কমলনাভ! তোমার নাভি হইতে যে অলৌকিক পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেই ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদোপদেশে জগৎকে পুণ্যপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তুমি আদিস্রষ্টা ব্রহ্মারও আদি, তোমার আদি কে নির্দ্ধারণ করিবে? হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান-ভূমি, অক্ষম জীব নিজশক্তিবলে জগতে কখনই অবস্থান করিতে পারিত না—যদি তুমি তাহার অধিষ্ঠানরূপে তাহাকে আশ্রয় না দিতে। সৃষ্টির আদিতে এই জগৎ সূক্ষ্মভাবে তোমাতে বর্ত্তমান থাকিয়া ক্ষণকালমাত্র মায়ার প্রভাবে প্রকটিত

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতোভিরভিষ্টুতো হরিঃ প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ।
অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুষাং যযৌ স্বধামানপবর্গবীর্য্যঃ॥ ৪৩

হয়, আবার কল্পান্তে তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। হে বিশ্বম্ভর। তোমার বিশ্বধারিণী শক্তিই জগতকে সর্ব্বদা আত্মাতে বর্ত্তমান রাখিয়াছে। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ; তোমাতেই মায়াপ্রভাবে সকল প্রাণী অধ্যস্ত, কাজেই এরূপেও তুমি সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠান। তুমি সাক্ষী বা অধ্যক্ষ, অর্থাৎ তোমার চৈতন্যস্বরূপ-সংসর্গেই প্রাণীদিগের ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তির উন্মেষ হয়। হে সাক্ষিরূপিন্। অন্তঃকরণ দ্বারা জীব সুখ-দুঃখাদি যত কিছু ভোগ করে, তাহা তুমিই সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতিভাসিত করিয়া থাক। তোমার বস্তুতঃ সুখ নাই, দুঃখ নাই, তুমি উদাসীন, জ্ঞানস্বরূপ, নির্গুণ ও আত্মস্বরূপ। হে ভগবন্! তুমি আজ কৃপাবশে আমাদের নিকট যে মধুর মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছ—যোগিজনদুর্লভ অষ্টভুজ মূর্ত্তি আমাদের নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছ—ইহা অপেক্ষা যে অধিক করুণা প্রকাশ হইতে পারে, আমাদের সে ধারণা নাই। ঐ রূপ দেখিয়াই আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, তবে এই মাত্র তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে—তুমি আমাদিগকে চিরকাল নিজের বলিয়া মনে করিও; হে প্রভু। দীন ভক্তগণের আর অন্য কোনও কামনা নাই। তুমি সকল জীবের অন্তর্য্যামী, অতএব আমরা যে তোমার করুণা ব্যতীত অন্য কিছু চাহিব না, তাহা ত তুমি স্বয়ংই জানিতেছ, তবে আর বিশেষ করিয়া উহা আমাদের বলিয়া দিতে হইবে কেন? আমরা চিরকাল তোমার পরমভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া যাহাতে তোমাকেই নিরন্তর লাভ করিতে পারি, তুমি তাহাই কর; আমরা তাহা ছাড়া স্বর্গ বা মুক্তি কিছুই প্রার্থনা করি না, সে সকলই আমাদের নিকট অতিতুচ্ছ মনে হইতেছে। তোমার ভক্ত ভগবান্ রুদ্রের সহিত যে আমরা ক্ষণকাল মিলিত হইয়া তদীয় উপদেশানুসারে তোমার ধ্যান করিয়া অনায়াসে তোমাকে লাভ করিয়াছি, ইহাতেই আমরা তোমার ভক্তের সহিত সমাগমের ফল সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি। হে ভগবন্। তোমাকে লাভ করিলে আর জীবের ভববন্ধন থাকে না, অতএব তোমাকে লাভ করিয়া আমরা আজ তোমারই শরণাগত। এ যাবৎ কাল আমরা যে সকল পুণ্য কার্য্য করিয়াছি, তাহা তোমারই সন্তোষসম্পাদনের জন্য হউক, সে কার্য্যগুলি আমাদের সার্থক হইয়াছে, সকল পুণ্য কার্য্য তোমার দর্শন-ফল দান করিয়া নিঃশেষরূপে সাফল্যের আলোকমণ্ডিত হইয়াছে। তোমার অপার মহিমা। এমন কাহার শক্তি যে, তাহা কীর্ত্তন করে? মনু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর পর্য্যন্তও তোমার মহিমা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা যেমন নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পরাঙ্মুখ হ'ন নাই, আমরাও সেইরূপ নিজ জ্ঞানানুসারে তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি; অতএব আমাদের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর। হে ভগবন্। তোমাকে আর কি বলিব, বলিবার মত ভাষা নাই; তুমি ত সকলের পক্ষে তুল্যরূপ, অতএব ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদিকে যেমন তুমি ধৃষ্ট বলিয়া উপেক্ষা কর নাই, আমাদিগকেও তদ্রূপ উপেক্ষা করিও না, নিজজন বলিয়া পাদমূলে স্থান দাও। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ পরমপুরুষ ভগবন্! আমরা তোমারই ভক্ত; তোমার চরণপ্রান্তই আমাদের আশ্রয়! হে সর্ব্বার্থকল্পদ্রুম। তোমাকে নমস্কার। এই বলিয়া প্রচেতাগণ বিরত হইলেন॥ ২১—৪২

অন্বয়ঃ।—[ অথ হরেঃ প্রচেতাভিরভিষ্টুতস্য প্রীতস্য স্বধামগমনমাহ ইতীত্যাদিনা ] ইতি ( উক্তরূপেণ ) প্রচেতোভিঃ অভিষ্টুতঃ ( স্তুত্যা আরাধিতঃ ) শরণ্যবৎসলঃ ( শরণ্যেষু শরণাগতেষু বৎসলঃ স্নেহযুক্তঃ ) হরিঃ প্রীতঃ [সন্] তথা ( যথা ভবদ্ভিঃ প্রার্থিতং তৎ তথা অস্তু ) ইতি আহ। [তথা] অনপবর্গবীর্য্যঃ ( অনপবর্গম্ অকুণ্ঠিতং বীর্য্যং

অথ নির্য্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্ দ্রুমৈশ্ছন্নাং গাং গাং রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৪৪

ততোহগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা। মহীং নির্ব্বীরুধং কর্ত্তুং সংবর্ত্তক ইবাত্যয়ে ॥ ৪৫

ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণাংস্তান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য পিতামহঃ।
আগতঃ শময়ামাস পুত্রান্ বর্হিষ্মতো নয়ৈঃ ॥ ৪৬

প্রভাবঃ যস্য তথাভূতঃ, অপ্রতিহতপ্রভাব ইত্যর্থঃ, স হরিঃ) অতৃপ্তচক্ষুষাং (ন তৃপ্তং ভগবতো রূপদর্শনেন স্বল্পকালিকেন তৃপ্তিমপ্রাপ্তং চক্ষুঃ যেষাং তথাভূতানাম্, অতঃপরমপি দর্শনেচ্ছামনুবর্ত্তমানানামিত্যর্থঃ) যানম্ (অপসরণম্ অন্তর্ধানমিত্যর্থঃ) অনিচ্ছতাম্ [অপি] [তেষাং প্রচেতসাং, অনাদরে ষষ্ঠী] স্বধাম (স্বীয়ং পুরং বৈকুণ্ঠং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৪৩

**মূলানুবাদ**।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ঐরূপে প্রচেতাগণ শরণাগতবৎসল ভগবান্ নারায়ণের স্তব করায় তিনি পরিতুষ্ট হইয়া 'তাহাই হউক' (অর্থাৎ তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই পূর্ণ হইবে) এই কথা বলিলেন এবং অল্পকালমাত্র শ্রীভগবানের মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহারা অতৃপ্ত থাকায় ভগবানের অন্তর্ধান অনুমোদন না করিলেও অকুণ্ঠিতপ্রভাব শ্রীভগবান্ নিজধামে গমন করিলেন ॥ ৪৩

**শ্রীধরটীকা**।—যানং স্বপ্রয়াণমনিচ্ছতামপি সতাং স্বধাম যযৌ, ভক্তহৃদয়ং বিবেশ। অনপবর্গবীর্য্যঃ অকুণ্ঠিতপ্রভাবঃ ॥ ৪৩

**অন্বয়ঃ**।—অথ (হরেঃ স্বধামপ্রস্থানানন্তরং) প্রচেতসঃ উদন্বঃ (সমুদ্রস্য) সলিলাৎ নির্য্যায় (নির্গত্য) গাং (পৃথিবীং) গাং (স্বর্গং) রোদ্ধুমিব (আক্রমিতুমিব) উচ্ছ্রিতৈঃ (উদ্গতৈঃ) দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ) ছন্নাম্ (আচ্ছন্নাং) বীক্ষ্য অকুপ্যন্ [তদা কিল রাজ্ঞঃ প্রাচীনবর্হিষঃ প্রব্রজ্যাবলম্বনাৎ সংস্কারকর্ষণাদ্যভাবেন ভূমিস্তথাত্বং গতবতীতি ভাবঃ] ॥ ৪৪

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর প্রচেতাগণ সমুদ্রের জল হইতে উঠিয়া পৃথিবীকে বৃক্ষাচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন, ঐ বৃক্ষগুলি যেন স্বর্গকে রুদ্ধ করিবার জন্যই মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। উহা দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৪৪

**শ্রীধরটীকা**।—উদন্বতঃ সিন্ধোঃ সলিলাৎ নির্য্যায় নির্গত্য, গাং স্বর্গং রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ দ্রুমৈঃ গাং মহীং ছন্নাং বীক্ষ্য দ্রুমেভ্যোহকুপ্যন্। তদা হি প্রাচীনবর্হিষঃ প্রব্রজিতত্বাৎ অরাজকে কর্ষণাদ্যভাবাৎ দ্রুমৈর্ভূমিশ্ছন্নাভূৎ ॥ ৪৪

**অন্বয়ঃ**।—হে রাজন্। (জিতকোপত্বাৎ ভক্ত্যা বিরাজমান হে বিদুর।) ততঃ (তদনন্তরম্) অত্যয়ে (প্রলয়কালে) সংবর্ত্তক ইব (কালাগ্নিরুদ্র ইব) মহীং নির্বীরুধং (নিঃ নিরস্তাঃ বীরুধাঃ লতা অপি যস্যাঃ তথাভূতাং, লতাদিভিরপি শূন্যাং) কর্ত্তুং রুষা (ক্রোধেন) মুখতঃ (মুখাৎ) অগ্নিমারুতৌ (অগ্নিং বায়ুঞ্চ) অমুঞ্চন্ [যথা মুখনিঃসৃষ্টঃ অগ্নিঃ মুখনিঃসৃষ্টবায়ুসাহচর্য্যেণ সর্ব্বং দ্রুমাদিকং দগ্ধ্বা মহীমিমাং জনবাসাদ্যাচিতাং বিদধ্যাৎ ইতি ভাবঃ] ॥ ৪৫

**মূলানুবাদ**।—হে বিদুর! প্রলয়কালে কালাগ্নিরুদ্রের ন্যায় প্রচেতাগণ পৃথিবীকে লতাদিশূন্য করিবার জন্য ক্রোধে মুখ হইতে অগ্নি ও বায়ু এই উভয়ের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৫

**শ্রীধরটীকা**—নিরস্তা বীরুধোঽপি যস্যাস্তথাভূতাং কর্ত্তুম্। সংবর্ত্তকঃ কালাগ্নিরুদ্রঃ। অত্যয়ে প্রলয়ে ॥ ৪৫

তত্রাবশিষ্টা যে বৃক্ষা ভীতা দুহিতরং তদা। উজ্জহ্রুস্তে প্রচেতোভ্য উপদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৭
তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপয়েমিরে। যস্যাং মহদবজ্ঞানাদজন্যজনযোনিজঃ ॥ ৪৮
চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥ ৪৯

**অন্বয়ঃ**।—[অথ তাভ্যামগ্নিবায়ুভ্যাং ক্রমাদিষু দহ্যমানেষু ব্রহ্মণা উপশমনমাহ ভস্মসাদিত্যাদিনা] [অথ] তান্ দ্রুমান্ (বৃক্ষান্) ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণান্ (মুখপ্রসূতেনাগ্নিনা দহ্যমানান্) বীক্ষ্য পিতামহঃ (ব্রহ্মা) আগতঃ [সন্] নয়ৈঃ (যুক্তিভিঃ, দাহোপশমনোপপত্তিভিরিত্যর্থঃ) বর্হিষ্মতঃ (প্রাচীনবর্হিষঃ) পুত্রান্ (প্রচেতসঃ) শময়ামাস (শমং লম্ভয়ামাস, যথা তে ক্রমদাহনমুপশময়েযুরিতি ভাবঃ) ॥ ৪৬

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর সেই বৃক্ষগুলিকে ভস্মসাৎ করিতে দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুক্তি দ্বারা প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে শান্ত করিলেন ॥ ৪৬

**অন্বয়ঃ**।—তদা (তস্মিন্ কালে) তত্র যে ভীতাঃ (স্বদাহাদ্ ভয়ং প্রাপ্তাঃ) বৃক্ষাঃ অবশিষ্টাঃ [আসন] [তে] স্বয়ম্ভুবা (ব্রহ্মণা) উপদিষ্টাঃ (আদিষ্টাঃ) প্রচেতোভ্যঃ (প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রেভ্যঃ) দুহিতরং (পূর্ব্বোক্তাং কণ্ডুনা প্রম্লোচায়ামুৎপাদিতাং বৃক্ষেষু পরিত্যক্তাং কন্যাম্) উজ্জহ্রুঃ (উপহাররূপেণ দদুঃ) ॥ ৪৭

**মূলানুবাদ**।—তখন সেইস্থানে দাহভীত যে সকল বৃক্ষ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ব্রহ্মার উপদেশে দুহিতা বার্ক্ষীকে (যে-কন্যা কণ্ডুর ঔরসে প্রম্লোচার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল) প্রচেতাগণের নিকটে উপহার রূপে দান করিল ॥ ৪৭

**শ্রীধরটীকা**।—নয়ৈর্যুক্তিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ উজ্জহ্রুঃ সমর্পয়ামাসুঃ ॥ ৪৭

**অন্বয়ঃ**।—তে চ (প্রচেতসঃ) ব্রহ্মণঃ আদেশাৎ (হেতোঃ) মারিষাং (বার্ক্ষীম্) উপয়েমিরে (পরিণীতবন্তঃ) অজনযোনিজঃ (অজনযোনিঃ ব্রহ্মা তস্মাৎ জাতঃ ব্রহ্মণো মানসপুত্রঃ দক্ষঃ) মহদবজ্ঞানাৎ (মহতঃ মহাদেবস্য অবজ্ঞানাৎ শিবহীনযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানেন অনাদরাৎ হেতোঃ) যস্যাং (বার্ক্ষ্যাং প্রচেতসাং সহধর্ম্মিণ্যাম্) অজনি (সমুৎপন্নঃ) ॥ ৪৮

**মূলানুবাদ**।—সেই প্রচেতাগণও ব্রহ্মার আদেশক্রমে মারিষা বার্ক্ষীকে বিবাহ করিলেন—যে বার্ক্ষীর গর্ভে ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ মহাদেবের অবজ্ঞা হেতু জন্মলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮

**শ্রীধরটীকা**।—মারিষাং বার্ক্ষীম্। অজনযোনির্ব্রহ্মা, তস্মাজ্জাতো দক্ষঃ। মহতঃ শ্রীমহাদেবস্যাবজ্ঞানাৎ পূর্ব্বমজনযোনিজঃ ব্রহ্মপুত্রোঽপি সন্ ক্ষত্রিয়জাতৌ যস্যামজনি জাতঃ ॥ ৪৮

**অন্বয়ঃ**।—[অথ পুনঃ শিবস্য ভক্ত্যা স্বীয়ৈশ্বর্য্যমবাপেত্যাহ চাক্ষুষেত্বন্তর ইত্যাদিনা] [অথ] চাক্ষুষে অন্তরে তু (চাক্ষুষমন্বন্তরাখ্যষষ্ঠমন্বন্তরে পঞ্চমমন্বন্তরাবসান ইত্যর্থঃ) প্রাপ্তে (উপস্থিতে) প্রাক্‌সর্গে (পূর্ব্বসৃষ্টৌ, দক্ষস্য পূর্ব্বদেহে বা) কালবিদ্রুতে (কালেন বিদ্রুতে বিনষ্টে সতীত্যর্থঃ) যঃ সঃ দক্ষঃ দৈবচোদিতঃ (দৈবেন ঈশ্বরেণ চোদিতঃ প্রেরিতঃ আদিষ্ট ইতি যাবৎ সন্) ইষ্টাঃ প্রজাঃ সসর্জ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৪৯

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর যখন পঞ্চম মন্বন্তরের অবসানে চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইল, তখন সেই দক্ষ প্রজাপতি ঈশ্বরপ্রেরণায় অভীষ্ট প্রজা সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৯

**শ্রীধরটীকা**।—প্রাক্‌সর্গে পূর্ব্বদেহে কালেন বিদ্রুতে গতে দৈবেন ঈশ্বরেণ চোদিতঃ সন্ ইষ্টাঃ প্রজাঃ সসর্জ্জ, স দক্ষ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৯

যো জায়মানঃ সর্ব্বেষাং তেজস্তেজস্বিনাং রুচা।
স্বয়োপাদত্ত দাক্ষ্যাচ্চ কর্ম্মণাং দক্ষমব্রুবন্॥ ৫০
তং প্রজাসর্গরক্ষায়ামনাদিরভিষিচ্য চ।
যুযোজ যুযুজেঽন্যাংশ্চ স বৈ সর্ব্বপ্রজাপতীন্॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতসাং চরিতে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ।**—যঃ ( দক্ষঃ ) জায়মানঃ ( উৎপদ্যমানঃ সন্ ) স্বয়া ( নিজয়া ) রুচা ( তেজসা ) সর্ব্বেষাং তেজস্বিনাং ( তেজস্বানাং ) তেজঃ উপাদত্ত ( প্রচ্ছাদিতবান্, তস্য তেজসঃ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ) [ যং ] কর্ম্মণাং দাক্ষ্যাৎ চ ( নৈপুণ্যাৎ ) দক্ষম্ অব্রুবন্ [ জনা ইতি শেষঃ ]॥ ৫০

**মূলানুবাদ।**—যে-দক্ষ উৎপন্ন হইয়া নিজ তেজে সমগ্র তেজস্বিগণের তেজ প্রচ্ছাদিত করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মে দক্ষতাহেতু যাঁহাকে সকলে দক্ষ বলিত॥ ৫০

**শ্রীধরটীকা।**—স্বয়া রুচা প্রভয়া তেজ উপাদত্ত আচ্ছাদিতবান্। যঞ্চ কর্ম্মদাক্ষ্যাৎ দক্ষমব্রুবন্॥ ৫০

**অন্বয়ঃ।**—অনাদিঃ ( আদিরহিতঃ ) ব্রহ্মা তং ( দক্ষম্ ) অভিষিচ্য প্রজাসর্গরক্ষায়াং ( প্রজানাং সর্গে সৃষ্টৌ রক্ষায়াঞ্চ ) যুযোজ ( নিযুক্তবান্ ) স বৈ ( ব্রহ্মণা তথা নিযুক্তো দক্ষঃ ) অন্যান্ সর্ব্বপ্রজাপতীন্ ( তদ্ভিন্নান্ সকলান্ প্রজাপতীন্ ) যুযুজে॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—অনাদি ব্রহ্মা দক্ষকে অভিষেক করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি ও রক্ষাবিষয়ে নিযুক্ত করিলেন, সেই দক্ষই আবার অপরাপর প্রজাপতিদিগকে নিযুক্ত করিলেন॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—তমভিষিচ্য অনাদির্ব্রহ্মা প্রজাসর্গরক্ষায়াং যুযোজ। স চ দক্ষোঽন্যান্ মরীচ্যাদীন্ তত্তদ্ ব্যাপারেষু নিযুক্তবান্॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—প্রচেতাগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ ‘তথাস্তু’ বলিয়া যখন স্বধামে গমন করিলেন, তখন প্রচেতাগণ তপস্যার সিদ্ধিলাভ করিয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন—চারিদিকে বৃক্ষলতা-গুল্মাদি দ্বারা পৃথিবী এমনই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে যে এমন স্থান নাই, যাহাতে রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, অথচ শ্রীভগবানের আদেশে রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। আবার বৃক্ষগুলির শির উপরিভাগে এত উন্নত হইয়াছে যে, তাহারা যেন স্বর্গকেও রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে, অতএব মনুষ্যগণ ইহলোকে অথবা পরলোকে কোথাও থাকিবার সুযোগ পাইবে না। এই চিন্তা করিয়া প্রচেতাগণ বৃক্ষগণের প্রতি কুপিত হইয়া তপঃপ্রভাবে নিজ মুখ হইতে অগ্নি ও বায়ুর সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষগুলিকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা দেখিলেন—সর্ব্বনাশ। যদি এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলা হয়, তবে আমার সৃষ্টির মহাক্ষতি হইবে, কারণ বৃক্ষও ফলাদি দ্বারা আমার সৃষ্টির মহোপকার সাধন করিয়া থাকে, কেননা বৃক্ষলতাগুল্ম হইতে কত ঔষধি উৎপন্ন হইয়া

করিয়া সৃষ্টির পরমোপকার সাধন করে, অতএব প্রচেতাগণের কোপ শান্তি করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকট আসিয়া নানাবিধ যুক্তির উপস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের ক্রোধের শান্তি করিলেন এবং অবশিষ্ট বৃক্ষগণ তখন ব্রহ্মারই আদেশে কণ্ডুর ঔরসজাত প্রম্লোচার গর্ভে উৎপন্ন বার্ক্ষী কন্যাকে তাঁহাদের নিকট উপহার দিলে প্রচেতাগণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন ও শ্রীহরির আদেশে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এক বার্ক্ষীকেই পত্নী করিয়া লইলেন। পরে তাঁহার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। দক্ষের সেই দেহ কালবশে বিনষ্ট হইলে তিনি আবার নিজ বিভূতি লাভ করেন ও সকল প্রজাপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ও অপরাপর প্রজাপতিগণকে তিনিই সৃষ্টি-কার্য্যে যথাযোগ্যরূপে নিযুক্ত করেন। হে বিদুর। এইরূপে প্রচেতাগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, এখন তুমি নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ হইয়াছ ॥ ৪৩—৫১

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-
প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম
তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০

———

# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

## একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তত উৎপন্নবিজ্ঞানা আশ্বধোক্ষজভাষিতম্। স্মরন্ত আত্মজে ভার্য্যাং বিসৃজ্য প্রাব্রজন্ গৃহাৎ ॥১
দীক্ষিতা ব্রহ্মসত্রেণ সর্ব্বভূতাত্মমেধসা। প্রতীচ্যাং দিশি বেলায়াং সিদ্ধোঽভূদ্‌যত্র জাজলিঃ ॥২

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ প্রচেতসঃ, বার্ক্ষীমুপযম্য সংসারে প্রবিশ্য বহূন্ সংবৎসরান্ রাজ্যাদিকং কৃত্বা কালে 'উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্বিশ্য নিরয়াদত' ইতি বাসুদেববচনং স্মৃত্বা পুত্রে রাজ্যং ন্যস্য প্রব্রজ্যামাশ্রিতবন্ত ইত্যাহ তত ইত্যাদিনা ] ততঃ ( বার্ক্ষীমুপযম্য দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রং রাজ্যভোগস্যান্তে ইত্যর্থঃ ) উৎপন্নবিজ্ঞানাঃ ( উৎপন্নং বিজ্ঞানং বিবেকজ্ঞানং যেষাং তে, সঞ্জাতবিবেকজ্ঞানা ইত্যর্থঃ ) [ তে ] অধোক্ষজভাষিতম্ ( অধোক্ষজস্য নারায়ণস্য ভাষিতম্ 'উপযাস্যথ মদ্ধাম' ইত্যাদিকং প্রাগুক্তং বচনং ) স্মরন্তঃ আত্মজে ( পুত্রে ) ভার্য্যাং ( বার্ক্ষীং ) বিসৃজ্য ( ন্যস্য ) আশু ( সত্বরং, যদহরেব বিরজ্যাদিত্যাদিশাস্ত্রস্মরণেন বিলম্বমকৃত্বা ইত্যর্থঃ ) গৃহাৎ ( গৃহস্থাশ্রমাৎ ) প্রাব্রজন্ ( প্রব্রজ্যামাশ্রিতবন্তঃ ) [ ভার্য্যামিত্যনেন পত্নীনির্দ্দেশস্তস্যা ভরণীয়তাপ্রতিপাদনার্থং তদর্থমেব পুত্রেষু তন্নিক্ষেপ ইতি ভাবঃ ] ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর দৈব পরিমাণে অযুতবর্ষ রাজ্যভোগের পর প্রচেতাগণ বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীনারায়ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ করত পুত্রের উপর স্বীয় পত্নীর ভার অর্পণ করিয়া সত্বর গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—

একত্রিংশে সুতে দত্ত্বে ধ্রুবং ন্যস্য বনে সতাম্। নারদোক্তেন মার্গেণ মুক্তিরুক্তা প্রচেতসাম্ ॥

ততঃ দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রস্যান্তে উৎপন্নবিবেকজ্ঞানাস্তে, উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্বিশ্য নিরয়াদত ইত্যধোক্ষজভাষিতঃ স্মরন্ত আশু প্রাব্রজন্ ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—[ প্রব্রজ্যাং গৃহীত্বা তে কিমকুর্ব্বন্নিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ দীক্ষিতা ইত্যাদি ] যত্র ( যস্মিন্ স্থানে ) জাজলিঃ ( তদাখ্যঃ ঋষিঃ ) সিদ্ধঃ ( তপঃসিদ্ধঃ ) অভূৎ। [ তত্র ] প্রতীচ্যাং দিশি বেলায়াং ( সমুদ্রতটে ) [ তে ] সর্ব্বভূতাত্মমেধসা ( সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রাণিষু আত্মমেধা আত্মেতি বিজ্ঞানং যত্র তথাভূতেন ) ব্রহ্মসত্রেণ ( আত্মবিমর্শেন ) দীক্ষিতাঃ ( ধৃতসঙ্কল্পাঃ ) [ বভূবুরিতি শেষঃ ] ॥ ২

**মূলানুবাদ।**—যে স্থানে জাজলি নামক ঋষি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে প্রচেতাগণ সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মচিন্তা কার্য্যে সঙ্কল্প ধারণ করিলেন ॥ ২

তান্ নির্জ্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশো জিতাসনান্ শান্তসমানবিগ্রহান্।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি যোজিতাত্মনঃ সুরাসুরেড্যো দদৃশে স্ম নারদ ॥ ৩
তমাগতং ত উত্থায় প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ। পূজয়িত্বা যথাদেশং সুখাসীনমথাব্রুবন্ ॥ ৪

শ্রীপ্রচেতস ঊচুঃ।

স্বাগতং তে সুরর্ষেঽদ্য দিষ্ট্যা নো দর্শনং গতঃ।
তব চংক্রমণং ব্রহ্মন্নভয়ায় যথা রবেঃ ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা**।—ব্রহ্মসত্রেণ আত্মবিমর্শেন দীক্ষিতাঃ কৃতসঙ্কল্পা বভূবুঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মেতি মেধা জ্ঞানং যস্মিন্ তেন। ক্ব? বেলায়াং সমুদ্রতটে জাজলির্নাম ঋষিঃ॥২

**অন্বয়ঃ**।—[অথ নারদেন তেষাং দর্শনমাহ তান্ ইত্যাদিনা] সুরাসুরেড্যঃ (সুরৈরসুরৈশ্চ ঈড্যঃ আরাধ্যঃ) নারদঃ (ঋষিঃ) নির্জ্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশঃ (নির্জ্জিতানি পরাভূতানি প্রাণাঃ মনঃ বচঃ দৃক্ চক্ষুশ্চ যৈঃ তান্, বশীকৃত-প্রাণাদীন্ ইত্যর্থঃ) জিতাসনান্ (জিতম্ আয়ত্তীকৃতং স্বেচ্ছামাত্রেণ অনায়াসমেব সম্পাদয়িতুং শক্যম্ আসনং যোগানু-কূলম্ আসনবন্ধনং যৈঃ তান্) শান্তসমানবিগ্রহান্ (শান্তাঃ উপরতাঃ সমানাঃ ঋজুভাবযুক্তাঃ বিগ্রহাঃ শরীরাণি যেষাং তান্) অমলে (বিশুদ্ধে) পরে ব্রহ্মণি (পরমাত্মনি, পরমেশ্বর ইতি যাবৎ) যোজিতাত্মনঃ (স্থাপিতান্তঃকর-ণান্) তান্ (প্রচেতসঃ) দদৃশে স্ম (অবলোকিতবান, দৃশেঃ কর্ত্তর্য্যাত্মনেপদমার্ষং, স্মশব্দোঽপ্যত্যন্তাতীতত্বজ্ঞাপক ইতি বোধ্যম্) ॥ ৩

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর দেব ও অসুরগণের আরাধ্য নারদ ঋষি সেই প্রচেতাদিগকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা প্রাণ, মন, বাক্য ও চক্ষু সকল গুলিকেই জয় করিয়াছিলেন, আসনগুলিকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন ও নিজ শরীরকে বিষয়সমূহ হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া ঋজুভাবাপন্ন করিয়াছিলেন এবং নির্ম্মল পরব্রহ্মে তাঁহাদের অন্তঃকরণ যোজিত ছিল ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা**।—নির্জ্জিতাঃ প্রাণমনোবচোদৃশো যৈস্তান্। শান্তা উপরতাঃ সমানা মূলাধারাদারভ্য ঋজবো বিগ্রহা যেষাম্। ব্রহ্মণি যোজিত আত্মা যৈঃ। সুরাসুরৈরীড্যো দৃষ্টবান্ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ**।—অথ (অনন্তরং) তে (প্রচেতসঃ) উত্থায় প্রণিপত্য (ভূমৌ নতা ভূত্বা) অভিবাদ্য (প্রণামং কৃত্বা) পূজয়িত্বা (অর্ঘ্যাদিনা সৎকৃত্য) আগতম্ (উপস্থিতম্) [অনন্তরং] সুখাসীনম্ (অভ্যর্থনয়া সুখেন উপ-বিষ্টং) তং (নারদং) যথাদেশং (আদেশমনতিক্রম্য, শাস্ত্রবিধ্যনুসারেণ, অথবা তস্য আদেশং গৃহীত্বেত্যর্থঃ) অব্রুবন্ (অকথয়ন্) ॥ ৪

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর সেই প্রচেতাগণ উত্থিত হইয়া ভূমিতে নত হইয়া নারদকে প্রণাম করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবার পর তিনি সুখে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪

**অন্বয়ঃ**—[অথ তস্য স্বাগতসম্ভাষণাদিকমাহ স্বাগতমিত্যাদিনা] সুরর্ষে (হে দেবর্ষে নারদ!) অদ্য তে স্বাগতম্ দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) নঃ (অস্মাকং) দর্শনং (সাক্ষাৎকারং) গতঃ (প্রাপ্তঃ, অস্মাকং মহদিদং ভাগ্যং যদ্ ভবানক্ষিগোচরতাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ) হে ব্রহ্মন্! যথা রবেঃ (সূর্য্যস্য) [তথা] তব চংক্রমণং (পরিতঃ পরি-ভ্রমণম্) অভয়ায় (অভয়সমুৎপত্তয়ে, ভবতীতি শেষঃ) [তথা হি যথা সূর্য্যস্য তেজোময়স্য সন্দর্শনেন চৌরাদিভয়শান্তি-স্তথা তব দর্শনেন সংসারভয়শান্তিরিতি ভাবঃ] ॥ ৫

**মূলানুবাদ**।—প্রচেতাগণ বলিলেন—হে দেবর্ষে! আপনার স্বাগত। ভাগ্যবশতঃই আপনি আসিয়া

বদাদিষ্টং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ। তদ্গৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ ক্ষপিতং প্রভো ॥ ৬
তন্নঃ প্রদ্যোতয়াধ্যাত্ম-জ্ঞানং তত্ত্বার্থদর্শনম্। যেনাঞ্জসা তরিষ্যামো দুস্তরং ভবসাগরম্ ॥ ৭

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতসাং পৃষ্টো ভগবান্ নারদো মুনিঃ। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোক আবিষ্টাত্মাব্রবীন্নৃপান্ ॥ ৮

শ্রীনারদ উবাচ।

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ। নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯

আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন। হে বিপ্রবর। সূর্য্যের পরিভ্রমণ চারিদিকে যেমন চৌরাদি ভয়ের শান্তিবিধান করে, সেইরূপ আপনার চংক্রমণ সংসারভয়ের উপশম সাধন করিয়া থাকে ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—উত্থায় প্রণিপত্য যথাদেশং যথাবিধি পূজয়িত্বা ॥ ৪।৫

অন্বয়ঃ।—প্রভো! (হে প্রভাবশালিন্) ভগবতা শিবেন (রুদ্রেণ) অধোক্ষজেন চ (নারায়ণেন চ) যৎ আদিষ্টম্ (অস্মাসু আজ্ঞপ্তং, যৎ আত্মতত্ত্বমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ) গৃহেষু (গৃহস্থাশ্রমেষু) প্রসক্তানাং (সুতরামাসক্তানাম্, অস্মাকং) তৎ প্রায়শঃ (প্রায়েণ) ক্ষপিতম্ (বিস্মৃতিং নীতং, গৃহাসক্ত্যা ইতি শেষঃ) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! ভগবান্ রুদ্রদেব এবং ভগবান্ নারায়ণ আমাদিগকে যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, আমরা গৃহস্থাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ায় সে সকল বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—তৎ (তস্মাৎ) তত্ত্বার্থদর্শনং (তত্ত্ববস্তুনঃ সাক্ষাৎকারসাধনম্) অধ্যাত্মজ্ঞানম্ (আধ্যাত্মিকং বিজ্ঞানং) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) প্রদ্যোতয় (প্রকটয়) যেন (অধ্যাত্মজ্ঞানেন সমুৎপন্নেন সতা) দুস্তরম্ (অনায়াসং তরীতুমশক্যং) ভবসাগরং (সংসারসমুদ্রম্) অঞ্জসা (অনায়াসেন) তরিষ্যামঃ (উত্তীর্য্য গমিষ্যামঃ, মোক্ষং লপ্স্যামহে ইতি ভাবঃ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! সেই কারণে যাহাতে তত্ত্বদর্শন হয়, সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন, যাহাতে আমরা অনায়াসে দুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ইতি (উক্তরূপেণ) প্রচেতসাং পৃষ্টঃ (প্রচেতোভিঃ জিজ্ঞাসিতঃ, সম্বন্ধবিবক্ষা আর্ষী) ভগবান্ মুনিঃ নারদঃ ভগবতি উত্তমঃশ্লোকে (নারায়ণে) আবিষ্টাত্মা (আবিষ্টঃ অতিমাত্রং যোজিতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ, নিবিষ্টচিত্তঃ সন্) নৃপান্ (রাজ্ঞঃ প্রচেতসঃ) অব্রবীৎ (উপাদিশৎ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—এইরূপে প্রচেতাগণ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ নারদ ঋষি ভগবান্ নারায়ণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেই নৃপগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—আদিষ্টমুপদিষ্টং যদাত্মতত্ত্বম্। ক্ষপিতং বিস্মৃতম্ ॥ ৬।৭ ॥ ইতি প্রচেতোভিঃ পৃষ্টঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—নৃণাং (মানুষাণাং) তৎ (তদেব জন্ম) জন্ম (প্রকৃষ্টং জননং), তানি (তান্যেব কর্ম্মাণি ক্রিয়াঃ) কর্ম্মাণি (প্রকৃষ্টকর্ম্মপদবাচ্যানি), তৎ (তদেব আয়ুঃ) আয়ুঃ (প্রকৃষ্টমায়ুঃ), তৎ (তদেব মনঃ) মনঃ (প্রকৃষ্টমন্তঃকরণং), তৎ (তদেব বচঃ) বচঃ (প্রকৃষ্টবচনং), যেন (যেন জন্মনা, যৈঃ কর্ম্মভিঃ, যেন আয়ুষা, যেন মনসা, যেন চ বচসেত্যর্থঃ) ঈশ্বরঃ (ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্বেষাং প্রভুরিত্যর্থঃ) বিশ্বাত্মা (সকলজগন্ময়ঃ) হরিঃ (নারায়ণঃ) সেব্যতে (আরাধ্যতে) [তদ্ভিন্নং জন্মাদিকন্তু বৃথৈব ইতি ভাবঃ] ॥ ৯

মূলানুবাদ।—শ্রীনারদ বলিলেন—হে নৃপগণ! প্রাণিগণের যে জন্ম, যে কর্ম্ম, যে আয়ু, যে মন ও যে

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥ ১০
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ। বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥ ১১
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥ ১২

বচন দ্বারা ভগবান্ বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করা হয়, সেই জন্ম, কর্ম্ম, আয়ুঃ, মন ও বচনই উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—অহো গৃহপ্রসক্ত্যা হরিসেবাং বিনা সর্ব্বং জন্মকর্ম্মাদিকং ব্যর্থীকৃতমিতি তাননুশোচন্নাহ জন্মভিরিতি চতুর্ভিঃ। যতো জন্মাদের্হরিসেবৈব ফলম্, অতস্তদ্বিহীনং সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ শৌক্রাদিভেদেন ত্রিবিধানাং জন্মনাং কর্ম্মাদীনাঞ্চ হরিসেবনং বিনা নিষ্ফলতাং বিশিষ্য দর্শয়তি কিমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ ] যত্র ( জন্মাদিষু ) আত্মপ্রদঃ ( পরমাত্মবিষয়কস্বানুভবজনকঃ ) হরিঃ ( নারায়ণঃ ) ন [ অস্তীতি শেষঃ ] পুংসঃ (জনস্য) ইহ [ তৈঃ] শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ (শৌক্রং শুক্রসম্বন্ধি, শুক্রশোণিতসম্ভবমিত্যর্থঃ, সাবিত্রম্ উপনয়নসংস্কারজন্যং, যাজ্ঞিকং যজ্ঞদীক্ষাসম্ভবঞ্চ, তৈঃ) ত্রিভিঃ জন্মভির্ব্বা কিম্ [তথা হি যদি শৌক্রাদিজন্মলব্ধ্বা জীবো হরিং ন সেবতে, তদা তস্য তত্তজ্জন্মলাভো নিষ্ফল এবেতি ভাবঃ ] ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ ( বেদোপদিষ্টৈঃ ) কর্ম্মভিঃ ( যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানৈর্ব্বা কিমিতি শেষঃ ) [ তথা হি যেন বেদোপদিষ্টেন কর্ম্মণা হরির্নারাধিতস্তৎ কর্ম্মাপি সুতরাং নিষ্ফলমিতি ভাবঃ ] [ তথা ] বিবুধায়ুষাপি ( বিবুধানাং দেবানামিব আয়ুঃ সুদীর্ঘজীবনকালঃ, তেনাপি কিম্ ?) [ তথা হি দেবানামিব সুদীর্ঘমায়ুর্লব্ধ্বা যদি হরিমনারাধ্য কার্য্যান্তরানুষ্ঠানেন তৎ ক্ষপিতং তদা তদপি সুতরামফলমিতি ভাবঃ] [ তথা ] শ্রুতেন (শাস্ত্রজ্ঞানেন) তপসা (পরাক-সান্তপনাদিতপোঽনুষ্ঠানেন) বচোভিঃ চিত্তবৃত্তিভিঃ (নানাশাস্ত্রার্থাবধারণকৌশলৈঃ ) বা কিম্ ? নিপুণয়া ( চাতুর্য্যযুক্তয়া ) বুদ্ধ্যা বলেন ( শারীরসামর্থ্যেন ) ইন্দ্রিয়রাধসা ( ইন্দ্রিয়াণাং পাটবেন) বা কিম্ ? [ তথা হি যেন শাস্ত্রজ্ঞানেন হরির্নোবিদিতঃ, যেন তপসা হরির্নোদ্দিষ্টঃ, যেন বচসা যয়া চিত্তবৃত্ত্যা যয়া চ বুদ্ধ্যা হরির্ন গোচরীকৃতঃ, যস্মিন্ শরীরসামর্থ্যে ইন্দ্রিয়সামর্থ্যে চ সতি হরির্নারাধিতঃ, তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলমেবেতি ভাবঃ ] [ তথা ] যোগেন ( প্রাণায়ামাদিনা ) সাংখ্যেন ( দেহব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রেণ ) ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি ( সন্ন্যাসবেদাধ্যয়নাভ্যামপি, তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী বৈকল্পিকী ) বা কিম্, অন্যৈঃ ( অপরৈঃ, উক্তেভ্যঃ অন্যপ্রকারৈঃ ) শ্রেয়োভিশ্চ ( শ্রেয়ঃসাধনৈঃ ব্রতবৈরাগ্যাদিভিশ্চ ) কিং বা ? [ অপি তু ন কিমপি ফলমিতি ভাবঃ। তথা হি যৈর্যৈর্জ্জন্মাদিভিঃ হরিঃ সেব্যতে তদেব সফলমন্যদফলমেবেতি ত্রিকতাৎপর্য্যম্ ] ॥ ১০—১২

**মূলানুবাদ।**—শুক্রশোণিতসম্ভূত, উপনয়নসংস্কারজন্য ও যজ্ঞদীক্ষাজনিত যে তিনটী জন্ম আছে, তাহা হরিসেবা ব্যতীত নিষ্ফল, বেদোক্ত কর্ম্মকলাপ হরির উদ্দেশে না করিলে তাহা নিষ্ফল, দেবতার তুল্য সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়া হরির সেবা না করিলে উহাও নিষ্ফল, যে শাস্ত্রজ্ঞান হরিবিষয়ে জ্ঞান উৎপাদন করে না, যে তপস্যা হরির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, যে বাক্য হরির বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয় না, যে চিত্তবৃত্তি হরির অভিমুখী নহে, যে নিপুণবুদ্ধি হরিকে আশ্রয় করে না, অথবা পটুতম ইন্দ্রিয় হরির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হয়, তাহাদের আর ফল কি ? যে যোগবিধি হরির লাভের জন্য অনুষ্ঠিত নহে, যে তপস্যা হরির প্রাপ্তির পক্ষে উপযোগী নহে, যে সন্ন্যাস, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অপরাপর শ্রেয়স্কর ব্রত-বৈরাগ্যাদি হরির বিষয় ব্যতীত অনুষ্ঠিত, তাহাদেরই বা কি ফল আছে ? ॥ ১০—১২

শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ। সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥ ১৩
যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ, সাবিত্রমুপনয়নেন, যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। বিবুধানামিব দীর্ঘায়ুষাপি॥১০॥ বচোভির্বাগ্বিলাসৈঃ। চিত্তবৃত্তিভিঃ নানাবধানসামর্থ্যৈঃ। ইন্দ্রিয়াণাং রাধসা পাটবেন॥১১॥ যোগেন প্রাণায়ামাদিনা। সাংখ্যেন দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রেণ। সন্ন্যাসবেদাধ্যয়নাভ্যামপি। অন্যৈরপি ব্রতবৈরাগ্যাদিভিঃ শ্রেয়ঃসাধনৈঃ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—[ অথ হরিসেবাং বিনা সর্ব্বেষামেব শ্রেয়সামপরেষাং বৈফল্যে যুক্তিমাহ শ্রেয়সামপীত্যাদিনা ] সর্ব্বেষামপি শ্রেয়সাং ( শ্রেয়োভূতানাং ফলানাম্ ) আত্মা হি ( স্বীয় আত্মৈব ) অর্থতঃ ( পরমার্থতঃ ) অবধিঃ ( পরাকাষ্ঠা ) ['ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি কিন্তু আত্মনস্তু কামায়" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়বস্তুনামাত্মার্থত্বেনৈব প্রিয়ত্বস্য নির্দ্ধারণাদিতি ভাবঃ ] [ নন্বাত্মা সর্ব্বেষাং প্রিয়াণামবধিস্তেন কিমায়াতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ সর্ব্বেষামপীত্যাদি ] সর্ব্বেষামপি ভূতানাং ( প্রাণিনাম্ ) আত্মদঃ ( অবিদ্যাতিমিরোচ্ছেদনেন স্বরূপপ্রকাশকঃ ) প্রিয়ঃ ( পরমপ্রীতিবিষয়ঃ ) হরিঃ ( নারায়ণ এব ) আত্মা ( আত্মরূপং বস্তু ) [ তথা হি সর্ব্বেষাং প্রিয়াণামাত্মার্থত্বাৎ হরেশ্চ আত্মস্বরূপত্বাৎ স এব সর্ব্বপ্রিয়াবধিরতস্তমপহায় সর্ব্বাণ্যেব বিভিন্নফলান্যপি কর্ম্মাণি ব্যর্থানীতি ভাবঃ ]॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—সকল প্রকার শ্রেয়ঃফলের আত্মাই অবধি এবং সকল প্রাণীরই অবিদ্যাতিমির নাশ করিয়া স্বরূপের প্রকাশক পরমপ্রিয় নারায়ণ আত্মস্বরূপ। ( অতএব আত্মার্থেই যখন সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি এবং সেই আত্মা যখন নারায়ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন তিনিই যে একমাত্র কাম্য এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সকল বস্তুর প্রতি প্রীতিই যে নিষ্ফল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই )॥॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—নন্বেষাং নানাফলসাধনানাং হরিসেবামাত্রেণ কুতো বৈয়র্থ্যম্? তত্রাহ। শ্রেয়সাং ফলানাম্ আত্মৈবাবধিঃ পরা কাষ্ঠা। অর্থতঃ পরমার্থতঃ, আত্মার্থত্বেনৈবান্যেষাং প্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ভবতু আত্মা অবধিঃ, হরেঃ কিমায়াতম্? তত্রাহ সর্ব্বেষামপীতি। আত্মা, আত্মদশ্চ অবিদ্যানিরাসেন স্বরূপাভিব্যঞ্জকং, ঐশ্বরেণাপি রূপেণ বলিপ্রভৃতিভ্য ইবাত্মপ্রদঃ, প্রিয়শ্চ পরমানন্দরূপত্বাৎ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—[ কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং ভক্তিমিশ্রত্বমিব ভক্তেরপি কর্ম্মমিশ্রত্বমাবশ্যকমেব ইতি প্রতিপাদয়িতুং দৃষ্টান্তোপন্যাসেনাহ যথেত্যাদি ] যথা তরোঃ ( বৃক্ষস্য ) মূলনিষেচনেন ( মূলে জলনিষেকেণ ) তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ( তস্য তরোঃ স্কন্ধাঃ মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ, ভুজাঃ স্কন্ধাৎ প্রবৃত্তা অংশবিশেষাঃ, উপশাখাঃ ভুজেভ্যঃ প্রবৃত্তাঃ অংশবিশেষাশ্চ ) তৃপ্যন্তি ( তৃপ্তিলাভেনৈব পরিপুষ্টতাং ব্রজন্তি, মূলনিষিক্তজলাদেরন্তর্নাড়িকা দ্বারা তত্র তত্র সংক্রমণাদিতি ভাবঃ ) যথা চ প্রাণোপহারাৎ ( 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ প্রাণাপানাদিভেদভিন্নেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রদত্তাৎ ভোজনোপহারাৎ ) ইন্দ্রিয়াণাং [ তৃপ্তির্ভবতীতি শেষঃ ] তথা ( তেনৈব প্রকারেণ ) অচ্যুতেজ্যা (অচ্যুতস্য নারায়ণস্য ইজ্যা পূজনম্) এব সর্ব্বার্হণম্ ( সর্ব্বেষাং দৈবতানাম্ অর্হণম্ পূজনম্ ) [ তথা হি যথা মূলস্য নিষেকং বিনা স্কন্ধাদিষু মুখ্যরূপেণ তত্র তত্র জলাদিসেকাৎ ন বৃক্ষপরিপোষঃ, যথা চ ইন্দ্রিয়েষু মুখ্যতয়া তত্র তত্র ভোজনোপহারদানেন নাপীন্দ্রিয়পরিপোষস্তথা সকলমূলং শ্রেয়সামবধিং নারায়ণমপহায় তত্তদ্দেবতাপূজনাদিভিরপি ন পুরুষস্যোপকার ইতি ভাবঃ ]॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—তরুর মূলদেশে জলসেক করিলেই তদীয় স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখাগুলি যেমন সেই জল

যথৈব সূর্য্যাৎ প্রভবন্তি বারঃ পুনশ্চ তস্মিন্ প্রবিশন্তি কালে।
ভূতানি ভূমৌ স্থিরজঙ্গমানি তথা হরাবেব গুণপ্রবাহঃ ॥ ১৫
এতৎ পদং তজ্জগদাত্মনঃ পরং সকৃদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা।
যথাসবোঽজাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ ॥ ১৬

সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়, (কিন্তু স্কন্ধাদি স্থানে মুখ্যরূপে জলসেক করিলে তাহার পরিপুষ্টি হয় না) এবং 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র সাহায্যে প্রাণাদিকে যে ভোজনোপহার দেওয়া হয়, তাহাতেই ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত ও পরিপোষিত হয় (মুখ্যরূপে ইন্দ্রিয়কে আহার দিলে হয় না), সেইরূপ শ্রীনারায়ণকে পূজা করিলেই সকল দেবতা প্রভৃতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন (তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কেবল অন্য দেবতার আরাধনা প্রভৃতিতে কোনও ফল হয় না।) ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ নানাকর্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরেঃ প্রীত্যা ভবন্তি, কেবলং তত্তদ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ, তদ্বিভাগাঃ ভুজাঃ,তেষামপি উপশাখাঃ, উপলক্ষণমেতৎ, পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি। ন তু মূলসেকং বিনা তাঃ স্বস্বনিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনং, তস্মাদেব ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনেন। তথা অচ্যুতারাধনমেব সর্ব্বদেবতারাধনং ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—[অথ শ্রীহরেঃ সর্ব্বমূলত্বং দৃষ্টান্তমুপন্যস্যাহ যথৈবেত্যাদিনা] যথা বারঃ (জলানি, বর্ষাকালীনানি ইত্যর্থঃ) সূর্য্যাৎ (আদিত্যাৎ) প্রভবন্তি (জায়ন্তে, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি শ্রুতেঃ) পুনশ্চ কালে (গ্রীষ্মকালে) তস্মিন্ এব (সূর্য্য এব, তস্যৈব কিরণদ্বারা ইতি ভাবঃ) প্রবিশন্তি (উপগচ্ছন্তি) [যথা চ] স্থিরজঙ্গমানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) ভূতানি ভূমৌ (ভূমিরূপে স্বকারণে, প্রবিশন্তীতি শেষঃ) তথা গুণপ্রবাহঃ (চেতনাচেতনাত্মকঃ গুণময়ঃ প্রপঞ্চঃ) [হরেরেব প্রভবতি] হরাবেব (প্রলয়ে তস্মিন্ নারায়ণ এব) [প্রবিশতীতি শেষঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—যেরূপ বর্ষাকালে সূর্য্য হইতেই বৃষ্টির জল উৎপন্ন হয়, আবার গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের কিরণ সাহায্যে সেই সূর্য্যেই গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ যেমন ভূমি হইতে সৃষ্টিকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া আবার লয়কালে সেই উপাদান-ভূমিতেই লীন হয়, সেইরূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চ শ্রীভগবান্ হইতেই সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রলয়কালে আবার তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হয় ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—কুতঃ? সর্ব্বমূলত্বাদিতি সদৃষ্টান্তান্তরমাহ। যথৈব বারঃ জলানি বর্ষাকালে সূর্য্যাদুদ্ভবন্তি, গ্রীষ্মে তস্মিন্নেব প্রবিশন্তি। অস্যাপ্রসিদ্ধত্বেন দৃষ্টান্তান্তরমাহ। যথা ভূতানি ভূমাবিতি। গুণপ্রবাহঃ চেতনাচেতনাত্মকঃ প্রপঞ্চঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—['হরাবেব গুণপ্রবাহ' ইত্যুক্ত্যা প্রসক্তং গুণপ্রবাহাধারত্বেন সোপাধিকত্বমস্য বারয়িতুমাহ এতৎ পদমিত্যাদি] যথা সবিতুঃ (সূর্য্যস্য) প্রভা [সকৃদ্বিভাতা ইতি শেষঃ] যথা [চ] অজাগ্রতি (সুষুপ্তাবস্থায়াং) সুপ্তশক্তয়ঃ (সুপ্তা শক্তির্যেষাং তথাভূতাঃ, বিলুপ্তসামর্থ্যাঃ) অসবঃ (প্রাণাঃ) [জাগ্রদবস্থায়াং স্ফুরিতা ভবন্তীতি শেষঃ] [তদা] দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ (দ্রব্যং, ক্রিয়া, জ্ঞানং, তেষাং ভিদা পার্থক্যং, তস্য ভ্রমঃ সংসারকালীনজ্ঞানবিশেষঃ, তস্য অত্যয়ঃ অপগমঃ, ভবতীতি শেষঃ) [তথা] এতৎ (বিশ্বং) সকৃদ্বিভাতং (কদাচিৎ গন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ পরিস্ফুরিতং) জগদাত্মনঃ (সকলপ্রপঞ্চময়স্য শ্রীবিষ্ণোঃ) তৎ (সর্ব্বতন্ত্রপ্রসিদ্ধং) পরং (সর্ব্বোপাধি-

যথা নভস্যভ্রতমঃপ্রকাশা ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ॥ ১৭
তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহমাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমদ্ধা॥ ১৮

রহিতং ) পদং ( কাদাচিৎকপ্রকাশস্থানম্ ) [ তথা হি বিশ্বস্যাস্য ন ভগবতা সহ ভেদ ইতি ন তদাধারত্বেন নাস্য সোপাধিকত্বমিতি ভাবঃ ]॥ ১৬

**মূলানুবাদ**।—যেমন সূর্য্যের প্রভা কদাচিৎ প্রকাশিত ও সূর্য্যের সহিত অভিন্ন এবং যে-সুষুপ্তি অবস্থায় দ্রব্য, ক্রিয়া ও জ্ঞানাদির ভেদজ্ঞান থাকে না, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণ লুপ্তশক্তি হয়, আবার কদাচিৎ তাহার শক্তি স্ফুরিত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব জগন্ময় পরব্রহ্মের সর্ব্বোপাধিমুক্ত পদ শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত, ইহা কদাচিৎ মাত্র স্ফুরিত হয়, ইহা ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা**।—ননু হরাবেব গুণপ্রবাহ ইত্যুক্তে তদাধারত্বেন সোপাধিকত্বং হরেঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ এতদিতি। এতদ্বিশ্বং বিষ্ণোস্তৎ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পদং, পরং সর্ব্বোপাধিরহিতং, তত্তৎপদস্থান্ন ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ। তর্হি কথমন্যথা ভাতি? তত্রাহ সকৃদিতি। সকৃৎ কদাচিদ্বিভাতং স্ফুরিতং গন্ধর্ব্বনগরবৎ। যথা সবিতুঃ প্রভা ন ততো ভিন্না, যথা চ জাগ্রন্তি অসব ইন্দ্রিয়াণি স্ফুরন্তি, সুষুপ্তৌ তু সুপ্তশক্তয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ। কথম্ভূতোঽসৌ হরিঃ? দ্রব্যাদীনাং ত্রিবিধাহঙ্কারকার্য্যাণাং তন্নিমিত্তস্য ভেদভ্রমস্য চাত্যয়ো যস্মাৎ সঃ। যদ্বা অজাগ্রতি সুষুপ্তৌ অসবঃ সুপ্তাঃ শক্তয়ো যেষাং তে ভবন্তি, দ্রব্যাদেরপ্যত্যয়ো ভবতি। সবিতুঃ প্রভেত্যুদ্গতৌ দৃষ্টান্ত ইতি॥ ১৬

**অন্বয়ঃ**।—[ অসঙ্গস্য হরেঃ প্রপঞ্চোৎপত্ত্যাদিকমুপপাদয়তি যথেত্যাদিনা ] হে ভূপাঃ। যথা নভসি ( আকাশে ) অব্ভ্রতমঃপ্রকাশাঃ ( অব্ভ্রাঃ মেঘাঃ, তমঃ অন্ধকারং, প্রকাশঃ আলোকশ্চ তে ) অনুক্রমাৎ (পর্য্যায়ক্রমেণ ) ভবন্তি ন ভবন্তি ( বিনশ্যন্তি চ ) [ তথা হি যথা আকাশে ক্ষণাৎ পূর্ব্বং য এব মেঘো দৃশ্যতে, যচ্চান্ধকারং, প্রকাশো বা, তৎ তৎ ক্ষণাদূর্দ্ধং স্মরণীয়াং গতিমবলম্বতে তথেত্যর্থঃ ] এবং পরে ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) অমূঃ রজস্তমঃসত্ত্বমিতি ( সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকাঃ ) শক্তয়ঃ প্রবাহঃ ( প্রবাহরূপেণ ) [ ভবন্তি ন ভবন্তি চেতি শেষঃ ] [ তথা হি ঈশ্বরস্য যা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা শক্তিঃ, সৈব গুণপ্রবাহরূপেণ পরিণমমানা প্রপঞ্চোৎপত্ত্যাদিকং সম্পাদয়তি, তৎপ্রাধান্যেনৈবাস্য পরব্রহ্মণো জগৎপ্রপঞ্চে সমবায়িকারণত্বব্যাখ্যানাৎ ইতি ভাবঃ ]॥ ১৭

**মূলানুবাদ**।—যেমন আকাশে মেঘ, অন্ধকার ও আলোক পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণাত্মক শক্তিগুলি পরব্রহ্মে প্রবাহরূপে কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, আবার কখনও বিলীন হয়॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা**।—নন্বসঙ্গে হরৌ কথং প্রপঞ্চোৎপত্তিলয়ৌ? তত্রাহ যথেতি। অভ্রতমঃপ্রকাশা আগমাপায়িনো রজস্তমঃসত্ত্বস্থানীয়াঃ। হে ভূপাঃ প্রচেতসঃ। অমূঃ শক্তয় উদ্ভবন্তি, ন ভবন্তি লীয়ন্তে ইত্যেবময়ং জগৎপ্রবাহঃ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ**।—তেন ( সকলকারণত্বেন হেতুনা ) অশেষদেহিনাং ( সর্ব্বেষাং শরীরিণাম্ ) একম্ আত্মানম্ ( অদ্বিতীয়মাত্মস্বরূপং ) কালং ( কলনস্বভাবং, লয়স্থানমিত্যর্থঃ, কালং নিমিত্তকারণং বা) প্রধানং (মূলমুপাদানং) পরেশং ( পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ) পুরুষং ( কর্ত্তারং, নিমিত্তকারণোপাদানকারণকর্তৃস্বরূপমিতি ত্রিতয়বিশেষণতাৎপর্য্যম্) স্বতেজসা (স্বীয়প্রকাশেন ) ধ্বস্তগুণপ্রবাহং ( ধ্বস্তঃ বিনষ্টঃ গুণপ্রবাহঃ যেন তং, স্ববিষয়কবিজ্ঞানসম্পাদনদ্বারা

দযযা সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্বেবন্দ্রিযোপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দ্দনঃ॥ ১৯
অপহতসকলৈষণামলাত্মন্যবিবতমেধিতভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽযন্ ন সবতি ছিদ্রবদক্ষবঃ সতাং হি॥ ২০

সংসাববিঘটকমিত্যর্থঃ) [ তং শ্রীবিষ্ণুম্ ) অদ্ধা ( সাক্ষাৎ ) আত্মৈকভাবেন ( আত্মনা জীবাত্মনা সহ একভাবেন ঐক্যেন রূপেণ ) ভজধ্বম্। [ জীবাত্মপবমাত্মনোবৈক্যং ভাবযত ইতি ভাবঃ ]॥ ১৮

**মূলানুবাদ**।—সেই ভগবান্ উক্তরূপে সকল বস্তব কাবণ বলিয়া নিখিল দেহীব আত্মস্বরূপ, তিনিই নিমিত্তকাবণ, উপাদান কারণ ও পবমৈশ্বর্য্যশালী কর্ত্তৃভূত পুরুষ। তিনিই নিজ আত্মাব প্রকাশ সম্পাদন করিয়া কালক্রমে এই জগৎপ্রপঞ্চের উচ্ছেদ সাধন কবিযা থাকেন, অতএব তাঁহাকে জীবাত্মাব সহিত অভিন্নবোধে সাক্ষাৎরূপে ভজনা কব॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা**।—তেন সর্ব্বকাবণত্বেন হেতুনা। কালো নিমিত্তং, প্রধানমুপাদানং, পুরুষঃ কর্ত্তা, এতত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সর্ব্বকাবণং পবমেশ্ববম্ অদ্ধা সাক্ষাৎ ভজধ্বম্। কথম্? আত্মন একভাবেন অভিন্নত্বেন॥ ১৮

**অন্বয়ঃ**।—[ তত্রৈব ভজনে অনুকূলান্ কাংশ্চিৎ ধর্ম্মবিশেষান্নাহ দযযেত্যাদিনা। ] সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বেষু ক্রিমিকীটাদিষ্বপি প্রাণিষু) দযযা ( করুণযা, তদীযদুঃখসমুচ্ছেদকামনারূপযা ইত্যর্থঃ ) যেন কেন বা ( সাধাবণবস্তুলাভেনাপি ইত্যর্থঃ ) সন্তুষ্ট্যা ( পবিতোষেণ ) সর্ব্বেন্দ্রিযোপশান্ত্যা চ ( সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিযাণাং জ্ঞানকর্ম্মভেদভিন্নানাম্ উপশান্ত্যা উপশমেন, বিষযেষু দৃঢপ্রবর্ত্তনবাহিত্যেনেত্যর্থঃ ) জনার্দ্দনঃ ( শ্রীহবিঃ ) আশু ( শীঘ্রং ) তুষ্যতি ( পবিতোষং লভতে ) [ অতস্তথা তথা তস্য ভগবতঃ ভজনেন তদীযা তুষ্টিকৎপাদযিতব্যেতি ভাবঃ ]॥ ১৯

**মূলানুবাদ**।—সর্ব্বভূতে দযা, যে কোনও ক্ষুদ্র বস্তু লাভেও সন্তোষ এবং সকল ইন্দ্রিযের উপশম দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহবি শীঘ্র পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা**।—সাধনমাহ। দযাদিভিঃ শীঘ্রং তুষ্যতি॥ ১৯

**অন্বয়ঃ**।—[ এবং পবিতুষ্টো ভগবান্ ভক্তহৃদযমধ্যাসীনঃ সুচিরমবতিষ্ঠতে পবং ন কদাচিৎ ততোঽপযাতীত্যাহ অপহতেত্যাদিনা ] অক্ষরঃ ( ন ক্ষবতি চলতি বিনাশমুপযাতীতি যাবৎ ইতি অক্ষবঃ নিত্যস্বরূপঃ শ্রীহবিঃ ) অবিবতং ( নিবন্তবং ) সতাং ( সাধুনাম্ ) অপহতসকলৈষণামলাত্মনি ( অপহতাঃ পবাভূতাঃ অপসৃতা ইতি যাবৎ, সকলাঃ সমগ্রাঃ এষণাঃ পুত্রৈষণাবিত্তৈষণাদযঃ যস্মাৎ তাদৃশে, অত এব অমলে নির্ম্মলে আত্মনি অন্তঃকবণে ) এধিতভাবনোপহূতঃ ( এধিতযা বৃদ্ধিং গতযা, ঐকাগ্র্যাদিভিঃ সুসম্পাদিতযা ইতি যাবৎ, ভাবনযা চিন্তযা উপহূতঃ আহূতঃ, সন্নিবেশিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ ) আত্মনঃ ( স্বস্য ) নিজজনবশগত্বং ( নিজজনাঃ ভক্তজনাঃ, তেষাং বশগত্বম্ অধীনত্বম্ ) অযন্ ( জানন্ ) ছিদ্রবৎ ( আকাশাবকাশবৎ ) ন সবতি ( ন অপগচ্ছতি ) [ তথা হি ভক্ত্যা নিরন্তরং ভগবন্তং ভজত, তেন সোঽপি পবিতুষ্টঃ চিবমেব বো হৃদযমাশ্রযিষ্যতীতি ভাবঃ ]॥ ২০

**মূলানুবাদ**।—যে সকল সাধু ব্যক্তির হৃদয হইতে পুত্রৈষণা প্রভৃতি মালিন্য অপগত হইযাছে, তাঁহাদেব নির্ম্মল অন্তঃকবণে নিরন্তব চিন্তাসাহায্যে অধিষ্ঠান লাভ কবিযা ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদিগকে নিজভক্তেব অনুগত বুঝিযা আকাশেব ন্যায় তদীয অন্তঃকবণ হইতে কখনও অপসৃত হন না॥ ২০

**শ্রীধরটীকা**।—ততো ন কদাচিৎ ত্যজতীত্যাহ। অপহতা নিরস্তাঃ সকলা এষণাঃ কামা যস্মাৎ, স চাসৌ অমল আত্মা মনস্তস্মিন্ সতাং মনসি নিরন্তবং সমেধিতযা ভাবনযা উপহূতঃ সন্নিধাপিতঃ সন্ অক্ষরো হবিঃ ছিদ্রবৎ

न ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ২১
শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥ ২২

তত্রত্যাকাশবৎ ততো ন সরতি নাপযাতি হি। কিং কুর্ব্বন্? আত্মনো নিজজনবশগত্বং স্বভক্তাধীনত্বম্ অগন্ অবগচ্ছন্ ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—[ হরিঃ সতামেব পূজাং সমভিনন্দতি নাসতামিত্যাহ ন ভজতীত্যাদিনা ] যে ( অসন্তো জনাঃ ) শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং ( শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানম্, অপরাখ্যা বিদ্যেত্যর্থঃ, ধনং বিত্তং, কুলং বংশমর্য্যাদা, কর্ম্ম কীর্ত্তিকরং কৃত্যং, তেষাং ) মদৈঃ ( অভিমানৈঃ, তৎসম্ভূতৈরহঙ্কারৈরিতি যাবৎ ) অকিঞ্চনেষু ( সুতরাং দীনেষু, শ্রুতাদিভিঃ স্বাপেক্ষয়া ন্যূনভাবাপন্নেষু ইত্যর্থঃ ) সৎসু ( সাধুষু, ভগবদ্ভক্তেষু ) পাপম্ ( অসদাচরণং ) বিদধতি, সঃ অধনাত্মধনপ্রিয়ঃ ( অধনাঃ ধনশূন্যাঃ যে আত্মধনাঃ পরমাত্মধনাঃ, পরমাত্মনি সুতরাং রতিমন্ত ইত্যর্থঃ, তে প্রিয়াঃ যস্য সঃ ) রসজ্ঞঃ ( ভক্তিপ্রযুক্তসুখানুভবকারী ) হরিঃ [ তেষাং ] কুমনীষিণাং ( কুৎসিতমতীনাম্ ) ইজ্যাং ( পূজাং ) ন ভজতি ( ন পরিগৃহ্লাতি ) [ তেষাং মদসম্বলিতয়া পূজয়া তস্য নাণুমাত্রোঽপি সন্তোষঃ সম্পদ্যতে, তৎ মদমপহায় কাতরেণ চেতসা হরিমারাধয়ত ইতি ভাবঃ ] ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, কুলমর্য্যাদা এবং স্বীয় ক্রিয়াকলাপের অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া অকিঞ্চন সাধু ব্যক্তিগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অকিঞ্চন পরমাত্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রিয়, ভক্তিরসজনিত সুখাভিজ্ঞ শ্রীভগবান্ সেই সকল দুষ্টমতি জনের পূজা গ্রহণ করেন না ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—সতামেব বশ্যোঽসৌ অসতান্তু পূজামপি ন গৃহ্লাতীত্যাহ নেতি। কুমনীষিণাং কুৎসিতমতীনাম্। অধনাশ্চ তে আত্মধনাশ্চ ভগবদ্ধনাঃ, তে প্রিয়া যস্য। রসজ্ঞঃ ভক্তিসুখজ্ঞঃ। কে কুমনীষিণঃ তানাহ। শ্রুতাদিনিমিত্তৈর্মদৈর্যে সৎসু পাপং তিরস্কারং কুর্ব্বন্তি ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—[ অথাস্য ভগবতো ভক্তাধীনত্বং সমুপপাদ্য তদীয়পরিহারস্য অকর্ত্তব্যতামাহ শ্রিয়মিত্যাদিনা ] স্বপূর্ণঃ ( স্বেনৈব বস্তন্তরানপেক্ষয়া পরিপূর্ণতাং প্রাপ্তঃ ) যঃ ( ভগবান্ ) নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ ( স্বভক্তাধীনঃ সন্ ) অনুচরতীং ( নিরন্তরমনুবর্ত্তমানাং, স্বভাব আর্ত্তঃ ) শ্রিয়ং ( সম্পদং ) তদর্থিনঃ ( তাং শ্রিয়মর্থয়িতুং শীলং যেষাং তান্ ) দ্বিপদপতীন্ ( দ্বিপদাঃ মনুষ্যাঃ, তেষাং পতীন্, নরাধিপান্ ) বিবুধাংশ্চ (দেবাংশ্চ) ন ভজতি (ন অনুবর্ত্ততে) কৃতজ্ঞঃ ( কৃতবেদী ) পুমান্ (মানবঃ) অমুম্ (এবম্ভূতম্ স্বানুরক্তং ভগবন্তং) কথম্ উৎ ( ঈষদপি ) বিসৃজেৎ ( পরিত্যজেৎ )? [ তথা হি যেন ভগবতা ভক্তানুরাগেণ সর্ব্বে দেবাদয়োঽপি নাভিনন্দ্যন্তে, তে ভক্তা যদি ভগবন্তং সর্ব্বেণ মনসা নাবলম্বেরন্ তদা তেষাং কৃতঘ্নতাদোষঃ স্যাদিতি তথাভূতো ভগবানারাধ্য এব ভগবদ্ভক্তৈরিতি ভাবঃ ] ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—যে-শ্রী নিরন্তর ভগবানের অনুবৃত্তিকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং সেই শ্রীর কামনা করিয়া যে সকল রাজা ও দেবগণ কালাতিপাত করিতেছেন, যে পূর্ণরূপী ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের বশ্যতাহেতুই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, সেই ভগবান্‌কে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অল্প পরিমাণেও পরিত্যাগ করিতে পারে? ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—ভক্তাধীনত্বং প্রপঞ্চয়ন্নাহ। অনুবর্ত্তমানামপি শ্রিয়ং, তদর্থিনঃ সকামান্, দ্বিপদপতীন্ নরেন্দ্রান্, বিবুধান্ দেবানপি যো নানুবর্ত্ততে। যতঃ স্বেনৈব পূর্ণঃ, অতঃ স্বভৃত্যবর্গানুরক্ত এব। এবম্ভূতমমুম্ উৎ ঈষদপি কথং পরিত্যজেৎ? ॥ ২২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—মহামুনি মৈত্রেয় আবার বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বিদুর। বহুকাল রাজ্যভোগ করিয়া যখন সেই প্রচেতাগণের ভোগবাসনা ক্ষীণ হইল, তখন ভোগ করিতে করিতে বিষয়দোষ দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই হউক, অথবা প্রাক্তন অদৃষ্টের বশেই হউক—তাঁহাদের কাল-ক্রমে বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল। নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে যে, ভগবান্ তাঁহাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে—বহুকালের পর বিষয়ভোগ সমাপ্ত হইলে তোমাদের নির্ব্বেদ উৎপন্ন হইবে এবং পরে আমার ধাম লাভ করিবে, এখন তাহারই সূচনা হইল। দৈব-পরিমাণে লক্ষবর্ষ রাজ্যভোগের পর তাঁহাদের বিবেক-জ্ঞান প্রকাশ পাইল, তাঁহারা শ্রীভগবানের পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্রদিগের উপর রাজ্যভার ও ভার্য্যা বার্ক্ষীর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া সংসার-ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন এবং যে স্থানে জাজলি নামক ঋষি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ স্থান পশ্চিম দিকে সমুদ্রের তীরভূমি, তাঁহারা তথায় যাইয়া ব্রহ্মদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত আসনাদি সহকারে ঋজুদেহে তপস্যার অনুষ্ঠান করার পর দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন। নারদ ঋষিকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা মুনির যথোচিত সম্মান, স্বাগতসম্ভাষণ ও মুনিজনোচিত সৎকারাদি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথারীতি উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন—হে দেবর্ষে। আমাদের পরমসৌভাগ্য যে, আপনি আমাদের দর্শনপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি পরমভাগবত, আপনার দর্শন মহাপুণ্যফলে সম্ভাবিত হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন জগতের অন্ধকার বিনাশের জন্য আকাশে আত্মপ্রকাশ করেন—তাঁহার সাহায্যে যেমন সকল জগতই আলোক লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়—আপনিও সেইরূপ জীবের মোহান্ধকার অপসারিত করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়া থাকেন। আপনার অণুমাত্রও কৃপা লাভ করিলে মুগ্ধ জীব আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। হে ভগবন্! ভগবান্ রুদ্রদেব ও ভগবান্ শ্রীহরি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেই আদেশ অনুসারে আমরা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া এতকাল যাবৎ যথানিয়মে রাজ্যপালনাদি সংসারকৃত্য সম্পাদন করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ কাল সংসারে আসক্ত হইয়া থাকায় আমাদের চিত্তে গাঢ় মালিন্যের আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ পূর্ব্বক আমাদের সেই মালিন্য অপসারিত করিয়া আত্মপ্রকাশ দান করুন। অধ্যাত্মবিষয়ে আমাদের যে অজ্ঞান রহিয়াছে, তাহা অপসারিত না হইলে আত্মপ্রকাশ সম্পন্ন হইবে না, আমরাও এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব না, অতএব আপনি আমাদিগকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান দান করিয়া কৃতার্থ করুন।

ভগবান্ নারদ তাঁহাদের প্রার্থনায় প্রীত হইয়া বলিলেন—হে রাজপুত্রগণ। তোমরা নিবিষ্টচিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর, অচিরেই তোমাদের মনোমালিন্য তিরোহিত হইবে। পূর্ব্বে যে তোমরা কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছ, তাহাতেই তোমাদের অপূর্ব্ব সঞ্চিত হইয়াছে, কেবলমাত্র শিথিল ভাবে চিত্তে একটা আবরণ জন্মিয়াছে, অতএব তোমরা চিন্তা করিও না, আমি যাহা বলিতেছি, ইহার তত্ত্ববিষয়ে একটু অনুধ্যান করিলেই তোমরা তত্ত্ববিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারিবে। এখন আমি যাহা বলিতেছি তাহা শোন,—জীব প্রাক্তন অদৃষ্টবশে যে জন্ম লাভ করে, সেই জন্ম যদি শ্রীভগবানের সেবাদি কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তবেই উহা সার্থক হয়। যে-জীব জন্মলাভ করিয়া অনর্থক সংসারকার্য্যে আত্মবিসর্জ্জন করে, শ্রীভগবানের দিকে চিত্ত অর্পণ করে না, তাহার জন্ম নিরর্থক, অজ্ঞ পশুর জন্ম ও তাহার জন্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্য করিতে গিয়াও শ্রীভগবান্‌কে উহার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে না—যে চিত্ত শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত না হইয়া বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকে—যে বাক্য শ্রীভগবানের গুণ বর্ণনা না করিয়া স্রক্‌চন্দনাদি বৈষয়িক ভোগ্যবস্তু সমূহের

গুণদোষাদি মাত্র বর্ণনা করিবার জন্যই উৎপন্ন হয়—যে সুদীর্ঘ জীবনকাল শ্রীভগবানের আরাধনা ছাড়িয়া বিষয়-ভোগাদি ক্ষণভঙ্গুর কার্য্যে ব্যয়িত হইতে থাকে—তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তাহা দ্বারা জীবের কোনই উপকার সাধিত হয় না। তোমরা যে এতকাল যাবৎ রাজ্যের ভোগে ব্যাপৃত রহিয়াছ, নানাবিধ বিষয়সুখ আস্বাদন করিয়াছ, উহা দ্বারা স্থিরতর কোনও ফলই হয় নাই, তবে যে ভগবান্ রুদ্র ও ভগবান্ নারায়ণ তোমাদিগকে ঐ কার্য্যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক জীবেরই ভোগ বা বৈরাগ্য—শুধু তাহাই কেন, জগতের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই জীবের অদৃষ্টানুসারে হইয়া থাকে। যাহার যতটুকু পূর্ব্ব সঞ্চিত অদৃষ্ট রহিয়াছে, তাহার ঐ সঞ্চিত অদৃষ্টের ভোগ না হইলে বৈরাগ্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। তোমরা যে পূর্ব্বজন্মে রাজ-ভোগের যোগ্য অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ, তাহা রাজযোগ্য ভোগ না করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে না, অতএব তোমাদের রাজযোগ্য ভোগ হওয়া আবশ্যক হওয়ায় সর্ব্বদর্শী শঙ্কর ও ভগবান্ নারায়ণ তোমাদিগকে ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন। এখন রাজযোগ্য ভোগ আস্বাদন করিয়া তোমাদের সেই অদৃষ্ট ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, এইজন্যই সংসার হইতে বহির্গত হইতে পারিয়াছ। আরও এক কথা এই যে, তোমরা পূর্ব্বে পিতার আদেশে রাজ্য-রক্ষার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য তপস্যায় আসিয়াছিলে, রাজগণের পক্ষে রাজ্যরক্ষা করা একটী প্রধান ধর্ম্ম, সেই প্রধান ধর্ম্ম পালনের জন্য পিতা তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, যদি তোমরা পিতার সেই আদেশ অমান্য কর, তবে তোমাদের পাতক হইবে এবং সেই পাতকের ফলে তোমাদিগকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, এইজন্য তোমাদের হিত কামনায় ভগবান্ রুদ্র ও ভগবান্ নারায়ণ তোমাদিগকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। তোমরা তাঁহাদের ও নিজ পিতার আদেশ পালন করিয়া প্রত্যবায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ। যদি ঐ কার্য্যের অন্যথা হইত, তবে তোমাদের প্রত্যবায় হইত, অতএব অনুশোচনা করিও না।

শাস্ত্রে জীবের তিন প্রকার জন্ম দেখিতে পাওয়া যায়, এক প্রকার শৌক্র-জন্ম অর্থাৎ শুক্রশোণিত সাহায্যে জন্ম। পিতার শুক্র ও মাতার শোণিত একত্র হইয়া যে গর্ভশরীর উৎপন্ন হয়, ঐ জন্মই শৌক্র-জন্ম। দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম, ঐ জন্ম উপনয়ন সংস্কার জন্য। সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী, উহাদ্বারা যে জন্ম হয়, তাহাকে সাবিত্র বা গায়ত্র জন্ম বলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিরই ঐ জন্ম সম্ভব। (কেহ কেহ এই তাৎপর্য্য বর্ণনা করেন যে, সাবিত্রী অর্থ গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্র, অতএব গায়ত্রী দ্বারা যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্মান্তর হয়, সেইরূপ শূদ্রেরও ইষ্টমন্ত্রের লাভ হইলে দ্বিতীয় জন্ম হইয়া থাকে, তবে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেই দ্বিজ বলিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, উহা গায়ত্রী জনিত জন্মকেই প্রধান ভাবে ধরিয়া বুঝিতে হইবে)। আর একটী জন্ম আছে, উহার নাম যাজ্ঞিক জন্ম। যজমান যজ্ঞ কার্য্যে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উহার অন্য একটী জন্ম হয়। পরন্তু ঐ যাজ্ঞিক জন্ম লইয়াই যেমন যজমান দ্বিজ বলিয়া ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ ইষ্টমন্ত্র জনিত জন্ম লইয়াও শূদ্র দ্বিজ বলিয়া ব্যবহৃত হয় না, ইহা বলা যাইতে পারে।

উহার যে কোনও প্রকার জন্ম বা অন্য যে কোনও প্রকার কর্ম্মাদিই হউক না কেন—যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরি উদ্দেশ্যরূপে বর্ত্তমান থাকেন না, সেই সকল কর্ম্ম ও জন্মাদি নিষ্ফল। বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বল, শাস্ত্রজ্ঞান বল, তপস্যা বল, যোগ বল, ইহজগতে যত কিছু শ্রেয়স্কর বস্তু আছে, সকলের মূলে শ্রীভগবান্ থাকিলেই উহা সার্থক, অন্যথা সে সকলই নিরর্থক, শ্রীহরি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্যের বা কোনও বস্তুরই কোনও মূল্য থাকে না।

এখন এই আশঙ্কা হইতেছে যে, হরির ভক্তি ও সেবা ব্যতিরেকে যে সকলই ব্যর্থ বলা হইয়াছে, উহা কিরূপে হইতে পারে? কারণ শাস্ত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্য-কলাপের বিভিন্ন বিভিন্ন ফল নিরূপিত হইয়াছে, ঐ ঐ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইলেই তাহার ফল ফলিবে। সেই সেই স্থানে কোথাও ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবাকে ত

অঙ্গ বলিয়া বলা হয় নাই, যাহাতে এই ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবার অভাবে ঐ কর্ম্ম সমূহের ফলহানি হইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ ব্যাসদেবই বলেন যে—জগতে যত কিছু শ্রেয়ঃ আছে, তাহার চরম উদ্দেশ্য—আত্মা, যে ব্যক্তি যে কোনও বস্তুই ভালবাসুক না কেন, সে নিজের প্রতি অসাধারণ প্রীতি নিবন্ধনই সেই সকল বস্তু ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রী যে পতিকে ভালবাসে, মাতা ও পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, পুত্র যে পিতা ও মাতাকে ভালবাসে এবং অন্যান্য বন্ধুগণ যে আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসে, নিজের প্রতি ভালবাসাই তাহার মূল। যে ব্যক্তি নিজ পার্থিব সুখ কামনা করে না, নিজ সুখের প্রতি যে ব্যক্তি উদাসীন, যে আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও উদাসীন, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্যই সর্ব্বার্থদর্শিনী শ্রুতি বলিয়াছেন—“ন বাঃরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি কিন্তু আত্মনস্তু কামায়” অর্থাৎ “পতির কামনা পূরণের জন্যই যে পতি স্ত্রীর প্রিয় হয়, এমন নহে, কিন্তু নিজ কামনা পূরণের জন্যই পতি প্রিয় হইয়া থাকে”। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে আত্মাই সকল কাম্যফলের চরমস্থানীয়, সেই আত্মাকে বাদ দিলে জগতের সমস্তই নিরর্থক। সেই আত্মা আর ভগবান্ একই বস্তু, নারায়ণই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ প্রিয় পদার্থ, অতএব সেই ভগবান্কে পরিহার করিয়া যে কোনও কার্য্যই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা একান্ত নিষ্ফল। কর্ম্মকাণ্ডই হউক, বা জ্ঞানকাণ্ডই হউক, সকল বিষয়েরই ভগবান্ নারায়ণে পর্য্যবসান জানিবে। এইরূপ উপাসনা-কাণ্ডেরও ভগবান্ নারায়ণে পর্য্যবসান জানিবে; অর্থাৎ নানাবিধ ব্যক্তি অধিকারিভেদে যে বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতার আরাধনা করে, সেই আরাধনা শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত, তাহা দ্বারাও শ্রীভগবানেরই পরিতুষ্টি হয়। শ্রীভগবান্ সকল জগতের মূল, তাঁহার আরাধনা করিলে সকল দেবতারই আরাধনার ফল পাওয়া যায়। অন্য দেবতার আরাধনাকালে যদি ভগবানে ভক্তি না থাকে, তবে তাহার কোনই ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার যে সুন্দর দুইটী দৃষ্টান্ত ব্যাসদেব উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই—যেমন কোনও ব্যক্তি সযত্নে বৃক্ষরোপণ করিলে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন বৃক্ষের পরিপুষ্টিসাধনের জন্য বৃক্ষের মূলেই জলসেক করে এবং সেই মূলাভিষিক্ত জল বৃক্ষের অন্তর্নাড়িকা দ্বারা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া বৃক্ষের সকল অবয়বের পরিপুষ্টি সাধন করে। যদি মূলে জলসেক না করিয়া তাহার সকল অবয়বে বিভিন্ন ভাবে জলসেক করা হয়, তবে যেরূপ বৃক্ষের পরিপুষ্টি হয় না, সেইরূপ সর্ব্বকারণীভূত মূলস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই সকল দেবতাদির উহাতে পরিতৃপ্তি হয়। ভগবানে ভক্তি পরিহার করিয়া সেই সেই দেবতার প্রতি বিভিন্ন ভাবে অনুরাগ স্থাপন পূর্ব্বক তদীয় উপাসনা করিলে সেই সেই দেবতার সেরূপ পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। আর একটী দৃষ্টান্ত এই যে—যেমন প্রতিদিন আহারের সময় জীব ‘প্রাণায় স্বাহা’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রাণকে যে অন্নাহুতি প্রদান করে, সেই অন্নাহুতি দানের ফলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়। যদি প্রাণের উদ্দেশে অন্নাহুতি না দিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অংশবিশেষে অন্নাদি ভোজ্যবস্তু সমূহ লেপন করিয়া দেওয়া হয়, তবে ইন্দ্রিয়সমূহের তাদৃশ পরিতোষণ ও পরিপোষণ হয় না, সেইরূপ শ্রীভগবান্কে বাদ দিয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তি না রাখিয়া কেবল সাগ্রহে অপরাপর দেবতোপাসনাদি দ্বারা কোনও পরমফল উৎপন্ন হয় না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মের সহিত যদি শ্রীভগবানের ভক্তি মিশ্রিত না হয় এবং ভক্তির সহিত যদি কর্ম্ম মিশ্রিত না হয়, তবে তাহার কোনটীরই ফল ফলিতে পারে না। ভগবান্ শ্রীহরি সকলেরই মূলীভূত ব্রহ্মস্বরূপ। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, ভগবান্ ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণই সকল জগতের অঙ্গ, তাঁহা হইতেই সকল জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, আবার প্রলয়ে তাঁহাতেই সকল বিলীন হইবে। তিনিই সকলের অঙ্গ, সেই ব্রহ্মই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক শক্তিরূপা মায়ার প্রভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। শ্রীভগবানের লীলাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ, লীলাবশে সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর দামোদরই এই জগতের নিয়ন্তা, স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা, অতএব তিনিই সর্ব্বমূল।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতসো রাজন্নন্যাশ্চ ভগবৎকথাঃ। শ্রাবয়িত্বা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বায়ম্ভুবো মুনিঃ॥ ২৩
তেঽপি তন্মুখনির্যাতং যশো লোকমলাপহম্। হরের্নিশম্য তৎপাদং ধ্যায়ন্তস্তদ্গতিং যযুঃ॥ ২৪

হে রাজপুত্রগণ! তোমরা সেই সর্ব্বমূলীভূত শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিয়া উপাসনা কর, তাহাতেই তোমরা সকল উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে। তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিতে পারিলেই দেখিবে—সকল তত্ত্ব তোমাদের অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছে ও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য-বিজ্ঞানে সংসারের মোহান্ধকার বিদূরিত হইযাছে। তখন আর তোমাদের জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

তোমরা সর্ব্বভূতে দয়া ধারণ কর, যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাক, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া লও। সংযতচিত্তে সকল কামনা বর্জ্জন করিয়া শ্রীভগবানের অনুধ্যান করিলেই তিনি তোমাদের চিত্তে চিরনিবাস কল্পনা করিয়া লইবেন, কখনও তোমাদের নির্ম্মল অন্তঃকরণ পরিহার করিয়া অপসৃত হইবেন না। যাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্ত, তাঁহাদের প্রতি অনুরাগবশতঃ ভগবান্ সকলই তুচ্ছ করিয়া থাকেন, আর যাহারা শ্রীভগবানের ভক্তিকে তুচ্ছ করে, নিজ শাস্ত্রজ্ঞান, কুল, মর্যাদা, ধনগৌরব বা যাগযজ্ঞাদি কার্যের অভিমানে আত্মবিস্মৃত হইযা ভগবান্‌কে বিস্মৃত হয় ও ভগবদ্ভক্তগণের অবমাননা করে, তাহারা রজোগুণের প্রভাবে কীর্ত্তি প্রভৃতির কামনায় উপাসনাদি করিলেও ভগবান্ পরিতুষ্ট হ'ন না, তাঁহাদের সকল ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ভগবান্ ভক্তের অধীন, ভক্তের প্রতি অনুরাগ হেতু তিনি রাজা, দেবতা প্রভৃতি কাহাকেও তদপেক্ষা গৌরবান্বিত মনে করেন না। প্রকৃত ভক্ত তাঁহার নিকট যাহা চায় তাহাই পায়, কারণ ভগবান্ সর্ব্বপ্রকারেই ভক্তের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। যে কৃতঘ্ন ব্যক্তি ঈদৃশ ভগবানের প্রতি অনাদর করে, তাহার আর পাপের সীমা থাকে না, অতএব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিরই শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন ও পূজা প্রভৃতি ভক্তি সহকারে করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কোনও প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিবে না। হে রাজপুত্রগণ। এই তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তোমরা শ্রীভগবানে সুদৃঢ় ভক্তি স্থাপন কর, অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের উপাসনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর, সেই ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেই তোমরা পরমার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই বলিয়া ঋষি নারদ বিরত হইলেন॥ ১—২২

অন্বয়ঃ।—[ অথ নিরুক্তভাগবতকথাশ্রবণানন্তরং নারদস্য ব্রহ্মলোকপ্রস্থানমাহ ইতীত্যাদিনা ] হে রাজন্। স্বায়ম্ভুবঃ ( স্বয়ম্ভুবঃ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ) মুনিঃ ( নারদ ঋষিঃ ) ইতি ( উক্তরূপাঃ ) অন্যাশ্চ ( অপরাশ্চ ) ভগবৎকথাঃ ( ভগবতঃ কথাঃ বার্ত্তাঃ ) প্রচেতসঃ ( বর্হিষতঃ পুত্রান্ ) শ্রবয়িত্বা ( বোধয়িত্বা ) ব্রহ্মলোকং যযৌ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—হে বিদুর। ব্রহ্মার পুত্র নারদ ঋষি প্রচেতাদিগের নিকট ঐ কথা এবং অপরাপর ভগবৎসম্বন্ধীয় নানাকথা শুনাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[ অথ নারদোপদেশানুসারেণ হরিপদং ধ্যায়তামমীষাং প্রচেতসাং হরিস্বারূপ্যলাভমাহ তেঽপীত্যাদিনা ] তেঽপি ( প্রচেতসোঽপি ) তন্মুখনির্যাতং ( তস্য নারদস্য মুখাৎ নির্যাতং নির্গতং ) লোকমলাপহং ( লোকয়োঃ ইহলোকস্য পরলোকস্য চ মলং অপহন্তি যৎ তৎ, অথবা লোকানাং জীবানাং মলাপহং দোষবিনাশক-

এতত্তেঽভিহিতং ক্ষত্তর্যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্। প্রচেতসাং নারদস্য সংবাদং হরিকীর্ত্তনম্ ॥ ২৫

শ্রীশুক উবাচ।

য এষ উত্তানপদো মানবস্যানুবর্ণিতঃ। বংশং প্রিয়ব্রতস্যাপি নিবোধ নৃপসত্তম ॥ ২৬

যো নারদাদাত্মবিদ্যামধিগম্য পুনর্মহীম্। ভুক্ত্বা বিভজ্য পুত্রেভ্য ঐশ্বরং সমগাৎ পদম্ ॥ ২৭

ইমান্তু কৌষারবিণোপবর্ণিতাং ক্ষত্তা নিশম্যাজিতপাদসৎকথাম্।

প্রবৃদ্ধভাবোঽশ্রুকলাকুলো মুনের্দধার মূর্দ্ধ্না চরণং হৃদা হরেঃ ॥ ২৮

মিত্যর্থঃ) হরেঃ যশঃ (গুণকথাঃ) নিশম্য (শ্রুত্বা) তৎপাদং (তস্য হরেঃ পাদং) ধ্যায়ন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ) তদ্গতিং (তস্য হরেঃ গতিং লোকং) যযুঃ (প্রাপুঃ, গমনার্থস্য ধাতোঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ তদর্থঃ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—সেই প্রচেতাগণও নারদের মুখনিঃসৃত লোকমলাপহ শ্রীভগবানের যশোগাথা শ্রবণ করিয়া তদীয় চরণ চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুলোক লাভ করিলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—প্রচেতসঃ কর্ম্মভূতান্। অন্যাশ্চ নূনং সুনীতেরিত্যাদিধ্রুবচরিত্যান্তাং, সত্রেঽগায়ৎ প্রচেতসামিত্যুক্তত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ তেঽপি প্রচেতসঃ। তদ্গতিং বিষ্ণুলোকম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—[অথ মৈত্রেয়স্য বাক্যোপসংহারমাহ এতত্তে ইত্যাদিনা] ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) ত্বং মাং যৎ (তত্ত্বং) পরিপৃষ্টবান্ [তৎ] প্রচেতসাং নারদস্য [চ] সংবাদং (সংবাদঃ পরস্পরমালাপঃ বিদ্যতে যত্র ইত্যস্মিন্নর্থে সংবাদশব্দাদচি সংবাদযুক্তমিত্যর্থঃ) হরিকীর্ত্তনং (হরেঃ নারায়ণস্য কীর্ত্তনং যত্র তথাভূতং, হরিকথাসম্বদ্ধম্) এতৎ (অনন্তরোক্তং বচনং) তে (তব সমীপে) অভিহিতং (কথিতং, ময়েতি শেষঃ) [তথা হি তব প্রশ্নস্য ময়া নিঃশেষরূপেণ উত্তরং দত্তমিতি ভাবঃ] ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! তুমি আমার নিকটে যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, প্রচেতাদিগের ও নারদ ঋষির পরস্পর আলাপ ও শ্রীহরির কথাসম্বদ্ধ সেই বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই আমি তোমার নিকট এই ব্যক্ত করিলাম ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—প্রচেতসাং নারদস্য সংবাদরূপমেতদাখ্যানং তেঽভিহিতম্। হরেঃ কীর্ত্তনং যস্মিন্ তৎ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—নৃপসত্তম! (হে রাজশ্রেষ্ঠ। পরীক্ষিৎ।) মানবস্য (মনোরপত্যস্য) উত্তানপদঃ (উত্তানপাদস্য) যঃ এষঃ (বংশঃ, সঃ) অনুবর্ণিতঃ (কথিতঃ), প্রিয়ব্রতস্যাপি (তদাখ্যস্য রাজ্ঞশ্চ) বংশং নিবোধ (মত্তঃ শৃণু) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে নৃপসত্তম! মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশের কথা এই আমি বর্ণনা করিলাম। এখন প্রিয়ব্রতের কথাও শ্রবণ কর ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—[অস্যৈব কথামাহ য ইত্যাদিনা] যঃ (প্রিয়ব্রতঃ) নারদাৎ (দেবর্ষেঃ নারদস্য সমীপাৎ) আত্মবিদ্যাম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানম্) অধিগম্য (লব্ধ্বা) পুনঃ মহীং (পৃথিবীং) ভুক্ত্বা [অনন্তরং] পুত্রেভ্যঃ বিভজ্য (অংশতো নিজপুত্রেষু বিভাগেন রাজ্যভারং ন্যস্য ইত্যর্থঃ) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরসম্বন্ধি) পদং (স্থানং) সমগাৎ (প্রাপ) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—যে প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী ভোগ করার পর পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া ঐশ্বরিক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—ক্ষত্তা তু (বিদুরস্তু) কৌষারবিণা (মৈত্রেয়েণ) উপবর্ণিতাং (কথিতাম্) অজিতপাদসৎকথাং (অজিতপাদস্য ভগবতঃ শ্রীহরেঃ সাধ্বীং বার্ত্তাং) নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রবৃদ্ধভাবঃ (ভগবতি প্রবৃদ্ধানুরাগঃ)

শ্রীবিদুর উবাচ।

সোঽয়মদ্য মহাযোগিন্ ভবতা করুণাত্মনা। দর্শিতস্তমসঃ পারো যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ ॥ ২৯

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যানম্য তমামন্ত্র্য বিদুরো গজসাহ্বয়ম্। স্বানাং দিদৃক্ষুঃ প্রযযৌ জ্ঞাতীনাং নির্ব্বৃতাশয়ঃ ॥৩০

এতদ্যঃ শৃণুযাদ্রাজন্ রাজ্ঞাং হর্য্যর্পিতাত্মনাম্। আয়ুর্ধনং যশঃ স্বস্তি গতিমৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতসোপাখ্যানং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

[ অতএব ] অশ্রুকলাকুল ( অশ্রুকলাভিঃ বাষ্পবিন্দুভিঃ আকুলঃ সন্ ) মূর্দ্ধ্না ( শিরসা ) মুনেঃ ( মৈত্রেয়স্য ) হৃদা ( মনসা চ ) হরেঃ ( নারায়ণস্য ) চরণং দধার ( ধারয়ামাস )। [ শ্রীহরিং মনসা স্মরন্ মৈত্রেয়চরণং শিরসা জগ্রাহ ইতি ভাবঃ ] ॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—বিদুরও মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীভগবানের সৎকথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রতি গাঢ় অনুরাগ ধারণ করিলেন ; তাঁহার নয়ন বাষ্পপূরিত হইল, তিনি ভক্তিভরে মস্তকে মৈত্রেয় মুনির চরণ এবং অন্তরে ভগবানের চরণ ধারণ করিলেন ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ**।—[ তথা ভক্ত্যাপ্লুতস্য বিদুরস্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণং বচনমাহ সোঽয়মিত্যাদিনা ] মহাযোগিন্। ( হে মৈত্রেয় ! ) যত্র ( তমসঃ পারে ) অকিঞ্চনগঃ ( ন বিদ্যতে কিঞ্চন যস্য সঃ অকিঞ্চনঃ, সর্ব্বমপহায় কেবলে শ্রীহরৌ ভক্তিমান্ জনঃ, তং গচ্ছতি শ্রয়তি যঃ সঃ ) হরিঃ ( নারায়ণঃ ) [ বর্ত্তত ইতি শেষঃ ] করুণাত্মনা ( সদয়স্বভাবেন ) ভবতা অদ্য সঃ অয়ং তমসঃ ( অজ্ঞানস্য ) পারঃ দর্শিতঃ [ তথা হি অদ্য ভবৎকৃপয়ৈব অহমজ্ঞানমুত্তীর্য্য তত্ত্বজ্ঞানং লব্ধ্বা ভক্তাধীনস্য ভগবতো লাভেন কৃতার্থোঽভূবমিতি ভাবঃ ] ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—বিদুর বলিলেন—হে মহাযোগিন্ ! যে স্থানে ভক্তাধীন ভগবান্ অবস্থিত, আপনি করুণাপূর্ব্বক আমাকে সেই তত্ত্বজ্ঞানের পার দেখাইয়াছেন। ( অর্থাৎ যে-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, আপনার উপদেশে আমি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইয়াছি ) ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ বিদুরস্য হস্তিনাপুরপ্রস্থানমাহ ইত্যানম্যেত্যাদিনা ] বিদুরঃ ইতি ( উক্তপ্রকারেণ ) তং ( মৈত্রেয়ম্ ) আমন্ত্র্য ( সম্ভাষ্য ) আনম্য ( সম্যক্ নমস্কৃত্য চ ) নির্বৃতাশয়ঃ ( নির্বৃতঃ পরিতৃপ্তঃ আশয়ঃ অন্তকরণং যস্য তথাভূতঃ সন্ ) স্বানাং জ্ঞাতীনাং ( স্বকীয়ান্ জ্ঞাতীনিতি দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী বৈকল্পিকী ) দিদৃক্ষুঃ [ সন্ ] (দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ সন্ ) গজসাহ্বয়ং ( হাস্তিনাপুরং ) প্রযযৌ ( প্রস্থিতবান্ ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—শ্রীশুকদেব বলিলেন—বিদুর এইরূপে মৈত্রেয়কে সম্ভাষণ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক পরিতৃপ্তচিত্তে নিজ জ্ঞাতিগণের দর্শনকামনায় হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ**।—[ অথ সমগ্রস্যাস্য বৃত্তস্য শ্রবণেন ফলমাহ এতদ্ য ইত্যাদিনা ] হে রাজন্। যঃ ( জনঃ ) হর্য্যর্পিতাত্মনং ( হরৌ অর্পিতঃ নিবেশিত আত্মা অন্তকরণং যৈঃ তথাভূতানাং, পরমভাগবতানামিত্যর্থঃ ) রাজ্ঞাম্ এতৎ ( চরিতং ) শৃণুয়াৎ [ সঃ ] আয়ুঃ ( সুদীর্ঘং জীবনকালং ), ধনং, যশঃ, স্বস্তি ( কল্যাণং ), গতিং ( সদ্গতিং ), [ তথা ] ঐশ্বর্য্যম্ ( ঈশ্বরস্বারূপ্যঞ্চ ) আপ্নুয়াৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্! যে ব্যক্তি পরমভাগবত রাজগণের এই পূত চরিত শ্রবণ করিবে, সেই ব্যক্তি আয়ুঃ, ধন, যশঃ, কল্যাণ, সদ্গতি ও অন্তে ঈশ্বরস্বারূপ্য লাভ করিবে॥ ৩১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—য এষ বংশঃ সোঽনুবর্ণিতঃ॥ ২৬॥ যঃ প্রিয়ব্রতঃ॥ ২৭—২৯॥ স্বান্ জ্ঞাতীন্ দিদৃক্ষুঃ॥ ৩০ রাজ্ঞাং চরিতমিতি শেষঃ॥ ৩১

চতুর্থেঽত্র চতুর্থার্থসাধনাদন্যদস্তি ন। সতীধ্রুবাদিচরিতে পুরঞ্জনকথামৃতে॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—শ্রীনারদ ঋষি প্রচেতাদিগকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলে প্রচেতাগণও নারদের উপদেশ উপাদেয় বুঝিয়া তদনুসারে একমাত্র শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই ধ্যান করিতে লাগিলেন ও তাহাতেই তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মলই বিদূরিত হইয়া গেল ও মালিন্যের অপগমে তাঁহারা উত্তম বিষ্ণুলোক লাভ করিলেন। মৈত্রেয় এই কথার সমাপ্তি করিয়া বিদুরকে বলিলেন—হে বিদুর! তুমি আমার নিকট যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, একে একে সে সমস্ত বিষয়ই তোমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি, আর আমার বলিতে কিছুই অবশিষ্ট নাই। প্রচেতাদিগের সহিত নারদের কথোপকথন ও তৎ-প্রসঙ্গে শ্রীহরির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তোমাকে সকল কথাই বলিয়াছি, সুতরাং নিশ্চয়ই এখন আর তোমার মনে কোনও সংশয় নাই। এই বলিয়া মৈত্রেয় নিজবাক্যের উপসংহার করিলেন।

শ্রীশুকদেবই রাজা পরীক্ষিতের নিকট প্রথমতঃ ভগবৎপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া নানাবিষয় বর্ণনা করিতেছিলেন এবং মৈত্রেয়াদির প্রসঙ্গ ঐ বর্ণনারই অন্তরগত; এখন ঐ প্রসঙ্গ শেষ হওয়ায় শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন—হে রাজন্। মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ; তন্মধ্যে উত্তানপাদের বংশ বর্ণনা করিয়াছি, প্রিয়ব্রতের বিষয়ও শ্রবণ করিতে তোমার কৌতূহল আছে, তাহা পরে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ প্রিয়ব্রত নারদের নিকট হইতে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং বহুকাল পৃথিবী ভোগ করিয়া পুত্রগণের উপর রাজ্যভার দিয়া ঐশ্বর-পদ লাভ করিয়াছিলেন। (ঐ বিষয় পরবর্ত্তী স্কন্ধে সুবিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইবে। এখানে মাত্র তাহার সূচনা করা হইয়াছে)। বিদুর পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত মৈত্রেয়ের নিকট বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন ও ভগবানের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি উৎপন্ন হইল, অশ্রুভারে তাঁহার নয়ন আপ্লুত হইল। তিনি ভাবিলেন—মৈত্রেয় পরম কারুণিক, তাঁহারই কৃপায় আমি আজ এই ভাগবততত্ত্বলাভে সমর্থ হইয়াছি। ভগবান্ তুমিও পরম কারুণিক, তাহা না হইলে আমাকে এরূপ গুরুর দর্শন লাভ করাইবে কেন? এইরূপ নানাবিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু মৈত্রেয়ের চরণে শির নত করিলেন এবং মনে মনে শ্রীভগবানের চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অশেষপ্রকার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পরে মৈত্রেয়কে ভক্তিপূর্ব্বক বলিলেন—"হে ভগবন্! আপনি মহাযোগী, তাই আপনার নিকট এই পরমতত্ত্ব দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত, কাজেই আপনি অনায়াসে আমার নিকট ঐ বিষয় সুন্দররূপে প্রতিভাত করিয়াছেন। আপনি পরমকারুণিক, তাই কৃপাপূর্ব্বক এই অধমকে তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ করিয়া চিত্তের অশেষপ্রকার মালিন্য তিরোহিত করিয়াছেন, আমার অন্তঃকরণে আর লেশমাত্র অজ্ঞানও স্থান পাইতেছে না। যে তত্ত্বজ্ঞানের আলোকময় প্রদেশে ভগবান্ চিরসন্নিহিত, আমাকে আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই তত্ত্বজ্ঞানের আলোক প্রদান করিয়াছেন। আমি আর কি বলিয়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইব? তাই পুনঃ পুনঃ আপনার চরণে

প্রণত হইতেছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নিজ জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত বহুকাল পরে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিদুর হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। শ্রীশুকদেব আবার রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— হে রাজন্! এই যে পরমভাগবত রাজগণের কথা বলিলাম, ভক্তিভরে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেও পরম কল্যাণ সাধিত হয়। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে এমন কেনও কাম্য বস্তু নাই, যাহা লাভ করা যায় না। ইহার প্রভাবে লোকের আয়ুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ধনাগম, যশোলাভ ও অপরাপর কল্যাণ অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়; অতএব তুমি যে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ করগত হইয়াছে। তুমি কোনও চিন্তা করিও না, পরে আবার প্রিয়ব্রতের বংশবিস্তার ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিব, তাহাতে আরও কতপ্রকার কল্যাণ-কর বস্তু লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া শ্রীশুকদেব বিরত হইলেন।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট নানাপ্রকার সৎকথার অবতারণা করিয়া তাঁহাকে তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশ আলোচনা করিলেই পাওয়া যায়; তন্মধ্যে তিনি শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তির কথা ও ভগবদ্‌ভক্তের মাহাত্ম্যের কথা বহুলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ যে নিজভক্তের অধীন, ভক্তের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি যে অপর সকল অনুরাগকেই তুচ্ছ মনে করেন, ইহাও স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; অতএব ত্রয়োবিংশ শ্লোকে যে 'প্রচেতস' এই পদটী সন্নিবেশ করা হইয়াছে, ইহার অর্থ যে কেবল প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণ, তাহা নহে; 'প্রকৃষ্টং চেতঃ চিত্তং যেষাং তান্' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবদ্‌ভক্তিপূত প্রকৃষ্টচেতা ব্যক্তিগণই উহার অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে। ঐ শব্দদ্বারা সাধারণরূপে ভগবদ্‌ভক্ত সকল ব্যক্তির কথাই পাওয়া যায় বলিয়া ভগবদ্‌ভক্ত প্রচেতাগণের কথাও বাদ পড়িবে না; কাজেই প্রকৃত বৃত্তান্তের প্রসঙ্গে প্রাপ্ত প্রচেতাগণ ও অপরাপর ভক্তের বিষয়ও লাভ করা যায়। তাহাতে উক্ত শ্লোকের বিশদার্থ এই পাওয়া যায় যে, "ভগবান্ নারদ ঋষি ভগবদ্‌ভক্তিপূতচিত্ত প্রচেতাগণ ও অপর সামান্য ভাগবতগণের সন্নিধানে উক্তরূপ কথা ও অন্যরূপ ভগবান্ পর-ব্রহ্মরূপী বাসুদেবের কথা বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।" এইরূপ অর্থ করায় প্রকৃত বিষয়ের কোন অসামঞ্জস্যের আশঙ্কা দেখা যায় না; কারণ পরম কারুণিক মুনি সাধারণ ভক্তগণকে প্রসঙ্গক্রমে ঐ উপদেশসুধা দান করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

'স্বায়ম্ভুব' শব্দের অর্থ স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র। ঐ স্বায়ম্ভুব শব্দদ্বারা নারদকে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা বেদের প্রবক্তা বা নির্ম্মিতা, কাজেই তাঁহার তত্ত্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে; সেই ব্রহ্মার পুত্র নারদ পিতার নিকটে তত্ত্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বাক্যে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি প্রচেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া যে তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, উহাই পরমার্থতত্ত্ব, ঐ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। অতএব ভক্তগণ নিঃসন্দেহে উহা ধারণা করিবেন।

আর একটী কথা এই যে, নারদ ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন, ইহা উক্ত শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে; এখন অনেকেরই এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, নারদ অন্যস্থানে না গিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন কেন? তিনি ভগবদ্‌ভক্ত, তাঁহার অপর স্থান ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুলোকে যাওয়াই ত উচিত বলিয়া মনে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই মুনি ব্যাসদেব নারদের 'স্বায়ম্ভুব' এই বিশেষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ নারদ মুনি ব্রহ্মার পুত্র, কাজেই তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মলোকই নিজ আবাসস্থানরূপে কল্পিত, প্রচেতাগণকে উপদেশ দিয়া যখন তিনি স্বীয় কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিলেন, তখন আবার তিনি নিজ আবাসভূমি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। আরও একটী তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে, স্বয়ম্ভুশব্দে যেমন ব্রহ্মাকে প্রতিপাদন করা হয়, বিষ্ণুরও অনাদিত্বহেতু তাঁহাকেও স্বয়ম্ভুশব্দ দ্বারা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে; অতএব স্বয়ম্ভু অর্থাৎ বিষ্ণু নিজভক্ত এই অর্থে স্বায়ম্ভুব

শব্দের অর্থ বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ পরমভাগবত, ইহাও স্থির করা যায়। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ 'পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর লোকে গমন করিলেন' এ অর্থ গ্রহণ করিলে আর উক্ত আশঙ্কা হইতেই পারে না।

মুনি শব্দের অর্থ মননশীল, এই মনন অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ শব্দ দ্বারা ঈশ্বরের মননই যে নারদের কার্য্য—সংসারের বিষয়ভোগ তাঁহার কার্য্য নহে, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি প্রচেতাদিগকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা তাঁহাদের যে পরম উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকট তিনি বৈষয়িক সুখকামী হইয়া বহুপ্রকার পরমোত্তম বিষয়সুখ লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে বিষয় সুখ ঈশ্বরমননের বিরোধী বলিয়া অত্যন্ত তুচ্ছ; এইজন্যই কার্য্যসমাপ্তি মাত্রে অবিলম্বেই তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া প্রকাশময় ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। আর একটী ভাব এই যে, মুনিশব্দদ্বারা অনুমান বিষয়ে নিপুনতা প্রকাশিত হওয়ায় প্রচেতাদিগকে উপদেশ করিবার পর প্রচেতাগণ বাস্তবিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন কিনা, ইহা বুঝিবার ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে, কেননা পরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, উহা অনুমানগম্য।

চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে যে 'লোকমলাপহং' বলিয়া যশকে বিশেষিত করা হইয়াছে, উহার নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে; যে যশ লোকের অর্থাৎ জীবের মল অর্থাৎ দুঃখাদি অন্তঃকরণসম্বন্ধীয় মালিন্য অপহরণ করে, তাহা। শ্রীহরিচরিতশ্রবণে যে অপূর্ব্ব আনন্দ অন্তঃকরণে জাগরিত হয়, তাহার প্রভাবে লেশমাত্রও দুঃখাদি অন্তঃকরণে থাকিতে পারে না। অতীত দুঃখ যেমন চলিয়া যায়, তেমনই ভবিষ্যতেও আর তাহার চিত্ত মালিন্যগ্রস্ত হয় না। আর একটী অর্থ এই হইতে পারে যে, লোক অর্থে সংসার, তাহার কারণীভূত মল অর্থাৎ অন্তঃকরণের অজ্ঞান বা মিথ্যা-জ্ঞান; ঐ মিথ্যাজ্ঞান প্রভাবেই জীবের সংসার হইয়া থাকে, আবার হরিকথামৃতপানে যখন অন্তঃকরণে তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোক উদ্ভূত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, পরাবর শ্রীভগবানের দর্শন লাভে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াও আর সংসারের সম্ভাবনা থাকে না, মুক্তির উজ্জ্বল আলোকে তখন জীব পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকে।

'যশো লোকমলাপহং' এই দুইটী শব্দের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দুইটী বিভিন্নপদের প্রতীতি হইবে, তন্মধ্যে একটী পদ 'যশঃ' অপর পদ 'অলোকমলাপহং' ইহাও বলা যাইতে পারে। মল দুই প্রকার—লৌকিক ও অলৌকিক; মৃত্তিকাদি সংসর্গে যে বাহ্য মল উৎপন্ন হয় এবং অন্তঃকরণে যে লৌকিক বিষয়ের অভাবে দুঃখাদি মল উৎপন্ন হয়, উহাকে লৌকিক বলা যাইতে পারে; আবার অন্তঃকরণে অনাদিকাল হইতে অবিদ্যারূপে যে মল রহিয়াছে, উহাই অলৌকিক। ঐ দ্বিবিধ মলের মধ্যে লৌকিক মল জলপ্রক্ষালনাদি লৌকিক উপায়ে নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু অলৌকিক অন্তঃকরণের মল অবিদ্যার নিবৃত্তি করিতে হইলে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানরূপ অলৌকিক কারণ ব্যতীত উহা নিবৃত্ত করা যায় না, কেবল শ্রীভগবানের যশোগাথা ভক্তিভরে শ্রবণ করিলে যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই উহার নিবৃত্তি হইতে পারে। অতএব শ্রীভগবানের যশকে 'অলোকমলাপহ' বলা যাইতে পারে। এইরূপে নিপুণবুদ্ধি ব্যক্তিগণ গূঢ় অর্থের অনুসন্ধান করিবেন॥ ২৩—৩১

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১

---

চতুর্থস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।